পবিত্র ত্রিপিটক

(অষ্টাদশ খণ্ড)

প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০

পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ**]

পবিত্র ত্রিপিটক

অষ্টাদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ**]

শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু
ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ**]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু,
ভদন্ত সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-18
(Khuddak Nikaye Pratisambhidamarga & Nettiprakaran)
Translated by Ven. ShantaRakkhit Mahasthabir, Ven. Indragupta Bhikkhu, Ven. Suman Sthabir, Ven. Bangis Bhikkhu, Ven. Ajit Bhikkhu & Ven. Sibak Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3080-9

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

প্রতিসম্ভিদামার্গ

(বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদকমণ্ডলী

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
ভদন্ত সুমন স্থবির
ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু
ভদন্ত অজিত ভিক্ষু
ভদন্ত সীবক ভিক্ষু

খুদ্দকনিকায়ে

প্রতিসম্ভিদামার্গ

(বঙ্গানুবাদ)

প্রকাশকাল : পূজ্য বনভন্তের ৯৩তম শুভ জন্মদিন
২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষের
৮ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ
২৫ পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

অনুবাদকবৃন্দ : ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু

প্রকাশনায় : শ্রীমৎ ধর্মতিষ্য স্থবির

কম্পোজ : শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু

সহযোগিতায় : ভদন্ত ধর্মদীপ ভিক্ষু

সূ চি প ত্র

খুদ্দকনিকায়ে প্রতিসম্ভিদামার্গ

ভূমিকা

'পটিসম্ভিদামগ্‌গো' সুত্তান্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ে শুধুমাত্র 'পটিসম্ভিদা' এই নামেই একটি গ্রন্থ। ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথেরো সংকলিত 'পালি-বাংলা অভিধানে' পটিসম্ভিদার অর্থ করা হয়েছে : বিভাজনীয় জ্ঞান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি।

প্রথমে এই 'পটিসম্ভদামগ্‌গো' গ্রন্থের পটভূমি আলোচনায় প্রথম সঙ্গীতিতে ইহার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা যাক। পারাজিকা অর্থকথার বাহির নিদান অধ্যায়ের বর্ণনায় সঙ্গীতি বর্ণনা পর্বে দেখা যায় প্রথম সঙ্গীতি শুরু করতে গিয়ে বলা হচ্ছে : "এবং নিসিন্নে কিং পঠমং সঙ্গাযাম ধম্মং বা বিনযং বা'তি?" (পারাজিকা অট্‌ঠকথা/বাহির নিদান কথা)।

এখানে স্পষ্টই দেখা গেল 'ধর্ম বিনয়'—এই দুই নামে এবং দুই ভাগে সমগ্র বুদ্ধবচন সংগ্রহ করা হয়েছে। 'পিটক' শব্দটি তাই বুদ্ধবচনের ধারক বা আধার অর্থেই বৌদ্ধজগতে এ শব্দের প্রচলন যে শুরু হয়েছে, তার প্রমাণ পারাজিকা অট্‌ঠকথার বাহির-নিদান কথায় প্রথম সঙ্গায়ন বর্ণনার শেষ পর্বের আলোচনায় পাওয়া যাবে—"তদেং সব্বম্পি বুদ্ধবচনং রসবসেন একবিধং; ধম্মবিনযবসেন দুবিধং; পঠম-মজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তিবিধং; তথা পিটকবসেন; নিকাযবসেন পঞ্চবিধং; অঙ্গবসেন নববিধং; ধম্মক্‌খন্ধবসেন চতুরাসীতি সহস্‌সবিধন্তি বেদিতব্বং" (পারাজিকা অট্‌ঠকথা/বাহির নিদান কথা)

এই পিটকবশেও যে ত্রিবিধ; তা বলতে গিয়ে উক্ত হলো—"কথং পিটকবসেন তিবিধং? সব্বম্পি হেতুং বিনযপিটকং, সুত্তন্তপিটকং, অভিধম্মপিটকন্তি...।" এখানে উল্লেখিত 'সুত্তন্তপিটক' হচ্ছে পঞ্চ নিকায়। অধিকন্তু এখানে নিকায়বশে যে, পঞ্চবিধ বলা হয়েছে; সেই পঞ্চবিধ কী কী?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো—ব্রহ্মজালাদি একটি সুত্ত সংগ্রহ দীর্ঘনিকায়ভুক্ত; মূলপর্যায়াদি ১৫০টি সুত্ত সংগ্রহ মজ্ঝিমনিকায়ভুক্ত; ওঘতরণ সুত্তাদি ১৭৬২টি সুত্ত সংগ্রহ সংযুক্তনিকায়ভুক্ত; চিত্তপরিযাদান সুত্তাদি ৯৫৫৭টি সুত্ত সংগ্রহ অঙ্গুত্তরনিকায়ভুক্ত; এবং খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক-সুত্তনিপাত-বিমানবত্থু, প্রেতবত্থু, থেরোগাথা, থেরীগাথা, জাতকনিদ্দেস, পটিসম্ভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়পিটকবশে ১৫ প্রকার

হচ্ছে খুদ্দকনিকায়। (ইদং সুত্তন্তপিটকং নাম)

অপরদিকে অভিধর্মপিটক কী কী, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উক্ত হয়েছে—"ধম্মসঙ্গহো, বিভঙ্গো, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমকং, পট্ঠনন্তি" ইদং অভিধম্মপিটকং নাম।" (পারাজিকা অট্ঠকথা / বাহির নিদান)।

উপরোল্লেখিত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে 'সুত্তন্তপিটকং'-এর খুদ্দকনিকায়ভুক্ত একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'পটিসম্ভিদা'। সেই 'পটিসম্ভিদা' গ্রন্থটি আবার চার ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) অত্থপটিসম্ভিদা, (২) ধম্মপটিসম্ভিদা, (৩) নিরুত্তি পটিসম্ভিদা এবং (৪) পটিভান পটিসম্ভিদা।

এই 'পটিসম্ভিদা' কবে কিভাবে 'পটিসম্ভিদামগ্গো' নামক গ্রন্থে পরিণত হলো তা জানা যায়নি। বুদ্ধধর্মের ইতিহাস গবেষকগণের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে নীবর। তবে কারো কারো মতে বৌদ্ধসংঘের প্রাচীন শাখাগুলোর মধ্যে ধর্ম-বিনয় নিয়ে কালক্রমে যে সকল মতবিরোধের সূত্রপাত হয় সে-সকল মতবিরোধের নিরসন লক্ষ্যেই অভিধর্মপিটকের 'কথাবত্থু' গ্রন্থের ন্যায় 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থটি এক সময়ে বর্তমান আকার লাভ করে। গবেষকগণের এই অনুমানের পেছনে খুব সম্ভব অভিধর্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত 'বিভঙ্গ' নামক গ্রন্থটির মধ্যে 'পটিসম্ভিদা বিভঙ্গ' নামক যেই অধ্যায়টি আছে তাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে হয়েছে এবং বর্তমান পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির লক্ষণটিও কাজ করেছে। শ্রীলংকায় অবস্থানকারী বিশিষ্ট পশ্চিমা বৌদ্ধ গবেষক ভদন্ত ঞাণমূলী মহাথের এই মতের পরিপোষক। তিনি আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশুদ্ধিমগ্গো' গ্রন্থিটি The path of purification—এই নামে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদের ভূমিকায় এ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন (P.XXIV)। A.K. Warder কর্তৃক সেই 'বিশুদ্ধিমার্গের' অনুবাদ গ্রন্থ "The Path Of Discrimination" (P.XXIV) এর ভূমিকা থেরবাদী অভিধর্মপিটকভুক্ত গ্রন্থ 'বিভঙ্গ'-এর সাথে সর্বাস্তিবাদের 'ধর্মস্কন্ধ' এবং ধর্মগুত্তিকদের 'সারিপুত্রাভিধর্ম' এই গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনায় গ্রন্থত্রয়কে সমপর্যায়ভুক্তরূপে প্রদর্শন করেছেন। উক্ত দুই গ্রুপ থেরবাদ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরেই (আনু. খ্রি. পূ. ২৩৭-২০০ অব্দ) থেরবাদী গ্রন্থ 'বিভঙ্গ'ভুক্ত 'পটিসম্ভিদা বিভঙ্গ' অধ্যায়টি 'বিভঙ্গ-প্রকরণে'র সাথে যুক্ত হয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৭-২০০-এর পরবর্তীকালে 'পটিসম্ভিদামগ্গো' নামক বর্তমান গ্রন্থটি সংকলিত হয়ে থাকবে বলে গবেষকগণের ধারণা (Bhikku Nanamoli, The path of

purification, P. XXIV)।

বস্তুত 'সুত্তন্তপিটক'ভুক্ত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে অভিধর্মপিটকভুক্ত বিভিন্ন নামে সাত খণ্ড গ্রন্থের মূল উৎস। তারপরও প্রশ্ন জাগে সুত্তন্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ভুক্ত 'পটিসম্ভিদা' গ্রন্থটিতে বুদ্ধদর্শনের গভীর তত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহগুলোর এত সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে অভিধর্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত শ্রীলংকান বৌদ্ধগবেষক ডক্টর জি. পি. মালালাসেকারা মহোদয়-এর অভিমত যথার্থ যে, অভিধর্মপিটক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করার পূর্বেই খুদ্দকনিকায়ের দ্বাদশ গ্রন্থ এই 'পটিসম্ভিদা'টি 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো'রূপে পূর্ণাঙ্গতা পায় এবং মূলত সেই 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো' গ্রন্থটিকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেই অভিধর্মপিটকের গ্রন্থগুলো ক্রমে বর্তমানের আকার ধারণ করেছে (Malalasekera, G.P.V.D.2-p.11)। এতদ্‌সত্ত্বেও এই 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো' গ্রন্থটি সুত্তন্তপিটকভুক্ত রাখার কারণ সন্ধানে Winterit বলেন, অভিধর্মপিটকভুক্ত সংকলিত গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু উপস্থাপনার। সাধারণ বৈশিষ্ট যেটি, তার সাথে 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহের উপস্থাপনারীতির মিল নেই। এক্ষেত্রে 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো'—সুত্তন্তপিটকের বৈশিষ্টই ধারণ করেছে। যেমন : "এবম্মে সুতং"! অথবা "এবং খো পন ভিক্‌খবে!"—ইত্যাদি (Patis P.11 PTS) অধিকন্তু অভিধর্মপিটকে আরও যেই বৈশিষ্ট্যটির সাথে পটিসম্ভিদামগ্‌গো গ্রন্থের পার্থক্য বিদ্যমান, তা হচ্ছে অভিধর্মপিটক বৌদ্ধ দর্শনের তাত্ত্বিক দিকসমূহের উপর বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেই দায়িত্ব শেষ করেছে, এদের অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পটিসম্ভিদামগ্‌গো গ্রন্থে সেই অনুশীলনের উপরও সমধিক গুরুত্ব দানের ভাব ফুটে উঠেছে। (A.k warder: Introduction to The path of Discrimination P. xxiv).

যেমন অভিধর্মের 'বিভঙ্গ' গ্রন্থে দেখুন—তত্থ কতমো রূপক্‌খন্ধো? যংকিঞ্চি রূপং অতীতানাগতপচ্চুপ্পন্নং অজ্ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকং বা সুখমং বা হীনং বা পণীতং যং দুরে সন্তিকে বা তদেকজ্ঝং অভিসঞ্‌ঞূহিত্বা, অভিসঙ্খিপিত্বা অযং বুচ্চতি রূপক্‌খন্ধো।... (বিভঙ্গে p.1-3, pts)

অনুবাদ : তথায় রূপস্কন্ধ কেমন? অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে যা কিছু রূপ (বস্তু বা বিষয়) তা কর্কশ বা কোমল, নিকৃষ্ট বা উত্তম, দূরে বা নিকটে তাদের সবগুলোকে একত্রিত করে, বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করে, বা হয় রূপস্কন্ধ।

অপরদিকে এ জাতীয় বিষয়ের বর্ণনায় 'পটিসম্ভিদামগ্গো'-এর বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ করুন।

বলে রাখা ভালো, সমগ্র পটিসম্ভিদামগ্গো তিনটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে—১. মহাবগ্গো, ২. যুগনন্ধবগ্গো এবং ৩. পঞ্ঞাবগ্গো। এই তিন বিভাগের মধ্যেই কম-বেশি সুত্তন্তপিটকের লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন দেখুন—

১. মহাবগ্গের 'বিমোক্খ কথা'র ১নং উদ্দেসে ২০৯-এর শুরুতে "পুরিম নিদানং। 'তযো মে ভিক্খবে বিমোক্খা। কতমে তযো? সুঞ্ঞতো বিমোক্খো, অনিমিত্তো বিমোক্খো, অপ্পণিহিতো বিমোক্খো। ইমে খো, ভিক্খবে তযো বিমোক্খা।"

২. যুগনন্ধবগ্গের ১নং যুগনন্ধ কথার ১নং-এর শুরুতে—"এবং মে সুতং একং সমযং আযস্মা আনন্দো কোসম্বিযং বিহরতি ঘোসিতারামে। তত্রখো আযস্মা আনন্দো ভিক্খূ আমন্তেসি—'আবুসো ভিক্খবো'তি। ...

ইধাবুসো, ভিক্খু সমথ পুব্বঙ্গমং বিপস্সনং ভাবেতি। তস্স সমথ পুব্বঙ্গমং ভাবযতো মগ্গো সঞ্জাযতি। সো তং মগ্গং আসেবতি, ভাবেতি, বহুলী করোতি। তস্সতং মগ্গং আসেবতো ভাবযতো বহুলী করোতো সঞ্ঞোজনানি পহীযন্তি, অনুসযা ব্যন্তী হোন্তি।"

৩. পঞ্ঞাবগ্গের ৯নং বিপস্সনা কথার ৩৬ নং-এর শুরুতে "এবং মে সুত্তং একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি ভিক্খবো'তি ...।

সো বত ভিক্খবে, ভিক্খু কঞ্চি সঙ্খারং নিচ্চতো সমনুপস্সতো অনুলোমিকাত্থ খন্তিযা সমন্নাগতো ভবিস্সতী'তি—নেতং ঠানং বিজ্জতি। অনুলোমিকায় খন্তিযা অগমন্নাগতো সম্মত্তনিযামং ওক্কনিস্সতী'তি-নেতংঠানং বিজ্জতি। সম্মতনিযামং অনোক্কমমানো সোতাপত্তিফলং বা সকদাগামিফলং বা অনাগামি ফলং বা অরহত্তং বা সচ্ছিকরিস্সতী'তি—নেতং ঠানং বিজ্জতি।

সোবত ভিক্খবে, ভিক্খু সব্ব সঙ্খারে অনিচ্চতো, সমনুপস্সন্তো অনুলোমিকায় খন্তিযা সমন্নাগতো ভবিস্সাতী'তি—ঠানমেতং বিজ্জতি।...

পটিসম্ভিদামগ্গোকে অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত না করার পেছনে এই সংগ্রহের উপরোক্ত বৈশিষ্টের ভূমিকাই বেশি। যেহেতু অভিধর্মপিটকের ন্যায় ইহা কোনো সংকলন মাত্র ছিল না, ইহার বিষয়বস্তুতে ছিল বুদ্ধ এবং বুদ্ধকালীন ভিক্ষুদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। পটিসম্ভিদামগ্গো তাঁদেরই একটি সংগ্রহ। আর এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য অভিধর্মপিটকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই

কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না, এখানে ছিল জীবনদুঃখের চিরন্তনী স্বভাবের সম্যক উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির তীব্রতায় অক্ষয় চিরশান্তি নির্বাণের আত্মপ্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক আবেদন।

তাই এ দাবি যুক্তিযুক্ত যে পালি অভিধর্মপিটকের সংকলন প্রেরণাদাতা যেমন সুত্তন্তপিটকের পটিসম্ভিদামগ্‌গো, একইভাবে এই সংগ্রহকে 'অভিধর্মপিটকের' মূল উৎস, এ দাবিও অত্যুক্তি নহে। তবে পটিসম্ভিদামগ্‌গের বিষয়বস্তুতে সুত্তন্তপিটকের দীর্ঘনিকায়ের দসুত্তর সুত্তন্ত, ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত, মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্ত, সংযুক্তনিকায়ের ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্তন্তসহ অন্যান্য অনেক সুত্তন্ত এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের আরও বহু সুত্তন্ত ও সুত্তন্তংশকে এই পটিসম্ভিদামগ্‌গো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দেখে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, এই গ্রন্থ সুত্তন্তপিটকের পরবর্তীকালের রচনা।

Introduction to path of discrimination | Nanamoli| p. xxxv]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারে ত্রিপিটক ও হইার বিষয়বস্তুগুলোর সংগ্রহরীতিকে বিচার করলে গবেষকগণের এই ধারণাকে অর্ধশতাব্দী কি শতাব্দীকালের ব্যবধান বলে মেনে নেয়া যায় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের রাজগৃহে অনুষ্ঠিত মাত্র তিন মাসের এই প্রথম ধর্মসঙ্গীতি তথা ধর্ম-সংগ্রহে যা ধারণ করা হয়েছে তাতে এমন একই বিষয়ের সংক্রমণ দেখা যায় অন্য চারি নিকায়ের এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থের মধ্যেও। যেমনটি বলা যায় দীর্ঘনিকায়ের 'মহাসতিপট্‌ঠান' সুত্তের হুবহু উপস্থিতি দেখা যায় মজ্ঝিমনিকায়ের মধ্যে। তবে ইহার সত্য-পর্বটি তথায় অনুপস্থিত আবার পটিসম্ভিদামগ্‌গো তা এতে সংক্ষেপে যে বলার নহে। তাই বলে কি আপনি দীর্ঘনিকায়কে মজ্ঝিমনিকায়ের পূর্ববর্তী রচনা বলে একটিকে অপরটির কাছে ঋণী বলে দাবি করবেন? মনে রাখা উচিত যে, ত্রিপিটকভুক্ত বিষয়গুলোর মূল উৎস মাত্র একজন ব্যক্তি। আর সেই ব্যক্তি ভগবদ্ গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতো 'সম্ভবামি যুগে যুগে" তেমন কেহ ছিলেন না। তিনি আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসে গড়া ৮০ বছরের এক ক্ষণজন্মা সুমহান ব্যক্তিত্ব সেই বুদ্ধ তথাগত গৌতম সিদ্ধার্থ। একজন ব্যক্তি কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্যাসেটের মতো হুবহু পুনরাবৃত্তি না করাই স্বাভাবিক। আর বুদ্ধের সেই স্বভাবধর্মই ত্রিপিটকে সংগৃহীত বুদ্ধবচনগুলোর মাঝে সর্বত্র ফুটে উঠেছে।

সে যাই হোক, যেই পটিসম্ভিদামগ্‌গো' গ্রন্থটি নিয়ে এত কথা, এখন সেই

গ্রন্থটির নামের অর্থ, শ্রেণীভেদ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে london pali text socity প্রকাশিত T.W. R HYS DAVIDS and Willim stede-এ প্রণীত PALI-ENGLISH DICTIONARY—অভিধানে 'পটিসম্ভিদা' শব্দটির সন্ধি বিভাজন করা হয়েছে 'পটি+সং+ভিদা'। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে পালির এই শব্দটিকে একই অর্থে 'প্রতিসম্ভিদা' ব্যবহার করতে গিয়েও কিন্তু বুৎপত্তিগত অর্থবিপর্যয় ঘটিয়েছে। কারণ সংস্কৃতের 'পটি+সং+বিদা'–এই সন্ধিবিচ্ছেদে 'বিদা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বেদক' বা অনুভূতিকারক ব্যক্তি।

অপরদিকে পালিতে 'ভিদা' অর্থে 'ভেদ' তথা ভেদ করা প্রবিষ্ট হওয়া। তাই 'পটিসম্ভিদা' অর্থে কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে প্রবিষ্ট হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা। তাই 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো' বলতে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মার্গ, পথ, উপায় বা পদ্ধতি। 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় পটিসম্ভিদাকে চারভাগে প্রদর্শিত হয়েছে; যথা : ১. অত্থপটিসম্ভিদা, ২. ধম্মপটিসম্ভিদা, ৩. নিরুত্তিপটিসম্ভিদা, এবং ৪. পটিভাণপটিসম্ভিদা। ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শ্রীলংকান কবি ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত তাঁর 'জিনালংকার' নামক কাব্যে গ্রন্থে এই চারি পটিসম্ভিদার অর্থ এভাবেই কাব্যিক ছন্দে গাথায় প্রকাশ করেছেন (বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায়)—

১. যং কিঞ্চি পচ্চযুপ্পন্নং বিপাক চ ক্রিযা তথা।
নিব্বাণং ভাসিতত্থাতি পঞ্চেতে অত্থসঞ্‌ঞিতা।

অনুবাদ : প্রত্যক উৎপন্ন যা কিছু, বিপাক আর ক্রিয়া তাতে,
নির্বাণকে ব্যক্ত করতে, পাঁচটি অর্থযুক্ত থাকে।

২. ফলনিব্বত্তকো হেতু অনিযম্হ চ ভসিতং।
কুসলাকুসলেপ্পতি পঞ্চেতে ধম্মসঞ্‌ঞিতা।

অনুবাদ : কারণের প্রবর্তনে ফল, প্রকাশ হয় তা বিধি পথে,
কুশল অকুশলও তেমন পঞ্চ ধর্মে যুক্ত থাকে।

৩. তস্মিং অত্থে চ ধম্মে চ সভাব নিরুত্তিতু।
নিরুত্তীতি চ নিদ্দিট্‌ঠা নিরুত্তি কুসলেন সা।

অনুবাদ : তদ্ধেতু অর্থ ধর্ম স্বভাবটি হয় নিরুক্তি,
নিরুক্তি নির্দিষ্ট হয়, কুশলে যেই নিরুক্তি,

৪. ঞাণমার, মঞ্ঞ কত্বা তিবিধং পচ্চবেক্খতো।
তীসু ঞাণেসু যং ঞাণং পটিভাণন্তি তং মতং।

অনুবাদ : জ্ঞান, আরম্মন আর প্রত্যবেক্ষণ তিনে,
ত্রিজ্ঞানের মধ্যে যাহা, পটিভাণ বলে তাকে।

প্রতিসম্ভিদা বিষয়ক উল্লেখিত ৪টি বিভাগের পরিচয়ে আরও কিছু আলোকপাত করা দরকার।

১. 'অর্থ-পটিসম্ভিদা' বলতে 'প্রত্যয়সম্ভূত ফল অর্থাৎ কোনো একটি কারণ যাকে ভিত্তি করে ফল তথা পরিণতি লাভ করে থাকে। পাশ্চাত্যের বৌদ্ধগবেষক মি হার্ডি বলেন, 'অত্থ' বলতে কোনো বিষয়ের বিভিন্ন অংশকে বুঝায়। এ ধারণায় 'অত্থপটিসম্ভিদা' বলতে হেতুজাত ফল বা জাত, ভূত, উৎপন্ন, প্রতীয়মান ইত্যাদির ওপর ব্যাপক বিশ্লেষণী যেই প্রজ্ঞাশক্তি তারই নাম 'অত্থপটিসম্ভিদা, পালি ত্রিপিটকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অট্‌ঠকথাচার্য ভদন্ত বুদ্ধঘোষের মতে, ১. প্রত্যয়সম্ভূত তথা প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে জ্ঞান, ২. নির্বাণ সম্পর্কে জ্ঞান, ৩. বুদ্ধভাষিত বাক্য (ভাসিতত্থ) সম্পর্কে জ্ঞান, ৪. কর্মবিপাক সম্পর্কে জ্ঞান, এবং ৫. ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান – এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানকে 'অত্থপটিসম্ভিদা' বলা হয় (বিভঙ্গপ্রকরণ, পৃ. ৩৫০-৬২)।

২. 'ধম্মপটিসম্ভিদা' বলতে ধর্মে জ্ঞানই ধম্মপটিসম্ভিদা। তবে আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে এই ধর্ম হচ্ছে স্বভাব ধর্মতা। অর্থাৎ যেই বিষয়, ঘটনা বা বস্তুকে ভিত্তি করে (প্রত্যয়) অতীতের কোন কারণ বর্তমানে ফল প্রদান করে, সেই ফলটাই হচ্ছে ধর্ম। যেমন– এক অবোধ শিশু জ্বলন্ত প্রদীপকে দিয়ে বস্ত্রে আগুন দিল, আর তাতে বস্ত্রটি পুড়ে গেল। এখানে আগুনের দাহিকা শক্তি তথা পুড়ে যাওয়া হচ্ছে আগুনের ধর্ম বা ফল। বস্ত্রটি হচ্ছে প্রত্যয়, 'শিশুটি' হচ্ছে কারণ (হেতু)।

৩. নিরুত্তি-পটিসম্ভিদা হচ্ছে শ্রবণমাত্রই, দর্শনমাত্রই কোনো বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি কারণসহ ইহার সত্য-অসত্য, শুদ্ধি-অশুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক যেই জ্ঞান বা ধারণা তারই নাম নিরুত্তি-পটিসম্ভিদা। অভিধর্মের বিভঙ্গপ্রকরণে (পালি) (পৃ. ৩৫০-৫২)-তে উল্লেখিত হয়েছে। ১. চারিসত্য, ২. হেতু আর কায়ধর্ম জাত সমুদয় বিষয় তথা ৩. জাত, ৪. ভূত, ৫. নিষ্পন্ন, ৬. অভিনিষ্পন্ন, ৭. প্রাদুর্ভূত, ৮. প্রতীত্যসমুৎপাদ অঙ্গ এবং ৯. সুত্তগেয্য এই নবাঙ্গ সত্থুসাসনধম্মের নিরুত্তি অভিলাপে যেই জ্ঞান তাকেই বলে নিরুত্তি-পটিসম্ভিদা।

অভিধম্মভাজনীয়ে কুশল অকুশল বিপাক ও ক্রিয়া চিত্তের যেই প্রজ্ঞপ্তি (চিহ্নিত করণ শক্তি) তাহাই নিরুক্তিপটিসম্ভিদা জ্ঞান।

প্রখ্যাত বৌদ্ধগবেষক হাভার্ড বলেন—বিনাপাঠে, বিনা শিক্ষায়, অপরের উপদেশ ব্যতীত আশু উপস্থিত জ্ঞান দ্বারা সত্যজ্ঞান যেই ক্ষমতা তা-ই নিরুক্তি-পটিসম্ভিদা জ্ঞান।

৪. পটিভান-পটিসম্ভিদা বলতে অভিধর্মের বিভঙ্গ প্রকরণে (পৃ. ৩৫০-৩৫২) পটিসম্ভিদা বিভঙ্গের সুত্তন্ত ভাজনীয়ে বলা হয়েছে জ্ঞানসমূহে জ্ঞানই হচ্ছে পটিভান-পটিসম্ভিদা। সেই জ্ঞানসমূহের জ্ঞান হচ্ছে, চারি আর্যসত্য জ্ঞান, হেতু জ্ঞান, কার্য ধর্ম জাত জ্ঞান, ভূত জ্ঞান, সঞ্জাত জ্ঞান, নিষ্পন্ন জ্ঞান, অভিনিষ্পন্ন এবং প্রাদুর্ভূত জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ অঙ্গ জ্ঞান, সুত্ত-গেয়্য ইত্যাদি নবাঙ্গ সত্থুসাসনে জ্ঞান, আরও সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কুশল অকুশল বিপাক-ক্রিয়া, এই ৮৯ প্রকার চিত্তের জ্ঞানসমূহে জ্ঞানই হচ্ছে পটিভান তথা প্রতিভা প্রতিসম্ভিদা। শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্য ভেদে পটিভান পটিসম্ভিদা দুই প্রকার হয়ে থাকে। শৈক্ষ্য তথা অর্হত্ত্ব লাভে অক্ষমদের উল্লেখিত বিষয়সমূহে যে জ্ঞান তাকে বলা হয় শৈক্ষ্য পটিভান পটিসম্ভিদা জ্ঞান। যেমনটি ছিল স্রোতাপন্ন অবস্থায় ভদন্ত আনন্দ, চিত্ত গৃহপতি এবং কুজ্জুত্তরা উপাসিকার মধ্যে। অপরদিকে ভদন্ত সারিপুত্র, মোগ্গলান, মহাকস্যপ, মহাকচ্চানপ্রমুখ অর্হৎগণের মধ্যে যেই পটিসম্ভিদা জ্ঞান ছিল, তা হচ্ছে পটিভান-পটিসম্ভিদা। এই পটিসম্ভিদা লাভের উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভদন্ত নাগসেন বলেন (মিলিন্দ-প্রশ্ন)

“পুর্ব্বযোগে, ভাগুসুচং, দেসভাসা চ আগমো,
পরিপুচ্ছা অধিগমো গুরু সন্নিস্সয়ো তথা ॥
মিত্তসম্পত্তি চেবা তি পটিসম্ভিদা পচ্চাযোতি।

অর্থাৎ—পূর্বযোগ তথা জন্মান্তরীণ কর্মসংস্কার, বিবিধ শিল্পশাস্ত্রে জ্ঞান, বিভিন্ন দেশভাষা, সমগ্র ত্রিপিটক বা ইহার অংশবিশেষ অধ্যয়ন ও অধিগম, নানা বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা এবং কল্যাণমিত্র সম্পত্তি লাভ করা; এ সমুদয় অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণ হলে পটিভান-পটিসম্ভিদা লাভ করা যায়।

এখন পালি “পটিসম্ভিদামগ্গো” নামক গ্রন্থটিতে যে সকল বিষয়ে জ্ঞান উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, সে সমুদয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক।

এই গ্রন্থটি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত; যথা : মহাবগ্গো, যুগনদ্ধবগ্গো এবং পঞ্ঞবগ্গো । অতঃপর প্রত্যেকটি বিভাগে দশটি করে বিষয়বস্তু

সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন- প্রথম বিভাগ "মহবগ্গো" পর্বে রয়েছে ১) ঞ্জান কথা ২) দিট্ঠি কথা ৩) আনাপানসতি কথা ৪) ইন্দ্রিয় কথা ৫) বিমোক্খ কথা ৬) গতি কথা ৭) কম্ম কথা ৮) বিপর্যাস কথা ৯) মগ্গ কথা ১০) মণ্ড পেয্য কথা ।

দ্বিতীয় বিভাগ "যুগনদ্ধবগ্গো" পর্বে রয়েছে ১) যুগন্ধ কথা ২) সচ্চ কথা ৩) বোজ্ঝঙ্গ কথা ৪) মেত্ত কথা ৫) বিরাগ কথা ৬) পটিসম্ভিদা কথা ৭) ধম্মচক্কপবত্তন কথা ৮) লোকুত্তর কথা ৯) বল কথা ১০) সুঞ্ঞো কথা।

তৃতীয় বিভাগ" পঞ্ঞাবগ্গো" পর্বে রয়েছে ১) মহাপঞ্ঞা কথা ২) ইদ্ধি কথা ৩) অভিসময় কথা ৪) বিবেক কথা ৫) চরিযা কথা ৬) পটিহারিয় কথা ৭) সমসীস কথা ৮) সতিপট্ঠান কথা ৯) বিপস্সন কথা ১০) মাতিকা কথা।

"পটিসম্ভিদামগ্গো" এই গ্রন্থটি মূল পালি গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ ইতিপূর্বে আর কোথাও হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তবে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক প্রিয়ভাজন ড. জিনবোধি মহাথের মহোদয় এই 'পটিসম্ভিদামগ্গো'-এর ইংরেজি অনুবাদ এর আলোকেই খুব সম্ভবত 'বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ' নামে 'পটিসম্ভিদামগ্গো'-এর ওপরে একটি সন্দর্ভ রচনা করেছেন। জানা গেছে এই সন্দর্ভ মূলত অধ্যাপক মহোদয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের লক্ষ্যেই রচিত। এশিয়ার খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাঁর এই ডিগ্রী অর্জন নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সবিনয়ে অধ্যাপক মহোদয়ের অলোচনার কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার উপর এখানে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

তিনি তৎগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে "প্রতিসম্ভিদামার্গের বিষয়বস্তু' শীর্ষক আলোচনায় বললেন, "যেভাবে অধ্যায়গুলি পরপর বিন্যস্ত হয়েছে, তাতে বর্গগুলোর নাম হওয়া উচিত ছিল যথাক্রমে—মহাবর্গ, মধ্যমবর্গ এবং ক্ষুদ্রবর্গ। কারণ, আকারে অধ্যায়গুলো ক্রমশ দীর্ঘ থেকে মধ্যম এবং মধ্যম থেকে ক্ষুদ্র হয়েছে..."।

অধ্যাপক মহোদয়ের এ প্রসঙ্গের আলোচনায় তিনি নিজে নিজে অনেক প্রশ্নের অবতারণা করে, আবার নিজেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে উত্তর দানের চেষ্টা করেছেন। তারপরও পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে আলোচনাকে অহেতুক দীর্ঘায়িত করেছেন এবং বৌদ্ধ দর্শনের 'ঞ্ঞাণ' ও 'পঞ্ঞা' এ দুই

ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দের ওপর আড়াই হাজার বছর ধরে প্রচলিত ধারণা, তাৎপর্য ও অর্থকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি প্রতিসম্ভিদামার্গের 'মহাবর্গ' বিভাগভুক্ত প্রথম বিষয়বস্তু 'জ্ঞানকথা' পর্বের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই 'জ্ঞানকথা' (প্রজ্ঞা)'—ঠিক এভাবেই পালি মূল গ্রন্থের 'ঞাণকথা' শিরোনামটির অনুবাদ করলেন। আর পুরো আলোচনাতেই 'ঞাণ' আর 'পঞ্ঞা' এ দুই এর আকাশ-পাতাল তফাৎকে একাকার করতে গিয়ে লিখেছেন, "জ্ঞান বা প্রজ্ঞার স্বরূপ।

বাংলায় প্রজ্ঞা, পালিতে পঞ্ঞা। প্রজ্ঞা (প+ঞা) এর অর্থ হলো বিচক্ষণতা, যাতে সকল উচ্চতর জ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সুসম্পৃক্ত। সতত পরিদৃশ্যমান স্বাভাবিক সত্যের মাধ্যমে দক্ষ বিচারবোধই প্রজ্ঞা (David, T.W. Rhys. p.p 12)।

জ্ঞা ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থ হলো প্রকৃষ্টরূপে জানা বা অবগত হওয়া বুঝায়। প্রজাননা অর্থেই প্রজ্ঞা শব্দের ব্যবহার হয়। প্রকৃষ্টরূপে জানা, সংজাননা ও বিজাননা হতে বিশিষ্টতরভাবে জানাকে বলা হয় প্রজ্ঞা (মহাস্থবির, বংশদীপ, পৃ. ১)। এ ছাড়া হেতু, জ্ঞান, পরিজ্ঞান, বুদ্ধি, ইত্যাদি বুঝাতে প্রজ্ঞা শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শব্দ দুটি অভিন্ন গভীর ভাবদ্যোতক এবং একই অর্থ প্রকাশ করলেও বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তথাগত বুদ্ধের দৃষ্টিতে জ্ঞান (knowledge) যা বৈষয়িক চিন্তা-চেতনার সাথে জড়িত। অর্থাৎ সে বিষয়ে (বৈষয়িক) যে ধারণা জন্মায় তাকে বলা হয় জ্ঞান। চেতনা, সংজ্ঞা, হুশ, বাহ্য জ্ঞান, সংবিৎ, সংবেদনশীল, উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধশক্তি ইত্যাদি জ্ঞানের একই অর্থবোধক শব্দ।... " (বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ ড. জিনবোধি ভিক্ষু পৃ. ২৯)।

পাঠক মাফ করবেন, আমার এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্যে। মূলত লেখক মহোদয় এ প্রসঙ্গে দেশি-বিদেশি বহু খ্যাতিমান বৌদ্ধপণ্ডিতের আলোচনা-মন্তব্যের উদ্ধৃতি টেনেছেন নিজের আলোচনাকে সমৃদ্ধ ও ভারী করার জন্যে। কিন্তু সৌভাগ্য হতো তিনি যদি তাঁদের মন্তব্যগুলোর মর্মার্থ বুঝতে পারতেন। যেমন- আমাদেরই ঘরের সন্তান ত্রিপিটক কোবিদ প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবিরের অনূদিত গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাভাবনা' হতে তিনি যেই উদ্ধৃতিটি দিলেন, তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—'প্রকৃষ্টরূপে জানা, তথা সংজাননা ও বিজাননা হতে বিশিষ্টতরভাবে জানাকে বলা হয় প্রজ্ঞা' (মহাস্থবির বংশদীপ, পৃ. ১)। এখানে প্রজ্ঞা ধাতু তথা জানার ক্রমিক

উৎকর্ষতার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ‘সংজানন’, দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ‘বিজানন’, তৃতীয় তথা চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে ‘প্রজানন’। আর এই প্রজাননই হচ্ছে ‘প্রজ্ঞা’। ‘প্রজ্ঞা’—ইহা সংস্কৃত ও বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ। পালিতে ইহাকে ‘পঞ্‌ঞা’ বলা হয় (সঞ্জানন-বিজানন-পজানন)। অধ্যাপক মহোদয় যদি ‘ঞাণ’ তথা জ্ঞান এবং ‘পঞ্‌ঞা’ তথা প্রজ্ঞা, এভাবে বিষয়টিকে বুঝতে পারতেন, তাহলে কখনো বাংলার প্রজ্ঞা ধাতুনিষ্পন্ন ‘প্রজ্ঞার’ বিষয়টিকে পালি মূলের সাথে সম্পর্কবিহীন করে বাংলা-অভিধানের সকল শব্দকে এভাবে তুলে দিতে পারতেন না—“চেতনা, সংজ্ঞা, হুশ, বাহ্য জ্ঞান, সংবিৎ, সংবেদনশীল, উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধশক্তি ইত্যাদি জ্ঞানের একই অর্থবোধক শব্দ”।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো : যেই ‘প্রতিসম্ভিদামার্গ’ গ্রন্থটির ওপরে তিনি ডক্টরেট নিলেন, সেই গ্রন্থটির প্রথম ভাগ ‘মহাবর্গ’ অধ্যায়ে ১নং বিষয়টি হলো ‘প্রজ্ঞাবর্গ’ (পঞ্‌ঞাবগ্‌গো), ইহার ১নং বিষয়টি হলো ‘মহাপ্রজ্ঞাকথা’ (মহাপঞ্‌ঞাকথা)। অধ্যাপক মহোদয়ের ৩৯১ পৃষ্ঠার এই বিশাল অভিসন্দর্ভটির ওপর কোনো উৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু গবেষকের বিশদ পর্যালোচনামূলক অভিমত কামনা করি।

‘পটিসম্ভিদামগ্‌গো’ গ্রন্থটি এ দেশের সর্বজননন্দিত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনগৌরবনীয় পরম বুদ্ধপুত্র আর্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথেরো, (বনভন্তে) মহোদয়ের নির্দেশে আমার কাছে পালিভাষা শিক্ষাকারীরা মূলপালি থেকে বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব সমাপন করেছে। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় অনুবাদটির ওপর ভূমিকা লিখার দায়িত্ব নিলাম। অথচ আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত আছি পূজ্য বনভন্তে প্রদত্ত ‘পারাজিকা-অট্‌ঠকথা’ নামক ৬০০ পৃষ্ঠার বৃহদাকার গ্রন্থটির অনুবাদকর্মে। তিন বছরের মধ্যে গ্রন্থটির অনুবাদের সময়সীমা শ্রদ্ধেয় ভন্তে নির্দেশ করলেও ২০০৮ থেকে ২০১১-এর জুলাই পর্যন্ত কক্সবাজারের রাংউ, রাংকূট নামক দুই হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থটি রক্ষা সংগ্রামের ফাঁদে পড়ে অনুবাদ করেছি মাত্র ৯৩ পৃষ্ঠা। স্থানীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের চেয়েও সুকঠিন প্রতিবন্ধক ও অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে আমার হাতে জন্ম দেয়া অনাথ পালনকেন্দ্র দখলকারী খ্রিষ্টান মিশনারীর বড়ুয়া এবং রামুর বিশিষ্ট ভিক্ষু ও তৎ তিন শিষ্য। ফলে উপায়হীন হয়ে শত বিঘ্ন সত্ত্বেও আমারই হাতে জন্ম নেয়া কাটাছড়ি অভয়ারণ্য ধ্যানকুটির রাঙ্গামাটি রাজবন ভাবনা কেন্দ্রে আশ্রয় নিলাম পূজ্য বনভন্তের দায়িত্ব সমাপনের জন্যে। আর সেই সুযোগে প্রিয়ভাজন ইন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ

অনুবাদকবৃন্দ আমাকে দিয়ে তাঁদের অনূদিত প্রতিসম্ভিদামার্গের অনুবাদটির আংশিক সংশোধন ও ভূমিকাটুকু লেখিয়ে নেয়ার সদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাই।

ভূমিকার বেশকিছু বিষয় ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়ের এবং অনুবাদকর্মের ওপর কিছু আলোকপাত করে ইতি টানবো।

১. 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থের মহাবগ্গো বিভাগের প্রথম বিষয়টি হচ্ছে 'ঞাণকথা' বা জ্ঞানকথা। এখানে 'সুতমযঞাণনিদ্দেসে' তথা শ্রুতিময়জ্ঞান নির্দেশ পর্বে প্রশ্ন করা হচ্ছে—'কথং সোতাবধানে পঞ্ঞা সুতমযে ঞাণং? অর্থাৎ কিভাবে শ্রুতির দ্বারা উৎপন্ন অনুভূতিজনিত জ্ঞান শ্রুতিময় প্রজ্ঞায় পরিণত হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে—"ইমে ধম্মা অভিঞ্ঞেয্যা'তি" সোতাবধানং, তং পজাননা পঞ্ঞা সুতময়ে ঞাণং"। অর্থাৎ—"এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞাত হওয়া যায়" এই উপদেশটি শুনার পর যেই শ্রুতিময় ধারণা উৎপন্ন হয়, সেই ধারণাকে বিশেষভাবে জানার যেই প্রজ্ঞা, তা-ই শ্রুতিময় জ্ঞান।" এভাবে এই ধর্মসমূহে পরিজ্ঞান, প্রহাণময় জ্ঞান ভাবনাময় জ্ঞান, সাক্ষাৎজ্ঞান, হানিভাগীয় জ্ঞান, স্থিতিভাগীয় জ্ঞান, বিশেষভাগীয়, বির্বেদভাগীয় ইত্যাদি জ্ঞানসমূহ আলোচিত হয়েছে।

২. 'পটিসমিভদামাগ্গো' গ্রন্থের অন্তিম বিভাগ 'পঞ্ঞাবগ্গো তথা প্রজ্ঞাবর্গের প্রথম বিষয়বস্তু 'মহাপঞ্ঞাকথা'। এই পর্বে প্রশ্ন করা হচ্ছে, "অনিচ্চানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা কতমং পঞ্ঞং পরিপূরেতি? দুক্খানুপস্সনা...? অনত্তানুপস্সনা...? ... পটিনিস্সগ্গানুপস্সনা...?"

অর্থাৎ অনিত্যানুদর্শনকে, দুক্খানুদর্শনকে, অনাত্মানুদর্শনকে... প্রতিনিসর্গানুদর্শনকে কিভাবে ভাবিত বহুলীকৃত করলে প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো।

"অনিচ্চানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা জবনপঞ্ঞং পরিপূরতি। দুক্খানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা, নিব্বেদিকপঞ্ঞং পরিপূরেতি। অনত্তানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা মহাপঞ্ঞং পরিপূরেতি। নিব্বিদানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা তিক্খপঞ্ঞং পরিপূরেতি। বিরাগানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা বিপুলপঞ্ঞং পরিপূরেতি। নিরোধানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা গম্ভীরপঞ্ঞং পরিপূরেতি। পটিনিস্সগ্গানুপস্সনা ভাবিতা বহুলীকতা অসামন্তপঞ্ঞং পরিপূরেতি।

ইমে সত্তপঞ্ঞা ভাবিতা বহুলীকতা পণ্ডিচ্চং পরিপূরেন্তি। ইমা অট্ঠ পঞ্ঞা ভাবিতা বহুলীকতা পুথুপঞ্ঞং পরিপূরেন্তি। ইমা নব পঞ্ঞা ভাবিতা বহুলীকতা হাসপঞ্ঞং পরিপূরেন্তি।

হাসপঞ্ঞা পটিভাণপটিসম্ভিদা। তস্স অত্থববত্থানতো অত্থপটিসম্ভিদা অধিগতা হোতি সচ্ছিকতা ফস্সিতা পঞ্ঞায়। ধম্মববত্থানুতো ধম্মপটিসম্ভিদা অধিগতা হোতি সচ্ছিকতা ফস্সিতা পঞ্ঞায়। নিরুত্তিববত্থানতো নিরুত্তিপটিসম্ভিদা অধিগতা হোতি সচ্চিকতা ফস্সিতা পঞ্ঞায়। পটিভাণববত্থানতো পটিভাণপটিসম্ভিদা অধিগতা হোতি সচ্ছিকতা ফস্সিতা পঞ্ঞায়। তস্সিমা চতস্সো পটিসম্ভিদাযো অধিগতা হোন্তি সচ্ছিকতা ফস্সিতা পঞ্ঞায়।"

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির লক্ষ্য হচ্ছে, যেই 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থ ও ইহার বিষয়বস্তুসমূহ নিয়ে এতো কথা, তার সার নির্যাস-এর স্বরূপটা পাঠকের বোধগম্যতায় আনতে চেষ্টা করা। সমগ্র 'পটিসম্ভিদামগ্গো' সর্বমোট ৩০টি বিষয়ে পটিসম্ভিদা অর্জনের উপায় বর্ণনা সংগৃহীত যে হয়েছে, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ত্রিশটি বিষয়ের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পটিসম্ভিদামার্গের প্রধান ৪টি বিষয়, সেই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞানচতুষ্টয়কে অধিগত করা এবং এই অধিগতকরণ দ্বারাকে কোন পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তা প্রদর্শন করা। বাংলা ভাষাভিজ্ঞ পাঠক 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থের সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি অনুধাবনে উল্লেখিত পালি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"অনিত্যানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'জবন-প্রজ্ঞা' পূর্ণতা লাভ করে।

দুঃখানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'নির্বেদ-প্রজ্ঞা' পূর্ণতা পায়। অনাত্মানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'মহাপ্রজ্ঞা' পূর্ণতা পায়। নির্বেদানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'তীক্ষ্ণ-প্রজ্ঞা' পূর্ণতা পায়। বিরাগানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'বিপুল-প্রজ্ঞা' পূর্ণতা পায়। নিরোধানুদর্শনকে ভাবিত-বহুলীকৃত করলে 'গম্ভীর-প্রজ্ঞা' পূর্ণতা পায়। প্রতিনিসর্গানুদর্শনকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'অসামন্ত' (অসামান্য?) প্রজ্ঞা পূর্ণতা পায়।

এই সাতটি প্রজ্ঞাকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞা পূর্ণতা পায়।

এই অষ্ট প্রজ্ঞাকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'বিশাল-প্রজ্ঞা' (পুথুপঞ্‌ঞা) পূর্ণতা পায়। এই নয়টি প্রজ্ঞাকে ভাবিত বহুলীকৃত করলে 'হাস-প্রজ্ঞা' (বিস্ফোরণ) পূর্ণতা পায়।

হাস-প্রজ্ঞাই হচ্ছে প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। তার অর্থ বিশ্লেষণ (বাখ্যান) হতে সাক্ষাৎও অনুভূতি (ফস্‌সিতা) প্রজ্ঞাদ্বারা অধিগত হয় 'অত্থপটিসম্ভিদা'। ধর্মের বিশ্লেষণ হতে সাক্ষাৎ ও অনুভূতি প্রজ্ঞা দ্বারা অধিগত হয় 'ধম্ম পটিসম্ভিদা'। নিরুত্তি বিশ্লেষণ হতে সাক্ষাৎ ও অনুভূতি প্রজ্ঞা দ্বারা অধিগত হয় 'নিরুত্তিপটিসম্ভিদা' (বুদ্ধবচনের মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণ দ্বারা বুদ্ধের ন্যায় বাচনভঙ্গি ক্ষমতা) এবং প্রতিভান বিশ্লেষণ হতে সাক্ষাৎ ও অনুভূতি প্রজ্ঞা দ্বারা অধিগত হয় 'পটিভানপটিসম্ভিদা' (উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা তথা প্রতিভা)—এভাবেই এই চার প্রকার প্রতিসম্ভিদাকে আয়ত্ত ও অনুভবযোগ্য হয়ে থাকে।"

এই চারি প্রতিসম্ভিদাকে আয়ত্তকরণ উপায় 'পটিসম্ভিদামগ্গো' গ্রন্থে প্রদর্শন করতে গিয়ে মহাবগ্‌গো, যুগনদ্ধবগ্‌গো (যুগ্ম) এবং পঞ্‌ঞাবগ্‌গো এই তিন বিভাগে সন্নিবেশিত সর্বমোট ৩০টি উপায় প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদকমণ্ডলী স্বীয় অভিমত প্রকাশে এ বিষয়গুলোর উপর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

এই অনুবাদকমণ্ডলী বয়সে নবীন হলেও ইতিমধ্যে সুত্তপিটকভুক্ত কয়েকটি পিটকীয় অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে আমার সাথে 'পারাজিক-অট্‌ঠাকথা' অনুবাদকর্ম করে যাচ্ছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মূল পালি এবং বাংলাভাষা উভয় ক্ষেত্রে তারা কিছুটা দুর্বল হলেও আশা করি উত্তরোত্তর তাদের দক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। দেখা যায় পালির বঙ্গানুবাদে স্বাভাবিকভাবেই মূলের বাচনভঙ্গি ও বাক্য গঠনরীতি অনুবাদের সময়ে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে বঙ্গানুবাদ স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত সাহিত্যরীতি হতে ভিন্ন হয়ে পড়ে। এতে করে গবেষক-মনস্কতা ব্যতীত সাধারণ পাঠকের কাছে মূলপিটকের অনুবাদসমূহ পাঠে অরুচি জন্মানো স্বাভাবিক। অপরদিকে অনুবাদকগণও এক্ষেত্রে উপায়হীন। তবুও তাঁরা সুপ্রাচীন পুনরুক্তি পদ্ধতির বিরক্তি লাঘবে যতদূর সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এই চেষ্টা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্যের অপূর্ণতা, অর্থের অস্পষ্টতা ইত্যাদি ত্রুটি-বিচ্যুত যদি কোথাও ঘটে থাকে, তা মৈত্রীচিত্তে গ্রহণের অনুরোধ রইলো।

সুমহান ত্রিপিটক গ্রন্থের অনেক অংশই বাংলায় অনুবাদের অপেক্ষায়

সুদীর্ঘ শতবছর অতিক্রম করেছে। এ দেশের বিশুদ্ধ মৌলিক থেরবাদ বুদ্ধ ধর্মবিনয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্বের নায়ক সুদুর্লভ ব্যক্তিত্ব পূজ্য বনভন্তের শিক্ষা-উপদেশ আর অনুপ্রেরণায় আজ ত্রিপিটক ও তার সুবিশাল 'অট্ঠকথা' ভাণ্ডার বাংলা ভাষাভাষীদের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার যেই উৎসাহ-উদ্দীপনাময় সৌভাগ্য সুদীর্ঘকাল পরে সূচিত হয়েছে, তা যেন সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহত থাকে সেই দায়িত্ব বর্তায় বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের। অতীতে পালি ত্রিপিটকাংশ বাংলায় অনুবাদে অগ্রসর হতে গিয়ে বহু অনুবাদক চরম হতাশার শিকার হয়েছিলেন। তার কারণ, বহু বিনিদ্র রজনীর ফসল তাদের অনুদিত পাণ্ডুলিপিগুলো ছাপাতে কেউ আগ্রহ দেখাননি। বহু সময় ব্যয় করে, বহুকষ্টে অনুবাদক নিজস্ব উদ্যোগে এক টাকা, আধ আনা চাঁদা তুলে যদিও কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিকে মুদ্রণের মুখ দেখিয়েছেন, তারপরও ক্রেতা আর পাঠকের অভাবে সেই ছাপানো বই যুগ যুগ ধরে অনুবাদকের কক্ষে পড়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ইঁদুর আর উঁইপোকার উদরে স্থান লাভ করেছে। এ বড়ো হৃদয়হীন মর্মান্তিক আচরণই বটে!

ইদানিং পূজ্য বনভন্তের প্রেরণায় এবং বৌদ্ধদের আর্থিক সচ্ছলতায় পিটক ও পিটকসংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ ও লেখালেখির একটি উদ্দীপনা যেমন পুনঃ পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই সাথে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উদ্যোগে ছাপানোর সদিচ্ছা ও অনেকের মাঝে দেখা যাচ্ছে। এ মহা শুভ লক্ষণই বটে। কিন্তু দেড়শ-দুইশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র একটি বই ছাপাতে বর্তমানে যেখানে ৪০/৫০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে, এবং বনভন্তের ইচ্ছার অনুকূলে অধিকাংশ পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পাঠকের আচরণ কিন্তু এখনো সেই একশো বছর আগেকার মতোই থেকে গেছে। সুদৃশ্য বাঁধাইযুক্ত ধর্মগ্রন্থগুলো বিনামূল্যে বিতরিত হচ্ছে দেখে অনেকেই সাগ্রহে গ্রহণ করে অতিথিকক্ষের শোকেইসে সজ্জিত করে রাখেন ড্রইং রুমের আকর্ষণ বাড়াতে। কিন্তু মনের সৌন্দর্য বাড়াতে কষ্ট করে পাঠ করতে আগ্রহী থাকেন খুব কম জনে।

এই 'পটিসম্ভিদামগ্‌গো' গ্রন্থটি দুঃখমুক্তিকামী যেকোনো জনের কাছে সুমহান শিক্ষক, পরম কল্যাণমিত্র এবং পরম বন্ধুরূপে সমাদৃত হওয়ার মতো একটি গ্রন্থ। আশা করি, তাঁর ভাগ্যে উপরোক্ত হৃদয়হীন আচরণ ঘটবে না। পরম আদরে, পরম যত্নে, পরম শ্রদ্ধা ও তদ্গত চিত্তে গ্রন্থটি পঠিত ও জীবনসঙ্গীরূপে অনুশীলিত হোক এর প্রত্যেকটি বিষয় ও নির্দেশনা– এই কামনা করি।

পরিশেষে পরম কল্যাণমিত্র পূজ্য বনভন্তেকে সকৃতজ্ঞ বন্দনা এবং অনুবাদকমণ্ডলীর বুদ্ধজ্ঞান বিমণ্ডিত নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় ইতি টানছি।

মঙ্গলকামী
ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
সুপ্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ রাং-উ রাংকূট
রাজারকুল রামু, কক্সবাজার

২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষের
শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা
২৬ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১১ খ্রি.
রাজবন ভাবনাকেন্দ্র
কাটাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

নিবেদন

“প্রতিসম্ভিদামার্গ” সূত্রপিটকস্থ খুদ্দকনিকায়ের দ্বাদশ গ্রন্থ। পণ্ডিতগণের মতে, গ্রন্থটি সূত্রপিটকের অন্তর্গত হলেও মূলত এটি অভিধর্ম শ্রেণির গ্রন্থ। সম্পূর্ণ পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞানই আলোচিত হয়েছে এখানে। তাই সূত্রপিটকস্থ খুদ্দকনিকায়ের পনেরোটি গ্রন্থের মধ্যে “প্রতিসম্ভিদামার্গ” সবচেয়ে দুরূহ, দুর্বোধ্য। সম্ভবত তাই গ্রন্থের শেষে উদানেও বলা হয়েছে—‘অনন্তনযমগ্গেসু, গম্ভীরো সাগরুপম’ অর্থাৎ অনন্ত নয়বর্গে এটি সাগরের ন্যায় গম্ভীর। নিঃসন্দেহে এরূপ বলা সঙ্গত যে, বুদ্ধবচনের যা মর্মার্থ, তারই সুসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ রয়েছে গ্রন্থটিতে।

‘প্রতিসম্ভিদা’ শব্দের সহজ অর্থ হল বিভাজনীয় জ্ঞান (পালি-বাংলা অভিধান, মহাস্থবির শান্তরক্ষিত)। প্রতিসম্ভিদা চার প্রকার; যথা- (১) অর্থ-প্রতিসম্ভিদা (২) ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা (৩) নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা (৪) প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। এই চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে : “অত্থেসু ঞাণং অত্থপটিসম্ভিদা, ধম্মেসু ঞাণং ধম্মপটিসম্ভিদা, নিরুত্তীসু ঞাণং নিরুত্তিপটিসম্ভিদা, পটিভাণেসু ঞাণং পটিভাণপটিসম্ভিদা। অত্থনানত্তে পঞ্ঞা অত্থপটিসম্ভিদা ঞাণং, ধম্মনানত্তে পঞ্ঞা ধম্মপটিসম্ভিদা ঞাণং, নিরুত্তিনানত্তে পঞ্ঞা নিরুত্তিপটিসম্ভিদা ঞাণং, পটিভাণনানত্তে পঞ্ঞা পটিভাণপটিসম্ভিদা ঞাণং।” অর্থসমূহে যে জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্মসমূহে যে জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুত্তিসমূহে যে জ্ঞান তা নিরুত্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভানসমূহে যে জ্ঞান তা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। অর্থ নানাত্বে (নানাভাবে) যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুত্তি (ভাষাবিদ্যা সম্বন্ধীয়) নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভান (উপস্থিতবুদ্ধি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি) নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা।

এই উচ্চতর জ্ঞান সাধারণজনের আয়ত্তের অতীত। শুধু সাধারণজন নয়, সকল অর্হতেরও আয়ত্তের বাইরে। এ জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হলেন ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎগণ। প্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে ত্রিপিটকের বহুস্থানে বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থের মতো অন্য কোথাও এতো ব্যাপক বর্ণনা, বিশদ ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

এখানে কীভাবে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও প্রতিসম্ভিদালাভী অর্হৎগণ প্রতিসম্ভিদা নামক উচ্চতর লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন, সেসব কথা আলোচিত হয়েছে সবিস্তারে।

প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থটি তিনটি বর্গে বিভক্ত; যেমন : (১) মহাবর্গ, যুগনদ্ধ (যুগপৎ বা যুগ্ম)বর্গ, প্রজ্ঞাবর্গ। প্রত্যেকটি বর্গে দশটি করে অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায়ে বুদ্ধধর্মের গূঢ় তত্ত্বমূলক এক একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে চমৎকারভাবে। অধিকাংশ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হলেও কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্তের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনটি বর্গের মধ্যে 'মহাবর্গের' আলোচনাসমূহ তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত, ব্যাপক। এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, প্রথম বর্গটির আকার অত্যন্ত বৃহৎ, দ্বিতীয় বর্গটির আকার মধ্যম, আর তৃতীয় বর্গটির আকার ক্ষুদ্র।

মহাবর্গের আলোচিত বিষয়সমূহ হলো : জ্ঞানকথা, দৃষ্টিকথা, আনাপানস্মৃতিকথা, ইন্দ্রিয়কথা, বিমোক্ষকথা, গতিকথা, কর্মকথা, বিপর্যয়কথা, মার্গকথা, মণ্ডপেয়কথা। যুগনদ্ধ বর্গের বিষয়সমূহ হলো : যুগনদ্ধ (যুগপৎ বা যুগ্ম)-কথা, সত্যকথা, বোধ্যঙ্গকথা, মৈত্রীকথা, বিরাগকথা, প্রতিসম্ভিদাকথা, ধর্মচক্রকথা, লোকোত্তরকথা, বলকথা, শূন্যকথা। প্রজ্ঞাবর্গের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ হলো : মহাপ্রজ্ঞাকথা, ঋদ্ধিকথা, অভিসময়কথা, বিবেককথা, চর্যাকথা, প্রাতিহার্যকথা, সমশীর্ষকথা, স্মৃতিপ্রস্থানকথা, বিদর্শনকথা ও মাতিকাকথা।

ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা (পালি সংস্কৃত) বিভাগের প্রফেসার ড. জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয় তাঁর প্রতিসম্ভিদামার্গের ওপর গবেষণাধর্মী প্রকাশনা "বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ" গ্রন্থটি বের করেন। আর রাজবন বিহারে এসে সেই গ্রন্থের কপি পূজ্য বনভন্তের হাতে অর্পণ করেন। পূজ্য বনভন্তে আগ্রহের সাথে সে-গ্রন্থ পড়ে দেখে প্রতিসম্ভিদামার্গের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদেরকে (আমাদেরকে) ধর্মদেশনা প্রদান করার সময় বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা পালিভাষা আয়ত্ত করেছ, তারা ত্রিপিটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে ফেল। পূজ্য ভন্তের সেই আদেশ পেয়ে আমাদের এ প্রয়াস। বলা বাহুল্য, আমরা অনুবাদকগণ সবাই রাজবন ভাবনা কেন্দ্রে অবস্থান করি, তাই পূজ্য ভন্তের সেই আদেশ বাক্যটি আমাদেরকে অবগত করান যথাক্রমে শ্রদ্ধেয় সৌরজগৎ মহাস্থবির ও আনন্দমিত্র স্থবির মহোদয়। সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব

অনুবাদের কাজে হাত দিতে উৎসাহিত করেন। তজ্জন্য আমরা তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। জগৎপূজ্য অর্হৎ বনভন্তের সেই আদেশ পেয়ে আমরা বিলম্ব না করে প্রতিসম্ভিদামার্গ বাংলায় অনুবাদ করার কাজে দিই। পাঁচজনে যৌথভাবে দু'মাস পর্যন্ত যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে মূল অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করতে সমর্থ হই। এখানে দু'মাস বলা হলেও, পাঁচজনের দু'মাস হারে হিসেব করলে সর্বমোট দশ মাস সময়ই লেগেছে বলা যায়। এর পর সংশোধনের আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত করে নিতে আরও মাসাধিক কাল সময় অতিক্রম হয়। বলে রাখা উচিত, মূল অনুবাদকাজ বর্ষাবাসের আগে সমাপ্ত হলেও একটু বিলম্বে বই আকারে প্রকাশ করতে হলো দুটি কারণে। প্রথমত, 'প্রতিসম্ভিদামার্গ'-এর মূল অনুবাদকাজ শেষ করার সাথে সাথে আমাদের পালি শিক্ষক ও পিটকীয় বহু গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের সাথে 'পারাজিক-অট্ঠকথা' যৌথভাবে অনুবাদের কাজে নিয়োজিত থাকা। দ্বিতীয়ত, মদীয় পরম গুরু লোকোত্তর মহামানব, জগৎপূজ্য অর্হৎ পূজ্যস্পাদ বনভন্তের ৯৩তম শুভ জন্মদিন তিথিতে প্রকাশ করার একান্ত ইচ্ছাতে।

এই অনুবাদের কাজ সমাধা করতে গিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির কৃর্তক অনূদিত 'পুগ্গলপঞ্ঞত্তি', শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক অনূদিত 'সংযুক্তনিকায় (১ম ও ২য় খণ্ড)', ড. বেণীমাধব বড়ুয়া কৃর্তক অনূদিত 'মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত', শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবির কর্তৃক রচিত 'সদ্ধর্ম রত্নমালা' এবং ড. জিনবোধি ভিক্ষুর গবেষণার নিবন্ধ আলোকে রচিত 'বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ' গ্রন্থ হতে সাহায্য নিয়েছি। এ ছাড়া কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত 'পালি-বাংলা অভিধান' হতে সাহায্য নিয়েছি সকৃতজ্ঞ হস্তে। তাঁদের সকলের কাছে আমরা অনেকাংশে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। ষষ্ঠ সঙ্গায়নে সংশোধনের মাধ্যমে বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে CD-Rom-এ রূপান্তরিত খুদ্দকনিকাযে পটিসম্ভিদামগ্গপালি-এর পালি মূল গ্রন্থকে অনুসরণ করেই আমাদের এ অনুবাদকাজ সমাধা হয়েছে। বেশি পাদটীকা বাড়িয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিনি। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও পাদটীকার প্রয়োজন ছিল বলে আমাদেরও অভিমত। একই কারণে গ্রন্থের শেষে নামসূচি এবং শব্দসূচিও যোগ করা হয়নি। অনুবাদকাজে অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক। আমরা সে

কাজে সফল এ কথা দাবি করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তবে আমরা চেষ্টা করেছি, পালিমূলের সাথে বাংলাভাষার উপযোগিতা বিচার করে অনুবাদকাজ চালিয়ে নিতে। তাই অনুবাদে পালি মূলের অর্থ ও শব্দ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে সরলভাবে অনুবাদের দিকে নজর রেখেছি। আর যাতে আমাদের ত্রুটিতে বুদ্ধবচন কোনো অংশে বিকৃত না হয় তদ্‌বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, উপরোক্ত বিষয় দুটির কারণে সর্বক্ষেত্রে সহজ, সরল বাক্য প্রয়োগ করে সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করে অনুবাদকাজ সমাধা করা সত্যিই কঠিন এবং দুষ্কর। আমরাও সেই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি। অন্যদিকে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এখনো অত্যন্ত দরিদ্র। তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি একটা মোটামুটি পর্যায়ের মান বজায় রেখে অনুবাদকাজ সমাধা করতে। সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য অনুবাদকাজ সমাধা করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা দাবি করছি না। অনুবাদকাজে কতটুকু সফল হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করবেন এবং আমাদের দুর্বলতার দিকগুলো উদার্য-চিত্তে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন।

বরাবরের মতো এই গ্রন্থেও পিটকীয় বহু গ্রন্থের অনুবাদক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধপণ্ডিত, আমাদের পালি শিক্ষাদাতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় তাঁর শতব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদেরকে অশেষ কৃতার্থ করেছেন। তাঁর লিখিত জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা গ্রন্থের শোভাবর্ধন ও গাম্ভীর্যতা বাড়িয়েছে বহুগুণে। অন্যদিকে ভদন্ত মহোদয় আরও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থের প্রয়োজনীয় স্থানে তাঁর দক্ষ হাতের কলম টুকে দিয়ে। এমনকি পদ্যাংশের অংশটি অর্ধেক-এর বেশি গাথা তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা ভদন্তকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আমাদেরকে সত্যিই অশেষ ঋণী করেছেন।

এ "প্রতিসম্ভিদামার্গ" (বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থটি প্রকাশের সম্পূর্ণ অর্থ দান করার মাধ্যমে 'সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি' এ সুযোগটি গ্রহণ করেছেন পূজ্য বনভন্তের অন্যতম স্বনামধন্য শিষ্য শ্রীমৎ ধর্মতিষ্য স্থবির মহোদয়। আমরা তার আশু নির্বাণ শান্তি লাভ করার প্রার্থনা করে দিতেছি ভগবান বুদ্ধ ও অর্হৎ পূজ্য বনভন্তের সকাশে।

কম্পিউটার কম্পোজের মতো শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করে দেয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু মহোদয়ের কাছে। এ গ্রন্থের জন্য তিনি যে অসাধ্য ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করেছেন তা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

তার নিকট হতে এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারতাম না কখনো। এ প্রসঙ্গে ভদন্ত ধর্মদীপ ভিক্ষু মহোদয়ের নামও স্মরণ করতে হয়। অন্যদিকে, মুদ্রণের ব্যাপারে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন ভদন্ত সৌরজগৎ মহাস্থবির মহোদয়। তজ্জন্য আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নিবেদক
অনুবাদকবৃন্দ

উৎসর্গ

বর্তমান সময়ের বিশ্ব বৌদ্ধ মনীষীদের মধ্যে
অন্যতম আলোকিত মুক্তপুরুষ, মহান শ্রাবকবুদ্ধ হিসেবে
যার একান্ত সুপরিচিতি, ভারত-বাংলা উপমহাদেশের ভিক্ষুকুল
গৌরবরবি, দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক, মদীয় পারমার্থিক গুরু সর্বজনপূজ্য
শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের ৯৩তম শুভ জন্মতিথিতে
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে
এবং
আমাদের পালি শিক্ষাদাতা,
পিটকীয় বহুগ্রন্থের অনুবাদক, স্বনামধন্য বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব
ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের
দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের কামনায়
সর্বান্তকরণে উৎসর্গিত
হলো।

অনুবাদকবৃন্দ

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

খুদ্দকনিকায়ে
প্রতিসম্ভিদামার্গ

১. মহাবর্গ

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. শ্রুতি-অবধানে (মনোযোগ দিয়ে শোনা বা শ্রবণে অভিনিবেশ) প্রজ্ঞা শ্রুতিময়ে জ্ঞান।

২. শ্রবণ-সংবরে প্রজ্ঞা শীলময়ে জ্ঞান।

৩. সংবরণ করে সমাদহনে (স্থিরকরণে) প্রজ্ঞা সমাধি-ভাবনাময়ে জ্ঞান।

৪. প্রত্যয়-পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি জ্ঞান।

৫. অতীত, অনাগত ও বর্তমান (সংস্কারজাত) ধর্মসমূহ একত্রে গ্রহণপূর্বক ব্যবস্থানে (পুনঃপুন বিচারে) প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান।

৬. বর্তমান (নামরূপ) ধর্মসমূহের বিপরীণামানুদর্শনে প্রজ্ঞা উদয়-বিলয়ানুদর্শনে জ্ঞান।

৭. আলম্বন প্রতিসংখ্যা ভঙ্গানুদর্শনে প্রজ্ঞা বিদর্শনে জ্ঞান।

৮. ভয়-উপস্থানে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

৯. মুক্তিকাম্যতা-প্রতিসংখ্যা-স্থাপন প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান।

১০. বাহ্যিক উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা গোত্রভূ জ্ঞান।

১১. উভয় (আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক) উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।

১২. প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি প্রজ্ঞা ফলে জ্ঞান।

১৩. ছিন্ন সংসারাবর্ত দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তি-জ্ঞান।

১৪. তৎমুহূর্তে সমুৎপন্ন ধর্ম দর্শনে প্রজ্ঞা প্রত্যবেক্ষণে জ্ঞান।

১৫. আধ্যাত্মিক-ব্যবস্থানে (বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা বস্তু-নানাত্বে জ্ঞান।

১৬. বাহ্যিক-ব্যবস্থানে (বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা গোচর-নানাত্বে জ্ঞান।

১৭. চর্যা-ব্যবস্থানে (বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা চর্যা-নানাত্বে জ্ঞান।

১৮. চতুর্ধর্ম-ব্যবস্থানে (বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা ভূমি-নানাত্বে জ্ঞান।

১৯. নবধর্ম-ব্যবস্থানে (বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা ধর্ম-নানাত্বে জ্ঞান।

২০. অভিজ্ঞাপ্রজ্ঞা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান।

২১. পরিজ্ঞাপ্রজ্ঞা তীরণার্থে জ্ঞান।

২২. প্রহীনে প্রজ্ঞা পরিত্যাগার্থে জ্ঞান।

২৩. ভাবনাপ্রজ্ঞা একরসার্থে জ্ঞান।

২৪. (ধর্ম) সাক্ষাৎকরণপ্রজ্ঞা স্পর্শনার্থে জ্ঞান।

২৫. অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

২৬. ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

২৭. নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

২৮. প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

২৯. বিহার (তথা অবস্থান-সংশ্লিষ্ট)-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহারার্থে জ্ঞান।

৩০. সমাপত্তি (তথা ধ্যানজ সুখময় অবস্থা-সংশ্লিষ্ট)-নানাত্বে প্রজ্ঞা সমাপত্যার্থে জ্ঞান।

৩১. বিহার সমাপত্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহার সমাপত্যার্থে জ্ঞান।

৩২. অবিক্ষেপ পরিশুদ্ধিত্ব আসব সমুচ্ছেদে প্রজ্ঞা আনন্তরিক-সমাধিতে জ্ঞান।

৩৩. দর্শন-আধিপত্যয়, শান্ত বিহার-অধিগম, উত্তম অধিমুক্ততায় প্রজ্ঞা অরণবিহারে (নির্জনবাসী অবস্থা) জ্ঞান।

৩৪. শমথ-বিদর্শন এই দুই শক্তিসংযুক্ত, তিন প্রকার সংস্কারের উপশমে, ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্যায় এবং নয় প্রকার সমাধিচর্যায় বশীভাবতা প্রজ্ঞা নিরোধ-সমাপত্তিতে জ্ঞান।

৩৫. সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্ত (পুনর্জন্ম) সমাপ্তকরণে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণে জ্ঞান।

৩৬. সব ধর্মের সম্যক সমুচ্ছেদ এবং নিরোধে অনুপ্রস্থানতা প্রজ্ঞা সমশীর্ষার্থে জ্ঞান।

৩৭. পুথু (বিবিধ) নানাত্ব তেজশক্তি সমাপ্ত করণে প্রজ্ঞা সল্লেখার্থে জ্ঞান।

৩৮. জড়তাবিহীন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান।

৩৯. নানাধর্ম প্রকাশনতা প্রজ্ঞা অর্থ সন্দর্শনে জ্ঞান।

৪০. সবধর্মের একত্রে সংগৃহীত নানাত্ব-একাত্ব প্রতিবেধে প্রজ্ঞা দর্শনবিশুদ্ধি জ্ঞান।

৪১. বিদিতত্ব প্রজ্ঞা ক্ষান্তি জ্ঞান।

৪২. স্পর্শনাত্ব প্রজ্ঞা পরিয়োগাহণে (তথা অনুসন্ধানে) জ্ঞান।

৪৩. সমোদহনে (তত্ত্বাবধানে) প্রজ্ঞা প্রদেশ-বিহারে জ্ঞান।

৪৪. অধিপত্যত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞাবিবর্তে জ্ঞান।

৪৫. নানার্থে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান।

৪৬. অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্তবিবর্তে জ্ঞান।

৪৭. শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞানবিবর্তে জ্ঞান।

৪৮. বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষবিবর্তে জ্ঞান।

৪৯. সত্যার্থে প্রজ্ঞা সত্যবিবর্তে জ্ঞান।

৫০. কায় ও চিত্ত এক ব্যবস্থানতা সুখসংজ্ঞা ও লঘুসংজ্ঞা অধিষ্ঠানবশে সমৃদ্ধি অর্থে প্রজ্ঞা বিবিধ ঋদ্ধিতে জ্ঞান।

৫১. বিতর্ক-বিস্তারবশে নানাত্ব-একাত্ব শব্দনিমিত্তের পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা শ্রোতাধাতু-বিশুদ্ধি জ্ঞান।

৫২. ত্রিবিধি চিত্তের বিস্তারত্ব ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসাদবশে নানাত্ব-একাত্ব বিজ্ঞানচর্যা পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা চেতোপর্যায় জ্ঞান।

৫৩. প্রত্যয়-প্রবর্ত ধর্মসমূহের নানাত্ব-একাত্ব কর্ম বিস্তারবশে পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান।

৫৪. আলোকবশে নানাত্ব-একাত্ব রূপনিমিত্তসমূহের দর্শনার্থে প্রজ্ঞা দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

৫৫. চৌষট্টি প্রকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতা প্রজ্ঞা আসবক্ষয়ে জ্ঞান।

৫৬. পরিজ্ঞানার্থে প্রজ্ঞা দুঃখে জ্ঞান।

৫৭. প্রহানার্থে প্রজ্ঞা সমুদয়ে জ্ঞান।

৫৮. সাক্ষাৎকরণার্থে প্রজ্ঞা নিরোধে জ্ঞান।

৫৯. ভাবনার্থে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।

৬০. দুঃখে জ্ঞান।

৬১. দুঃখ-সমুদয়ে জ্ঞান।

৬২. দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান।

৬৩. দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান।

৬৪. অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

৬৫. ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

৬৬. নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

৬৭. প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

৬৮. সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় পরাপরতা বা চিত্তাচারে জ্ঞান।

৬৯. সত্ত্বগণের আসয়ানুসয়ে জ্ঞান।

৭০. যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান।

৭১. মহাকারুণা-সমাপত্তিতে জ্ঞান।

৭২. সর্বজ্ঞতা জ্ঞান।

৭৩. অনাবরণ জ্ঞান।

এগুলোই হলো ৭৩ প্রকার জ্ঞান। এই তিয়াত্তর প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সাতষট্টি প্রকার জ্ঞান শ্রাবক-সাধারণ অর্থাৎ শ্রাবকগণের লভ্য; বাকি ছয় প্রকার জ্ঞান শ্রাবক-অসাধারণ অর্থাৎ কেবল বুদ্ধগণের লাভ হয়ে থাকে।

১. জ্ঞানকথা

১. শ্রুতময় জ্ঞান বর্ণনা

১. কীরূপে শ্রুতি অবধানজনিত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান হয়?

"এসব ধর্ম অভিজ্ঞেয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম পরিজ্ঞেয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম পরিহারতব্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম ভাবিতব্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম অভিজ্ঞাতব্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম হ্রাসভাগীয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম স্থিতিভাগীয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম বিশেষভাগীয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম নির্বেদভাগীয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এসব ধর্ম অনিত্যভাগীয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "সব সংস্কার দুঃখ", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "সব ধর্ম অনাত্ম", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এটা দুঃখ আর্যসত্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে

পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান। "এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।

২. "এসব ধর্ম অভিজ্ঞেয়", তা শ্রুতি দ্বারা বুঝতে পারা, তাকে বিশেষভাবে জানাজনিত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ? এক ধর্ম অভিজ্ঞেয়—সকল সত্ত্ব আহারের দ্বারা জীবিত থাকে। দুই ধর্মে অভিজ্ঞেয়[১]—দুই প্রকার ধাতু। তিন ধর্মে অভিজ্ঞেয়[২]—তিন প্রকার ধাতু। চার ধর্মে অভিজ্ঞেয়—চারি আর্যসত্য। পাঁচ ধর্মে অভিজ্ঞেয়[৩]—পঞ্চ বিমুক্ত আয়তন বা সুযোগ। ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়[৪]—ছয় (বিমুক্তি সম্বন্ধে) শ্রেষ্ঠতা। সাত ধর্মে অভিজ্ঞেয়—সাত নিদ্দেশ বত্থু বা বিষয়। আট ধর্মে অভিজ্ঞেয়—আট প্রকার অধিপতির স্থান। নয় ধর্মে অভিজ্ঞেয়—নয় প্রকার আনুপূর্বিক অবস্থান। দর্শ ধর্মে অভিজ্ঞেয়—দশ প্রকার অক্ষয় বাত্থু বা বিষয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সবই অভিজ্ঞেয়। সব অভিজ্ঞেয় কী? ভিক্ষুগণ, চক্ষু অভিজ্ঞেয়, রূপ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ, সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়। শ্রোত্র অভিজ্ঞেয়, শব্দ অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়। ঘ্রাণ অভিজ্ঞেয়, গন্ধ অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়। জিহ্বা অভিজ্ঞেয়, রস অভিজ্ঞেয় জিহ্বা-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, জিহ্বাসংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ-দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়। কায় অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ

---

[১]। লোকধাতু, নির্বাণধাতু।

[২]। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু।

[৩]। পঞ্চবিধ মুক্তির সুযোগ; যথা : ১. ধর্মশ্রবণ ২. ধর্মদান ৩. ধর্ম বিষয় আবৃত্তি ৪. ধর্ম বিষয় চিন্তা বা ভাবনা ৫. ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান।

[৪]। ষড়বিধ শ্রেষ্ঠতা—১. দর্মন সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা, ২. শ্রবণ বা শ্রুতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা, ৩. লাভ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা, ৪. শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা, ৫. পরিচর্যা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা, ৬. স্মৃতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা।

অভিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়। মন অভিজ্ঞেয়, ধর্ম অভিজ্ঞেয়, মন-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, মন-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, মন-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ও অভিজ্ঞেয়।

রূপ অভিজ্ঞেয়, বেদনা অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, সংস্কার অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়। চক্ষু অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা অভিজ্ঞেয়, কায় অভিজ্ঞেয়, মন অভিজ্ঞেয়। রূপ অভিজ্ঞেয়, শব্দ অভিজ্ঞেয়, গন্ধ অভিজ্ঞেয়, রস অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ অভিজ্ঞেয়, ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

চক্ষু-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, মন-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়। চক্ষু-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, মন-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়। চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়, মন-সংস্পর্শজ বেদনা অভিজ্ঞেয়। রূপ-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, শব্দ-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, গন্ধ-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, রস-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, ধর্ম-সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়। রূপ-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়, শব্দ-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়, গন্ধ-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়, রস-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়, ধর্ম-সঞ্চেতন অভিজ্ঞেয়। রূপ-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, শব্দ-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, গন্ধ-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, রস-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, ধর্ম-তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়। রূপ-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়, শব্দ-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়, গন্ধ-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়, রস-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়, ধর্ম-বিতর্ক অভিজ্ঞেয়। রূপ-বিচার অভিজ্ঞেয়, শব্দ-বিচার অভিজ্ঞেয়, গন্ধ-বিচার অভিজ্ঞেয়, রস-বিচার অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ-বিচার অভিজ্ঞেয়, ধর্ম-বিচার অভিজ্ঞেয়।

৪. পৃথিবীধাতু অভিজ্ঞেয়, আপধাতু অভিজ্ঞেয়, তেজধাতু অভিজ্ঞেয়, বায়ুধাতু অভিজ্ঞেয়, আকাশধাতু অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়।

পৃথিবীকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, আপকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, তেজকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, বায়ুকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, নীলকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, পীতকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, লোহিতকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, শ্বেতকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, আকাশ বা শূন্যতাকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞানকৃৎস্ন অভিজ্ঞেয়।

কেশ অভিজ্ঞেয়, লোম অভিজ্ঞেয়, নখ অভিজ্ঞেয়, দন্ত অভিজ্ঞেয়, চর্ম অভিজ্ঞেয়, মাংস অভিজ্ঞেয়, স্নায়ু অভিজ্ঞেয়, অস্থি অভিজ্ঞেয়, অস্থিমজ্জা অভিজ্ঞেয়, বক্ক (কিডনি) অভিজ্ঞেয়, হৃদয় অভিজ্ঞেয়, যকৃত অভিজ্ঞেয়, ক্লোম অভিজ্ঞেয়, প্লীহা অভিজ্ঞেয়, ফুসফুস অভিজ্ঞেয়, বড়অন্ত্র অভিজ্ঞেয়, ছোটঅন্ত্র অভিজ্ঞেয়, উদর অভিজ্ঞেয়, মল অভিজ্ঞেয়, পিত্ত অভিজ্ঞেয়, শ্লেষ্মা অভিজ্ঞেয়, পুঁজ অভিজ্ঞেয়, লোহিত অভিজ্ঞেয়, স্বেদ অভিজ্ঞেয়, মেদ অভিজ্ঞেয়, অশ্রু অভিজ্ঞেয়, চর্বি অভিজ্ঞেয়, থুথু অভিজ্ঞেয়, শিকনি অভিজ্ঞেয়, লালা অভিজ্ঞেয়, মূত্র অভিজ্ঞেয় এবং মস্তিষ্কও অভিজ্ঞেয়।

চক্ষু-আয়তন অভিজ্ঞেয়, রূপায়তন অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্রায়তন অভিজ্ঞেয়, শব্দায়তন অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণায়তন অভিজ্ঞেয়, গন্ধায়তন অভিজ্ঞেয়, জিহ্বায়তন অভিজ্ঞেয়, রসায়তন অভিজ্ঞেয়, কায়ায়তন অভিজ্ঞেয়, স্পর্শায়তন অভিজ্ঞেয়, মনায়তন অভিজ্ঞেয় এবং ধর্মায়তন অভিজ্ঞেয়।

চক্ষুধাতু অভিজ্ঞেয়, রূপধাতু অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়। শ্রোত্রধাতু অভিজ্ঞেয়, শব্দধাতু অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়। ঘ্রাণধাতু অভিজ্ঞেয়, গন্ধধাতু অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়। জিহ্বাধাতু অভিজ্ঞেয়, রসধাতু অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়ন। কায়ধাতু অভিজ্ঞেয়, স্পর্শধাতু অভিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়। মনধাতু অভিজ্ঞেয়, ধর্মধাতু অভিজ্ঞেয়, মন-বিজ্ঞানধাতু অভিজ্ঞেয়।

চক্ষু-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, কায়-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, মন-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, জীবিতেন্দ্রিয় (জীবন-ইন্দ্রিয়) অভিজ্ঞেয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, সুখ-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, বীর্যেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, অজ্ঞাতকে জানবো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, জ্ঞাত বা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়।

৫. কামধাতু অভিজ্ঞেয়, রূপধাতু অভিজ্ঞেয়, অরূপধাতু অভিজ্ঞেয়। কামভব অভিজ্ঞেয়, রূপভব অভিজ্ঞেয়, অরূপভব অভিজ্ঞেয়। সংজ্ঞাভব অভিজ্ঞেয়, অসংজ্ঞাভব অভিজ্ঞেয়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়। একবোকার অভিজ্ঞেয়, চতুবোকার অভিজ্ঞেয়, পঞ্চবোকার অভিজ্ঞেয়।

৬. প্রথম ধ্যান অভিজ্ঞেয়, দ্বিতীয় ধ্যান অভিজ্ঞেয়, তৃতীয় ধ্যান

অভিজ্ঞেয়, চতুর্থ ধ্যান অভিজ্ঞেয়, মৈত্রীচিত্ত বিমুক্ত অভিজ্ঞেয়, করুণা চিত্ত-বিমুক্ত অভিজ্ঞেয়, মুদিতা চিত্ত-বিমুক্তি অভিজ্ঞেয়, উপেক্ষা চিত্ত-বিমুক্তি অভিজ্ঞেয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয় এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়।

অবিদ্যা অভিজ্ঞেয়, সংস্কারসমূহ অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, নামরূপ অভিজ্ঞেয়, ষড়ায়াতন অভিজ্ঞেয়, স্পর্শ অভিজ্ঞেয়, বেদনা অভিজ্ঞেয়, তৃষ্ণা অভিজ্ঞেয়, উপাদান অভিজ্ঞেয়, ভব অভিজ্ঞেয়, জন্ম অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ অভিজ্ঞেয়।

৭. দুঃখ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-সমুদয় অভিজ্ঞেয়, দুঃখনিরোধ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। রূপ অভিজ্ঞেয়, রূপসমুদয় অভিজ্ঞেয়, রূপনিরোধ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। বেদনা অভিজ্ঞেয়, বেদনাসমুদয় অভিজ্ঞেয়, বেদনানিরোধ অভিজ্ঞেয়, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞাসমুদয় অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞানিরোধ অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। সংস্কার অভিজ্ঞেয়, সংস্কারসমুদয় অভিজ্ঞেয়, সংস্কারনিরোধ অভিজ্ঞেয়, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞানসমুদয় অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞাননিরোধ অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়। চক্ষু অভিজ্ঞেয়, চক্ষুসমুদয় অভিজ্ঞেয়, চক্ষুনিরোধ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়... জরা-মরণ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয় অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়।

দুঃখের পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। রূপের পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। বেদনার পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, বেদনা সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, বেদনা নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদা ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। সংজ্ঞার পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞা সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞা সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। সংস্কার পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, সংস্কার সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, সংস্কার নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ

অভিজ্ঞেয়, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। বিজ্ঞানের পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়। চক্ষু পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু নিরোগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়... জরা-মরণ পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয়ের প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়।

দুঃখের পরিজ্ঞান প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ সমুদয়ের প্রহীন প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধ সাক্ষাৎকরণ প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনা প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়। রূপের পরিজ্ঞান প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ সমুদয়ের প্রহীন প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধের সাক্ষাৎকরণ প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনা প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের... চক্ষুর... জরা-মরণের পরিজ্ঞান প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয়ের প্রহীন প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধ সাক্ষাৎকরণ প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদার ভাবনা প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়।

৮. দুঃখ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-সমুদয় অভিজ্ঞেয়, দুঃখনিরোধ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ সমুদয়ের নিরোধ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের ছন্দরাগ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের আদীনব অভিজ্ঞেয়, দুঃখের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়। রূপ অভিজ্ঞেয়, রূপসমুদয় অভিজ্ঞেয়, রূপনিরোধ অভিজ্ঞেয়, রূপ সমুদয়ের নিরোধ অভিজ্ঞেয়, রূপের ছন্দরাগ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, রূপের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, রূপের আদীনব অভিজ্ঞেয়, রূপের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়। বেদনা অভিজ্ঞেয়... সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়... সংস্কার অভিজ্ঞেয়... বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়... চক্ষু অভিজ্ঞেয়... জরা-মরণ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয় অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয়ের নিরোধ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের ছন্দরাগ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের আদীনব অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়।

দুঃখ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-সমুদয় অভিজ্ঞেয়, দুঃখনিরোধ অভিজ্ঞেয়, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়, দুঃখের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের

আদীনব অভিজ্ঞেয়, দুঃখের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়। রূপ অভিজ্ঞেয়, রূপসমুদয় অভিজ্ঞেয়, রূপনিরোধ অভিজ্ঞেয়, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়, রূপের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, রূপের আদীনব অভিজ্ঞেয়, রূপের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়। বেদনা অভিজ্ঞেয়... সংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়... সংস্কার অভিজ্ঞেয়... বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়... চক্ষু অভিজ্ঞেয়... জরা-মরণ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ সমুদয় অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণ নিরোধগামিনী প্রতিপদা অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের আস্বাদ অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের আদীনব অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণের নিঃসরণ অভিজ্ঞেয়।

৯. অনিত্যানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, দুঃখানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, অনাত্মানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, নির্বেদানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, বিরাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, নিরোধানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়। রূপে অনিত্যানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে দুঃখানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে অনাত্মানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে নির্বেদানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে বিরাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে নিরোধানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, রূপে পরিত্যাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে দুঃখানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে অনাত্মানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে নির্বেদানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে বিরাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে নিরোধানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, জরা-মরণে পরিত্যাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়।

১০. উৎপন্ন অভিজ্ঞেয়, প্রবর্তন অভিজ্ঞেয়, নিমিত্ত অভিজ্ঞেয়, আসক্তি অভিজ্ঞেয়, প্রতিসন্ধি অভিজ্ঞেয়, গতি অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম (নিব্বত্তি) অভিজ্ঞেয়, উৎপত্তি অভিজ্ঞেয়, জন্ম অভিজ্ঞেয়, জরা অভিজ্ঞেয়, ব্যাধি অভিজ্ঞেয়, মরণ অভিজ্ঞেয়, শোক অভিজ্ঞেয়, পরিদেবন অভিজ্ঞেয়, উপায়াস অভিজ্ঞেয়।

অনুৎপন্ন অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি অভিজ্ঞেয়, অপ্রতিসন্ধি অভিজ্ঞেয়, অগতি অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম মুক্তি (অনিব্বত্তি) অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি অভিজ্ঞেয়, অজন্ম অভিজ্ঞেয়, অজরা অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি অভিজ্ঞেয়, অমরণ অভিজ্ঞেয়, অশোক অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন অভিজ্ঞেয়, অনুৎপন্ন অভিজ্ঞেয়; প্রবর্তন অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন অভিজ্ঞেয়। নিমিত্ত অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত অভিজ্ঞেয়। আসক্তি অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি অভিজ্ঞেয়। প্রতিসন্ধি অভিজ্ঞেয়, অপ্রতিসন্ধি অভিজ্ঞেয়। গতি অভিজ্ঞেয়, অগতি অভিজ্ঞেয়। পুনর্জন্ম অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম মুক্তি অভিজ্ঞেয়।

উৎপত্তি অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি অভিজ্ঞেয়। জন্ম অভিজ্ঞেয়, অজন্ম অভিজ্ঞেয়। জরা অভিজ্ঞেয়, অজরা অভিজ্ঞেয়। ব্যাধি অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি অভিজ্ঞেয়। মরণ অভিজ্ঞেয়, অমরণ অভিজ্ঞেয়। শোক অভিজ্ঞেয়, অশোক অভিজ্ঞেয়। পরিদেবন অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন অভিজ্ঞেয়। উপয়াস অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন দুঃখ অভিজ্ঞেয়, প্রবর্তন দুঃখ অভিজ্ঞেয়, নিমিত্ত দুঃখ অভিজ্ঞেয়, আসক্তি দুঃখ অভিজ্ঞেয়, প্রতিসন্ধি দুঃখ অভিজ্ঞেয়, গতি দুঃখ অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম দুঃখ অভিজ্ঞেয়, উৎপত্তি দুঃখ অভিজ্ঞেয়, জন্ম দুঃখ অভিজ্ঞেয়, জরা দুঃখ অভিজ্ঞেয়, ব্যাধি দুঃখ অভিজ্ঞেয়, মরণ দুঃখ অভিজ্ঞেয়, শোক দুঃখ অভিজ্ঞেয়, পরিদেবন দুঃখ অভিজ্ঞেয়, উপায়াস দুঃখ অভিজ্ঞেয়।

অনুৎপন্ন সুখ অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন সুখ অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত সুখ অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি সুখ অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি সুখ অভিজ্ঞেয়, অজন্ম সুখ অভিজ্ঞেয়, অজরা সুখ অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি সুখ অভিজ্ঞেয়, অমরণ সুখ অভিজ্ঞেয়, অশোক সুখ অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন সুখ অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস সুখ অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন দুঃখ, অনুৎপন্ন সুখ অভিজ্ঞেয়। প্রবর্তন দুঃখ, অপ্রবর্তন সুখ অভিজ্ঞেয়। নিমিত্ত দুঃখ, অনিমিত্ত সুখ অভিজ্ঞেয়। আসক্তি দুঃখ, অনাসক্তি সুখ অভিজ্ঞেয়। প্রতিসন্ধি দুঃখ, অপ্রতিসন্ধি সুখ অভিজ্ঞেয়। গতি দুঃখ, অগতি সুখ অভিজ্ঞেয়। পুনর্জন্ম দুঃখ, পুনর্জন্ম-মুক্তি সুখ অভিজ্ঞেয়। উৎপত্তি দুঃখ, অনুৎপত্তি সুখ অভিজ্ঞেয়। জন্ম দুঃখ, অজন্ম সুখ অভিজ্ঞেয়। জরা দুঃখ, অজরা সুখ অভিজ্ঞেয়। ব্যাধি দুঃখ, অব্যাধি সুখ অভিজ্ঞেয়। মরণ দুঃখ, অমরণ সুখ অভিজ্ঞেয়। শোক দুঃখ, অশোক সুখ অভিজ্ঞেয়। পরিদেবন দুঃখ, অপরিদেবন সুখ অভিজ্ঞেয়। উপায়াস দুঃখ, অনুপায়াস সুখ অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন ভয় অভিজ্ঞেয়, প্রবর্তন ভয় অভিজ্ঞেয়, নিমিত্ত ভয় অভিজ্ঞেয়, আসক্তি ভয় অভিজ্ঞেয়, প্রতিসন্ধি ভয় অভিজ্ঞেয়, গতি ভয় অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম ভয় অভিজ্ঞেয়, উৎপত্তি ভয় অভিজ্ঞেয়, জন্ম ভয় অভিজ্ঞেয়, জরা ভয় অভিজ্ঞেয়, ব্যাধি ভয় অভিজ্ঞেয়, মরণ ভয় অভিজ্ঞেয়, শোক ভয় অভিজ্ঞেয়, পরিদেবন ভয় অভিজ্ঞেয়, উপায়াস ভয় অভিজ্ঞেয়।

অনুৎপন্ন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অপ্রতিসন্ধি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অগতি

ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্মরহিত ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অজন্ম ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অজরা ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অমরণ ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অশোক ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস ক্ষেম অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন ভয়, অনুৎপন্ন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। প্রবর্তন ভয়, অপ্রবর্তন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। নিমিত্ত ভয়, অনিমিত্ত ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। আসক্তি ভয়, অনাসক্তি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। প্রতিসন্ধি ভয়, অপ্রতিসন্ধি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। গতি ভয়, অগতি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। পুনর্জন্ম ভয়, পুনর্জন্মরহিত ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। উৎপত্তি ভয়, অনুৎপত্তি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। জন্ম ভয়, অজন্ম ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। জরা ভয়, অজরা ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। ব্যাধি ভয়, অব্যাধি ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। মরণ ভয়, অমরণ ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। শোক ভয়, অশোক ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। পরিদেবন ভয়, অপরিদেবন ক্ষেম অভিজ্ঞেয়। উপায়াস ভয়, অনুপায়াস ক্ষেম অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন সামিষ অভিজ্ঞেয়, প্রবর্তন সামিষ অভিজ্ঞেয়, নিমিত্ত সামিষ অভিজ্ঞেয়, আসক্তি সামিষ অভিজ্ঞেয়, প্রতিসন্ধি সামিষ অভিজ্ঞেয়, গতি সামিষ অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম সামিষ অভিজ্ঞেয়, উৎপত্তি সামিষ অভিজ্ঞেয়, জন্ম সামিষ অভিজ্ঞেয়, জরা সামিষ অভিজ্ঞেয়, ব্যাধি সামিষ অভিজ্ঞেয়, মরণ সামিষ অভিজ্ঞেয়, শোক সামিষ অভিজ্ঞেয়, পরিদেবন সামিষ অভিজ্ঞেয়, উপায়াস সামিষ অভিজ্ঞেয়।

অনুৎপন্ন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অপ্রতিসন্ধি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অগতি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্মরহিত নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অজন্ম নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অজরা নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অমরণ নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অশোক নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস নিরামিষ অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন সামিষ, অনুৎপন্ন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। প্রবর্তন সামিষ, অপ্রবর্তন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। নিমিত্ত সামিষ, অনিমিত্ত নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। আসক্তি সামিষ, অনাসক্তি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। প্রতিসন্ধি সামিষ, অপ্রতিসন্ধি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। গতি সামিষ, অগতি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। পুনর্জন্ম সামিষ, পুনর্জন্মরহিত নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। উৎপত্তি সামিষ, অনুৎপত্তি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। জন্ম সামিষ, অজন্ম নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। জরা সামিষ, অজরা

নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। ব্যাধি সামিষ, অব্যাধি নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। মরণ সামিষ, অমরণ নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। শোক সামিষ, অশোক নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। পরিদেবন সামিষ, অপরিদেবন নিরামিষ অভিজ্ঞেয়। উপায়াস সামিষ, অনুপায়াস নিরামিষ অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন সংস্কার অভিজ্ঞেয়, প্রবর্তন সংস্কার অভিজ্ঞেয়, নিমিত্ত সংস্কার অভিজ্ঞেয়, আসক্তি সংস্কার অভিজ্ঞেয়, প্রতিসন্ধি সংস্কার অভিজ্ঞেয়, গতি সংস্কার অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্ম সংস্কার অভিজ্ঞেয়, উৎপত্তি সংস্কার অভিজ্ঞেয়, জন্ম সংস্কার অভিজ্ঞেয়, জরা সংস্কার অভিজ্ঞেয়, ব্যাধি সংস্কার অভিজ্ঞেয়, মরণ সংস্কার অভিজ্ঞেয়, শোক সংস্কার অভিজ্ঞেয়, পরিদেবন সংস্কার অভিজ্ঞেয়, উপায়াস সংস্কার অভিজ্ঞেয়।

অনুৎপন্ন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অপ্রবর্তন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্ত নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অনাসক্তি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অপ্রতিসন্ধি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অগতি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, পুনর্জন্মরহিত নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অনুৎপত্তি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অজন্ম নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অজরা নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অব্যাধি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অমরণ নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অশোক নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অপরিদেবন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়, অনুপায়াস নির্বাণ অভিজ্ঞেয়।

উৎপন্ন সংস্কার, অনুৎপন্ন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। প্রবর্তন সংস্কার, অপ্রবর্তন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। নিমিত্ত সংস্কার, অনিমিত্ত নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। আসক্তি সংস্কার, অনাসক্তি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। প্রতিসন্ধি সংস্কার, অপ্রতিসন্ধি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। গতি সংস্কার, অগতি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। পুনর্জন্ম সংস্কার, পুনর্জন্মরহিত নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। উৎপত্তি সংস্কার, অনুৎপত্তি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। জন্ম সংস্কার, অজন্ম নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। জরা সংস্কার, অজরা নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। ব্যাধি সংস্কার, অব্যাধি নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। মরণ সংস্কার, অমরণ নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। শোক সংস্কার, অশোক নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। পরিদেবন সংস্কার, অপরিদেবন নির্বাণ অভিজ্ঞেয়। উপায়াস সংস্কার, অনুপায়াস নির্বাণ অভিজ্ঞেয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১১. পরিগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিহারার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিপূরণার্থ অভিজ্ঞেয়, একাগ্রতার্থ অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, অবিসারার্থ অভিজ্ঞেয়, অনাবিলার্থ অভিজ্ঞেয়, স্থায়িত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, নির্জনচিন্তাবশে চিত্তের স্থিতার্থ অভিজ্ঞেয়, আরম্মণার্থ অভিজ্ঞেয়, গোচরার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রহীনার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগার্থ অভিজ্ঞেয়, উত্থানার্থ অভিজ্ঞেয়, বিবর্তনার্থ

অভিজ্ঞেয়, সন্তার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রণীতার্থ অভিজ্ঞেয়, বিমুক্তার্থ অভিজ্ঞেয়, অনাসবার্থ অভিজ্ঞেয়, অপ্রণিহিতার্থ অভিজ্ঞেয়, শূন্যতার্থ অভিজ্ঞেয়, একরসার্থ অভিজ্ঞেয়, অনতিবর্তনার্থ অভিজ্ঞেয়, যুগনদ্ধ বা যুগপদার্থ অভিজ্ঞেয়, নির্গমনার্থ অভিজ্ঞেয়, হেত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয় এবং আধিপত্যার্থ অভিজ্ঞেয়।

১২. শমথের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, বিদর্শনের অনুদর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, শমথ-বিদর্শনের একরসার্থ অভিজ্ঞেয়, যুগনদ্ধের বা যুগপদের অনতিবর্তনার্থ অভিজ্ঞেয়, শিক্ষার সমাধানার্থ অভিজ্ঞেয়, আরম্মণের গোচরার্থ অভিজ্ঞেয়, লীন চিত্তের প্রগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, উদ্ধত চিত্তের নিগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, লীন এবং ঔদ্ধ্যত এই উভয় বিশুদ্ধ চিত্তের উপেক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, বিশেষাধিগমার্থ অভিজ্ঞেয়, উত্তরি প্রতিবেধার্থ অভিজ্ঞেয়, সত্যাভিসময়ার্থ অভিজ্ঞেয় এবং নিরোধ প্রতিষ্ঠাপকার্থ অভিজ্ঞেয়।

শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যেন্দ্রিয়ের প্রগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, স্মৃতিন্দ্রিয়ের উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, সমাধিন্দ্রিয়ের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়।

শ্রদ্ধাবলের অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যবলের আলস্যে অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয়, স্মৃতিবলের প্রমাদে অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয়, সমাধিবলের ঔদ্ধত্যে অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয় এবং প্রজ্ঞাবলের অবিদ্যায় অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয়।

স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গের উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, ধর্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গের প্রবিচয়ার্থ (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার্থ) অভিজ্ঞেয়, বীর্যসম্বোধ্যঙ্গের প্রগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গের স্ফুরণার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গের উপশমার্থ অভিজ্ঞেয়, সমাধিসম্বোধ্যঙ্গের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয় ও উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গের প্রতিসংখ্যানার্থ অভিজ্ঞেয়।

সম্যক দৃষ্টির দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক সংকল্পের অভিনিরোপনার্থ (মন নিবিষ্টকরণার্থ) অভিজ্ঞেয়, সম্যক বাক্যের পরিগ্রহণার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক কর্মের সমুত্থানার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক জীবিকার পরিশুদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক প্রচেষ্টার প্রগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক স্মৃতির উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয় এবং সম্যক সমাধির অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৩. ইন্দ্রিয়সমূহের আধিপত্যার্থ অভিজ্ঞেয়, বলসমূহের অকম্পিতার্থ অভিজ্ঞেয়, বোজ্ঝাঙ্গসমূহের মুক্তি বা সংসার দুঃখ হতে নির্গমনার্থ অভিজ্ঞেয়, মার্গের হেত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, চারি স্মৃতিপ্রস্থানের উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, সম্যক

প্রধানসমূহের উদ্যমার্থ অভিজ্ঞেয়, চারি ঋদ্ধিপাদের সফলার্থ অভিজ্ঞেয়, চারি আর্যসত্যের প্রকৃতার্থ অভিজ্ঞেয় (লোকোত্তর), মার্গসমূহের প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয় এবং ফলসমূহের সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়।

বির্তকের অভিনিরোপনার্থ অভিজ্ঞেয়, বিচারের উপবিচারার্থে অভিজ্ঞেয়, প্রীতির স্ফুরণার্থ অভিজ্ঞেয়, সুখের অভিসন্ধানার্থ অভিজ্ঞেয়। চিত্তের একাগ্রতার্থ অভিজ্ঞেয়। আবজ্জনার্থ (নিবারণার্থ) অভিজ্ঞেয়, বিজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, সংজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, একোদার্থ অভিজ্ঞেয়, অভিজ্ঞার জ্ঞাতার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞানের তীরণার্থ (সিদ্ধান্তার্থ) অভিজ্ঞেয়, প্রহাণের পরিত্যাগার্থ অভিজ্ঞেয়, ভাবনার একরসার্থ অভিজ্ঞেয়, সাক্ষাৎকরণের স্পর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, ধাতুসমূহের ধাতুর্থ অভিজ্ঞেয়, আয়তনসমূহের আয়তনার্থ অভিজ্ঞেয়, সংস্কৃত ধর্মসমূহের সংস্কৃতার্থ অভিজ্ঞেয়, অসংস্কৃত ধর্মসমূহের অসংস্কৃতার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৪. চিত্তার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্ত নিরন্তরার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের উত্থানার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের বিবর্তনার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের হেত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের প্রত্যায়ার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের বস্তুর্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের ভূমার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের আরম্মণার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের গোচরার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের চর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের গোত্রার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের অভিনীহারার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের নির্গমনার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের নিঃসরণার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৫. একত্বে (একতায়) উপলব্ধিকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বিজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে সংজাননার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে একদার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে উপনিবন্ধ বা নির্ভরশীলার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনুসরণার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রসীদ বা প্রশান্তার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে স্থিরার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বিমোচনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে "ইহা শান্ত" দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে যানীকত বা আসক্তার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বস্তুকৃতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনুস্থিতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে পরিচিত বা সংগৃহীতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে সুসমারদ্ধ অভিজ্ঞেয়, একত্বে পরিগ্রহার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে পরিবারার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে পরিপূর্ণার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে সমোধান বা সংযোগার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অধিষ্ঠানার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে আসেবনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে ভাবনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বহুলীকর্মার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে সুসমুদ্গাত বা সুসমুত্থিতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে

সুবিমুক্তার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বোধার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনুবোধার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রতিবোধার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে হৃদয়ঙ্গমার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে বোধনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনুবোধনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রতিবোধনার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রবোধনার্থ (বা সম্বোধনার্থ) অভিজ্ঞেয়, একত্বে বোধিপক্ষীয়ার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনুবোধিপক্ষীয়ার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রতিবোধিপক্ষীয়ার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে সম্বোধিপক্ষীয়ার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে আলোকার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে উজ্জ্বলতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে অনু-উজ্জ্বলতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রতিউজ্জ্বলতার্থ অভিজ্ঞেয়, একত্বে প্রদীপ্তার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৬. প্রকাশনার্থ অভিজ্ঞেয়, বিরোচনার্থ অভিজ্ঞেয়, ক্লেশসমূহের সন্তাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, অমলার্থ অভিজ্ঞেয়, বিমলার্থ অভিজ্ঞেয়, নির্মলার্থ অভিজ্ঞেয়, সমার্থ অভিজ্ঞেয়, সময়ার্থ অভিজ্ঞেয়, বিবেকার্থ অভিজ্ঞেয়, বিবেকচর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, বিরাগার্থ অভিজ্ঞেয়, বিরাগচর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধচর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগচর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, বিমুক্তার্থ অভিজ্ঞেয়, বিমুক্তাচর্যার্থ অভিজ্ঞেয়।

ছন্দার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের মূলার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের পাদার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের প্রধানার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের সমৃদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের উদ্যমার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের উপস্থানার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, ছন্দের দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়।

বীর্যার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের মূলার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের পাদার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের প্রধানার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের সমৃদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের উদ্যমার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের উপস্থানার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, বীর্যের দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়।

চিত্তার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের মূলার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের পাদার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের প্রধানার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের সমৃদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের উদ্যমার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, চিত্তের দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়।

মীমাংসার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার মূলার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার পাদার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার প্রধানার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার সমৃদ্ধার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার উদ্যমার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার উপস্থাপনার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞেয়, মীমাংসার দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৭. দুঃখার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের পীড়নার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের সঙ্খতার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের সন্তাপার্থ অভিজ্ঞেয়, দুঃখের বিপরিণামার্থ অভিজ্ঞেয়। সমুদয়ার্থ অভিজ্ঞেয়, সমুদয়ের আয়ূহনা বা আসক্তি অর্থ অভিজ্ঞেয়, সমুদয়ের নিদানার্থ অভিজ্ঞেয়, সমুদয়ের সংযোগার্থ অভিজ্ঞেয়, সমুদয়ের প্রতিবন্ধকার্থ অভিজ্ঞেয়। নিরোধার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধের নিঃসরণার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধের বিবেকার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধের অসঙ্খতার্থ অভিজ্ঞেয়, নিরোধের অমৃতার্থ অভিজ্ঞেয়। মার্গার্থ অভিজ্ঞেয়, মার্গের নির্গমনার্থ অভিজ্ঞেয়, মার্গের হেত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, মার্গের দর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, মার্গের আধিপত্যার্থ অভিজ্ঞেয়।

যথার্থ অভিজ্ঞেয়, অনাত্মার্থ অভিজ্ঞেয়, সত্যার্থ অভিজ্ঞেয়, প্রতিবেধ বা বিক্ষণতার্থ অভিজ্ঞেয়, অভিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞানার্থ অভিজ্ঞেয়, ধর্মার্থ অভিজ্ঞেয়, ধাত্বার্থ অভিজ্ঞেয়, জ্ঞাতার্থ অভিজ্ঞেয়, সাক্ষাৎকরণার্থ অভিজ্ঞেয়, স্পর্শনার্থ অভিজ্ঞেয়, অভিসময়ার্থ অভিজ্ঞেয়।

১৮. নৈষ্ক্রম্য অভিজ্ঞেয়, অব্যাপাদ অভিজ্ঞেয়, আলোকসংজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপ অভিজ্ঞেয়, ধর্মবিশ্লেষণ অভিজ্ঞেয়, জ্ঞান অভিজ্ঞেয়, প্রমোদ্য অভিজ্ঞেয়।

প্রথম ধ্যান অভিজ্ঞেয়, দ্বিতীয় ধ্যান অভিজ্ঞেয়, তৃতীয় ধ্যান অভিজ্ঞেয়, চতুর্থ ধ্যান অভিজ্ঞেয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অভিজ্ঞেয়।

অনিত্যানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, দুঃখানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, অনাত্মানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, নির্বেদানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, বিরাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, নিরোধানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, ক্ষয়ানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, ব্যয়ানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, বিপরিণামানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, অনিমিত্তানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, অপ্রণিহিতানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, শূন্যতানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন অভিজ্ঞেয়, যথাভূত জ্ঞানানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, আদীনবানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, মনযোগানুদর্শন অভিজ্ঞেয়, বিবর্তনানুদর্শন অভিজ্ঞেয়।

১৯. স্রোতাপত্তিমার্গ অভিজ্ঞেয়, স্রোতাপত্তিফলসমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, সকৃদাগামীমার্গ অভিজ্ঞেয়, সকৃদাগামীফলসমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, অনাগামীমার্গ অভিজ্ঞেয়, অনাগামীফলসমাপত্তি অভিজ্ঞেয়, অর্হৎমার্গ অভিজ্ঞেয়, অর্হৎফলসমাপত্তি অভিজ্ঞেয়।

অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয়

অভিজ্ঞেয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধিন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, দর্শনার্থ দ্বারা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থ দ্বারা শ্রদ্ধাবল অভিজ্ঞেয়, আলস্যে অকম্পিতার্থ দ্বারা বীর্যবল অভিজ্ঞেয়, প্রমাদে অকম্পিতার্থ দ্বারা স্মৃতিবল অভিজ্ঞেয়, চঞ্চলতায় অকম্পিতার্থ দ্বারা সমাধিবল অভিজ্ঞেয়, অবিদ্যায় অকম্পিতার্থ দ্বারা প্রজ্ঞাবল অভিজ্ঞেয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, প্রবিচয়ার্থ (পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে পরীক্ষা) দ্বারা ধর্মবিচয়সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, স্ফুরণার্থ দ্বারা প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, উপশমার্থ দ্বারা প্রশ্রদ্ধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়, বিবেচনার্থ দ্বারা উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞেয়।

দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি অভিজ্ঞেয়, অভিনিরোপনার্থ দ্বারা (চিত্তের আলম্বনারোপ) সম্যক সংকল্প অভিজ্ঞেয়, পরিগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক বাক্য অভিজ্ঞেয়, সমুত্থানার্থ দ্বারা সম্যক কর্ম অভিজ্ঞেয়, পরিশুদ্ধার্থ দ্বারা সম্যক জীবিকা অভিজ্ঞেয়, উদ্যমার্থ দ্বারা সম্যক ব্যায়াম অভিজ্ঞেয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা সম্যক স্মৃতি অভিজ্ঞেয়, অধিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি অভিজ্ঞেয়।

আধিপ্রত্যয়ার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ অভিজ্ঞেয়, অকম্পিতার্থ দ্বারা বলসমূহ অভিজ্ঞেয়, নির্গমনার্থ দ্বারা বোজ্ঝাঙ্গসমূহ অভিজ্ঞেয়, হেত্বার্থ দ্বারা মার্গ অভিজ্ঞেয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিপস্থানসমূহ অভিজ্ঞেয়, উদ্যমার্থ দ্বারা সম্যক প্রধানসমূহ অভিজ্ঞেয়, বর্ধিতার্থ দ্বারা ঋদ্ধিপাদসমূহ অভিজ্ঞেয়, প্রকৃতার্থ দ্বারা সত্যসমূহ অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা শমথ (ভাবনা) অভিজ্ঞেয়, অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন (ভাবনা) অভিজ্ঞেয়, একরসার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন অভিজ্ঞেয়, অনতিক্রমার্থ দ্বারা যুগনদ্ধ (বা যুগপৎ) অভিজ্ঞেয়।

সংবরার্থ দ্বারা শীলবিশুদ্ধি অভিজ্ঞেয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি অভিজ্ঞেয়, দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টিবিশুদ্ধি অভিজ্ঞেয়, মুক্তার্থ দ্বারা বিমোক্ষ অভিজ্ঞেয়, প্রতিবেধার্থ দ্বারা বিদ্যা অভিজ্ঞেয়, পরিত্যাগার্থ দ্বারা বিমুক্তি অভিজ্ঞেয়, সমুচ্ছেদার্থ দ্বারা ক্ষয়জ্ঞান অভিজ্ঞেয়, প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থ দ্বারা অনুৎপন্নে-জ্ঞান অভিজ্ঞেয়।

২০. মূলার্থ দ্বারা ছন্দ অভিজ্ঞেয়, সমুত্থানার্থ দ্বারা মনোযোগ (মনসিকার) অভিজ্ঞেয়, সমোধানার্থ দ্বারা স্পর্শ অভিজ্ঞেয়, সমসরণার্থ দ্বারা বেদনা অভিজ্ঞেয়, শ্রেষ্ঠার্থ দ্বারা সমাধি অভিজ্ঞেয়, অধিপত্যয়ার্থ দ্বারা স্মৃতি অভিজ্ঞেয়, অতিশ্রেষ্ঠার্থ দ্বারা প্রজ্ঞা অভিজ্ঞেয়, সারার্থ দ্বারা বিমুক্তি অভিজ্ঞেয়, পর্যবসানার্থ দ্বারা অমৃতময় নির্বাণ অভিজ্ঞেয়।

যেসব ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়, সেসব ধর্মই জ্ঞাত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজ্ঞাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"শ্রুতি অবধানে এসব ধর্ম অভিজ্ঞেয়, তা বিশেষভাবে জানার প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২১. কীরূপে "এসব ধর্ম পরিজ্ঞেয়," তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান হয়?

এক ধর্ম পরিজ্ঞেয়—আসবযুক্ত, লোভসংযুক্ত স্পর্শ। দুই ধর্ম পরিজ্ঞেয়—নাম ও রূপ। তিন ধর্ম পরিজ্ঞেয়—তিন প্রকার বেদনা। চার ধর্ম পরিজ্ঞেয়—চার প্রকার আহার। পঞ্চ ধর্ম পরিজ্ঞেয়—পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। ছয় ধর্ম পরিজ্ঞেয়- ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। সাত ধর্ম পরিজ্ঞেয়—সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি। আট ধর্ম পরিজ্ঞেয়, অষ্টলোকধর্ম। নয় ধর্ম পরিজ্ঞেয়—নয় সত্ত্বাবাস। দশ ধর্ম পরিজ্ঞেয়—দশ আয়তন।

"হে ভিক্ষুগণ, সবই পরিজ্ঞেয়। ভিক্ষুগণ, সব পরিজ্ঞেয় কী কী? ভিক্ষুগণ, চক্ষু পরিজ্ঞেয়, রূপ পরিজ্ঞেয়, চক্ষুবিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, চক্ষুসংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাও পরিজ্ঞেয়। শ্রোত্র পরিজ্ঞেয়, শব্দ পরিজ্ঞেয়... ঘ্রাণ পরিজ্ঞেয়, গন্ধ পরিজ্ঞেয়... জিহ্বা পরিজ্ঞেয়, রস পরিজ্ঞেয়... কায় পরিজ্ঞেয়, স্পর্শ পরিজ্ঞেয়... মন পরিজ্ঞেয়, ধর্ম পরিজ্ঞেয়... মন-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, মনসংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, মন-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাও পরিজ্ঞেয়।" রূপ পরিজ্ঞেয়... বেদনা পরিজ্ঞেয়... সংজ্ঞা পরিজ্ঞেয়... সংস্কার পরিজ্ঞেয়... বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়... চক্ষু পরিজ্ঞেয়... জরা-মরণ পরিজ্ঞেয়... অমৃতময় নির্বাণ পর্যবসানার্থে পরিজ্ঞেয়। চেষ্টাশীল ব্যক্তি যেসব ধর্ম প্রতিলাভের জন্য প্রচেষ্টা করেন, তার সেসব ধর্ম প্রতিলব্ধ হয়। এরূপে (তার) সেসব ধর্ম পরিজ্ঞাতও হয় পরিচিতও হয়।

২২. নৈষ্ক্রম্য প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির নৈষ্ক্রম্য প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অব্যাপাদ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অব্যাপাদ প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। আলোকসংজ্ঞা প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির আলোকসংজ্ঞা প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অবিক্ষেপ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অবিক্ষেপ প্রতিলব্ধ হয়।

এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। ধর্মব্যবস্থাপন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির ধর্মব্যবস্থাপন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। জ্ঞান প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির জ্ঞান প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। প্রমোদ্য (আনন্দ) প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির প্রমোদ্য প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে তার সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়।

প্রথম ধ্যান প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির প্রথম ধ্যান প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির চতুর্থ ধ্যান প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়।

অনিত্যানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অনিত্যানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। দুঃখানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির দুঃখানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অনাত্মানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অনাত্মানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। নির্বেদানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির নির্বেদানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। বিরাগানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির বিরাগানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। নিরোধানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির নিরোধানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। পরিত্যাগানুদর্শ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির পরিত্যাগানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। ক্ষয়ানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির ক্ষয়ানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই

ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। ব্যয়ানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির ব্যয়ানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। বিপরিণামানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির বিপরিণামানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অনিমিত্তানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অনিমিত্তানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অপ্রণিহিতানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অপ্রণিহিতানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। শূন্যতানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির শূন্যতানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়।

অধিপ্রজ্ঞাধর্ম-বিদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অধিপ্রজ্ঞাধর্ম-বিদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। যথাভূত-জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির যথাভূত-জ্ঞানদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। আদীনবানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির আদীনবানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। প্রতিসংখ্যানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির প্রতিসংখ্যানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। বিবর্তনানুদর্শন প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির বিবর্তনানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়।

স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলব্ধ হয়। এরূপে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অনাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অনাগামীমার্গ প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তির অনিত্যানুদর্শন প্রতিলব্ধ হয়। এভাবে সেই ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়।

যেসব ধর্ম প্রতিলাভের জন্য চেষ্টাশীল ব্যক্তি প্রচেষ্টা করেন, তার সেসব ধর্ম প্রতিলব্ধ হয়। এরূপে (তার) সেসব ধর্ম পরিজ্ঞাত ও পরিচিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"এসব ধর্ম পরিজ্ঞেয় তা শ্রোত্রাবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।"

২৩. "এসব ধর্ম পরিহারতব্য" তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ?

এক ধর্ম পরিহারতব্য—আত্মাভিমান (‘আমি, আমি’ বলে অহংকার)। দুই পরিহারতব্য—অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণা। তিন ধর্ম পরিহারতব্য—ত্রিবিধ তৃষ্ণা। চার ধর্ম পরিহারতব্য—চারি প্রকার ওঘ। পাঁচ ধর্ম পরিহারতব্য—পঞ্চ নীবরণ। ছয় ধর্ম পরিহারতব্য—ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায়[১]। সাত ধর্ম পরিহারতব্য—সপ্ত অনুশয়। আট ধর্ম পরিহারতব্য—আট প্রকার মিথ্যা বা ভ্রান্তধারণা[২]। নয় ধর্ম পরিহারতব্য—নয় প্রকার তৃষ্ণামূলক ধর্ম বা স্বভাব[৩]। দশ ধর্ম পরিহারতব্য—দশ প্রকার ভ্রান্ত ধারণা[৪]।

২৪. প্রহান দুই প্রকার—সমুচ্ছেদ প্রহান ও প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি প্রহান। লোকোত্তর ক্ষয়ীগামী মার্গ ভাবনা দ্বারা সমুচ্ছেদ প্রহান এবং ফলক্ষণে প্রশান্তি প্রহান হয়। প্রহান তিন প্রকার—কামসমূহের নিঃসরণ, যেমন—অরূপ্য (অরূপ ব্রহ্মালোকের সত্ত্ব); যা কিছু ভূত, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, তার নিঃসরণ এবং নিরোধ। নৈষ্ক্রম্য প্রতিলব্ধ ব্যক্তির কাম প্রহীন হয় এবং পরিত্যক্ত হয়। অরূপ্য প্রতিলব্ধ ব্যক্তির রূপ প্রহীন হয় এবং পরিত্যক্ত হয়। নিরোধ প্রতিলব্ধ ব্যক্তির সংস্কার প্রহীন হয় এবং পরিত্যক্ত হয়। প্রহান চার প্রকার—পরিজ্ঞান-প্রতিবেধ দুঃখসত্যকে উপলব্ধিকালে পরিত্যাগ করে। প্রহান-প্রতিবেধ সমুদয়সত্যকে উপলব্ধিকালে পরিত্যাগ করে। সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধ নিরোধসত্যকে উপলব্ধিকালে পরিত্যাগ করে। ভাবনা-প্রতিবেধ মার্গসত্যকে উপলব্ধিকালে পরিত্যাগ করে। প্রহান পাঁচ প্রকার—বিষ্কম্ভণপ্রহান, তদঙ্গপ্রহান, সমুচ্ছেদপ্রহান, প্রতিপ্রশ্রদ্ধিপ্রহান এবং নিঃসরণপ্রহান। প্রথম ধ্যান ভাবনার দ্বারা নিবরণসমূহের বিষ্কম্ভণপ্রহান হয়। নির্বেদভাগীয়-সমাধি ভাবনার দ্বারা দৃষ্টিগত বিষয়সমূহের তদঙ্গপ্রহান হয়। লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনার দ্বারা সমুচ্ছেদপ্রহান হয়। ফলক্ষণে প্রতিপ্রশদ্ধি প্রহান হয় এবং নির্বাণ-নিরোধেই নিঃসরণপ্রহান হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সবই পরিহারতব্য। সব পরিহারতব্য কী কী? ভিক্ষুগণ, চক্ষু পরিহারতব্য, রূপ পরিহারতব্য, চক্ষু-বিজ্ঞান পরিহারতব্য, চক্ষুসংস্পর্শ

---

[১]। রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা ও ধর্মতৃষ্ণা—এসব তৃষ্ণাকায়।

[২]। মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি।

[৩]। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, অশুভে শুভসংজ্ঞা, দুঃখে সুখসংজ্ঞা, অনিত্যে নিত্যসংজ্ঞা এবং অনাত্মে আত্মসংজ্ঞা। এই নয়টিকে দুঃখোৎপত্তির কারণও বলা হয়।

[৪]। মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যাকর্মন্তি, মিথ্যা আজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি, মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাবিমুক্তি।

পরিহারতব্য, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদয়িত যেই সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাও পরিহারতব্য। শ্রোত্র পরিহারতব্য, শব্দ পরিহারতব্য... ঘ্রাণ পরিহারতব্য, গন্ধ পরিহারতব্য... জিহ্বা পরিহারতব্য, রস পরিহারতব্য... কায় পরিহারতব্য, স্পর্শ পরিহারতব্য... মন পরিহারতব্য, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) পরিহারতব্য... মন-বিজ্ঞান পরিহারতব্য, মনসংস্পর্শ পরিহারতব্য, মনসংস্পর্শ প্রত্যয়ে বেদয়িত যেই সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাও পরিহারতব্য।"

রূপ দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়, বেদনা দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়, সংজ্ঞা দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়, সংস্কার দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়, বিজ্ঞান দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়। চক্ষু... জরা-মরণ... অমৃতময় নির্বাণ পর্যাবসানার্থের দ্বারা দর্শনকালে পরিত্যাগ হয়। যেসব ধর্ম প্রহীন হয়, সেসব ধর্ম পরিত্যক্তও হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"এসব ধর্ম শ্রুতাবধান (মনোযোগ দিয়ে শোনা) দ্বারা পরিহারতব্য, তা প্রজানন প্রজ্ঞাই শ্রুতময়ে জ্ঞান।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২৫. "এসব ধর্ম ভাবিতব্য" তা শ্রুতি অবধারণ দ্বারা প্রজাননজনিত শ্রোত্রাবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ?

এক ধর্ম ভাবিতব্য—সুখ-সহগত কায়গতানুস্মৃতি। দুই ধর্ম ভাবিতব্য—শমথ ও বিদর্শন। তিন ধর্ম ভাবিতব্য—ত্রিবিধ সমাধি[১]। চার ধর্ম ভাবিতব্য—চারি স্মৃতিপ্রস্থান। পাঁচ ধর্ম ভাবিতব্য—পঞ্চাঙ্গিক সমাধি[২]। ছয় ধর্ম ভাবিতব্য—ছয় অনুস্মৃতি-স্থান। সাত ধর্ম ভাবিতব্য—সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। আট ধর্ম ভাবিতব্য—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। নয় ধর্ম ভাবিতব্য—নয় প্রকার পরিশুদ্ধি-অনুসরণীয় অঙ্গ[৩]। দশ ধর্ম ভাবিতব্য—দশ প্রকার কৃৎস্নায়তন।

২৬. ভাবনা দুই প্রকার—লৌকিক ভাবনা ও লোকোত্তর ভাবনা। ভাবনা তিন প্রকার—রূপাবচর কুশলধর্মসমূহের ভাবনা, অরূপাবচর কুশলধর্মসমূহের

১। শূন্যতা সামাধি, অপ্রণিহিত সমাধি ও অনিমিত্ত সমাধি।

২। পঞ্চ ধ্যানিক অঙ্গ; যথা : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা।

৩। শীল, চিত্ত, দৃষ্টি, বিমুক্তি, কঙ্খা-উত্তরণ, মার্গামার্গ-জ্ঞান, প্রতিপ্রদ-জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানদর্শন, প্রজ্ঞা—এই নয়টি গুণকে "পরিশুদ্ধ পধানিযঙ্গানি (অসুসরণীয় অঙ্গ)" বলা হয়। (দীর্ঘ-নিকায়)

ভাবনা এবং অপরিয়াপন্ন কুশলধর্মসমূহের (যেসব ধর্ম ত্রি-আবর্ত হতে মুক্ত) ভাবনা। রূপাবচর কুশলধর্মসমূহের ভাবনা নিম্নস্তরেরও আছে, মধ্যমও আছে, উৎকৃষ্টও আছে। অরূপাবচর কুশলধর্মসমূহের ভাবনা নিম্নস্তরেরও আছে, মধ্যমও আছে, উৎকৃষ্টও আছে। তবে অপরিয়াপন্ন কুশলধর্মসমূহের ভাবনা কেবল উৎকৃষ্টই হয়ে থাকে।

২৭. ভাবনা চার প্রকার—পরিজ্ঞান-প্রতিভেধ দুঃখসত্যকে বোধগম্যকালে ভাবিত করা। প্রহান-প্রতিবেধ সমুদয়সত্যকে বোধগম্যকালে ভাবিত করা। সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধ নিরোধসত্যকে বোধগম্যকালে ভাবিত করা। ভাবনা-প্রতিবেধ মার্গসত্যকে বোধগম্যকালে ভাবিত করা। এগুলোই চার প্রকার ভাবনা।

অন্য চার প্রকার ভাবনা—এষণা ভাবনা, প্রতিলাভ ভাবনা, একরস ভাবনা এবং আসেবন ভাবনা।

এষণা ভাবনা কীরূপ? সমাধিলাভী সকলের নিকটে জাতধর্মসমূহ একরস হয়ে থাকে—এটাই এষণা ভাবনা।

প্রতিলাভ ভাবনা কীরূপ? সমাধিলাভী সকলের নিকটে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না, এটা প্রতিলাভ ভাবনা।

একরস ভাবনা কীরূপ? অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে চার প্রকার ইন্দ্রিয়[১] একরসসম্পন্ন হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে বীর্যেন্দ্রিয়বশে চার প্রকার ইন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবনা করে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে চার প্রকার ইন্দ্রিয় একরসসম্পন্ন হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয় ভাবনা করে সমাধীন্দ্রিয়বশে চার প্রকার ইন্দ্রিয় একরসসম্পন্ন হয়—এটি ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থ দ্বারা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে চার প্রকার ইন্দ্রিয় একরসসম্পন্ন হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা।

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থে শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে শ্রদ্ধাবলবশে চার প্রকার বল[২] একরসসম্পন্ন হয়, এটা বলসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। আলস্যে অকম্পিতার্থে বীর্যবল ভাবনা করে বীর্যবলবশে চার প্রকার বল একরসসম্পন্ন

---

[১]। সংযত ইন্দ্রিয়, গুপ্ত ইন্দ্রিয়, সমাহিত ইন্দ্রিয়, সুসমাহিত ইন্দ্রিয়।

[২]। পটিসঙ্খার (সংশোধনকরণ) বল, ভাবনা বল, অনবদ্য বল, সংযত বা দমন বল।

হয়, এটা বলসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। প্রমাদে অকম্পিতার্থে স্মৃতিবল ভাবনা করে স্মৃতিবলবশে চার প্রকার বল একরসসম্পন্ন হয়, এটা বলসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। ঔদ্ধত্যে অকম্পিতার্থে সমাধিবল ভাবনা করে সমাধিবলবশে চার প্রকার বল একরসসম্পন্ন হয়, এটা বলসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। অবিদ্যায় অকম্পিতার্থে প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে প্রজ্ঞাবলবশে চার প্রকার বল একরসসম্পন্ন হয়, এটা বলসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা।

উপস্থপানার্থে স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। পরীক্ষার্থে ধর্ম-বিচারসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে ধর্ম-বিচারসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উদ্যমার্থে বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। স্ফূরণার্থে প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উপশমার্থে প্রশ্রদ্ধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে প্রশ্রদ্ধিসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। অবিক্ষেপার্থে সমাধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে সমাধিসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। মনোযোগার্থে উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করে উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গবশে ছয় প্রকার বোজ্ঝাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা বোজ্ঝাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা।

দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি ভাবনা করে সম্যক দৃষ্টিবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। অভিনিরূপণার্থে সম্যক সংকল্প ভাবনা করে সম্যক সংকল্পবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। পরিগ্রহার্থে সম্যক বাক্য ভাবনা করে সম্যক বাক্যবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। সমুত্থানার্থে সম্যক কর্ম ভাবনা করে সম্যক কর্মবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। বিশুদ্ধার্থে সম্যক আজীব ভাবনা করে সম্যক আজীববশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উদ্যমার্থে সম্যক ব্যায়াম ভাবনা করে সম্যক ব্যায়ামবশে সপ্ত

মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। উপস্থাপনার্থে সম্যক স্মৃতি ভাবনা করে সম্যক স্মৃতিবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি ভাবনা করে সম্যক সমাধিবশে সপ্ত মার্গাঙ্গ একরসসম্পন্ন হয়, এটা মার্গাঙ্গসমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা।

আসেবন[১] ভাবনা কীরূপ? এখানে ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে (বশীপ্রাপ্ত সমাধিকে) পুনঃপুন অভ্যাস করেন, মধ্যাহ্ন সময়ে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, সায়াহ্ন সময়ে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; আহারের আগে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, আহারের পরে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; রাতের প্রথম যামে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, রাতের মধ্যম যামে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, রাতের শেষ যামে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; দিনে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, রাতে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, দিনে-রাতে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; কালে (সঠিক সময়ে) পুনঃপুন অভ্যাস করেন, জোৎস্নালোকে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; বর্ষকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, হেমন্তকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, গ্রীষ্মকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন; (জীবনের) প্রথম বয়সে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, মধ্য বয়সে পুনঃপুন অভ্যাস করেন, শেষ বয়সে পুনঃপুন অভ্যাস করেন—এটাই আসেবন ভাবনা। এগুলোই চার প্রকার ভাবনা।

২৮. অপর চার প্রকার ভাবনা—তত্রজাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থে ভাবনা, আসেবনার্থে ভাবনা।

তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা কীরূপ? কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে অব্যাপাদবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। তন্দ্রালস্য পরিত্যাগ করে আলোকসংজ্ঞাবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। ঔদ্ধত্য বা চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে অবিক্ষেপবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। বিচিকিৎসা বা সন্দেহ পরিত্যাগ করে পুনঃপুন ধর্ম-বিচারবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—

---

[১]। এখানে 'আসেবন' শব্দের অর্থ হচ্ছে বশীপ্রাপ্ত সমাধিকে পুনঃপুন চর্চা করা।

ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। অবিদ্যা পরিত্যাগ করে জ্ঞানবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। নিরানন্দ পরিত্যাগ করে প্রমোদ্য বা আনন্দবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। নীবরণ পরিত্যাগ করে প্রথম ধ্যানবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। বিতর্ক-বিচার পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যানবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। প্রীতি পরিত্যাগ করে তৃতীয় ধ্যানবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে চতুর্থ ধ্যানবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা।

রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা এবং নানাত্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তিবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তিবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা।

নিত্যসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে অনিত্যানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সুখ-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে দুঃখানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। আত্ম-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে অনাত্মানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। আনন্দ পরিত্যাগ করে নির্বেদানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম

করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। রাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করে বিরাগানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সমুদয় পরিত্যাগ করে নিরোধানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। গ্রহণ (আদানং) পরিত্যাগ করে পরিত্যাগানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। ঘন বা স্থায়ী-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে ক্ষয়ানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সঞ্চয় (আয়ূহনং) পরিত্যাগ করে ব্যয়ানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। ধ্রুব-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে বিপরিণামানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। নিমিত্ত পরিত্যাগ করে অনিমিত্তানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। প্রণিধি পরিত্যাগ করে অপ্রণিহিতানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। অভিনিবেশ পরিত্যাগ করে শূন্যতানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সারাদানাভিনিবেশ পরিত্যাগ করে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম-বিদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সম্মোহাভিনিবেশ পরিত্যাগ করে যথাভূতজ্ঞানদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। আলয়াভিনিবেশ (বা তৃষ্ণাভিনিবেশ) পরিত্যাগ করে আদীনবানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। অমনোযোগ পরিত্যাগ করে মনোযোগদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সংযোগাভিনিবেশ পরিত্যাগ করে বিবর্তনানুদর্শনবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা।

মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে স্রোতাপত্তিমার্গবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের

অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। স্থূলক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে সকৃদাগামীমার্গবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। অনুসহগত (অবশিষ্ট) ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে অনাগামীমার্গবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গবশে জাতধর্মসমূহ পরস্পরকে অতিক্রম করে না—ইহা তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা। তথায় জাতধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা এরূপ।

ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা কীরূপ? কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে অব্যাপাদবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে স্রোতাপত্তিমার্গবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। স্থূলক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে সকৃদাগামীমার্গবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। সূক্ষ্মক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে অনাগামীমার্গবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গবশে পঞ্চিন্দ্রিয় একরস হয়, এটা ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা এরূপ।

উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থে ভাবনা কীরূপ? কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে বীর্য উৎপন্ন হয়, এটা উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থ ভাবনা। ব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদবশে বীর্য উৎপন্ন হয়, এটা উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থ ভাবনা। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে স্রোতাপত্তিমার্গবশে বীর্য উৎপন্ন হয়, এটা সেক্ষণে বীর্যবাহনার্থ ভাবনা। স্থূলক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে অনাগামীমার্গবশে বীর্য উৎপন্ন হয়, এটা উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থ ভাবনা। সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গবশে বীর্য উৎপন্ন হয়, এটা উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থ ভাবনা। উৎপন্ন বীর্যবাহনার্থে ভাবনা এরূপ।

আসেবনার্থে ভাবনা কীরূপ? কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্য পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে ভাবনা। ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে আব্যাপাদ পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে ভাবনা। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে স্রোতাপত্তিমার্গ পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে

ভাবনা। স্থূলক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে সকৃদাগামীমার্গ পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে ভাবনা। সূক্ষ্মক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে অনাগামীমার্গ পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে ভাবনা। সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গ পুনঃপুন অভ্যাস করা, এটা আসেবনার্থে ভাবনা। আসেবনার্থে ভাবনা এরূপ।

এই চার প্রকার ভাবনা রূপ দর্শনকালে ভাবনা করেন, বেদনা দর্শনকালে ভাবনা করেন, সংজ্ঞা দর্শনকালে ভাবনা করেন, সংস্কার দর্শনকালে ভাবনা করেন, বিজ্ঞান দর্শনকালে ভাবনা করেন, চক্ষু দর্শনকালে ভাবনা করেন... জরা-মরণ দর্শনকালে ভাবনা করেন... পর্যবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণ দর্শনকালে ভাবনা করেন। যেসব ধর্ম ভাবিত হয়, সেসব ধর্ম একরস হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"এসব ধর্ম ভাবিতব্য, তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২৯. "এসব ধর্ম সাক্ষাৎতব্য" তা শ্রুতি অবধারণ দ্বারা প্রজাননজনিত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ?

এক ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—অটল (অকুপ্প) চিত্তবিমুক্তি। দুই ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—বিদ্যা ও বিমুক্তি। তিন ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—ত্রিবিদ্যা[১]। চার ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—চারি শ্রমণ্যফল। পঞ্চ ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—পঞ্চ ধর্মস্কন্ধ। ছয় সাক্ষাৎতব্য—ছয় অভিজ্ঞা। সপ্ত ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—সপ্ত ক্ষীণাসববল[২]। আট ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—অষ্ট বিমোক্ষ। নয় ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—নববিধ

---

[১]। পূর্বনিবাস জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান—এ জ্ঞানসমূহকে বলা হয় ত্রিবিদ্যা।

[২]। ১. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সর্ব সংস্কারের অনিত্যতা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সুদৃষ্ট হয়ে তাঁরা "আমার আসবসমূহ বিনষ্ট" এরূপ জ্ঞানে উপনীত হন, ২. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর অগ্নিকুণ্ডসম কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সুদৃষ্ট হয়, ৩. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকগামী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-আধিক্য, বিবেকস্থ, নৈষ্ক্রম্যাভিরত—এরূপ জ্ঞানে উপনীত, ৪. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত, সুভাবিত হয়, ৫. ক্ষীণাসব ভিক্ষু পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়, ৬. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত, সুভাবিত হয়, ৭. ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত, সুভাবিত হয়। এসব জ্ঞানকে ক্ষীণাসবের সপ্তবল বলা হয়।

অনুপূর্বনিরোধ[১]। দশ ধর্ম সাক্ষাৎতব্য—দশ অশৈক্ষ্যধর্ম।

"হে ভিক্ষুগণ, সবই সাক্ষাৎতব্য। ভিক্ষুগণ, সব সাক্ষাৎতব্য কী কী? ভিক্ষুগণ, চক্ষু সাক্ষাৎতব্য, রূপ সাক্ষাৎতব্য, চক্ষু-বিজ্ঞান সাক্ষাৎতব্য, চক্ষুসংস্পর্শ সাক্ষাৎতব্য, চক্ষু-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাও সাক্ষাৎতব্য। শ্রোত্র সাক্ষাৎতব্য, শব্দ সাক্ষাৎতব্য... ঘ্রাণ সাক্ষাৎতব্য, গন্ধ সাক্ষাৎতব্য... জিহ্বা সাক্ষাৎতব্য, রস সাক্ষাৎতব্য... কায় সাক্ষাৎতব্য, স্পর্শ সাক্ষাৎতব্য... মন সাক্ষাৎতব্য, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) সাক্ষাৎতব্য, মন-বিজ্ঞান সাক্ষাৎতব্য, মনসংস্পর্শ সাক্ষাৎতব্য, মন-সংস্পর্শের কারণে যেসব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাও সাক্ষাৎতব্য।"

রূপ দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা, বেদনা দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা, সংজ্ঞা দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা, সংস্কার দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা, বিজ্ঞান দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা। চক্ষু দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা... জরা-মরণ দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা... পর্যবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণ দর্শনকালে সাক্ষাৎ করা। যেসব ধর্ম সাক্ষাৎকৃত হয়, সেসব ধর্ম অর্জিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞাত, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"এসব ধর্ম অভিজ্ঞাতব্য, তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।"

৩০. "এসব ধর্ম পরিহানীভাগীয়, স্থিতিভাগীয়, বিশেষভাগীয়, নির্বেদভাগীয়" তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ?

প্রথম ধ্যানলাভীর নিকট কাম-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়, এটা পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে, এটা স্থিতিভাগীয় ধর্ম। অবিতর্ক-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়, এটা বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়, এটা নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর নিকট বিতর্ক-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে, এটা স্থিতিভাগীয় ধর্ম। উপেক্ষা সুখ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে

---

[১]। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধধ্যান। (দীর্ঘ-নিকায়)

সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

তৃতীয় ধ্যানলাভীর নিকট প্রীতিসুখ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে, এটা স্থিতিভাগীয় ধর্ম। অদুঃখ-অসুখ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

চতুর্থ ধ্যানলাভীর নিকট উপেক্ষা-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে, এটা স্থিতিভাগীয় ধর্ম। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

আকাশ-অনন্ত-আয়তনলাভীর নিকট রূপ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে—এটি পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে—এটি স্থিতিভাগীয় ধর্ম। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে—এটি বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়ে থাকে—এটি নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনলাভীর নিকট আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে—এটি পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে—এটি স্থিতিভাগীয় ধর্ম। আকিঞ্চনায়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে—এটি বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়ে থাকে—এটি নির্বেদভাগীয় ধর্ম।

আকিঞ্চনায়তনলাভীর নিকট বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা পরিহানীভাগীয় ধর্ম। তদনুধর্মতা-স্মৃতি বর্তমান থাকে, এটা স্থিতিভাগীয় ধর্ম। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা বিশেষভাগীয় ধর্ম। নির্বেদ-সহগত সংজ্ঞা-মনস্কার বিরাগ-সহকারে সমুপস্থিত হয়ে থাকে, এটা নির্বেদভাগীয় ধর্ম। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"শ্রুতাবধানে এসব ধর্ম পরিহানীভাগীয়, এসব ধর্ম স্থিতিভাগীয়, এসব ধর্ম বিশেষভাগীয়, এসব ধর্ম নির্বেদভাগীয়; তা প্রজানন প্রজ্ঞা শ্রুতময়ে জ্ঞান।"

৩১. "সব সংস্কার অনিত্য, সব সংস্কার দুঃখ, সর্ব ধর্ম অনাত্ম" তা শ্রুতি

অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান কীরূপ?

"রূপ ক্ষয়শীল অর্থে অনিত্য, ভয়শীল অর্থে দুঃখ, অসারার্থে অনাত্ম," তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান (হয়)। "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান...। চক্ষু... জরা-মরণ ক্ষয়শীল অর্থে অনিত্য, ভয়শীল অর্থে দুঃখ, অসারার্থে অনাত্ম," তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান (হয়)। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"সব সংস্কার অনিত্য, সব সংস্কার দুঃখ সব ধর্ম অনাত্ম," তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান।

৩২. কীরূপে "ইহা দুঃখ আর্যসত্য, ইহা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য, ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য," তা শ্রুতি অবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান হয়?

৩৩. (তথায়) দুঃখ আর্যসত্য কী? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসাদি দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত-বস্তুর অলাভে দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

(তথায়) জন্ম কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে যে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, পঞ্চস্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব ও আয়তনসমূহের প্রতিলাভ বা আকার ধারণ—একেই জন্ম বলে।

(তথায়) জরা কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, পক্ককেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুহীনতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা বা কার্যক্ষমতা হ্রাস—একেই জরা বলে।

(তথায়) মরণ কী? সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা বা দেহ থেকে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবর-নিক্ষেপ বা দেহত্যাগ এবং জীবিতেন্দ্রিয়ের বিনাশ—একেই মরণ বলে।

(তথায়) শোক কী? জ্ঞাতিমৃত্যু স্পৃষ্টের, ভোগ্যবস্তুক্ষয় স্পৃষ্টের, রোগযন্ত্রণা স্পৃষ্টের, শীল লঙ্ঘনজনিত (অনুতাপ) স্পৃষ্টের, মিথ্যাদৃষ্টিজনিত (দুঃখ) স্পৃষ্টের, অন্যান্য নানাকারণে দুঃখসমন্নাগত ব্যক্তির এবং নানারকম দুঃখধর্মে স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে শোক, অনুশোচনা, শোচনীয়তা, অন্তঃশোক (অভ্যন্তরীণ শোক), অন্তঃপরিশোক, চিত্তের সন্তাপ, দৌর্মনস্য ও শোক-শৈল্য—একেই শোক বলে।

(তথায়) পরিদেবন কী? জ্ঞাতিমৃত্যু স্পৃষ্টের, ভোগ্যবস্তুক্ষয় স্পৃষ্টের,

রোগযন্ত্রণা স্পৃষ্টের, শীল লঙ্ঘনজনিত (অনুতাপ) স্পৃষ্টের, মিথ্যাদৃষ্টিজনিত (দুঃখ) স্পৃষ্টের, অন্যান্য নানাকারণে দুঃখসমন্নাগত ব্যক্তির এবং নানারকম দুঃখধর্মে স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে পরিতাপ, পরিদেবন, পরিতাপের কারণ, পরিদেবনের কারণ, খেদবাক্য, প্রলাপ, বিলাপ, ক্রন্দন, পরিরোদন, আর্তনাদ—একেই পরিদেবন বলে।

(তথায়) দুঃখ কী? যা কায়িক অশান্তি, কায়িক দুঃখ, কায়সংস্পর্শজনিত বেদয়িত দুঃখ-যন্ত্রণা এবং কায়সংস্পর্শিত অস্বস্তি, দুঃখ-বেদনা—একেই দুঃখ বলে।

(তথায়) দৌর্মনস্য কী? যা মানসিক (চৈতসিক) অশান্তি, মানসিক দুঃখ, মনসংস্পর্শজনিত বেদয়িত দুঃখ-যন্ত্রণা এবং মনসংস্পর্শিত অস্বস্তি, দুঃখ-বেদনা—একেই দৌর্মনস্য বলে।

(তথায়) উপায়াস বা হতাশা কী? জ্ঞাতিমৃত্যু স্পৃষ্টের, ভোগ্যবস্তুক্ষয় স্পৃষ্টের, রোগযন্ত্রণা স্পৃষ্টের, শীললঙ্ঘনজনিত (অনুতাপ) স্পৃষ্টের, মিথ্যাদৃষ্টিজনিত (দুঃখ) স্পৃষ্টের, অন্যান্য নানাকারণে দুঃখসমন্নাগত ব্যক্তির এবং নানারকম দুঃখধর্মে স্পৃষ্ট ব্যক্তির যে আয়াস (কষ্ট), উপায়াস, হতাশা, নিরাশা, আশাশূন্য ও নৈরাশ্য—একেই উপায়াস বলে।

(তথায়) অপ্রিয়সংযোগ-দুঃখ কী? এ জগতে যা কিছু অপ্রীতিকর, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ আছে এবং যেগুলো ব্যক্তির অনর্থকামী, অহিতকামী, দুঃখকামী, অসহযোগ বা অমঙ্গলকামী; সেগুলোর সাথে মিলন, সমাগম, সম্মেলন ও মিশ্রভাব (সহবাসে থাকা)—একেই অপ্রিয়সংযোগ-দুঃখ বলে।

(তথায়) প্রিয়বিয়োগ-দুঃখ কী? এ জগতে যা কিছু ইষ্ট, কান্ত (প্রিয়) ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ আছে এবং যেগুলো অর্থকামী, হিতকামী, সুখকামী, মৈত্রীপরায়ণ, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য (সহকর্মী), রক্তসম্পর্কিত সগোত্র-জ্ঞাতিগণের সাথে অসঙ্গতি বা বিচ্ছেদ, অসমাগম, অসংযোগ ও অমিশ্রভাব (অসাক্ষাৎ)—একেই প্রিয়বিয়োগ-দুঃখ বলে।

(তথায়) ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি-দুঃখ কী? জন্মাধীন সত্ত্বগণের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়—"অহো! যদি আমরা জন্মাধীন না হতাম, যদি আমাদের জন্ম না হতো।" কিন্তু ইচ্ছাবলে তা পাওয়া যায় না—এটাই ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি-দুঃখ। জরাধীন সত্ত্বগণের... রোগাধীন সত্ত্বগণের... মরণশীল সত্ত্বগণের... শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন

হয়—"অহো! যদি আমরা শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী না হতাম, যদি আমাদের নিকট শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস না আসতো।" কিন্তু ইচ্ছাবলে তা পাওয়া যায় না—এটাই ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ।

(তথায়) সংক্ষেপে পঞ্চোপাদানস্কন্ধ-দুঃখ কী? যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। একেই সংক্ষেপে পঞ্চোপাদানস্কন্ধ-দুঃখ বলে। এটা আর্যসত্য নামে অভিহিত।

৩৪. (তথায়) দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য কী? যে তৃষ্ণা পুনর্জন্মের কারণ, যার সাথে আনন্দ ও আসক্তির থাকে, যা যেখানে সেখানে উপভোগ করতে চাই। যথা : কামতৃষ্ণা (সংসারে সুখ-ভোগের ইচ্ছা), ভবতৃষ্ণা (ভব ভবান্তরে সুখ-ভোগের বাসনা), বিভবতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে কোথায় উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে কোথায় স্থিত হয়? জগতে প্রিয়রূপ এবং সাতরূপে (আনন্দপ্রদ রূপ) তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে স্থিত হয়। জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ কী? জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে শ্রোত্র... ঘ্রাণ... জিহ্বা... কায়... জগতে মন প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।

জগতে রূপই প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে স্থিত হয়। জগতে শব্দই প্রিয়রূপ ও সাতরূপ... ধর্মই... । জগতে চক্ষুবিজ্ঞান... মনোবিজ্ঞান... । জগতে চক্ষু-সংস্পর্শ... মনোসংস্পর্শ...। জগতে চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা... মনোসংস্পর্শজ...। জগতে রূপসংজ্ঞা... ধর্ম-সংজ্ঞা...। জগতে রূপসঞ্চেতন... ধর্মসঞ্চেতন...। জগতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা...। জগতে রূপবিতর্ক... ধর্মবিতর্ক...। জগতে রূপবিচার... ধর্মবিচার প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয় এবং স্থিত হবার কারণ থাকলে স্থিত হয়। এটাই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য নামে অভিহিত হয়।

৩৫. (তথায়) দুঃখনিরোধ আর্যসত্য কী? যা সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে

বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিবৃত্তি, মুক্তি ও আলয়হীনতা (অনাসক্তি); এই তৃষ্ণা বিনষ্ট হবার কারণ থাকলে কোথায় বিনষ্ট হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে কোথায় নিরুদ্ধ হয়? জগতে যা প্রিয়রূপ ও সাতরূপে তৃষ্ণা বিনষ্ট হবার কারণ থাকলে বিনষ্ট হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ কী? জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা বিনষ্ট হবার কারণ থাকলে বিনষ্ট হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়।... ধর্মবিচার প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, এতে তৃষ্ণা বিনষ্ট হবার কারণ থাকলে বিনষ্ট হয় এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। এটা দুঃখনিরোধ আর্যসত্য নামে অভিহিত হয়।

৩৬. (তথায়) দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য কী? এটাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

(তথায়) সম্যক দৃষ্টি কী? যা দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান—একেই সম্যক দৃষ্টি বলে।

(তথায়) সম্যক সংকল্প কী? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প—একেই সম্যক সংকল্প বলে।

(তথায়) সম্যক বাক্য কী? মিথ্যা বাক্য হয়ে বিরতি, পিশুন বাক্য হতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হতে বিরতি, বৃথা বাক্য হতে বিরতি—একেই সম্যক বাক্য বলে।

(তথায়) সম্যক কর্ম কী? প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চুরিকর্ম হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি—একেই সম্যক কর্ম বলে।

(তথায়) সম্যক আজীব কী? এখানে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে সম্যক আজীব দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন—একেই সম্যক আজীব বলে।

(তথায়) সম্যক ব্যায়াম কী? এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহের অনুৎপাদনের জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) উৎপন্ন ও চেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং দৃঢ়চিত্ত গ্রহণ করে; উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য... অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য... উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) উৎপন্ন ও চেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং দৃঢ়চিত্ত গ্রহণ করে—একেই সম্যক ব্যায়াম বলে।

(তথায়) সম্যক স্মৃতি কী? ভিক্ষু জগতে অবিদ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।... বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।... চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু জগতে অবিদ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে—একেই সম্যক স্মৃতি বলে।

(তথায়) সম্যক সমাধি কী? এখানে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার-প্রশমিত আধ্যাত্মিক (স্বীয় চিত্তের) সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, অবিচার ও সমাধিজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতেও বিরাগ উৎপন করে সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ "উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে সুখ-দুঃখের প্রহাণে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ইহাকেই বলা হয় সম্যক সমাধি। এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য নামে অভিহিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"এটা দুঃখ আর্যসত্য, এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য, এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য", তা শ্রোত্রাবধানে জ্ঞাত প্রজ্ঞা শ্রুতময় জ্ঞান। এরূপ শ্রুতি অবধারণ দ্বারা জ্ঞাত প্রজ্ঞাই শ্রুতময় জ্ঞান।

শ্রুতময় জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (প্রথম)

২. শীলময় জ্ঞান বর্ণনা

৩৭. শ্রবণ-সংযমে প্রজ্ঞা শীলময়ে জ্ঞান কীরূপ? শীল পাঁচ প্রকার; যথা : পরিয়ন্ত (পরিমিত) পরিশুদ্ধি-শীল, অপরিয়ন্ত (অপরিমিত) পরিশুদ্ধি-শীল, পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি-শীল, নির্মল পরিশুদ্ধি-শীল ও প্রতিপ্রশ্রদ্ধি পরিশুদ্ধি-শীল।

পরিয়ন্ত পরিশুদ্ধি-শীল কী? অনুপসম্পন্নের পরিয়ন্ত (পরিমিত) শিক্ষাপদ, এটা পরিয়ন্ত পরিশুদ্ধি-শীল। অপরিয়ন্ত পরিশুদ্ধি-শীল কী? উপসম্পন্নের অপরিয়ন্ত (অপরিমিত) শিক্ষাপদ, এটা অপরিয়ন্ত পরিশুদ্ধি-শীল। পরিপূর্ণ

পরিশুদ্ধি-শীল কী? কুশলধর্মেরত কল্যাণপৃথগ্‌জনের, শৈক্ষ্যপরিয়ন্ত পরিপূর্ণকারীদের এবং কায়ে ও জীবনে অনির্ভরশীল জীবন পরিবর্জনকারীদের শীল, এটা পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি-শীল। নির্মল পরিশুদ্ধি-শীল কী? সাতজন শৈক্ষ্যের শীল, এটা নির্মল পরিশুদ্ধি-শীল। প্রতিপ্রশ্রদ্ধি পরিশুদ্ধি-শীল কী? তথাগতের ক্ষীণাসব শ্রাবক, পচ্চেক বুদ্ধ ও তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের শীল, এটা প্রতিপ্রশ্রদ্ধি পরিশুদ্ধি-শীল।

৩৮. পরিয়ন্ত (পরিমিত)-শীল আছে, অপরিয়ন্ত (অপরিমিত)-শীলও আছে। তথায় সেই পরিয়ন্ত-শীল কী? যে শীল লাভ পরিয়ন্ত, যশ পরিয়ন্ত, জ্ঞাতি পরিয়ন্ত, অঙ্গ পরিয়ন্ত, জীবন পরিয়ন্ত; তাই পরিয়ন্ত-শীল।

সেই লাভ পরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ লাভহেতু, লাভপ্রত্যয়ে, লাভকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, এটা লাভ পরিয়ন্ত-শীল। যশ পরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ যশহেতু, যশপ্রত্যয়ে, যশকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, এটা যশ পরিয়ন্ত-শীল। জ্ঞাতি পরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ জ্ঞাতিহেতু, জ্ঞাতিপ্রত্যয়ে, জ্ঞাতিকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, এটা জ্ঞাতি পরিয়ন্ত-শীল। অঙ্গ পরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ অঙ্গহেতু, অঙ্গপ্রত্যয়ে, অঙ্গকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, এটা অঙ্গ পরিয়ন্ত-শীল। জীবন পরিয়ন্ত-শীরূপ? এখানে কেউ জীবনহেতু, জীবনপ্রত্যয়ে, জীবনকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, এটা জীবন পরিয়ন্ত-শীল। এরূপ শীল খণ্ডিত, ছিদ্রিত, কালিমাযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ, মুক্তিদায়ক নয়, বিজ্ঞজন প্রশংসিত নয়, বিকৃত, সমাধিনাশক, মর্মপীড়াদায়ক, অপ্রমোদকর, অপ্রীতিদায়ক, অশান্তিদায়ক, দুঃখদায়ক, সমাধিবহির্ভূত, যথাভূত জ্ঞান দর্শন বর্জিত এবং একান্ত নির্বেদ-বিরাগ-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা-পরিজ্ঞান ও নির্বাণে সংবর্তন করে না—এটাই পরিয়ন্ত-শীল।

অপরিয়ন্ত-শীল কী? যে শীল লাভের অপরিয়ন্ত, যশ অপরিয়ন্ত, জ্ঞাতি অপরিয়ন্ত, অঙ্গ অপরিয়ন্ত, জীবন অপরিয়ন্ত; তাই অপরিয়ন্ত-শীল।

সেই লাভ অপরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ লাভহেতু, লাভপ্রত্যয়ে, লাভকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের চিত্তও উৎপন্ন করে না; লঙ্ঘন করবে কীভাবে!, এটা লাভ অপরিয়ন্ত-শীল। যশ অপরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ যশহেতু, যশপ্রত্যয়ে, যশকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের চিত্তও উৎপন্ন করে না; লঙ্ঘন করবে কীভাবে!, এটা যশ অপরিয়ন্ত-শীল। জ্ঞাতি অপরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ জ্ঞাতিহেতু, জ্ঞাতিপ্রত্যয়ে, জ্ঞাতিকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের চিত্তও উৎপন্ন করে না; লঙ্ঘন

করবে কীভাবে!, এটা জ্ঞাতি অপরিয়ন্ত-শীল। অঙ্গ অপরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ অঙ্গহেতু, অঙ্গপ্রত্যয়ে, অঙ্গকারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের চিত্তও উৎপন্ন করে না; লঙ্ঘন করবে কীভাবে!—ইহা অঙ্গ অপরিয়ন্ত-শীল। জীবন অপরিয়ন্ত-শীল কীরূপ? এখানে কেউ জীবনহেতু, জীবনপ্রত্যয়ে, জীবন কারণে যথাগৃহীত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের চিত্তও উৎপন্ন করে না; লঙ্ঘন করবে কীভাবে!, এটা জীবন অপরিয়ন্ত-শীল। এরূপ শীল অখণ্ডিত, অছিদ্রিত, কালিমামুক্ত, ত্রুটিমুক্ত, মুক্তিদায়ক, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অবিকৃত, সমাধিসহায়ক, মর্মপীড়ারহিত, আনন্দদায়ক, প্রীতিদায়ক, প্রশান্তিদায়ক, সুখদায়ক, সমাধিযুক্ত, যথাভূত জ্ঞানদর্শনযুক্ত এবং একান্ত নির্বেদ-বিরাগ-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা-পরিজ্ঞান ও নির্বাণে সংবর্তন করে—এটাই অপরিয়ন্ত-শীল।

৩৯. শীল কী? শীল কত প্রকার? শীল উৎপত্তি কী? ধর্মসমোধান (ধর্মসমাবদ্ধ) শীল কী?

শীল কী? চেতনা-শীল, চৈতসিক-শীল, সংবর-শীল, অব্যতিক্রম বা অলঙ্ঘনীয়-শীল। শীল কত প্রকার? তিন প্রকার, যথা—কুশলশীল, অকুশলশীল, অব্যক্ত-শীল। শীল উৎপত্তি কী? কুশলচিত্ত উৎপত্তিবশে কুশলশীল, অকুশলচিত্ত উৎপত্তিবশে অকুশলশীল, অব্যকৃতচিত্ত উৎপত্তিবশে অব্যকৃত বা অব্যক্ত-শীল। ধর্মসমোধান শীল কী? সংবরসমোধান শীল, অব্যতিক্রম-সমোধান শীল, সেভাবে জাতচেতন-সমোধান শীল।

৪০. প্রাণিহত্যা সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। অদত্তবস্তু সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। মিথ্যাকামাচার সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। মিথ্যাকথা সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। পিশুনবাক্য সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। পরুষ বা কর্কশবাক্য সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। সম্প্রলাপবাক্য সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। অভিধ্যা (অতিলোভ) সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। ব্যাপাদ সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল। মিথ্যা দৃষ্টি সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল।

৪১. নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দ সংবরার্থে শীল এবং অলঙ্ঘনার্থে শীল। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ সংবরার্থে শীল এবং অলঙ্ঘনার্থে শীল। আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য... অবিক্ষেপার্থ বা একাগ্রতা দ্বারা চঞ্চলতা... ধর্মব্যবস্থাপন (বা ধর্মবিচার) দ্বারা বিচিকিৎসা... জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা... প্রামোদ্য বা আনন্দ দ্বারা নিরুৎসাহ...।

প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ... দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচার... তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতি... চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখ... আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা রূপ-সংজ্ঞা, প্রতীঘ-সংজ্ঞা ও নানাত্ব-সংজ্ঞা... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা... আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা সংবরার্থে শীল এবং অলঙ্ঘনার্থে শীল।

অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্যসংজ্ঞা... দুঃখানুদর্শন দ্বারা সুখসংজ্ঞা... অনাত্মানুদর্শন দ্বারা আত্মাসংজ্ঞা... নির্বেদানুদর্শন দ্বারা নন্দি বা আনন্দ... বিরাগানুদর্শন দ্বারা রাগ (আসক্তি)... নিরোধানুদর্শন দ্বারা উৎপত্তি... পরিত্যাগানুদর্শন দ্বারা গ্রহণ... ক্ষয়ানুদর্শন দ্বারা স্থায়ীসংজ্ঞা... ব্যয়ানুদর্শন দ্বারা বৃদ্ধি বা রাশীকরণসংজ্ঞা... বিপরিণামানুদর্শন দ্বারা ধ্রুবসংজ্ঞা... অনিমিত্তানুদর্শন দ্বারা নিমিত্ত... অপ্রণিহিতানুদর্শন দ্বারা প্রণিধি... শূন্যতানুদর্শন দ্বারা অভিনিবেশ... অধিপ্রজ্ঞাধর্ম-বিদর্শন দ্বারা সার-গ্রহণ (সারাদান) অভিনিবেশ... যথাভূত জ্ঞানানুদর্শন দ্বারা সম্মোহ-অভিনিবেশ... আদীনবানুদর্শন দ্বারা লোভ বা আলয়-অভিনিবেশ... প্রতিসঙ্খানুদর্শন বা মনোযোগানুদর্শন দ্বারা অমনোযোগ বা অপ্রতিসঙ্খ্যা... বিবর্তানুদর্শন দ্বারা সংযোজনাভিনিবেশ...।

স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ... সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশসমূহ... অনাগামীমার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশ সংবরার্থে শীল, অলঙ্ঘনার্থে শীল।

পঞ্চবিধ শীল—প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ শীল, (প্রাণিহত্যা) বিরতি শীল, (প্রাণিহত্যা) চেতনা শীল, (প্রাণিহত্যা) সংবর শীল, (প্রাণিহত্যা) অলঙ্ঘনীয় শীল। এরূপ শীলসমূহ চিত্তের অনুতাপহীনতার জন্য সংবর্তিত হয়, আনন্দের জন্য সংবর্তিত হয়, প্রীতির জন্য সংবর্তিত হয়, প্রশান্তির জন্য সংবর্তিত হয়, সৌমনস্যের জন্য সংবর্তিত হয়, আসেবন বা অভ্যাসের জন্য সংবর্তিত হয়, ভাবনার জন্য সংবর্তিত হয়, বহুলীকরণের জন্য সংবর্তিত হয়, অলংকারের জন্য সংবর্তিত হয়, পরিষ্কার বা উপকরণের জন্য সংবর্তিত হয়, (ধর্ম)-পরিবারের জন্য সংবর্তিত হয়, পরিপূর্ণতার জন্য সংবর্তিত হয় এবং একান্ত নির্বেদ-বিরাগ-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা-সম্বোধি (পরিজ্ঞান) ও নির্বাণের জন্য সংবর্তিত হয়।

এরূপ শীলসমূহের সংবর-পরিশুদ্ধই অধিশীল, সংবর-পরিশুদ্ধিতে স্থিত চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধি অধিচিত্ত-সংবরপরিশুদ্ধিকে

সম্যকভাবে দর্শন করে, অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধিকে সম্যকভাবে দর্শন করে। দর্শন-পরিশুদ্ধিই অধিপ্রজ্ঞা। তথায় যা সংবরার্থ, তা-ই অধিশীল শিক্ষা। তথায় যা অবিক্ষেপার্থ, তা-ই অধিচিত্ত শিক্ষা। তথায় যা দর্শননার্থ, তা-ই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

এই তিন প্রকার শিক্ষা মনোযোগের সাথে শিক্ষা করে, জেনে শিক্ষা করে, দর্শন করে শিক্ষা করে, পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করে; চিত্তকে (একাগ্রতায়) অধিষ্ঠান করে শিক্ষা করে; শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে শিক্ষা করে; বীর্য-প্রগ্রহ করে শিক্ষা করে; স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করে, চিত্ত স্থির করে শিক্ষা করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন করে শিক্ষা করে, অভিজ্ঞেয়কে যথাযথরূপে জেনে শিক্ষা করে, পরিজ্ঞেয়কে নির্ভুলভাবে জেনে শিক্ষা করে, পরিহারতব্যকে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করে, সাক্ষাৎতব্যকে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করে এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে।

পঞ্চবিধ শীল—অদত্তবস্তু গ্রহণ... মিথ্যাকামাচার... মিথ্যা বাক্য... পিশুন (পরনিন্দা) বাক্য... কর্কশ বাক্য... সম্প্রলাপ বাক্য... অভিধ্যা (অতিলোভ)... ব্যাপাদ... মিথ্যাদৃষ্টি... এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে।

নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দকে... অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদকে... আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যকে... অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতাকে... ধর্মব্যবস্থাপন (বা ধর্মনিষ্পত্তি) দ্বারা বিচিকিৎসাকে... জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকে... প্রামোদ্য দ্বারা নিরুৎসাহকে... এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে।

প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহকে... দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বির্তক-বিচারকে... তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতিকে... চতুর্থ ধ্যান সুখ-দুঃখকে... আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানাত্বসংজ্ঞাকে... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা আকাশ-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞাকে... আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞাকে... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চনায়তনসংজ্ঞাকে... এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে।

অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্যসংজ্ঞাকে... দুঃখানুদর্শন দ্বারা সুখসংজ্ঞাকে... অনাত্মানুদর্শন দ্বারা আত্মাসংজ্ঞাকে... নির্বেদানুদর্শন দ্বারা আনন্দকে... বিরাগানুদর্শন দ্বারা রাগ বা আসক্তিকে... নিরোধানুদর্শন দ্বারা উৎপত্তিকে... পরিত্যাগানুদর্শন দ্বারা গ্রহণকে... ক্ষয়ানুদর্শন দ্বারা স্থায়ী (ঘন)-সংজ্ঞাকে...

ব্যয়ানুদর্শন দ্বারা বৃদ্ধি বা রাশীকরণকে... বিপরিণামানুদর্শন দ্বারা ধ্রুবসংজ্ঞাকে... অনিমিত্তানুদর্শন দ্বারা নিমিত্তকে... অপ্রনিহিতানুদর্শন দ্বারা প্রণিধিকে... শূন্যতানুদর্শন দ্বারা অভিনিবেশকে... অধিপ্রজ্ঞাধর্ম-বিদর্শন দ্বারা সরাগ-অভিনিবেশকে... যথাভূত জ্ঞানদশর্ন দ্বারা সম্মোহাভিনিবেশকে... আদীনবানুদর্শন দ্বারা আলয় বা লোভাভিনিবেশকে... প্রতিসংজ্খ্যানুদর্শন দ্বারা অপ্রতিসংজ্খ্যাকে... বিবর্তনানুদর্শন দ্বারা সংযোজননাভিনিবেশকে... এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে।

স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ... সকৃদাগামী মার্গ দ্বারা স্থূলক্লেশসমূহ... অনাগামী মার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশসমূহের প্রহান শীল, বিরতি শীল, চেতনা শীল, সংবর শীল, অলঙ্ঘনীয় শীল। এরূপ শীলসমূহ চিত্তের অনুতাপহীনতার জন্য সংবর্তিত (বা পরিচালিত) হয়, আনন্দের জন্য সংবর্তিত হয়, প্রীতির জন্য সংবর্তিত হয়, প্রশান্তির জন্য সংবর্তিত হয়, সৌমনস্যের জন্য সংবর্তিত হয়, আসেবন বা অভ্যাসের জন্য সংবর্তিত হয়, ভাবনার জন্য সংবর্তিত হয়, বহুলীকরণের জন্য সংবর্তিত হয়, অলংকারের জন্য সংবর্তিত হয়, পরিষ্কার বা উপকরণের জন্য সংবর্তিত হয়, পরিবারের জন্য সংবর্তিত হয়, পরিপূর্ণতার জন্য সংবর্তিত হয় এবং একান্ত নির্বেদ-বিরাগ-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা-সম্বোধি (পরিজ্ঞান) ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।

৪২. এরূপ শীলসমূহের সংবর-পরিশুদ্ধিই অধিশীল। সংবর-পরিশুদ্ধিতে স্থিতচিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, এটা অবিক্ষেপপরিশুদ্ধি অধিচিত্ত। (অধিচিত্ত) সংবর-পরিশুদ্ধিকে সম্যকরূপে দর্শন করে, অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধিকেও সম্যকভাবে দর্শন করে। এই দর্শন পরিশুদ্ধিই হচ্ছে অধিপ্রজ্ঞা। তথায় যা সংবরার্থ, তা-ই অধিশীল শিক্ষা। তথায় যা অভিক্ষেপার্থ, তা-ই অধিচিত্ত শিক্ষা। তথায় যা দর্শনার্থ, তা-ই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই তিন প্রকার শিক্ষা মনোযোগের সাথে শিক্ষা করে, জেনে শিক্ষা করে, দর্শন করে, পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করে; চিত্তকে (একাগ্রতায়) অধিষ্ঠান করে শিক্ষা করে; শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে শিক্ষা করে; বীর্য-প্রগ্রহ করে শিক্ষা করে; স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করে, চিত্ত স্থির করে শিক্ষা করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন করে শিক্ষা করে, অভিজ্ঞেয়কে যথাযথরূপে জেনে শিক্ষা করে, পরিজ্ঞেয়কে নির্ভুলভাবে জেনে শিক্ষা করে, পরিহারতব্যকে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করে, সাক্ষাৎতব্যকে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করে এবং ভাবিতব্যকে ভাবিত করে শিক্ষা করে। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"শ্রবণ-সংবরে প্রজ্ঞা

শীলময়ে জ্ঞান।”

শীলময়-জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (দ্বিতীয়)

৩. সমাধি-ভাবনাময় জ্ঞান বর্ণনা

৪৩. সংবরপূর্বক সমাদহনে (চিত্ত স্থিরতায়) প্রজ্ঞা, সমাধি-ভাবনাময়ে জ্ঞান কীরূপ? সমাধি এক প্রকার; যথা : চিত্তের একাগ্রতা। সমাধি দুই প্রকার; যথা : লৌকিক সমাধি ও লোকোত্তর সমাধি। সমাধি তিন প্রকার; যথা : সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি ও অবিতর্ক-অবিচার সমাধি। সমাধি চার প্রকার; যথা : পরিহানীভাগীয় সমাধি, স্থিতিভাগীয় সমাধি, বিশেষভাগীয় সমাধি ও নির্বেদভাগীয় সমাধি। সমাধি পাঁচ প্রকার; যথা : প্রীতিস্ফুরণ সমাধি, সুখস্ফুরণ সমাধি, চিত্তস্ফুরণ সমাধি, আলোকস্ফুরণ সমাধি এবং প্রত্যবেক্ষণ-নিমিত্ত সমাধি।

সমাধি ছয় প্রকার; যথা : বুদ্ধানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, ধর্মানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, সংঘানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, শীলানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, ত্যাগানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, দেবতানুস্মৃতিবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। সমাধি সাত প্রকার; যথা : সমাধিকুশলতা, সমাধির সমাপত্তিকুশলতা, সমাধির স্থিতিকুশলতা, সমাধির উত্থানকুশলতা, সমাধির সামর্থ (কল্লতা)-কুশলতা, সমাধির গোচরকুশলতা, সমাধির অভিনীহারকুশলতা। সমাধি আট প্রকার; যথা : পৃথিবীকৃৎস্নবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, আপ্‌কৃৎস্নবশে... তেজকৃৎস্নবশে... বায়ুকৃৎস্নবশে... নীলকৃৎস্নবশে... পীতকৃৎস্নবশে... লোহিতকৃৎস্নবশে... এবং শ্বেতকৃৎস্নবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। সমাধি নয় প্রকার; যথা : রূপাবচর সমাধিহীনও হয়, মধ্যমও হয়, উৎকৃষ্টও হয়; অরূপাবচর সমাধিহীনও হয়, মধ্যমও হয়, উৎকৃষ্টও হয়; শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি এবং অপ্রণিহিত সমাধি। সমাধি দশ প্রকার; যথা : উর্ধ্বস্ফীতসংজ্ঞাবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি, বিনীলকসংজ্ঞাবশে... পূযপূর্ণসংজ্ঞাবশে... বিচ্ছিদ্র বা ছিদ্রযুক্তসংজ্ঞাবশে... বিখাদিতসংজ্ঞাবশে... বিক্ষিপ্তসংজ্ঞাবশে... হতবিক্ষতসংজ্ঞাবশে... রক্তাক্তসংজ্ঞাবশে... কৃমিপূর্ণসংজ্ঞাবশে... এবং অস্থিপঞ্জরসংজ্ঞাবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। এভাবে সমাধি পঞ্চান্ন প্রকার হয়ে থাকে।

৪৪. অধিকন্তু, পঁচিশ প্রকার সমাধির সমপর্যায়ভুক্ত (সমাধি) আছে;

যথা : ১. পরিগ্রহার্থে সমাধি, ২. পরিবারার্থে সমাধি, ৩. পরিপূরণার্থে সমাধি, ৪. একগ্রতার্থে সমাধি, ৫. অবিক্ষেপার্থে সমাধি, ৬. অবিসারার্থে সমাধি, ৭. অনাবিলার্থে সমাধি, ৮. অকম্পিতার্থে সমাধি, ৯. বিমুক্তার্থে সমাধি, ১০. এক উপস্থাপনবশে চিত্তের নিশ্চলভাব প্রতিষ্ঠার্থে সমাধি, ১১. সম অন্বেষণ করা অর্থে সমাধি, ১২. বিসম অনান্বেষণ করা অর্থে সমাধি, ১৩. সম অন্বেষণত্ব সমাধি, ১৪. বিসম অনান্বেষণত্ব সমাধি, ১৫. সম গ্রহণ করা অর্থে সমাধি, ১৬. বিসম অগ্রহণ করা অর্থে সমাধি, ১৭. সম গ্রহণত্ব সমাধি, ১৮. বিসম অগ্রহণত্ব সমাধি, ১৯. সম প্রতিপন্ন হওয়ার্থে সমাধি, ২০. বিসম প্রতিপন্ন না হওয়ার্থে সমাধি, ২১. সম প্রতিপন্নত্ব সমাধি, ২২. বিসম অপ্রতিপন্নত্ব সমাধি, ২৩. সম ধ্যানার্থে সমাধি, ২৪. বিসম ধ্যানার্থে সমাধি, ২৫. সম ধ্যানত্ব সমাধি, ২৬. বিসম ধ্যানত্ব সমাধি এবং ২৭. সম, হিত ও সুখ সমাধি। এগুলোই পঁচিশ প্রকার সমাধির সমপর্যায়ভুক্ত (সমাধি)। এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—'সংবরপূর্বক সমাদহনে (চিত্ত স্থিরতায়) প্রজ্ঞা, সমাধি-ভাবনাময়ে জ্ঞান।'

সমাধি-ভাবনাময় জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (তৃতীয়)

৪. ধর্মস্থিতি-জ্ঞান বর্ণনা

৪৫. প্রত্যয়-পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান কীরূপ? অবিদ্যা সংস্কাসমূহের উৎপন্নস্থিতি, প্রবর্তনস্থিতি, নিমিত্তস্থিতি, আসক্তিস্থিতি, সংযোগস্থিতি, প্রতিবন্ধকস্থিতি, সমুদয়স্থিতি, হেতুস্থিতি এবং প্রত্যয়স্থিতি। এই নয় প্রকারে অবিদ্যা প্রত্যয় ও সংস্কার প্রত্যয় সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন, এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও অবিদ্যা সংস্কারের উৎপন্নস্থিতি, প্রবর্তনস্থিতি, নিমিত্তস্থিতি, আসক্তিস্থিতি, সংযোগস্থিতি, প্রতিবন্ধকস্থিতি, সমুদয়স্থিতি, হেতুস্থিতি এবং প্রত্যয়স্থিতি। এই নয় প্রকারে অবিদ্যা প্রত্যয় ও সংস্কার প্রত্যয় সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানের... বিজ্ঞান নামরূপের... নামরূপ ষড়ায়তনের... ষড়ায়তন স্পর্শের... স্পর্শ বেদনার... বেদনা তৃষ্ণার... তৃষ্ণা উপাদানের... উপাদান ভবের... ভব জন্মের... জন্ম জরা-মৃত্যুর উৎপন্নস্থিতি, প্রবর্তনস্থিতি, নিমিত্তস্থিতি, আসক্তিস্থিতি, সংযোগস্থিতি, প্রতিবন্ধকস্থিতি, সমুদয়স্থিতি, হেতুস্থিতি এবং প্রত্যয়স্থিতি। এই নয় প্রকারে জন্ম প্রত্যয় ও জরা-মৃত্যু

প্রত্যয় সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও জন্ম জরা-মৃত্যুর উৎপন্নস্থিতি, প্রবর্তনস্থিতি, নিমিত্তস্থিতি, আসক্তিস্থিতি, সংযোগস্থিতি, প্রতিবন্ধকস্থিতি, সমুদয়স্থিতি, হেতুস্থিতি এবং প্রত্যয়স্থিতি। এই নয় প্রকারে জন্ম প্রত্যয় ও জরা-মৃত্যু প্রত্যয় সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

৪৬. অবিদ্যা হচ্ছে হেতু এবং সংস্কার হেতু-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম হেতু-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে অবিদ্যা হেতু এবং সংস্কারসমূহ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম হেতু-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

সংস্কারসমূহ হচ্ছে হেতু এবং বিজ্ঞান হেতু-সমুৎপন্ন... বিজ্ঞান হেতু, নামরূপ হেতু-সমুৎপন্ন... নামরূপ হেতু, ষড়ায়তন হেতু-সমুৎপন্ন... ষড়ায়তন হেতু, স্পর্শ হেতু-সমুৎপন্ন... স্পর্শ হেতু, বেদনা হেতু-সমুৎপন্ন... বেদনা হেতু, তৃষ্ণা হেতু-সমুৎপন্ন... তৃষ্ণা হেতু, উপাদান হেতু-সমুৎপন্ন... উপাদান হেতু, ভব হেতু-সমুৎপন্ন... ভব হেতু, জন্ম হেতু-সমুৎপন্ন... জন্ম হেতু, জরা-মরণ হেতু-সমুৎপন্ন। হয়ে থাকে। এই উভয় ধর্ম হেতু-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে জন্ম হেতু এবং জরা-মৃত্যু প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম হেতু-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

অবিদ্যা হচ্ছে কারণ এবং সংস্কারসমূহ প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রতীত্য-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে অবিদ্যা হেতু এবং সংস্কারসমূহ প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রতীত্য-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

সংস্কারসমূহ হচ্ছে প্রতীত্য বা কারণ এবং বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... বিজ্ঞান কারণ, নামরূপ প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... নামরূপ কারণ, ষড়ায়তন প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... ষড়ায়তন কারণ, স্পর্শ প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... স্পর্শ কারণ, বেদনা প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... বেদনা কারণ, তৃষ্ণা প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... তৃষ্ণা কারণ, উপাদান প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... উপাদান কারণ, ভব প্রতীত্য-সমুৎপন্ন...

ভব কারণ, জন্ম প্রতীত্য-সমুৎপন্ন... জন্ম কারণ, জরা-মরণ প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রতীত্য-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে জন্ম কারণ এবং জরা-মৃত্যু প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রতীত্য-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

অবিদ্যা প্রত্যয়, সংস্কারসমূহ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে অবিদ্যা প্রত্যয় এবং সংস্কারসমূহ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

সংস্কারসমূহ প্রত্যয়, বিজ্ঞান প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... বিজ্ঞান প্রত্যয়, নামরূপ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... নামরূপ প্রত্যয়, ষড়ায়তন প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... ষড়ায়তন প্রত্যয়, স্পর্শ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... স্পর্শ প্রত্যয়, বেদনা প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... বেদনা প্রত্যয়, তৃষ্ণা প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... তৃষ্ণা প্রত্যয়, উপাদান প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... উপাদান প্রত্যয়, ভব প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... ভব প্রত্যয়, জন্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন... জন্ম প্রত্যয়, জরা-মরণ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরে... অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরে জন্ম প্রত্যয় এবং জরা-মৃত্যু প্রত্যয়-সমুৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয়-সমুৎপন্ন—এটা প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।

৪৭. পূর্বজন্মের কর্মভবে মোহ হচ্ছে অবিদ্যা, আয়ূহনসমূহ (সঞ্চয়িত বিষয়) হচ্ছে সংস্কার, নিকন্তি বা আসক্তি হচ্ছে তৃষ্ণা, উপগমন (বা গ্রহণকরণ) হচ্ছে উপাদান, চেতনা হচ্ছে ভব। পূর্বজন্মের কর্মভবে এই পঞ্চধর্ম ইহজন্মে প্রতিসন্ধির প্রত্যয়। ইহজন্মে প্রতিসন্ধি হচ্ছে বিজ্ঞান, উৎপত্তি (ওক্কন্তি) হচ্ছে নামরূপ, (ইন্দ্রিয়াদির) প্রসাদ হচ্ছে আয়তন, স্পৃষ্ট হচ্ছে স্পর্শ, বেদয়িত হচ্ছে বেদনা। ইহজন্মের উৎপত্তিভবে এই পঞ্চধর্ম পূর্বকৃত কর্মের প্রত্যয়। ইহজন্মে আয়তনসমূহের পরিপক্বতায় মোহ হচ্ছে অবিদ্যা, আয়ূহনসমূহ (সঞ্চয়িত বিষয়) হচ্ছে সংস্কার, নিকন্তি বা আসক্তি হচ্ছে তৃষ্ণা, উপগমন (বা গ্রহণকরণ) হচ্ছে উপাদান, চেতনা হচ্ছে ভব। ইহজন্মের কর্মভবে এই পঞ্চধর্ম ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধির প্রত্যয়। ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধি হচ্ছে বিজ্ঞান, উৎপত্তি (ওক্কন্তি) হচ্ছে নামরূপ, (ইন্দ্রিয়াদির) প্রসাদ হচ্ছে আয়তন, স্পৃষ্ট হচ্ছে স্পর্শ, বেদয়িত হচ্ছে বেদনা। ভবিষ্যৎ

উৎপত্তিভবে এই পঞ্চধর্ম ইহজন্মে কৃত কর্মের প্রত্যয়।

এরূপে চার সংক্ষেপে ও তিন সময়ে ত্রিসন্ধি বিশ প্রকারে প্রতীত্যসমুৎপাদ জানা, দর্শন করা, অনুধাবণ করা এবং প্রতিবিদ্ধ করা। এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—'প্রত্যয়পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্মস্থিতি-জ্ঞান।'

ধর্মস্থিতি-জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (চতুর্থ)

৫. সংমর্শন-জ্ঞান বর্ণনা

৪৮. অতীত, অনাগত, বর্তমানের ধর্মসমূহ কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে ব্যবস্থাপনে (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারে বা বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান কীরূপ?

অতীত-অনাগত-বর্তমানের যেসব রূপ শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা নিকটে, সেসব রূপকে অনিত্যরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনিত্যমূলক) এক সংমর্শন। দুঃখরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (দুঃখমূলক) এক সংমর্শন। অনাত্মরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনাত্মমূলক) এক সংমর্শন।

অতীত-অনাগত-বর্তমানের যেসব বেদনা... যেসব সংস্কার... এবং অতীত-অনাগত-বর্তমানের যেসব বিজ্ঞান শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা নিকটে, সেসব বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনিত্যমূলক) এক সংমর্শন। দুঃখরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (দুঃখমূলক) এক সংমর্শন। অনাত্মরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনাত্মমূলক) এক সংমর্শন।

অতীত-অনাগত-বর্তমানের চক্ষুকে... এবং অতীত-অনাগত-বর্তমানের জরা-মৃত্যুকে অনিত্যরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনিত্যমূলক) এক সংমর্শন। দুঃখরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (দুঃখমূলক) এক সংমর্শন। অনাত্মরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে (অনাত্মমূলক) এক সংমর্শন।

অতীত-অনাগত-বর্তমানের রূপকে ক্ষয়শীলার্থে অনিত্য, ভয়ার্থে দুঃখ এবং অসারার্থে অনাত্মরূপে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। অতীত-অনাগত-বর্তমানের বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... অতীত-অনাগত-বর্তমানের চক্ষুকে... এবং অতীত-অনাগত-

বর্তমানের জরা-মরণকে ক্ষয়শীলার্থে অনিত্য, ভয়ার্থে দুঃখ এবং অসারার্থে অনাত্মরূপে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান।

অতীত-অনাগত-বর্তমানের রূপকে অনিত্য, সঙ্খত (কার্য-কারণ-সম্ভূত), প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মীরূপে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। অতীত-অনাগত-বর্তমানের বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... অতীত-অনাগত-বর্তমানের চক্ষুকে... এবং অতীত-অনাগত-বর্তমানের জরা-মরণকে অনিত্য, সঙ্খত (কার্য-কারণ-সম্ভূত), প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মীরূপে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান।

জন্মের কারণে জরা-মরণ, জন্ম না হলে জরা-মরণও নেই, এভাবে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও জন্মের কারণে জরা-মরণ... জ্ঞান। অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও জন্মের কারণে জরা-মরণ, জন্ম না হলে জরা-মরণও নেই, এভাবে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। ভবের কারণে জন্ম, ভব না থাকলে জন্মও হয় না... উপাদানের কারণে ভব, উপাদান না থাকলে ভবও হয় না... তৃষ্ণার কারণে উপাদান, তৃষ্ণা না থাকলে উপাদানও থাকে না... বেদনার কারণে তৃষ্ণা, বেদনা না থাকলে তৃষ্ণাও থাকে না... স্পর্শের কারণে বেদনা, স্পর্শ না হলে বেদনাও হয় না... ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, ষড়ায়তন না থাকলে স্পর্শও হয় না... নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, নামরূপ না থাকলে ষড়ায়তনও হয় না... বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপও হয় না... সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, সংস্কার না হলে বিজ্ঞানও হয় না... অবিদ্যার কারণে সংস্কার, অবিদ্যা না থাকলে সংস্কারও থাকে না, এভাবে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। অতীতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও অবিদ্যার কারণে সংস্কার... জ্ঞান। অনাগতের সুদীর্ঘ সময় ধরেও অবিদ্যার কারণে সংস্কার, অবিদ্যা না থাকলে সংস্কারও থাকে না, এভাবে কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান। এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—'অতীত-অনাগত-বর্তমানের ধর্মসমূহ কেন্দ্রীভূত (বা সংক্ষিপ্ত) করে ব্যবস্থাপনে (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারে বা বিশ্লেষণে) প্রজ্ঞা সংমর্শনে জ্ঞান।'

সংমর্শন-জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (পঞ্চম)

৬. উদয়-ব্যয় জ্ঞান বর্ণনা

৪৯. বর্তমান ধর্মসমূহের বিপরিণামানুদর্শনে প্রজ্ঞা উদয়-ব্যয়ানুদর্শনে জ্ঞান কীরূপ? বর্তমানে জাত রূপ প্রত্যুৎপন্ন (পুনরুৎপন্ন), তার উৎপত্তি লক্ষণ হচ্ছে উদয়, বিপরিণাম (বা পরিবর্তন) লক্ষণ হচ্ছে ব্যয়, অনুদর্শন হচ্ছে জ্ঞান। জাত বেদনা প্রত্যুৎপন্ন,... জাত সংজ্ঞার প্রত্যুৎপন্ন... জাত বিজ্ঞান প্রত্যুৎপন্ন... জাত চক্ষু প্রত্যুৎপন... জাত ভব প্রত্যুৎপন্ন, তার উৎপত্তি লক্ষণ হচ্ছে উদয়, বিপরিণাম লক্ষণ হচ্ছে ব্যয়, অনুদর্শন হচ্ছে জ্ঞান।

৫০. পঞ্চস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? পঞ্চস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে পঞ্চাশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

রূপস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? বেদনাস্কন্ধের... সংজ্ঞাস্কন্ধের... সংস্কারস্কন্ধের... এবং বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? রূপস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে দশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। বেদনাস্কন্ধের... সংজ্ঞাস্কন্ধের... সংস্কারস্কন্ধের... বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে দশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

রূপস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার সমুদয়ে রূপের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। তৃষ্ণার সমুদয়ে রূপের উৎপত্তি হয়— প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। কর্মের সমুদয়ে রূপের উৎপত্তি হয়— প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। আহারের সমুদয়ে রূপের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। পুনর্জন্মলক্ষণ দর্শনকালেও রূপস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। রূপস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

রূপস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার নিরোধে রূপের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। তৃষ্ণার নিরোধে রূপের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। কর্মের নিরোধে রূপের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। আহারের নিরোধে রূপের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা রূপস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। বিপরিণামলক্ষণ দর্শনকালেও রূপস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। রূপস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। উদয়-ব্যয় দর্শনকালে এই দশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

বেদনাস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার সমুদয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। তৃষ্ণার সমুদয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। কর্মের সমুদয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। স্পর্শের সমুদয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। পুনর্জন্মলক্ষণ দর্শনকালেও বেদনাস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। বেদনাস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। তৃষ্ণার নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। কর্মের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। বিপরিণামলক্ষণ দর্শনকালেও বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। উদয়-ব্যয় দর্শনকালে এই দশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

সংজ্ঞাস্কন্ধের... সংস্কারস্কন্ধের... বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার সমুদয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। তৃষ্ণার সমুদয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। কর্মের সমুদয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা

বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। নামরূপের সমুদয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়—প্রত্যয়-সমুদয়ার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। পুনর্জন্মলক্ষণ দর্শনকালেও বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দেখা যায়। বিজ্ঞানস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে কোন পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? অবিদ্যার নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। তৃষ্ণার নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। কর্মের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়—প্রত্যয়-নিরোধার্থের দ্বারা বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। বিপরিণামলক্ষণ দর্শনকালেও বেদনাস্কন্ধের ব্যয় দেখা যায়। বিজ্ঞানস্কন্ধের ব্যয় দর্শনকালে এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। উদয়-ব্যয় দর্শনকালে এই দশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

পঞ্চস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে এই পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, ব্যয় দর্শনকালে এই পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উদয়-ব্যয় দর্শনকালে এই পঞ্চাশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—'প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) ধর্মসমূহের বিপরিণামানুদর্শনে প্রজ্ঞা উদয়-ব্যয়ানুদর্শনে জ্ঞান।' রূপস্কন্ধ আহার-সমুদয়। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন প্রকার স্কন্ধ স্পর্শ-সমুদয়। বিজ্ঞানস্কন্ধ নামরূপ-সমুদয়।

উদয়-ব্যয় জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত (ষষ্ঠ)

৭. ভঙ্গানুদর্শন জ্ঞান বর্ণনা

৫১. আলম্বন মনোযোগ ভঙ্গানুদর্শনে প্রজ্ঞা বিদর্শনে জ্ঞান কীরূপ?[১] রূপালম্বনতা চিত্ত উৎপন্ন হয়ে ভঙ্গ হয়। সেই আলম্বন প্রতিসঙ্খ্যা সেই চিত্তের ভঙ্গ অনুদর্শন করে। অনুদর্শন করে, কীভাবে অনুদর্শন করে? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়। দুঃখরূপে অনুদর্শন করে, সুখরূপে নয়। অনাত্মরূপে অনুদর্শন করে, আত্মরূপে নয়। বিরক্ত হয়,

---

[১]। 'আলম্বন মনোযোগ' অর্থে রূপস্কন্ধাদি আলম্বনকে ভঙ্গরূপে মনোযোগের সাথে জেনে, দর্শন করে। 'ভঙ্গানুদর্শনে প্রজ্ঞা বিদর্শনে জ্ঞান' অর্থে সেই আলম্বনকে ভঙ্গরূপে উৎপন্ন জ্ঞানের ভঙ্গ মনোযোগের সাথে অনুদর্শনে যা প্রজ্ঞা, তাকে 'বিদর্শনে জ্ঞান' বলা হয়। (অর্থকথা)

আনন্দিত হয় না; অনাসক্ত থাকে, আসক্ত হয় না। নিরোধ বা ধ্বংস করে, উৎপন্ন করে না। পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না।

৫২. অনিত্যরূপে অনুদর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে। দুঃখরূপে অনুদর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে। অনাত্মরূপে অনুদর্শনকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে। বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে। অনাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে। ধ্বংসকালে উৎপন্ন ত্যাগ করে। পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে।

বেদনালম্বনতা... সংজ্ঞালম্বনতা... সংস্কারলম্বনতা... বিজ্ঞানলম্বনতা... চক্ষু... জরা-মৃত্যু-আলম্বনতা চিত্ত উৎপন্ন হয়ে ভঙ্গ হয়। সেই আলম্বন-প্রতিসংখ্যা সেই চিত্তের ভঙ্গকে অনুদর্শন করে। 'অনুদর্শন করে' বলা হয় কীরূপে অনুদর্শন করে? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়। দুঃখরূপে অনুদর্শন করে, সুখরূপে নয়। অনাত্মরূপে অনুদর্শন করে, আত্মরূপে নয়। বিরক্ত হয়, আনন্দিত হয় না। নিরুৎসাহিত হয়, উৎসাহিত হয় না। নিরোধ করে, সমুদয় করে না। পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না।

অনিত্যরূপে অনুদর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে। দুঃখরূপে অনুদর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে। অনাত্মরূপে অনুদর্শনকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে। বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে। নিরুৎসাহকালে আসক্তি ত্যাগ করে। নিরোধকালে সমুদয় ত্যাগ করে। পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে।

বিষয় পরীক্ষাকরণ, প্রজ্ঞার বিবর্তন,
আবর্জন, বল আর প্রতিসংখ্যা বিদর্শন।
আরম্বন-অন্বয়ে, উভয়ে এক বিশ্লেষণ,
নিরোধে অধিমুক্ততা, ব্যয়লক্ষণ বিদর্শন।
আলম্বন প্রতিসংখ্যা, করে ভঙ্গানুদর্শন,
শূন্যতা উপস্থান, অধিপ্রজ্ঞা বিদর্শন।
ত্রিবিধ অনুদর্শনে দক্ষ, বিদর্শন চারিতে,
ত্রি-উপস্থানে দক্ষতা, অকম্পিত নানাদৃষ্টিতে॥

এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"আলম্বন-প্রতিসংখ্যা ভঙ্গানুদর্শনে প্রজ্ঞা বিদর্শনে জ্ঞান।"

ভঙ্গানুদর্শন-জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত।

৮. আদীনব-জ্ঞান বর্ণনা

৫৩. ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান কীরূপ? উৎপাদ ভয়—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান। প্রবর্তন ভয়—এটা ভয় উপস্থিতিতে

প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান। নিমিত্ত ভয়... আসক্তি ভয়... প্রতিসন্ধি ভয় করে... গতি ভয়... পুনর্জন্ম ভয় করে... উৎপত্তি ভয়... জন্ম ভয় করে... জরা ভয়... ব্যাধি ভয়... মরণ ভয়... শোক ভয় করে... পরিদেবন ভয়... উপায়াস ভয়—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

অনুৎপাদ ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। অপ্রবর্তন ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।...অনুপয়াস ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ ভয়, অনুৎপাত ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। প্রবর্তন ভয়, অপ্রবর্তন ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... উপায়াস ভয়, অনুপায়াস ক্ষেম—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ দুঃখ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান। প্রবর্তন দুঃখ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান... উপায়াস দুঃখ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

অনুৎপাদ সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। অপ্রবর্তন সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... অনুপায়াস সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ দুঃখ, অনুৎপাদ সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। প্রবর্তন দুঃখ, অপ্রবর্তন সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... উপায়াস দুঃখ, অনুপায়াস সুখ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ সামিষ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান। প্রবর্তন সামিষ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান... উপায়াস সামিষ—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

অনুৎপাদ নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। অপ্রবর্তন নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... অনুপায়াস নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপন্ন সামিষ, অনুৎপন্ন নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। প্রবর্তন সামিষ, অপ্রবর্তন নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... উপায়াস সামিষ, অনুপায়াস নিরামিষ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ সংস্কার—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান। প্রবর্তন সংস্কার— এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান... উপায়াস সংস্কার—এটা ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

অনুৎপাদ নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। অপ্রবর্তন নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... অনুপায়াস নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ সংস্কার, অনুৎপাদ নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান। প্রবর্তন

সংস্কার, অপ্রবর্তন নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান... উপায়াস সংস্কার, অনুপায়াস নির্বাণ—এটা শান্তিপদে জ্ঞান।

উৎপাদ, প্রবর্তন আর নিমিত্তকে দুঃখরূপে দর্শন,
আসক্তি, প্রতিসন্ধিকে আদীনব জ্ঞানে জানন।
অনুপাদ, অপ্রবর্তন, অনিমিত্ত জানহ সুখে,
অনাসক্তি, অপ্রতিসন্ধি, জ্ঞান শান্তিপদে।
এই আদীনবে জ্ঞান, পঞ্চ স্থানে হয় উৎপন্ন,
পঞ্চ স্থান শান্তিপদে, দশবিধ জ্ঞানে প্রজানন;
দ্বিবিধ জ্ঞানের দক্ষতায়, নানা দৃষ্টিতে থাকে অকম্পন।

এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"ভয় উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা আদীনবে জ্ঞান।

আদীনব-জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত

৯. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান বর্ণনা

৫৪. মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান কীরূপ? উৎপাদ মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। প্রবর্তন মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। নিমিত্ত মুক্তিকাম্যতা... আসক্তি মুক্তিকাম্যতা... প্রতিসন্ধি মুক্তিকাম্যতা... গতি মুক্তিকাম্যতা... পুনর্জন্ম মুক্তিকাম্যতা... উৎপত্তি মুক্তিকাম্যতা... জন্ম মুক্তিকাম্যতা... জরা মুক্তিকাম্যতা... ব্যাধি মুক্তিকাম্যতা... মরণ মুক্তিকাম্যতা... শোক মুক্তিকাম্যতা... পরিদেবন মুক্তিকাম্যতা... উপায়াস মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান।

উৎপাদ দুঃখ—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। প্রবর্তন দুঃখ—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। নিমিত্ত দুঃখ... আসক্তি দুঃখ... প্রতিসন্ধি দুঃখ... গতি দুঃখ... পুনর্জন্ম দুঃখ... উৎপত্তি দুঃখ... জন্ম দুঃখ... জরা দুঃখ... ব্যাধি দুঃখ... মরণ দুঃখ... শোক দুঃখ... পরিদেবন দুঃখ... উপায়াস দুঃখ...।

উৎপন্ন ভয়... প্রবর্তন ভয়... নিমিত্ত ভয়... আসক্তি ভয়... প্রতিসন্ধি ভয়... গতি ভয়... পুনর্জন্ম ভয়... উৎপত্তি ভয়... জন্ম ভয়... জরা ভয়... ব্যাধি ভয়... মরণ ভয়... শোক ভয়... পরিদেবন ভয়... উপায়াস ভয়—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান।

উৎপাদ সামিষ—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা

সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। প্রবর্তন সামিষ—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। নিমিত্ত সামিষ... আসক্তি সামিষ... প্রতিসন্ধি সামিষ... গতি সামিষ... পুনর্জন্ম সামিষ... উৎপত্তি সামিষ... জন্ম সামিষ... জরা সামিষ... ব্যাধি সামিষ... মরণ সামিষ... শোক সামিষ... পরিদেবন সামিষ... উপায়াস সামিষ...।

উৎপন্ন সামিষ... প্রবর্তন সামিষ... নিমিত্ত সামিষ... আসক্তি সামিষ... প্রতিসন্ধি সামিষ... গতি সামিষ... পুনর্জন্ম সামিষ... উৎপত্তি সামিষ... জন্ম সামিষ... জরা সামিষ... ব্যাধি সামিষ... মরণ সামিষ... শোক সামিষ... পরিদেবন সামিষ... উপায়াস সামিষ—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান।

উৎপাদ সংস্কার—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। প্রবর্তন সংস্কার—এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। নিমিত্ত সংস্কার... আসক্তি সংস্কার... প্রতিসন্ধি সংস্কার... গতি সংস্কার... পুনর্জন্ম সংস্কার... উৎপত্তি সংস্কার... জন্ম সংস্কার... জরা সংস্কার... ব্যাধি সংস্কার... মরণ সংস্কার... শোক সংস্কার... পরিদেবন সংস্কার... উপায়াস সংস্কার...।

উৎপন্ন সংস্কার... প্রবর্তন সংস্কার... নিমিত্ত সংস্কার... আসক্তি সংস্কার... প্রতিসন্ধি সংস্কার... গতি সংস্কার... পুনর্জন্ম সংস্কার... উৎপত্তি সংস্কার... জন্ম সংস্কার... জরা সংস্কার... ব্যাধি সংস্কার... মরণ সংস্কার... শোক সংস্কার... পরিদেবন সংস্কার... উপায়াস সংস্কার —এটা মুক্তিকাম্যতা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান।

উৎপাদ সংস্কার, সেসব সংস্কারে নিরীক্ষণ করে—সংস্কারোপেক্ষা। যেসব সংস্কার এবং যেসব উপেক্ষা এখানে উভয়েই সংস্কার, সেসব সংস্কারে নিরীক্ষণ করে—সংস্কারোপেক্ষা। প্রবর্তন সংস্কার... নিমিত্ত সংস্কার... আসক্তি সংস্কার... প্রতিসন্ধি সংস্কার... গতি সংস্কার... পুনর্জন্ম সংস্কার... উৎপত্তি সংস্কার... জন্ম সংস্কার... জরা সংস্কার... ব্যাধি সংস্কার... মরণ সংস্কার... শোক সংস্কার... পরিদেবন সংস্কার... উপায়াস সংস্কার, সেসব সংস্কারে নিরীক্ষণ করে—সংস্কারোপেক্ষা। যেসব সংস্কার এবং যেসব উপেক্ষা এখানে উভয়েই সংস্কার, সেসব সংস্কারে নিরীক্ষণ করে—সংস্কারোপেক্ষা।

৫৫. কত প্রকারে সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার (অভিনীহার) হয়ে

থাকে? আট প্রকারে সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়। কত প্রকারে পৃথগ্‌জনের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? কত প্রকারে শৈক্ষ্যের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? কত প্রকারে বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? দুই প্রকারে পৃথগ্‌জনের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়। তিন প্রকারে শৈক্ষ্যের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়। তিন প্রকারে বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়।

কোন দুই প্রকারে পৃথগ্‌জনের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? পৃথগ্‌জন সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) অভিনন্দন করে বা পুনঃপুন পর্যবেক্ষণ করে। পৃথগ্‌জনের এই দুই প্রকারে সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়। কোন তিন প্রকারে শৈক্ষ্যের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? শৈক্ষ্য সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) অভিনন্দন করে বা পুনঃপুন পর্যবেক্ষণ করে অথবা মনোযোগের সাথে ফল-সমাপত্তি লাভ করে। শৈক্ষ্যের এই তিন প্রকারে সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়। কোন তিন প্রকারে বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়? বীতরাগী অর্হৎ সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) পুনঃপুন পর্যবেক্ষণ করেন বা মনোযোগের সাথে ফল-সমাপত্তি লাভ করেন; অথবা তা রক্ষা করে শূন্যতা-বিহার, অনিমিত্ত-বিহার, অপ্রণিহিত-বিহার আশ্রয় করে অবস্থান করেন। বীতরাগী অর্হতের এই তিন প্রকারে সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার হয়।

৫৬. কীভাবে পৃথগ্‌জন ও শৈক্ষ্যের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) একত্ব বা একরকম হয়? পৃথগ্‌জনের অভিনন্দিত সংস্কারোপেক্ষা চিত্ত মলিন হয়, ভাবনার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক হয়, প্রতিভেদের (মার্গফল লাভের) অন্তরায় হয়, ভবিষ্যতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের কারণ হয়। শৈক্ষ্যেরও অভিনন্দিত সংস্কারোপেক্ষা চিত্ত মলিন হয়, ভাবনার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক হয়, প্রতিভেদের (মার্গফল লাভের) অন্তরায় হয়, ভবিষ্যতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের কারণ হয়। এরূপে অভিনন্দনের কারণে পৃথগ্‌জন ও শৈক্ষ্যের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার একত্ব বা একরকম হয়।

কীভাবে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য ও বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) একত্ব বা একরকম হয়? পৃথগ্‌জন সংস্কারোপেক্ষাকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে দর্শন করে। শৈক্ষ্যও সংস্কারোপেক্ষাকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে দর্শন করে। বীতরাগী অর্হৎও সংস্কারোপেক্ষাকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে দর্শন করেন। এরূপে অনুদর্শনের দ্বারা পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য ও বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের ব্যবহার

একরকম হয়।

কীভাবে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য ও বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) নানাত্ব বা ভিন্ন হয়? পৃথগ্‌জনের কাছে সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কুশল বলে গৃহীত হয়। শৈক্ষ্যের কাছেও সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কুশল বলে পরিগৃহীত হয়। কিন্তু বীতরাগী অর্হতের কাছে সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) অব্যাকৃত বলে পরিগৃহীত হয়। এভাবে কুশল ও অব্যাকৃত ভেদে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য ও বীতরাগী অর্হতের সংস্করোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়।

কীভাবে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়? পৃথগ্‌জনের সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কখনো সুবিদিত হয়, কখনো সুবিদিত হয় না। শৈক্ষ্যেরও সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কখনো সুবিদিত হয়, কখনো সুবিদিত হয় না। কিন্তু বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) সর্বদা সুবিদিত হয়। এভাবে সর্বদা সুবিদিত ও কখনো কখনো সুবিদিত ভেদে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়।

কীভাবে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়? পৃথগ্‌জন সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) অসুষ্ঠুভাবে (বা অপরিপূর্ণভাবে) দর্শন করে। শৈক্ষ্যও সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) অসুষ্ঠুভাবে দর্শন করে। কিন্তু বীতরাগী অর্হৎ সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) সুষ্ঠুভাবে দর্শন করে। এভাবে অসুষ্ঠু ও সুষ্ঠুভাবে দর্শন ভেদে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়।

কীভাবে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংসারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়? পৃথগ্‌জন সংস্কারোপেক্ষা ও ত্রিবিধ সংযোজন প্রহাণের দ্বারা স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভের জন্য দর্শন করে। শৈক্ষ্য সংস্কারোপেক্ষা ও ত্রিবিধ সংযোজনের প্রহীন হওয়ায় বাড়তি কিছু প্রতিলাভের জন্য দর্শন করে। বীতরাগী অর্হৎ সংস্কারোপেক্ষা সর্ব ক্লেশের প্রহীন হওয়ায় দৃষ্টধর্মে (ইহকালে) সুখে অবস্থানের জন্য বিদর্শন করেন। এভাবে প্রহীনার্থে ও অপ্রহীনার্থে পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য এবং বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়।

কীভাবে শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার

(ব্যবহার) ভিন্ন হয়? শৈক্ষ্য সংস্করোপেক্ষা (জ্ঞানকে) অভিনন্দন করে, দর্শন করে অথবা মনোযোগের সাথে ফল-সমাপত্তি লাভ করে। বীতরাগী অর্হৎ সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞানকে) দর্শন করেন অথবা মনোযোগের সাথে ফল-সমাপত্তি লাভ করেন; তা রক্ষা করে শূন্যতাবিহার, অনিমিত্তবিহার বা অপ্রণিহিতবিহার আশ্রয় করে অবস্থান করেন। এভাবে বিহার সমাপত্যার্থে শৈক্ষ্য, বীতরাগী অর্হতের সংস্কারোপেক্ষা চিত্তের অভিনীহার (ব্যবহার) ভিন্ন হয়।

৫৭. শমথবশে কত প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়? আর বিদর্শনবশে কত প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়? শমথবশে আট প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। বিদর্শনবশে দশ প্রকার সংস্করোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়।

শমথবশে কোন আট প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়? প্রথম ধ্যান প্রতিলাভের জন্য নীবরণে মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। দ্বিতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য বিতর্ক-বিচারে মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। তৃতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য প্রীতি মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। চতুর্থ ধ্যান প্রতিলাভের জন্য সুখ-দুঃখে মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানাত্বসংজ্ঞা মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য আকাশ-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞা মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞা মনোযোগেস্থিত (প্রতিসংখ্যাস্থিত) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। শমথবশে এই আট প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়।

বিদর্শনবশে কোন দশ প্রকার সংস্করোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভের জন্য উৎপাদ, প্রবর্ত, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি, গতি, পুনর্জন্ম, উৎপত্তি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন ও উপায়াস মনোযোগেস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য উৎপাদ, প্রবর্ত, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি,...

মনোযোগেস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য... সকৃদাগামীফল-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য... অনাগামীফল-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভের জন্য উৎপাদ, প্রবর্ত, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি, গতি, পুনর্জন্ম, উৎপত্তি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন ও উপায়াস মনোযোগেস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য... শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য... অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য উৎপাদ, প্রবর্ত, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি,... মনোযোগেস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষায় জ্ঞান। বিদর্শনবশে এই দশ প্রকার সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়।

৫৮. সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কুশল কত প্রকার, অকুশল কত প্রকার এবং অব্যাকৃত কত প্রকার? সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) কুশল পনেরো প্রকার, অব্যাকৃত তিন প্রকার আর অকুশল সংস্কারোপেক্ষা (জ্ঞান) নেই।

মনোযোগেস্থিত প্রজ্ঞা, অষ্ট চিত্তের গোচর,
পৃথগ্‌জনের দ্বিবিধ হয়, শৈক্ষ্যের ত্রিবিধ গোচর;
বীতরাগের ত্রিবিধ, যদ্দ্বারা চিত্ত আবর্তিত হয়॥
অষ্টবিধ সমাধির প্রত্যয়, দশ জ্ঞানের গোচর,
সংস্কারোপেক্ষা আঠারো, তীর্ণ বিমোক্ষ প্রত্যয়।
এ অষ্টদশ প্রকারে প্রজ্ঞা যার পরিচিত;
কুশল সংস্কার-উপেক্ষায়, নানাদৃষ্টিতে অকম্পিত॥

তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"মুক্তিকাম্যতা-প্রতিসংখ্যাস্থিত প্রজ্ঞাই সংস্করোপেক্ষায় জ্ঞান।"

সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান বর্ণনা নবম সমাপ্ত

১০. গোত্রভূ-জ্ঞান বর্ণনা

৫৯. বাহ্যিক উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা গোত্রভূ জ্ঞান কীরূপ? উৎপন্ন বিষয়কে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তনকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। আসক্তিকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রতিসন্ধিকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। গতিকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পুনর্জন্মকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। উৎপত্তিকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। জন্মকে আয়ত্ত করে, এটা

গোত্রভূ জ্ঞান। জরাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। ব্যাধিকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। মরণকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। শোককে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পরিদেবনকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। উপায়াসাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। বাহ্যিক সংস্কার নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অনুৎপন্নকে উৎপন্ন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অপ্রবর্তনকে উৎপন্ন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... বাহ্যিক সংস্কার নিমিত্তকে আয়ত্ত করে নিরোধ-নির্বাণকে উৎপন্ন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপন্ন বিষয়কে আয়ত্ত করে অনুৎপন্ন বিষয় প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তনকে আয়ত্ত করে অপ্রবর্তনকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। নিমিত্তকে আয়ত্ত করে অনিমিত্তকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... বাহ্যিক সংস্কার নিমিত্তকে আয়ত্ত করে নিরোধ-নির্বাণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপন্ন হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তন হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। নিমিত্ত হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। আসক্তি হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রতিসন্ধি হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। গতি হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পুনর্জন্ম হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। উৎপত্তি হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। জন্ম হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। জরা হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। ব্যাধি হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। মরণ হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। শোক হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পরিদেবন হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। উপায়াস হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্ত হতে উত্তীর্ণ হয়, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অনুৎপন্নকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অপ্রবর্তনকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... নিরোধ-নির্বাণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপন্ন হতে উত্তীর্ণ হয়ে অনুৎপন্নকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তন হতে উত্তীর্ণ হয়ে অপ্রবর্তনকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। নিমিত্ত হতে উত্তীর্ণ হয়ে অনিমিত্তকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। আসক্তি হতে উত্তীর্ণ হয়ে অনাসক্তিকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রতিসন্ধি হতে উত্তীর্ণ হয়ে অপ্রতিসন্ধিকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। গতি হতে উত্তীর্ণ হয়ে অগতিকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পুনর্জন্ম হতে উত্তীর্ণ হয়ে পুনর্জন্মরহিতকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপত্তি হতে উত্তীর্ণ হয়ে অনুৎপত্তিকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। জন্ম হতে উত্তীর্ণ হয়ে অজন্মকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। জরা হতে উত্তীর্ণ হয়ে অজরাকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। ব্যাধি হতে উত্তীর্ণ হয়ে অব্যাধিকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। মরণ হতে উত্তীর্ণ হয়ে অমরণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। শোক হতে উত্তীর্ণ হয়ে অশোককে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। পরিদেবন হতে উত্তীর্ণ হয়ে অপরিদেবনকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। উপায়াস হতে উত্তীর্ণ হয়ে অনুপায়াসকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্ত হতে উত্তীর্ণ হয়ে নিরোধ-নির্বাণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপন্ন হতে বিবর্তন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তন হতে বিবর্তন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্ত হতে বিবর্তন করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অনুৎপন্নকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... নিরোধ-নির্বাণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

উৎপন্ন হতে বিবর্তিত হয়ে অনুৎপন্নকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। প্রবর্তন হতে বিবর্তিত হয়ে অপ্রবর্তনকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।... বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্ত হতে বিবর্তিত হয়ে নিরোধ নির্বাণকে প্রকাশিত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান।

৬০. শমথবশে কত প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়? এবং বিদর্শনবশে কত প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়? শমথবশে আট প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয় এবং বিদর্শনবশে দশ প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়।

শমথবশে কোন আট প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়? প্রথম ধ্যান প্রতিলাভের জন্য নীবরণসমূহ আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। দ্বিতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য বিতর্ক-বিচার আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। তৃতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য প্রীতি আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। চতুর্থ ধ্যান প্রতিলাভের জন্য সুখ-দুঃখ আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা, নানাত্বসংজ্ঞাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য আকাশ-অনন্তায়তনসংজ্ঞাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য বিজ্ঞান-অনন্তায়তনসংজ্ঞাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি

প্রতিলাভের জন্য আকিঞ্চনায়তনসংজ্ঞাকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূধর্ম। শমথবশে এই আট প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়।

বিদর্শনবশে কোন দশ প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভের জন্য উৎপন্ন, প্রবর্তন, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি, গতি, উৎপত্তি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, উপায়াস, বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তি লাভের জন্য উৎপন্ন, প্রবর্তন, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি... বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য... সকৃদাগামীফল-সমাপত্তি লাভের জন্য... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য... অনাগামীফল-সমাপত্তি লাভের জন্য... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভের জন্য উৎপন্ন, প্রবর্তন, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি, গতি, উৎপত্তি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, উপায়াস, বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তি লাভের জন্য... শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি লাভের জন্য... অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি লাভের জন্য উৎপন্ন, প্রবর্তন, নিমিত্ত, আসক্তি, প্রতিসন্ধি, গতি, উৎপত্তি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, উপায়াস, বাহ্যিক সংস্কার-নিমিত্তকে আয়ত্ত করে, এটা গোত্রভূ জ্ঞান। বিদর্শনবশে এই দশ প্রকার গোত্রভূধর্ম উৎপন্ন হয়।

গোত্রভূধর্ম কুশল কত প্রকার, অকুশল কত প্রকার ও অব্যাকৃত কত প্রকার? গোত্রভূধর্ম কুশল পনেরো প্রকার, অব্যাকৃত তিন প্রকার। গোত্রভূধর্ম অকুশল নেই।

সামিষ আর নিরামিষ, প্রণিহিত আর অপ্রণিহিত।
সংযুক্ত আর বিসংযুক্ত, উত্থিত আর অনুত্থিত॥
অষ্ট সমাধির প্রত্যয়, দশ জ্ঞানের গোচর।
আঠারো গোত্রভূধর্ম, উত্তীর্ণ বিমোক্ষ প্রত্যয়॥
এই আঠারো প্রকার, প্রজ্ঞা যার পরিচিত।
কুশল উত্থান-বিবর্তনে, নানা দৃষ্টিতে অকম্পিত॥

এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"বাহ্যিক উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞাই গোত্রভূ-জ্ঞান।"

গোত্রভূ-জ্ঞান বর্ণনা দশম সমাপ্ত

১১. মার্গজ্ঞান বর্ণনা

৬১. উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান কীরূপ? স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে

দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।" অভিনিরোপনার্থে সম্যক সংকল্প মিথ্যা সংকল্প হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

পরিগ্রহণার্থে সম্যক বাক্য মিথ্যা বাক্য হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

সমুত্থানার্থে সম্যক কর্ম মিথ্যাকর্ম হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

শুদ্ধতার্থে সম্যক জীবিকা মিথ্যা জীবিকা হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

প্রগ্রহার্থে (উদ্যমার্থে) সম্যক ব্যায়াম মিথ্যা ব্যায়াম হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

উপস্থাপনার্থে সম্যক স্মৃতি মিথ্যাস্মৃতি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি মিথ্যা সমাধি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ, স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন এবং স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন এবং অনুসহগত

কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

৬২. অজাত দহে জাত দ্বারা, তদ্বারা ধ্যান বলে;
ধ্যান-বিমোক্ষে কুশলতা, অকম্পিত নানা দৃষ্টিতে।
একাগ্রতায় বিদর্শন করে, কেন্দ্রীভূত করে বিদর্শনকালে;
বিদর্শন-শমথে একসাথে হয়, সমভাগ যুগনদ্ধ বলে।
দুঃখ-সুখ উভয়ে সংস্কার, নিরোধই দর্শন;
উভয় হতে জাত প্রজ্ঞা, অমৃতপদ করে অর্জন।
নানাভাবে কোবিদ জন বিমোক্ষচর্যা জানে;
দুই জ্ঞানের কুশলতা, অকম্পিত নানা দৃষ্টিতে।

তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"উভয় উত্থান-বিবর্তনে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

মার্গজ্ঞান বর্ণনা একাদশ সমাপ্ত

১২. ফলজ্ঞান বর্ণনা

৬৩. প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি-প্রজ্ঞা ফলে জ্ঞান কীরূপ? স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

অভিনিরোপনার্থে (মনোনিবেশার্থে) সম্যক সংকল্প মিথ্যা সংকল্প হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

পরিগ্রহণার্থে সম্যক বাক্য মিথ্যা বাক্য হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

সমুত্থানার্থে সম্যক কর্ম মিথ্যা কর্ম হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

শুদ্ধতার্থে সম্যক জীবিকা মিথ্যা জীবিকা হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

প্রগ্রহার্থে (উদ্যমার্থে) সম্যক ব্যায়ম মিথ্যাব্যায়াম হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

উপস্থাপনার্থে সম্যক স্মৃতি মিথ্যাস্মৃতি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি মিথ্যাসমাধি হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন এবং স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন এবং অনুসহগত কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল।

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপনার্থে সম্যক সমাধি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুবর্তনকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এভাবে প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি হতে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এটা মার্গের ফল। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে

প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“প্রয়োগ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি-প্রজ্ঞা ফলে জ্ঞান।”

ফলজ্ঞান বর্ণনা দ্বাদশ সমাপ্ত

১৩. বিমুক্তিজ্ঞান বর্ণনা

৬৪. ছিন্ন সংসারাবর্তন অনুদর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান কীরূপ? স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তের সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয় এই উপক্লেশসমূহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন হয়। এই পঞ্চ উপক্লেশের দ্বারা অভিভূত চিত্ত তখন বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়। সেই বিমুক্তি জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“ছিন্ন সংসারাবর্তন দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান।”

সকৃদাগামীমার্গ লাভের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তের স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় এই উপক্লেশসমূহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন হয়। এ চার প্রকার উপক্লেশের দ্বারা অভিভূত চিত্ত তখন বিমুক্ত, সবিমুক্ত হয়। সেই বিমুক্তি জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“ছিন্ন সংসারাবর্তন দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান।”

অনাগামীমার্গ লাভের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তের অনুসংহগত (বা সূক্ষ্ম) কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় এই উপক্লেশসমূহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন হয়। এ চার প্রকার উপক্লেশের দ্বারা অভিভূত চিত্ত তখন বিমুক্ত, সবিমুক্ত হয়। সেই বিমুক্তি জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“ছিন্ন সংসারাবর্তন দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান।”

অর্হত্ত্বমার্গ লাভের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তের রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যাশয় এই উপক্লেশসমূহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন হয়। এ আট প্রকার উপক্লেশের দ্বারা অভিভূত চিত্ত তখন বিমুক্ত, সবিমুক্ত হয়। সেই বিমুক্তি জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“ছিন্ন সংসারাবর্তন দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান।” তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“ছিন্ন সংসারাবর্তন দর্শনে প্রজ্ঞা বিমুক্তিজ্ঞান।”

বিমুক্তিজ্ঞান বর্ণনা ত্রয়োদশ সমাপ্ত

১৪. প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান বর্ণনা

৬৫. তৎমুহূর্তে সমুৎপন্ন ধর্ম দর্শনে প্রজ্ঞা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান কীরূপ?

স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শনের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক দৃষ্টি সমুৎপন্ন (আবির্ভূত) হয়। অভিনিরোপন বা অধ্যবসায়ের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক সংকল্প সমুৎপন্ন হয়। পরিগ্রহণের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক বাক্য সমুৎপন্ন হয়। সমুত্থানের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক কর্ম সমুৎপন্ন হয়। পরিশোধনের জন্য তৎক্ষণে সম্যক জীবিকা সমুৎপন্ন হয়। উদ্যমের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক ব্যায়াম সমুৎপন্ন হয়। উপস্থাপন বা মনোযোগের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক স্মৃতি সমুৎপন্ন হয়। অবিক্ষেপের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক সমাধি সমুৎপন্ন হয়।

উপস্থাপনার্থে তৎক্ষণে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। প্রবিচয় বা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরীক্ষার জন্য তৎক্ষণে ধর্মবিচার সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। উদ্যমের জন্য তৎক্ষণে বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। স্ফুরণের জন্য তৎক্ষণে প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। উপশমের জন্য তৎক্ষণে প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। অবিক্ষেপের জন্য তৎক্ষণে সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। বিবেচনার জন্য তৎক্ষণে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়।

অশ্রদ্ধায় বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে শ্রদ্ধাবল সমুৎপন্ন হয়। আলস্যে বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে বীর্যবল সমুৎপন্ন হয়। প্রমাদে বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে স্মৃতিবল সমুৎপন্ন হয়। চাঞ্চল্যে বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে সমাধিবল সমুৎপন্ন হয়। অবিদ্যায় বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে প্রজ্ঞাবল সমুৎপন্ন হয়।

অধিমোক্ষের জন্য তৎক্ষণে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। উদ্যমের জন্য তৎক্ষণে বীর্যেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। উপস্থানের জন্য তৎক্ষণে স্মৃতিন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। অবিক্ষেপের জন্য তৎক্ষণে সমাধি-ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। দর্শনের জন্য তৎক্ষণে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়।

আধিপত্যের জন্য তৎক্ষণে ইন্দ্রিয়সমূহ সমুৎপন্ন হয়। বিচলিত না হবার জন্য তৎক্ষণে বলসমূহ সমুৎপন্ন হয়। মুক্তির জন্য তৎক্ষণে সম্বোজ্ঝাঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। হেতুর জন্য তৎক্ষণে মার্গ সমুৎপন্ন হয়। উপস্থাপনের জন্য তৎক্ষণে স্মৃতিপ্রস্থান সমুৎপন্ন হয়। প্রচেষ্টার জন্য তৎক্ষণে সম্যক প্রধান সমুৎপন্ন হয়। সমৃদ্ধির জন্য তৎক্ষণে ঋদ্ধিপাদ সমুৎপন্ন হয়। যথার্থ বা প্রকৃতের জন্য তৎক্ষণে সত্য সমুৎপন্ন হয়। অবিক্ষেপের জন্য জন্য তৎক্ষণে শমথ সমুৎপন্ন হয়। অনুদর্শন বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দর্শনের জন্য তৎক্ষণে বিদর্শন সমুৎপন্ন হয়। একরসের জন্য তৎক্ষণে শমথ-বিদর্শন সমুৎপন্ন হয়। অপরিবর্তনের জন্য তৎক্ষণে যুগপৎ সমুৎপন্ন হয়। সংবরের জন্য তৎক্ষণে

শীলবিশুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। অবিক্ষেপের জন্য তৎক্ষণে চিত্তবিশুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। দর্শনের জন্য তৎক্ষণে দৃষ্টিবিশুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। বিমুক্তির জন্য তৎক্ষণে বিমোক্ষ সমুৎপন্ন হয়। প্রতিবেধ বা পরিজ্ঞানের জন্য তৎক্ষণে বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়। পরিত্যাগের জন্য তৎক্ষণে বিমুক্তি সমুৎপন্ন হয়। সমুচ্ছেদের জন্য তৎক্ষণে ক্ষয়জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

মূলের দ্বারা তৎক্ষণে ছন্দ সমুৎপন্ন হয়। সমুত্থানের দ্বারা তৎক্ষণে মনোযোগ সমুৎপন্ন হয়। সংযোগের দ্বারা তৎক্ষণে স্পর্শ সমুৎপন্ন হয়। সংযুক্তের দ্বারা তৎক্ষণে বেদনা সমুৎপন্ন হয়। প্রধানের দ্বারা তৎক্ষণে সমাধি সমুৎপন্ন হয়। আধিপত্যের দ্বারা তৎক্ষণে স্মৃতি সমুৎপন্ন হয়। তদ্‌শ্রেষ্ঠের দ্বারা তৎক্ষণে প্রজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়। সার বা সারবোধের দ্বারা তৎক্ষণে বিমুক্তি সমুৎপন্ন হয়। পর্যাবসানের দ্বারা তৎক্ষণে অমৃতময় নির্বাণ সমুৎপন্ন হয়। ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে যোগী প্রত্যবেক্ষণ করে—তৎক্ষণে এসব ধর্ম তাঁর সমুৎপন্ন হয়।

স্রোতাপত্তিফলক্ষণে দর্শনের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক দৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়। অভিনিরোপন বা অধ্যবসায়ের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক সংকল্প সমুৎপন্ন হয়... প্রতিপ্রশ্রদ্ধির দ্বারা তৎক্ষণে অনুৎপন্ন বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। মূলের দ্বারা তৎক্ষণে ছন্দ সমুৎপন্ন হয়। সমুত্থানের দ্বারা তৎক্ষণে মনোযোগ সমুৎপন্ন হয়। সংযোগের দ্বারা তৎক্ষণে স্পর্শ সমুৎপন্ন হয়। সংযুক্তের দ্বারা তৎক্ষণে বেদনা সমুৎপন্ন হয়। প্রধানের দ্বারা তৎক্ষণে সমাধি সমুৎপন্ন হয়। আধিপত্যের দ্বারা তৎক্ষণে স্মৃতি সমুৎপন্ন হয়। তদ্‌শ্রেষ্ঠের দ্বারা তৎক্ষণে প্রজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়। সার বা সারবোধের দ্বারা তৎক্ষণে বিমুক্তি সমুৎপন্ন হয়। পর্যাবসানের দ্বারা তৎক্ষণে অমৃতময় নির্বাণ সমুৎপন্ন হয়। ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে যোগী প্রত্যবেক্ষণ করে—তৎক্ষণে এসব ধর্ম তাঁর সমুৎপন্ন হয়।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে... সমৃদাগামীফলক্ষণে... অনাগামীমার্গক্ষণে... অনাগামীফলক্ষণে... অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক দৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়... সমুচ্ছেদের জন্য তৎক্ষণে ক্ষয়জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। মূলের দ্বারা তৎক্ষণে ছন্দ সমুৎপন্ন হয়... পর্যাবসানের দ্বারা তৎক্ষণে অমৃতময় নির্বাণ সমুৎপন্ন হয়। ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে যোগী প্রত্যবেক্ষণ করে—তৎক্ষণে এসব ধর্ম তাঁর সমুৎপন্ন হয়।

অর্হত্ত্বফলক্ষণে দর্শনের দ্বারা তৎক্ষণে সম্যক দৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়... প্রতিপ্রশ্রদ্ধির দ্বারা তৎক্ষণে অনুৎপন্ন বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। মূলের দ্বারা তৎক্ষণে ছন্দ সমুৎপন্ন হয়... পর্যাবসানের দ্বারা তৎক্ষণে অমৃতময় নির্বাণ

সমুৎপন্ন হয়। ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে যোগী প্রত্যবেক্ষণ করে—তৎক্ষণে এসব ধর্ম তাঁর সমুৎপন্ন হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"তৎমুহূর্তে সমুৎপন্ন ধর্ম দর্শনে প্রজ্ঞা প্রত্যবেক্ষণে জ্ঞান।"

প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান বর্ণনা চতুর্দশ সমাপ্ত

১৫. বস্তু নানাত্ব জ্ঞান বর্ণনা

৬৬. অধ্যাত্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা বস্তু-নানাত্বে জ্ঞান কীরূপ? আধ্যাত্ম ধর্ম কীরূপে বিশ্লেষিত হয়? আধ্যাত্মিক চক্ষু বিশ্লেষিত হয়। আধ্যাত্মিক শ্রোত্র বিশ্লেষিত হয়। আধ্যাত্মিক ঘ্রাণ বিশ্লেষিত হয়। আধ্যাত্মিক জিহ্বা বিশ্লেষিত হয়। আধ্যাত্মিক কায় বিশ্লেষিত হয়। আধ্যাত্মিক মন বিশ্লেষিত হয়।

অধ্যাত্মিক চক্ষু কীরূপে বিশ্লেষিত হয়? চক্ষু অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বলে বিশ্লেষিত হয়। চক্ষু উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। চক্ষু সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়, চক্ষু সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; চক্ষু অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়; চক্ষু অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী ও বলে বিশ্লেষিত হয়। চক্ষু অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে বিশ্লেষিত হয়, সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে বিশ্লেষিত হয়, আত্মরূপে নয়; বিরক্ত হয়, আনন্দিত হয় না; অনাসক্ত হয়, আসক্ত হয় না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে বিশ্লেষণকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে বিশ্লেষণকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে, অনাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে উৎপত্তি ত্যাগ হয়, পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে আধ্যাত্মিক চক্ষু বিশ্লেষিত হয়।

কীরূপে অধ্যাত্মিক শ্রোত্র বিশ্লেষিত হয়? শ্রোত্র অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়,... এরূপে আধ্যত্মিক শ্রোত্র বিশ্লেষিত হয়। কীরূপে অধ্যাত্মিক ঘ্রাণ বিশ্লেষিত হয়? ঘ্রাণ অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়,... এরূপে আধ্যত্মিক ঘ্রাণ বিশ্লেষিত হয়। কীরূপে জিহ্বা অধ্যাত্মিক বিশ্লেষিত হয়? জিহ্বা অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, জিহ্বা তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত

হয়, জিহ্বা কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, জিহ্বা আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, জিহ্বা চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বলে বিশ্লেষিত হয়। জিহ্বা উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। জিহ্বা সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়; জিহ্বা বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়; জিহ্বা সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; জিহ্বা অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়; জিহ্বা অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী ও বলে বিশ্লেষিত হয়। জিহ্বা অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে আধ্যত্মিক জিহ্বা বিশ্লেষিত হয়।

কীরূপে অধ্যাত্মিক কায় বিশ্লেষিত হয়? কায় অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, কায় তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, কায় কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, কায় আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, কায় চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বলে বিশ্লেষিত হয়। কায় উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। কায় সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়; কায় বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়; কায় সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; কায় অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়; কায় অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী ও বলে বিশ্লেষিত হয়। কায় অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে বিশ্লেষিত হয়, সুখরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে বিশ্লেষণকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে আধ্যত্মিক কায় বিশ্লেষিত হয়।

কীরূপে অধ্যাত্মিক মন বিশ্লেষিত হয়? মন অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, মন তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, মন কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, মন আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, মন চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বলে বিশ্লেষিত হয়। মন উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। মন সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়; মন বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়; মন সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; মন অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়; মন অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী ও বলে বিশ্লেষিত হয়। মন অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে বিশ্লেষিত

হয়, সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে বিশ্লেষিত হয়, আত্মরূপে নয়; বিরক্ত হয়, আনন্দিত হয় না; অনাসক্ত হয়, আসক্ত হয় না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে বিশ্লেষণকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে বিশ্লেষণকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে, অনাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোকালে উৎপত্তি ত্যাগ হয়, পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে আধ্যত্মিক মন বিশ্লেষিত হয়। এভাবে অধ্যাত্মধর্ম বিশ্লেষিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অধ্যাত্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা বস্তু-নানাত্বে জ্ঞান।"

বস্তুনানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা পঞ্চদশ সমাপ্ত

১৬. গোচর-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা

৬৭. বাহ্যিক বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা গোচর-নানাত্বে জ্ঞান কীরূপ? বাহ্যিক ধর্ম কীরূপে বিশ্লেষিত হয়? বাহ্যিক রূপ বিশ্লেষিত হয়, বাহ্যিক শব্দ বিশ্লেষিত হয়, বাহ্যিক গন্ধ বিশ্লেষিত হয়, বাহ্যিক রস বিশ্লেষিত হয়, বাহ্যিক স্পর্শ বিশ্লেষিত হয়, বাহ্যিক ধর্ম বিশ্লেষিত হয়।

বাহ্যিক রূপ কীরূপে বিশ্লেষিত হয়? রূপ অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, রূপ তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, রূপ কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, রূপ আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, রূপ চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বিশ্লেষিত হয়, রূপ উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়, রূপ সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। রূপ বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়, রূপ সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; রূপ অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। রূপ অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। রূপ অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে বিশ্লেষিত হয়, সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে বিশ্লেষিত হয়, আত্মরূপে নয়; বিরক্ত হয়, আনন্দিত হয় না; অনাসক্ত হয়, আসক্ত হয় না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে বিশ্লেষণকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে বিশ্লেষণকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে, অনাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে উৎপত্তি ত্যাগ করে,

পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে বাহ্যিক রূপ বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে বাহ্যিক শব্দ বিশ্লেষিত হয়? শব্দ অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়,... শব্দ চারি মহাভূতকে আশ্রয় করে বিশ্লেষিত হয়, শব্দ উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়, শব্দ সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। শব্দ বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়, শব্দ সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; শব্দ অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। শব্দ অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। শব্দ অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়;... এভাবে বাহ্যিক শব্দ বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে বাহ্যিক্য গন্ধ বিশ্লেষিত হয়? গন্ধ অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, গন্ধ তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়,... এভাবে বাহ্যিক গন্ধ বিশ্লেষিত হয়। কীভাবে বাহ্যিক রস বিশ্লেষিত হয়? রস অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, রস তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়,... এভাবে বাহ্যিক রস বিশ্লেষিত হয়। কীভাবে বাহ্যিক স্প্রষ্টব্য বিশ্লেষিত হয়? স্প্রষ্টব্য অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, স্প্রষ্টব্য তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, স্প্রষ্টব্য কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, স্প্রষ্টব্য আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, স্প্রষ্টব্য উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়, স্প্রষ্টব্য সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়... এভাবে বাহ্যিক স্প্রষ্টব্য বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে বাহ্যিক ধর্ম বিশ্লেষিত হয়? ধর্ম অবিদ্যা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, ধর্ম তৃষ্ণা-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, ধর্ম কর্ম-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, ধর্ম আহার-সম্ভূত বলে বিশ্লেষিত হয়, ধর্ম উৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়, ধর্ম সমুৎপন্ন হয় বলে বিশ্লেষিত হয়। ধর্ম বর্তমানেও সম্ভূত না হয়ে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভূত না হয়ে বিশ্লেষিত হয়। ধর্ম সসীমরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে বিশ্লেষিত হয়; রূপ অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। ধর্ম অনিত্য, সঙ্খ্যাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী বলে বিশ্লেষিত হয়। ধর্ম অনিত্যরূপে বিশ্লেষিত হয়, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে বিশ্লেষিত হয়, সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে বিশ্লেষিত হয়, আত্মরূপে নয়; বিরক্ত হয়, আনন্দিত হয় না; অনাসক্ত হয়, আসক্ত হয় না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে বিশ্লেষণকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে বিশ্লেষণকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তকালে আনন্দ ত্যাগ করে, অনাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে উৎপত্তি

ত্যাগ করে, পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এরূপে বাহ্যিক ধর্ম বিশ্লেষিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“বাহ্যিক বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা গোচর-নানাত্বে জ্ঞান।”

গোচর-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা ষষ্ঠদশ সমাপ্ত

১৭. চর্যা-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা

৬৮. চর্যা বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা চর্যা-নানাত্বে জ্ঞান কীরূপ? ‘চর্যা’ মানে তিন প্রকার চর্যা। যথা : বিজ্ঞান চর্যা, অজ্ঞান চর্যা ও জ্ঞান চর্যা।

বিজ্ঞানচর্যা কী? দর্শনের জন্য রূপসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। দর্শনের জন্য রূপসমূহে চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। দৃষ্টতাহেতু রূপসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু রূপসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা। শ্রবণের জন্য শব্দসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। শ্রবণের জন্য শব্দসমূহে শ্রোত্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। শ্রবণহেতু শব্দসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু শব্দসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা। আঘ্রাণের জন্য গন্ধসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। আঘ্রাণের জন্য গন্ধসমূহে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। আঘ্রাণহেতু গন্ধসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু গন্ধসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা। রস আস্বাদনের জন্য রসসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। রস আস্বাদনের জন্য রসসমূহে জিহ্বা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। রস আস্বাদনহেতু রসসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু রসসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা। স্পর্শের জন্য স্প্রষ্টব্যসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। স্পর্শের জন্য স্প্রষ্টব্যসমূহে কায়বিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। স্পর্শহেতু স্প্রষ্টব্যসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু স্প্রষ্টব্যসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা। বিজাননের জন্য ধর্মসমূহে বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা। বিজাননের জন্য ধর্মসমূহে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্যা। বিজাননহেতু ধর্মসমূহে অভিনিরোপন বিপাক-মনোধাতু বিজ্ঞানচর্যা। অভিনিরোপনহেতু ধর্মসমূহে বিপাক-মনোবিজ্ঞানধাতু বিজ্ঞানচর্যা।

৬৯. ‘বিজ্ঞানচর্যা’ মানে কী কারণে বিজ্ঞানচর্যা? রাগহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, দ্বেষহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা,

মোহহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, মানহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, মিথ্যাদৃষ্টিহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, চাঞ্চল্যহীনভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, বিচিকিৎসাহীন হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, অনুশয়হীন হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, রাগ বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, দ্বেষ বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, মোহ বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, মান বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, মিথ্যাদৃষ্টি বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, চঞ্চলতা বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, বিচিকিৎসা বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, অনুশয় বিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা। কুশলকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, অকুশলকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, সদোষ কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, নির্দোষ কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, কৃষ্ণকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, শুক্লকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, সুখুদ্রেক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, দুঃখুদ্রেক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, সুখবিপাক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, দুঃখবিপাক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, বিজ্ঞাতে বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানচর্যা, বিজ্ঞানের এরূপ চর্যা হয় বলে বিজ্ঞানচর্যা, প্রকৃত-বিশুদ্ধ চিত্ত ক্লেশহীন বলে বিজ্ঞানচর্যা। এটাই বিজ্ঞানচর্যা।

অজ্ঞানচর্যা কী? মনোজ্ঞ রূপসমূহে আসক্তি জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; আসক্তির জবনা অজ্ঞানচর্যা। অমনোজ্ঞ রূপসমূহে দোষ বা দ্বেষ জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; দ্বেষের জবনা অজ্ঞানচর্যা। তদুভয় দ্বারা বিবেচনাহীনতা বিষয়ে মোহ জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; মোহের জবনা অজ্ঞানচর্যা। আবদ্ধ মান জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; মানের জবনা অজ্ঞানচর্যা। পরামৃষ্ট দৃষ্টি জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; দৃষ্টির জবনা অজ্ঞানচর্যা। বিক্ষেপগত চঞ্চলতা জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; চঞ্চলতার জবনা অজ্ঞানচর্যা। অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (অনিট্ঠঙ্গতায) বিচিকিৎসা জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; বিচিকিৎসা জবনা অজ্ঞানচর্যা। বলগত অনুশয় জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; অনুশয়ের জবনা অজ্ঞানচর্যা।

মনোজ্ঞ শব্দসমূহে... মনোজ্ঞ গন্ধসমূহে... মনোজ্ঞ রসসমূহে... মনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যসমূহে... মনোজ্ঞ ধর্মসমূহে আসক্তি জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; আসক্তির জবনা অজ্ঞানচর্যা। অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহে দোষ বা দ্বেষ জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; দ্বেষের জবনা অজ্ঞানচর্যা। তদুভয় দ্বারা বিবেচনাহীনতা বিষয়ে মোহ জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; মোহের জবনা অজ্ঞানচর্যা। আবদ্ধ মান জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; মানের জবনা অজ্ঞানচর্যা। পরামৃষ্ট দৃষ্টি জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; দৃষ্টির জবনা অজ্ঞানচর্যা। বিক্ষেপগত চঞ্চলতা জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; চঞ্চলতার জবনা অজ্ঞানচর্যা। অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (অনিট্‌ঠঙ্গতায) বিচিকিৎসা জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; বিচিকিৎসা জবনা অজ্ঞানচর্যা। বলগত অনুশয় জবনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; অনুশয়ের জবনা অজ্ঞানচর্যা।

৭০. 'অজ্ঞানচর্যা' মানে কী কারণে অজ্ঞানচর্যা? রাগযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, দ্বেষযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, মোহযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, মানযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, চঞ্চলতাযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, বিচিকিৎসাযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, অনুশয়যুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা। রাগসম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, দ্বেষসম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, মোহসম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা। মানসম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, চঞ্চলতা-সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, অনুশয়-সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা। কুশলকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, অকুশলকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, সদোষ কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, নির্দোষ কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, কৃষ্ণকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, শুক্লকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, সুখুদ্রেক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, দুঃখ-উদ্রেক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, সুখবিপাক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে অজ্ঞানচর্যা, দুঃখবিপাক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে

বলে অজ্ঞানচর্যা। এভাবে অজ্ঞানের চর্যা হয় বলে অজ্ঞানচর্যা। এটাই অজ্ঞানচর্যা।

৭১. জ্ঞানচর্যা কী? অনিত্যানুদর্শনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; অনিত্যানুদর্শন জ্ঞানচর্যা। দুঃখানুদর্শনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; দুঃখানুদর্শন জ্ঞানচর্যা। অনাত্মানুদর্শনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; অনাত্মানুদর্শন জ্ঞানচর্যা। নির্বেদানুদর্শনের জন্য... বিরাগানুদর্শনের জন্য... নিরোধানুদর্শনের জন্য... পরিত্যাগানুদর্শনের জন্য... ক্ষয়ানুদর্শনের জন্য... ব্যায়ানুদর্শনের জন্য... বিপরিণামানুদর্শনের জন্য... অনিমিত্তানুদর্শনের জন্য... অপ্রণিহিতানুদর্শনের জন্য... শূন্যতানুদর্শনের জন্য... অধিপ্রজ্ঞা ধর্মানুদর্শনের জন্য... যথাভূতজ্ঞানানুদর্শনের জন্য... আদীনবানুদর্শনের জন্য... প্রতিসঙ্খানুদর্শনের জন্য বর্ণিত আবর্জনক্রিয়া বিজ্ঞানচর্যা; প্রতিসঙ্খানুদর্শন জ্ঞানচর্যা। বিবর্তনানুদর্শন জ্ঞানচর্যা। স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানচর্যা, স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, সকৃদাগামীমার্গ জ্ঞানচর্যা, সকৃদাগামীফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, অনাগামীমার্গ জ্ঞানচর্যা, অনাগামীফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানচর্যা, অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা।

'জ্ঞানচর্যা' মানে কী কারণে জ্ঞানচর্যা? রাগহীনভাবে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, দ্বেষহীনভাবে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা... অনুশয়হীন হয়ে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা। রাগবিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, দ্বেষবিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, মোহবিপ্রযুক্তভাবে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা। মানবিপ্রযুক্তভাবে... মিথ্যাদৃষ্টি বিপ্রযুক্তভাবে... চঞ্চলতা বিপ্রযুক্তভাবে... বিচিকিৎসা বিপ্রযুক্তভাবে... অনুশয় বিপ্রযুক্তভাবে... কুশলকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে... অকুশলকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে... সদোষ কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে... নির্দোষ কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে... কৃষ্ণকর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে... শুক্লকর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে... সুখুদ্রেক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে... দুঃখুদ্রেক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে... সুখবিপাক কর্মে সম্প্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, দুঃখবিপাক কর্মে বিপ্রযুক্ত হয়ে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, জ্ঞাতে বিচরণ করে বলে জ্ঞানচর্যা, জ্ঞানের এরূপ চর্যা হয় বলে জ্ঞানচর্যা। এটাই বিজ্ঞানচর্যা। বিজ্ঞানচর্যা, অজ্ঞানচর্যা, জ্ঞানচর্যা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বা আলাদা। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"চর্যা বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা চর্যা-নানাত্বে জ্ঞান।"

চর্যা-নানাত্ব জ্ঞান বর্ণনা সপ্তদশ সমাপ্ত

১৮. ভূমি-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা

৭২. চতুর্ধর্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা ভূমি-নানাত্বে জ্ঞান কী? ভূমি চার প্রকার; যথা : কামাবচর ভূমি, রূপাবচর ভূমি, অরূপাবচর ভূমি, লোকোত্তর ভূমি।

কামাবচর ভূমি কী? নিম্নে অবীচি মহানিরয়ের শেষ অবধি হতে ঊর্ধ্বে পরনির্মিতবশবর্তী দেবলোকের শেষ পর্যন্ত, এর মধ্যে অন্তর্গত স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এটাই কামাবচর ভূমি।

রূপাবচর ভূমি কী? নিম্নে ব্রহ্মপরিষদ দেবলোকের (ব্রহ্মালোকের) শেষ অবধি হতে ঊর্ধ্বে অকনিট্‌ঠ দেবলোকের শেষ অবধি এর মধ্যে অন্তর্গত, সমাপন্ন, উৎপন্ন ও ইহজন্মে (দৃষ্টধর্মে) সুখে অবস্থানকারীর চিত্ত, চৈতসিক ধর্ম—এটাই রূপাবচর ভূমি।

অরূপাবচর ভূমি কী? নিম্নে আকাশ-অনন্ত-আয়তন দেবলোকের শেষ অবধি হতে ঊর্ধ্বে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন দেবলোকের শেষ অবধি এর মধ্যে অন্তর্গত, সমাপন্ন, উৎপন্ন ও দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীর চিত্ত, চৈতসিক ধর্ম—এটাই অরূপাবচর ভূমি।

লোকোত্তর ভূমি কী? লোকোত্তর মার্গ, মার্গফল, অসংস্কৃত ও ধাতু (নির্বাণধাতু)—এটাই লোকোত্তর ভূমি। এই চার প্রকার ভূমি।

অপর চার প্রকার ভূমি হলো, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, চারি ধ্যান, চারি অপ্রমাণ্য, চারি অরূপ-সমাপত্তি, চারি প্রতিসম্ভিদা, চারি প্রতিপদা, চারি আলম্বন, চারি আর্যবংশ, চারি সংগ্রহের (বা সহানুভূতি প্রদর্শনের) বিষয়[১], চারি চক্র বা ধর্মচক্র, চারি ধর্মপদ—এগুলোই চার প্রকার ভূমি। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"চতুর্ধর্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা ভূমি-নানাত্বে জ্ঞান।"

ভূমি-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা অষ্টদশ সমাপ্ত

১৯. ধর্মনানাত্ব-জ্ঞান বর্ণনা

৭৩. নবধর্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা ধর্ম-নানাত্বে জ্ঞান কী? আর কীভাবে ধর্মে বিশ্লেষিত হয়? কামাবচর ধর্মে কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়, অকুশলরূপে

---

[১]। দান (দান বা উদারতা), প্রিয়বাক্য (প্রিয়বাক্য বা সদয় আলাপ), অত্থচরিয (কার্যকারিতা) জীবন (অর্থাৎ বিচক্ষণ আচার, ন্যায়পরতা), সমানত্ততা (নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা, সাম্যতা অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি অনুভূতিতে সমতা)—এই চারি সংগ্রহ বিষয়।

বিশ্লেষিত হয়, অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। রূপাবচর ধর্মে কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়, অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। অরূপাবচর ধর্মে কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়, অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। লোকোত্তর ধর্মে কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়, অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে কামাবচর ধর্মে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়? দশ প্রকার কুশলকর্মপথে কুশলরূপে বিশ্লেষণ করে, দশ প্রকার অকুশলকর্মপথে অকুশলরূপে বিশ্লেষণ করে; রূপ, বিপাক, ক্রিয়াকে অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষণ করে। এভাবে কামাবচর ধর্মে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে রূপাবচর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়? এখানে (মনুষ্যলোকে) স্থিত ব্যক্তির চার প্রকার রূপধ্যান কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়। তথায় (ব্রহ্মলোকে) উৎপন্ন সত্ত্বের চার প্রকার রূপধ্যান অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। এভাবে রূপাবচর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে অরূপাবচর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়? এখানে (মনুষ্যলোকে) স্থিত ব্যক্তির চার প্রকার অরূপাবচর-সমাপত্তি কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয়। তথায় (ব্রহ্মলোক) উৎপন্ন সত্ত্বের চার প্রকার অরূপাবচর-সমাপত্তি অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। এভাবে অরূপাবচর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়।

কীভাবে লোকোত্তর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়? চার প্রকার আর্যমার্গ কুশলরূপে বিশ্লেষিত হয় এবং চার প্রকার শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। এভাবে লোকোত্তর ধর্মে কুশল ও অব্যাকৃতরূপে বিশ্লেষিত হয়। ধর্মে এরূপে বিশ্লেষিত হয়।

আনন্দমূলক ধর্ম নয় প্রকার। অনিত্যে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়। আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনার কায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়, সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তে যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে। যথাভূতভাবে জেনে ও দর্শন করে নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। সেই নির্বেদ প্রাপ্তিতে (জগতের সমস্ত কিছুর প্রতি) নিরুৎসাহিত হয় এবং বিরাগ হতেও বিমুক্ত হয়। দুঃখে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... অনাত্মতে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... এবং বিরাগ হতেও বিমুক্ত হয়।

রূপকে অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... রূপকে

দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... রূপকে অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চক্ষুকে... জরা-মরণকে অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়। আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনার কায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়, সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তে যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে। যথাভূতভাবে জেনে ও দর্শন করে নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। সেই নির্বেদ প্রাপ্তিতে (জগতের সমস্ত কিছুর প্রতি) নিরুৎসাহিত হয় এবং বিরাগ হতেও বিমুক্ত হয়। এগুলোই নয় প্রকার আনন্দমূলক ধর্ম।

৭৪. সম্যক মনোযোগমূলক ধর্ম নয় প্রকার। অনিত্যরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনার কায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্ত কায়ার সুখ অনুভূত হয়, সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তের দ্বারা "এটা দুঃখ" বলে যথাভূতভাবে জানে, "এটা দুঃখ-সমুদয়" বলে যথাভূতভাবে জানে, "এটা দুঃখ-নিরোধ" বলে যথাভূতভাবে জানে এবং "এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা" বলে যথাভূতভাবে জানে। দুঃখরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনার কায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়, সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তের দ্বারা "এটা দুঃখ" বলে যথাভূতভাবে জানে, "এটা দুঃখ-সমুদয়" বলে যথাভূতভাবে জানে, "এটা দুঃখ-নিরোধ" বলে যথাভূতভাবে জানে এবং "এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা" বলে যথাভূতভাবে জানে। অনাত্মরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়...।

রূপকে অনিত্যরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... রূপকে দুঃখরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... রূপকে অনাত্মরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চক্ষুকে... জরা-মরণকে অনিত্যরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... জরা-মরণকে দুঃখরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়... জরা-মরণকে অনাত্মরূপে সম্যকভাবে মনোনিবেশ করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়। আনন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনার কায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়, সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সমাহিত

চিত্তে যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে। যথাভূতভাবে জেনে ও দর্শন করে নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। সেই নির্বেদপ্রাপ্তিতে (জগতের সমস্ত কিছুর প্রতি) নিরুৎসাহিত হয় এবং বিরাগ হতেও বিমুক্ত হয়। এগুলোই নয় প্রকার সম্যক মনোযোগমূলক ধর্ম।

নানাত্ব নয় প্রকার; যথা : ধাতু-নানাত্ব প্রত্যয়ে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্ব প্রত্যয়ে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, বেদনা-নানাত্ব প্রত্যয়ে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্ব প্রত্যয়ে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্ব প্রত্যয়ে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্ব প্রত্যয়ে পরিলাহ (মনকষ্ট)--নানাত্ব উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্ব প্রত্যয়ে অনুসন্ধান-নানাত্ব উৎপন্ন হয় এবং অনুসন্ধান-নানাত্ব প্রত্যয়ে লাভ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। এগুলোই নয় প্রকার -নানাত্ব। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"নয়ধর্ম বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা ধর্ম-নানাত্বে জ্ঞান।

ধর্ম-নানাত্ব-জ্ঞান বর্ণানা ঊনবিংশতি সমাপ্ত

২০-২৪. জ্ঞান পঞ্চক বর্ণনা

৭৫. অভিজ্ঞা-প্রজ্ঞা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, পরিজ্ঞান-প্রজ্ঞা তীরণার্থে (বিচারার্থে) জ্ঞান, প্রহান-প্রজ্ঞা পরিত্যাগার্থে জ্ঞান, ভাবনা-প্রজ্ঞা একরসার্থে জ্ঞান ও সাক্ষাৎকরণ-প্রজ্ঞা স্পর্শনার্থে জ্ঞান কীরূপ? যেই যেই ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়, সেই সেই ধর্ম জ্ঞাত হয়। যেই যেই ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়, সেই সেই ধর্ম তীরিত (অতিক্রান্ত) হয়। যেই যেই ধর্ম প্রহীন হয়, সেই সেই ধর্ম পরিত্যক্ত হয়। যেই যেই ধর্ম ভাবিত হয়, সেই সেই ধর্ম একরস হয়। যেই যেই ধর্ম সাক্ষাৎকৃত হয়, সেই সেই ধর্ম স্পর্শিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অভিজ্ঞা-প্রজ্ঞা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, পরিজ্ঞান-প্রজ্ঞা তীরণার্থে জ্ঞান, প্রহান-প্রজ্ঞা পরিত্যাগার্থে জ্ঞান, ভাবনা-প্রজ্ঞা একরসার্থে জ্ঞান ও সাক্ষাৎকরণ-প্রজ্ঞা স্পর্শনার্থে জ্ঞান।"

জ্ঞান পঞ্চক বর্ণনা চর্তুবিংশতি সমাপ্ত

২৫-২৮. প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বর্ণনা

৭৬. অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান কিরূপ?

শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম, বীর্যেন্দ্রিয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় ধর্ম, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়

ধর্ম। অন্য শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম, অন্য বীর্যেন্দ্রিয় ধর্ম, অন্য স্মৃতিন্দ্রিয় ধর্ম, অন্য সমাধিন্দ্রিয় ধর্ম, অন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ধর্ম। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা ধর্ম জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা ধর্ম প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

অধিমোক্ষার্থ অর্থ, প্রগ্রহার্থ বা উদ্যমার্থ অর্থ, উপস্থাপনার্থ অর্থ, অবিক্ষেপার্থ অর্থ, দর্শনার্থ অর্থ। অন্য অধিমোক্ষার্থ অর্থ, অন্য প্রগ্রহার্থ বা উদ্যমার্থ অর্থ, অন্য উপস্থাপনার্থ অর্থ, অন্য অবিক্ষেপার্থ অর্থ, অন্য দর্শনার্থ অর্থ। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা অর্থ জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা অর্থ প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

পাঁচ প্রকার ধর্মে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা; পাঁচ প্রকার অর্থে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা। অন্য ধর্মনিরুক্তি, অন্য অর্থনিরুক্তি। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা নিরুক্তি জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা নিরুক্তি প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

পাঁচ প্রকার ধর্মে জ্ঞান, পাঁচ প্রকার অর্থে জ্ঞান, দশ প্রকার নিরুক্তিতে জ্ঞান। অন্য ধর্মসমূহে জ্ঞান, অন্য অর্থসমূহে জ্ঞান, অন্য নিরুক্তিসমূহে জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা জ্ঞান জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা জ্ঞান প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

৭৭. শ্রদ্ধাবল ধর্ম, বীর্যবল ধর্ম, স্মৃতিবল ধর্ম, সমাধিবল ধর্ম, প্রজ্ঞাবল ধর্ম। অন্য শ্রদ্ধাবল ধর্ম, অন্য বীর্যবল ধর্ম, অন্য স্মৃতিবল ধর্ম, অন্য সমাধিবল ধর্ম, অন্য প্রজ্ঞাবল ধর্ম। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা ধর্ম জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা ধর্ম প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থ অর্থ, আলস্যে অকম্পিতার্থ অর্থ, প্রমাদে অকম্পিতার্থ অর্থ, চঞ্চলতায় অকম্পিতার্থ অর্থ, অবিদ্যায় অকম্পিতার্থ অর্থ। অন্য অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থ অর্থ, অন্য আলস্যে অকম্পিতার্থ অর্থ, অন্য প্রমাদে অকম্পিতার্থ অর্থ, অন্য চঞ্চলতায় অকম্পিতার্থ অর্থ, অন্য অবিদ্যায় অকম্পিতার্থ অর্থ—যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা অর্থ জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা অর্থ প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞাই অর্থ-

প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।"

পাঁচ প্রকার ধর্মে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা; পাঁচ প্রকার অর্থে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা; অন্য ধর্মনিরুক্তি, অন্য অর্থনিরুক্তি। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা নিরুক্তি জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা নিরুক্তি প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

পাঁচ প্রকার ধর্মে জ্ঞান, পাঁচ প্রকার অর্থে জ্ঞান, দশ প্রকার নিরুক্তিতে জ্ঞান। অন্য ধর্মসমূহে জ্ঞান, অন্য অর্থসমূহে জ্ঞান, অন্য নিরুক্তিসমূহে জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা জ্ঞান জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা জ্ঞান প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, ধর্মবিচার সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম। অন্য স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য ধর্মবিচার সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম, অন্য উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা ধর্ম জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা ধর্ম প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

উপস্থাপনার্থ অর্থ, প্রবিচয়ার্থ অর্থ, প্রগ্রহার্থ অর্থ, স্ফুরণার্থ অর্থ, উপশমার্থ অর্থ, অবিক্ষেপার্থ অর্থ, মনোসংযোগার্থ অর্থ। অন্য উপস্থাপনার্থ অর্থ, প্রবিচয়ার্থ অর্থ, অন্য প্রগ্রহার্থ অর্থ, অন্য স্ফুরণার্থ অর্থ, অন্য উপশমার্থ অর্থ, অন্য অবিক্ষেপার্থ অর্থ, অন্য মনোসংযোগার্থ অর্থ। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা অর্থ জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা অর্থ প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

সাত প্রকার ধর্মে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা, সাত প্রকার অর্থে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা। অন্য ধর্মনিরুক্তি, অন্য অর্থনিরুক্তি। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা নিরুক্তি জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা নিরুক্তি প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

সাত প্রকার ধর্মে জ্ঞান, সাত প্রকার অর্থে জ্ঞান, চৌদ্দ প্রকার নিরুক্তিতে জ্ঞান। অন্য ধর্মসমূহে জ্ঞান, অন্য অর্থসমূহে জ্ঞান, অন্য নিরুক্তিসমূহে জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা জ্ঞান জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা জ্ঞান

প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

সম্যক দৃষ্টি ধর্ম, সম্যক সংকল্প ধর্ম, সম্যক বাক্য ধর্ম, সম্যক কর্ম ধর্ম, সম্যক জীবিকা ধর্ম, সম্যক প্রচেষ্টা ধর্ম, সম্যক স্মৃতি ধর্ম, সম্যক সমাধি ধর্ম। অন্য সম্যক দৃষ্টি ধর্ম, অন্য সম্যক সংকল্প ধর্ম, অন্য সম্যক বাক্য ধর্ম, অন সম্যক কর্ম ধর্ম, অন্য সম্যক জীবিকা ধর্ম, অন্য সম্যক প্রচেষ্টা ধর্ম, অন্য সম্যক স্মৃতি ধর্ম, অন্য সম্যক সমাধি ধর্ম। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা ধর্ম জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা ধর্ম প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

দর্শনার্থ অর্থ, অভিনিরোপনার্থ অর্থ, পরিগ্রহার্থ অর্থ, সমুত্থানার্থ অর্থ, পরিশোধনার্থ অর্থ, প্রগ্রহার্থ অর্থ, উপস্থানার্থ অর্থ, অবিক্ষেপার্থ অর্থ। অন্য দর্শনার্থ অর্থ, অন্য অভিনিরোপনার্থ অর্থ, অন্য পরিগ্রহার্থ অর্থ, অন্য সমুত্থানার্থ অর্থ, অন্য পরিশোধনার্থ অর্থ, অন্য প্রগ্রহার্থ অর্থ, অন্য উপস্থানার্থ অর্থ, অন্য অবিক্ষেপার্থ অর্থ। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা অর্থ জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা অর্থ প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

আট প্রকার ধর্মে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা; আট প্রকার অর্থে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি বর্ণনা। অন্য ধর্মনিরুক্তি, অন্য অর্থনিরুক্তি। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা নিরুক্তি জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা নিরুক্তি প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

আট প্রকার ধর্মে জ্ঞান, আট প্রকার অর্থে জ্ঞান, ষোলো প্রকার নিরুক্তিতে জ্ঞান। অন্য ধর্মসমূহে জ্ঞান, অন্য অর্থসমূহে জ্ঞান, অন্য নিরুক্তিসমূহে জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা জ্ঞান প্রতিবিদিত হয়। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।" তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অর্থ-নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। ধর্ম-নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। নিরুক্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। প্রতিভাণ-নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।"

প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান বর্ণনা অষ্টবিশতি সমাপ্ত

২৯-৩১. জ্ঞানত্রয় বর্ণনা

৭৮. বিহার-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহারার্থে জ্ঞান, সমাপত্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা সমাপত্যার্থে জ্ঞান, বিহার-সমাপত্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহার-সমাপত্যার্থে জ্ঞান কীরূপ? নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শন করে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে ব্যয়ভাব দর্শন করে—অনিমিত্ত বিহার। প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শন করে অপ্রণিহিততে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে ব্যয়ভাব দর্শন করে—অপ্রণিহিত বিহার। অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শন করে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে ব্যয়ভাব দর্শন করে—শূন্যতা বিহার।

নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে প্রবর্তন দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্ত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্ত-সমাপত্তি। প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে প্রবর্তন দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অপ্রণিহিত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিত সমাপত্তি। অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে প্রবর্তন দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, শূন্যতা গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতা সমাপত্তি।

নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্ত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি। প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ ও অপ্রণিহিত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিতবিহার-সমাপত্তি। অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অবিনিবিষ্ট হওয়াতে ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ ও শূন্যতা গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি।

৭৯. রূপনিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—অনিমিত্তবিহার। রূপপ্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—অপ্রণিহিত-বিহার। রূপ-অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—শূন্যতা-বিহার।

রূপনিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্তকে গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্ত-সমাপত্তি। রূপপ্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অপ্রণিহিত

গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিত-সমাপত্তি। রূপ-অভিনবিশেকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, শূন্যতা গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতা-সমাপত্তি।

রূপনিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্ত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি। রূপপ্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নির্বাণ, অপ্রণিহিত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিতবিহার-সমাপত্তি। রূপ-অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নির্বাণ, নিরোধ, নির্বাণ ও শূন্যতা গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি।

বেদনানিমিত্তকে... সংজ্ঞানিমিত্তকে... সংস্কারনিমিত্তকে... বিজ্ঞাননিমিত্তকে... চক্ষুনিমিত্তকে... জরা-মরণকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—অনিমিত্তবিহার। জরা-মরণ-প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—অপ্রণিহিত-বিহার। জরা-মরণ-অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে—শূন্যতা-বিহার।

জরা-মরণ-নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্তকে গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্ত-সমাপত্তি। জরা-মরণ-প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, অপ্রণিহিত গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিত-সমাপত্তি। জরা-মরণ-অভিনবিশেকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রবর্তনকে দর্শন করে নিরোধ, নির্বাণ, শূন্যতা গ্রহণপূর্বক সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতা-সমাপত্তি।

জরা-মরণ-নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শনকালে অনিমিত্তে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নিরোধ, নির্বাণ, অনিমিত্ত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি। জরা-মরণ-প্রণিধিকে ভয়রূপে দর্শনকালে অপ্রণিহিতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে,

প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নির্বাণ, অপ্রণিহিত গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—অপ্রণিহিতবিহার-সমাপত্তি। জরা-মরণ-অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শনকালে শূন্যতায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ব্যয়ভাব দর্শন করে, প্রবর্তনকে দর্শনপূর্বক নির্বাণ, নিরোধ, নির্বাণ ও শূন্যতা গ্রহণ করে সমাপত্তিপ্রাপ্ত হয়—শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি। অন্য অনিমিত্তবিহার, অন্য অপ্রণিহিতবিহার, অন্য শূন্যতাবিহার। অন্য অনিমিত্ত-সমাপত্তি, অন্য অপ্রণিহিত-সমাপত্তি, অন্য শূন্যতা-সমাপত্তি। অন্য অনিমিত্তবিহার-সমাপত্তি, অন্য অপ্রণিহিতবিহার-সমাপত্তি, অন্য শূন্যতাবিহার-সমাপত্তি। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"বিহার-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহারার্থে জ্ঞান, সমাপত্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা সমাপত্যার্থে জ্ঞান, বিহার-সমাপত্তি-নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহার-সমাপত্যার্থে জ্ঞান।"

জ্ঞানত্রয় বর্ণনা একতিংশতিমো সমাপ্ত।

৩২. আনন্তরিক-সমাধি-জ্ঞান বর্ণনা

৮০. অবিক্ষেপপরিশুদ্ধিহেতু আসব-সমুচ্ছেদে প্রজ্ঞা আনন্তরিক-সমাধিতে জ্ঞান কীরূপ? নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। সে সমাধিবশে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা আসবসমূহ ক্ষয় হয়। এভাবে প্রথমে শমথ, পরে জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎপত্তি। ঈদৃশ জ্ঞানের দ্বারা আসবসমূহ ক্ষয় হয়। তাই বলা হয়—"অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধতাহেতু আসব-সমুচ্ছেদে প্রজ্ঞা আনন্তরিক-সমাধিতে জ্ঞান।"

'আসব' মানে সেই আসব কী কী? কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব, অবিদ্যাসব। কীভাবে আসবসমূহ ক্ষয় হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা দৃষ্টি আসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং অপায়গমনীয় কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যা আসব ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামাসব ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অনাগামীমার্গ দ্বারা কামাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা ভবাসব ও অবিদ্যাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়।

অব্যাপাদবশে... আলোকসংজ্ঞাবশে... অবিক্ষেপবশে... ধর্ম বিশ্লেষবশে... জ্ঞানবশে... প্রামদ্য বা আনন্দবশে... প্রথম ধ্যানবশে... দ্বিতীয়

ধ্যানবশে... তৃতীয় ধ্যানবশে... চতুর্থ ধ্যানবশে... আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তিবশে... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তিবশে... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিবশে... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিবশে... পৃথিবীকৃৎস্ন-বশে... আপকৃৎস্নবশে... তেজকৃৎস্নবশে... বায়ুকৃৎস্নবশে... নীলকৃৎস্নবশে... পীতকৃৎস্নবশে... লোহিত-কৃৎস্নবশে... ওদাত-কৃৎস্নবশে... আকাশ-কৃৎস্নবশে... বিজ্ঞান-কৃৎস্নবশে... বুদ্ধানুস্মৃতিবশে... ধর্মানুস্মৃতিবশে... সংঘানুস্মৃতিবশে... শীলানুস্মৃতিবশে... ত্যাগানুস্মৃতিবশে... দেবতানুস্মৃতিবশে... আনাপানস্মৃতিবশে... মরণস্মৃতিবশে... কায়গতাস্মৃতিবশে... উপশমানুস্মৃতিবশে... উর্ধ্বস্ফীত-সংজ্ঞাবশে... বিনীলক-সংজ্ঞাবশে... পূযপূর্ণ-সংজ্ঞাবশে... ছিদ্রিকৃত-সংজ্ঞাবশে... বিখাদিত-সংজ্ঞাবশে... বিক্ষিপ্ত-সংজ্ঞাবশে... হত-বিক্ষিপ্ত-সংজ্ঞাবশে... রক্তাক্ত-সংজ্ঞাবশে... কীটপূর্ণ-সংজ্ঞাবশে... অস্থিপঞ্জর-সংজ্ঞাবশে...।

৮১. দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগবশে... দীর্ঘশ্বাস গ্রহণবশে... হ্রস্বশ্বাস পরিত্যাগবশে... হ্রস্বশ্বাস গ্রহণবশে... সর্বকায় প্রতিসংবেদী শ্বাস পরিত্যাগবশে... সর্বকায় প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণবশে... কায়-সংস্কার উপশান্ত করে শ্বাস পরিত্যাগবশে... কায়-সংস্কার উপশান্ত করে শ্বাস গ্রহণবশে... প্রীতি প্রতিসংবেদী শ্বাস পরিত্যাগবশে... প্রীতি প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণবশে... সুখ প্রতিসংবেদী শ্বাস পরিত্যাগবশে... সুখ প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণবশে... চিত্ত সংস্কার প্রতিসংবেদী শ্বাস পরিত্যাগবশে... চিত্ত-সংস্কার প্রতিসংবেদী প্রশ্বাসবশে... চিত্ত-সংস্কার উপশান্ত করে শ্বাস পরিত্যাগবশে... চিত্ত-সংস্কার উপশান্ত করে শ্বাস গ্রহণবশে... চিত্ত প্রতিসংবেদী শ্বাস পরিত্যাগবশে... চিত্ত প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণবশে... অভিপ্রমোদিত চিত্তে শ্বাস পরিত্যাগবশে... অভিপ্রমোদিত চিত্তে শ্বাস গ্রহণবশে... সমাহিত চিত্তে... বিমুক্ত চিত্তে... অনিত্যানুদর্শী হয়ে... বিরাগানুদর্শী হয়ে... নিরোধানুদর্শী হয়ে... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। ঈদৃশ সমাধিবশে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সে জ্ঞানের দ্বারা আসবসমূহ ক্ষয় হয়। এভাবে প্রথমে শমথ, পরে জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎপত্তি। সেই জ্ঞানের দ্বারা আসবসমূহ ক্ষয় হয়। তাই বলা হয়—"অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধতাহেতু আসব সমুচ্ছেদে প্রজ্ঞা আনন্তরিক-সমাধিতে জ্ঞান।"

'আসব' মানে সেই আসব কী কী? কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব,

অবিদ্যাসব। কীভাবে আসবসমূহ ক্ষয় হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা দৃষ্টি আসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং অপায়গমণীয় কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যা আসব ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামাসব ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অনাগামীমার্গ দ্বারা কামাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা ভবাসব ও অবিদ্যাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অবিক্ষেপ-পরিশুদ্ধতাহেতু আসব সমুচ্ছেদে প্রজ্ঞা আনন্তরিক-সমাধিতে জ্ঞান।"

আনন্তরিক-সমাধি-জ্ঞান বর্ণনা দ্বাত্তিংসতিমো সমাপ্ত

৩৩. অরণবিহার জ্ঞান বর্ণনা

৮২. দর্শনাধিপত্যয়ে শান্তবিহারাধিগম ও প্রণীতাধিমুক্ততা প্রজ্ঞা অরণবিহারে (নির্জনবাসে) জ্ঞান কীরূপ? 'দর্শনাধিপত্যয়' মানে অনিত্যানুদর্শন দর্শনাধিপ্রত্যয়, দুঃখানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়, অনাত্মানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়। রূপে অনিত্যানুদর্শন দর্শানাধিপত্যয়, রূপে দুঃখানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়, রূপে অনাত্মানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরামরণে অনিত্যানুদর্শন দর্শনাধিপ্রত্যয়, জরামরণে দুঃখানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়, জরামরণে অনাত্মানুদর্শন দর্শনাধিপত্যয়।

'শান্তবিহারাধিগম' মানে শূন্যতাবিহার শান্তবিহারাধিগম। অনিমিত্তবিহার শান্তবিহারাধিগম। অপ্রণিহিতবিহার শান্তবিহারাধিগম।

'প্রণীতাধিমুক্ততা' মানে শূন্যে অধিমুক্ততা প্রণীতাধিমুক্ততা। অনিমিত্তে অধিমুক্ততা প্রণীতাধিমুক্ততা। অপ্রণিহিতে অধিমুক্ততা প্রণীতাধিমুক্ততা।

'অরণবিহার' মানে প্রথম ধ্যান অরণবিহার, দ্বিতীয় ধ্যান অরণবিহার, তৃতীয়ধ্যান অরণবিহার, চতুর্থ ধ্যান অরণবিহার, আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি অরণবিহার... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি অরণবিহার।

'অরণবিহার' মানে কী অর্থে অরণবিহার? প্রথম ধ্যানের প্রভাবে নীবরণসমূহ লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। দ্বিতীয় ধ্যানের প্রভাবে বির্তক-বিচার লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। তৃতীয়ধ্যানের প্রভাবে প্রীতি লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। চতুর্থ ধ্যানের প্রভাবে সুখ-দুঃখ লোপ

পায়—এ অর্থে অরণবিহার। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রভাবে রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা, নানাত্বসংজ্ঞা লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি প্রভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রভাবে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা লোপ পায়—এ অর্থে অরণবিহার। এটাই অরণবিহার। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"দর্শনাধিপত্যয়ে শান্তবিহারাধিগম ও প্রণীতাধিমুক্ততা প্রজ্ঞা অরণবিহারে জ্ঞান।"

অরণবিহার জ্ঞান বর্ণনা তেত্তিংসতিমো সমাপ্ত

৩৪. নিরোধ-সমাপত্তি জ্ঞান বর্ণনা

৮৩. দ্বিবিধ বলসমন্বিতের মাধ্যমে, ত্রিবিধ সংস্কারের উপশমহেতু, ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্চা ও নয় প্রকার সমাধিচর্চা দ্বারা বশীভাবতা প্রজ্ঞা নিরোধ-সমাপত্তিতে জ্ঞান কীরূপ?

'দ্বিবিধ বল দ্বারা' বলতে দুই প্রকার বল; যথা : শমথ বল ও বিদর্শন বল। শমথবল কীরূপ? নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। অব্যাপাদবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথ বল। আলোকসংজ্ঞাবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথ বল। অবিক্ষেপবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথ বল... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথ বল। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস পরিত্যাগবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথ বল।

'শমথ' বলতে কী অর্থে শমথ বল? প্রথম ধ্যানের প্রভাবে চিত্ত নীবরণে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। দ্বিতীয় ধ্যানের প্রভাবে চিত্ত-বিতর্ক-বিচারে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। তৃতীয় ধ্যানের প্রভাবে চিত্ত প্রীতিতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। চতুর্থ ধ্যানের প্রভাবে চিত্ত সুখ-দুঃখে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির প্রভাবে চিত্ত রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা, নানাত্ব-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তির প্রভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তির প্রভাবে চিত্ত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তির প্রভাবে চিত্ত

আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। চঞ্চলতা, চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশসমূহে ও স্কন্ধে চিত্ত কম্পিত, আলোড়িত এবং বিচলিত হয় না—এ অর্থে শমথ বল। এটাই শমথ বল।

বিদর্শনবল কীরূপ? অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল। দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল। অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল। নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল। বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল। নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল। পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। রূপে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল... পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরামরণে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল... জরামরণে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল।

'বিদর্শনবল' বলতে কী অর্থে বিদর্শনবল? অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্যসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। দুঃখানুদর্শন দ্বারা সুখ-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। অনাত্মানুদর্শন দ্বারা আত্মসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। নির্বেদানুদর্শন দ্বারা আনন্দে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। বিরাগানুদর্শন দ্বারা আসক্তিতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। নিরোধানুদর্শন দ্বারা উৎপত্তিতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। পরিত্যাগানুদর্শন দ্বারা গ্রহণে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। অবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধে কম্পিত, প্রকম্পিত এবং বিচলিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। এটাই বিদর্শনবল।

'তিন প্রকার সংস্কারের উপশম হয়' বলতে কোন তিন প্রকার সংস্কারের উপশম হয়? দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার বাক্য-সংস্কার উপশম হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার উপশম হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিলাভীর সংজ্ঞা, বেদনা ও চিত্ত-সংস্কার উপশম হয়। এই তিন প্রকার সংস্কারের উপশম হয়।

৮৪. 'ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্যা দ্বারা' বলতে কোন ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্যা দ্বারা? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, দুঃখানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, অনাত্মানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, নির্বেদানুর্শন জ্ঞানচর্যা, বিরাগানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, নিরোধানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, বিবর্তনানুদর্শন জ্ঞানচর্যা, স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানচর্যা, স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, সকৃদাগামী মার্গ জ্ঞানচর্যা, সকৃদাগামীফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, অনাগামীমার্গ জ্ঞানচর্যা, অনাগামীফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা, অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানচর্যা, অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তি জ্ঞানচর্যা। এই ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্যা দ্বারা।

৮৫. 'নয় প্রকার সমাধি চর্যা দ্বারা' বলতে কোন নয় প্রকার সমাধি চর্যা দ্বারা? প্রথম ধ্যান সমাধিচর্যা, দ্বিতীয় ধ্যান সমাধিচর্যা, তৃতীয় ধ্যান সমাধিচর্যা, চতুর্থ ধ্যান সমাধিচর্যা, আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি সমাধিচর্যা, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি সমাধি চর্যা, আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি সমাধিচর্যা, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি সমাধিচর্যা, প্রথম ধ্যান প্রতিলাভের দ্বারা বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের দ্বারা বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা—এই নয় প্রকার সমাধিচর্যা দ্বারা।

'বশী বা ক্ষমতাবান' বলতে পাঁচ প্রকার বশী বা ক্ষমতাবান। যথা : আবর্জনবশী, সমাপজ্জনবশী, অধিষ্ঠানবশী, উত্থানবশী ও প্রত্যবেক্ষণবশী। প্রথম ধ্যান যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা আবর্জন বা উপলব্ধি করেন; এই আবর্জন বা উপলব্ধিতে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা আবর্জনবশী। প্রথম ধ্যান যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা সাধনায় সমাপজ্জন বা নিবিষ্ট হন; এই সমাপজ্জন বা নিবিষ্টে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা সমাপজ্জনবশী। প্রথম ধ্যান যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অধিষ্ঠান করেন; এই অধিষ্ঠানে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা অধিষ্ঠানবশী। প্রথম ধ্যান যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা উত্থান বা উৎপন্ন করেন; এই উত্থান বা উৎপন্নে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা উত্থানবশী। প্রথম ধ্যান যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা প্রত্যবেক্ষণ করেন; এই প্রত্যবেক্ষণে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা প্রত্যবেক্ষণবশী।

দ্বিতীয় ধ্যান... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা আবর্জন বা উপলব্ধি করেন; এই আবর্জন বা উপলব্ধিতে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা আবর্জনবশী। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি যেখানে ইচ্ছা, যথেচ্ছা এবং যত ইচ্ছা আবর্জন বা উপলব্ধি করেন... অধিষ্ঠান করেন... উত্থান বা উৎপন্ন করেন... প্রত্যবেক্ষণ করেন; এই প্রত্যবেক্ষণে কোনো মন্থর গতি নেই, এটা প্রত্যবেক্ষণবশী। এ সমস্তই পঞ্চ বশী বা ক্ষমতাবান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"দ্বিবিধ বলসমন্বিতের মাধ্যমে, ত্রিবিধ সংস্কারের উপশমহেতু, ষোলো প্রকার জ্ঞানচর্চা ও নয় প্রকার সমাধিচর্চা দ্বারা বশীভাবতা প্রজ্ঞা নিরোধ-সমাপত্তিতে জ্ঞান।"

নিরোধ-সমাপত্তি জ্ঞান বর্ণনা চতুত্তিংসতিমো সমাপ্ত

৩৫. পরিনির্বাণ জ্ঞান বর্ণনা

৮৬. সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্তন পরিসমাপ্তিতে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণে জ্ঞান কীরূপ? এখানে সম্প্রজ্ঞানী নৈষ্ক্রম্যবশে কামচ্ছন্দের প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন; অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদের প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন; আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যের প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন; অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতার প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন; ধর্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসার... জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার... প্রমোদ্য দ্বারা নিরানন্দের... প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণের প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন;... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সমস্ত ক্লেশের প্রবর্তনকে ধ্বংস করেন।

অথবা সম্প্রজ্ঞানীর অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাণকালে এই চক্ষু প্রবর্তন ধ্বংস হয়, অন্য চক্ষু প্রবর্তন উৎপন্ন হয় না। এই শ্রোত্র প্রবর্তন... ঘ্রাণ প্রবর্তন... জিহ্বা প্রবর্তন... কায় প্রবর্তন... এই মন প্রবর্তন ধ্বংস হয়, অন্য মন প্রবর্তন উৎপন্ন হয় না। এটা সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্তন পরিসমাপ্তিতে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্তন পরিসমাপ্তিতে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণে জ্ঞান।"

পরিনির্বাণ জ্ঞান বর্ণনা পঞ্চতিংসতিমো সমাপ্ত

৩৬. সমশীর্ষার্থ জ্ঞান বর্ণনা

৮৭. সর্বধর্মের সম্যক সমুচ্ছেদে এবং নিরোধে অনুপ্রস্থানতা প্রজ্ঞা সমশীষার্থে জ্ঞান কীরূপ? সব ধর্মের—পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো প্রকার ধাতু, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম, কামাবচর ধর্ম, রূপাবচর ধর্ম, অরূপাবচর ধর্ম ও লোকোত্তর ধর্ম। সম্যক সমুচ্ছেদে—নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা সন্দেহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, প্রমোদ্য দ্বারা নিরানন্দ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা, প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ সম্যকভাবে সমুচ্ছিন্ন করা।

নিরোধে—নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ নিরোধ হওয়া, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ নিরোধ হওয়া, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য নিরোধ হওয়া, অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা নিরোধ হওয়া, ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা সন্দেহ নিরোধ হওয়া, জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নিরোধ হওয়া, প্রমোদ্য দ্বারা নিরানন্দ নিরোধ হওয়া, প্রথম ধ্যান

দ্বারা নীবরণসমূহ নিরোধ হওয়া... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ নিরোধ হওয়া।

অনুপ্রস্থানতা—নৈষ্ক্রম্য প্রতিলাভীর নিকট কামচ্ছন্দ উপস্থিত হয় না, অব্যাপাদ প্রতিলাভীর নিকট ব্যাপাদ উপস্থিত হয় না, আলোক-সংজ্ঞা প্রতিলাভীর নিকট তন্দ্রালস্য উপস্থিত হয় না, অবিক্ষেপ প্রতিলাভীর নিকট চঞ্চলতা উপস্থিত হয় না, ধর্মবিশ্লেষণ প্রতিলাভীর সন্দেহ উপস্থিত হয় না, জ্ঞান প্রতিলাভীর অবিদ্যা উপস্থিত হয় না, প্রমোদ্য প্রতিলাভীর নিকট নিরানন্দ উপস্থিত হয় না, প্রথম ধ্যান প্রতিলাভীর নিকট নীবরণসমূহ উপস্থিত হয় না... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভীর নিকট কোনো ক্লেশই উপস্থিত হয় না।

সম—কামচ্ছন্দের প্রহীনত্ব নৈষ্ক্রম্য সম, ব্যাপাদের প্রহীনত্ব অব্যাপাদ সম, তন্দ্রালস্যের প্রহীনত্ব আলোকসংজ্ঞা সম, চঞ্চলতার প্রহীনত্ব অবিক্ষেপ সম, বিচিকিৎসার প্রহীনত্ব ধর্মবিশ্লেষণ সম, অবিদ্যার প্রহীনত্ব জ্ঞান সম, নিরানন্দের প্রহীনত্ব প্রমোদ্য সম, নীবরণসমূহের প্রহীনত্ব প্রথম ধ্যান সম... সর্বক্লেশের প্রহীনত্ব অর্হত্ত্বমার্গ সম।

'শীর্ষ' বলতে তের প্রকার শীর্ষ; যথা : প্রতিবন্ধকশীর্ষ তৃষ্ণা, আবদ্ধশীর্ষ মান, পরামাস বা অধীনতাশীর্ষ মিথ্যাদৃষ্টি, বিক্ষেপশীর্ষ চঞ্চলতা, সংক্লেশ বা সংশ্লিষ্টশীর্ষ অবিদ্যা, অধিমোক্ষশীর্ষ শ্রদ্ধা, প্রগ্রহ বা উদ্যমশীর্ষ বীর্য, উপস্থাপনশীর্ষ স্মৃতি, অবিক্ষেপশীর্ষ সমাধি, দর্শনশীর্ষ প্রজ্ঞা, প্রবর্তনশীর্ষ জীবিতেন্দ্রিয়, গোচরশীর্ষ বিমোক্ষ, সংস্কারশীর্ষ নিরোধ। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"সব ধর্মের সম্যক সমুচ্ছেদে, নিরোধে অনুপ্রস্থানতা প্রজ্ঞা সমশীর্ষার্থে জ্ঞান।"

সমশীর্ষার্থ জ্ঞান বর্ণনা ছত্তিংসতিমো সমাপ্ত

৩৭. সল্লেখার্থ জ্ঞান বর্ণনা

৮৮. পুথু-নানাত্ব-একত্ব-তেজ-পরিয়াদানে বা পরিসমাপ্তিতে প্রজ্ঞা সল্লেখার্থে জ্ঞান কী? 'পুথু' বলতে—রাগ পুথু, দ্বেষ পুথু, মোহ পুথু, ক্রোধ পুথু... উপনাহ... ম্রক্ষ... পলাস বা আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... ভণ্ডামি... দেমাক (গর্ব)... মান... অতিমান... মত্ত... প্রমত্ত... সর্বক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত... সর্ব অভিসংস্কার... সর্ব ভবগামী কর্ম পুথু।

নানাত্ব-একত্ব—কামচ্ছন্দ নানাত্ব, নৈষ্ক্রম্য একত্ব। ব্যাপাদ নানাত্ব, অব্যাপাদ একত্ব। তন্দ্রালস্য নানাত্ব, আলোক-সংজ্ঞা একত্ব। চঞ্চলতা নানাত্ব, অবিক্ষেপ একত্ব। বিচিকিৎসা নানাত্ব, ধর্মবিশ্লেষণ একত্ব। অবিদ্যা

নানাত্ব, জ্ঞান একত্ব। নিরানন্দ নানাত্ব, প্রমোদ্য একত্ব। নীবরণসমূহ নানাত্ব, প্রথম ধ্যান একত্ব... সবক্লেশ নানাত্ব, অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব।

'তেজ' মানে পাঁচ প্রকার তেজ; যথা : চরণতেজ, গুণতেজ, প্রজ্ঞাতেজ, পুণ্যতেজ এবং ধর্মতেজ। চরণতেজে তেজিয়ান হলে দুঃশীল্যতেজ পরাভূত বা ধ্বংস হয়। গুণতেজে তেজিয়ান হলে অগুণতেজ ধ্বংস হয়। প্রজ্ঞাতেজে তেজিয়ান হলে দুষ্প্রাজ্ঞতেজ ধ্বংস হয়। পুণ্যতেজে তেজিয়ান হলে অপুণ্যতেজ ধ্বংস হয়। ধর্মতেজে তেজিয়ান হলে অধর্মতেজ ধ্বংস হয়।

সল্লেখ—কামচ্ছন্দ অসল্লেখ, নৈষ্ক্রম্য সল্লেখ। ব্যাপাদ অসল্লেখ, অব্যাপাদ সল্লেখ। তন্দ্রালস্য অসল্লেখ, আলোকসংজ্ঞা সল্লেখ। চঞ্চলতা অসল্লেখ, অবিক্ষেপ সল্লেখ। বিচিকিৎসা অসল্লেখ, ধর্মবিশ্লেষণ সল্লেখ। অবিদ্যা অসল্লেখ, জ্ঞান সল্লেখ। নিরানন্দ অসল্লেখ, প্রমোদ্য সল্লেখ। নীবরণসমূহ অসল্লেখ, প্রথম ধ্যান সল্লেখ... সর্বক্লেশ অসল্লেখ, অর্হত্ত্বমার্গ সল্লেখ। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"পুথু-নানাত্ব-একত্ব-তেজ-পরিয়াদানে বা পরিসমাপপ্তিতে প্রজ্ঞা সল্লেখার্থে জ্ঞান।"

সল্লেখার্থ জ্ঞান বর্ণনা সত্ততিংসতিমো সমাপ্ত

৩৮. বীর্যারম্ভ জ্ঞান বর্ণনা

৮৯. অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান কীরূপ? অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনা ও পরিপূরণের জন্য অটল-দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান।

অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ অনুৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। অনুৎপন্ন নৈষ্ক্রম্য উৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন নৈষ্ক্রম্য স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনা ও পরিপূরণের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান...।

অনুৎপন্ন সর্বক্লেশ অনুৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন সর্বক্লেশ প্রহীনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে

প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান।... অনুৎপন্ন অর্হত্ত্বমার্গ উৎপাদনের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন অর্হত্ত্বমার্গ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনা ও পরিপূরণের জন্য অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রগ্রহার্থে প্রজ্ঞা বীর্যারম্ভে জ্ঞান।"

বীর্যারম্ভ জ্ঞান বর্ণনা অট্ঠতিংসতিমো সমাপ্ত।

৩৯. অর্থ-সন্দর্শন জ্ঞান বর্ণনা

৯০. নানাধর্ম প্রকাশনতা প্রজ্ঞা অর্থ-সন্দর্শনে জ্ঞান কীরূপ? নানাধর্ম—পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো প্রকার ধাতু, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম, কামাবচর ধর্ম, রূপাবচর ধর্ম, অরূপাবচর ধর্ম এবং লোকোত্তর ধর্ম।

'প্রকাশনতা' বলতে রূপকে অনিত্যরূপে প্রকাশ করে, রূপকে দুঃখরূপে প্রকাশ করে, রূপকে অনাত্মরূপে প্রকাশ করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চক্ষুকে... জরা-মরণকে অনিত্যরূপে প্রকাশ করে, জরা-মরণকে দুঃখরূপে প্রকাশ করে, জরা-মরণকে অনাত্মরূপে প্রকাশ করে।

'অর্থ-সন্দর্শনে' মানে কামচ্ছন্দ ত্যাগকালে নৈষ্ক্রম্যার্থ সন্দর্শিত হয় (বা প্রকাশিত হয়), ব্যাপাদ ত্যাগকালে অব্যাপাদার্থ সন্দর্শিত হয়, তন্দ্রালস্য ত্যাগকালে আলোক-সংজ্ঞার্থ সন্দর্শিত হয়, চঞ্চলতা ত্যাগকালে অবিক্ষেপার্থ দর্শিত হয়, বিচিকিৎসা ত্যাগকালে ধর্মবিশ্লেষণার্থ সন্দর্শিত হয়, অবিদ্যা ত্যাগকালে জ্ঞানার্থ সন্দর্শিত হয়, নিরানন্দ ত্যাগকালে প্রমোদ্যার্থ সন্দর্শিত হয়, নীবরণসমূহ ত্যাগকালে প্রথম ধ্যানার্থ সন্দর্শিত হয়... সর্বক্লেশ ত্যাগকালে অর্হত্ত্বমার্গার্থ সন্দর্শিত হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"নানাধর্ম প্রকাশনতা প্রজ্ঞা অর্থ-সন্দর্শনে জ্ঞান।"

অর্থ-সন্দর্শন জ্ঞান বর্ণনা নবতিংসতিমো সমাপ্ত

৪০. দর্শন-বিশুদ্ধি জ্ঞান বর্ণনা

৯১. সর্বধর্ম একভাবে সংগৃহীত নানাত্ব-একত্ব-প্রতিবেধে প্রজ্ঞা দর্শন-বিশুদ্ধি জ্ঞান কীরূপ? 'সবধর্ম' হলো—পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো প্রকার ধাতু, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম, কামাবচর ধর্ম, রূপাবচর ধর্ম, অরূপাবচর ধর্ম এবং লোকোত্তর ধর্ম।

'একভাবে সংগৃহীত' বলতে দ্বাদশ আকারে সর্বধর্ম একভাবে সংগৃহীত হওয়া। যথা : প্রকৃতার্থে, অনাত্মার্থে, সত্যার্থে, প্রতিবেধার্থে, অভিজাননার্থে, পরিজাননার্থে ধর্মার্থে, ধাত্বার্থে, জ্ঞাতার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে এবং অভিসময়ার্থে—এই দ্বাদশ আকারে সর্বধর্ম একভাবে সংগৃহীত হয়।

'নানাত্ব-একত্ব' হলো—কামচ্ছন্দ নানাত্ব, নৈষ্ক্রম্য একত্ব। ব্যাপাদ নানাত্ব, অব্যাপাদ একত্ব। তন্দ্রালস্য নানাত্ব, আলোকসংজ্ঞা একত্ব। চঞ্চলতা নানাত্ব, অবিক্ষেপ একত্ব। বিচিকিৎসা নানাত্ব, ধর্মবিশ্লেষণ একত্ব। অবিদ্যা নানাত্ব, জ্ঞান একত্ব। নিরানন্দ নানাত্ব, প্রমোদ্য একত্ব। নিবারণসমূহ নানাত্ব, প্রথম ধ্যান একত্ব। বিতর্ক-বিচার নানাত্ব, দ্বিতীয় ধ্যান একত্ব। প্রীতি নানাত্ব, তৃতীয় ধ্যান একত্ব। সুখ-দুঃখ নানাত্ব, চতুর্থ ধ্যান একত্ব। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ নানাত্ব, স্রোতাপত্তিমার্গ একত্ব। স্থূল ক্লেশসমূহ নানাত্ব, সকৃদাগামীমার্গ একত্ব। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ নানাত্ব, অনাগামীমার্গ একত্ব। সর্বক্লেশ নানাত্ব, অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব।

'প্রতিবেধে' বলতে দুঃখসত্যকে পরিজ্ঞান-প্রতিবেধে প্রতিবিদ্ধ করা। সমুদয়সত্যকে প্রহান-প্রতিবেধে প্রতিবিদ্ধ করা। নিরোধসত্যকে সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধে প্রতিবিদ্ধ করা। মার্গসত্যকে ভাবনা-প্রতিবেধে প্রতিবিদ্ধ করা।

'দর্শন-বিশুদ্ধি' মানে স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধি হয়; স্রোতাপত্তিফলক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধ হয়। সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধি হয়; সকৃদাগামীফলক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধ হয়। অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধি হয়; অনাগামীফলক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধ হয়। অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধি হয়; অর্হত্ত্বফলক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধ হয়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজ্ঞাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"সবধর্ম একভাবে সংগৃহীত নানাত্ব-একত্ব-প্রতিবেধে প্রজ্ঞা দর্শন-বিশুদ্ধি জ্ঞান।"

দর্শন-বিশুদ্ধি জ্ঞান বর্ণনা চত্তালীসমো সমাপ্ত।

৪১. ক্ষান্তিজ্ঞান বর্ণনা

৯২. বিদিতত্ব প্রজ্ঞা ক্ষান্তিজ্ঞান কী? রূপ অনিত্যরূপে বিদিত বা জ্ঞাত, রূপ দুঃখরূপে বিদিত, রূপ অনাত্মরূপে বিদিত। যা যা বিদিত তা তা সহনশীল হয়—বিদিতত্ব প্রজ্ঞা ক্ষান্তিজ্ঞান। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... চক্ষু... জরা-মরণ অনিত্যরূপে বিদিত, জরা-মরণ দুঃখরূপে বিদিত, জরা-মরণ অনাত্মরূপে বিদিত। যা যা বিদিত তা তা সহনশীল হয়—বিদিতত্ব প্রজ্ঞা ক্ষান্তিজ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই

বলা হয়—“ বিদিতত্ব প্রজ্ঞা ক্ষান্তিজ্ঞান।”

ক্ষান্তিজ্ঞান বর্ণনা একচত্তালীসমো সমাপ্ত

৪২. অবগাহন বা বিচক্ষণতা জ্ঞান বর্ণনা

৯৩. স্পর্শত্ব প্রজ্ঞা অবগাহনে জ্ঞান কীরূপ? রূপ অনিত্যরূপে স্পর্শিত বা অনুভূত হয়, রূপ দুঃখরূপে স্পর্শিত হয়, রূপ অনাত্মরূপে স্পর্শিত হয়। যা যা স্পর্শিত হয়, তা তা বিদ্ধ বা বোধগম্য হয়—স্পর্শত্ব প্রজ্ঞা অবগাহনে জ্ঞান। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... চক্ষু... জরা-মরণ অনিত্যরূপে স্পর্শিত হয়, জরা-মরণ দুঃখরূপে স্পর্শিত হয়, জরা-মরণ অনাত্মরূপে স্পর্শিত হয়। যা যা স্পর্শিত হয়, তা তা বিদ্ধ বা বোধগম্য হয়—স্পর্শত্ব প্রজ্ঞা অবগাহনে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“স্পর্শত্ব প্রজ্ঞা অবগাহনে জ্ঞান।”

অবগাহন বা বিচক্ষণতা জ্ঞান বর্ণনা দ্বেচত্তালীসমো সমাপ্ত

৪৩. প্রদেশবিহার জ্ঞান বর্ণনা

৯৪. সমোদাহনে বা রক্ষাকরণে প্রজ্ঞা প্রদেশবিহারে জ্ঞান কীরূপ? মিথ্যাদৃষ্টি প্রত্যয়ও বেদয়িত বা অনুভূত, মিথ্যাদৃষ্টির উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। সম্যক দৃষ্টি প্রত্যয়ও অনুভূ, সম্যক দৃষ্টির উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। মিথ্যাসংকল্প প্রত্যয়ও অনুভূত, মিথ্যাসংকল্পের উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। সম্যক সংকল্প প্রত্যয়ও অনুভূত, সম্যক সংকল্পের উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত।... মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ও অনুভূত, মিথ্যাবিমুক্তির উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। সম্যকবিমুক্তির প্রত্যয়ও অনুভূত, সম্যকবিমুক্তির উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। ছন্দপ্রত্যয়ও অনুভূত, ছন্দের উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। বিতর্কপ্রত্যয়ও অনুভূত, বিতর্কের উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত। সংজ্ঞাপ্রত্যয়ও অনুভূত, সংজ্ঞার উপশম প্রত্যয়ও অনুভূত।

ছন্দ অশান্ত হয়, বিতর্ক অশান্ত হয়, সংজ্ঞা অশান্ত হয়, তৎপ্রত্যয়ও অনুভূত। ছন্দ শান্ত হয়, বিতর্ক অশান্ত হয়, সংজ্ঞা অশান্ত হয়, তৎপ্রত্যয়ও অনুভূত। ছন্দ শান্ত হয়, বিতর্ক শান্ত হয়, সংজ্ঞা অশান্ত হয়, তৎপ্রত্যয়ও অনুভূত। ছন্দ শান্ত হয়, বিতর্ক শান্ত হয়, সংজ্ঞা শান্ত হয়, তৎপ্রত্যয়ও অনুভূত। অপ্রাপ্তির অর্জনের দ্বারা আসব বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানও প্রাপ্ত না হওয়ায় তৎপ্রত্যয়ও অনুভূত। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই

বলা হয়—“ সমোদাহনে বা রক্ষাকরণে প্রজ্ঞা প্রদেশবিহারে জ্ঞান।”

প্রদেশবিহার জ্ঞান বর্ণনা তেচত্তালীসমো সমাপ্ত।

৪৪-৪৯. ছয় প্রকার বিবর্ত জ্ঞান বর্ণনা

৯৫. অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান কীরূপ? নৈষ্ক্রম্য অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা কামচ্ছন্দ-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। অব্যাপাদ অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা ব্যাপাদ-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। আলোক-সংজ্ঞা অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা তন্দ্রালস্য-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। অবিক্ষেপ অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা চঞ্চলতা-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। ধর্ম বিশ্লেষণ অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা বিচিকিৎসা-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। জ্ঞান অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা অবিদ্যা-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। প্রমোদ্য অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা নিরানন্দ-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। প্রথম ধ্যান অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা নীবরণ-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত হয়—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান... অর্হত্ত্বমার্গ অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সর্বক্লেশ-সংজ্ঞা থেকে বিবর্তিত—অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“অধিপতিত্ব প্রজ্ঞা সংজ্ঞা-বিবর্তে জ্ঞান।”

৯৬. নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান কী? কামচ্ছন্দ নানাত্ব, নৈষ্ক্রম্য একত্ব। নৈষ্ক্রম্য একত্ব উপলব্ধি করলে কামচ্ছন্দ থেকে চিত্ত বিবর্তিত হয়—নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান। ব্যাপাদ নানাত্ব, অব্যাপাদ একত্ব। অব্যাপাদ একত্ব উপলব্ধি করলে ব্যাপাদ থেকে চিত্ত বিবর্তিত হয়—নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান। তন্দ্রালস্য নানাত্ব, আলোকসংজ্ঞা একত্ব। আলোকসংজ্ঞা একত্ব উপলব্ধি করলে তন্দ্রালস্য থেকে চিত্ত বিবর্তিত হয়—নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান।... সর্বক্লেশ নানাত্ব, অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব। অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব উপলব্ধি করলে সর্বক্লেশ থেকে চিত্ত বিবর্তিত হয়—নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—“নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতোবিবর্তে জ্ঞান।

৯৭. অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-বিবর্তে জ্ঞান কী? কামচ্ছন্দ পরিত্যাগকালে নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়—অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-বিবর্তে জ্ঞান। ব্যাপাদ পরিত্যাগকালে অব্যাপাদবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়—অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-

বিবর্তে জ্ঞান। তন্দ্রালস্য পরিত্যাগকালে আলোকসংজ্ঞাবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়—অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-বিবর্তে জ্ঞান।... সর্বক্লেশ পরিত্যাগকালে অর্হত্ত্বমার্গবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়—অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-বিবর্তে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত-বিবর্তে জ্ঞান।"

৯৮. শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞান-বিবর্তে জ্ঞান কী? "চক্ষুশূন্য আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অথবা বিপরিণামধর্ম দ্বারা" যথাভূতভাবে জানা হতে, দর্শন হতে, চক্ষু-অভিনিবেশ হতে জ্ঞান বিবর্তিত হয়—শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞান-বিবর্তে জ্ঞান। "শ্রোত্রশূন্য... ঘ্রাণশূন্য... জিহ্বাশূন্য... কায়শূন্য... মনশূন্য আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অথবা বিপরিণামধর্ম দ্বারা" যথাভূতভাবে জানা হতে, দর্শন হতে, চক্ষু-অভিনিবেশ হতে জ্ঞান বিবর্তিত হয়—শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞান-বিবর্তে জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞান-বিবর্তে জ্ঞান।"

৯৯. বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান।... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ বিসর্জিত হয়—বিসর্জনে প্রজ্ঞা বিমোক্ষ-বিবর্তে জ্ঞান। এটা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"বিসর্জনে প্রজ্ঞাই বিমোক্ষ-বিবর্তনে জ্ঞান।"

১০০. প্রকৃতার্থে (বা যথার্থে) প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান কী? দুঃখের পীড়নার্থ, সংস্কারকৃতার্থ, সন্তাপার্থ ও বিপরিণামার্থ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়ে বিবর্তিত হয়—যথার্থে প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান। সমুদয়ের আসক্তির অর্থ বা আয়ূহনার্থ, নিদানার্থ, সংযোগার্থ ও প্রতিবন্ধকার্থ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়ে বিবর্তিত হয়—যথার্থে প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান। নিরোধের নিঃসরণার্থ, বিবেকার্থ, অসংস্কারকৃতার্থ ও অমৃতার্থ সাক্ষাৎ করে বিবর্তিত হয়—যথার্থে প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান। মার্গের নিগমার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ এবং আধিপত্যয়ার্থ ভাবিত করে বিবর্তিত হয়—যথার্থে প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান।

সংজ্ঞা-বিবর্ত, চেতো-বিবর্ত, চিত্ত-বিবর্ত, জ্ঞান-বিবর্ত, বিমোক্ষ-বিবর্ত ও

সত্য-বিবর্ত কীরূপ? সংজাননকালে বিবর্তিত হয়—সংজ্ঞা-বিবর্ত। চেতো বা চিন্তাকালে বিবর্তিত হয়—চিন্তা-বিবর্ত। বিজাননকালে বিবর্তিত হয়—চিত্ত-বিবর্ত। জ্ঞান প্রয়োগকালে বিবর্তিত হয়—জ্ঞান-বিবর্ত। বিসর্জিতকালে বিবর্তিত হয়—বিমোক্ষ-বিবর্ত। যথার্থে বিবর্তিত হয়—সত্য-বিবর্ত।

যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, সেখানে চেতো বা চিন্তা-বিবর্ত। যেখানে চিন্তা-বিবর্ত, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত ও চিন্তা-বিবর্ত, সেখানে চিত্ত-বিবর্ত। যেখানে চিত্ত-বিবর্ত, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত ও চিন্তা-বিবর্ত। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত ও চিত্ত-বিবর্ত, সেখানে জ্ঞান-বিবর্ত। যেখানে জ্ঞান-বিবর্ত, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত ও চিত্ত-বিবর্ত। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত ও জ্ঞান-বিবর্ত, সেখানে বিমোক্ষ-বিবর্ত। যেখানে বিমোক্ষ-বিবর্ত, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত, চিত্ত-বিবর্ত ও জ্ঞান-বিবর্ত। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত, চিত্ত-বিবর্ত, জ্ঞান-বিবর্ত ও বিমোক্ষ-বিবর্ত, সেখানে সত্য-বিবর্ত। যেখানে সত্য-বিবর্ত, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্ত, চিন্তা-বিবর্ত, চিত্ত-বিবর্ত, জ্ঞান-বিবর্ত ও বিমোক্ষ-বিবর্ত। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"যথার্থে প্রজ্ঞা সত্য-বিবর্তে জ্ঞান।"

ছয় প্রকার বিবর্ত জ্ঞান বর্ণনা নবচত্তালীসমো সমাপ্ত

৫০. বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান বর্ণনা

১০১. কায়চিত্তকে এক ব্যবস্থাপনতা (স্থিরীকরণতা) সুখসংজ্ঞা ও লঘুসংজ্ঞা অধিষ্ঠানবশে সমৃদ্ধার্থে প্রজ্ঞা বিবিধ ঋদ্ধিতে জ্ঞান কিরূপ? এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত করেন, দমন করেন, মৃদু এবং কর্মক্ষম করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, দমিত, মৃদু ও কর্মক্ষম করে কায়কে চিত্তে স্থাপন করেন, চিত্তকেও কায়ে স্থাপন করেন; কায়বশে চিত্তকে পরিবর্তন করেন, চিত্তবশে কায়কে পরিবর্তন করেন; কায়বশে চিত্তকে অধিষ্ঠান করেন, চিত্তবশে কায়কে অধিষ্ঠান করেন; কায়বশে চিত্তকে পরিবর্তন করে, চিত্তবশে কায়কে পরিবর্তন করে এবং কায়বশে চিত্তকে অধিষ্ঠান ও চিত্তবশে কায়কে অধিষ্ঠান করে কায়ে সুখসংজ্ঞা, লঘুসংজ্ঞা অনুভব করে অবস্থান করেন। তিনি

তথাভাবিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল চিত্ত দ্বারা বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞানে চিত্তকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তখন তিনি বহু প্রকারে বিবিধ ঋদ্ধি উৎপন্ন করেন।

১০২. এক হয়েও বহু হন, বহু হয়ে পুনঃ এক হন; হঠাৎ আবির্ভাব হন, হঠাৎ তিরোধান হন; মুক্তাকাশে বিচরণের মতো যেকোনো প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার, পর্বত অনায়াসে ভেদ করে চলে যান; জলে নিমজ্জিত ও ভেসে ওঠার ন্যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হন, আবার ভেসে ওঠেন; আকাশচারী পক্ষীর মতো মুক্ত আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ হয়ে বিচরণ করেন; মহাতেজস্বী, মহাবিস্ময়কর চন্দ্র ও সূর্যকে হাত দিয়ে স্পর্শ, ঘর্ষণ করেন; ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্বশরীরে উপস্থিত হন। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"কায়-চিত্তকে এক ব্যবস্থাপনতা (স্থিরীকরণতা) সুখসংজ্ঞা, লঘুসংজ্ঞা অধিষ্ঠানবশে সমৃদ্ধার্থে প্রজ্ঞাই বিবিধ ঋদ্ধিতে জ্ঞান।"

বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান বর্ণনা পঞ্ঞাসমো সমাপ্ত

৫১. শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধি-জ্ঞান বর্ণনা

১০৩. বিতর্ক বিস্তারবশে নানাত্ব-একত্ব শব্দনিমিত্তের পরিযোগাহণে (বা বোধগম্যে) প্রজ্ঞা শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধি-জ্ঞান কীরূপ? এখানে ভিক্ষু ছন্দসমাধি... বীর্যসমাধি... চিত্তসমাধি... মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত করেন, দমন করেন, মৃদু এবং কর্মক্ষম করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, দমিত, মৃদু ও কর্মক্ষম করে দূরবর্তী শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, নিকটবর্তী শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন; বড় শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, ছোট (ক্ষুদ্র) শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন; মৃদু শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন; পূর্বদিকের শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, পশ্চিমদিকের শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, উত্তরদিকের শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, দক্ষিণদিকের শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন।

পূর্বদিকের অনুদিক শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, পশ্চিমদিকের অনুদিক শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, উত্তরদিকের অনুদিক শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, দক্ষিণদিকের অনুদিক শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, নিম্নদিক শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন, উপরদিক

শব্দের শব্দনিমিত্তে মনোযোগ দেন। তিনি তথাভাবিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল চিত্ত দ্বারা শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধিজ্ঞানে চিত্তকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি তখন মনুষ্যতীত বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোত্র দ্বারা উভয় শব্দ শুনেন—দূরস্থ বা নিকটের দিব্যশব্দ ও মনুষ্যশব্দ। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"বিতর্ক বিস্তারবশে নানাত্ব-একত্ব শব্দনিমিত্তের পরিযোগাহণে (বা বোধগম্যে) প্রজ্ঞা শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধি-জ্ঞান।"

শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধি-জ্ঞান বর্ণনা একপঞ্ঞাসমো সমাপ্ত।

৫২. চিত্ত-পর্যায় জ্ঞান বর্ণনা

১০৪. চিত্তত্রয়ের বিস্তার হলে ইন্দ্রিয়ের প্রসাদবশে নানাত্ব-একত্ব বিজ্ঞানচর্যা পরিযোগাহণে (বোধগম্যে) প্রজ্ঞা চিত্ত-পর্যায় জ্ঞান কীরূপ? এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত করেন, দমন করেন, মৃদু এবং কর্মক্ষম করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, দমিত, মৃদু ও কর্মক্ষম করে এরূপে যথার্থভাবে জানেন—"এ রূপ সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সমুত্থিত, এ রূপ দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সমুত্থিত, এ রূপ উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সমুত্থিত।" তিনি তথাভবিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল চিত্ত দ্বারা চিত্তপর্যায় জ্ঞানে চিত্তকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই তেনি অন্য সত্ত্বের-পুদ্গালের চেতনা, চিত্তকে জ্ঞাত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—সরাগ-চিত্তকে "সরাগ-চিত্ত" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; বীতরাগ-চিত্তকে "বীতরাগ-চিত্ত" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; সদোষ চিত্তকে... বীতদোষ চিত্তকে... সমোহ-চিত্তকে... বীতমোহ-চিত্তকে... সংক্ষিপ্ত চিত্তকে... বিক্ষিপ্ত চিত্তকে... মহদ্গত চিত্তকে... অমহদ্গত চিত্তকে... সউত্তর-চিত্তকে... অনুত্তর-চিত্তকে... সমাহিত-চিত্তকে... অসমাহিত-চিত্তকে... বিমুক্তচিত্তকে... অবিমুক্তচিত্তকে "অবিমুক্তচিত্ত" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"চিত্তত্রয়ের বিস্তার হলে ইন্দ্রিয়ের প্রসাদবশে নানাত্ব-একত্ব বিজ্ঞানচর্যা পরিযোগাহণে (বোধগম্যে) প্রজ্ঞা চিত্ত-পর্যায় জ্ঞান।"

চিত্ত-পর্যায় জ্ঞান বর্ণনা দ্বেপঞ্ঞাসমো সমাপ্ত।

৫৩. পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান বর্ণনা

১০৫. প্রত্যয় প্রবর্তন ধর্মের নানাত্ব-একত্ব-কর্ম-বিস্তারবশে পরিযোগাহণে (বোধগম্যে) প্রজ্ঞা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান কীরূপ? এখানে ভিক্ষু ছন্দসমাধি... মৃদু ও কর্মক্ষম করে এরূপে যথার্থভাবে জানেন—"এটা থাকলে এটা হয়, এটার উৎপত্তিতে এটা উৎপন্ন হয়। যেমন—অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মর কারণে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

তিনি তথাভাবিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল চিত্ত দ্বারা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানে চিত্তকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। আর তিনি বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন, যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম; অনেক সংবর্তকল্পে, অনেক বিবর্তকল্পে, অনেক সবর্ত-বিবর্তকল্পে—"অমুক সময়ে আমার এরূপ নাম, এরূপ গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার এবং সুখ–দুঃখ অনুভব আর এই পরিমাণ আয়ু ছিল। তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হয়েছি; সেখানেও আমার এরূপ নাম, এরূপ গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার এবং সুখ–দুঃখ অনুভব আর এই পরিমাণ আয়ু ছিল; সেখান হওে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি।" এরূপে আকার ও উদ্দেশসহ বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"প্রত্যয় প্রবর্তন ধর্মের নানাত্ব-একত্ব-কর্ম-বিস্তারবশে পরিযোগাহণে (বোধগম্যে) প্রজ্ঞা পূর্বনির্বাসানুস্মৃতি জ্ঞান।"

পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান বর্ণনা তেপঞ্ঞাসমো সমাপ্ত।

৫৪. দিব্যচক্ষু জ্ঞান বর্ণনা

১০৬. জ্ঞানালোকবশে নানাত্ব-একত্ব-রূপনিমিত্তের দর্শনার্থে প্রজ্ঞা দিব্যচক্ষু জ্ঞান কীরূপ? এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন; মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। তিনি এই চারি

ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত করেন, দমন করেন, মৃদু এবং কর্মক্ষম করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, দমিত, মৃদু ও কর্মক্ষম করে আলোকসংজ্ঞায় মনোযোগ দেন, দিবাসংজ্ঞা অধিষ্ঠান করেন—"দিন যেরূপ, রাতও সেরূপ; রাত যেরূপ, দিনও সেরূপ।" এভাবে জাগ্রত ও অসীম চেতনায় সপ্রভচিত্ত ভাবনা করেন। আর তথাভাবিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল চিত্ত দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানে চিত্তকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ বিদ্যচক্ষু দিয়ে সত্ত্বগণকে চ্যুত হতে, উৎপন্ন হতে; হীন-উত্তম, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপ্রাপ্ত হতে দেখতে পান। এবং যথাকর্মভোগী সত্ত্বগণকে যথার্থরূপে জানেন—"এ সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, বাক্-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, মন-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী, কায়ভেদে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। আর এ সত্ত্বগণ কায়-সুচরিতসম্পন্ন, বাক্-সুচরিতসম্পন্ন, মন-সুচরিতসম্পন্ন, আর্য অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিক, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী, কায়ভেদে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।" এভাবে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দিয়ে সত্ত্বগণকে চ্যুত হতে, উৎপন্ন হতে; হীন-উত্তম, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপ্রাপ্ত এবং যথাকর্মভোগী হতে দেখে, যথার্থরূপে জানেন। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"জ্ঞানালোকবশে নানাত্ব-একত্ব-রূপনিমিত্তের দর্শনার্থে প্রজ্ঞা দিব্যচক্ষু জ্ঞান।"

দিব্যচক্ষু জ্ঞান বর্ণনা চতুপঞ্ঞাসমো সমাপ্ত।

৫৫. আসবক্ষয় জ্ঞান বর্ণনা

১০৭. চৌষট্টি প্রকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতা প্রজ্ঞা আসবক্ষয়ে জ্ঞান কীরূপ? তিন প্রকার ইন্দ্রিয়ের কী? 'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয়, জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয়।

'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয়, জ্ঞাত-ইন্দ্রিয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয় কয়টি স্থানে সমুদিত হয়? 'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয় এক স্থানে সমুদিত হয়—স্রোতাপত্তিমার্গে। জ্ঞাত-ইন্দ্রিয় ছয় স্থানে সমুদিত হয়—স্রোতাপত্তিফলে, সকৃদাগামীমার্গে, সকৃদাগামীফলে, অনাগামীমার্গে, অনাগামীফলে এবং অর্হত্ত্বমার্গে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয় এক স্থানে সমুদিত হয়—অর্হত্ত্বফলে।

স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে 'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয়

অধিমোক্ষ পরিবারভুক্ত হয়, বীর্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহ পরিবারভুক্ত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থাপন পরিবারভুক্ত হয়, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ পরিবারভুক্ত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন পরিবারভুক্ত হয়, মনেন্দ্রিয় বিজানন পরিবারভুক্ত হয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় অভিসন্দন বা অধিক্য পরিবারভুক্ত হয়, জীবিতিন্দ্রিয় প্রবর্তশান্তাধিপত্য পরিবারভুক্ত হয়। স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে জাত ধর্মসমূহ ছাড়া চিত্ত-সমুত্থান রূপ সবই কুশল হয়, সবই আসবমুক্ত হয়, সবই নিয়্যানিক হয়, সবই অপচয়মুক্ত বা পুনর্জন্মের বন্ধনমুক্ত হয়, সবই লোকোত্তর হয়, সবই নির্বাণালম্বন হয়। স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে 'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয়ের এ আট ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত হয়, অন্যোন্য পরিবারভুক্ত হয়, নিশ্রয় পরিবারভুক্ত হয়, সম্প্রযুক্ত পরিবারভুক্ত হয় এবং সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এসবই 'অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত হবো'-ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়ে থাকে।

স্রোতাপত্তিফলক্ষণে জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ পরিবারভুক্ত হয়, বীর্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহ পরিবারভুক্ত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থাপন পরিবারভুক্ত হয়, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ পরিবারভুক্ত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন পরিবারভুক্ত হয়, মনেন্দ্রিয় বিজানন পরিবারভুক্ত হয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় অভিসন্দন বা অধিক্য পরিবারভুক্ত হয়, জীবিতিন্দ্রিয় প্রবর্তশান্তাধিপত্য পরিবারভুক্ত হয়। স্রোতাপত্তিফলক্ষণে জাত ধর্মসমূহ সবই অব্যাকৃত হয়, চিত্তসমুত্থান রূপ ব্যতীত সবই আসবমুক্ত হয়, সবই লোকোত্তর হয়, সবই নির্বাণালম্বন হয়। স্রোতাপত্তিফলক্ষণে জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের এ আট ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত হয়, অন্যোন্য পরিবারভুক্ত হয়, নিশ্রয় পরিবারভুক্ত হয়, সম্প্রযুক্ত পরিবারভুক্ত হয় এবং সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এসবই জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়ে থাকে।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে... সকৃদাগামীফলক্ষণে... অনাগামীমার্গক্ষণে... অনাগামীফলক্ষণে... অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ পরিবারভুক্ত হয়... জীবিতিন্দ্রিয় প্রবর্তশান্তাধিপত্য পরিবারভুক্ত হয়। অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে জাত ধর্মসমূহ ছাড়া চিত্ত-সমুত্থান রূপ সবই কুশল হয়, সবই আসবমুক্ত হয়, সবই নিয়্যানিক হয়, সবই অপচয়মুক্ত বা পুনর্জন্মের বন্ধনমুক্ত হয়, সবই লোকোত্তর হয়, সবই নির্বাণালম্বন হয়। অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের এ আট ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত হয়, অন্যোন্য পরিবারভুক্ত হয়, নিশ্রয় পরিবারভুক্ত হয়, সম্প্রযুক্ত পরিবারভুক্ত হয় এবং

সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এসবই জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়ে থাকে।

অর্হত্ত্বফলক্ষণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ পরিবারভুক্ত হয়, বীর্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহ পরিবারভুক্ত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থাপন পরিবারভুক্ত হয়, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ পরিবারভুক্ত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন পরিবারভুক্ত হয়, মনেন্দ্রিয় বিজানন পরিবারভুক্ত হয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় অভিসন্দন বা অধিক্য পরিবারভুক্ত হয়, জীবিতিন্দ্রিয় প্রবর্তশান্তাধিপত্য পরিবারভুক্ত হয়। অর্হত্ত্বফলক্ষণে জাত ধর্মসমূহ সবই অব্যাকৃত হয়, চিত্তসমুত্থান রূপ ব্যতীত সবই আসবমুক্ত হয়, সবই লোকোত্তর হয়, সবই নির্বাণালম্বন হয়। অর্হত্ত্বফলক্ষণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয়ের এ আট ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত হয়, অন্যোন্য পরিবারভুক্ত হয়, নিশ্রয় পরিবারভুক্ত হয়, সম্প্রযুক্ত পরিবারভুক্ত হয় এবং সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এসবই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়ে থাকে। এভাবে এই আট গুণন আট (৮ x ৮ = ৬৪) মোট চৌষট্টি প্রকার হয়।

'আসব' বলতে সেই আসব কত প্রকার? কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব ও অবিদ্যাসব। এই আসবসমূহ কোথায় ক্ষয় হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা দৃষ্টি আসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং অপায়গমনীয় কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যা আসব ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামাসব ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অনাগামীমার্গ দ্বারা কামাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যা আসবের অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা ভবাসব ও অবিদ্যাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"চৌষট্টি প্রকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতা প্রজ্ঞা আসবক্ষয়ে জ্ঞান।"

আসবক্ষয় জ্ঞান বর্ণনা পঞ্চপঞ্ঞাসমো সমাপ্ত

৫৬-৬৩. সত্যজ্ঞান চতুষ্কদ্বয় বর্ণনা

১০৮. পরিজ্ঞার্থে প্রজ্ঞা দুঃখে জ্ঞান, প্রহানার্থে প্রজ্ঞা সমুদয়ে জ্ঞান, সাক্ষাৎকরণার্থে প্রজ্ঞা নিরোধে জ্ঞান, ভাবনার্থে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান কীরূপ? দুঃখের পীড়নার্থ, সঙ্খতার্থ, সন্তাপার্থ, বিপরিণামার্থ, পরিজ্ঞাতার্থ। সমুদয়ের আয়ূহনার্থ (বা আসক্তির অর্থ) নিদানার্থ, সংযোগার্থ, প্রতিবন্ধকার্থ, প্রহানার্থ।

নিরোধের নিঃসরণার্থ, নিরোধের বিবেকার্থ, অসঙ্খতার্থ, অমৃতার্থ, সাক্ষাৎকরণার্থ। মার্গের নির্গমনার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ, আধিপত্যার্থ, ভাবনার্থ। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"পরিজ্ঞার্থে প্রজ্ঞা দুঃখে জ্ঞান, প্রহানার্থে প্রজ্ঞা সমুদয়ে জ্ঞান, সাক্ষাৎকরণার্থে প্রজ্ঞা নিরোধে জ্ঞান, ভাবনার্থে প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান।"

১০৯. দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান কী? মার্গ সমন্বেপর জ্ঞানই দুঃখে প্রাপ্ত জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে প্রাপ্ত জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদায় প্রাপ্ত জ্ঞান।

তথায় দুঃখে জ্ঞান কী? দুঃখকে ভিত্তি করে যা উৎপন্ন হয়—প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচার, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, ধর্মবিচার, বিবেচনা, প্রভেদ, নির্ণয়, বিদ্যা, জ্ঞান, নৈপুণ্য, দোষ-গুণ বিচার, চিন্তা, অনুসন্ধান, বিচার-বুদ্ধি, মেধাশক্তি, পরিজ্ঞান, বিশেষভাবে দর্শন, সম্প্রজ্ঞান, প্রেরণা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-বল, প্রজ্ঞাশাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞা-আলোক, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, প্রজ্ঞারত্ন এবং অমোহ, ধর্মপরীক্ষা, সম্যক দৃষ্টি—এটাকে বলা হয় দুঃখে জ্ঞান।

দুঃখ-সমুদয়কে ভিত্তি করে... দুঃখ-নিরোধকে ভিত্তি করে... দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে ভিত্তি করে যা উৎপন্ন হয়—প্রজ্ঞা, প্রজানন,... অমোহ, ধর্মপরীক্ষা, সম্যক দৃষ্টি—এটাকে বলা হয় দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখনিরোধে জ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান।"

সত্যজ্ঞান চতুষ্কদ্বয় বর্ণনা তেসট্ঠিমো সমাপ্ত

৬৪-৬৭. শুদ্ধিক প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বর্ণনা

১১০. অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান এবং প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান কীরূপ? অর্থসমূহে যে জ্ঞান তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্মসমূহে যে জ্ঞান তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি (ভাষাবিদ্যা)-সমূহে যে জ্ঞান তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভাণ (বা উপস্থিতবুদ্ধি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি)-সমূহে যে জ্ঞান তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। অর্থ-নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। ধর্ম-নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা

ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। নিরুক্তি-নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। প্রতিভাণ-নানাত্বে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। অর্থ বিশ্লেষণে বা ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। ধর্ম বিশ্লেষণে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। নিরুক্তি বিশ্লেষণে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। এবং প্রতিভাণ বিশ্লেষণে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

অর্থবিচার-বিশ্লেষণ যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্মবিচার-বিশ্লেষণ যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তিবিচার-বিশ্লেষণ যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণবিচার-বিশ্লেষণ যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। অর্থনির্ণয়ে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্মনির্ণয়ে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি নির্ণয়ে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ নির্ণয়ে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

অর্থ প্রভেদে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্ম প্রভেদে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি প্রভেদে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ প্রভেদে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। অর্থ প্রভাবনে বা উৎকর্ষে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্ম উৎকর্ষে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি উৎকর্ষে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ উৎকর্ষে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান।

অর্থজ্যোতনে বা ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্ম ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। অর্থ বিরোচনে বা বিশোধনে যে প্রজ্ঞা তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্ম বিশোধনে যে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি বিশোধনে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ বিশোধনে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। অর্থ প্রকাশনে যে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; ধর্ম প্রকাশনে যে প্রজ্ঞা তা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; নিরুক্তি প্রকাশনে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান; প্রতিভাণ প্রকাশনে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান। তা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—"অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায়

জ্ঞান।”

শুদ্ধিক প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বর্ণনা সত্তসট্ঠিমো সমাপ্ত

৬৮. ইন্দ্রিয়-পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান বর্ণনা

১১১. তথাগতের ইন্দ্রিয়-পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান (বা পরচিত্ত, পর মনোভাব জানবার জ্ঞান) কীরূপ? এখানে তথাগত (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজস্রক্ষিত, কেউ বহুরজস্রক্ষিত, কেউ তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকারবিশিষ্ট, কেউ কদাকারবিশিষ্ট; কেউ সুবিনীত, কেউ দুর্বিনীত; কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে।

‘অল্পরজস্রক্ষিত ও বহুরজস্রক্ষিত’ বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল অল্পরজস্রক্ষিত, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল বহুরজস্রক্ষিত। আরব্ধবীর্য পুদ্গল অল্পরজস্রক্ষিত, হীনবীর্য পুদ্গল বহুরজস্রক্ষিত। স্মৃতিমান পুদ্গল অল্পরজস্রক্ষিত, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল বহুরজস্রক্ষিত। সমাহিত পুদ্গল অল্পরজস্রক্ষিত, অসমাহিত পুদ্গল বহুরজস্রক্ষিত। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল অল্পরজস্রক্ষিত, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল বহুরজস্রক্ষিত।

‘তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয় ও মৃদু-ইন্দ্রিয়’ বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। আরব্ধবীর্য পুদ্গল তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, হীনবীর্য পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। স্মৃতিমান পুদ্গল তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। সমাহিত পুদ্গল তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, অসমাহিত পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল তীক্ষ্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন।

‘সুন্দরকারবিশিষ্ট’ ও কদাকারবিশিষ্ট বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল সুন্দরাকারবিশিষ্ট, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। আরব্ধবীর্য পুদ্গল সুন্দরাকারবিশিষ্ট, হীনবীর্য পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। স্মৃতিমান পুদ্গল সুন্দরাকারবিশিষ্ট, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। সমাহিত পুদ্গল সুন্দরাকারবিশিষ্ট, অসমাহিত পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল সুন্দরাকারবিশিষ্ট, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট।

‘সুবিনীত ও দুর্বিনীত’ বলতে শ্রদ্ধাবন পুদ্গল সুবিনীত, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল দুর্বিনীত। আরব্ধবীর্য পুদ্গল সুবিনীত, হীনবীর্য পুদ্গল দুর্বিনীত। স্মৃতিমান পুদ্গল সুবিনীত, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল দুর্বিনীত। সমাহিত পুদ্গল সুবিনীত,

অসমাহিত পুদ্গল দুর্বিনীত। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল সুবিনীত, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল দুর্বিনীত।

'কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী এবং কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। আরবদ্ধবীর্য পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, হীনবীর্য পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। স্মৃতিমান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। সমাহিত পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, অসমাহিত পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে।

১১২. 'লোক' বলতে খন্ধলোক, ধাতুলোক আয়তনলোক, বিপত্তিভবলোক, বিপত্তিসম্ভবলোক, সম্পত্তিভবলোক ও সম্পত্তিসম্ভবলোক।

এক লোক—সব সত্ত্ব আহার দ্বারা জীবিত। দুই লোক—নাম এবং রূপ। তিন লোক—তিন প্রকার বেদনা। চার লোক—চার প্রকার বেদনা। পাঁচ লোক—পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। ছয় লোক—ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন। সাত লোক—সপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি। আট লোক—অষ্ট লোকধর্ম। নয় লোক—নয় সত্ত্বাবাস। দশ লোক—দশ আয়তন। দ্বাদশ লোক—দ্বাদশ আয়তন। অষ্টাদশ লোক—অষ্টাদশ ধাতু।

'বর্জন' বলতে সমস্ত ক্লেশ বর্জন, সমস্ত দুশ্চরিত্র বর্জন, সমস্ত অভিসংস্কার বর্জন, সমস্ত ভবগামী কর্ম বর্জন। এরূপে ইহলোকে বর্জনীয় বিষয়ে তীব্র ভয়সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, যেমন—উত্তোলিত অসিধারী ঘাতক। এই পঞ্চাশ প্রকারে এ পঞ্চইন্দ্রিয়কে জানেন, দর্শন করেন এবং উপলব্ধি করেন, এটা তথাগতের ইন্দ্রিয়-পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়-পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান বর্ণনা অট্ঠসট্ঠিমো সমাপ্ত

৬৯. আশয়ানুশয় জ্ঞান বর্ণনা

১১৩. সত্ত্বগণের প্রতি তথাগতের আশয়ানুশয় জ্ঞান কীরূপ? এখানে তথাগত সত্ত্বগণের আশয় জানেন, অনুশয় (বা অভিলাষ-অনভিলাষ) জানেন, চরিত (বা কুশলাকুশল) সম্বন্ধে জানেন, অধিমুক্তি (কুশলাকুশল কর্মে উৎসর্গীত চিত্ত) জানেন, যোগ্য-অযোগ্য সত্ত্ব সম্বন্ধে জানেন। সত্ত্বগণের আশয় কীরূপ? 'লোক শাশ্বত', 'লোক অশাশ্বত', 'লোক অন্ত', 'লোক

অনন্ত', 'যা জীব তা শরীর', 'জীব অন্য শরীরও অন্য', 'মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন', 'মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না', 'মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন এবং থাকেন না', 'মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না আবার থাকেন না তাও নয়' এরূপ বলে সত্ত্বগণ ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টিতে সন্নিশ্রিত হয়।

এই উভয় অন্তে অনুগমন না করে, বরং এই প্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মসমূহের মধ্যে যথাভূত জ্ঞান দ্বারা অনুলোমিক খন্তি তথা সহনশীলতা প্রতিলাভ হয়। তিনি কামসেবনে রত বা কামসেবীকে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল কামাসক্ত, কামানুরক্ত কামেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল নৈষ্ক্রম্যাসক্ত, নৈষ্ক্রম্যানুরক্ত, নৈষ্ক্রম্যেচ্ছুক।" নৈষ্ক্রম্যসেবীকে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল নৈষ্ক্রম্যাসক্ত, নৈষ্ক্রম্যানুরক্ত, নৈষ্ক্রম্যেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল কামাসক্ত, কামানুরক্ত, কামেচ্ছুক।" ব্যাপাদসেবীকে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল ব্যাপাদাসক্ত, ব্যাপদানুরক্ত, ব্যাপাদেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল অব্যাপাদাসক্ত, অব্যাপাদানুরক্ত, অব্যাপাদেচ্ছুক।" অব্যাপাদসেবীকে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল অব্যাপাদাসক্ত, অব্যাপাদানুরক্ত, অব্যাপাদেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল ব্যাপাদাসক্ত, ব্যাপাদানুরক্ত, ব্যাপাদেচ্ছুক।" তন্দ্রালস্যসেবীবে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল তন্দ্রালস্য আসক্ত, তন্দ্রালস্যানুরক্ত, তন্দ্রালস্যেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল আলোক-সংজ্ঞাসক্ত, আলোক-সংজ্ঞানুরক্ত, আলোক-সংজ্ঞেচ্ছুক।" আলোক-সংজ্ঞাসেবীকে এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল আলোক-সংজ্ঞানুসক্ত, আলোক-সংজ্ঞানুরক্ত, আলোক-সংজ্ঞেচ্ছুক।" আরও এভাবে জানেন—"এই পুদ্গল তন্দ্রালস্য আসক্ত, তন্দ্রালস্যানুরক্ত, তন্দ্রালস্যেচ্ছুক।" এটা সত্ত্বগণের আশয়।

১১৪. সত্ত্বগণের অনুশয় কী? অনুশয় সাত প্রকার; যথা : কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয়। লোকে যা প্রিয়রূপ, সাতরূপ; তথায় সত্ত্বগণের কামরাগানুশয় অন্তর্নিহিত থাকে। এবং লোকে যা অপ্রিয়রূপ, অসাতরূপ; তথায় সত্ত্বগণের প্রতিঘানুশয় অন্তর্নিহিত থাকে। এভাবে এ দুই প্রকার ধর্মে অবিদ্যা সংঘটিত হয়। মানানুশয়, মিথ্যাদৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয়ে (অবিদ্যা) অর্ধাংশ সংঘটিত হয়। এটা সত্ত্বগণের অনুশয়।

সত্ত্বগণের চরিত কী? অল্প বিভবসম্পন্ন ও মহাবিভবসম্পন্নের পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার, এটা সত্ত্বগণের চরিত।

১১৫. সত্ত্বগণের অধিমুক্তি বা অভিপ্রায় কী? সত্ত্বগণ হীনাভিপ্রায়সম্পন্নও হয়, উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্নও হয়। তন্মধ্যে হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করে, পূজা করে এবং সম্মান করে। উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করে, পূজা করে এবং সম্মান করে। অতীতের দীর্ঘ সময় ধরেও হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করে আসছে, পূজা করে আসছে এবং সম্মান করে আসছে; উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করে আসছে, পূজা করে আসছে এবং সম্মান করে আসছে। অনাগতের দীর্ঘ সময় ধরেও হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য হীনাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করবে, পূজা করবে এবং সম্মান করবে; উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্ব অন্য উত্তমাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বকে সেবা করবে, পূজা করবে এবং সম্মান করবে—এটাই সত্ত্বগণের অধিমুক্তি বা অভিপ্রায়।

সত্ত্বগণের অযোগ্য কী? যে সব সত্ত্ব কর্মাবরণে সমন্নাগত বা আবিষ্ট, ক্লেশাবরণে আবিষ্ট, বিপাকাবরণে আবিষ্ট; অশ্রদ্ধাসম্পন্ন, কুশলকর্ম সম্পাদনে অনিচ্ছুক ও দুষ্প্রাজ্ঞ তাদের পক্ষে সম্যকপথে অগ্রসর হয়ে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব—এই সত্ত্বগণ অযোগ্য।

সত্ত্বগণের যোগ্য কী? যেসব সত্ত্ব কর্মাবরণে সমন্নাগত নয়, ক্লেশাবরণে সমন্নাগত নয়, বিপাকাবরণে আবিষ্ট নয়; শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কুশলকর্ম সম্পাদনে ইচ্ছুক ও প্রজ্ঞাবান; তাদের পক্ষে সম্যকপথে অগ্রসর হয়ে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব—এই সত্ত্বগণ যোগ্য। এটা তথাগতের সত্ত্বগণের প্রতি আশয়ানুশয়ে জ্ঞান।

আশয়ানুশয় জ্ঞান বর্ণনা নবসট্ঠিমো সমাপ্ত

৭০. যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান বর্ণনা

১১৬. তথাগতের যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান কীরূপ? এখানে তথাগত শ্রাবকগণের দ্বারা যা অসাধ্য সেই অসাধারণ যমক প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শন করেন। শরীরের উপরিভাগ থেকে অগ্নিস্কন্ধ আর নিম্নভাগ থেকে জলধারা নির্গত করেন, নিম্নভাগ থেকে অগ্নিস্কন্ধ আর উপরিভাগ থেকে জলধারা নির্গত করেন; পূর্বকায় (বা কায়ের পূর্বপার্শ্বস্থ) হতে অগ্নিস্কন্ধ আর পশ্চিমকায় হতে জলধারা নির্গত করেন, পশ্চিমকায় হতে অগ্নিস্কন্ধ আর

পূর্বকায় হতে জলধারা নির্গত করে; ডানচক্ষু হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামচক্ষু হতে জলধারা নির্গত করেন, বামচক্ষু হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানচক্ষু হতে জলধারা নির্গত করেন; ডানকর্ণ হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামকর্ণ হতে জলধারা নির্গত করেন, বামকর্ণ হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানকর্ণ হতে জলধারা নির্গত করেন; ডান নাসিকা হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বাম নাসিকা হতে জলধারা নির্গত করেন, বাম নাসিকা হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডান নাসিকা হতে জলধারা নির্গত করেন; ডানকাঁধ হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামকাঁধ হতে জলধারা নির্গত করেন, বামকাঁধ হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানকাঁধ হতে জলধারা নির্গত করেন; ডানহাত হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামহাত হতে জলধারা নির্গত করেন, বামহাত হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানহাত হতে জলধারা নির্গত করেন; ডানপার্শ্ব হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামপার্শ্ব হতে জলধারা নির্গত করেন, বামপার্শ্ব হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানপার্শ্ব হতে জলধারা নির্গত করেন; ডানপা হতে অগ্নিস্কন্ধ আর বামপা হতে জলধারা নির্গত করেন, বামপা হতে অগ্নিস্কন্ধ আর ডানপা হতে জলধারা নির্গত করেন: আঙ্গুলসমূহ হতে অগ্নিস্কন্ধ আর দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী ফাঁক হতে জলধারা নির্গত করেন, দুই আঙ্গুলের ফাঁক হতে অগ্নিস্কন্ধ আর আঙ্গুলসমূহ হতে জলধারা নির্গত করেন; প্রত্যেকটি লোম হতে একসাথে অগ্নিস্কন্ধ ও জলধারা নির্গত করেন, প্রত্যেকটি লোমকূপ হতে একসাথে অগ্নিস্কন্ধ ও জলধারা নির্গত করেন।

নীল, হলদে, লাল, সাদা, কমলা, প্রভাস্বর এই ষড়বর্ণে আলোকিত ভগবান চঙ্ক্রমণ করেন, অন্যদিকে বুদ্ধ কর্তৃক নির্মিতবুদ্ধ তখন হয় দাঁড়িয়ে থাকেন, না হয় উপবেশন করেন কিংবা শয়ন করেন। ভগবান দাঁড়িয়ে থাকেন, আর নির্মিতবুদ্ধ তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় উপবেশন করেন কিংবা শয়ন করেন। ভগবান উপবেশন করেন, আর নির্মিতবুদ্ধ তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা শয়ন করেন। ভগবান শয়ন করেন, আর নির্মিতবুদ্ধ তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা উপবেশন করেন। নির্মিতবুদ্ধ চঙ্ক্রমণ করেন, আর ভগবান তখন হয় দাঁড়িয়ে থাকেন, না হয় উপবেশ করেন কিংবা শয়ন করেন। নির্মিতবুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন আর ভগবান তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় উপবেশ করেন কিংবা শয়ন করেন। নির্মিতবুদ্ধ উপবেশ করেন, আর ভগবান তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা শয়ন করেন। নির্মিতবুদ্ধ শয়ন করেন, আর ভগবান তখন হয় চঙ্ক্রমণ করেন, না হয় দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা

উপবেশন করেন। এটাই তথাগতের যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান।

যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান বর্ণনা সত্তিমো সমাপ্ত

৭১. মহাকরুণা জ্ঞান বর্ণনা

১১৭. তথাগতের মহাকরুণা-সমাপত্তিতে জ্ঞান কীরূপ? সত্ত্বগণকে বহু প্রকারে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ লোভ-দ্বেষ-মোহের দাহনে উত্তপ্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ বিবাদপূর্ণ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ প্রমত্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ কুমার্গে প্রতিপন্ন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ বন্ধনযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ নিঃস্ব, এখান থেকে সবকিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হয়—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগতের সবাই তৃষ্ণার দাস, অল্পই তৃষ্ণামুক্ত হয়ে থাকে—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অরক্ষিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ নিরাপত্তাহীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ শরণহীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ সহায়হীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ অস্থির, অশান্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ শল্য, অধিক শল্য দ্বারা বিদ্ধ, এ শল্যের উপদ্রব ন্যায় অন্য কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অবিদ্যান্ধকারে আবৃত, অন্ধভূত ও ক্লেশপিঞ্জরাবদ্ধ, একে আলোক প্রদানকারী অন্য কেউ নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান

বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অবিদ্যাগত, অন্ধভূত, আচ্ছাদিত, বিজড়িত, তন্তু-জটীভূত, সূত্রপিণ্ড মুঞ্জতৃণ তুল্য অপায় দুর্গতি ভোগের অধীন এবং সংসার দুঃখ হতে অনুত্তীর্ণ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অবিদ্যা বিষদোষে সংশ্লিষ্ট, ক্লেশ পঙ্কভূত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ জটায় জড়িত, সেই জট খুলে দিতে পারে এমন ব্যক্তি অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাজটে আবদ্ধ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাজালে আবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাস্রোতে ভাসমান—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাসংযোজনে সংযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণানুশয় দ্বারা অনুস্রত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাসন্তাপে সন্তাপিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তৃষ্ণাপরিদাহে পরিদহিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ (মিথ্যা) দৃষ্টিজটে আবদ্ধ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দৃষ্টিজালে আবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দৃষ্টিস্রোতে ভাসমান—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দৃষ্টিসংযোজনে সংযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দৃষ্টানুশয় দ্বারা অনুশয়াবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দৃষ্টিসন্তাপে সন্তাপিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মিথ্যাদৃষ্টি পরিদাহে পরিদহিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান

বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ জন্ম দ্বারা অনুগত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ জরা দ্বারা অনুশয়াবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মরণ দ্বারা উৎপীড়িত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দুঃখে প্রতিষ্ঠিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ তৃষ্ণায় আবদ্ধ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ জরা বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মৃত্যুপাশে পরিবেষ্টিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্লেশ, দুশ্চরিত্র এসব মহাবন্ধনে আবদ্ধ; এই বন্ধনের মতো অন্য কোন দৃঢ়বন্ধন নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ মহাক্লেশ বন্ধনে আবদ্ধ, সে বন্ধন ছিন্ন বা ভেদ করে দেওয়ার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাঅন্তরায় দ্বারা আবদ্ধ, সে অন্তরায় মুক্ত করে দেওয়ার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাপাপ প্রপাতে পতিত; সে প্রপাত হতে উদ্ধারকারী অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাভয়াবহ, সে ভয়াবহ অবস্থা হতে ত্রাণকর্তা অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ পুনর্জন্মে আবদ্ধ, সে পুনর্জন্ম আবদ্ধ হতে মুক্ত করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাদুর্দশা পরিবৃত, সে দুর্দশা হতে উদ্ধার করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাপাপপঙ্কে নিমজ্জিত, সে পাপপঙ্ক

হতে উদ্ধার করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ মনস্তাপে উৎপীড়িত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াসাদি অগ্নি দ্বারা সদা প্রজ্জ্বলিত, সে অগ্নি নির্বাপণ করে দেওয়ার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ উপদ্রুত; নিত্য দণ্ড প্রহারাদি দ্বারা হত্যা করে, মৃতপ্রায় করে ও নিষ্পেষণ করে—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ পাপবন্ধনে আবদ্ধ, বিনাশকরণে সদা প্রস্তুত, সে বন্ধন হতে মুক্ত করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অসহায় বা করুণারপাত্র শূন্য, এখানে আশ্রয় দেওয়ার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দুঃখে জর্জরিত, সুদীর্ঘকাল ধরে উৎপীড়িত হয়ে আসতেছে—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ অনুরক্ত, সদা তৃষ্ণার্থ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ অন্ধ, জ্ঞানচক্ষুহীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ হতনেত্র, পথপ্রদর্শকহীন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ কুপথমুখী, সরল পথভ্রষ্ট; আর্যপথে চালিত করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ মহাওঘে ধাবমান, সে ওঘ হতে উদ্ধার করার অন্য কেউ কোথাও নেই—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

১১৮. জীবজগৎ দুই প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে অভিভূত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ তিন প্রকার দুশ্চরিত্রে বিপ্রতিপন্ন—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি

ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ চার প্রকার যোগ দ্বারা যোজিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ চার প্রকার গ্রন্থি দ্বারা গ্রথিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ চার প্রকার উপাদান দ্বারা অনুরক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ পঞ্চগতিতে প্রবিষ্ট—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ পঞ্চকামগুণে রঞ্জিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

জীবজগৎ পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ছয় প্রকার বিবাদেরমূল দ্বারা বিবাদপূর্ণ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ছয় প্রকার তৃষ্ণা (কায়) দ্বারা অনুরক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ছয় প্রকার দৃষ্টিগত দ্বারা অভিভূত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ সাত প্রকার অনুশয় দ্বারা অনুশয়াবৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ সাত প্রকার সংযোজন দ্বারা সংযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ সাত প্রকার মান দ্বারা স্ফীত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ আট প্রকার লোকধর্ম দ্বারা আবর্তিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ আট প্রকার ভ্রান্তধারণা দ্বারা সমর্পিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ আট প্রকার পুরুষদোষে দূষিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ নয় প্রকার শত্রুতার কারণে উত্তেজিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ নয় প্রকার অহংকার দ্বারা স্ফীত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ নয় প্রকার তৃষ্ণামূল

ধর্ম দ্বারা অনুরক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার ক্লেশ বিষয় দ্বারা ক্লেদযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার বিদ্বেষের কারণে উত্তেজিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার অকুশলকর্মপথে সমন্বিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার সংযোজন দ্বারা আবদ্ধ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় নিযুক্ত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ দশ প্রকার কায়-হেতু সদ্ধর্মবিরোধী মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ আটশত তৃষ্ণা ও একশত প্রপঞ্চে প্রপঞ্চিত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। জীবজগৎ ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা অধিকৃত—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়।

আমি 'আমি' হতে উত্তীর্ণ, লোক (জগৎ) অনুত্তীর্ণ এবং আমি 'আমি' হতে মুক্ত, লোক অমুক্ত। আমি 'আমি' হতে দমিত, লোক অদমিত। আমি 'আমি' থেকে শান্ত, লোক অশান্ত। আমি 'আমি' থেকে বিমুক্ত, লোক অবিমুক্ত। আমি 'আমি' থেকে পরিনির্বাপিত, লোক অপরিনির্বাপিত। আমি উত্তীর্ণকে উদ্ধার করতে, মুক্তকে মুক্ত করতে, দমিতকে দমন করতে, শান্তকে শান্ত করতে, বিমুক্তকে বিমুক্ত করতে, পরিনির্বাপিতকে পরিনির্বাপিত করতে সমর্থ—এরূপে সত্ত্বগণকে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার সঞ্চার হয়। এটাই তথাগতের মহাকরুণা-সমাপত্তিতে জ্ঞান।

মহাকরুণা জ্ঞান বর্ণনা একসত্ততিমো সমাপ্ত

৭২-৭৩. সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বর্ণনা

১১৯. তথাগতের সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান কীরূপ? (তথাগত) সংস্কৃত ও অসংস্কৃত সমস্ত ধর্ম সম্পূর্ণরূপে জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে (বা

সে জানার মধ্যে) কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

১২০. তথাগত অতীতের সবকিছুই জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। তথাগত অনাগতের সবকিছুই জানেন, এটা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। তথাগত বর্তমানের সবকিছুই জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

চক্ষু এবং রূপ, এরূপে তথাগত তা সবই জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। শ্রোত্র এবং শব্দ... ঘ্রাণ এবং গন্ধ... জিহ্বা এবং রস... কায় এবং স্প্রষ্টব্য... মন এবং ধর্ম (মনোগোচর বিষয়), এরূপে তথাগত তা সবই জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব অনিত্য-স্বভাব, দুঃখ-স্বভাব, অনাত্ম-স্বভাব তথাগত সেসব জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। রূপের যে অনিত্য-স্বভাব, দুঃখ-স্বভাব, অনাত্ম-স্বভাব তথাগত সেসব জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। বেদনার যে অনিত্য-স্বভাব... সংজ্ঞার যে অনিত্য-স্বভাব... সংস্কারের যে অনিত্য-স্বভাব... বিজ্ঞানের যে অনিত্য-স্বভাব...। চক্ষুর যে অনিত্য-স্বভাব... জরা-মরণের যে অনিত্য-স্বভাব, দুঃখ-স্বভাব, অনাত্ম-স্বভাব তথাগত সেসব জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থ, সেসব তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ... প্রহাণের যতদূর প্রহানার্থ... যেসব ভাবনার ভাবনার্থ... যেসব সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব স্কন্ধের স্কন্ধার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের

সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব ধাতুর ধাত্বার্থ... যেসব আয়তনের আয়তনার্থ... যেসব সংস্কৃতের সংস্কৃতার্থ... যেসব অসংস্কৃতের অসংস্কৃতার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব ধর্ম কুশল, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব ধর্ম অকুশল... যেসব ধর্ম অব্যাকৃত... যেসব ধর্ম কামাবচর... যেসব ধর্ম রূপাবচর... যেসব ধর্ম অরূপাবচর... যেসব ধর্ম লোকোত্তর, সেসব তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব দুঃখের দুঃখার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব সমুদয়ের সমুদয়ার্থ... যেসব নিরোধের নিরোধার্থ... যেসব মার্গের মার্গার্থ, সেসব তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব অর্থপ্রতিসম্ভিদার অর্থপ্রতিসম্ভিদার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব ধর্মপ্রতিসম্ভিদার ধর্মপ্রতিসম্ভিদার্থ... যেসব নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার্থ... যেসব প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব ইন্দ্রিয় পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। সত্ত্বগণের যেসব আশয়ানুশয় জ্ঞান... যমক প্রাতিহার্য যেসব জ্ঞান... যেসব মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের যেসব দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মন দ্বারা নির্ণীত, বিবেচিত, সেসবই তথাগত জানেন, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে

কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

১২১. নেই তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত, অজানিত জগতে কিছু,
জানবার সব জেনেছেন, তদ্ধেতু তথাগত সামন্তচক্ষু।
সামন্ত চক্ষুষ্মান, তাই তথাগত সার।

'সামন্তচক্ষু' বলতে কোন অর্থে সামন্তচক্ষু? বুদ্ধজ্ঞান চৌদ্দ প্রকার। দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখনিরোধে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান, অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ইন্দ্রিয় পরোপরিয়ত্তে (বা পরচিত্ত বিজানন) জ্ঞান, সত্ত্বগণের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান, যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান, মহাকরুণা সমাপত্তিতে জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান এবং অনাবরণ জ্ঞান—এগুলো চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধজ্ঞান। এই চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রথমদিকের আট প্রকার জ্ঞান শ্রাবকসাধারণ অর্থাৎ শ্রাবকগণের লভ্য আর শেষের ছয় প্রকার জ্ঞান শ্রাবকগণের অসাধারণ অর্থাৎ কেবল বুদ্ধগণের লভ্য।

যেসব দুঃখের দুঃখার্থ, সেসব তথাগতের জ্ঞাত; কোনো দুঃখার্থ অজ্ঞাত নেই, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব দুঃখের দুঃখার্থ, সেসব তথাগতের জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা স্পর্শিত; প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত কোনো দুঃখার্থ নেই, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান। যেসব সমুদয়ের সমুদয়ার্থ... যেসব নিরোধের নিরোধার্থ... যেসব মার্গের মার্গার্থ... যেসব অর্থপ্রতিসম্ভিদার অর্থপ্রতিসম্ভিদার্থ... যেসব ধর্মপ্রতিসম্ভিদার ধর্মপ্রতিসম্ভিদার্থ... যেসব নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার্থ... যেসব প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ, সেসব তথাগতের জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা স্পর্শিত; প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত কোনো প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ নেই, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

যেসব ইন্দ্রিয় পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান... সত্ত্বগণের যেসব আশয়ানুশয়ে জ্ঞান... যেসব যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান... যেসব মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান, সেসব তথাগতের জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা স্পর্শিত; প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত কোনো মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান নেই, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের

অনাবরণ জ্ঞান।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের যেসব দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মন দ্বারা নির্ণীত, বিবেচিত; সেসবই তথাগতের জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা স্পর্শিত; প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত কিছু নেই, এটা তথাগতের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাতে কোনো প্রকার আবরণ বিদ্যমান নেই, এটা তথাগতের অনাবরণ জ্ঞান।

নেই তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত, অজানিত জগতে কিছু,
জানবার সব জেনেছেন, তদ্ধেতু তথাগত সামন্তচক্ষু।

সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বর্ণনা তেসত্ততিমো সমাপ্ত।

জ্ঞানকথা সমাপ্ত।

২. দৃষ্টিকথা

১২২. ১. দৃষ্টি কী? দৃষ্টিস্থান কয় প্রকার? দৃষ্টিপ্রবণতা কয় প্রকার? দৃষ্টি কয় প্রকার? দৃষ্টি অভিনিবেশ কয় প্রকার? দৃষ্টিস্থান উচ্ছেদ কী?

[১] 'দৃষ্টি কী?' বলতে অভিনিবেশ-পরামাস (স্পর্শ) দৃষ্টি, [২] 'দৃষ্টিস্থান কয় প্রকার?' বলতে দৃষ্টিস্থান আট প্রকার, [৩] 'দৃষ্টিপ্রবণতা কয় প্রকার?' বলতে দৃষ্টিপ্রবণতা আঠারো প্রকার, [৪] 'দৃষ্টি কয় প্রকার?' বলতে দৃষ্টি ষোলো প্রকার, [৫] 'দৃষ্টি অভিনিবেশ কয় প্রকার?' বলতে দৃষ্টি অভিনিবেশ তিন শত প্রকার [৬] 'দৃষ্টিস্থান উচ্ছেদ কী?' বলতে স্রোতাপত্তিমার্গ দৃষ্টিস্থান উচ্ছেদ।

১২৩. অভিনিবেশ-পরামাস (স্পর্শ) দৃষ্টি কী? 'রূপ' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'বেদনা' এটা আমার... 'সংজ্ঞা' এটা আমার... 'সংস্কার' এটা আমার... 'বিজ্ঞান' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'চক্ষু' এটা আমার... 'শ্রোত্র' এটা আমার... 'ঘ্রাণ' এটা আমার... 'জিহ্বা' এটা আমার... 'কায়' এটা আমার... 'মন' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'রূপ' এটা আমার... 'শব্দ' এটা আমার... 'গন্ধ' এটা আমার... 'রস' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্য' এটা আমার... 'ধর্ম' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'চক্ষু-বিজ্ঞান' এটা আমার... 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান' এটা

আমার... 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞান' এটা আমার... 'জিহ্বা-বিজ্ঞান' এটা আমার... 'কায়-বিজ্ঞান' এটা আমার... 'মন-বিজ্ঞান' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'চক্ষু-সংস্পর্শ' এটা আমার... 'শ্রোত্রসংস্পর্শ' এটা আমার... 'ঘ্রাণসংস্পর্শ' এটা আমার... 'জিহ্বাসংস্পর্শ' এটা আমার... 'কায়সংস্পর্শ' এটা আমার... 'মনসংস্পর্শ' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার... 'শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার... 'ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার... 'জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার... 'কায়সংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার... 'মনসংস্পর্শজ বেদনা' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

'রূপসংজ্ঞা' এটা আমার... 'শব্দসংজ্ঞা' এটা আমার... 'গন্ধসংজ্ঞা' এটা আমার... 'রসসংজ্ঞা' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্যসংজ্ঞা' এটা আমার... 'ধর্মসংজ্ঞা' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'রূপসঞ্চেতন' এটা আমার... 'শব্দসঞ্চেতন' এটা আমার... 'গন্ধসঞ্চেতন' এটা আমার... 'রসসঞ্চেতন' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্যসঞ্চেতন' এটা আমার... 'ধর্মসঞ্চেতন' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'রূপতৃষ্ণা' এটা আমার... 'শব্দতৃষ্ণা' এটা আমার... 'গন্ধতৃষ্ণা' এটা আমার... 'রসতৃষ্ণা' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা' এটা আমার... 'ধর্মতৃষ্ণা' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'স্পর্শ-বিতর্ক' এটা আমার... 'শব্দ-বিতর্ক' এটা আমার... 'গন্ধ-বিতর্ক' এটা আমার... 'রস-বিতর্ক' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্য-বিতর্ক' এটা আমার... 'ধর্ম-বিতর্ক' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'রূপ-বিচার' এটা আমার... 'শব্দ-বিচার' এটা আমার... 'গন্ধ-বিচার' এটা আমার... 'রস-বিচার' এটা আমার... 'স্প্রষ্টব্য-বিচার' এটা আমার... 'ধর্ম-বিচার' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

'পৃথিবীধাতু' এটা আমার... 'আপধাতু' এটা আমার... 'তেজধাতু' এটা আমার... 'বায়ুধাতু' এটা আমার... 'আকাশধাতু' এটা আমার... 'বিজ্ঞানধাতু' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'পৃথিবীকৃৎস্ন' এটা আমার... 'আপকৃৎস্ন' এটা

আমার... ‘তেজকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘বায়ুকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘নীলকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘পীতকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘লোহিতকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘ওদাতকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘আকাশকৃৎস্ন’ এটা আমার... ‘বিজ্ঞানকৃৎস্ন’ এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

‘কেশ’ (বা চুল) এটা আমার... ‘লোম’ এটা আমার... ‘নখ’ এটা আমার... ‘দন্ত’ এটা আমার... ‘ত্বক’ এটা আমার... ‘মাংস’ এটা আমার... ‘স্নায়ু’ এটা আমার... ‘অস্থি’ এটা আমার... ‘অস্থিমজ্জা’ এটা আমার... ‘বৃক্ক’ এটা আমার... ‘হৃদয়’ এটা আমার... ‘যকৃৎ’ এটা আমার... ‘ক্লোম’ এটা আমার... ‘প্লীহা’ এটা আমার... ‘মফুসফুস’ এটা আমার... ‘অন্ত্র’ এটা আমার... ‘ক্ষুদ্রঅন্ত্র’ এটা আমার... ‘উদর’ এটা আমার... ‘মল’ এটা আমার... ‘পিত্ত’ এটা আমার... ‘শ্লেষ্মা’ এটা আমার... ‘পূঁষ’ এটা আমার... ‘রক্ত’ এটা আমার... ‘স্বেদ’ এটা আমার... ‘মেদ’ এটা আমার... ‘অশ্রু’ এটা আমার... ‘বসা’ এটা আমার... ‘লালা’ এটা আমার...‘ সিকনি’ এটা আমার... ‘লসিকা’ এটা আমার... ‘মূত্র’ এটা আমার... ‘মস্তিষ্ক’ এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

‘চক্ষু আয়তন’ এটা আমার... ‘রূপ আয়তন’ এটা আমার... ‘শ্রোত্র আয়তন’ এটা আমার... ‘শব্দ আয়তন’ এটা আমার... ‘ঘ্রাণ আয়তন’ এটা আমার... ‘গন্ধ আয়তন’ এটা আমার... ‘জিহ্বা আয়তন’ এটা আমার... ‘রস আয়তন’ এটা আমার... ‘কায় আয়তন’ এটা আমার... ‘স্প্রষ্টব্য আয়তন’ এটা আমার... ‘মন আয়তন’ এটা আমার... ‘ধর্ম আয়তন’ এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

‘চক্ষুধাতু’ এটা আমার... ‘রূপধাতু’ এটা আমার... ‘চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার... ‘শ্রোত্রধাতু’ এটা আমার... ‘শব্দধাতু’ এটা আমার... ‘শ্রোত্র-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার... ‘ঘ্রাণধাতু’ এটা আমার... ‘গন্ধধাতু’ এটা আমার... ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার... ‘জিহ্বাধাতু’ এটা আমার... ‘রসধাতু’ এটা আমার... ‘জিহ্বা-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার... ‘কায়ধাতু’ এটা আমার... ‘স্প্রষ্টব্যধাতু’ এটা আমার... ‘কায়-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার... ‘মনোধাতু’ এটা আমার... ‘ধর্মধাতু’ এটা আমার... ‘মনো-বিজ্ঞানধাতু’ এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

‘চক্ষু-ইন্দ্রিয়’ এটা আমার... ‘শ্রোত্র ইন্দ্রিয়’ এটা আমার... ‘ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়’

এটা আমার... 'জিহ্বা-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'কায়-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'মনেন্দ্রিয়' এটা আমার... 'জীবিতেন্দ্রিয়' এটা আমার... 'স্ত্রী ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'পুরুষ ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'সুখ-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'দুঃখ-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'বীর্য-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'স্মৃতি-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'সমাধি-ইন্দ্রিয়' এটা আমার... 'প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

'কামধাতু' এটা আমার... 'রূপধাতু' এটা আমার... 'অরূপধাতু' এটা আমার... 'কামভব' এটা আমার... 'রূপভব' এটা আমার... 'অরূপভব' এটা আমার... 'সংজ্ঞাভব' এটা আমার... 'অসংজ্ঞাভব' এটা আমার... 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব' এটা আমার... 'একবোকারভব' এটা আমার... 'চতুবোকারভব' এটা আমার... 'পঞ্চবোকারভব' এটা আমার... 'প্রথম ধ্যান' এটা আমার... 'দ্বিতীয় ধ্যান' এটা আমার... 'তৃতীয় ধ্যান' এটা আমার... 'চতুর্থ ধ্যান' এটা আমার... 'মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি' এটা আমার... 'করুণাচিত্তবিমুক্তি' এটা আমার... 'মুদিতাচিত্তবিমুক্তি' এটা আমার... 'উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি' এটা আমার... 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি' এটা আমার... 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি' এটা আমার... 'আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি' এটা আমার... 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি' এটা আমার, এতে আমি , এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি।

'অবিদ্যা' এটা আমার... 'সংস্কার' এটা আমার... 'বিজ্ঞান' এটা আমার... 'নামরূপ' এটা আমার... 'ষড়ায়তন' এটা আমার... 'স্পর্শ' এটা আমার... 'বেদনা' এটা আমার... 'তৃষ্ণা' এটা আমার... 'উপাদান' এটা আমার... 'ভব' এটা আমার... 'জন্ম' এটা আমার... 'জরা-মরণ' এটা আমার, এতে আমি, এটা আমার আত্মা—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি এরূপ।

১২৪. আট প্রকার দৃষ্টিস্থান কী কী? স্কন্ধ দৃষ্টিস্থান, অবিদ্যা দৃষ্টিস্থান, স্পর্শ দৃষ্টিস্থান, সংজ্ঞা দৃষ্টিস্থান, বিতর্ক দৃষ্টিস্থান, অজ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দৃষ্টিস্থান, পাপমিত্র দৃষ্টিস্থান ও পরতোঘোস দৃষ্টিস্থান।

দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা স্কন্ধ হেতু, স্কন্ধ প্রত্যয়—স্কন্ধ দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা অবিদ্যা হেতু, অবিদ্যা প্রত্যয়—অবিদ্যা দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা

স্পর্শ হেতু, স্পর্শ প্রত্যয়—স্পর্শ দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা সংজ্ঞা হেতু, সংজ্ঞা প্রত্যয়—সংজ্ঞা দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা বিতর্ক হেতু, বিতর্ক প্রত্যয়—বিতর্ক দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা অজ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হেতু, অজ্ঞানযুক্ত মনোযোগ প্রত্যয়—অজ্ঞানযুক্ত মনোযোগ দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা পাপমিত্র হেতু, পাপমিত্র প্রত্যয়—পাপমিত্র দৃষ্টিস্থান এরূপ। দৃষ্টিস্থানের অনুসারে সমুত্থানার্থ দ্বারা পরতোঘোস হেতু, পরতোঘোস প্রত্যয়—পরতোঘোস দৃষ্টিস্থান এরূপ। এগুলোই আট প্রকার দৃষ্টিস্থান।

১২৫. আঠারো প্রকার দৃষ্টিপর্যুত্থান (অধিকৃত) কী কী? যেসব দৃষ্টি দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগম্ভীর, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক বা দৃষ্টিভেদ, দৃষ্টিবিস্ফন্দিত, দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টিশল্য, দৃষ্টিসম্বাধ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক, দৃষ্টিবন্ধন, দৃষ্টিপ্রপাত, দৃষ্টি-অনুশয়, দৃষ্টিসন্তাপ, দৃষ্টিদহন, দৃষ্টিগ্রন্থি, দৃষ্টি উপাদান, দৃষ্টি অভিনিবেশ, দৃষ্টি-পরামাস—এগুলোই আঠারো প্রকার দৃষ্টি পর্যুত্থান।

১২৬. ষোলো প্রকার দৃষ্টি কী কী? আস্বাদ দৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, সৎকায় দৃষ্টি, সৎকায়-বস্তুক শাশ্বত দৃষ্টি, সৎকায়-বস্তুক উচ্ছেদ দৃষ্টি, অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি, পূর্বান্তানুদৃষ্টি, অপরন্তানুদৃষ্টি, সংযোজনিক দৃষ্টি, 'আমি' মানবদ্ধ দৃষ্টি, 'আমার' মানবদ্ধ দৃষ্টি, আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি, লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি, ভবদৃষ্টি, বিভব দৃষ্টি—এগুলোই ষোলো প্রকার দৃষ্টি।

১২৭. তিনশত দৃষ্টি অভিনিবেশ কী কী? কত প্রকারে আস্বাদ দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে আত্মানুদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে মিথ্যাদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে সৎকায়দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে সৎকায়বস্তুক শাশ্বতদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে সৎকায়বস্তুক উচ্ছেদ দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে পূর্বান্তানুদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে অপরন্তানুদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে সংযোজনিক দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে 'আমি' মানবদ্ধ দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে 'আমার' মানবদ্ধ দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে ভবদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়? কত প্রকারে বিভব দৃষ্টি অভিনিবেশ হয়?

আস্বাদ দৃষ্টি পঁয়ত্রিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। আত্মানুদৃষ্টি বিশ প্রকারে

অভিনিবেশ হয়। মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। সৎকায়দৃষ্টি বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। সৎকায়-বস্তুক শাশ্বতদৃষ্টি পনেরো প্রকারে অভিনিবেশ হয়। সৎকায়-বস্তুক উচ্ছেদদৃষ্টি পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি পঞ্চাশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। পূর্বান্তানুদৃষ্টি আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়। অপরন্তানুদৃষ্টি চুয়াল্লিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। সংযোজনিক দৃষ্টি আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়। 'আমি' মানবদ্ধ দৃষ্টি আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়। 'আমার' মানবদ্ধ দৃষ্টি আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়। আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি ২০ প্রকারে অভিনিবেশ হয়। লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি আট প্রকারে অভিনিবেশ হয়। ভবদৃষ্টি এক প্রকারে অভিনিবেশ হয়। বিভব দৃষ্টি এক প্রকারে অভিনিবেশ হয়।

১. আস্বাদ দৃষ্টি বর্ণনা

১২৮. আস্বাদদৃষ্টির কোন পঁয়ত্রিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? রূপের প্রত্যয়ে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি রূপের আস্বাদ—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি আস্বাদ নয়, আস্বাদও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, আস্বাদও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা আস্বাদ—এটাকে বলা হয় আস্বাদ দৃষ্টি।

আস্বাদ দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি। সেই দৃষ্টিবিপত্তিতে সমন্বাগত পুদ্গল দৃষ্টিবিপন্ন হয়। দৃষ্টিবিপন্ন পুদ্গলকে সেবা, ভজনা, পূজা করা অনুচিত। তার কারণ কী? যেহেতু তার দৃষ্টি পাপজনক। দৃষ্টি দ্বারা বা দৃষ্টির কারণে যে রাগ তা দৃষ্টি নয়; দৃষ্টিও রাগ নয়। দৃষ্টি অন্য, রাগও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা রাগ—এটাকে বলা হয় দৃষ্টিরাগ। সেই দৃষ্টি ও রাগ (দ্বারা) সমন্বাগত পুদ্গল দৃষ্টিরাগযুক্ত হয়। দৃষ্টিরাগযুক্ত পুদ্গলকে দান দিলে মহাফল, মহানিসংশ হয় না। তার কারণ কী? যেহেতু তার দৃষ্টি পাপজনক, আস্বাদ দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি।

মিথ্যাদৃষ্টিক পুদ্গালের দুই গতিই হয়—নিরয়গতি অথবা তির্যকগতি। মিথ্যাদৃষ্টিক পুদ্গালের যেই কায়কর্ম, তা যথাদৃষ্টিতে (বা মিথ্যাদৃষ্টিতে) সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়; যেই বাককর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয় এবং যেসব মনোকর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়। (তাদের) যেই চেতনা, যেই প্রার্থনা, যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই সমস্ত ধর্ম অনিষ্ট, অকান্ত (অপ্রীতিকর), অমনাপ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনক দৃষ্টির কারণে। যেমন—নিম্ববীজ, কোশাতকীবীজ (ঝিঙ্গাবীজ) বা তিক্ত শসাবীজ আর্দ্র মাটিতে রোপণ করলে

যে মাটির রস ও জল গ্রহণ করুক না কেন সে সবই (অর্থাৎ উল্লেখিত বীজের সব ফলই) তিক্ত, কটু (তীব্র তিতা) ও বিস্বাদযুক্ত হয়। তা কী কারণে? তিক্তজাতীয় বীজের কারণে। অনুরূপভাবে মিথ্যাদৃষ্টিক পুদ্গলের যে কায়কর্য, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত, গৃহীত হয়। আর যেই চেতনা, যেই ইচ্ছা, যেই প্রার্থনা এবং যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই ধর্ম সমস্ত অনিষ্ট, অকান্ত, অমনাপ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনক দৃষ্টি, আস্বাদদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগম্ভীর, দৃষ্টিকান্তার (অনতিক্রম দৃষ্টি), দৃষ্টিবিসূক বা দৃষ্টিভেদ, দৃষ্টিবিস্ফন্দিত, দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টিশল্য, দৃষ্টিসম্বাধ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধন, দৃষ্টিপ্রপাত, দৃষ্টি-অনুশয়, দৃষ্টিসন্তাপ, দৃষ্টিপরিদাহ, দৃষ্টিগ্রন্থি, দৃষ্টি উপাদান, দৃষ্টি অভিনিবেশ ও দৃষ্টিপরামাস—এই আঠারো প্রকারে অভিভূত বা পর্যুদস্ত চিত্তের সংযোগ হয়।

১২৯. কিছু কিছু সংযোজন মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত আর কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত? সৎকায়দৃষ্টি ও শীলব্রতপরামর্শ—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়? কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, মান সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অনুনয় সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

বেদনা প্রত্যয়ে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সংজ্ঞা প্রত্যয়ে যে... সংস্কার প্রত্যয়ে যে... বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... চক্ষু প্রত্যয়ে যে... শ্রোত্র প্রত্যয়ে যে... ঘ্রাণ প্রত্যয়ে যে... জিহ্বা প্রত্যয়ে যে... কায় প্রত্যয়ে যে... মন প্রত্যয়ে যে... রূপ প্রত্যয়ে যে... শব্দ প্রত্যয়ে যে... গন্ধ প্রত্যয়ে যে... রস প্রত্যয়ে যে... স্প্রষ্টব্য প্রত্যয়ে যে... ধর্ম প্রত্যয়ে যে... চক্ষু-বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... শ্রোত্র-বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... জিহ্বা-বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... কায়-বিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... মনোবিজ্ঞান প্রত্যয়ে যে... চক্ষুসংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... শ্রোত্রসংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... ঘ্রাণসংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... জিহ্বাসংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... কায়সংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... মনসংস্পর্শ প্রত্যয়ে যে... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে... শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে... জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে...

কায়সংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে... মনসংস্পর্শজ বেদনা প্রত্যয়ে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি আস্বাদ নয়, আস্বাদও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, আস্বাদও অন্য। যে দৃষ্টি এবং যে রাগ—একেই বলা হয় আস্বাদদৃষ্টি।

আস্বাদদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি। সে দৃষ্টিবিপত্তিতে সমন্বিত পুদ্গল দৃষ্টিবিপন্ন হয়। দৃষ্টিবিপন্ন পুদ্গলকে সেবা, ভজনা, পূজা করা অনুচিত। তা কী কারণে? তার পাপজনক দৃষ্টির কারণে। দৃষ্টির কারণে যে রাগ তা দৃষ্টি নয়, দৃষ্টিও রাগ নয়। দৃষ্টি অন্য, রাগও অন্য। যে দৃষ্টি এবং যে রাগ—একেই বলা হয় দৃষ্টিরাগ। সেই দৃষ্টি ও রাগে সমন্বিত পুদ্গল দৃষ্টিরাগযুক্ত হয়। দৃষ্টিরাগযুক্ত পুদ্গলকে দান দিলে মহাফল, মহাপুণ্য হয় না। তা কী কারণে? তার দৃষ্টি পাপজনক, আস্বাদদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

মিথ্যাদৃষ্টি পুদ্গলের দুই গতিই হয়—নিরয়গতি অথবা তির্যকগতি। মিথ্যাদৃষ্টিক পুদ্গলের যেই কায়কর্ম, তা যথাদৃষ্টিতে (বা মিথ্যাদৃষ্টিতে) সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়; যেই বাক্ কর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয় এবং যেসব মনোকর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়। (তাদের) যেই চেতনা, যেই প্রার্থনা, যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই সমস্ত ধর্ম অনিষ্ট, অকান্ত (অপ্রীতিকর), অমনাপ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনক দৃষ্টির কারণে। যেমন—নিম্ববীজ, কোশাতকী বীজ (ঝিঙ্গাবীজ) বা তিক্ত শসাবীজ আর্দ্র মাটিতে রোপণ করলে যে মাটির রস ও জল গ্রহণ করুক না কেন সে সবই (অথাৎ উল্লেখিত বীজের সব ফলই) তিক্ত, কটু (তীব্র তিতা) ও বিস্বাদযুক্ত হয়। তা কী কারণে? তিক্তজাতীয় বীজের কারণে। অনুরূপভাবে মিথ্যাদৃষ্টিক পুদ্গলের যে কায়কর্য, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম তাও যথাদৃষ্টিতে সম্পাদিত, গৃহীত হয়। আর যেই চেতনা, যেই ইচ্ছা, যেই প্রার্থনা এবং যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই ধর্ম সমস্ত অনিষ্ট, অকান্ত, অমনাপ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনক দৃষ্টি, আস্বাদদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগম্ভীর... দৃষ্টি অভিনিবেশ ও দৃষ্টিপরামাস—এই আঠারো প্রকারে অভিভূত বা পর্যুদস্ত চিত্তের সংযোগ হয়।

কিছু কিছু সংযোজন মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত আর কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত? সৎকায়দৃষ্টি ও শীলব্রতপরামর্শ—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়? কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, মান সংযোজন,

বিচিকিৎসা সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অনুনয় সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। আস্বাদদৃষ্টির এই পঁয়ত্রিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়।

আস্বাদ দৃষ্টি বর্ণনা প্রথম সমাপ্ত।

২. আত্মানুদৃষ্টি বর্ণনা

১৩০. কোন বিশ প্রকারে আত্মানুদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে, রূপবন্তে আত্মা দর্শন করে, আত্মাতে রূপ দর্শন করে এবং রূপে আত্মা দর্শন করে। বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে, বেদনাবন্তে আত্মা দর্শন করে, আত্মাতে বেদনা দর্শন করে এবং বেদনায় আত্মা দর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে, সংজ্ঞাবন্তে আত্মা দর্শন করে, আত্মাতে সংজ্ঞা দর্শন করে এবং সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে। সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে, সংস্কারবন্তে আত্মা দর্শন করে, আত্মাতে সংস্কার দর্শন করে এবং সংস্কারে আত্মা দর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে, বিজ্ঞানবন্তে আত্মা দর্শন করে, আত্মাতে বিজ্ঞান দর্শন করে এবং বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে।

১৩১. কীরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল পৃথিবীকৃৎস্নকে (আস্তমাটিকে) আত্মারূপে দর্শন করে—"যা পৃথিবীকৃৎস্ন তা আমি; যা আমি তা পৃথিবীকৃৎস্ন।" এভাবে পৃথিবীকৃৎস্ন এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনকালে "যা অগ্নিশিখা তা প্রভা, যা প্রভা তা অগ্নিশিখা। এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শিত হয়। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল পৃথিবীকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে—"যা পৃথিবীকৃৎস্ন তা আমি, যা আমি তা পৃথিবীকৃৎস্ন।" এভাবে পৃথিবীকৃৎস্ন এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক প্রথম আত্মানুদৃষ্টি।

আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি। সে দৃষ্টিবিপত্তিতে সমন্বিত পুদ্গল দৃষ্টিবিপন্ন হয়। দৃষ্টিবিপন্ন পুদ্গলকে সেবা, ভজনা, পূজা করা

অনুচিত। তা কী কারণে? তার পাপজনক দৃষ্টির কারণে। দৃষ্টির কারণে যে রাগ (আসক্তি) তা দৃষ্টি নয়, দৃষ্টিও রাগ নয়। দৃষ্টি অন্য, রাগও অন্য। যে দৃষ্টি এবং যে রাগ—একেই বলা হয় দৃষ্টিরাগ। সেই দৃষ্টি ও রাগে সমন্বিত পুদ্গল দৃষ্টিরাগযুক্ত হয়। দৃষ্টিরাগযুক্ত পুদ্গলকে দান দিলে মহাফল, মহাপুণ্য হয় না। তা কী কারণে? তার দৃষ্টি পাপজনক, আত্মানুদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

মিথ্যাদৃষ্টি পুদ্গালের দুই গতিই হয়—নিরয়গতি অথবা তির্যকগতি। তাদের যেসব কায়, বাক্, মনকর্ম তা মিথ্যাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়। আর তাদের যেই চেতনা, যেই ইচ্ছা, যেই প্রার্থনা, যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই সমস্ত ধর্ম অনিষ্ট, অপ্রীতিকর, অমনোজ্ঞ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনক দৃষ্টির কারণে। যেমন নিম্ববীজ, কোশতকীবীজ বা তিক্তশসাবীজ আর্দ্র মাটিতে রোপণ করলে যে মাটির রস ও জলরস গ্রহণ করুক না কেন সেসব ফল তিক্ত, কটু (তীব্র তিতা) ও বিস্বাদযুক্ত হয়। তা কী কারণে? তিক্তজাতীয় বীজের কারণে। অনুরূপভাবে মিথ্যাদৃষ্টি পুদ্গালের যেসব কায়, বাক্, মনোকর্ম তা মিথ্যাদৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়, গৃহীত হয়। আর তাদের যেই চেতনা, যেই ইচ্ছা, যেই প্রার্থনা যেই অধিষ্ঠান হোক না কেন সেই সমস্ত ধর্ম অনিষ্ট, অপ্রীতিকর, অমনোজ্ঞ, অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। তা কী কারণে? পাপজনকদৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

কিছু কিছু সংযোজন মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত আর কিছু কিছু সংযোজন মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত? সৎকায়দৃষ্টি ও শীলব্রতপরামর্শ—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কোন সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়? কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অনুনয় সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন—এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে কোনো কোনো পুদ্গাল আপ্‌কৃৎস্নকে... তেজকৃৎস্নকে... বায়ুকৃৎস্নকে... নীলকৃৎস্নকে... পীতকৃৎস্নকে... লোহিতকৃৎস্নকে... ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে—"যা ওদাতকৃৎস্ন তা আমি; যা আমি তা ওদাতকৃৎস্ন।" এভাবে ওদাতকৃৎস্ন এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনকালে "যা অগ্নিশিখা তা প্রভা, যা প্রভা তা অগ্নিশিখা। এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শিত হয়। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গাল ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন

করে—"যা ওদাতকৃৎস্ন তা আমি, যা আমি তা ওদাতকৃৎস্ন।" এভাবে ওদাতকৃৎস্ন এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক প্রথম আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে রূপবন্তকে (সাকারকে) নিজের বলে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে বা নিজের বলে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই রূপ দ্বারা রূপবান।" এভাবে সেই পুদ্গল রূপবন্তকে আত্মা বা নিজের বলে দর্শন করে। যেমন—বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এ বৃক্ষ এই ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।" এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে, এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে বা নিজের বলে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—'এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই রূপ দ্বারা রূপবান।' এভাবে সে রূপবন্তকে আত্মা বা নিজের বলে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক দ্বিতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপে রূপবন্তকে আত্মা বা নিজের বলে দর্শন করে।

কীরূপে আত্মায় রূপ দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে বা নিজের বলে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই রূপ।" এভাবে সেই পুদ্গল আত্মায় রূপ দর্শন করে। যেমন—পুষ্প গন্ধসম্পন্ন (সুগন্ধযুক্ত) হলে কোনো ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা পুষ্প, এটা গন্ধ। পুষ্প অন্য, গন্ধও অন্য। এই পুষ্পে এ গন্ধ।" এভাবে পুষ্পে গন্ধ দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে বা নিজের বলে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা।

আমার এ আত্মায় এই রূপ।" এভাবে আত্মায় রূপ দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক তৃতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপে আত্মায় রূপ দর্শন করে।

কীরূপে রূপে আত্মা দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই রূপে বিদ্যমান।" এভাবে সে রূপে আত্মা দর্শন করে। যেমন—মঞ্জুষায় মণি রাখা হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা মণি, এটা মঞ্জুষা। মণি অন্য, মঞ্জুষায়ও অন্য। এই মণি এই মঞ্জুষায়।" এভাবে মঞ্জুষায় মণি দর্শন করে। অনুরূপভাবে, এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই রূপে বিদ্যমান।" এভাবে রূপে আত্মা দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তুও নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক চতুর্থ আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে রূপে আত্মা দর্শন করে।

১৩২. কীরূপে বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা ও মনসংস্পর্শজ বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মনসংস্পর্শজ বেদনা সে-ই আমি, যে আমি তা মনসংস্পর্শজ বেদনা"—এভাবে মনসংস্পর্শজ বেদনা এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলনের সময়ে যা অগ্নিশিখা তা প্রভা, যা প্রভা তা অগ্নিশিখা। এভাবে অগ্নিশিখা ও প্রভা অভিন্নরূপে দর্শিত হয়। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল মনসংস্পর্শজ বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—" যা মনসংস্পর্শ বেদনা সে-ই আমি, যেই আমি তা-ই মনসংস্পর্শজ বেদনা"—এভাবে সে মনসংস্পর্শজ বেদনা এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বেদনা বিষয়ক প্রথম

আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপে বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে বেদনাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বেদনায় বেদনাবান।" এভাবে বেদনাবন্তকে আত্মা নিজের বলে দর্শন করে। যেমন, বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এই বৃক্ষ এ ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।" এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বেদনায় বেদনাবান।" এভাবে সে বেদনাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বেদনা বিষয়ক দ্বিতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বেদনাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে।

কীরূপে আত্মায় বেদনা দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই বেদনা বিদ্যমান।" এভাবে আত্মায় বেদনা দর্শন করে। যেমন—পুষ্প গন্ধসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা পুষ্প, এটা গন্ধ। পুষ্প অন্য, গন্ধও অন্য। এই পুষ্পে এ গন্ধ।" এভাবে পুষ্পে গন্ধ দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই বেদনা বিদ্যমান।" এভাবে সে আত্মায় বেদনা দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বেদনা বিষয়ক তৃতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে আত্মায় বেদনা দর্শন করে।

কীরূপে বেদনায় নিজেকে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বেদনায় বিদ্যমান।" এভাবে সে বেদনায় নিজেকে দর্শন করে। যেমন—মণি মঞ্জুষায় রাখা হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা মণি, এটা মঞ্জুষা। মণি অন্য, মঞ্জুষাও অন্য। এই মঞ্জুষায় এই মণি।" এভাবে মঞ্জুষার ভেতর মণি দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বেদনায় বিদ্যমান।" এভাবে সে বেদনায় নিজেকে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বেদনা বিষয়ক চতুর্থ আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বেদনায় আত্মা দর্শন করে।

১৩৩. কীরূপে সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষুসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... শ্রোত্রসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... ঘ্রাণসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... জিহ্বাসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... কায়সংস্পর্শজ সংজ্ঞা... মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা তা আমি, যেই আমি তাই মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা।" এভাবে সে মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন—তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনের সময়ে যা অগ্নিশিখা, তা প্রভা; যা প্রভা, তা অগ্নিশিখা। এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষুসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... শ্রোত্রসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... ঘ্রাণসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... জিহ্বাসংস্পর্শজ সংজ্ঞা... কায়সংস্পর্শজ সংজ্ঞা... মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা তা আমি, যা আমি তা মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা।" এভাবে সে মনসংস্পর্শজ সংজ্ঞা এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্ট এবং যা বস্তু—এটা সংজ্ঞা বিষয়ক প্রথম আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে সংজ্ঞাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞাবান।" এভাবে সংজ্ঞাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। যেমন—বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এ বৃক্ষ এই ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।" এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞাবান।" এভাবে সে সংজ্ঞাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংজ্ঞা বিষয়ক দ্বিতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংজ্ঞাবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে।

কীরূপে আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই সংজ্ঞা। এভাবে আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করে। যেমন, পুষ্প গন্ধসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা পুষ্প, এটা গন্ধ। পুষ্প অন্য, গন্ধও অন্য। এ গন্ধ এই পুষ্পে।" এভাবে সে পুষ্পে গন্ধ দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই সংজ্ঞা। এভাবে আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংজ্ঞা বিষয়ক তৃতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করে।

কীরূপে সংজ্ঞায় নিজেকে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংজ্ঞায়।

এভাবে সে সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে। যেমন, মণি মঞ্জুষায় রাখা হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা মণি, এটা মঞ্জুষা; মণি অন্য, মঞ্জুষা অন্য। এই মণি এই মঞ্জুষায়।" এভাবে মঞ্জুষার ভেতর মণি দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এই আত্মা এ সংজ্ঞায়।" এভাবে সে সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংজ্ঞা বিষয়ক চতুর্থ আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে।

১৩৪. কীরূপে সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষুসংস্পর্শজ চেতনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ চেতনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ চেতনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ চেতনা, কায়সংস্পর্শজ চেতনা ও মনসংস্পর্শজ চেতনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মনসংস্পর্শজ চেতনা সে-ই আমি; যেই আমি, তা-ই মনসংস্পর্শজ চেতনা।" এভাবে মনসংস্পর্শজ চেতনা ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনের সময়ে "যা অগ্নিশিখা, তা প্রভা; যা প্রভা, তা অগ্নিশিখা।" এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল মনসংস্পর্শজ চেতনাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মনসংস্পর্শজ চেতনা সে-ই আমি; যেই আমি, তা মনসংস্পর্শজ চেতনা।" এভাবে মনসংস্পর্শজ চেতনা এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংস্কার বিষয়ক প্রথম আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে সংস্কারবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংস্কারে সংস্কারবান।" এভাবে সংস্কারবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। যেমন—বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এ বৃক্ষ এই

ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।” এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংস্কারে সংস্কারবান।” এভাবে সে সংস্কারবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংস্কার বিষয়ক দ্বিতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংস্কারবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে।

কীরূপে আত্মায় সংস্কার দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এই আত্মায় এই সংস্কার। এভাবে আত্মায় সংস্কার দর্শন করে। যেমন, পুষ্প গন্ধসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—“এটা পুষ্প, এটা গন্ধ; পুষ্প অন্য, গন্ধও অন্য। এ গন্ধ এই পুষ্পে।” এভাবে পুষ্পে গন্ধ দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে...সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই সংস্কার। এভাবে সে আত্মায় সংস্কার দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংস্কার বিষয়ক তৃতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংস্কারে আত্মা দর্শন করে।

কীরূপে সংস্কারে নিজেকে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংস্কারে।” এভাবে সংস্কারে নিজেকে দর্শন করে। যেমন, মণি মঞ্জুষায় রাখা হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—“এটা মণি, এটা মঞ্জুষা; মণি অন্য, মঞ্জুষা অন্য। এ মণি এই মঞ্জুষায়।” এভাবে মঞ্জুষার ভেতরে মণি দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বিজ্ঞানকে... রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই সংস্কারে।” এভাবে সে

সংস্কারে নিজেকে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সংস্কার বিষয়ক চতুর্থ আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে সংস্কারে নিজেকে দর্শন করে।

১৩৫. কীরূপে বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষু-বিজ্ঞানকে... শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে... জিহ্বা-বিজ্ঞানকে... কায়-বিজ্ঞানকে... মন-বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা চক্ষু-বিজ্ঞান সে-ই আমি; যেই আমি, তা চক্ষু-বিজ্ঞান।" এভাবে সে চক্ষু-বিজ্ঞান ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্বালনের সময়ে "যা অগ্নিশিখা, তা প্রভা; যা প্রভা, তা অগ্নিশিখা।" এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল মন-বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা মন-বিজ্ঞান সে-ই আমি; যে আমি, তা মন-বিজ্ঞান।" এভাবে মন-বিজ্ঞান ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানবান।" এভাবে সে বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। যেমন—বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এ বৃক্ষ এই ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।" এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানবান।" এভাবে সে বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়; দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বিজ্ঞান বিষয়ক দ্বিতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই

সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে।

কীরূপে আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই বিজ্ঞান (বিদ্যমান)। এভাবে সে আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করে। যেমন, পুষ্প গন্ধসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা পুষ্প, এটা গন্ধ। পুষ্প অন্য, গন্ধও অন্য। এ গন্ধ এই পুষ্পে। এভাবে পুষ্পে গন্ধ দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মায় এই বিজ্ঞান। এভাবে সে আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বিজ্ঞান বিষয়ক তৃতীয় আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করে।

কীরূপে বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বিজ্ঞানে।" এভাবে বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে। যেমন, মণি মঞ্জুষায় রাখা হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—"এটা মণি, এটা মঞ্জুষা; মণি অন্য, মঞ্জুষা অন্য। এ মণি এই মঞ্জুষায় ভেতরে বিদ্যমান। এভাবে মঞ্জুষায় মণি দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল রূপকে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই বিজ্ঞানে।" এভাবে বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা বিজ্ঞান বিষয়ক চতুর্থ আত্মানুদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে। আত্মানুদৃষ্টির এই বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়।

আত্মানুদৃষ্টি বর্ণনা দ্বিতীয় সমাপ্ত

৩. মিথ্যাদৃষ্টি বর্ণনা

১৩৬. কোন দশ প্রকারে মিথ্যাদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? “দান দিলে কোনো ফল হয় না”—এটা বত্থু বা মিথ্যাদৃষ্টিগত ধারণা। এই মতবাদ হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি-অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা মিথ্যা বিষয়ক প্রথম মিথ্যাদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। “যজ্ঞে কোনো ফল হয় না”—এটা বত্থু বা মিথ্যাদৃষ্টিগত ধারণা... “হূত বা পূজা-নৈবেদ্যে কোনো ফল হয় না”—এটা বত্থু... “সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল হয় না”—এটা বত্থু... “ইহলোক নেই”—এটা বত্থু... “পরলোক নেই”—এটা বত্থু... “মাতা নেই”—এটা বত্থু... “পিতা নেই”—এটা বত্থু... “উপপাতিক সত্ত্ব নেই”—এটা বত্থু... “জগতে সম্যকগত, সম্যক প্রতিপন্ন এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে বলতে পারেন”—এটা বত্থু বা মিথ্যাদৃষ্টিগত ধারণা। এই মতবাদ হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি-অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা মিথ্যা বিষয়ক দশম মিথ্যাদৃষ্টি। আত্মানুদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... মিথ্যাদৃষ্টিক পুরুষ-পুদ্গলের দ্বিবিধ গতি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দশ প্রকারে মিথ্যাদৃষ্টি অভিনিবেশ হয়।

মিথ্যাদৃষ্টি বর্ণনা তৃতীয় সমাপ্ত

৪. সৎকায়দৃষ্টি বর্ণনা

১৩৭. কোন বিশ প্রকারে সৎকায়দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অকোবিদ (বা অদক্ষ), আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে বা রূপবন্তকে নিজের বা আত্মায় রূপ বা রূপে আত্মা অথবা আত্মায় নিজেকে দর্শন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে; বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বা আত্মায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানে আত্মা অথবা বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে।

কীরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল পৃথিবীকৃৎস্নকে... ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা

হয়—“যা ওদাতকৃৎস্ন সে-ই আমি; যেই আমি, তা ওদাতকৃৎস্ন।” এভাবে সে ওদাতকৃৎস্ন ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনের সময়ে “যা অগ্নিশিখা, তা প্রভা; যা প্রভা, তা অগ্নিশিখা।” এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“যা ওদাতকৃৎস্ন সে-ই আমি; যে আমি, তা ওদাতকৃৎস্ন।” এভাবে ওদাতকৃৎস্ন ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা রূপ বিষয়ক প্রথম সৎকায়দৃষ্টি। সৎকায়দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে... এই বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

সৎকায়দৃষ্টি বর্ণনা চতুর্থ সমাপ্ত

৫. শাশ্বতদৃষ্টি বর্ণনা

১৩৮. কোন পনেরো প্রকারে শাশ্বতদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপবন্তকে নিজের বা নিজের মধ্যে রূপ অথবা রূপে নিজেকে দর্শন করে। বেদনাবন্তকে নিজের... সংজ্ঞাবন্তকে নিজের... সংস্কারবন্তকে নিজের... বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বা নিজের মধ্যে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে।

কীরূপে রূপবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে? এখনে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—“এটা আমার আত্মা। আমার এ আত্মা এই রূপের দ্বারা রূপবান।” এভাবে সে রূপবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে। যেমন—বৃক্ষ ছায়াসম্পন্ন হলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা দেখামাত্র এরূপ বলবে—“এটা বৃক্ষ, এটা ছায়া। বৃক্ষ অন্য, ছায়াও অন্য। এ বৃক্ষ এই ছায়ায় ছায়াসম্পন্ন।” এভাবে ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষকে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল বেদনাকে... এটা সৎকায় বিষয়ক প্রথম শাশ্বতদৃষ্টি। শাশ্বতদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে বিজ্ঞানবন্তকে নিজের বলে দর্শন করে...

এই পনেরো প্রকারে শাশ্বতদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

শাশ্বতদৃষ্টি বর্ণনা পঞ্চম সমাপ্ত

৬. উচ্ছেদদৃষ্টি বর্ণনা

১৩৯. কোন পাঁচ প্রকারে উচ্ছেদদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অদক্ষ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, আর্যধর্মে অবিনীত হয়ে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে, বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে, সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন করে, সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন করে, বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে।

কীরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোন পুদ্গল পৃথিবীকৃৎস্নকে... ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা ওদাতকৃৎস্ন সে-ই আমি; যেই আমি, তা ওদাতকৃৎস্ন।" এভাবে সে ওদাতকৃৎস্ন ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনের সময়ে "যা অগ্নিশিখা, তা প্রভা; যা প্রভা, তা অগ্নিশিখা।" এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"যা ওদাতকৃৎস্ন সে-ই আমি; যে আমি, তা ওদাতকৃৎস্ন।" এভাবে ওদাতকৃৎস্ন ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা সৎকায় বিষয়ক প্রথম উচ্ছেদদৃষ্টি। উচ্ছেদদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে... এই পাঁচ প্রকারে উচ্ছেদদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

উচ্ছেদদৃষ্টি বর্ণনা ষষ্ঠ সমাপ্ত

৭. অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি বর্ণনা

১৪০. কোন পঞ্চাশ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? "লোক শাশ্বত"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? "লোক অশাশ্বত"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? "লোক অন্তবা বা সসীম"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? "লোক অনন্তবা বা অসীম"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? "যেই

জীব সেই শরীর”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? “জীব অন্য, শরীর অন্য”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? “মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? “মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? “মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না”—অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়? “মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়”—অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির কত প্রকারে অভিনিবেশ হয়?

“লোক শাশ্বত”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়।... “মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না আবার থাকে না তাও নয়”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়।

[ক] “লোক শাশ্বত”—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? রূপ এবং লোক শাশ্বত—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম “লোক শাশ্বত”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

“বেদনা এবং লোক শাশ্বত”... “সংজ্ঞা এবং লোক শাশ্বত”... “সংস্কার এং লোক শাশ্বত”... “বিজ্ঞান এবং লোক শাশ্বত”—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা পঞ্চম “লোক শাশ্বত”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। “লোক শাশ্বত”—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[খ] “লোক অশাশ্বত”—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? রূপ এবং লোক অশাশ্বত—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... এটা প্রথম “লোক অশাশ্বত”—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।

অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

“বেদনা এবং লোক অশাশ্বত”... “সংজ্ঞা এবং লোক অশাশ্বত”...

"সংস্কার এবং লোক অশাশ্বত"... "বিজ্ঞান এবং লোক অশাশ্বত"—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। "লোক অশাশ্বত"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[গ] "লোক সসীম"—এ অন্তগ্রহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এখানে কেউ কেউ ক্ষুদ্র পরিমাণ স্থান বা ভাবনামণ্ডল নীলবর্ণ বা 'নীল' বলে আলম্বন গ্রহণ করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এই লোক সসীম, গোলাকার"। এভাবে সে অন্তসংজ্ঞী বা অন্ত-সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়। যা আলম্বণ গ্রহণ করে, তা বস্তুও বটে, লোকও বটে। যা দ্বারা আলম্বণ গ্রহণ করে, তা আত্মাও বটে এবং লোকও বটে—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা পথম "লোক সসীম"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে কেউ কেউ ক্ষুদ্র পরিমাণ স্থান বা ভাবনামণ্ডল পীতবর্ণ বা 'পীত' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... লোহিতবর্ণ বা 'লাল' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... ওদাতবর্ণ বা 'ওদাত' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... ওভাসবর্ণ বা 'ওভাস' বলে আলম্বন গ্রহণ করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এই লোক সসীম, গোলাকার"। এভাবে সে অন্তসংজ্ঞী বা অন্ত-সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়। যা আলম্বন গ্রহণ করে, তা বস্তুও বটে, লোকও বটে। যা দ্বারা আলম্বন গ্রহণ করে, তা আত্মাও বটে এবং লোকও বটে—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "লোক সসীম"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[ঘ] "লোক অসীম"—এ অন্তগ্রহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এখানে কেউ কেউ বিপুল পরিমাণ স্থান 'নীল' বলে আলম্বন গ্রহণ করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এই লোক অসীম, অনন্ত"। এভাবে সে অনন্তসংজ্ঞী বা অনন্ত-সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়। যা আলম্বন গ্রহণ করে তা বস্তুও বটে, লোকও বটে। যা দ্বারা আলম্বন গৃহীত হয়, তা আত্মাও বটে এবং লোকও বটে—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "লোক অসীম"—অন্তগ্রাহিকা

দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে কেউ কেউ ক্ষুদ্র পরিমাণ স্থান বা ভাবনামণ্ডল পীতবর্ণ বা 'পীত' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... লোহিতবর্ণ বা 'লাল' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... ওদাতবর্ণ বা 'ওদাত' বলে আলম্বন গ্রহণ করে... ওভাসবর্ণ বা 'ওভাস' বলে আলম্বন গ্রহণ করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এই লোক অসীম, অনন্ত"। এভাবে সে অনন্তসংজ্ঞী বা অনন্ত-সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়। যা আলম্বন গ্রহণ করে, তা বস্তুও বটে, লোকও বটে। যা দ্বারা আলম্বন গ্রহণ করে, তা আত্মাও বটে এবং লোকও বটে—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "লোক অসীম"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[ঙ] "যেই জীব, সেই শরীর"—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? 'রূপ' জীব ও শরীর। যা জীব তা শরীর, যা শরীর তা জীব—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "যেই জীব, সেই শরীর"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

বেদনা জীব ও শরীর... সংজ্ঞা জীব ও শরীর... সংস্কার জীব ও শরীর... বিজ্ঞান জীব ও শরীর; যা জীব তা শরীর, যা শরীর তা জীব—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "যেই জীব, সেই শরীর"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[চ] "জীব অন্য, শরীর অন্য"—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? 'রূপ' শরীর, জীব নয়; জীব শরীরও নয়। জীব অন্য, শরীরও অন্য—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "জীব অন্য, শরীর অন্য"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

বেদনা শরীর, জীব নয়... সংজ্ঞা শরীর, জীব নয়... সংস্কার শরীর, জীব

নয়... বিজ্ঞান শরীর, জীব নয়; জীব শরীরও নয়। জীব অন্য, শরীরও অন্য—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "জীব অন্য, শরীর অন্য"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[ছ] "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে"—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এ জগতে রূপ মরণধর্মী। তথাগত মরণের পর আবার কোথাও অবস্থান করেন, স্থিত থাকেন, উৎপন্ন হন, পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ জগতে বেদনা মরণধর্মী... সংজ্ঞা মরণধর্মী... সংস্কার মরণধর্মী... বিজ্ঞান মরণধর্মী। তথাগত মরণের পর আবার কোথাও অবস্থান করেন, স্থিত থাকেন, উৎপন্ন হন, পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[জ] "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এ জগতে রূপ মরণধর্মী। মরণের পর তথাগত নির্মূল হন, বিনাশ হন; "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ জগতে বেদনা মরণধর্মী... সংজ্ঞা মরণধর্মী... সংস্কার মরণধর্মী... বিজ্ঞান মরণধর্মী। মরণের পর তথাগত নির্মূল হন, বিনাশ হন; "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[ঝ] "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না"—এ

অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এ জগতে রূপ মরণধর্মী। মরণের পর তথাগতে অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ জগতে বেদনা মরণধর্মী... সংজ্ঞা মরণধর্মী... সংস্কার মরণধর্মী... বিজ্ঞান মরণধর্মী। মরণের পর তথাগতে অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি।... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না"—এই পাঁচ প্রকারে অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

[ঞ] "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়"—এ অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির কোন পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়? এ জগতে রূপ মরণধর্মী। মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ জগতে বেদনা মরণধর্মী... সংজ্ঞা মরণধর্মী... সংস্কার মরণধর্মী... বিজ্ঞান মরণধর্মী। মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সেই অন্ত গৃহীত হয়—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়"—অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না আবার থাকে না তাও নয়"—এই পাঁচ প্রকার অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়। অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টির এই পঞ্চাশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়।

অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি বর্ণনা সপ্তম সমাপ্ত

৮. পূর্বান্তানুদৃষ্টি বর্ণনা

১৪১. কোন আঠারো প্রকারে পূর্বান্তানুদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? চার প্রকার শাশ্বতবাদ, চার প্রকার একাংশ-শাশ্বতবাদ, চার প্রকার অন্তানন্তিক (সান্ত-অনন্ত), চার প্রকার অমরাবিক্ষেপ, দুই প্রকার অধীত্যসমুৎপন্নিকা—এই আঠারো প্রকারে পূর্বান্তানুদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

পূর্বান্তানুদৃষ্টি বর্ণনা অষ্টম সমাপ্ত।

৯. অপরন্তানুদৃষ্টি বর্ণনা

১৪২. কোন চুয়াল্লিশ প্রকারে অপরন্তানুদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? ষোলো প্রকার সংজ্ঞীবাদ, আট প্রকার অসংজ্ঞীবাদ, আট প্রকার নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাবাদ, সাত প্রকার উচ্ছেদবাদ এবং পাঁচ প্রকার দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ—এই চুয়াল্লিশ প্রকারে অপরন্তানুদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

অপরন্তানুদৃষ্টি বর্ণনা নবম সমাপ্ত।

১০-১২. সংযোজনিকদৃষ্টি বর্ণনা

১৪৩. কোন আঠারো প্রকারে সংযোজনিকদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? যেই দৃষ্টি দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগম্ভীর, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিভেদ, দৃষ্টি বিস্ফন্দিত, দৃষ্টি সংযোজন, দৃষ্টিশল্য, দৃষ্টিসংকীর্ণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধক, দৃষ্টি বন্ধন, দৃষ্টি প্রপাত, দৃষ্টি অনুশয়, দৃষ্টি সন্তাপ, দৃষ্টি পরিদাহ, দৃষ্টিগ্রন্থি, দৃষ্টি উপাদান, দৃষ্টি অভিনিবেশ এবং দৃষ্টি পরামাস—এই আঠারো প্রকারে সংযোজনিকদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

১৪৪. "আমি"—এ মানাবদ্ধদৃষ্টি কোন আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়? 'চক্ষু' আমি—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'আমি'—এটা মানাবদ্ধদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম "আমি"—মানাবদ্ধদৃষ্টি। মানাবদ্ধ দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

শ্রোত্র "আমি"... ঘ্রাণ "আমি"... জিহ্বা "আমি"... কায় "আমি"... মন "আমি"... রূপ "আমি"... ধর্ম "আমি"... চক্ষু-বিজ্ঞান "আমি"... মন-বিজ্ঞান "আমি"—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। 'আমি'—এটা মানাবদ্ধদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা অষ্টাদশ "আমি"—মানাবদ্ধদৃষ্টি। মানাবদ্ধ দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

“আমি”—এই আঠারো প্রকারে মানাবদ্ধ দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

১৪৫. “আমার”—এ মানাবদ্ধদৃষ্টি কোন আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়? ‘চক্ষু’ আমার—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। “আমার”—এটা মানাবদ্ধদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম “আমার”—মানাবদ্ধদৃষ্টি। মানাবদ্ধ দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

শ্রোত্র “আমার”... ঘ্রাণ “আমার”... জিহ্বা “আমার”... কায় “আমার”... মন “আমার”... রূপ “আমার”... ধর্ম “আমার”... চক্ষু-বিজ্ঞান “আমার”... মন-বিজ্ঞান “আমার”—এটা অভিনিবেশ-পরামাস দৃষ্টি। “আমার”—এটা মানাবদ্ধদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা অষ্টাদশ “আমার”—মানাবদ্ধদৃষ্টি। মানাবদ্ধ দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। “আমার”—এই আঠারো প্রকারে মানাবদ্ধ দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

সংযোজনিকদৃষ্টি বর্ণনা দ্বাদশ সমাপ্ত।

১৩. আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি বর্ণনা

১৪৬. কোন বিশ প্রকারে আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অদক্ষ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে; রূপবন্তকে নিজের, নিজের মধ্যে বা আত্মায় রূপ অথবা রূপে নিজেকে দর্শন করে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে; বিজ্ঞানবন্তকে নিজের, নিজের মধ্যে বা আত্মায় বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানে নিজেকে দর্শন করে...।

কীরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে? এখানে কোনো পুদ্গল পৃথিবীকৃৎস্নকে... ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে দর্শন করে। “যা ওদাতকৃৎস্ন তা আমি; যা আমি তা ওদাতকৃৎস্ন”—এভাবে ওদাতকৃৎস্ন এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে। যেমন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বালনকালে “যা অগ্নিশিখা তা প্রভা, যা প্রভা তা অগ্নিশিখা। এভাবে অগ্নিশিখা এবং প্রভা অভিন্নরূপে দর্শন করে। অনুরূপভাবে এখানে কোনো কোনো পুদ্গল ওদাতকৃৎস্নকে আত্মারূপে

দর্শন করে... এটা প্রথম রূপ বিষয়ক আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি। আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপে রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে... এই বিশ প্রকারে আত্মবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

আত্মবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি বর্ণনা ত্রয়োদশ সমাপ্ত

১৪. লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি বর্ণনা

১৪৭. কোন আট প্রকারে লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়? আত্মা ও লোক শাশ্বত—এটা অভিনিবেশ-পরামাস লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা প্রথম লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি। লোকবাদ সংযুক্তদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আত্মা ও লোক অশাশ্বত... আত্মা ও লোক শাশ্বত এবং অশাশ্বত... আত্মা ও লোক শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে... আত্মা ও লোক সসীম... আত্মা ও লোক অসীম... আত্মা ও লোক সসীম এবং অসীম—এটা অভিনিবেশ-পরামাস লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি। দৃষ্টি বস্তু নয়, বস্তুও দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি অন্য, বস্তুও অন্য। যা দৃষ্টি এবং যা বস্তু—এটা অষ্টম লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি। লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি হলো মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিবিপত্তি... এই সংযোজনসমূহ মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। এই আট প্রকারে লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টির অভিনিবেশ হয়।

লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টি বর্ণনা চতুর্দশ সমাপ্ত

১৫-১৬. ভব-বিভবদৃষ্টি বর্ণনা

১৪৮. অনুরাগাভিনিবেশ বা ভবে বিমুগ্ধ হয়ে থাকাই হলো ভবদৃষ্টি। অতিধাবনাভিনিবেশ বা ভব অতিক্রম করে যাওয়াই হলো বিভবদৃষ্টি। আস্বাদদৃষ্টির পঁয়ত্রিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? আত্মানুদৃষ্টির বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? মিথ্যাদৃষ্টির দশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? সৎকায়দৃষ্টির বিশ প্রকারে অভিবিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? সৎকায় বিষয়ক শাশ্বতদৃষ্টির পনেরো প্রকারে অভিনিবেশ হয় তন্মধ্যে ভব ও বিভব দৃষ্টি কত প্রকার? সৎকায় বিষয়ক

উচ্ছেদদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পঞ্চাশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভব দৃষ্টি কত প্রকার? পূর্বান্তানুদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? অপরন্তারনুদৃষ্টির চুয়াল্লিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? সংযোজনিকদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? 'আমি'—মানাবদ্ধদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভব কত প্রকার? 'আমার'—মানাবদ্ধদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? আত্মবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টির বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার? লোকবাদ প্রতিসংযুক্ত দৃষ্টির আট প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভব ও বিভবদৃষ্টি কত প্রকার?

আস্বাদদৃষ্টির পঁয়ত্রিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। আত্মানুদৃষ্টির বিশ প্রকার অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে পনেরো প্রকার ভবদৃষ্টি এবং পাঁচ প্রকার বিভবদৃষ্টি রয়েছে। মিথ্যাদৃষ্টির দশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি। সৎকায়দৃষ্টির বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে পনেরো প্রকার ভবদৃষ্টি এবং পাঁচ প্রকার বিভবদৃষ্টি। সৎকায় বিষয়ক শাশ্বতদৃষ্টির পনেরো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই ভবদৃষ্টি। সৎকায় বিষয়ক উচ্ছেদদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি।

"লোক শাশ্বত"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই ভবদৃষ্টি। "লোক অশাশ্বত"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি। "লোক সসীম"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। "লোক অসীম"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। "যেই জীব সেই শরীর"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি। "জীব এক, শরীর অন্য"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই ভবদৃষ্টি। "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই ভবদৃষ্টি। "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির

পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি। "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়"—এ অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টির পাঁচ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে।

পূর্বান্তানুদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। অপরন্তানুদৃষ্টির চুয়াল্লিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। সংযোজনিকদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে। 'আমি'—এ মানাবদ্ধদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই বিভবদৃষ্টি। 'আমার'—এ মানাবদ্ধদৃষ্টির আঠারো প্রকারে অভিনিবেশ হয়, সেগুলো সবই ভবদৃষ্টি। আত্মবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টির বিশ প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে পনেরো প্রকার ভবদৃষ্টি এবং পাঁচ প্রকার বিভবদৃষ্টি। লোকবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি আট প্রকারে অভিনিবেশ হয়, তন্মধ্যে ভবদৃষ্টি এবং বিভবদৃষ্টি রয়েছে।

সেই দৃষ্টিসমূহই সবই আস্বাদদৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, সৎকায়দৃষ্টি, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি, সংযোজনিকদৃষ্টি এবং আত্মবাদ প্রতিসংযুক্তদৃষ্টি।

ভব আর বিভব দুই মিথ্যাদৃষ্টি আশ্রিত,
সেসব নিরোধে জান জ্ঞান উৎপন্ন;
ইহলোকে যাহা বিপরীত-সংজ্ঞী॥

১৪৯. হে ভিক্ষুগণ, দুই দৃষ্টিগততে অভিভূত দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে কেউ কেউ ভবে অনুরক্ত, কেউ কেউ বিভবে অনুরক্ত—চক্ষুষ্মানেরা দর্শন করেন। কীভাবে কেউ কেউ ভবে অনুরক্ত হয়? ভিক্ষুগণ, দেব-মনুষ্যগণ ভবারাম, ভবরত এবং ভব সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তাই ভব নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করলেও তাদের চিত্ত তৃপ্ত, প্রসাদিত, অধিমুক্ত হয় না। এভাবে কেউ কেউ ভবে অনুরক্ত হয়।

কীভাবে কেউ কেউ বিভবে অনুরক্ত হয়? অনেক সত্ত্ব ভবে বিরক্ত, উৎপীড়িত, অসন্তুষ্ট হয়ে বিভবকে অভিনন্দিত করে বলে—"মহাশয়গণ, এ আত্মা মরণের পর উচ্ছেদ, বিনাশপ্রাপ্ত হয়; পুনঃ উৎপন্ন হয় না। এটাই শান্ত, এটাই প্রণীত, এটাই যথার্থ। এভাবে কেউ কেউ বিভবে অনুরক্ত হয়।

কীভাবে চক্ষুষ্মানেরা (ভব-বিভবকে অন্যভাবে) দর্শন করেন? এখানে

ভিক্ষু ভূতকে ভূতরূপে দর্শন করেন। ভূতরূপে দর্শন করে ভূতের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধার্থে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। এভাবে চক্ষুষ্মানেরা দর্শন করেন।

যেজন ভূতকে ভূতরূপে দেখে, করেন ভূতকে অতিক্রমণ;
যথাভূত হতে অপসারিত তিনি, করেন ভবতৃষ্ণা পরিক্ষীণ।
সেই ভূত পরিজ্ঞাত জনে, বীততৃষ্ণা হন ভব-ভবান্তরে;
ভূতের বিভব সেই ভিক্ষু, অতীত হন, পুনর্ভব আগমনে।[১]

১৫০. তিন প্রকার পুদ্গল বিপন্নদৃষ্টিক, তিন প্রকার পুদ্গল সম্পন্নদৃষ্টিক। কোন তিন প্রকার পুদ্গল বিপন্নদৃষ্টিক? তীর্থিয়, তীর্থিয়-শ্রাবক এবং যেজন মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন—এই তিন প্রকার পুদ্গল বিপন্নদৃষ্টিক। কোন তিন প্রকার পুদ্গল সম্পন্নদৃষ্টিক? তথাগত, তথাগত-শ্রাবক এবং যেজন সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—এই তিন প্রকার পুদ্গল সম্পন্নদৃষ্টিক।

ক্রোধী, হিংসুক আর পাপম্রক্ষী যে নর,
দৃষ্টিবিপন্ন, মায়াবী সে, জানহ বৃষল।
অক্রোধী, অহিংসুক হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তাচারী,
সম্যক দৃষ্টিক, আর্য তারা জানিবে মেধাবী।[২]

বিপন্নদৃষ্টি (বা মিথ্যাদৃষ্টি) তিন প্রকার, সম্পন্নদৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টিও তিন প্রকার। তিন প্রকার বিপন্নদৃষ্টি কী কী? 'এটা আমার' মনে করা—বিপন্নদৃষ্টি। 'এটা আমি' মনে করা—বিপন্নদৃষ্টি। 'এটা আমার আত্মা' মনে করা—বিপন্নদৃষ্টি। এগুলোই তিন প্রকার বিপন্নদৃষ্টি। তিন প্রকার সম্পন্নদৃষ্টি কী কী? 'এটা আমার নয়' মনে করা—সম্পন্নদৃষ্টি। 'এটা আমি নই' মনে করা—সম্পন্নদৃষ্টি। 'এটা আমার আত্মা নয়' মনে করা—সম্পন্নদৃষ্টি। এগুলোই তিন প্রকার সম্পন্নদৃষ্টি।

এটা আমার—কোন দৃষ্টি? কত প্রকার দৃষ্টি? কোন আত্মানুগৃহীত দৃষ্টি? এটা আমি—কোন দৃষ্টি? কত প্রকার দৃষ্টি? কোন আত্মানুগৃহীত দৃষ্টি? এটা আমার আত্মা—কোন দৃষ্টি? কত প্রকার দৃষ্টি? কোন আত্মানুগৃহীত দৃষ্টি?

এটা আমার—ইহা পূর্বান্তানুদৃষ্টি (এ দৃষ্টি পূর্বজন্ম সম্পর্কিত)। এই দৃষ্টিসমূহ আঠারো প্রকার। সেই দৃষ্টিসমূহ পূর্বন্তানুগৃহীত। এটা আমি—এটা অপরন্তানুদৃষ্টি (এ দৃষ্টি অনাগত সম্পর্কিত)। এই দৃষ্টিসমূহ চুয়াল্লিশ প্রকার। সেই দৃষ্টিসমূহ অপরন্তানুগৃহীত। এটা আমার আত্মা—বিশ বস্তুক

---

[১]। এ গাথাটি 'ইতিবুত্তক' এ ৪৯নং দৃষ্টিগত সূত্রে পুনরাবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়।
[২]। এ গাথাটি 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থে বৃষল সূত্রে পুনরাবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়।

আত্মানুদৃষ্টি। বিশ বস্তুক সৎকায়দৃষ্টি। সৎকাদৃষ্টি প্রমুখ মিথ্যাদৃষ্টি সর্বমোট বাষট্টি প্রকার। সেই দৃষ্টিসমূহ পূর্বন্তাপরন্তানুগৃহীত।

১৫১. হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল তারা সবাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল, পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল। কোন পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল? সাতজন্ম পরিগ্রাহক স্রোতাপন্ন, কোলংকোল স্রোতাপন্ন, (স্রোতাপত্তিফল লাভ হতে ছয়জন্মের মধ্যে পরিনির্বাণলাভী) সকৃদাগামী, দৃষ্টধর্মে অর্হৎ—এই পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

কোন পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোক নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল? অন্তরা[১]-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ[২]-পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কারিক[৩]-পরিনির্বাণলাভী, সংস্কারিক[৪]-পরিনির্বাণলাভী এবং উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী—এই পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল তারা সবাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল, পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তারা সবাই স্রোতাপন্ন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল, পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল। কোন পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল? সাতজন্ম পরিগ্রাহক স্রোতাপন্ন, কোলংকোল স্রোতাপন্ন, (স্রোতাপত্তিফল লাভ হতে ছয়জন্মের মধ্যে পরিনির্বাণলাভী)

---

[১]। যে অনাগামী পুদগল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে 'শুদ্ধাবাস' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানকার আয়ুষ্কালের সমার্ধে উপনীত হয়ে অথবা না হয়ে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করতে অবশিষ্ট আর্যমার্গ উৎপন্ন করেন, তথা হতে পুন আগমন করেন না, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন।—পুগ্গলপঞ্ঞত্তি—স্থবির জ্যোতিঃপাল (পৃষ্ঠা-৩৫)।

[২]। যে অনাগামী পুদগল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে 'শুদ্ধাবাস' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথাকার আয়ুষ্কালের সমার্ধ অতিক্রম করে আয়ুক্ষয়ের আগে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করতে অবশিষ্ট আর্যমার্গ উৎপন্ন করেন। তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন।—পুগ্গলপঞ্ঞত্তি—স্থবির জ্যোতিঃপাল।

[৩]। যে অনাগামী পুদগল 'শুদ্ধাবাস' ব্রহ্মলোকে গমন করে খুব চেষ্টা না করে বিনাক্লেশে পরিনির্বাণ লাভ করেন।—পুগ্গল পঞ্ঞত্তি—স্থবির জ্যোতিঃপাল ।

[৪]। যে অনাগামী পুদগল 'শুদ্ধাবাস' ব্রহ্মলোকে গমণ করে খুব বেশী চেষ্টা করে, বেশ ক্লেশের সাথে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

সকৃদাগামী, দৃষ্টধর্মে অর্হৎ—এই পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

কোন পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোক নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল? অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কারিক-পরিনির্বাণলাভী, সংস্কারিক-পরিনির্বাণলাভী এবং উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী—এই পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তারা সবাই স্রোতাপন্ন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ প্রকার পুদ্গল ইহলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল, পাঁচ প্রকার পুদ্গল পরলোকে নিষ্ঠা বা পূর্ণশ্রদ্ধাশীল।

ভব-বিভবদৃষ্টি বর্ণনা ষষ্ঠদশ সমাপ্ত

দৃষ্টি কথা সমাপ্ত।

৩. আনাপানস্মৃতি কথা

১. গণনা পরিচ্ছেদ

১৫২. আনাপানস্মৃতি সমাধি ষোলটি উপায়ে ভাবনা করলে ২০০ প্রকার সমাধি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন— আট প্রকার পরিপন্থী জ্ঞান, আট প্রকার উপকারক জ্ঞান, আঠারো প্রকার উপক্লেশ জ্ঞান, তের প্রকার বোদান বা শুদ্ধতা জ্ঞান, বত্রিশ প্রকার স্মৃতিকারীর জ্ঞান, ছব্বিশ প্রকার সমাধিবশে জ্ঞান, বাহাত্তর প্রকার বিদর্শনবশে জ্ঞান, আট প্রকার নির্বেদ জ্ঞান, আট প্রকার নির্বেদানুলোম জ্ঞান, আট প্রকার নির্বেদপ্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান এবং একুশ প্রকার বিমুক্তিসুখ জ্ঞান।

আট প্রকার পরিপন্থী জ্ঞান এবং আট প্রকার উপকারক জ্ঞান কী? কামচ্ছন্দ সমাধির পরিপন্থী, নৈষ্ক্রম্য সমাধির উপকারক। ব্যাপাদ সমাধির পরিপন্থী, অব্যাপাদ সমাধির উপকারক। তন্দ্রালস্য সমাধির পরিপন্থী, আলোক-সংজ্ঞা সমাধির উপকারক। চঞ্চলতা সমাধির পরিপন্থী, অবিক্ষেপ (একাগ্রতা) সমাধির উপকারক। বিচিকিৎসা সমাধির পরিপন্থী, ধর্মমীমাংসা (ধম্মবত্থানং) সমাধির উপকারক। অবিদ্যা বা অজ্ঞান সমাধির পরিপন্থী, বিদ্যা বা জ্ঞান সমাধির উপকারক। অরতি বা অনুৎসাহ সমাধির পরিপন্থী, প্রমোদ্য বা উৎসাহ সমাধির উপকারক। সর্ব অকুশলধর্ম সমাধির পরিপন্থী, সর্ব কুশলধর্ম সমাধির উপকারক। এগুলোই আট প্রকার পরিপন্থী জ্ঞান এবং

আট প্রকার উপকারক জ্ঞান।

গণনা পরিচ্ছেদ প্রথম সমাপ্ত

২. ষোলো প্রকার জ্ঞান বর্ণনা

১৫৩. ষোলো প্রকারে ঋজুচিত্ত, সমৃদ্চিত্ত একত্বে স্থিত হয়, নীবরণমুক্ত হয়। সেই একত্ব কী? নৈষ্ক্রম্য একত্ব, অব্যাপাদ একত্ব, আলোকসংজ্ঞা একত্ব, একাগ্রতা একত্ব, ধর্মমীমাংসা একত্ব, জ্ঞান একত্ব, প্রমোদ্য একত্ব এবং সর্ব কুশলধর্ম-মীমাংসা একত্ব।

'নীবরণ' বলতে সেই নীবরণ কী কী? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তন্দ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা বা সন্দেহ নীবরণ, অবিদ্যা নীবরণ, অরতি নীবরণ এবং সর্ব অকুশলধর্ম নীবরণ।

'নীবরণ' বলতে কোন অর্থে নীবরণ? মুক্তির আবরণ অর্থে নীবরণ। সেই মুক্তি কী? আর্যদের নৈষ্ক্রম্য মুক্তি। সেই নৈষ্ক্রম্য দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। কামচ্ছন্দ মুক্তির আবরণ। এ কামচ্ছন্দ দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে নৈষ্ক্রম্য মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু কামচ্ছন্দ মুক্তির আবরণ। অব্যাপাদ আর্যদের মুক্তি। সেই অব্যাপাদ দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। ব্যাপাদ মুক্তির আবরণ। এ ব্যাপাদ দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে অব্যাপাদ মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু ব্যাপাদ মুক্তির আবরণ। আলোকসংজ্ঞা আর্যদের মুক্তি। সেই আলোকসংজ্ঞা দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। তন্দ্রালস্য মুক্তির আবরণ। এ তন্দ্রালস্য দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে আলোকসংজ্ঞা মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু তন্দ্রালস্য মুক্তির আবরণ। অবিক্ষেপ বা একাগ্রতা আর্যদের মুক্তি। সেই অবিক্ষেপ দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। চঞ্চলতা মুক্তির আবরণ। এ চঞ্চলতা দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে অবিক্ষেপ মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু চঞ্চলতা মুক্তির আবরণ। ধর্মমীমাংসা আর্যদের মুক্তি। সে ধর্মমীমাংসা দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। বিচিকিৎসা মুক্তির আবরণ। এ বিচিকিৎসা দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে ধর্মমীমাংসা মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু বিচিকিৎসা মুক্তির আবরণ। জ্ঞান আর্যদের মুক্তি। সে জ্ঞান দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। অবিদ্যা বা অজ্ঞান মুক্তির আবরণ। এ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে জ্ঞান মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু অজ্ঞান মুক্তির আবরণ। প্রমোদ্য আর্যদের মুক্তি। সে প্রমোদ্য দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। অরতি বা নিরুৎসাহ মুক্তির আবরণ। এ অরতি দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে

প্রমোদ্য মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু অরতি বা নিরুৎসাহ মুক্তির আবরণ। সর্ব কুশলধর্ম আর্যদের মুক্তি। সে কুশলধর্ম দ্বারা আর্যগণ মুক্তি লাভ করেন। সর্ব অকুশলধর্ম মুক্তির আবরণ। এ অকুশলধর্ম দ্বারা আবৃত হলে আর্যদের যে কুশলধর্ম মুক্তি সেটা জানা যায় না—তদ্ধেতু সর্ব অকুশলধর্ম মুক্তির আবরণ। এই নীবরণের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তের ষোলবস্তুক আনাপানস্মৃতিসমাধি ভাবনা করলে ক্ষণিক একাগ্রতা লাভ হয়।

ষোলো প্রকার জ্ঞান বর্ণনা দ্বিতীয় সমাপ্ত

৩. উপক্লেশ জ্ঞান বর্ণনা

প্রথম ষষ্ঠক

১৫৪. এই নীবরণের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তের ষোলো বস্তুক আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবনা করলে ক্ষণিক একাগ্রতায় কোন আঠারো প্রকার উপক্লেশ উৎপন্ন হয়? শ্বাসের আদি, মধ্য ও অন্ত স্মৃতি দ্বারা অনুগমনকালে আধ্যাত্ম-বিক্ষেপগত (ধৈর্যচ্যুত) চিত্ত সমাধির পরিপন্থী। প্রশ্বাসের আদি, মধ্য ও অন্ত স্মৃতি দ্বারা অনুগমনকালে বাহ্যিক-বিক্ষেপগত চিত্ত সমাধির পরিপন্থী। শ্বাস আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা ও তৃষ্ণাচর্যা সমাধির পরিপন্থী। প্রশ্বাস আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা ও তৃষ্ণাচর্যা সমাধির পরিপন্থী। শ্বাসে অভিভূত ব্যক্তির প্রশ্বাস প্রতিলাভে মূর্ছনা সমাধির পরিপন্থী হয়। প্রশ্বাসে অভিভূত ব্যক্তির প্রশ্বাস প্রতিলাভে মূর্ছনা সমাধির পরিপন্থী হয়।

আশ্বাসের অনুগমন, প্রশ্বাসেরও তাই;
অভ্যন্তরে স্মৃতির বিক্ষেপ,
বাইরেও কাম্য নহে তায়;
আশ্বাসে অভিভূত জনের,
প্রশ্বাসের অনুভব যেন হয়।
প্রশ্বাসের অভিভূত জনের;
আশ্বাসের অনুভব যেন রয়।
আনাপান সমাধির এই ছয় উপক্লেশ;
বিক্ষিপ্ত মানসজনের চিত্তমুক্তি নাহি হয় শেষ।
বিমোক্ষকে জানে যে অল্প;
হয়রে তারা অধীনস্থ।

দ্বিতীয় ষষ্ঠক

১৫৫. শ্বাসে মনোযোগকালে নিমিত্ত (স্পর্শস্থান) চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী। নিমিত্তে মনোযোগকালে শ্বাস চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী। প্রশ্বাসে মনোযোগকালে নিমিত্ত চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী। নিমিত্তে মনোযোগকালে প্রশ্বাস চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী। প্রশ্বাসে মনোযোগকালে শ্বাস চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী। শ্বাসে মনোযোগকালে প্রশ্বাস চিত্তকে বিচলিত করে, এটা সমাধির পরিপন্থী।

নিমিত্তে মনোযোগীর আশ্বাসে মন হয় বিক্ষিপ্ত;
আশ্বাসে মনোযোগীর নিমিত্তে হয় চিত্ত বিকম্পিত।
নিমিত্তে মনোযোগীর প্রশ্বাসে মন হয় বিক্ষিপ্ত;
প্রশ্বাসে মনোযোগীর নিমিত্তে হয় চিত্ত বিকম্পিত।
আশ্বাসে মনোযোগীর প্রশ্বাসে বিক্ষিপ্ত মন;
প্রশ্বাসে মনোযোগীর চিত্ত আশ্বাসে হয়রে কম্পন।
আনাপানস্মৃতি সমাধির উপক্লেশ এই ছয়;
বিক্ষিপ্ত মানস যার চিত্ত কভু মুক্ত নাহি হয়।
বিমোক্ষেতে অজ্ঞাত যারা, অধীনস্থ হয় তারা॥

তৃতীয় ষষ্ঠক

১৫৬. অতীতানুধাবন চিত্ত বিক্ষেপানুপতিত, এটা সমাধির পরিপন্থী। অনাগত প্রত্যাশী চিত্ত বিচলিত, এটা সমাধির পরিপন্থী। লীন (অলস) চিত্ত আলস্যে অনুপতিত, এটা সমাধির পরিপন্থী। অতি উদ্যমী চিত্ত চঞ্চলতায় অনুপতিত, এটা সমাধির পরিপন্থী। মৃদু চিত্ত কামরাগানুগত, এটা সমাধির পরিপন্থী। কুটিল (বক্র) চিত্ত ব্যাপাদানুগত, এটা সমাধির পরিপন্থী।

অতীতানুধাবিত চিত্ত, লীন হয় ভাবি আকাঙ্ক্ষায়;
অতীব প্রগ্রহীতে অভিনত, অনত চিত্ত সমাধিস্থ না হয়।
আনাপানস্মৃতি সমাধির উপক্লেশ এ ছয়;
যে উপক্লিষ্ট সংকল্পে অধিচিত্ত অজ্ঞাত রয়।

১৫৭. শ্বাসের আদি, মধ্য, অন্ত স্মৃতিতে অনুগমনকালে আধ্যাত্ম-বিক্ষেপগত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। প্রশ্বাসের আদি, মধ্য, অন্ত স্মৃতিতে অনুগমনকালে বাহ্যিক-বিক্ষেপগত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। শ্বাস গ্রহণের

আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। প্রশ্বাস ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। শ্বাসে অভিভূত ব্যক্তির প্রশ্বাস প্রতিলাভে ব্যাকুল হলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। প্রশ্বাসে অভিভূত ব্যক্তির শ্বাস প্রতিলাভে ব্যাকুল হলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। নিমিত্তে মনোযোগকালে শ্বাসগ্রহণ চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। শ্বাস গ্রহণে মনোযোগকালে নিমিত্ত চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। নিমিত্তে মনোযোগকালে প্রশ্বাসত্যাগ চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। প্রশ্বাস ত্যাগে মনোযোগকালে নিমিত্ত চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। শ্বাস গ্রহণে মনোযোগকালে প্রশ্বাসত্যাগ চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। প্রশ্বাস ত্যাগে মনোযোগকালে শ্বাসগ্রহণ চিত্তকে বিকম্পিত করলে কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। অতীতানুধাবন ও বিক্ষেপানুপতিত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। অনাগত প্রত্যাশী ও অস্থির চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। লীন বা জড়তা ও উৎসাহহীন চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। অতি উদ্যম ও চঞ্চলতানুপতিত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। মৃদু ও কামরাগানুগত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়। কুটিল ও ব্যাপাদানুগত চিত্ত দ্বারা কায় ও চিত্ত উত্তেজিত, বিচলিত এবং কম্পিত হয়।

আনাপানস্মৃতি যার পরিপূর্ণ অভাবিত,
কায় অসংযম তার চিত্ত বিচলিত;
কায় কম্পিত আর চিত্ত স্পন্দিত।
আনাপানস্মৃতি যার পরিপূর্ণ সুভাবিত,
কায় সুসংযত তার চিত্ত অবিচলিত;
কায় অকম্পিত আর চিত্ত অকম্পিত।

এই নীবরণের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তের ষোলো বস্তুক আনাপানস্মৃতিসমাধি ভাবনা করলে ক্ষণিক একাগ্রতায় এই আঠারো প্রকার উপক্লেশ উৎপন্ন হয়।

উপক্লেশ জ্ঞান বর্ণনা তৃতীয় সমাপ্ত

৪. বোদান বা পরিশুদ্ধ জ্ঞান বর্ণনা

১৫৮. তের প্রকার বোদান বা পরিশুদ্ধ জ্ঞান কী কী? অতীতানুধাবন চিত্ত বিক্ষেপে পতিত হয়; তা পরিত্যাগ করে (চিত্ত) একালম্বনে স্থির হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। অনাগত (শ্বাস) আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত বিকম্পিত হয়; তা পরিত্যাগ করলে তাতে (চিত্ত) নমিত হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। লীন চিত্ত আলস্যে অনুপতিত হয়; তা পরিহার করলে আলস্যভাব পরিত্যক্ত হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। অতি উদ্যমে চিত্ত চাঞ্চল্যে পতিত হয়; তা নিগ্রহ করলে চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। অভিনত বা নমিত চিত্ত কামরাগানুগত হয়; তাতে সম্প্রজ্ঞানী হলে কামরাগ পরিত্যক্ত হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। অপনত বা ঝোঁকপ্রবণ চিত্ত ব্যাপাদে পতিত হয়; তাতে সম্প্রজ্ঞানী হলে ব্যাপাদ পরিত্যক্ত হয়—এভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। এই ছয় বিষয়ে বোদান বা পরিশুদ্ধ চিত্ত পরিশোধিত ও একত্ব হয়।

সেই একত্ব কী কী? দান-ত্যাগ-উপস্থান একত্ব, শমথ-নিমিত্ত-উপস্থান একত্ব, ব্যয়-লক্ষণ-উপস্থান একত্ব, নিরোধ-উপস্থান একত্ব। ত্যাগাধিমুক্তের দান-ত্যাগ-উপস্থান একত্ব, অধিচিত্ত বা একাগ্রযুক্ত চিত্তের শমথ-নিমিত্ত-উপস্থান একত্ব, বিদর্শক বা বিদর্শন ভাবনাকারীর ব্যয়-লক্ষণ-উপস্থান একত্ব এবং আর্যপুদ্গালের নিরোধ-উপস্থান একত্ব। এই চার বিষয়ে একত্বগত চিত্ত প্রতিপদা-বিশুদ্ধি অনুস্মরণ হয়, উপেক্ষায় বর্ধিত হয় ও জ্ঞান দ্বারা প্রফুল্ল হয়।

প্রথম ধ্যানের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? প্রথম ধ্যানের আদি হচ্ছে প্রতিপদা-বিশুদ্ধি, উপেক্ষা-বর্ধিত হচ্ছে মধ্য এবং অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি। প্রথম ধ্যানের আদি প্রতিপদা-বিশুদ্ধি। আদির লক্ষণ কয়টি? আদির লক্ষণ তিনটি। যা তার পরিপন্থী তা হতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধত্ব চিত্ত হচ্ছে মধ্য যা শমথ-নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়; নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়ে (তাতে) চিত্ত আনন্দিত হয়। যেই পরিপন্থী হতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, যেই বিশুদ্ধত্ব চিত্ত মধ্যস্থ শমথ-নিমিত্ত প্রাপ্ত হয় এবং যা প্রাপ্ত হয় তাতে চিত্ত আনন্দিত হয়। এটা প্রথম ধ্যানের আদি প্রতিপদা-বিশুদ্ধি। আদির এই তিনটি লক্ষণ। তাই বলা হয়—"প্রথম ধ্যানে আদিকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।"

প্রথম ধ্যানের মধ্য হচ্ছে উপেক্ষা-বর্ধিত। এ মধ্যের লক্ষণ কয়টি? মধ্যের লক্ষণ তিনটি। যথা—বিশুদ্ধ চিত্তকে দর্শন করে, শমথ-প্রতিপন্নকে দর্শন করে, একত্ব উপস্থাপনকে দর্শন করে। যা বিশুদ্ধ চিত্ত দর্শন করে, যা

শমথ প্রতিপন্ন দর্শন করে এবং যা একত্ব উপস্থাপন দর্শন করে, এটা প্রথম ধ্যানের মধ্য 'উপেক্ষা-বর্ধিত'। মধ্যের এই তিন লক্ষণ। তাই বলা হয়—"প্রথম ধ্যান মধ্যকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।"

প্রথম ধ্যানের অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি। অন্তের লক্ষণ কয়টি? অন্তের লক্ষণ চারটি। তথায় জাত ধর্মসমূহ অনতিক্রমার্থে আনন্দানুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থে আনন্দানুভূতি, তৎমুহূর্তে বীর্যবাহনার্থে আনন্দানুভূতি এবং আসেবনার্থে আনন্দানুভূতি। প্রথম ধ্যানের অন্ত আনন্দানুভূতি। অন্তের এই চারটি লক্ষণ। তাই বলা হয়—"প্রথম ধ্যান অন্তকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।" এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় ধ্যানের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? দ্বিতীয় ধ্যানের আদি হচ্ছে প্রতিপদা-বিশুদ্ধি, মধ্য হচ্ছে উপেক্ষা-বর্ধন এবং অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

তৃতীয় ধ্যানের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? তৃতীয় ধ্যানের আদি হচ্ছে প্রতিপদা-বিশুদ্ধি, মধ্য হচ্ছে উপেক্ষা-বর্ধিত এবং অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

চতুর্থ ধ্যানের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? চতুর্থ ধ্যানের আদি হচ্ছে প্রতিপদা-বিশুদ্ধি, মধ্য হচ্ছে উপেক্ষা-বধিত এবং অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তির ... নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির আদি, মধ্য ও অন্ত কী?... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন,

শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

অনিত্যানুদর্শনের সমাপত্তির আদি, মধ্য ও অন্ত কী?... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। দুঃখানুদর্শনের... আত্মানুদর্শনের... নির্বেদানুদর্শনের... বিরাগানুদর্শনের... নিরোধানুদর্শনের... পরিত্যাগানুদর্শনের... ক্ষয়ানুদর্শনের... ব্যয়ানুদর্শনের... বিপরিণামানুদর্শনের... অনিমিত্তানুদর্শনের... অপ্রণিহিতানুদর্শনের... শূন্যতানুদর্শনের... অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনের... যথাভূত জ্ঞানদর্শনের... আদীনবানুদর্শনের... মনোযোগানুদর্শনের... বিবর্তনানুদর্শনের... এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

স্রোতাপত্তিমার্গের... সকৃদাগামীমার্গের... অনাগামীমার্গের... অর্হত্ত্বমার্গের আদি, মধ্য ও অন্ত কী? অর্হত্ত্বমার্গের আদি হচ্ছে প্রতিপদা-বিশুদ্ধি, উপেক্ষা-বর্ধিত হচ্ছে মধ্য এবং অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি। অর্হত্ত্বমার্গের আদি প্রতিপদা-বিশুদ্ধি। আদির লক্ষণ কয়টি? আদির লক্ষণ তিনটি। যা তার পরিপন্থী তা হতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধত্ব চিত্ত হচ্ছে মধ্য যা শমথ-নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়; নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়ে (তাতে) চিত্ত আনন্দিত হয়। যেই পরিপন্থী হতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, যেই বিশুদ্ধত্ব চিত্ত মধ্যস্থ শমথ-নিমিত্ত প্রাপ্ত হয় এবং যা প্রাপ্ত হয় তাতে চিত্ত আনন্দিত হয়, এটা অর্হত্ত্বমার্গের আদি প্রতিপদা-বিশুদ্ধি। আদির এই তিনটি লক্ষণ। তাই বলা হয়—“অর্হত্ত্বমার্গে আদিকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।”

অর্হত্ত্বমার্গের মধ্য হচ্ছে উপেক্ষা-বর্ধিত। এ মধ্যের লক্ষণ কয়টি? মধ্যের লক্ষণ তিনটি। যথা—বিশুদ্ধ চিত্তকে দর্শন করে, শমথ-প্রতিপন্নকে দর্শন করে, একত্ব উপস্থাপনকে দর্শন করে। যা বিশুদ্ধ চিত্ত দর্শন করে, যা শমথ প্রতিপন্ন দর্শন করে এবং যা একত্ব উপস্থাপন দর্শন করে, এটা অর্হত্ত্বমার্গের মধ্য ‘উপেক্ষা-বর্ধিত’। মধ্যের এই তিন লক্ষণ। তাই বলা হয়—“অর্হত্ত্বমার্গ মধ্যকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।”

অর্হত্ত্বমার্গের অন্ত হচ্ছে আনন্দানুভূতি। অন্তের লক্ষণ কয়টি? অন্তের লক্ষণ চারটি। তথায় জাত ধর্মসমূহ অনতিক্রমার্থে আনন্দানুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থে আনন্দানুভূতি, তৎমুহূর্তে বীর্যবাহনার্থে

আনন্দানুভূতি এবং আসেবনার্থে আনন্দানুভূতি। অর্হত্ত্বমার্গের অন্ত আনন্দানুভূতি। অন্তের এই চারটি লক্ষণ। তাই বলা হয়—" অর্হত্ত্বমার্গ অন্তকল্যাণ ও লক্ষণসম্পন্ন হয়।" এরূপ ত্রিব্রতগত চিত্ত ত্রিকল্যাণগত, দশলক্ষণসম্পন্ন, বিতর্কসম্পন্ন, বিচারসম্পন্ন, প্রীতিসম্পন্ন, সুখসম্পন্ন, চিত্তের অধিষ্ঠানসম্পন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বীর্যসম্পন্ন, স্মৃতিসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

১৫৯. আশ্বাস-প্রশ্বাসে নিমিত্তে এক চিত্তের আরম্মণ;
তিনধর্ম না জানাতে, ভাবনায় লাভ নহে তখন।
আশ্বাস-প্রশ্বাস নিমিত্তে এক চিত্তের আরম্মণ;
তিনধর্মে জানাতে হয়, ভাবনায় লাভ হয় তখন।

কীভাবে এই তিনধর্ম একচিত্তের আরম্মণ হয় না, এই তিনধর্ম অবিদিত হয় না, চিত্ত বিক্ষেপে গমন করে না বা বিক্ষিপ্ত হয় না; প্রধান প্রজ্ঞাপ্ত হয়, প্রয়োগ সাধিত হয়, বিশেষাধিগত হয়? যেমন, সমান ভূমিতে পতিত বৃক্ষকে কোনো সূত্রধর করাত দিয়ে ছেদনকালে বৃক্ষে স্পর্শিত করাত-কাঁটায় তার মনঃসংযোগ বিদ্যমান থাকে। গত বা আগত করাত-কাঁটায় মনঃসংযোগ বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু গত বা আগত করাত কাঁটাও তার অবিদিত নয়। এভাবে প্রধান প্রজ্ঞাপ্ত হয়, প্রয়োগ সাধিত হয়। সমান ভূমিতে পতিত বৃক্ষের ন্যায় উপনিবন্ধনা বা সম্মুখ নিমিত্ত। করাত-কাঁটার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস। যেরূপে বৃক্ষের স্পর্শিত করাত-কাঁটায় সূত্রধরের মনঃসংযোগ বিদ্যমান থাকে, গত বা আগত করাত-কাঁটায় মনঃসংযোগ থাকে বিদ্যমান না, কিন্তু গত বা আগত করাত-কাঁটা তার অবিদিতও নয়। এভাবে তার প্রধান প্রজ্ঞাপ্ত হয়, প্রয়োগ সাধিত হয়। ঠিক অনুরূপভাবে ভিক্ষু নাসিকাগ্রে বা মুখ নিমিত্তে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবিষ্ট হয়। গত বা আগত শ্বাস-প্রশ্বাসে মনঃসংযোগ করে না, কিন্তু গত বা আগত শ্বাস-প্রশ্বাস তার অবিদিতও নয়। এভাবে তার প্রধান প্রজ্ঞাপ্ত হয়, প্রয়োগ সাধিত হয়, বিশেষাধিগত হয়।

প্রধান কী? আরব্ধবীর্যের কায় ও চিত্ত কর্মণ্য হয়, এটা প্রধান। প্রয়োগ কী? আরব্ধবীর্যের উপক্লেশ প্রহীন হয়, বিতর্ক উপশম হয়, এটা প্রয়োগ। বিশেষ কী? আরব্ধবীর্যের সংযোজন প্রহীন হয়, অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়, এটা বিশেষ। এভাবে এই তিনধর্ম একচিত্তের আরম্মণ হয় না, এই তিনধর্ম অবিদিত হয় না, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না; প্রধান প্রজ্ঞাপ্ত হয়, প্রয়োগ সাধিত হয়, বিশেষাধিগত হয়।

১৬০. আনাপানস্মৃতি যার, পরিপূর্ণ সুভাবিত,
আনুপূর্বিক পরিচিত, যাহা বুদ্ধদেশিত।
এই জীবলোক উদ্ভাসিত করে সে জন;
আলোয় উদ্ভাসিত করে, মেঘমুক্ত চন্দ্র যেমন।

'আনন্তি' বলতে শ্বাস, প্রশ্বাস নয়। 'আপানন্তি' বলতে প্রশ্বাস, শ্বাস নয়। শ্বাসবশে স্মৃতি উপস্থাপন, প্রশ্বাসবশে স্মৃতি উপস্থাপন।

যে শ্বাস গ্রহণ করে তাতে স্মৃতি উপস্থাপন করা হয়, যে প্রশ্বাস ত্যাগ করে তাতে স্মৃতি উপস্থাপন করা হয়। 'পরিপুন্নাতি' বলতে পরিগ্রহার্থে পরিপূর্ণ, পরিবারার্থে পরিপূর্ণ, পরিপূরণার্থে পরিপূর্ণ। 'সুভাবিতাতি' বলতে চার প্রকার ভাবনা—তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, সেইক্ষণে প্রাপ্ত বীর্যবাহনার্থে ভাবনা, আসেবনার্থে ভাবনা। তার এই চার ভাবনার্থ অভ্যস্ত, আয়ত্ত, নিত্যকৃত, পরিচিত এবং সুগৃহীত হয়।

'যানীকতা বা অভ্যস্থ' বলতে যেখানে ইচ্ছা করে সেখানে বশীপ্রাপ্ত, বলপ্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত। তার সমস্ত ধর্মসমূহ আবর্জনা প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনঃসংযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্তুৎপাদ প্রতিবদ্ধ। তাই বলা হয়—'অভ্যস্ত'। 'বত্তুকতা বা আয়ত্ত' বলতে যেই যেই বিষয়ে চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়, সেই সেই বিষয়ে স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যেই যেই বিষয়ে স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সেই বিষয়ে চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। তাই বলা হয়—'আয়ত্ত'। 'অনুট্ঠিতা বা নিত্যকৃত' বলতে যেই যেই বিষয়ে স্মৃতি নিবদ্ধ হয় সেই সেই বিষয়ে চিত্ত দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়। যেই যেই বিষয়ে চিত্ত দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়, সেই সেই বিষয়ে স্মৃতি নিবদ্ধ হয়। তাই বলা হয়—'নিত্যকৃত'। 'পরিচিতা বা পরিচিত' বলতে পরিগ্রহার্থে পরিচিত, পরিবারার্থে পরিচিত, পরিপূরণার্থে পরিচিত। স্মৃতিতে পরিগ্রহণকালে পাপ অকুশলধর্মসমূহকে জয় করে। তাই বলা হয়—'পরিচিত'। 'সুসমারদ্ধা বা সুগৃহীত' বলতে চার প্রকার সুগৃহীত—তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থে সুগৃহীত, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থে সুগৃহীত, সেইক্ষণে প্রাপ্ত বীর্যবাহনার্থে সুগৃহীত, তৎপ্রতিকূল ক্লেশসমূহের সমূলে অপসারণ বলে সুগৃহীত।

১৬১. 'সুসমন্তি' বলতে সমান এবং সুসমান। সমান কী? তথায় যেসব অনবদ্য কুশল বোধিপক্ষীয় ধর্ম, এটা সমান। সুসমান কী? সেই সেই ধর্মসমূহের যে আরম্মণ, নিরোধ, নির্বাণ, এটা সুসমান। এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা এটা সমান, এটা সুসমান বলে জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও গৃহীত হয়।

দৃঢ়বীর্য আরব্ধ হয়, অমূঢ় বা নির্ভুল স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, কায় শান্ত-প্রশান্ত হয়, চিত্ত সমাহিত, একাগ্র হয়। তাই বলা হয়—“সুগৃহীত”।

‘অনুপুব্বং পরিচিতাতি’ বলতে দীর্ঘ শ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত। হ্রস্বশ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত। হ্রস্ব প্রশ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাসবশে পূর্বে পরিচিত এবং পরে অনুপরিচিত। সব ষোলবস্তুক আনাপানস্মৃতি পরস্পরের পরিচিত এবং অনুপরিচিত হয়। তাই বলা হয়—“আনুপূর্বিকভাবে পরিচিত”।

‘যথাতি’ বলতে বলতে দশ প্রকার যথার্থকে বুঝায়। যেমন, আত্মদমনার্থ যথার্থ, আত্মসমথার্থ যথার্থ, আত্ম-পরিনির্বাপণার্থ যথার্থ, অভিজ্ঞার্থ যথার্থ, পরিজ্ঞানার্থ যথার্থ, প্রহানার্থ যথার্থ, ভাবনার্থ যথার্থ, সাক্ষাৎকরণার্থ যথার্থ, সত্যাবিসময় বা সত্য উপলব্ধি অর্থ যথার্থ এবং নিরোধ প্রতিষ্ঠাপকার্থ যথার্থ।

‘বুদ্ধ’ বলতে যিনি আচার্য ছাড়াই স্বয়ম্ভু, ভগবান, যিনি অশ্রুতপূর্ব ধর্মে চারি আর্যসত্য জ্ঞাত হয়েছেন, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং দশবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।

১৬২. ‘বুদ্ধ’ বলতে কোন অর্থে বুদ্ধ? চারি আর্যসত্য জ্ঞাত হয়েছেন—বুদ্ধ। দেব-মনুষ্যগণকে জ্ঞান প্রদান করেন—বুদ্ধ। সর্বজ্ঞতা দ্বারা বুদ্ধ। সর্ব দর্শনসম্পন্ন দ্বারা বুদ্ধ। জগতে অদ্বিতীয় দ্বারা বুদ্ধ। শিষ্টাচারসম্পন্ন দ্বারা বুদ্ধ। ক্ষীণাসবসঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ। উপক্লেশহীনসঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ। একান্ত বীতরাগী বলে বুদ্ধ। একান্ত বীতদ্বেষ বলে বুদ্ধ। একান্ত বীতমোহ বলে বুদ্ধ। একান্ত ক্লেশহীন বলে বুদ্ধ। একায়নমার্গে গত বলে বুদ্ধ। একাকী অনুত্তর সম্যক সম্বোধিতে অভিসম্বুদ্ধ বলে বুদ্ধ। অজ্ঞান ধ্বংস করে জ্ঞান লাভ করেছেন বলে বুদ্ধ। ‘বুদ্ধ’ এই নামটি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি-স্বজন, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং দেবতা কর্তৃক দেয়া হয়নি। ইহা ভগবান বুদ্ধগণের বোধিমূলে বিমোক্ষান্তিসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রতিলাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞাপ্ত নাম—বুদ্ধ। ‘দেসিতা বা দেশিত’ বলতে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত—যা আত্ম দমনার্থ যথার্থ। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত—যা আত্মশমথার্থ যথার্থ। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত—যা পরিনির্বাপণার্থ যথার্থ।... বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত—নিরোধ প্রতিষ্ঠাপকার্থ যথার্থ।

'সো বা সে' বলতে গৃহস্থ বা প্রব্রজিতকে বুঝায়। 'লোকো বা লোক' বলতে স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, বিপত্তিভবলোক, বিপত্তিসম্ভবলোক সম্পত্তিভবলোক, সম্পত্তিসম্ভবলোক। এক লোক কী?—সর্বসত্ত্ব আহারে স্থিত... অষ্টাদশ লোক—অষ্টাদশ ধাতু। 'পভাসেতি' বলতে আত্মদমনার্থে যথার্থ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করে তিনি এই লোক উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল এবং আলোকিত করেন। আত্মশমার্থে যথার্থ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করে তিনি এই লোক উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল এবং আলোকিত করেন। আত্ম-পরিনির্বাপণার্থে যথার্থ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করে তিনি এই লোক উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল এবং আলোকিত করেন।... নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থ যথার্থ অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি এই লোক উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল এবং আলোকিত করেন।

'অব্ভা মুত্তোব চন্দিমা' বলতে মেঘের ন্যায় ক্লেশ। চন্দ্রিমার ন্যায় আর্যজ্ঞান। চন্দ্রিমা দেবপুত্রের ন্যায় ভিক্ষু। চন্দ্রিমা যেমন মেঘমুক্ত, তুষারমুক্ত, ধূম্রমলমুক্ত এবং রাহুমুক্ত হয়ে উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল ও আলোকিত হয়; অনুরূপভাবে ভিক্ষুও সর্বক্লেশমুক্ত হয়ে উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল ও আলোকিত হয়। তাই বলা হয়—মেঘমুক্ত চন্দ্রিমার ন্যায়। এগুলোই তের প্রকার বোদান বা পরিশুদ্ধ জ্ঞান।

বোদান বা পরিশুদ্ধ জ্ঞান বর্ণনা চতুর্থ সমাপ্ত

পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৫. স্মৃতিকারী জ্ঞান বর্ণনা

১৬৩. বত্রিশ প্রকার স্মৃতিকারীর জ্ঞান কী কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা নির্জনস্থানে গিয়ে পদ্মাসনে উপবেশন করে দেহ সোজা রেখে নির্বাণ অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। তখন তিনি স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ করেন এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে "দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন। দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগকালে "দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন। হ্রস্বশ্বাস গ্রহণকালে "হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন। হ্রস্বপ্রশ্বাস ত্যাগকালে "হ্রস্বপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন। "সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে এরূপে শিক্ষা করেন। "সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে এরূপে শিক্ষা করেন। "সর্ব কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে এরূপ শিক্ষা করেন। "সর্ব কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে এরূপে শিক্ষা করেন। প্রীতি অনুভব করে... সুখ

অনুভব করে... চিত্তসংস্কার অনুভব করে... চিত্ত সংস্কার উপশান্ত করে... (নীবরণমুক্ত) চিত্ত অনুভব করে... উৎফুল্ল চিত্তকে জেনে... সমাহিত-চিত্তকে জেনে... বিমুক্তচিত্তকে জেনে... অনিত্যানুদর্শী হয়ে... বিরাগানুদর্শী হয়ে... নিরোধানুদর্শী হয়ে... "পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে এরূপে শিক্ষা করেন। "পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে এরূপে শিক্ষা করেন।

১৬৪. 'ইধা' বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছাতে, এই অভিলাষে, এই প্রাপ্তিতে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্মবিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যায় এবং এই শাস্তা শাসনে। তাই বলা হয়—"ইধা"তি। 'ভিক্খূ' বলতে কল্যাণপৃথগ্জন, শৈক্ষ্য, অর্হৎ অথবা আর্যবিমোক্ষে অবিনাশধর্মী ভিক্ষু। 'অরঞ্ঞং' বলতে নগর সীমার বাইরে সব অরণ্য। 'রুক্খমূলং' বলতে যেথায় ভিক্ষুর আসন প্রজ্ঞাপ্ত হয়, যেমন—মঞ্চ, পিঁড়ি, পাটি, ছোট মাদুর, চর্মখণ্ড, তৃণ আচ্ছাদন, পত্র আচ্ছাদন, তুষ বা ভূমি আচ্ছাদন ইত্যাদি; তথায় ভিক্ষু চঙ্ক্রমণ করেন, দাঁড়িয়ে থাকেন, উপবেশন করেন এবং শয্যা গ্রহণ করেন। 'সুঞ্ঞং' বলতে গৃহস্থ বা প্রব্রজিত কারোর দ্বারা বেষ্টিত নয়। 'অগারং' বলতে বিহার, অর্ধেক ছাদযুক্ত প্রসাদ, প্রসাদ, হর্ম (উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকা), গুহা। 'নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্বা' বলতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হওয়া। 'উজং কাযং পণিধাযং' বলতে দেহ ঋজু, দৃঢ় রেখে সুসমাহিত হওয়া। পরিমুখং সতিং উপট্ঠপেত্বাতি। 'পরি' বলতে পরিগ্রহণার্থে বা পরিগ্রহণ করার জন্য। 'মুখং' বলতে মুক্তি অর্থে। 'সতি' বলতে উপস্থাপনার্থে। তাই বলা হয়—"পরিমুখং সতিং উপট্ঠপেত্বাতি।"

১৬৫. 'সতোব অস্সসতি, সতো পস্সসতি' বলতে বত্রিশ প্রকারে স্মৃতিকারী হয়। দীর্ঘ শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়। হ্রস্ব শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়। হ্রস্ব প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়।... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়।

পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থ জানলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা স্মৃতিকারী হয়।

প্রথম চতুষ্ক বর্ণনা

১৬৬. কীভাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে "দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি", দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগকালে "দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন? দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘশ্বাস জেনে গ্রহণ করেন; দীর্ঘ প্রশ্বাসকে দীর্ঘ প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন; দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসকে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করেন। দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসকে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করতে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তখন হতে ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘশ্বাস জেনে গ্রহণ করেন, ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘ প্রশ্বাসকে দীর্ঘ প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন; ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসকে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করেন; ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করতে আনন্দ উৎপন্ন হয়। তখন হতে আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘশ্বাস জেনে গ্রহণ করেন, আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘ প্রশ্বাসকে দীর্ঘ প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন, আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসকে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করতে চিত্তকে বিবর্তন এবং উপেক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নয় প্রকারে কায়ে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস চালিত হয়। উপস্থাপনই স্মৃতি, অনুদর্শনই জ্ঞান। কায় উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপন (বা স্মৃতিতে মনোযোগ)-ই স্মৃতি। এ স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা সেই কায়কে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শনই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।"

১৬৭. 'অনুদর্শন করেন' মানে কীরূপে কায় অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করেন, নিত্যরূপে নয়। দুঃখরূপে অনুদর্শন করেন, সুখরূপে নয়। অনাত্মারূপে অনুদর্শন করেন, আত্মারূপে নয়। বিরক্ত হন, আনন্দিত হন না। অনাসক্ত হন আসক্ত হন না। নিরোধ করেন, উৎপন্ন করেন না। ত্যাগ করেন, গ্রহণ করেন না। অনিত্যরূপে অনুদর্শনকালে নিত্য-সংজ্ঞা ত্যাগ করেন। দুঃখরূপে অনুদর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করেন। অনাত্মারূপে অনুদর্শনকালে আত্মাসংজ্ঞা ত্যাগ করেন। বিরক্তকালে আনন্দ পরিত্যাগ করেন। অনাসক্তকালে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। নিরোধকালে সমুদয় পরিত্যাগ করেন। ত্যাগকালে গ্রহণ পরিত্যাগ করেন। এভাবে কায়কে অনুদর্শন করেন।

'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা। যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, সেইক্ষণে প্রাপ্ত বীর্যবাহনার্থে ভাবনা, আসেবনর্থে ভাবনা। দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা ও অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়। বিদিত-সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়। বিদিত-সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়। বিদিত বিতর্ক উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়।

কীরূপে বিদিত বেদনা উৎপন্ন, উপস্থিত ও অন্তর্হিত হয়? কীরূপে বেদনার উদয় বিদিত হয়? অবিদ্যা সমুদয় হতে বেদনা সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে বেদনার উদয় বিদিত হয়। তৃষ্ণাসমুদয় হতে বেদনা সমুদয় হয়... কর্মসমুদয় হতে বেদনা সমুদয় হয়... স্পর্শসমুদয় হতে বেদনা সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে বেদনার উদয় বিদিত হয়। পুনর্জন্ম-লক্ষণ দর্শন হলেও বেদনার উদয় বিদিত হয়। এরূপে বেদনার উদয় বিদিত হয়।

কীরূপে বেদনার উপস্থিতি বিদিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে ক্ষয় উপস্থিতি বিদিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে ভয় উপস্থিতি বিদিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে শূন্যতা উপস্থিতি বিদিত হয়। এরূপে বেদনার উপস্থিত বিদিত হয়।

কীরূপে বেদনার অন্তর্হিত বিদিত হয়? অবিদ্যানিরোধ হতে বেদনা নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে বেদনার অন্তর্হিত বিদিত হয়। তৃষ্ণা নিরোধ হতে বেদনা নিরোধ হয়... কর্মনিরোধ হতে বেদনা নিরোধ হয়... স্পর্শনিরোধ হতে বেদনা নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে বেদনার অন্তর্হিত বিদিত হয়। বিপরিণাম লক্ষণ দর্শন হলেও বেদনার অন্তর্হিত বিদিত হয়। এরূপে বেদনার অন্তর্হিত বিদিত হয়। এভাবেই বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয় ও অন্তর্হিত হয়।

কীরূপে বিদিত সংজ্ঞা উৎপন্ন, উপস্থিত ও অন্তর্হিত হয়? কীরূপে সংজ্ঞার উদয় বিদিত হয়? অবিদ্যা সমুদয় হতে সংজ্ঞা সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে সংজ্ঞার উদয় বিদিত হয়। তৃষ্ণাসমুদয় হতে সংজ্ঞা সমুদয় হয়... কর্মসমুদয় হতে সংজ্ঞা সমুদয় হয়... স্পর্শসমুদয় হতে সংজ্ঞা সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে সংজ্ঞার উদয় বিদিত হয়। পুনর্জন্ম-লক্ষণ দর্শন হলেও সংজ্ঞার উদয় বিদিত হয়। এরূপে সংজ্ঞার উদয় বিদিত হয়।

কীরূপে সংজ্ঞার উপস্থিতি বিদিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে

ক্ষয় উপস্থিতি বিদিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে ভয় উপস্থিতি বিদিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে শূন্যতা উপস্থিতি বিদিত হয়। এরূপে সংজ্ঞার উপস্থিত বিদিত হয়।

কীরূপে সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়? অবিদ্যানিরোধ হতে সংজ্ঞা নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়। তৃষ্ণা নিরোধ হতে সংজ্ঞা নিরোধ হয়... কর্মনিরোধ হতে সংজ্ঞা নিরোধ হয়... স্পর্শনিরোধ হতে সংজ্ঞা নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়। বিপরিণাম লক্ষণ দর্শন হলেও সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়। এরূপে সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়। এভাবেই বিদিত সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয় ও অন্তর্হিত হয়।

কীরূপে বিদিত বিতর্ক উৎপন্ন, উপস্থিত ও অন্তর্হিত হয়? কীরূপে বিতর্কের উদয় বিদিত হয়? অবিদ্যা সমুদয় হতে বিতর্ক সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে বিতর্কের উদয় বিদিত হয়। তৃষ্ণাসমুদয় হতে বিতর্ক সমুদয় হয়... কর্মসমুদয় হতে বিতর্ক সমুদয় হয়... স্পর্শসমুদয় হতে বিতর্ক সমুদয় হয়—এ প্রত্যয় সমুদয়ার্থে বিতর্কের উদয় বিদিত হয়। পুনর্জন্ম-লক্ষণ দর্শন হলেও বিতর্কের উদয় বিদিত হয়। এরূপে বিতর্কের উদয় বিদিত হয়।

কীরূপে বিতর্কের উপস্থিতি বিদিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে ক্ষয় উপস্থিতি বিদিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে ভয় উপস্থিতি বিদিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে শূন্যতা উপস্থিতি বিদিত হয়। এরূপে বিতর্কের উপস্থিত বিদিত হয়।

কীরূপে বিতর্কের অন্তর্হিত বিদিত হয়? অবিদ্যানিরোধ হতে বিতর্ক নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে বিতর্কের অন্তর্হিত বিদিত হয়। তৃষ্ণা নিরোধ হতে বিতর্ক নিরোধ হয়... কর্মনিরোধ হতে বিতর্ক নিরোধ হয়... স্পর্শনিরোধ হতে বিতর্ক নিরোধ হয়—এ প্রত্যয় নিরোধার্থে বিতর্কের অন্তর্হিত বিদিত হয়। বিপরিণাম লক্ষণ দর্শন হলেও বিতর্কের অন্তর্হিত বিদিত হয়। এরূপে সংজ্ঞার অন্তর্হিত বিদিত হয়। এভাবেই বিদিত বিতর্ক উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয় ও অন্তর্হিত হয়।

১৬৮. দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়, গোচর (বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়) যথার্থরূপে জানেন এবং সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ (বা হৃদয়ঙ্গম) করেন... মার্গ মিলিত হয়, ধর্ম মিলিত হয়, গোচর যথার্থরূপে জানেন এবং সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।

'ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়' বলতে কীরূপে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়?

অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় মিলিত হয়, প্রগ্রহণার্থে বীর্যেন্দ্রিয় মিলিত হয়, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় মিলিত হয়, অবিক্ষেপার্থে সামধীন্দ্রিয় মিলিত হয়, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় মিলিত হয়। এই পুদ্গল এই ইন্দ্রিয়সমূহ এই আলম্বনে মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়।"

'গোচর যথার্থরূপে জানেন' বলতে যা তার আলম্বন, তা তার গোচর। যা তার গোচর, তা তার আলম্বন। 'পজানাতি' বলতে পুদ্গল। প্রজানন প্রজ্ঞা।

'সমন্তি' বলতে আলম্বনের উপস্থাপন সম, চিত্তের অবিক্ষেপ সম, চিত্তের অধিষ্ঠান সম, চিত্তের বোদান বা পরিশুদ্ধি সম। 'অত্থো' বলতে অনবদ্যার্থ, ক্লেশহীনার্থ, বোদানার্থ বা পরিশুদ্ধার্থ ও পরমার্থ। 'পটিবিজ্ঝতি' বলতে আলম্বনের উপস্থাপনকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের অবিক্ষেপকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের অধিষ্ঠানকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের পরিশুদ্ধকে প্রতিবিদ্ধ করেন। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

'বলসমূহ মিলিত হয়' বলতে কীরূপে বলসমূহ মিলিত হয়? অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থে শ্রদ্ধাবল মিলিত হয়, আলস্যে অকম্পিতার্থে বীর্যবল মিলিত হয়, প্রমাদে অকম্পিতার্থে স্মৃতিবল মিলিত হয়, চঞ্চলতায় অকম্পিতার্থে সমাধিবল মিলিত হয় এবং অবিদ্যায় অকম্পিতার্থে প্রজ্ঞাবল মিলিত হয়। এই পুদ্গল এই বলসমূহ এই আলম্বনে মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"বলসমূহ মিলিত হয়"। 'গোচর যথার্থরূপে জানেন' বলতে... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে।"

'বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়' বলতে কীরূপে বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়? উপস্থাপনার্থে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, পরীক্ষার্থে ধর্মবিচার-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, উদ্যমার্থে বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, স্ফুরণার্থে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, উপশমার্থে প্রশান্তি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, অবিক্ষেপার্থে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়, মনোযোগার্থে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ মিলিত হয়। এই পুদ্গল এ বোজ্ঝাঙ্গ এই আলম্বনে মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"বোধ্যঙ্গ মিলিত হয়।" 'গোচর যথার্থরূপে জানেন' বলতে... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে।"

'মার্গ মিলিত হয়' বলতে কীরূপে মার্গ মিলিত হয়? দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি মিলিত হয়, মনোনিবেশার্থে সম্যক সংকল্প মিলিত হয়, পরিগ্রহণার্থে সম্যক বাক্য মিলিত হয়, সমুত্থান বা কার্যরম্ভার্থে সম্যক কর্ম মিলিত হয়, পরিশুদ্ধার্থে সম্যক জীবিকা মিলিত হয়, উদ্যমার্থে সম্যক প্রচেষ্টা মিলিত হয়,

উপস্থাপনার্থে সম্যক স্মৃতি মিলিত হয়, অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি মিলিত হয়। এই পুদ্গল এ মার্গ এই আলম্বনে মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"মার্গ মিলিত হয়"। গোচর যথার্থরূপে জানেন' বলতে... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে।"

'ধর্ম মিলিত হয়' বলতে কীরূপে ধর্ম মিলিত হয়? আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়, অকম্পিতার্থে বলসমূহ মিলিত হয়, মুক্তি অর্থে বোধ্যঙ্গে মিলিত হয়, হেত্বার্থে মার্গ মিলিত হয়, উপস্থাপনার্থে স্মৃতিপ্রস্থান মিলিত হয়, শ্রেষ্ঠার্থে সম্যক প্রধান মিলিত হয়, সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধিপাদ মিলিত হয়, প্রকৃতার্থে সত্য মিলিত হয়, অবিক্ষেপার্থে শমথ মিলিত হয়, অনুদর্শনার্থে বিদর্শন মিলিত হয়, একরসার্থে শমথ-বিদর্শন মিলিত হয়, অনতিক্রমার্থে যুগনদ্ধ (যুগপদ) মিলিত হয়, সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি মিলিত হয়, অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি মিলিত হয়, দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি মিলিত হয়, বিমুক্তার্থে বিমোক্ষ মিলিত হয়, প্রতিবেধার্থে বিদ্যা মিলিত হয়, পরিত্যাগার্থে বিমুক্তি মিলিত হয়, সমুচ্ছেদার্থে ক্ষয়জ্ঞান মিলিত হয়, প্রতিপ্রশ্রব্ধি অর্থে অনুৎপাদ জ্ঞান মিলিত হয়, মূলার্থে ছন্দ মিলিত হয়, সমুত্থানার্থে মনঃসংযোগ মিলিত হয়, সংযোগার্থে স্পর্শ মিলিত হয়, আধিপত্যার্থে স্মৃতি মিলিত হয়, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতরার্থে প্রজ্ঞা মিলিত হয়, সারার্থে মুক্তি মিলিত হয়, পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণ মিলিত হয়। এই পুদ্গল এই ধর্ম এই আলম্বনে মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"ধর্ম মিলিত হয়"।

'গোচর যথার্থরূপে জানেন' বলতে যা তার আলম্বন, তা তার গোচর। যা তার গোচর, তা তার আলম্বন। 'পজানাতি' বলতে পুদ্গল। প্রজানন প্রজ্ঞা।

'সমন্তি' বলতে আলম্বনের উপস্থাপন সম, চিত্তের অবিক্ষেপ সম, চিত্তের অধিষ্ঠান সম, চিত্তের বোদান বা পরিশুদ্ধি সম। 'অত্থো' বলতে অনবদ্যার্থ, ক্লেশহীনার্থ, বোদানার্থ বা পরিশুদ্ধার্থ ও পরমার্থ। 'পটিবিজ্ঝতি' বলতে আলম্বনের উপস্থাপনকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের অবিক্ষেপকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের অধিষ্ঠানকে প্রতিবিদ্ধ করেন, চিত্তের পরিশুদ্ধকে প্রতিবিদ্ধ করেন। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৬৯. কীরূপে হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে "হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগকালে "হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে যথার্থরূপে জানেন? হ্রস্ব শ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস জেনে গ্রহণ করেন, হ্রস্ব প্রশ্বাসকে হ্রস্ব প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন, হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ এবং ত্যাগ করেন। হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ ও ত্যাগ করার ইচ্ছা উৎপন্ন

হয়। তখন হতে ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম হ্রস্ব শ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ করেন, ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম হ্রস্ব-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন, ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন। ইচ্ছাবশে অতিসূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ এবং ত্যাগ করার আনন্দ উৎপন্ন হয়। তখন হতে আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম হ্রস্বশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস জেনে গ্রহণ করেন, আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম হ্রস্ব প্রশ্বাসকে হ্রস্ব প্রশ্বাস জেনে ত্যাগ করেন, আনন্দবশে অতিসূক্ষ্ম হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে গ্রহণ এবং ত্যাগ করতে চিত্তকে বিবর্তন ও উপেক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নয় প্রকার হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাস কায় উপস্থান স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। কায় উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি এবং জ্ঞান দ্বারা সেই কায় অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে কায় অনুদর্শন করেন?... এরূপে সেই কায় অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ জানলে বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়... হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ জানাকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭০. কীরূপে "সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? 'কায়' বলতে দুই প্রকার কায়। যথা : নামকায় ও রূপকায়। নামকায় কী? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ, মনঃসংযোগ, নাম, নামকায় ও যেসব চিত্তসংস্কার—তাই নামকায়। রূপকায় কী? চার মহাভূত, চার মহাভূতের সৃষ্টরূপ, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, সম্মুখ নিমিত্ত ও যেসব কায়সংস্কার—তাই রূপকায়।

কীভাবে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়? দীর্ঘ শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। হ্রস্ব শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। হ্রস্ব প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়।

আবর্জিত হলে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, যথার্থভাবে জ্ঞাত হলে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, দর্শিত হলে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, প্রত্যবেক্ষিত হলে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, চিত্ত অধিষ্ঠিত হলে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, শ্রদ্ধায় অভিনমিত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, বীর্য প্রগ্রহ হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত করলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, চিত্ত সমাহিত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, পরিহারতব্য পরিত্যক্ত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, ভাবিতব্য ভাবিত হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়, সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎ হলে কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়। এভাবে সেই কায়সমূহ প্রতিবিদিত হয়। সর্বকায় প্রতিসংবেদী (স্পন্দন অনুভবী) শ্বাস-প্রশ্বাস কায় উপস্থান স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। কায় উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই কায়কে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে কায় অনুদর্শন করেন?... এভাবে সেই কায় অনুদর্শন করেন।'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবন বা আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযমার্থে শীল-বিশুদ্ধি, অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি, দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি। তন্মধ্যে যা সংবরার্থ তা অধিশীল শিক্ষা, যা অবিক্ষেপার্থ তা অধিচিত্ত শিক্ষা, যা দর্শনার্থ তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই তিন প্রকার শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জেনে বা জ্ঞান দিয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্ত অধিষ্ঠান করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে শিক্ষা করেন, বীর্য প্রয়োগ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপিত করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে স্থির করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিহারতব্য পরিহার করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য ভাবনা করে শিক্ষা করেন এবং সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন।

সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়... সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ

জানাকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭১. কীরূপে "কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? কায়সংস্কার কী? দীর্ঘশ্বাস কায়িক। এতে কায়প্রতিবদ্ধ (কায়সংস্কারিক) ধর্মসমূহ কায়সংস্কার। এসব কায়সংস্কার উপশম, নিরোধ ও শান্ত করতে শিক্ষা করেন। দীর্ঘ প্রশ্বাস কায়িক। এতে কায় প্রতিবদ্ধ ধর্মসমূহ কায়সংস্কার। এসব কায়সংস্কার উপশম, নিরোধ ও শান্ত করতে শিক্ষা করেন। সর্বকায় স্পন্দন অনুভব শ্বাস ও সর্বকায় স্পন্দন অনুভব প্রশ্বাস কায়িক। এতে কায় প্রতিবিদ্ধ ধর্মসমূহ কায়সংস্কার। এসব কায়সংস্কার উপশম, নিরোধ ও শান্ত করতে শিক্ষা করেন।

যথারূপ কায়সংস্কার দ্বারা যা কায়ের নত, বিনীত, অবসন্ন, অবনত, আলোড়ন, স্পন্দন, কম্পন ও প্রকম্পন—এসব কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করছি বলে শিক্ষা করেন। যথারূপ কায়সংস্কার দ্বারা যা কায়ের নত, বিনীত, অবসন্ন, অবনত, আলোড়ন, স্পন্দন, কম্পন ও প্রকম্পন নয় বরং শান্ত, সূক্ষ্ম কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করছি বলে শিক্ষা করেন।

এরূপে "কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। এরূপ (শ্বাস-প্রশ্বাস) হলে বায়ু উপলব্ধি বর্ধিত বা পরিপুষ্ট হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিপুষ্ট হয় না, আনাপানস্মৃতি সমাধিও পরিপুষ্ট হয় না। সেই সমাপত্তিতে অভিজ্ঞ হয়ে তার সমাধি লাভ হয় না, সমাধি উৎপন্ন হয় না।

এরূপে "কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। এরূপ হলে বায়ু উপলব্ধি বর্ধিত বা পরিপুষ্ট হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিপুষ্ট হয়, আনাপানস্মৃতি সমাধিও পরিপুষ্ট হয়। এই সমাপত্তিতে অভিজ্ঞ হয়ে তার সমাধি লাভ হয়, সমাধি উৎপন্ন হয়। কীরূপে? যেমন, কাংশপাত্রে আঘাত করলে প্রথমে স্থূল শব্দ প্রকাশিত হতে থাকে। স্থূল শব্দের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুঅভিনিবিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত হয়ে স্থূল শব্দ নিরুদ্ধ হয়। পরে সূক্ষ্মশব্দ প্রকাশিত হতে থাকে। সূক্ষ্ম শব্দের নিমিত্ত সুগৃহীত, নিমিত্তালম্বনাদি চিত্তে প্রবর্তিত হয়। অনুপপভাবে প্রথমে স্থূল শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হতে থাকে। স্থূল শ্বাস-প্রশ্বাসের

নিমিত্ত সুগৃহীত, সুঅভিনিবিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত হয়ে স্থূল শ্বাস-প্রশ্বাসে নিরুদ্ধ হয়। পরে সূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হতে থাকে। সূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুঅভিনিবিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত হয়ে সূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাসে নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর সূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্তালম্বণাদি চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে না।

এরূপ হলে বায়ু উপলব্ধি পরিপুষ্ট হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিপুষ্ট হয়, আনাপানস্মৃতি সমাধিও পরিপুষ্ট হয়। এই সমাপত্তিতে অভিজ্ঞ হয়ে তার সমাধি লাভ হয়, সমাধি উৎপন্ন হয়। কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাস কায় উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। কায় উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই কায়কে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।"

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে কায় অনুদর্শন করেন?... এভাবে সেই কায়কে অনুদর্শন করে। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবন বা আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি, অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি, দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি। তন্মধ্যে যা সংবরার্থে তা অধিশীল শিক্ষা, যা অবিক্ষেপার্থ তা অধিচিত্ত শিক্ষা, যা দর্শনার্থ তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই তিন প্রকার শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন... সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন। কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়... কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ জানাকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

আট প্রকার অনুদর্শন জ্ঞান, আট প্রকার উপস্থাপনানুস্মৃতি এবং চার সূত্রান্তিকবস্তু (বা চার সূত্রানুসারে বর্ণিত) কায়ে কায়ানুদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় চতুষ্ক বর্ণনা

১৭২. কীরূপে "প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি", "প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? প্রীতি কী? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে প্রীতি, প্রমোদ্য উৎপন্ন হয়। যা আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ তা-ই প্রীতি, প্রমোদ্য। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে প্রীতি, প্রমোদ্য উৎপন্ন হয়...হ্রস্ব শ্বাসবশে,হ্রস্ব প্রশ্বাসবশে, সর্বকায় স্পন্দন

অনুভব করে শ্বাসবশে, সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে প্রশ্বাসবশে, কায়সংস্কার উপশম করে শ্বাসবশে, কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে প্রীতি, প্রমোদ্য উৎপন্ন হয়। যা আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ তা-ই প্রীতি, প্রমোদ্য। এটাই প্রীতি।

কীরূপে সেই প্রীতি প্রতিবিদিত হয়? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা প্রীতি প্রতিবিদিত হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা প্রীতি প্রতিবিদিত হয়।হ্রস্ব শ্বাসবশে...হ্রস্ব প্রশ্বাসবশে... সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে শ্বাসবশে... সর্বকায় স্পন্দন অনুভব করে প্রশ্বাসবশে... কায় সংস্কার উপশম করে শ্বাসবশে... কায়সংস্কার উপশম করে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা প্রীতি প্রতিবিদিত হয়। আবর্জিত হলে সেই প্রীতি প্রতিবিদিত হয়, যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে... দর্শিত হলে... প্রত্যবেক্ষিত হলে... চিত্ত অধিষ্ঠিত হলে... শ্রদ্ধায় অভিনমিত হলে... বীর্য প্রগ্রহ হলে... স্মৃতি উপস্থাপিত হলে... চিত্ত সমাহিত হলে... প্রজ্ঞার দ্বারা যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে... অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত হলে... পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত হলে... প্রহাতব্য পরিত্যাগ হলে... ভাবিতব্য ভাবিত হলে... সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎ হলে সেই প্রীতি প্রতিবিদিত হয়। এভাবে সেই প্রীতি প্রতিবিদিত হয়।

প্রীতি অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বেদনা উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে বেদনা অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে বেদনাকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। প্রীতি অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... প্রীতি অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়।তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭৩. কীরূপে "সুখ অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি", "সুখ অনুভব করে

শ্বাস ত্যাগ করছি” বলে শিক্ষা করেন? ‘সুখ’ দুই প্রকার। যথা : কায়িক সুখ ও চৈতসিক সুখ। কায়িক সুখ কীরূপ? যা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য শারীরিক সুখ, কায়সংস্পর্শজ স্বাচ্ছন্দ্য বেদয়িত সুখ এবং কায়সংস্পর্শজনিত স্বাচ্ছন্দতা সুখবেদনা—এটাই কায়িক সুখ। চৈতসিক সুখ কীরূপ? যা চৈতসিক স্বাচ্ছন্দ্য চৈতসিক সুখ, চেতনাসংস্পর্শজনিত স্বাচ্ছন্দ্য বেদয়িত সুখ, চেতনাসংস্পর্শজনিত স্বাচ্ছন্দতা সুখবেদনা—এটাই চৈতসিক সুখ।

কীরূপে সেই সুখ প্রতিবিদিত হয়? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ যথাথরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের দ্বারা সুখ প্রতিবিদিত হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের দ্বারা সুখ প্রতিবিদিত হয়।... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎ করলে সেই সুখ প্রতিবিদিত হয়। এভাবে সেই সুখ প্রতিবিদিত হয়। সুখ অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বেদনা উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—“বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা”।

‘অনুদর্শন করেন’ বলতে কীরূপে বেদনা অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে বেদনাকে অনুদর্শন করেন। ‘ভাবনা’ বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। সুখ অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... সুখ অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়।তাই বলা হয়—“সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।”

১৭৪. কীরূপে “চিত্ত সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি,” “চিত্ত সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করছি” বলে শিক্ষা করেন? চিত্তসংস্কার কীরূপ? দীর্ঘশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক—এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্তসংস্কার। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক—এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্তসংস্কার...সুখ অনুভব করে শ্বাসবশে... সুখ অনুভব করে প্রশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক—এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্ত সংস্কার। এটাই চিত্তসংস্কার।

কীরূপে সেই চিত্তসংস্কার প্রতিবিদিত হয়? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও দ্বারা চিত্তসংস্কার প্রতিবিদিত হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি ও দ্বারা চিত্তসংস্কার

প্রতিবিদিত হয়... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎ করলে সেই চিত্তসংস্কার প্রতিবিদিত হয়। এভাবে সেই চিত্তসংস্কার প্রতিবিদিত হয়। চিত্তসংস্কার অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বেদনা উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে বেদনা অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে বেদনাকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। চিত্তসংস্কার অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... চিত্তসংস্কার অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়।তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭৫. কীরূপে "চিত্তসংস্কার উপশম করে শ্বাস গ্রহণ করছি", "চিত্তসংস্কার উপশম করে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? চিত্তসংস্কার কীরূপ? দীর্ঘশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্তসংস্কার। সেই চিত্তসংস্কারসমূহ উপশান্ত, নিরোধ ও উপশম করতে শিক্ষা করেন। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্তসংস্কার। সেই চিত্তসংস্কারসমূহ উপশান্ত, নিরোধ ও উপশম করতে শিক্ষা করেন। চিত্তসংস্কার অনুভব করে শ্বাসবশে... চিত্তসংস্কার অনুভব করে প্রশ্বাসবশে সংজ্ঞা, বেদনা ও চৈতসিক এ ধর্মসমূহ চিত্ত প্রতিবদ্ধ, চিত্তসংস্কার। সেই চিত্তসংস্কারসমূহ উপশান্ত, নিরোধ ও উপশম করতে শিক্ষা করেন। চিত্তসংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বেদনা উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে বেদনা অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে বেদনাকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। চিত্তসংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... চিত্তসংস্কার উপশম করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে...

প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়।তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

বেদনায় বেদনানুদর্শনে আট প্রকার অনুদর্শন জ্ঞান, আট প্রকার উপস্থাপনানুস্মৃতি এবং চার সূত্রান্তিক বিষয়।

তৃতীয় চতুষ্ক বর্ণনা

১৭৬. কীরূপে "(নীবরণমুক্ত) চিত্ত অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করছি, চিত্ত অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? চিত্ত কী? দীর্ঘশ্বাসবশে বিজ্ঞানই চিত্ত। যা চিত্ত, মন, মানস (বা মানসিক কার্য) হৃদয়, পণ্ডর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু—এটাই চিত্ত। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে... চিত্ত সংস্কার উপশম করে শ্বাসবশে... চিত্তসংস্কার উপশম করে প্রশ্বাসবশে বিজ্ঞানই চিত্ত। যা চিত্ত, মন, মানস (বা মানসিক কার্য) হৃদয়, পণ্ডর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু—এটাই চিত্ত।

কীরূপে সেই চিত্ত প্রতিবিদিত হয়? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই চিত্ত প্রতিবিদিত হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে স্মৃতি উপস্থিত হয়। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই চিত্ত প্রতিবিদিত হয়... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎ করলে সেই চিত্ত প্রতিবিদিত হয়। এভাবে সেই চিত্ত প্রতিবিদিত হয়। চিত্ত অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বিজ্ঞান চিত্ত উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। চিত্ত উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে চিত্তকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। চিত্তানুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... চিত্তানুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭৭. কীরূপে "উৎফুল্ল চিত্ত জেনে শ্বাস গ্রহণ করছি", "উৎফুল্ল চিত্ত জেনে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? চিত্তের উৎফুল্ল কী?

দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে চিত্তে উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হয়। যা চিত্তের আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ; তা-ই চিত্তের উৎফুল্ল। চিত্তের দীর্ঘ শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে চিত্তের উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হয়। যা চিত্তের আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ; তা-ই চিত্তের উৎফুল্ল। চিত্তের দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে চিত্তের উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হয়। যা চিত্তের আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ; তা-ই চিত্তের উৎফুল্ল। চিত্তের... চিত্তানুভব করে শ্বাসবশে... চিত্তানুভব করে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থভাবে জানলে চিত্তের উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হয়। যা চিত্তের আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, উল্লাস, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, হর্ষ; তা-ই চিত্তের উৎফুল্ল। এটাই চিত্তের উৎফুল্ল। উৎফুল্ল চিত্ত অনুভব করে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বিজ্ঞান চিত্ত উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। চিত্ত উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে চিত্তকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। উৎফুল্ল চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... উৎফুল্ল চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭৮. কীরূপে "সমাহিত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি", "সমাহিত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? সমাধি কীরূপ? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি; যা চিত্তের স্থিতি, স্থায়িত্ব, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, মানষিক সমতাপ্রাপ্ত, শমথ, সমাধীন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি... সমাহিত চিত্তে শ্বাসবশে... সমাহিত চিত্তে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি; যা চিত্তের স্থিতি, স্থায়িত্ব, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, মানষিক সমতাপ্রাপ্ত, শমথ, সমাধীন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি। এটাই সমাধি। সমাহিত চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বিজ্ঞান চিত্ত উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। চিত্ত উপস্থাপন, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা

চিত্তকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে চিত্তকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। সমাহিত চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... সমাহিত চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৭৯. কীরূপে "বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি", "বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? "রাগ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "রাগ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "দ্বেষ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "দ্বেষ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "মোহ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "মোহ হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন... মান হতে বিমুক্ত চিত্তে... মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিমুক্ত চিত্তে... বিচিকিৎসা হতে বিমুক্ত চিত্তে... আলস্য হতে বিমুক্ত চিত্তে... চঞ্চলতা হতে বিমুক্ত চিত্তে... পাপে লজ্জাহীন হতে বিমুক্ত চিত্তে... "পাপে ভয়হীন হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "পাপে ভয়হীন হতে বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে বিজ্ঞান চিত্ত উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান...।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই চিত্তকে অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে চিত্তকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। বিমুক্ত চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... বিমুক্ত চিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

চিত্তে চিত্তানুদর্শনে আট প্রকার অনুদর্শন জ্ঞান, চার প্রকার উপস্থাপনানুস্মৃতি এবং চার প্রকার সূত্রান্তিক বিষয়।

চতুর্থ চতুষ্ক বর্ণনা

১৮০. কীরূপে "অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি", "অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? 'অনিত্য' বলতে সেই অনিত্য

কী? পঞ্চস্কন্ধই অনিত্য। কী কারণে অনিত্য? উদয়-ব্যয়ার্থে অনিত্য। পঞ্চস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? উদয়-ব্যয় দর্শনকালে কত প্রকার লক্ষণ দেখা যায়? পঞ্চস্কন্ধের উদয় দর্শনকালে পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। ব্যয় দর্শনকালে পঁচিশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় দর্শনকালে পঞ্চাশ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

"রূপে অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "রূপে অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... "জরামরণে অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" বলে শিক্ষা করেন। "জরামরণে অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে ধর্ম উপস্থাপন স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। ধর্ম উপস্থান, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সে ধর্মকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।"

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই ধর্মসমূহ অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে সেই ধর্মসমূহকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

কীরূপে "বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি", "বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? রূপে আদীনব দর্শন করে রূপবিরাগে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয়, চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "রূপে বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "রূপে বিরাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরামরণে আদীনব দর্শন করে রূপবিরাগে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয়, চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "জরামরণে বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "জরামরণে বিরাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে ধর্ম উপস্থান স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। ধর্ম উপস্থান, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সে

ধর্মকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"ধর্মে ধর্মানুদশন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই ধর্মসমূহ অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে সেই ধর্মসমূহকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে... প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

কীরূপে "নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি", "নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? রূপে আদীনব দর্শন করে রূপনিরোধে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয়, চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "রূপে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "রূপে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরামরণে আদীনব দর্শন করে জরা-মরণ-নিরোধে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয়, চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "জরামরণে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "জরামরণে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন।

১৮১. কত প্রকারে অবিদ্যার আদীনব হয়? কত প্রকারে অবিদ্যা নিরোধ হয়? পাঁচ প্রকারে অবিদ্যার আদীনব হয়। আট প্রকারে অবিদ্যা নিরোধ হয়।

কোন পাঁচ প্রকারে অবিদ্যার আদীনব হয়? অনিত্যার্থে অবিদ্যার আদীনব হয়, দুঃখার্থে অবিদ্যার আদীনব হয়, অনাত্মার্থে অবিদ্যার আদীনব হয়, সন্তাপার্থে অবিদ্যার আদীনব হয় এবং বিপরিণামার্থে অবিদ্যার আদীনব হয়—এ পাঁচ প্রকারে অবিদ্যার আদীনব হয়।

কোন আট প্রকারে অবিদ্যা নিরোধ হয়? নিদান নিরোধে অবিদ্যার নিরোধ হয়, সমুদয় নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ হয়, আহার নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ হয়, হেতু নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ হয়, প্রত্যয় নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ হয়, জ্ঞান উৎপাদনে অবিদ্যা নিরোধ হয়, নিরোধ উপস্থাপনে অবিদ্যা নিরোধ হয়। এই আট প্রকারে অবিদ্যা নিরোধ হয়। এই পাঁচ প্রকারে অবিদ্যার আদীনব দর্শন করে—এই আট প্রকারে অবিদ্যার নিরোধে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "অবিদ্যায় নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "অবিদ্যায় নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন।

কত প্রকারে সংস্কারসমূহে আদীনব হয়? কত প্রকারে সংস্কারসমূহ নিরোধ হয়?... কত প্রকারে বিজ্ঞানে আদীনব হয়? কত প্রকারে বিজ্ঞান নিরোধ হয়? কত প্রকারে নামরূপে আদীনব হয়? কত প্রকারে নামরূপ নিরোধ হয়? কত প্রকারে ষড়ায়তনে আদীনব হয়? কত প্রকারে ষড়ায়তন নিরোধ হয়? কত প্রকারে স্পর্শে আদীনব হয়? কত প্রকারে স্পর্শ নিরোধ হয়? কত প্রকারে বেদনায় আদীনব হয়? কত প্রকারে বেদনা নিরোধ হয়? কত প্রকারে তৃষ্ণায় আদীনব হয়? কত প্রকারে তৃষ্ণা নিরোধ হয়? কত প্রকারে উপাদানে আদীনব হয়? কত প্রকারে উপাদান নিরোধ হয়? কত প্রকারে ভবে আদীনব হয়? কত প্রকারে ভব নিরোধ হয়? কত প্রকারে জন্মে আদীনব হয়? কত প্রকারে জন্ম নিরোধ হয়? কত প্রকারে জরামরণে আদীনব হয়? কত প্রকারে জরা-মরণ নিরোধ হয়? পাঁচ প্রকারে জরামরণে আদীনব হয়, আট প্রকারে জরা-মরণ নিরোধ হয়।

কোন পাঁচ প্রকারে জরামরণে আদীনব হয়? অনিত্যার্থে জরামরণে আদীনব হয়, দুঃখার্থে... অনাত্মার্থে... সন্তাপার্থে... বিপরিণামার্থে জরামরণে আদীনব হয়—এই পাঁচ প্রকারে জরামরণে আদীনব হয়।

কোন আট প্রকারে জরা-মরণ নিরোধ হয়? নিদান নিরোধে অবিদ্যার নিরোধ হয়, সমুদয় নিরোধে... জন্ম নিরোধে... প্রভব নিরোধে... হেতু নিরোধে... প্রত্যয় নিরোধে... জ্ঞান উৎপাদনে... নিরোধ উপস্থাপনে অবিদ্যা নিরোধ হয়। এই আট প্রকারে জরা-মরণ নিরোধ হয়। এই পাঁচ প্রকারে জরামরণে আদীনব দর্শন করে—এই আট প্রকারে জরা-মরণ নিরোধে ছন্দজাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সুঅধিষ্ঠিত হয়। "জরামরণে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "জরামরণে নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন। নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে ধর্ম উপস্থান স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। ধর্ম উপস্থান, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সে ধর্মকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই ধর্মসমূহ অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... এভাবে সেই ধর্মসমূহকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি... নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ যথার্থরূপে জানলে...

প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়। তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

১৮২. কীরূপে "পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি", "পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করছি" বলে শিক্ষা করেন? 'পরিত্যাগ' বলতে দুই প্রকার পরিত্যাগ। যথা : বর্জন পরিত্যাগ ও পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ। রূপ পরিত্যাগ করেন, এটা বর্জন পরিত্যাগ। রূপনিরোধ নির্বাণে চিত্তকে পরিবর্তন করেন, এটা পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ। "রূপে পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "রূপে পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস করছি" বলে শিক্ষা করেন। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... চক্ষু... জরা-মরণ পরিত্যাগ করেন, এটা বর্জন পরিত্যাগ। জরা-মরণনিরোধ নির্বাণে চিত্তকে পরিবর্তন করেন, এটা পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ। "জরামরণে পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি" এবং "জরামরণে পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস করছি" বলে শিক্ষা করেন। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে ধর্ম উপস্থান স্মৃতি অনুদর্শন জ্ঞান। ধর্ম উপস্থান, স্মৃতি নয়; স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি, জ্ঞান দ্বারা সে ধর্মকে অনুদর্শন করেন। তাই বলা হয়—"ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা"।

'অনুদর্শন করেন' বলতে কীরূপে সেই ধর্মসমূহ অনুদর্শন করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শন করে, নিত্যরূপে নয়... পরিত্যাগ করেন, গ্রহণ করেন না। অনিত্যরূপে অনুদর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন... পরিত্যাগকালে গ্রহণ পরিত্যাগ করেন। এভাবে সেই ধর্মসমূহকে অনুদর্শন করেন। 'ভাবনা' বলতে চার প্রকার ভাবনা। তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিবর্থনার্থে ভাবনা... আসেবনার্থে ভাবনা। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি, অবিক্ষেপার্থে চিত্তবিশুদ্ধি, দর্শনার্থে দৃষ্টিবিশুদ্ধি। যা তথায় সংবরার্থ, এটা অধিশীল শিক্ষা। যা তথায় অবিক্ষেপার্থ, ইহা অধিচিত্ত শিক্ষা। যা তথায় দর্শনার্থ, এটা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা—এই ত্রিবিধ শিক্ষা আবর্জনকালে শিক্ষা করেন, জাননকালে শিক্ষা করেন... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎকালে শিক্ষা করেন।

পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ জেনে বিদিত বেদনা উৎপন্ন হয়, বিদিত বেদনা উপস্থিত হয়, বিদিত বেদনা অন্তর্ধান হয়... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ প্রজাননকালে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়, গেচর যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, সমর্থ প্রতিবিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়; বলসমূহ মিলিত হয়... বোজ্ঝাঙ্গসমূহ মিলিত

হয়... মার্গ মিলিত হয়...ধর্মসমূহ মিলিত হয়, গেচর যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, সমর্থ প্রতিবিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়।

"ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়" বলতে কীরূপে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়? অধিমোক্ষার্থে ইন্দ্রিয়সমূহ মিলিত হয়... তাই বলা হয়—"সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করেন।"

ধর্মে ধর্মানুদর্শনে আট প্রকার অনুদর্শন জ্ঞান, আট প্রকার উপস্থাপনানুস্মৃতি ও চার সূত্রান্তিক বিষয়। এগুলোই স্মৃতিকারীর (যোগীর) বত্রিশ প্রকার জ্ঞান।

স্মৃতিকারী জ্ঞান বর্ণনা সমাপ্ত।

৬. জ্ঞানরাশি ষষ্ঠক বর্ণনা

১৮৩. কোনগুলো ছব্বিশ প্রকার সমাধিবশে জ্ঞান? দীর্ঘশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি। দীর্ঘ প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি... বিমুক্ত চিত্তে শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি। বিমুক্ত চিত্তে প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা, অবিক্ষেপ সমাধি। এগুলোই ছব্বিশ প্রকার সমাধিবশে জ্ঞান।

কোনগুলো বাহাত্তর প্রকার বিদর্শনবশে জ্ঞান? দীর্ঘশ্বাস অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন। দীর্ঘ প্রশ্বাস অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন... বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস, বিমুক্ত চিত্তে প্রশ্বাস অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন, অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন। এগুলোই বাহাত্তর প্রকার বিদর্শনবশে জ্ঞান।

কোনগুলো আট প্রকার নির্বেদ জ্ঞান? অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাসকে (বা শ্বাস গ্রহণকে) যথাভূতভাবে জানেন, দর্শন করেন, এটা নির্বেদ জ্ঞান। অনিত্যানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাসকে যথাভূতভাবে জানেন, দর্শন করেন, এটা নির্বেদ জ্ঞান... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাসকে (বা শ্বাস গ্রহণকে) যথাভূতভাবে জানেন, দর্শন করেন, এটা নির্বেদ জ্ঞান। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাসকে যথাভূতভাবে জানেন, দর্শন করেন, এটা নির্বেদ জ্ঞান। এগুলোই আট প্রকার নির্বেদ জ্ঞান।

কোনগুলো আট প্রকার নির্বেদানুলোমে জ্ঞান? অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস

ভয়-উপস্থানে প্রজ্ঞা নির্বেদানুলোমে জ্ঞান। অনিত্যানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ভয়-উপস্থানে প্রজ্ঞা নির্বেদানুলোমে জ্ঞান... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ভয়-উপস্থানে প্রজ্ঞা নির্বেদানুলোমে জ্ঞান। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ভয়-উপস্থানে প্রজ্ঞা নির্বেদানুলোমে জ্ঞান। এগুলোই আট প্রকার নির্বেদানুলোমে জ্ঞান।

কোনগুলো আট প্রকার নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান? অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস প্রতিসঙ্খ্যা স্থির প্রজ্ঞা নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান। অনিত্যানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস প্রতিসঙ্খ্যা স্থির প্রজ্ঞা নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান... পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস প্রতিসঙ্খ্যা স্থির প্রজ্ঞা নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান। পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস প্রতিসঙ্খ্যা স্থির প্রজ্ঞা নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান। এগুলোই আট প্রকার নির্বেদ-প্রতিপ্রশ্রদ্ধি জ্ঞান।

কোনগুলো একুশ প্রকার বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিচিকিৎসা প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। শীলব্রতপরামর্শ... মিথ্যাদৃষ্টানুশয়... বিচিকিৎসানুশয় প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামরাগ-সংযোজন... প্রতিঘ-সংযোজন... স্থূল কামরাগানুশয়... প্রতিঘানুশয় প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনাগামীমার্গ দ্বারা অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন... প্রতিঘ-সংযোজন... অনুসহগত কামারাগানুশয় এবং প্রতিঘানুশয় প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা রূপরাগ... অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় প্রহীন ও সমুচ্ছিন্ন হলে বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এগুলোই একুশ প্রকার বিমুক্তি-সুখে জ্ঞান। ষোলবস্তুক আনাপানস্মৃতিসমাধি ভাবনা করলে এই দুই শত সমধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানরাশি ষষ্ঠক বর্ণনা সমাপ্ত।

আনাপানস্মৃতি কথা সমাপ্ত।

৪. ইন্দ্রিয় কথা

১. প্রথম সূত্রান্ত বর্ণনা

১৮৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন—“হে ভিক্ষুগণ”। “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়সমূহ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এগুলোই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়।

১৮৫. এই পঞ্চেন্দ্রিয় কত প্রকারে পরিশুদ্ধ হয়? পনেরো প্রকারে এই পঞ্চেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। অশ্রদ্ধাবান পুদ্গলকে পরিত্যাগ করলে, শ্রদ্ধাবান পুদ্গলকে সেবা, পূজা, সম্মান প্রদর্শন করলে এবং শ্রদ্ধাচিত্তে ধর্মীয় গ্রন্থ আলোচনা-পর্যলোচনা করলে—এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। হীনবীর্য পুদ্গলকে পরিত্যাগ করলে, আরব্ধবীর্য পুদ্গলকে সেবা, পূজা, সম্মান, প্রদর্শন করলে এবং সম্যক-প্রধান প্রত্যবেক্ষণ করলে—এই তিন প্রকারে বীর্যেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। স্মৃতিবিহীন পুদ্গলকে পরিত্যাগ করলে, স্মৃতিমান পুদ্গলকে সেবা, পূজা, সম্মান প্রদর্শন করলে এবং স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করলে—এই তিন প্রকারে স্মৃতীন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। অসমাহিত পুদ্গলকে পরিত্যাগ করলে, সমাহিত পুদ্গলকে সেবা, পূজা, সম্মান প্রদর্শন করলে এবং ধ্যান-বিমোক্ষে মনোনিবেশ করলে—এই তিন প্রকারে সমাধীন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গলকে পরিত্যাগ করলে, প্রজ্ঞাবান পুদ্গলকে সেবা, পূজা, সম্মান প্রদর্শন করলে এবং গম্ভীর জ্ঞানচর্যায় নিরত থাকলে—এই তিন প্রকারে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়। এই পনেরো প্রকারে এই পঞ্চেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়।

কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়? দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয় এবং দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়। অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করলে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনাকালে অশ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিত্যক্ত হয়; আলস্য পরিত্যাগ করলে বীর্যেন্দ্রিয় ভাবিত হয়, বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনাকালে আলস্য পরিত্যক্ত হয়; প্রমাদ পরিত্যাগ করলে স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবিত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবনাকালে প্রমাদ পরিত্যক্ত হয়; চঞ্চলতা পরিত্যাগ করলে সমাধীন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সমাধীন্দ্রিয় ভাবনাকালে চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হয়; অবিদ্যা পরিত্যাগ করলে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনাকালে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়। এই দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয় এবং এই দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়।

কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়? দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়

ভাবিত, সুভাবিত হয়। অশ্রদ্ধা প্রহীন, সুপ্রহীন হলে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়; শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হলে অশ্রদ্ধা প্রহীন, সুপ্রহীন হয়। আলস্য প্রহীন, সুপ্রহীন হলে বীর্যেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হলে আলস্য প্রহীন, সুপ্রহীন হয়। প্রমাদ প্রহীন, সুপ্রহীন হলে স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়; স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হলে প্রমাদ প্রহীন, সুপ্রহীন হয়। চঞ্চলতা প্রহীন, সুপ্রহীন হলে সমাধীন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়; সমাধীন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হলে চঞ্চলতা প্রহীন, সুপ্রহীন হয়। অবিদ্যা প্রহীন, সুপ্রহীন হলে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়; প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হলে অবিদ্যা প্রহীন, সুপ্রহীন হয়। এই দশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত হয়।

১৮৬. কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়? চার প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়। স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়; স্রোতাপত্তিফলক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়। সকৃদাগামী মার্গক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়; সকৃদাগামীফলক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়। অনাগামী মার্গক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়; অনাগামীফলক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়। অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়; অর্হত্ত্বফলক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়। এরূপে চার প্রকার মার্গবিশুদ্ধি, চার প্রকার ফলবিশুদ্ধি, চার প্রকার সমুচ্ছেদ-বিশুদ্ধি এবং চার প্রকার প্রতিপ্রশ্রদ্ধি-বিশুদ্ধি হয়। এই চার প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়; এই চার প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত, সুভাবিত এবং উপশম, সুউপশম হয়।

পুদ্গালের ইন্দ্রিয়-ভাবনা কত প্রকার? কত প্রকার পুদ্গাল ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন? পুদ্গালের ইন্দ্রিয়-ভাবনা আট প্রকার। তিন প্রকার পুদ্গাল ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। পুদ্গালের কোন আট প্রকার ইন্দ্রিয়-ভাবনা? সপ্ত শৈক্ষ্য এবং কল্যাণ পৃথগ্‌জনের— পুদ্গালের ইন্দ্রিয়-ভাবনা এই আট প্রকার। কোন তিন প্রকার পুদ্গাল ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন? তথাগতের ধর্মদেশনা শ্রবণের মাধ্যমে ক্ষীণাসব শ্রাবকবুদ্ধ ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, স্বয়ং জ্ঞাতার্থে পচ্চেকবুদ্ধ ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, অপ্রমেয়ার্থে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন—এই তিন প্রকার পুদ্গাল ভাবিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। এরূপে এই আট প্রকার পুদ্গালের ইন্দ্রিয়-ভাবনা, এই তিন প্রকার পুদ্গাল ভাবিত

ইন্দ্রিয়সম্পন্ন।

সূত্রান্ত বর্ণনা সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় সূত্রান্ত বর্ণনা
শ্রাবস্তী নিদান

১৮৭. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না, তারা শ্রমণের মধ্যে শ্রমণসম্মত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত নয় এবং এ আয়ুষ্মানগণ শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব দৃষ্টধর্মে (ইহলোকে) স্বয়ং সাক্ষাৎ লাভ করে অবস্থান করে না। আর যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানেন, তারা শ্রমণের মধ্যে শ্রমণসম্মত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত এবং এ আয়ুষ্মানগণ শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব দৃষ্টধর্মে স্বয়ং সাক্ষাৎ লাভ করে অবস্থান করেন।"

১৮৮. কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় যথার্থভাবে জানেন? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ যথার্থভাবে জানেন? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ যথার্থভাবে জানেন? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব যথার্থভাবে জানেন? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ হয়? কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন?

চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়, চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় যথার্থভাবে জানেন। চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়, চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ যথার্থভাবে জানেন। পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ যথার্থভাবে জানেন। পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব যথার্থভাবে জানেন। একশত আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ হয়, একশত আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন।

কোন চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়? কোন চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় যথার্থভাবে জানেন? অধিমোক্ষার্থে আবর্জনের সমুদয়ে

শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; অধিমোক্ষবশে ছন্দের সমুদয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; অধিমোক্ষবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। উদ্যমার্থে আবর্জনের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয় সমুদয় হয়; উদ্যমবশে ছন্দের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; উদ্যমবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; বীর্যেন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয়। উপস্থাপনার্থে আবর্জনের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; উপস্থাপনবশে ছন্দের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; উপস্থাপনবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয় স্মৃতীন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অবিক্ষেপার্থে আবর্জনের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; অবিক্ষেপবশে ছন্দের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; অবিক্ষেপবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; সমাধীন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। দর্শনার্থে আবর্জনের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; দর্শনবশে ছন্দের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সমুদয় হয়; দর্শনবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অধিমোক্ষার্থে আবর্জনের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; উদ্যমার্থে আবর্জনের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়; উপস্থাপনার্থে আবর্জনের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অবিক্ষেপার্থে আবর্জনের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। দর্শনার্থে আবর্জনের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অধিমোক্ষবশে ছন্দের সমুদয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। উদ্যমবশে ছন্দের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। উপস্থাপনবশে ছন্দের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অবিক্ষেপবশে ছন্দের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। দর্শনবশে ছন্দের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অধিমোক্ষবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। উদ্যমবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। উপস্থাপনবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। অবিক্ষেপবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। দর্শনবশে মনঃসংযোগের সমুদয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয়। বীর্যেন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে বীর্যেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। স্মৃতীন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে স্মৃতীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। সমাধীন্দ্রিয়বশে একত্ব উপস্থাপনে সমাধীন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়েবশে

একত্ব উপস্থাপনে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়। এই চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় যথার্থভাবে জানেন।

কোন চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়? কোন চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ যথার্থভাবে জানেন? অধিমোক্ষার্থে আবর্জনের নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; অধিমোক্ষবশে ছন্দের নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; অধিমোক্ষবশে মনঃসংযোগ নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উদ্যমার্থে আবর্জনের নিরোধে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; উদ্যমবশে ছন্দের নিরোধে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; উদ্যমবশে মনঃসংযোগের নিরোধে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; বীর্যেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উপস্থাপনার্থে আবর্জনের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; উপস্থাপনবশে মনঃসংযোগের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; স্মৃতীন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অবিক্ষেপার্থে আবর্জনের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; অবিক্ষেপবশে ছন্দের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; অবিক্ষেপবশে মনঃসংযোগের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; সমাধীন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। দর্শনার্থে আবর্জনের নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; দর্শনবশে ছন্দের নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়: দর্শনবশে মনঃসংযোগের নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়; প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়।

অধিমোক্ষার্থে আবর্জনের নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উদ্যমার্থে আবর্জনের নিরোধে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উপস্থাপনার্থে আবর্জনের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অবিক্ষেপার্থে আবর্জনের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। দর্শনার্থে আবর্জনের নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অধিমোক্ষবশে ছন্দের নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উদ্যমবশে ছন্দের নিরোধে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উপস্থাপনবশে ছন্দের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অবিক্ষেপবশে ছন্দের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। দর্শনবশে ছন্দের নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অধিমোক্ষবশে মনঃসংযোগের নিরোধে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উদ্যমবশে মনঃসংযোগের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। উপস্থানবশে মনঃসংযোগের নিরোধে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। অবিক্ষেপবশে মনঃসংযোগের নিরোধে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। দর্শনবশে মনঃসংযোগের

নিরোধে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। বীর্যেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে বীর্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। স্মৃতীন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। সমাধীন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে সমাধীন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে একত্ব অনুপস্থানে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়।

এই চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ হয়, এই চল্লিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিরোধ যথার্থভাবে জানেন।

(ক) আস্বাদ বর্ণনা

১৮৯. কোন পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়? এবং কোন পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ যথার্থরূপে জানেন? অশ্রদ্ধার অনুৎপত্তিতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, অশ্রদ্ধা পরিদাহের অনুৎপত্তিতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, অধিমোক্ষচর্যার বৈশারদ্যে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শান্ত বিহারাধিগমে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রত্যয়ে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আস্বাদ।

আলস্যের অনুৎপত্তিতে বীর্যেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, আলস্য পরিদাহের অনুৎপত্তিতে বীর্যেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, উদ্যম চর্যার বৈশারদ্যে বীর্যেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শান্ত বিহারাধিগমে বীর্যেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, বীর্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যয়ে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বীর্যেন্দ্রিয়ের আস্বাদ।

প্রমাদের অনুৎপত্তিতে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, প্রমাদ পরিদাহের অনুৎপত্তিতে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, উপস্থাপন চর্যার বৈশারাদ্যে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শান্ত বিহারাধিগমে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, স্মৃতীন্দ্রিয়ের প্রত্যয়ে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা স্মৃতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ।

চঞ্চলতার অনুৎপত্তিতে সমাধীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, চঞ্চলতা পরিদাহের অনুৎপত্তিতে সমাধীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, অবিক্ষেপ চর্যার বৈশারদ্যে সমাধীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শান্ত বিহারাধিগমে সমাধীন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, সমাধীন্দ্রিয়ের প্রত্যয়ে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা সমাধীন্দ্রিয়ের আস্বাদ।

অবিদ্যার অনুৎপত্তিতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, অবিদ্যা পরিদাহের অনুৎপত্তিতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, দর্শনচর্যার বৈশারদ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, শান্ত বিহারাধিগমে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের প্রত্যয়ে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়।

এই পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ হয়, এই পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ যথার্থভাবে জানেন।

(খ) আদীনব বর্ণনা

১৯০. কোন পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়? কোন পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব যথার্থভাবে জানেন? অশ্রদ্ধার উৎপত্তিতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অশ্রদ্ধা পরিদাহের উৎপত্তিতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনিত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, দুঃখার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনাত্মার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়।

আলস্যের উৎপত্তিতে বীর্যেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, আলস্য পরিদাহের উৎপত্তিতে বীর্যেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনিত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, দুঃখার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনাত্মার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়।

প্রমাদের উৎপত্তিতে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, প্রমাদ পরিদাহের উৎপত্তিতে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনিত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, দুঃখার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনাত্মার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়।

চঞ্চলতার উৎপত্তিতে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, চঞ্চলতা পরিদাহের উৎপত্তিতে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনিত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, দুঃখার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনাত্মার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়।

অবিদ্যার উৎপত্তিতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অবিদ্যা পরিদাহের উৎপত্তিতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনিত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, দুঃখার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, অনাত্মার্থে প্রজ্ঞোন্দ্রিয়ের আদীনব হয়।

এই পঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব হয়, এপঁচিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদীনব যথার্থভাবে জানেন।

(গ) নিঃসরণ বর্ণনা

১৯১. কোন একশত আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ হয় এবং কোন একশত আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন? অমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধা হতে নিঃসরণ বা মুক্ত হয়, অশ্রদ্ধা পরিদাহ হতে মুক্ত হয়, তদনুসরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয়, বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, তা হতে শ্রেষ্টতর শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের প্রতিলাভ হলে পূর্বের বা আগেকার

শ্রদ্ধেন্দ্রিয় হতে মুক্ত হয়। উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয় আলস্য হতে মুক্ত হয়, আলস্য পরিদাহ হতে মুক্ত হয়, তদনুসরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয়, বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, তা হতে শ্রেষ্ঠতর বীর্যেন্দ্রিয়ের প্রতিলাভ হলে আগেকার বীর্যেন্দ্রিয় হতে মুক্ত হয়। উপস্থাপনার্থ দ্বার স্মৃতীন্দ্রিয় প্রমাদ হতে মুক্ত হয়, প্রমাদ পরিদাহ হতে মুক্ত হয়, তদনুসরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয়, বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, তা হতে শ্রেষ্ঠতর স্মৃতীন্দ্রিয়ের প্রতিলাভ হলে আগেকার স্মৃতীন্দ্রিয় হতে মুক্ত হয়। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয় চঞ্চলতা হতে মুক্ত হয়, চঞ্চলতা পরিদাহ হতে মুক্ত হয়, তদনুসরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয়, বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, তা হতে শ্রেষ্ঠতর সমাধীন্দ্রিয়ের প্রতিলাভ হলে আগেকার সমাধীন্দ্রিয় হতে মুক্ত হয়। দর্শনার্থ দ্বারা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অবিদ্যা হতে মুক্ত হয়, অবিদ্যা পরিদাহ হতে মুক্ত হয়, তদনুসরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয়, বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, তা হতে শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের প্রতিলাভ হলে আগেকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় হতে মুক্ত হয়।

১৯২. আগেকার (পূর্বের) পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রথম ধ্যানবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। প্রথম ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যানবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তৃতীয় ধ্যানবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা চতুর্থ ধ্যানবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনিত্যানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়।

অনিত্যানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দুঃখানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। দুঃখানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনাত্মানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অনাত্মানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা নির্বেদানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। নির্বেদানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিরাগানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। বিরাগানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা নিরোধানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। নিরোধানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পরিত্যাগানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। পরিত্যাগানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্ষয়ানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়।

ক্ষয়ানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ব্যয়ানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। ব্যয়ানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিপরিণামানুদর্শবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত। বিপরিণামানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনিমিত্তানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অনিমিত্তানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রণিহিতানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অপ্রণিহিতানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা শূন্যতানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। শূন্যতানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যথাভূত জ্ঞানদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। যথাভূত জ্ঞানদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিসংখ্যানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। প্রতিসংখ্যানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিবর্তনানুদর্শনবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। বিবর্তনানুদর্শন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা স্রোতাপত্তিমার্গবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়।

স্রোতাপত্তিমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সকৃদাগামীমার্গবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। সকৃদাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সকৃদাগামীফল-সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। সকৃদাগামীফল-সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনাগামীমার্গবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অনাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনাগমীফল-সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অনাগামীফল-সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অর্হৎমার্গবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়। অর্হত্ত্বমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তিবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হয়।

নৈষ্ক্রম্যে পঞ্চেন্দ্রিয় কামচ্ছন্দ হতে মুক্ত হয়, অব্যাপদে পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যাপাদ হতে মুক্ত হয়, আলোক-সংজ্ঞায় পঞ্চেন্দ্রিয় তন্দ্রালস্য হতে মুক্ত হয়, অবিক্ষেপে পঞ্চেন্দ্রিয় চঞ্চলতা হতে মুক্ত হয়, ধর্মমীমাংসায় পঞ্চেন্দ্রিয় সন্দেহ হতে মুক্ত হয়, জ্ঞানে পঞ্চেন্দ্রিয় অবিদ্যা হতে মুক্ত হয়, প্রমোদ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় নিরানন্দ হতে মুক্ত হয়।

১৯৩. প্রথম ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় নীবরণ হতে মুক্ত হয়, দ্বিতীয় ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় বিতর্ক-বিচার হতে মুক্ত হয়, তৃতীয় ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় প্রীতি হতে মুক্ত হয়, চতুর্থ ধ্যানে পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ-দুঃখ হতে মুক্ত হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় রূপসংজ্ঞা-প্রতিঘসংজ্ঞা-নানাত্বসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, বিজ্ঞান-অনন্তায়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা মুক্ত হয়, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা হতে হয়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়।

অনিত্যানাদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় নিত্যসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, দুঃখানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সুখসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, অনাত্মানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় আত্মাসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, নির্বেদানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দ বা পরিতৃপ্তিসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, বিরাগানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় আসক্তিসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, নিরোধানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সমুদয় হতে মুক্ত হয়, পরিত্যাগানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রহণসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, ক্ষয়ানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় স্থায়ীসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, ব্যয়ানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় বৃদ্ধিসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, বিপরিণামানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় ধ্রুব-সংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, অনিমিত্তানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়, অপ্রণিহিতানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় প্রণিধি হতে মুক্ত হয়, শূন্যতানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় অভিবিবেশ হতে মুক্ত হয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সারগ্রহণাভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সম্মোহাভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়, আদীনবানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় আলয়াভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়, মনোযোগানুদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় অমনোযোগ হতে মুক্ত হয় এবং বিবর্তনানদর্শন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সংযোগাভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়।

স্রোতাপত্তিমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশ হতে মুক্ত হয়, সকৃদাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় স্থূলক্লেশ হতে মুক্ত হয়, অনাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় সূক্ষ্মক্লেশ হতে মুক্ত হয়, অর্হত্তমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বক্লেশ হতে মুক্ত হয়, ক্ষীণাসবগণের পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বসংজ্ঞা হতে মুক্ত হয়, সুসমাপ্ত হয়, উপশম হয় এবং সুউপশম হয়। এই আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ হয় এবং এই আশি প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন।

সূত্রান্ত বর্ণনা দ্বিতীয় সমাপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

৩. তৃতীয় সূত্রান্ত বর্ণনা

১৯৪. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় কী কী? যথা : শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? স্রোতাপত্তির চার অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। বীর্যেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। স্মৃতীন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সমাধীন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চার প্রকার ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? চার প্রকার ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য?

স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চার প্রকার ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

(ক) প্রভেদ গণনা বর্ণনা

১৯৫. স্রোতাপত্তির চার অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? স্রোতাপত্তির অঙ্গ সৎপুরুষের সংশ্রবে অধিমোক্ষাধিপত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। স্রোতাপত্তির অঙ্গ সদ্ধর্ম শ্রবণে... স্রোতাপত্তির অঙ্গ জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে... স্রোতাপত্তির অঙ্গ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্নে অধিমোক্ষাধিপত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। স্রোতাপত্তির চার অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? অনুৎপন্ন অকুশল-পাপধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য সম্যক-প্রধানে উদ্যমাধিপত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। উৎপন্ন অকুশল-পাপধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য সম্যক প্রধানে... অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য সম্যক-প্রধানে... উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনা পরিপূরণের জন্য সম্যক-প্রধানে উদ্যমাধিপত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি

সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে উপস্থাপনাধিত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে... চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে... ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে উপস্থাপনাধিত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? প্রথম ধ্যানে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেয়ন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে, বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেয়ন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে, বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য? দুঃখ আর্যসত্যে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্যে... দুঃখনিরোধ আর্যসত্যে... দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্যে দর্শনাধিপত্যার্থে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চারি আর্যসথ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

(খ) চর্যা পরিচ্ছেদ

১৯৬. স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা

দ্রষ্টব্য? চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে কত প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি স্মৃতিপ্রস্থান স্মৃতীন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? সৎপুরুষ সংস্রব স্রোতাপত্তির অঙ্গে অধিমোক্ষাধিপত্যয়ার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। সদ্ধর্ম শ্রবণ স্রোতাপত্তির অঙ্গে... জ্ঞানযোগে মনোনিবেশ স্রোতাপত্তি অঙ্গে অঙ্গে... ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন স্রোতাপত্তির অঙ্গে অধিমোক্ষাধিপত্যয়ার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? অনুৎপন্ন অকুশল-পাপধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য সম্যক-প্রধানে উদ্যমাধিপত্যয়ার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। উৎপন্ন অকুশল-পাপধর্ম পরিত্যাগের জন্য সম্যক-প্রধানে... অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য সম্যক-প্রধানে... উৎপন্ন কুশলধর্মের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনা পরিপূরণের জন্য সম্যক-প্রধানে উদ্যমাধিপত্যয়ার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি সম্যক-প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা

দ্রষ্টব্য? কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে উপস্থাপনাধিত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে... চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে... ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে উপস্থাপনাধিত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি স্মৃতিপ্রস্থান স্মৃতীন্দ্রিয়বশে এ বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? প্রথম ধ্যানে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে কোন বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য? দুঃখ আর্যসত্যে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্যে... দুঃখনিরোধ আর্যসত্যে... দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্যে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য। চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে এই বিশ প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চর্যা দ্রষ্টব্য।

(গ) চার বিহার বর্ণনা

১৯৭. চার বিহার অভিজ্ঞাত ও উপলব্ধ হয়, বিজ্ঞ ব্রহ্মচারী যথাচরণ, যথাবিহারকালে গম্ভীর বিষয়ে মনস্থির করেন—“অবশ্যই, আয়ুষ্মান ইহা প্রাপ্ত

হবে বা ইহা লাভ করবে"।

'চর্যা' বলতে আট প্রকার চর্যা। যথা : ঈর্যাপথ চর্যা, আয়তন চর্যা, স্মৃতি চর্যা, সমাধি চর্যা, জ্ঞান চর্যা, মার্গ চর্যা, প্রাপ্তি চর্যা ও লোকোত্তর চর্যা। 'ঈর্যাপথ চর্যা' বলতে চারি ঈর্যাপথে (যে চর্যা)। 'আয়তন চর্যা' বলতে ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক ও ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তনে (যে চর্যা)। 'স্মৃতি চর্যা' বলতে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে (যে চর্যা)। 'সমাধি চর্যা' বলতে চারি প্রকার ধ্যানে (যে চর্যা)। 'জ্ঞান চর্যা' বলতে চারি আর্যসত্যে (যে চর্যা)। 'মার্গ চর্যা' বলতে চারি প্রকার আর্যমার্গে (যে চর্যা)। 'প্রাপ্তি চর্যা' বলতে চারি প্রকার শ্রামণ্যফলে (যে চর্যা)। 'লোকোত্তর চর্যা' বলতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের, কোনো কোনো পচ্চেকবুদ্ধের, কোনো কোনো শ্রাবকগণের মধ্যে (যে চর্যা)। দৃঢ়সংকল্পীদের ঈর্যাপথ চর্যা, ইন্দ্রিয় গুপ্তদ্বারগণের আয়তন চর্যা; অপ্রমাদবিহারীদের স্মৃতি চর্যা; অধিচিত্তে অভিনিবিষ্টগণের সমাধি চর্যা; বুদ্ধিসম্পন্নদের জ্ঞান চর্যা; সম্যক প্রতিপন্নদের মার্গ চর্যা; ফল অধিগতদের প্রাপ্তি চর্যা এবং তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের, কোনো কোনো পচ্চেকবুদ্ধের আর কোনো কোনো শ্রাবকগণের লোকার্থ চর্যা। এই আট প্রকার চর্যা।

অপর আট প্রকার চর্যা। যথা : বিশ্বাসকালে শ্রদ্ধায় চালিত হয়, উদ্যমকালে বীর্যের দ্বারা চালিত হয়, উপস্থাপনকালে স্মৃতিমান হয়ে চালিত হয়, অবিক্ষেপকালে সমাধি দ্বারা চালিত হয়, প্রজাননকালে প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, বিজাননকালে বিজ্ঞানচর্যায় চালিত হয়, এরূপ প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশলধর্মসমূহে সমীপবর্তী হয় বলে আয়তনচর্যায় চালিত হয়, এরূপ প্রতিপন্ন ব্যক্তি বিশেষাধিগমে গমন করেন বিধায় বিশেষ চর্যায় চালিত হয়—এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

আরও আট প্রকার চর্যা। যথা : সম্যক দৃষ্টির দর্শন চর্যা, সম্যক সংকল্পের অধ্যবসায় চর্যা, সম্যক বাক্যের সংযম চর্যা, সম্যক কর্মের সমুত্থান চর্যা, সম্যক জীবিকার বিশুদ্ধ চর্যা, সম্যক প্রচেষ্টার উদ্যম চর্যা, সম্যক স্মৃতির উপস্থাপন চর্যা, সম্যক সমাধির অবিক্ষেপ চর্যা—এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

'অবস্থান' বলতে বিশ্বাসকালে শ্রদ্ধায় অবস্থান করা, উদ্যমকালে বীর্যে অবস্থান করা, উপস্থাপনকালে স্মৃতিতে অবস্থান করা, অবিক্ষেপকালে সমাধিতে অবস্থান করা, প্রজাননকালে প্রজ্ঞা দ্বারা অবস্থান করা।

'অনুজ্ঞাত বা অভিজ্ঞাত হয়' বলতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষার্থ অভিজ্ঞাত হয়, বীর্যেন্দ্রিয়ের উদ্যমার্থ অভিজ্ঞাত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয়ের উপস্থাপনার্থ

অভিজ্ঞাত হয়, সমাধীন্দ্রিয়ের অবিক্ষেপার্থ অভিজ্ঞাত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের দর্শনার্থ অভিজ্ঞাত হয়।

'প্রতিবিদ্ধ বা উপলব্ধি হয়' বলতে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষার্থ উপলব্ধি হয়, বীর্যেন্দ্রিয়ের উদ্যমার্থ উপলব্ধি হয়, স্মৃতীন্দ্রিয়ের উপস্থাপনার্থ উপলব্ধি হয়, সমাধীন্দ্রিয়ের অবিক্ষেপার্থ উপলব্ধি হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের দর্শনার্থ উপলব্ধি হয়। 'যথা বিচরণ করা' বলতে এরূপে শ্রদ্ধা দ্বারা বিচরণ করা, বীর্য দ্বারা বিচরণ করা, স্মৃতি দ্বারা বিচরণ করা, সমাধি দ্বারা বিচরণ করা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা বিচরণ করা। "যথা অবস্থান করা" বলতে এরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অবস্থান করা, বীর্য দ্বারা অবস্থান করা, স্মৃতি দ্বারা অবস্থান করা, সমাধি দ্বারা অবস্থান করা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অবস্থান করা। 'বিঞ্ঞূ' বলতে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, মেধাবী, পণ্ডিত, জ্ঞানসম্পন্ন। 'সব্রহ্মচারী' বলতে এক কর্ম, এক উদ্দেশ সমশিক্ষাকামী। 'গম্ভীর বিষয়সমূহে' বলতে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, মার্গ, ফল, অভিজ্ঞা এবং প্রতিসম্ভিদা—এগুলোকে গম্ভীর বিষয়সমূহ বলা হয়। 'বিশ্বাস করা' বলতে শ্রদ্ধা করা, বিশ্বাস করা। 'নিশ্চয়' বলতে নির্ভরযোগ্য কথা, সংশয়শূন্য কথা, নির্ভীক কথা, সঙ্গতিপূর্ণ কথা, অবিপরীত কথা, সুশৃঙ্খল কথা, নির্দোষ কথা, অব্যর্থ কথা। 'আয়ুষ্মান' বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবযুক্ত বিনয়ীর অধিবচন—এটাই 'অয়ুষ্মান'। 'প্রাপ্ত' বলতে অধিগত। 'সাক্ষাৎ করবে' বলতে লাভ করবে।

সূত্রান্ত বর্ণনা সমাপ্ত

৪. চতুর্থ সূত্রান্ত বর্ণনা

১৯৮. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এগুলোই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় কত প্রকারে ও কোন অর্থে দ্রষ্টব্য? এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় ছয় প্রকারে এবং সেই অর্থে দ্রষ্টব্য। যথা : আধিপত্যার্থে, আদিবিশোধনার্থে, অতিমাত্রার্থে, অধিষ্ঠানার্থে, অভিপ্রায়ার্থে এবং প্রতিষ্ঠাপকার্থে।

(ক) আধিপত্যার্থ বর্ণনা

১৯৯. আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয়সমূহ কীরূপে দ্রষ্টব্য? অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করে অধিমোক্ষাধিপত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য,

দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। আলস্য পরিত্যাগ করে উদ্যমাধিপত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। প্রমাদ পরিত্যাগ করে উপস্থাপনাধিপত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। অবিদ্যা পরিত্যাগ করে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে অধিমোক্ষাধিপত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে উদ্যমাধিপত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে উপস্থাপনাধিপত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য এবং অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য।

ব্যাপদ পরিত্যাগ করে অব্যাপাদবশে... তন্দ্রালস্য পরিত্যাগ করে আলোকসংজ্ঞাবশে... চঞ্চলতা পরিহার করে অবিক্ষেপসংজ্ঞাবশে... বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করে ধর্ম বিশ্লেষণসংজ্ঞাবশে... মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে স্রোতাপত্তিমার্গবশে... স্থূল ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ

করে সকৃদাগামীমার্গবশে... সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করে অনাগামীমার্গবশে... সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গবশে অধিমোক্ষাধিপত্যার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে উদ্যমাধিপত্যার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, বীর্যেন্দ্রিয়বশে উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে উপস্থাপনাধিপত্যার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, স্মৃতীন্দ্রিয়বশে অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে অবিক্ষেপাধিপত্যার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, সমাধীন্দ্রিয়বশে দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যবশে দর্শনাধিপত্যার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উদ্যমার্থে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য, উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য এবং অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। এভাবে আধিপত্যয়ার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য।

(খ) আদি বিশোধনার্থ বর্ণনা

২০০. আদি বিশোধনার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ কীরূপে দ্রষ্টব্য? অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, অশ্রদ্ধা সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয়, আলস্য সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা বীর্যেন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয়, প্রমাদ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা স্মৃতীন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয়, চঞ্চলতা সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা সমাধীন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। দর্শনার্থ দ্বারা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অবিদ্যা সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি—ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। নৈষ্ক্রম্যে পঞ্চেন্দ্রিয়, কামচ্ছন্দ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। অব্যাপাদে পঞ্চেন্দ্রিয়, ব্যাপাদ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি—ইহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদি বিশোধন। আলোক-সংজ্ঞায় পঞ্চেন্দ্রিয়, তন্দ্রালস্য সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। অবিক্ষেপে পঞ্চেন্দ্রিয়, চঞ্চলতা সংবরার্থ দ্বারা

শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদিবিশোধন। ধর্মবিশ্লেষণে বা মীমাংসায় পঞ্চেন্দ্রিয়, বিচিকিৎসা সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। জ্ঞানে পঞ্চেন্দ্রিয়, অবিদ্যা সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। প্রমোদ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়, নিরানন্দ (উদ্বেগ) সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। স্রোতাপত্তিমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয়, মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। সকৃদাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয়, স্থূল ক্লেশসমূহ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। অনাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। অর্হত্ত্বমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয়, সর্বক্লেশ সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, এটা পঞ্চেন্দ্রিয় আদি বিশোধন। এভাবে আদি বিশোধানার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য।

(গ) অভিবৃদ্ধি অর্থে (অধিমত্তট্‌ঠ) বর্ণনা

২০১. অভিবৃদ্ধিতে ইন্দ্রিয়সমূহ কীরূপে দ্রষ্টব্য? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়—সেই ছন্দ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। ছন্দবশে আনন্দ উৎপন্ন হয়—সেই আনন্দ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। আনন্দবশে প্রীতি উৎপন্ন হয়—সেই প্রীতি, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রীতিবশে প্রশান্তি উৎপন্ন হয়—সেই প্রশান্তি, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সুখবশে আলোক উৎপন্ন হয়—সেই আলোক, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। আলোকবশে সংবেগ উৎপন্ন হয়—সেই সংবেগ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে চিত্ত সমাধিস্থ হয়—সেই সমাধি, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। তথা সমাহিত-চিত্ত উত্তমরূপে সুস্থির (দমন) হয়—সেই দমন, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। তথাদমিত চিত্ত উত্তমরূপে নিরপেক্ষ হয়—সেই উপেক্ষা, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। উপেক্ষাবশে নানাত্বক্লেশ হতে চিত্ত বিমুক্ত হয়—সেই বিমোক্ষ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। বিমুক্ত হলে সেই ধর্মসমূহ একরস হয়—সেই একরস ভাবনা, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। ভাবিত হলে তা হতে শ্রেষ্টতরে বিবর্তিত হয়—সেই বিবর্তিত, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। বিবর্তিত হলে তা হতে পরিত্যক্ত হয়—সেই পরিত্যক্ত, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। পরিত্যক্ত হলে তখন হতে নিরোধ হয়—সেই নিরোধ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। নিরোধবশে পরিত্যাগ দুই প্রকার। যথা :

বিসর্জন পরিত্যাগ, অনুসরণ পরিত্যাগ। ক্লেশ, স্কন্ধসমূহ পরিত্যক্ত হয়, এটা বিসর্জন পরিত্যাগ। চিত্ত নিরোধ-নির্বাণধাতুতে প্রাপ্ত হয়, এটা অনুসরণ পরিত্যাগ। নিরোধবশে এই দুই প্রকার পরিত্যাগ।

অশ্রদ্ধা পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... অশ্রদ্ধা পরিদাহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... স্থূল ক্লেশসমূহের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... অনুসহগত ক্লেশসমূহের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সর্বক্লেশের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়—সেই ছন্দ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়।... বীর্যেন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়... আলস্য পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... আলস্য পরিদাহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সর্বক্লেশের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... স্মৃতীন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়... প্রমাদ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... প্রমাদ-পরিদাহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সর্বক্লেশের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সমাধীন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়... চঞ্চলতার পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... চঞ্চলতা-পরিদাহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সর্বক্লেশের পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়... অবিদ্যার পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... অবিদ্যা-পরিদাহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... স্থূল ক্লেশসমূহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... অনুসহগত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়... সর্বক্লেশ পরিত্যাগে ছন্দ উৎপন্ন হয়—সেই ছন্দ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। ছন্দবশে আনন্দ উৎপন্ন হয়—সেই আনন্দ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। আনন্দবশে প্রীতি উৎপন্ন হয়—সেই প্রীতি, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রীতিবশে প্রশ্রদ্ধি উৎপন্ন হয়—সেই প্রশ্রদ্ধি, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রশ্রদ্ধিবশে সুখ উৎপন্ন হয়—সেই সুখ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সুখবশে জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়—সেই জ্ঞানালোক, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। জ্ঞানালোকবশে সংবেগ উৎপন্ন হয়—সেই সংবেগ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সংবেগপ্রাপ্ত হলে চিত্ত সমাহিত হয়—সেই সমাধি, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। তথা সমাহিত-চিত্ত উত্তমরূপে সুস্থির হয়—সেই সুস্থির প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। তদাদমিত চিত্ত উত্তমরূপে নিরপেক্ষ হয়—সেই উপেক্ষা, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। উপেক্ষাবশে নানাত্ব ক্লেশ হতে চিত্ত বিমুক্ত হয়—সেই বিমোক্ষ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। বিমুক্ত হলে

সেই ধর্মসমূহ একরস হয়—সেই ভাবনা, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। ভাবিত হলে তা হতে শ্রেষ্টতরে বিবর্তিত হয়—সেই বিবর্তিত, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। বিবর্তিত হলে তা হতে পরিত্যক্ত হয়—সেই পরিত্যাগ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। পরিত্যক্ত হলে তখন হতে নিরুদ্ধ হয়—সেই নিরোধ, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। নিরোধশে পরিত্যাগ দুই প্রকার। যথা : বিসর্জন পরিত্যাগ ও অনুসরণ পরিত্যাগ। ক্লেশ এবং স্কন্ধসমূহ পরিত্যাগ হয়, এটা বিসর্জন পরিত্যাগ। চিত্ত নিরোধ-নির্বাণধাতুতে প্রাপ্ত হয়, এটা অনুসরণ পরিত্যাগ। এগুলোই নিরোধবশে দুই প্রকার পরিত্যাগ। এভাবে অভিবৃদ্ধিতে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) অধিষ্ঠানার্থ বর্ণনা

২০২. কীরূপে অধিষ্ঠানার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের ভাবনায় ছন্দ উৎপন্ন হয়—সেই ছন্দ, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত হয়। ছন্দবশে প্রমোদ্য উৎপন্ন হয়—সেই প্রমোদ্য, শ্রদ্ধাবশে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত হয়।... এভাবে অধিষ্ঠানার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য হয়।

(ঙ) পরিসমাপ্তির অর্থ বর্ণনা

কীরূপে পরিসমাপ্তি অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য? অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধা ধ্বংস করে, অশ্রদ্ধা-পরিদাহ ধ্বংস করে। উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয় আলস্য ধ্বংস করে, আলস্য-পরিদাহ ধ্বংস করে। উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয় প্রমাদ ধ্বংস করে, প্রমাদ-পরিদাহ ধ্বংস করে। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয় চঞ্চলতা ধ্বংস করে, চঞ্চলতা-পরিদাহ ধ্বংস করে। দর্শনার্থ দ্বারা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অবিদ্যা ধ্বংস করে, অবিদ্যা-পরিদাহ ধ্বংস করে। নৈষ্ক্রম্যে পঞ্চেন্দ্রিয় কামচ্ছন্দকে ধ্বংস করে। অব্যাপাদে পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যাপাদকে ধ্বংস করে। আলোকসংজ্ঞায় পঞ্চেন্দ্রিয় তন্দ্রালস্যকে ধ্বংস করে। অবিক্ষেপে পঞ্চেন্দ্রিয় চঞ্চলতাকে ধ্বংস করে। জ্ঞানে পঞ্চেন্দ্রিয় অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। স্রোতাপত্তিমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ধ্বংস করে। সকৃদাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় স্থূল ক্লেশসমূহকে ধ্বংস করে। অনাগামীমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহকে ধ্বংস করে। অর্হত্ত্বমার্গে পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বক্লেশকে ধ্বংস করে। এভাবে পরিসমাপ্তির অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য।

(চ) প্রতিষ্ঠাপকার্থ বর্ণনা

২০৩. কীরূপে প্রতিষ্ঠাপকার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রষ্টব্য? শ্রদ্ধবান শ্রদ্ধেন্দ্রিয়কে অধিমোক্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করে, শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। বীর্যবান বীর্যেন্দ্রিয়কে উদ্যমে প্রতিষ্ঠাপিত করে, বীর্যবানের বীর্যেন্দ্রিয় উদ্যমে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। স্মৃতিমান স্মৃতীন্দ্রিয়কে উপস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করে, স্মৃতিমানের স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগী (বা সমাধিস্থ পুদ্গল) সমাধীন্দ্রিয়কে অবিক্ষেপে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগীর সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। প্রজ্ঞাবান প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে দর্শনে প্রতিষ্ঠাপিত করে, প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শনে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগীচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে নৈষ্ক্রম্যে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় নৈষ্ক্রম্যে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে অব্যাপাদে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় অব্যাপাদে প্রতিষ্ঠপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে আলোকসংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় আলোকসংজ্ঞা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবিক্ষেপে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় অবিক্ষেপে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে উপস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় উপস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্রোতাপতিমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় স্রোতাপত্তিমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে সকৃদাগামীমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় সকৃদাগামীমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে অনাগামীমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় অনাগামীমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যোগাচারী পঞ্চেন্দ্রিয়কে অর্হত্ত্বমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করে, যোগাচারীর পঞ্চেন্দ্রিয় অর্হত্ত্বমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠাপকার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দৃষ্ট হয়।

সূত্রান্ত বর্ণনা সমাপ্ত

৫. ইন্দ্রিয় সমোধান

২০৪. পৃথগ্‌জন সমাধি ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? শৈক্ষ্য সমাধি ভাবনা ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? বীতরাগী সমাধি ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? পৃথগ্‌জন সমাধি ভাবনাকালে সাত প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়। শৈক্ষ্য সমাধি ভাবনাকালে আট প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়। বীতরাগী সমাধি ভাবনাকালে দশ প্রকারে

উপস্থাপন দক্ষ হয়।

পৃথগ্‌জন সমাধি ভাবনাকালে কোন সাত প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? মনোযোগকালে আলম্বনে উপস্থাপন দক্ষ হয়, শমথ-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, উদ্যম-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, অবিক্ষেপে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আলোতে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আনন্দে উপস্থাপন দক্ষ হয় এবং উপেক্ষায় উপস্থাপন দক্ষ হয়। পৃথগ্‌জন সমাধি ভাবনাকালে এই সাত প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়।

শৈক্ষ্য সমাধি ভাবনাকালে কোন আট প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? মনোযোগকালে আলম্বনে উপস্থাপন দক্ষ হয়, শমথ-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, উদ্যম-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, অবিক্ষেপে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আলোতে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আনন্দে উপস্থাপন দক্ষ হয়, উপেক্ষায় উপস্থাপন দক্ষ হয় এবং একত্বে উপস্থাপন দক্ষ হয়। শৈক্ষ্য সমাধি ভাবনাকালে এই আট প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়।

বীতরাগী সমাধি ভাবনাকালে কোন দশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়? মনোযোগকালে আলম্বনে উপস্থাপন দক্ষ হয়, শমথ-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, উদ্যম-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, অবিক্ষেপে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আলোতে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আনন্দে উপস্থাপন দক্ষ হয়, উপেক্ষায় উপস্থাপন দক্ষ হয়, একত্বে উপস্থাপন দক্ষ হয়, জ্ঞান উপস্থাপন দক্ষ হয় এবং বিমুক্ত উপস্থাপন দক্ষ হয়। বীতরাগ সমাধি ভাবনাকালে এই দশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয়।

২০৫. পৃথগ্‌জন বিদর্শন ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়? শৈক্ষ্য বিদর্শন ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়? বীতরাগী বিদর্শন ভাবনাকালে কয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপ দক্ষ হয়?

পৃথগ্‌জন বিদর্শন ভাবনাকালে নয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ হয় ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। শৈক্ষ্য বিদর্শন ভাবনাকালে দশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। বীতরাগী বিদর্শন ভাবনাকালে দ্বাদশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়।

পৃথগ্‌জন বিদর্শন ভাবনাকালে কোন নয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়? অনিত্যে উপস্থাপন দক্ষ হয়, নিত্যে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। দুঃখে উপস্থাপন দক্ষ হয়, সুখে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। অনাত্মে

উপস্থাপন দক্ষ হয়, আত্মায় অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। ক্ষয়ে উপস্থাপন দক্ষ হয়, শাশ্বতে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। ব্যয়ে উপস্থাপন দক্ষ হয়, আয়ূহন বা বৃদ্ধি কারণে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। বিপরিণামে উপস্থাপন দক্ষ হয়, ধ্রুবতে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। অনিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষ হয়, নিমিত্তে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। অপ্রণিহিতে উপস্থাপন দক্ষ হয়, প্রণিধিতে[১] অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। শূন্যতায় উপস্থাপন দক্ষ হয়, অভিনিবেশে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। পৃথগ্‌জন বিদর্শন ভাবনাকালে এই নয় প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়।

২০৬. শৈক্ষ্য বিদর্শন ভাবনাকালে কোন দশ প্রকারে উপস্থাপন কুশল ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়? অনিত্যে উপস্থাপন দক্ষ হয়, নিত্যে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়... শূন্যতায় উপস্থাপন দক্ষ হয়, অভিনিবেশে উপস্থাপন দক্ষ হয়। জ্ঞানে উপস্থাপন দক্ষ হয়, অজ্ঞানে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়—শৈক্ষ্য বিদর্শন ভাবনাকালে এই দশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়।

বীতরাগী বিদর্শন ভাবনাকালে কোন দ্বাদশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থান দক্ষ হয়? অনিত্যে উপস্থাপন দক্ষ হয়, নিত্যে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়... জ্ঞানে উপস্থাপন দক্ষ হয়, অজ্ঞানে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। বিসংযোগে উপস্থাপন দক্ষ হয়, সংযোগে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়। নিরোধে উপস্থাপন দক্ষ হয়, সংস্কারে অনুপস্থাপন দক্ষ হয়—বীতরাগী বিদর্শন ভাবনাকালে এই দ্বাদশ প্রকারে উপস্থাপন দক্ষ ও অনুপস্থাপন দক্ষ হয়।

মনোযোগকালে আলম্বনে উপস্থাপন দক্ষতাবশে ইন্দ্রিয়সমূহ সমোধান (বা সংযুক্ত) হয়, গোচরকে যথাযথভাবে জানে, সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে,... ধর্মে সমোধান করে, গোচরকে যথাযথভাবে জানে, সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে।

'ইন্দ্রিয়সমূহ সমোধান হয়' বলতে কীভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ সমোধান? অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় সমোধান হয়,... শমথ-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, উদ্যম-নিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, অবিক্ষেপে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, আলোতে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, আনন্দে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, উপেক্ষায় উপস্থাপন দক্ষতাবশে, একত্বে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, জ্ঞানে উপস্থাপন দক্ষতাবশে ও বিমুক্ততে উপস্থাপন দক্ষতাবশে।

অনিত্যে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, নিত্যে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; দুঃখে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, সুখে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; অনাত্মে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, আত্মায় অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; ক্ষয়ে উপস্থাপন দক্ষতাবশে,

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে প্রণিধান উপস্থাপন কুশল।

শাশ্বতে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; ব্যয়ে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, বৃদ্ধিকরণে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; বিপরিণামে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, ধ্রুবতে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; অনিমিত্তে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, নিমিত্তে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; অপ্রণিহিতে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, প্রণিধিতে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; শূন্যতা উপস্থাপন দক্ষতাবশে, অভিনিবেশে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; জ্ঞানে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, অজ্ঞানে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; বিসংযোগে উপস্থাপন দক্ষতাবশে, সংযোগে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে; নিরোধে উপস্থাপন দক্ষতাবশে ও সংস্কারে অনুপস্থাপন দক্ষতাবশে ইন্দ্রিয়সমূহ সমোধান করে, গোচরকে যথাযথভাবে জানে, সমর্থকে প্রতিবিদ্ধ করে।

২০৭. চৌষট্টি প্রকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতা প্রজ্ঞা আসবক্ষয়ে জ্ঞান। কোন তিন প্রকার ইন্দ্রিয়ের? যথা : অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবো ইন্দ্রিয়ের, জ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন[১] ইন্দ্রিয়ের।

অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবো ইন্দ্রিয় কয়টি স্থানে সমুদিত হয়? জ্ঞাত ইন্দ্রিয় কয়টি স্থানে সমুদিত হয়? অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দ্রিয় কয়টি স্থানে সমুদিত হয়? অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবো ইন্দ্রিয় একস্থানে সমুদিত হয়—স্রোতাপত্তিমার্গে। জ্ঞাত ইন্দ্রিয় ছয়টি স্থানে সমুদিত হয়—স্রোতাপত্তিফলে, সকৃদাগামীমার্গে, সকৃদাগামীফলে, অনাগামীমার্গে, অনাগামীফলে, অর্হত্ত্বমার্গে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দ্রিয় একস্থানে সমুদিত হয়—অর্হত্ত্বফলে।

স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবো ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ-পরিবারভূক্ত হয়, বীর্যেন্দ্রিয় উদ্যম-পরিবারভুক্ত হয়, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থাপন-পরিবারভুক্ত হয়, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ-পরিবারভুক্ত হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন-পরিবারভুক্ত হয়, মনন্দ্রিয় বিজানন-পরিবারভুক্ত হয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় অভিসন্দন-পরিবারভুক্ত হয়, জীবিতেন্দ্রিয় প্রবর্তসন্ততা-আধিপত্য-পরিবারভুক্ত হয়। স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে উৎপন্ন ধর্মসমূহ চিত্ত-সমুত্থান রূপ ব্যতীত সবই কুশল, অনাসব, নিয়্যানিক বা পরিশুদ্ধ, অপচয়গামী (ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত), লোকোত্তর, নির্বাণ আলম্বন হয়। স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবো ইন্দ্রিয়ের এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত, পারস্পরিক পরিবারভুক্ত, নিশ্রয় পরিবারভুক্ত,

---

[১]। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত-নিকায় মহাবর্গে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।—দেখুন, পৃ. ১৯৩ (অখণ্ড), (দ্বিতীয় খণ্ড)।

সম্প্রযুক্ত পরিবারভুক্ত এবং সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত হয়। সেসব আলোচ্য ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়।

স্রোতাপত্তিফলক্ষণে... অর্হত্তফলক্ষণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ-পরিবারভুক্ত হয়... জীবিতেন্দ্রিয় প্রবর্তসন্ততা-আধিপত্য-পরিবারভুক্ত হয়। অর্হত্তফলক্ষণে উৎপন্ন ধর্মসমূহ সবই অব্যাকৃত হয় এবং চিত্ত-সমুত্থান রূপ ব্যতীত সবই অনাসব, লোকোত্তর ও নির্বাণালম্বন হয়। অর্হত্তফলক্ষণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবারভুক্ত হয়। সেসব আলোচ্য ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবারভুক্ত হয়। এরূপে আলোচ্য ইন্দ্রিয়ত্রয় আট গুণন আট, মোট চৌষট্টি প্রকার হয়।

'আসব' বলতে সেই আসব কত প্রকার? কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব, অবিদ্যা আসব। কীভাবে আসবসমূহ ক্ষয় হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা দৃষ্টি আসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। অপায়গমনীয় কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যা আসব ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামাসব ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যাসব অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অনাগামীমার্গ দ্বারা কামাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় এবং ভবাসব ও অবিদ্যাসব অর্ধাংশ ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা ভবাসব, অবিদ্যাসব সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। এ অবস্থায় এই আসবসমূহ ক্ষয় হয়ে যায়।

২০৮. নেই তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত, অজানিত জগতে কিছু,
জানবার সব জেনেছেন, তদ্ধেতু তথাগত সামন্তচক্ষু।

'সামন্তচক্ষু' বলতে কোন অর্থে সামন্তচক্ষু? বুদ্ধজ্ঞান চৌদ্দ প্রকার। যথা : দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধের উপায়ে জ্ঞান, অর্থ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান, ইন্দ্রিয় পরোপরতা (পরচিত্ত জ্ঞানে দক্ষতা) জ্ঞান, সত্ত্বগণের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান, যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান, মহাকরুণাসমাপত্তিতে জ্ঞান, সর্বজ্ঞতায় জ্ঞান ও অনাবরণে জ্ঞান। এগুলোই চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধজ্ঞান। এই চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রথম আট প্রকার সাধারণ অর্থাৎ শ্রাবকগণের লভ্য এবং অবশিষ্ট ছয় প্রকার জ্ঞান অসাধারণ অর্থাৎ কেবল সম্যকসম্বুদ্ধের লভ্য।

দুঃখের দুঃখার্থ যতদূর, ততদূরই তাঁর জ্ঞাত; অজ্ঞাত দুঃখার্থ নেই—এই অর্থে সামন্তচক্ষু। যা সামন্তচক্ষু তাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয়,

অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয়। দুঃখের দুঃখার্থ যতদূর, ততদূরই প্রজ্ঞা দ্বারা দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত; প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত দুঃখার্থ নেই- এই অর্থে সামন্তচক্ষু। যা সামন্তচক্ষু তা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয়। (দুঃখ) সমুদয়ের সমুদয়ার্থ যতদূর... নিরোধের নিরোধার্থ যতদূর... মার্গের মার্গার্থ যতদূর... অর্থ-প্রতিসম্ভিদার অর্থ-প্রতিসম্ভিদার্থ যতদূর... ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার্থ যতদূর... নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদার্থ যতদূর... প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ যতদূর... ইন্দ্রিয় পরপরিয়ত্তি জ্ঞান যতদূর... সত্ত্বগণের আশয়ানুশয় জ্ঞান যতদূর... যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান যতদূর... মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান যতদূর... সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সদেব-মনুষ্যের যতদূর দৃষ্ট, শ্রুত, জ্ঞাত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পরীক্ষিত ও মন দ্বারা বিবেচিত; তা প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞা দ্বারা অস্পর্শিত কিছুই নেই—এই অর্থে সামন্তচক্ষু। যা সামন্তচক্ষু তা-ই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে অধিমোক্ষার্থ দ্বারা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, উদ্যমার্থ দ্বারা বীর্যেন্দ্রিয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতীন্দ্রিয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সমাধীন্দ্রিয়।

শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করায়, আবার দৃঢ়ভাবে গ্রহণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা স্মৃতি উপস্থাপন করায়, আবার স্মৃতি উপস্থাপনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে, চিত্ত কেন্দ্রীভূত করলে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। দৃঢ়ভাবে গ্রহণে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে। চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করায়। দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করালে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। চিত্তকে কেন্দ্রিভূত করলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্তকে কেন্দ্রিভূত করলে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা চিত্তকে কেন্দ্রিভূত করে। দৃঢ়ভাবে গ্রহণ

করালে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করায়। দৃঢ়ভাবে গ্রহণে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। যথার্থরূপে জ্ঞাত হলে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়।

শ্রদ্ধার অনুকূল হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়, দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রীভূত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। চিত্তকে কেন্দ্রিভূত করলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে শ্রদ্ধার অনুকূল হয়। শ্রদ্ধার অনুকূল হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। দৃঢ়ভাবে গৃহীত হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। স্মৃতি উপস্থাপিত হলে বিশেভাবে জ্ঞাত হয়। বিশেষভাবে জ্ঞাত হলে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্ত কেন্দ্রীভূত হলে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়।

যা বুদ্ধচক্ষু তা-ই বুদ্ধজ্ঞান, যা বুদ্ধজ্ঞান তা-ই বুদ্ধচক্ষু। যে চক্ষু দ্বারা

তথাগত সত্ত্বগণকে দর্শন করেন—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ বহুরজম্রক্ষিত, কেউ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয় বা মৃদু দৃষ্টিসম্পন্ন, কেউ সুআকারবিশিষ্ট, কেউ কদাকারবিশিষ্ট, কেউ সুবিনীত, কেউ দুর্বিনীত, কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, কেউ বা পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে অভয়দর্শী।

'কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ বহুরজম্রক্ষিত' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল অল্পরজম্রক্ষিত, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল বহুরজম্রক্ষিত। আরব্ধবীর্য পুদ্গল অল্পরজম্রক্ষিত, অলস-হীনবীর্য পুদ্গল বহুরজম্রক্ষিত। স্মৃতিমান পুদ্গল অল্পরজম্রক্ষিত, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল বহুরজম্রক্ষিত। সমাহিত পুদ্গল অল্পরজম্রক্ষিত, অসমাহিত পুদ্গল বহুরজম্রক্ষিত। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল অল্পরজম্রক্ষিত ও দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল বহুরজম্রক্ষিত।

'কেউ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয়' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়। আরব্ধবীর্য পুদ্গল তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, অলস হীনবীর্য পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়। স্মৃতিমান পুদ্গল তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়। সমাহিত পুদ্গল তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, অসমাহিত পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল মৃদু-ইন্দ্রিয়।

'কেউ সুআকারবিশিষ্ট, কেউ কদাকারবিশিষ্ট' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল সু-আকারবিশিষ্ট, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। আরব্ধবীর্য পুদ্গল সু-আকারবিশিষ্ট, অলস হীনবীর্য পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। স্মৃতিমান পুদ্গল সু-আকারবিশিষ্ট, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট। সমাহিত পুদ্গল সু-আকারবিশিষ্ট, অসমাহিত পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট, প্রজ্ঞাবান পুদ্গল সু-আকারবিশিষ্ট, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল কদাকারবিশিষ্ট।

'কেউ সুবিনীত, কেউ দুর্বিনীত' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল সুবিনীত, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল দুর্বিনীত। আরব্ধবীর্য পুদ্গল সুবিনীত, অলস হীনবীর্য পুদ্গল দুর্বিনীত। স্মৃতিমান পুদ্গল সুবিনীত, বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল দুর্বিনীত। সমাহিত পুদ্গল সুবিনীত, অসমাহিত পুদ্গল দুর্বিনীত। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল সুবিনীত, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল দুর্বিনীত।

'কেউ পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, কেউ বা পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে অভয়দর্শী' বলতে শ্রদ্ধাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, অশ্রদ্ধাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। আরব্ধবীর্য পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, অলস হীনবীর্য পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। স্মৃতিমান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী,

বিস্মৃতিপরায়ণ পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। সমাহিত পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, অসমাহিত পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, দুষ্প্রাজ্ঞ পুদ্গল পরলোক-বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী নহে।

'লোক' বলতে স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তন লোক, বিপত্তিভব লোক, বিপত্তি-সম্ভব লোক, সম্পত্তিভব লোক এবং সম্পত্তি-সম্ভব লোক।

এক লোক—সব সত্ত্ব আহারে স্থিত। দুই লোক—নাম ও রূপ। ত্রিলোক—তিন প্রকার বেদনা। চারি লোক—চতুর্বিধ আহার। পঞ্চ লোক—পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। ছয় লোক—ছয় অধ্যাত্মায়তন। সাত লোক—সাত বিজ্ঞান স্থিতি। আট লোক—অষ্ট লোক ধর্ম। নয় লোক—নব সত্ত্বাবাস। দশ লোক—দশায়তন। দ্বাদশ লোক—দ্বাদশায়তন। অষ্টাদশ লোক—অষ্টাদশ ধাতু।

'বর্জন' বলতে সর্ব ক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত, সর্ব অভিসংস্কার এবং সর্ব ভবগামী কর্ম বর্জন। এরূপে ইহলোকে উৎক্ষিপ্ত অসিধারী ঘাতককে ভয় করার ন্যায় এই বর্জনীয় বিষয়ে তীব্র ভয়-সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চাশ প্রকারে এই পঞ্চেন্দ্রিয় জানেন, দর্শন করেন, জ্ঞাত হন এবং উপলব্ধি করেন।

ইন্দ্রিয় সমোধান পঞ্চম সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

ইন্দ্রিয় কথা সমাপ্ত

৫. বিমোক্ষ কথা

১. বর্ণনা

২০৯. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার বিমোক্ষ রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ এবং অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। এগুলোই তিন প্রকার বিমোক্ষ।

"আরও আটষট্টি প্রকার বিমোক্ষ রয়েছে, যথা—শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ, অধ্যাত্ম-উত্থানে বিমোক্ষ, বাহ্যিক-উত্থানে বিমোক্ষ, উভয় হতে উত্থানে বিমোক্ষ। অধ্যাত্ম হতে উত্থানে চারি বিমোক্ষ, বাহ্যিক হতে উত্থানে চারি বিমোক্ষ, উভয় হতে উত্থানে চারি বিমোক্ষ। অধ্যাত্ম হতে উত্থানের অনুলোমে চারি বিমোক্ষ; বাহ্যিক হতে উত্থানের অনুলোমে চারি বিমোক্ষ; উভয় হতে উত্থানের অনুলোমে চারি

বিমোক্ষ। অধ্যাত্ম হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধির চারি বিমোক্ষ; বাহ্যিক হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধির চারি বিমোক্ষ; উভয় হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধির চারি বিমোক্ষ। রূপী রূপসমূহ দর্শন করেন বলে বিমোক্ষ; অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক রূপসমূহ দর্শন করেন বলে বিমোক্ষ। শুভ অধিমুক্ত হয় বলে বিমোক্ষ; আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি বিমোক্ষ; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি বিমোক্ষ; আকিঞ্চণায়তন-সমাপত্তি বিমোক্ষ; নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি বিমোক্ষ; সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি বিমোক্ষ। সময় বিমোক্ষ, অসময় বিমোক্ষ; সাময়িক বিমোক্ষ, অসাময়িক বিমোক্ষ; কুপ্য (অস্থির) বিমোক্ষ, অকুপ্য (স্থির) বিমোক্ষ; লৌকিক বিমোক্ষ, লোকোত্তর বিমোক্ষ; আস্রাবযুক্ত বিমোক্ষ, অনাসব বিমোক্ষ; সামিষ বিমোক্ষ, নিরামিষ বিমোক্ষ; নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ। প্রণিহিত বিমোক্ষ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ; প্রণিহিত প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিমোক্ষ, সংযুক্ত বিমোক্ষ, বিসংযুক্ত বিমোক্ষ, একত্ব বিমোক্ষ, নানাত্ব বিমোক্ষ, সংজ্ঞা বিমোক্ষ, জ্ঞানবিমোক্ষ, শীতল বা শান্তভাব বিমোক্ষ, ধ্যান বিমোক্ষ এবং অনুপাদা বা অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ।"

২. নির্দেশ

২১০. শূন্যতা বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যে বা বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে মনোযোগের সাথে চিন্তা করেন—"এই শরীর আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য।" তাই তিনি শূন্যতা-মুক্ততাবশে তথায় (আত্মায়) মনকে অভিনিবিষ্ট করেন না। এটাই শূন্যতা বিমোক্ষ।

অনিমিত্ত বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যে বা বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে মনোযোগের সাথে চিন্তা করেন—"এই শরীর আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য।" তাই তিনি অনিমিত্ত-মুক্ততাবশে তথায় আত্মা দর্শন করেন না। এটাই অনিমিত্ত বিমোক্ষ।

অপ্রণিহিত বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যে বা বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে মনোযোগের সাথে চিন্তা করেন—"এই শরীর আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য।" তাই তিনি অপ্রণিহিত-মুক্ততাবশে তথায় আত্মাবশে মনযোগ দেন না। এটাই অপ্রণিহিত বিমোক্ষ।

অধ্যাত্ম হতে উত্থান বিমোক্ষ কী? চারি ধ্যান—এটাই অধ্যাত্ম হতে উত্থান বিমোক্ষ। বাহ্যিক হতে উত্থনে বিমোক্ষ কী? চারি অরূপ সমাপত্তি—

এটাই বাহ্যিক হতে উত্থান বিমোক্ষ। উভয় হতে উত্থান বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ—এটাই উভয় হতে উত্থান বিমোক্ষ।

অধ্যাত্ম হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ কী? প্রথম ধ্যান নীবরণসমূহ হতে উত্থিত হয়। দ্বিতীয় ধ্যান বির্তক-বিচার হতে উত্থিত হয়। তৃতীয় ধ্যান প্রীতি হতে উত্থিত হয়। চতুর্থ ধ্যান সুখ-দুঃখ হতে উত্থিত হয়। এটাই অধ্যাত্ম হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ।

বাহ্যিক হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ কী? আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানাত্বসংজ্ঞা হতে উত্থিত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি হতে উত্থিত হয়। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি হতে উত্থিত হয়। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি হতে উত্থিত হয়। এটাই বাহ্যিক হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ।

উভয় হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ কী? স্রোতাপত্তিমার্গ সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, দৃষ্টি অনুশয় ও বিচিকিৎসানুশয় হতে উত্থিত হয়; তদনুসরণকারী ক্লেশ, স্কন্ধ এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। সকৃদাগামীমার্গ স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়। তদনুসরণকারী ক্লেশ, স্কন্ধ এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। অনাগামীমার্গ অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয় হতে উত্থিত হয়। তদনুসরণকারী ক্লেশ, স্কন্ধ এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। অর্হত্তমার্গ রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মান অনুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয় হতে উত্থিত হয়। তদনুসরণকারী ক্লেশ, স্কন্ধ এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়। এটাই উভয় হতে উত্থান চারি বিমোক্ষ।

২১১. অধ্যাত্ম হতে উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ কী? প্রথম ধ্যান প্রতিলাভের জন্য বির্তক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা, দ্বিতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য... তৃতীয় ধ্যান প্রতিলাভের জন্য... চতুর্থ ধ্যান প্রতিলাভের জন্য বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা—এসবই অধ্যাত্ম উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ।

বাহ্যিক হতে উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ কী? আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি...

নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা—এসবই বাহ্যিক উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ।

উভয় হতে উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ কী? স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভের জন্য অনিত্যানুদর্শন, দুঃখানুদর্শন ও অনাত্মানুদর্শন। সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভের জন্য... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভের... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভের জন্য অনিত্যানুদর্শন, দুঃখানুদর্শন ও অনাত্মানুদর্শন—এসবই উভয় হতে উত্থানের অনুলোম চারি বিমোক্ষ।

অধ্যাত্ম হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ কী? প্রথম ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক, দ্বিতীয় ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক, তৃতীয় ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক এবং চতুর্থ ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক—এসবই অধ্যাত্ম উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ।

বাহ্যিক হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ কী? আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির প্রতিলাভ বা বিপাক, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তির প্রতিলাভ বা বিপাক, আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তির প্রতিলাভ বা বিপাক এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তির প্রতিলাভ বা বিপাক—এসবই বাহ্যিক হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ।

উভয় হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ কী? স্রোতাপত্তিমার্গের স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গের সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গের অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গের অর্হত্ত্বফল—এসবই উভয় হতে উত্থান প্রতিপ্রশ্রদ্ধি চারি বিমোক্ষ।

২১২. রূপী রূপসমূহ দর্শন করেন—বিমোক্ষ কী? এখানে কেউ কেউ নিজের মধ্যে (অধ্যাত্ম) অবিভক্ত নীল নিমিত্তে মনোনিবেশ করে নীলসংজ্ঞা লাভ করে। সে সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্তকে নিক্ষিপ্ত করে সুষ্ঠুভাবে ধারিতকে উপধারণ করে বাহ্যিক নীলনিমিত্তে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে এবং নীলসংজ্ঞা লাভ করে। সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্ত সুগৃহীত, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ এবং ধারিতকে উপধারণ করে অভ্যাস করে, ভাবিত করে, বর্ধিত করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় রূপ।" এভাবে রূপসংজ্ঞী হয়।

এখানে কেউ কেউ অধ্যাত্ম অবিভক্ত পীত নিমিত্তে... লোহিত নিমিত্তে...

ওদাত (শুভ্র) নিমিত্তে মনোনিবেশ করে নীলসংজ্ঞা লাভ করে। সে সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্তকে নিক্ষিপ্ত করে সুষ্ঠুভাবে ধারিতকে উপধারণ করে বাহ্যিক ওদাত নিমিত্তে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে এবং ওদাতসংজ্ঞা লাভ করে। সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্ত সুগৃহীত, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ এবং ধারিতকে উপধারণ করে অভ্যাস করে, ভাবিত করে, বর্ধিত করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় রূপ।" এভাবে রূপসংজ্ঞী হয়। রূপী রূপসমূহ দর্শন করেন—বিমোক্ষ এরূপ।

অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী বাহ্যিক রূপসমূহ দর্শন করেন—বিমোক্ষ কী? এখানে কেউ কেউ অধ্যাত্ম অবিভক্ত নীল নিমিত্তে মনোনিবেশ করে না, ফলে নীলসংজ্ঞাও লাভ করে না। বাহ্যিক নীল নিমিত্তে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে ও নীলসংজ্ঞা লাভ করে। সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্ত সুগৃহীত, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ এবং ধারিতকে উপধারণ করে অভ্যাস করে, ভাবিত করে, বর্ধিত করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা অধ্যাত্ম অরূপ, বাহ্যিক রূপ।" এভাবে রূপসংজ্ঞী হয়।

এখানে কেউ কেউ অধ্যাত্ম অবিভক্ত পীত নিমিত্তে... লোহিত নিমিত্তে... ওদাত (শুভ্র) নিমিত্তে মনোনিবেশ করে না, ফলে ওদাতসংজ্ঞাও লাভ করে না। বাহ্যিক নীল নিমিত্তে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে ও ওদাতসংজ্ঞা লাভ করে। সেই নিমিত্তকে সুগৃহীত করে, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ করে, ধারিতকে উপধারণ করে। সেই নিমিত্ত সুগৃহীত, সুষ্ঠুভাবে উপধারণ এবং ধারিতকে উপধারণ করে অভ্যাস করে, ভাবিত করে, বর্ধিত করে। তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা অধ্যাত্ম অরূপ, বাহ্যিক রূপ।" এভাবে রূপসংজ্ঞী হয়। অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী বাহ্যিক রূপসমূহ দর্শন করেন—বিমোক্ষ এরূপ।

"শুভ" অধিমুক্ত হয়—বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু এক দিক পরিব্যপ্ত করে মৈত্রী-সহগত চিত্তে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে মৈত্রী-সহগত চিত্তে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এভাবে উপরে, নিচে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সর্বস্থানে, সর্ব লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ পরিব্যপ্ত করে মৈত্রী-সহগত চিত্তে অবৈরী ও দয়ালু হয়ে অবস্থান করে। মৈত্রীতে ভাবিত সত্ত্বগণ অপ্রতিকূল হয়। করুণা-সহগত চিত্তে... করুণায় ভাবিত সত্ত্বগণ অপ্রতিকূল হয়। মুদিতা-সহগত চিত্তে... মুদিতায়

ভাবিত সত্ত্বগণ অপ্রতিকূল হয়। উপেক্ষা-সহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন... উপেক্ষায় ভাবিত সত্ত্বগণ অপ্রতিকূল হয়। "শুভ" অধিমুক্ত হয়—বিমোক্ষ এরূপ।

২১৩. আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু রূপসংজ্ঞাকে সর্ব প্রকারে অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করে "অনন্ত আকাশ" বলে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এটাই আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ।

বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে সর্বপ্রকারে অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" বলে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এটাই বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ।

আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে সর্বপ্রকারে অতিক্রম করে "কিছু নেই" বলে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এটাই আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ।

নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ কী? এ জগতে ভিক্ষু আকিঞ্চনায়তনকে সর্বপ্রকারে অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এটাই নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি বিমোক্ষ।

সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি বিমোক্ষ কী? এখানে ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে সর্বপ্রকারে অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এটাই সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি বিমোক্ষ।

সময় বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—সময় বিমোক্ষ।

অসময় বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—অসময় বিমোক্ষ।

সাময়িক বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—সাময়িক বিমোক্ষ।

অসাময়িক (স্থায়ী) বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—অসাময়িক বিমোক্ষ।

কূপ্য বা অস্থির বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—কূপ্য বিমোক্ষ।

অকূপ্য (স্থির) বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—অকূপ্য বিমোক্ষ।

লৌকিক বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—লৌকিক বিমোক্ষ।

লোকোত্তর বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—লোকোত্তর বিমোক্ষ।

সাসব বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—সাসব বিমোক্ষ।

অনাসব বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—অনাসব বিমোক্ষ।

সামিষ বিমোক্ষ কী? রূপ প্রতিসংযুক্ত বিমোক্ষ—সামিষ বিমোক্ষ।

নিরামিষ বিমোক্ষ কী? অরূপ প্রতিসংযুক্ত বিমোক্ষ—নিরামিষ বিমোক্ষ।

নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—এটাই নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ।

প্রণিহিত বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—প্রণিহিত বিমোক্ষ।

অপ্রণিহিত বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ।

প্রণিহিত প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিমোক্ষ কী? প্রথম ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক, দ্বিতীয় ধ্যানের... তৃতীয় ধ্যানের... চতুর্থ ধ্যানের... আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির...বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির... আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তির... এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির প্রতিলাভ বা বিপাক—এটাই প্রণিহিত প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিমোক্ষ।

সংযুক্ত বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—সংযুক্ত বিমোক্ষ।

বিসংযুক্ত বিমোক্ষ কী ? চারি আর্যমাগ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—বিসংযুক্ত বিমোক্ষ।

একত্ব বিমোক্ষ কী? চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—একত্ব বিমোক্ষ।

নানাত্ব বিমোক্ষ কী? চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ সমাপত্তি—নানাত্ব

বিমোক্ষ।

২১৪. সংজ্ঞা বিমোক্ষ কী? বস্তু ও পর্যায়বশে এক সংজ্ঞাবিমোক্ষ দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয়, দশ সংজ্ঞাবিমোক্ষ এক সংজ্ঞাবিমোক্ষ হয়। কীভাবে হয়? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্যসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান সুখসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান আত্মাসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান আনন্দসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান আসক্তিসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান সমুদয়সংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান গ্রহণসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। অনিমিতানুদর্শন জ্ঞান নিমিত্তসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধিসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা-বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশসংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয় এবং দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয়।

রূপে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্যরূপে সংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ।... রূপে শুন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশরূপে থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয় এবং দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্যরূপে সংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ।... জরা-মৃত্যুতে শুন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশরূপে থেকে মুক্ত হয়—সংজ্ঞা বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয় এবং দশ সংজ্ঞা বিমোক্ষ এক সংজ্ঞা বিমোক্ষ হয়। এটাই সংজ্ঞা বিমোক্ষ।

২১৫. জ্ঞানবিমোক্ষ কী? বস্তু ও পর্যায়বশে এক জ্ঞানবিমোক্ষ দশ জ্ঞানবিমোক্ষ হয় এবং দশ জ্ঞানবিমোক্ষ এক জ্ঞানবিমোক্ষ হয়। কীভাবে হয়? অনিত্যানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান নিত্য, হতবুদ্ধি (সম্মোহ) ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান সুখ, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান আত্মা, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান নন্দি

(আনন্দ), হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান আসক্তি, সম্মোহ ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন যথাভুত জ্ঞান সমুদয়, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয় মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান গ্রহণ, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান নিমিত্ত, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান প্রণিধি, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়, এটা জ্ঞানবিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান অভিনিবেশ, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক জ্ঞানবিমোক্ষ দশ জ্ঞানবিমোক্ষ হয় এবং দশ জ্ঞানবিমোক্ষ এক জ্ঞানবিমোক্ষ হয়।

রূপে অনিত্যানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান নিত্য, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। রূপে শূন্যতানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান অভিনিবেশ, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক জ্ঞানবিমোক্ষ দশ জ্ঞানবিমোক্ষ হয় এবং দশ জ্ঞানবিমোক্ষ এক জ্ঞানবিমোক্ষ হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যনুদর্শন যথাভূতজ্ঞান নিত্য, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ।... জরা-মৃত্যুতে শূন্যতানুদর্শন যথাভূতজ্ঞান অভিনিবেশ, হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়—জ্ঞানবিমোক্ষ। এভাবে বস্তু ও পর্যায়বশে এক জ্ঞানবিমোক্ষ দশ জ্ঞানবিমোক্ষ হয় এবং দশ জ্ঞানবিমোক্ষ এক জ্ঞানবিমোক্ষ হয়। এটাই জ্ঞানবিমোক্ষ।

২১৬. শীতল বা শান্তভাব বিমোক্ষ কী? বস্তু ও পর্যায়বশে এক শান্তভাব (শীতলীভাব) বিমোক্ষ দশ শান্তভাব বিমোক্ষ হয় এবং দশ শান্তভাব বিমোক্ষ এক শান্তভাব বিমোক্ষ হয়। কীভাবে হয়? অনিত্যানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান নিত্য, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান সুখ, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান আত্মা, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান নন্দি, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান আসক্তি, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান সমুদয়, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব

বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান গ্রহণ, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান নিমিত্ত, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান প্রণিধি, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান অভিনিবেশ, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক শান্তভাব বিমোক্ষ দশ শান্তভাব বিমোক্ষ হয় এবং দশ শান্তভাব বিমোক্ষ এক শান্তভাব বিমোক্ষ হয়।

রূপে অনিত্যানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান নিত্য, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ।... রূপে শূন্যতানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান অভিনিবেশ, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক শান্তভাব বিমোক্ষ দশ শান্তভাব বিমোক্ষ হয় এবং দশ শান্তভাব বিমোক্ষ এক শান্তভাব বিমোক্ষ হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন অনুত্তর শান্তভাব জ্ঞান নিত্য, সন্তাপ, পরিদাহ ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়—শান্তভাব বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক শান্তভাব বিমোক্ষ দশ শান্তভাব বিমোক্ষ হয় এবং দশ শান্তভাব বিমোক্ষ এক শান্তভাব বিমোক্ষ হয়—এটাই শান্তভাব বিমোক্ষ।

২১৭. ধ্যান-বিমোক্ষ কী? নৈষ্ক্রম্য অনুশীলন করে—ধ্যান। কামচ্ছন্দকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধ্যানকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। দগ্ধকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। ধ্যান করে—ধর্মসমূহ। দগ্ধ করে—ক্লেশসমূহ। ধ্যান এবং দহন উভয়কে জানে—ধ্যান-বিমোক্ষ। অব্যাপাদ অনুশীলন করে—ধ্যান। ব্যাপাদকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধ্যানকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। দগ্ধকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। ধ্যান করে—ধর্মসমূহ। দগ্ধ করে—ক্লেশসমূহ। ধ্যান এবং দহন উভয়কে জানে—ধ্যান-বিমোক্ষ। আলোক-সংজ্ঞা অনুশীলন করে—ধ্যান। তন্দ্রালস্যকে দগ্ধ করে—ধ্যান।... অবিক্ষেপ অনুশীলন করে—ধ্যান। চঞ্চলতাকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধর্ম বিশ্লেষণ অনুশীলন করে—ধ্যান। বিচিকিৎসাকে দগ্ধ করে—ধ্যান। জ্ঞান অনুশীলন করে—ধ্যান। অবিদ্যাকে দগ্ধ করে—ধ্যান। প্রামোদ্য (আনন্দ) অনুশীলন করে—ধ্যান। অরতিকে দগ্ধ করে—ধ্যান। প্রথম ধ্যান অনুশীলন করে—

ধ্যান। নীবরণসমূহকে দগ্ধ করে—ধ্যান। দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করে—ধ্যান। বিতর্ক, বিচারকে দগ্ধ করে—ধ্যান। তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করে—ধ্যান। প্রীতিকে দগ্ধ করে—ধ্যান। চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করে—ধ্যান। সুখ-দুঃখকে দগ্ধ করে—ধ্যান। স্রোতাপত্তিমার্গ অনুশীলন করে—ধ্যান। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ দগ্ধ করে—ধ্যান। সকৃদাগামীমার্গ অনুশীলন করে—ধ্যান। স্থূল ক্লেশসমূহ দগ্ধ করে—ধ্যান। অনাগামীমার্গ অনুশীলন করে—ধ্যান। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ দগ্ধ করে—ধ্যান। অর্হত্ত্বমার্গ অনুশীলন করে—ধ্যান। সর্ব ক্লেশকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধ্যানকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। দগ্ধকালে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। ধ্যান করে—ধর্মসমূহ। দগ্ধ করে—ক্লেশসমূহ। ধ্যান এবং দহন উভয়কে জানে—ধ্যান বিমোক্ষ। এটাই ধ্যান বিমোক্ষ।

২১৮. উপাদানবিহীন বা অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ কী? বস্তু ও পর্যায়বশে এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয় এবং দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। কীভাবে হয়? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য উপাদান (আসক্তি) হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান সুখ উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান আত্মা উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান নন্দি (আনন্দ) উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান আসক্তি উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান সমুদয় উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান গ্রহণ উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান নিমিত্ত উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধি উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয় এবং দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয়।

রূপে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ।... রূপে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয় এবং দশ অনাসক্ত চিত্তের

বিমোক্ষ এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ।... জরা-মরণে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ উপাদান হতে মুক্ত হয়—অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ। এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয় এবং দশ অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ এক অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ হয়।

অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? দুঃখানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? বিরাগানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? নিরোধানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়? শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান কয়টি উপাদান হতে মুক্ত হয়?

অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান এক উপাদান হতে মুক্ত হয়। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান এক উপাদান হতে মুক্ত হয়। বিরাগানুদর্শন এক উপাদান হতে মুক্ত হয়। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান একুপাদান হতে মুক্ত হয়। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়।

অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান কোন তিন প্রকার উপাদান হতে মুক্ত হয়? দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান কোন একুপাদান হতে মুক্ত হয়? কাম উপাদান—দুঃখানুদর্শন জ্ঞান এই একুপাদান হতে মুক্ত হয়। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান কোন ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়? দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান কোন একুপাদান হতে মুক্ত হয়? কাম উপাদান—নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান এই একুপাদান হতে মুক্ত হয়। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান কোন একুপাদান হতে মুক্ত হয়? কাম উপাদান—বিরাগানুদর্শন জ্ঞান এই একুপাদান হতে মুক্ত হয়। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান কোন

চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়? কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—নিরোধানুদর্শন জ্ঞান এই চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান কোন চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়? কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান এই চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান কোন ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়? দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান কোন একুপাদান হতে মুক্ত হয়? কামোপাদান—অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান এই একটি উপাদান হতে মুক্ত হয়? শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান কোন ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়? দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান—শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়।

অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান, অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান, অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান, শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান—এই চারি জ্ঞান ত্রিবিধ উপাদান হতে মুক্ত হয়; যথা—দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান, নির্বেধানুদর্শন জ্ঞান, বিরাগানুদর্শন জ্ঞান ও অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান—এই চতুর্বিধ জ্ঞান একটি উপাদান হতে মুক্ত হয়; যথা—কামোপাদান। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান, পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান—এই দ্বিবিধ জ্ঞান চারি উপাদান হতে মুক্ত হয়; যথা—কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান ও আত্মবাদ উপাদান। এটাই অনাসক্ত চিত্তের বিমোক্ষ।

বিমোক্ষ কথার প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২১৯. এই তিন প্রকার বিমোক্ষ-মুখ, যা লোক-মুক্তির জন্য সংবর্তিত হয়। সব সংস্কারে সীমাবদ্ধ পরিচ্ছেদ দ্বারা আকারে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং অনিমিত্ত, ধাতুর জন্যে চিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা; সর্ব সংস্কারে মনকে সমুত্তেজিত করতে, অপ্রণিহিত ধাতু এবং চিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা; সর্ব ধর্মে অধিকতর পর্যবেক্ষণ শূন্যতা ধাতুর জন্যে চিত্তের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা; এই ত্রিবিধ আকারে বিমোক্ষ-মুখ, যা লোক-মুক্তির জন্য সংবর্তিত হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কীরূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কীরূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কীরূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে ক্ষয়রূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়, দুঃখরূপে

মনোনিবেশকালে ভয়রূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয় এবং অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যরূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত অধিমোক্ষ-বহুল হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত প্রশ্রব্ধি-বহুল হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত বেদ-বহুল হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুল কী ইন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুল কী ইন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়? অনাত্মারূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুল কী ইন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুল শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুল সমাধীন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুল প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রতিলাভ হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে; মিথ্যায় প্রতিপন্নের ইন্দ্রিয় ভাবনা নেই। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুলের সমাধীন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে; মিথ্যায় প্রতিপন্নের ইন্দ্রিয় ভাবনা নেই। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের

প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে; মিথ্যায় প্রতিপন্নের ইন্দ্রিয় ভাবনা নেই।

২২০. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়? প্রতিবেধকালে কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? প্রতিবেধে কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়? প্রতিবেধকালে কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? প্রতিবেধে কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়? প্রতিবেধকালে কী ইন্দ্রিয় আধিপত্য হয়? প্রতিবেধে কয়টি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ?

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদসাদৃশ্য বা তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিবেধকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এরূপে প্রতিবিদ্ধকালে ভাষিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রব্ধি-বহুলের সমাধীন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদসাদৃশ্য বা তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিবেধকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এরূপে

প্রতিবিদ্ধকালে ভাষিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদবহুলীর প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। ভাবনায় চারি ইন্দ্রিয় তদসাদৃশ্য বা তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিবেধকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এরূপে প্রতিবিদ্ধকালে ভাষিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়।

২২১. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কোন ইন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়? কোন ইন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কোন ইন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি কোন ইন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী (বা কায় প্রত্যক্ষকারী) হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কোন ইন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়? কোন ইন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়?

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সমাধি ইন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধাকালে বিমুক্ত হয়—শ্রদ্ধাবিমুক্ত। স্পর্শিতত্ব অনুভূত হয়—কায়সাক্ষী। দৃষ্টত্ব প্রাপ্ত (বা দৃষ্টিগোচর) হয়—দৃষ্টিপ্রাপ্ত। শ্রদ্ধাকালে বিমুক্ত হয়—শ্রদ্ধাবিমুক্ত। প্রথমে ধ্যানস্পর্শ স্পর্শিত হয়, পরে নিরোধ-নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন—কায়সাক্ষী। "সংস্কারসমূহ দুঃখ, তা নিরোধই সুখ" এটা জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত, স্পর্শিত ও উপলব্ধি হয়—দৃষ্টিপ্রাপ্ত। শ্রদ্ধাবিমুক্ত কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত এই তিন প্রকার পুদ্গল এরূপ বস্তু এবং পর্যায়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কীরূপে হয়ে থাকে? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। এভাবে এই ত্রিবিধ পুদ্গল শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়।

দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয়

অভিবৃদ্ধি হয়। সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়। অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়। এভাবে এই ত্রিবিধ পুদ্গল সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী হয়।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়। অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে এই ত্রিবিধ পুদ্গল প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

যেই পুদ্গল শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত, এই তিন প্রকার পুদ্গল এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী এবং দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেই পুদ্গল শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত, এই তিন প্রকার পুদ্গল... শ্রদ্ধাবিমুক্ত ভিন্ন, কায়সাক্ষী ভিন্ন আর দৃষ্টিপ্রাপ্তও ভিন্ন। কীরূপ ভিন্ন? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে কায়সাক্ষী হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত এই ত্রিবিধি পুদ্গল এরূপে বস্তু ও পর্যায়বশে এই শ্রদ্ধাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধাবিমুক্ত ভিন্ন, কায়সাক্ষী ভিন্ন এবং দৃষ্টিপ্রাপ্তও ভিন্ন।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ হয়, সেজন্য বলা হয়—"শ্রদ্ধানুসারী"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়। কেউ যদি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ করে থাকেন, তাঁরা সবে শ্রদ্ধানুসারী।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়, সেজন্য বলা হয়—"শ্রদ্ধাবিমুক্ত"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। কেউ যদি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাঁরা সবে শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের

অভিবৃদ্ধি হলে সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অনাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ হয়, সেজন্য বলা হয়—"শ্রদ্ধাবিমুক্ত"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পকি প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। কেউ যদি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাঁরা সবে শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ হয়, সেজন্য বলা হয়—"কায়সাক্ষী"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয়, প্রত্যয় ও সম্পযুক্ত প্রত্যয় হয়। সমাধীন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়। কেউ যদি সমাধীন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ করে থাকেন, তাঁরা সবে কায়সাক্ষী।

দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে সমাধীন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, সমাধীন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়... সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অনাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ হয়, সেজন্য বলা হয়—"কায়সাক্ষী"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয়, প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। সমাধীন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। কেউ যদি সমাধীন্দ্রিয়বেশ স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাঁরা সবে কায়সাক্ষী।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ হয়, সেজন্য বলা হয়—"ধর্মানুসারী"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবনা হয়। কেউ যদি প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রতিলাভ করে থাকেন, তাঁরা সবে ধর্মানুসারী।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়, সেজন্য বলা হয়—"দৃষ্টিপ্রাপ্ত"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাষিত

হয়। কেউ যদি প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাঁরা সবে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অভিবৃদ্ধি হয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অভিবৃদ্ধি হলে সকৃদাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অনাগামীমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অনাগামীফল সাক্ষাৎ হয়,... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলাভ হয়,... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ হয়, সেজন্য বলা হয়—"দৃষ্টিপ্রাপ্ত"। চারি ইন্দ্রিয় তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাষিত হয়। কেউ যদি প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাঁরা সবে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

২২২. যাদের নৈষ্ক্রম্য ভাবিত হয়েছে বা ভাবিত হচ্ছে বা ভাবিত হবে; অধিগত হয়েছে বা অধিগত হচ্ছে বা অধিগত হবে; অর্জিত হয়েছে বা অর্জিত হচ্ছে বা অর্জিত হবে; প্রতিলাভ হয়েছে বা প্রতিলাভ হচ্ছে বা প্রতিলাভ হবে; প্রতিবিদ্ধ হয়েছে বা প্রতিবিদ্ধ হচ্ছে বা প্রতিবিদ্ধ হবে; সাক্ষাৎ হয়েছে বা সাক্ষাৎ হচ্ছে বা সাক্ষাৎ হবে; স্পর্শ হয়েছে বা স্পর্শ হচ্ছে বা স্পর্শ হবে; বশীপ্রাপ্ত হয়েছে বা বশীপ্রাপ্ত হচ্ছে বা বশীপ্রাপ্ত হবে; পূর্ণতা লাভ হয়েছে বা পূর্ণতা লাভ হচ্ছে বা পূর্ণতা লাভ হবে এবং বৈশারদ্য লাভ হয়েছে বা বৈশারদ্য লাভ হচ্ছে বা বৈশারদ্য লাভ হবে, তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যাদের অব্যাপাদ ভাবিত হয়েছে বা... আলোকসংজ্ঞা... অবিক্ষেপ... ধর্মবিশ্লেষণ.... জ্ঞান... প্রামোদ্য বা আনন্দ... প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... আকাশায়তন-সমাপত্তি... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি... অনিত্যানুদর্শন... দুঃখানুদর্শন... অনাত্মানুদর্শন... নির্বেদানুদর্শন... বিরাগানুদর্শন... নিরোধানুদর্শন... পরিত্যাগানুদর্শন... ক্ষয়ানুদর্শন... ব্যয়ানুদর্শন... বিপরিণামানুদর্শন... অনিমিত্তানুদর্শন... অপ্রণিহিতানুদর্শন.... শূন্যতানুদর্শন... অধিপ্রজ্ঞা-ধর্মবিদর্শন যথাভূত জ্ঞানদর্শন... আদীনবানুদর্শন... মনোযোগানুদর্শন... বিবর্তনানুদর্শন... স্রোতাপত্তিমার্গ... সকৃদাগমাগীমার্গ...অনাগামীমার্গ... অর্হত্ত্বমার্গ... প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যাদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান... চারি সম্যক প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... পঞ্চেন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ... আর্য অষ্টাঙ্গিকে মার্গ... অষ্ট বিমোক্ষ

ভাবিত হয়েছে বা ভাবিত হচ্ছে বা ভাবিত হবে; অধিগত হয়েছে বা অধিগত হচ্ছে বা অধিগত হবে; অর্জিত হয়েছে বা অর্জিত হচ্ছে বা অর্জিত হবে; প্রতিলাভ হয়েছে বা প্রতিলাভ হচ্ছে বা প্রতিলাভ হবে; প্রতিবিদ্ধ হয়েছে বা প্রতিবিদ্ধ হচ্ছে বা প্রতিবিদ্ধ হবে; সাক্ষাৎ হয়েছে বা সাক্ষাৎ হচ্ছে বা সাক্ষাৎ হবে; স্পর্শ হয়েছে বা স্পর্শ হচ্ছে বা স্পর্শ হবে; বশীপ্রাপ্ত হয়েছে বা বশীপ্রাপ্ত হচ্ছে বা বশীপ্রাপ্ত হবে; পূর্ণতা লাভ হয়েছে বা পূর্ণতা লাভ হচ্ছে বা পূর্ণতা লাভ হবে এবং বৈশারদ্য লাভ হয়েছে বা বৈশারদ্য লাভ হচ্ছে বা বৈশারদ্য লাভ হবে, তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যাদের চারি প্রতিসম্ভিদা অর্জিত হয়েছে বা অর্জিত হচ্ছে বা অর্জিত হবে... তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যাদের ত্রিবিদ্যা প্রতিবিদ্ধ হয়েছে বা প্রতিবিদ্ধ হচ্ছে বা প্রতিবিদ্ধ হবে... তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যারা ত্রিবিধ শিক্ষা, শিক্ষা করেছে বা শিক্ষা করছে বা শিক্ষা করবে; সাক্ষাৎ করেছে বা সাক্ষাৎ করছে বা সাক্ষাৎ করবে; স্পর্শ করেছে বা স্পর্শ করছে বা স্পর্শ করবে; বশীপ্রাপ্ত করেছে বা বশীপ্রাপ্ত করছে বা বশীপ্রাপ্ত করবে; পূর্ণতা লাভ করেছে বা পূর্ণতা লাভ করছে বা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বৈশারদ্য লাভ করেছে বা বৈশারদ্য লাভ করছে বা বৈশারদ্য লাভ করবে, তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যারা দুঃখকে পরিজ্ঞাত করছে, সমুদয়কে পরিত্যাগ করছে, নিরোধকে সাক্ষাৎ করছে এবং মার্গকে ভাবনা করছে, তাঁরা সবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

কয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়? কয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে? চার প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। চার প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে। দুঃখসত্য পরিজ্ঞান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, সমুদয় সত্য প্রহান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, নিরোধ সত্য সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে এবং মার্গ সত্য ভাবনা প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে। এই চার প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। এ চার প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করলে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে

শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

কয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়? কয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে? নয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয় এবং নয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে। দুঃখসত্য পরিজ্ঞান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, সমুদয়সত্য প্রহান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, নিরোধসত্য সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, মার্গসত্য ভাবনা-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে। সব ধর্মের অভিজ্ঞা-প্রতিবেধ, সব সংস্কারের পরিজ্ঞান-প্রতিবেধ, সব কুশলের প্রহান-প্রতিবেধ, চারি মার্গের ভাবনা-প্রতিবেধ, নিরোধের সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধ। এই নয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। এই নয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধকালে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়বশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, সমাধীন্দ্রিয়বশে কায়সাক্ষী এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়বশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২২৩. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কীভাবে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কীভাবে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কীভাবে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে ক্ষয়রূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে ভয়রূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যরূপে সংস্কারসমূহ উপস্থিত হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কী বহুল হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত অধিমোক্ষ-বহুল হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত প্রশ্রদ্ধি-বহুল হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত বেদ-বহুল হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুল কোন বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুল কোন বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুল কোন বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুল অনিমিত্ত বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুল অপ্রণিহিত বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুল শূন্যতা বিমোক্ষ প্রতিলাভ হয়।

২২৪. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের কোন বিমোক্ষ

আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয়, প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুলের কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয়, প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয়, প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? এবং কে ভাবনা করে?

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের অনিমিত্ত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে, মিথ্যায় প্রতিপন্নের বিমোক্ষ ভাবনা নেই। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুলের অপ্রণিহিত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে, মিথ্যায় প্রতিপন্নের বিমোক্ষ ভাবনা নেই। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের শূন্যতা বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। যে সম্যক প্রতিপন্ন সে ভাবনা করে, মিথ্যায় প্রতিপন্নের বিমোক্ষ ভাবনা নেই।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? প্রতিবেধকালে কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? প্রতিবেধ কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুলের কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? প্রতিবেধকালে কোন বিমোক্ষ আধিপত্য

হয়? প্রতিবেধ কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? ভাবনায় কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? প্রতিবেধকালে কোন বিমোক্ষ আধিপত্য হয়? প্রতিবেধ কয়টি বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়? কোন অর্থে ভাবনা? কোন অর্থে প্রতিবেধ?

২২৫. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অধিমোক্ষ-বহুলের অনিমিত্ত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। প্রতিবেধকালেও অনিমিত্ত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এভাবে প্রতিবিদ্ধকালে ভাবিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রশ্রদ্ধি-বহুলের অপ্রণিহিত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। প্রতিবেধকালেও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এভাবে প্রতিবিদ্ধকালে ভাবিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে বেদ-বহুলের শূন্যতা বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। ভাবনায় দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। প্রতিবেধকালেও শূন্যতা বিমোক্ষ আধিপত্য হয়। প্রতিবেধে দ্বিবিধ বিমোক্ষ তদনুরূপ, সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ও একরস হয়। একরসার্থ দ্বারা ভাবনা। দর্শনার্থে প্রতিবেধ। এভাবে প্রতিবিদ্ধকালে ভাবিত হয়, ভাবিতকালে প্রতিবিদ্ধ হয়।

২২৬. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়? কোন বিমোক্ষের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়? কোন বিমোক্ষের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়? কোন বিমোক্ষের

অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়?

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়। অনিমিত্ত বিমোক্ষের অভিবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিমুক্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়। অপ্রণিহিত বিমোক্ষের অভিবৃদ্ধিতে কায়সাক্ষী হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষ অভিবৃদ্ধি হয়। শূন্যতা বিমোক্ষের অভিবৃদ্ধিতে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধাকালে বিমুক্ত হয়—শ্রদ্ধাবিমুক্ত। স্পর্শিতত্ব অনুভূত হয়—কায়সাক্ষী। দৃষ্টত্ব প্রাপ্ত (বা দৃষ্টিগোচর) হয়—দৃষ্টিপ্রাপ্ত। শ্রদ্ধাকালে বিমুক্ত হয়—শ্রদ্ধামুক্ত। প্রথমে ধ্যানস্পর্শ স্পর্শিত হয়, পরে নিরোধ-নির্বাণ সাক্ষাৎ করে—কায়সাক্ষী। "সংস্কারসমূহ দুঃখ, তা নিরোধই সুখ" এই বিজ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত স্পর্শিত ও উপলব্ধ হয়—দৃষ্টিপ্রাপ্ত।... যাদের নৈষ্ক্রম্য ভাবিত হয়েছে বা ভাবিত হচ্ছে বা ভাবিত হবে... তাঁরা সকলে অনিমিত্ত-বিমোক্ষবশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, অপ্রণিহিত-বিমোক্ষবশে কায়সাক্ষী, শুন্যতা-বিমোক্ষবশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

যাদের অব্যাপাদ ভাবিত... আলোকসংজ্ঞা... অবিক্ষেপ... যারা দুঃখকে পরিজ্ঞাত করছে, সমুদয়কে পরিত্যাগ করছে, নিরোধকে সাক্ষাৎ করছে এবং মার্গকে ভাবনা করছে, তাঁরা সকলে অনিমিত্ত-বিমোক্ষবশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, অপ্রণিহিত-বিমোক্ষবশে কায়সাক্ষী, শুন্যতা-বিমোক্ষবশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

কয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়? কয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে? চার প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। চার প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে। দুঃখসত্য পরিজ্ঞান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, সমুদয় সত্য প্রহান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, নিরোধ সত্য সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে এবং মার্গ সত্য ভাবনা প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে। এই চার প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। এ চার প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধকালে অনিমিত্ত-বিমোক্ষবশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, অপ্রণিহিত-বিমোক্ষবশে কায়সাক্ষী, শুন্যতা-বিমোক্ষবশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

কয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়? কয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে? নয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয় এবং নয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধ করে। দুঃখসত্য পরিজ্ঞান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, সমুদয়সত্য প্রহান-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, নিরোধসত্য সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে, মার্গসত্য ভাবনা-প্রতিবেধকে প্রতিবিদ্ধ করে। সব ধর্মের অভিজ্ঞা-

প্রতিবেধ, সব সংস্কারের পরিজ্ঞান-প্রতিবেধ, সব কুশলের প্রহান-প্রতিবেধ, চারি মার্গের ভাবনা-প্রতিবেধ, নিরোধের সাক্ষাৎকরণ-প্রতিবেধ। এই নয় প্রকারে সত্য প্রতিবেধ হয়। এই নয় প্রকারে সত্যসমূহ প্রতিবিদ্ধকালে অনিমিত্ত-বিমোক্ষবশে শ্রদ্ধাবিমুক্ত, অপ্রণিহিত-বিমোক্ষবশে কায়সাক্ষী, শুন্যতা-বিমোক্ষবশে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

২২৭. অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কোন ধর্মসমূহ যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে? কীভাবে সম্যক দর্শন হয়? কীভাবে তদনুরূপে সব সংস্কার অনিত্যরূপে সুদৃষ্ট হয়? কীসে শঙ্কা প্রহীন হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কোন ধর্মসমূহ যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে? কীভাবে সম্যক দর্শন হয়? কীভাবে তদনুরূপে সব সংস্কার দুঃখরূপে সুদৃষ্ট হয়? কীসে শঙ্কা প্রহীন হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কোন ধর্মসমূহ যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে? কীভাবে সম্যক দর্শন হয়? কীভাবে তদনুরূপে সব সংস্কার অনাত্মরূপে সুদৃষ্ট হয়? কীসে শঙ্কা প্রহীন হয়?

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে। তাই বলা হয়—সম্যক দর্শন। এভাবে তদনুরূপে সব সংস্কার অনিত্যরূপে সুদৃষ্ট হয়। এবিষয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রর্বতন যথাভূতভাবে জানে ও দর্শন করে। তাই বলা হয়- সম্যক দর্শন। এভাবে তদনুরূপে সব সংস্কার দুঃখরূপে সুদৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত ও প্রর্বতন যথাভূতভাবে জানে এবং দর্শন করে। তাই বলা হয়—সম্যক দর্শন। এভাবে তদনুরূপে সর্ব সংস্কার অনাত্মরূপে সুদৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়।

যথাভূতজ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সন্দেহ উত্তরণে এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ নাকি ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়? যথাভূতজ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সন্দেহ উত্তরণে এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কী ভয়রূপে উপস্থিত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কী ভয়রূপে উপস্থিত হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কী ভয়রূপে উপস্থিত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত ভয়রূপে উপস্থিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রর্বতন ভয়রূপে উপস্থিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত ও প্রর্বতন ভয়রূপে উপস্থিত হয়।

যা ভয় উপস্থাপনে প্রজ্ঞা, আদীনব জ্ঞান, নির্বেদ জ্ঞান; এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ নাকি ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়?

যা ভয় উপস্থাপনে প্রজ্ঞা, আদীনব জ্ঞান, নির্বেদ জ্ঞান; এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

যা অনাত্মানুদর্শন, শূন্যতানুদর্শন; এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ নাকি ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়? অনাত্মানুদর্শন, শূন্যতানুদর্শন, এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কী প্রতিসংখ্যা (গভীর চিন্তা) জ্ঞান উৎপন্ন হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কী প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কী প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়? অনিত্যরূপে মনোযোগকালে নিমিত্ত প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রবর্তন প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত ও প্রবর্তন প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মুমুক্ষা বা মুক্তিকাম্যতা, প্রতিসংখ্যানুদর্শন ও সংস্কারোপেক্ষা; এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়, কিংবা ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়? মুমুক্ষা, প্রতিসংখ্যানুদর্শন ও সংস্কারোপেক্ষা এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কোথা হতে উত্থিত হয়? চিত্ত কোথায় প্রাপ্ত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কোথা হতে উত্থিত হয়? চিত্ত কোথায় প্রাপ্ত হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত কোথা হতে উত্থিত হয়? চিত্ত কোথায় প্রাপ্ত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত নিমিত্ত হতে উত্থিত হয়; চিত্ত অনিমিত্তে প্রাপ্ত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রবর্তন হতে চিত্ত উত্থিত হয়; চিত্ত অপ্রবর্তনে প্রাপ্ত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে চিত্ত নিমিত্ত ও প্রবর্তন হতে উত্থিত হয়; এবং চিত্ত অনিমিত্ত, অপ্রবর্তন, নিরোধ ও নির্বাণধাতুতে প্রাপ্ত হয়।

বাহ্যিক উত্থান বিবর্তনে প্রজ্ঞা ও গোত্রভূ ধর্ম; এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ নাকি ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়? বাহ্যিক উত্থান বিবর্তনে প্রজ্ঞা ও গোত্রভূ ধর্ম এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়? দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়? অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে কোন বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়। দুঃখরূপে

মনোনিবেশকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হয়। উভয় উত্থান বিবর্তনে প্রজ্ঞা ও মার্গে জ্ঞান এ ধর্মসমূহ নানার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ নাকি ধর্মসমূহ একার্থ ও ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়? উভয় উত্থান বিবর্তনে প্রজ্ঞা ও মার্গে জ্ঞান এ ধর্মসমূহ একার্থ এবং ব্যঞ্জনসমূহ নানাবিধ হয়।

২২৮. কয় প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়? কয় প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়? চার প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়। সাত প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়।

কোন চার প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়? যথা : আধিপত্যার্থে, অধিষ্ঠানার্থে, দৃঢ়সংকল্পার্থে ও নির্মূলার্থে। কীরূপে আধিপত্যার্থে বিমোক্ষত্রয় নানাক্ষণ হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষ আধিপত্য বিস্তার করে। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষ আধিপত্য বিস্তার করে। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষ আধিপত্য বিস্তার করে। এরূপে আধিপত্যার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণ হয়। কীরূপে অধিষ্ঠানার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণ হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়। দুঃখরূপে মনে নিবিষ্টকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষবশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষাশে চিত্ত অধিষ্ঠিত হয়। এভাবে অধিষ্ঠানার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়।

কীরূপে দৃঢ়সংকল্পার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষবশে চিত্ত দৃঢ়সংকল্পিত হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষবশে চিত্ত দৃঢ়সংকল্পিত হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষবশে চিত্ত দৃঢ়সংকল্পিত হয়। এভাবে দৃঢ়সংকল্পার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়।

কীরূপে নির্মূলার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে অনিমিত্ত বিমোক্ষবশে (চিত্ত) নিরোধ, নির্বাণ ও নির্মূল হয়। দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে অপ্রণিহিত বিমোক্ষবশে নিরোধ, নির্বাণ ও নির্মূল হয়। অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে শূন্যতা বিমোক্ষবশে (চিত্ত) নিরোধ, নির্বাণ ও নির্মূল হয়। এভাবে—নির্মূলার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণ হয়। এই চার প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ নানাক্ষণে হয়।

কোন সাত প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়? যথা—সমোধানার্থে, অধিগমনার্থে, প্রতিলাভার্থে, প্রতিবেধার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে ও

অভিসময়ার্থে। কীরূপে সমোধানার্থে, অধিগমনার্থে, প্রতিলাভার্থে, প্রতিবেধার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে ও অভিসময়ার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণ হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশকালে নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। যেই বিষয় হতে মুক্ত হয়, সেই বিষয়ে আর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। কোন বিষয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না বিধায় শূন্য নামে অভিহিত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। শূন্য নিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। এরূপে সমোধানার্থে, অধিগমনার্থে, প্রতিলাভার্থে, প্রতিবেধার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে ও অভিসময়ার্থে, ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়।

দুঃখরূপে মনোনিবেশকালে প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। কোন বিষয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না বিধায় শূন্য নামে অভিহিত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। শূন্য নিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। যেই নিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্ত হয়, সেই বিষয়ে আর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। এরূপে সমোধানার্থে, অধিগমনার্থে, প্রতিলাভার্থে, প্রতিবেধার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে ও অভিসময়ার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশকালে অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। শূন্য নিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। যেই নিমিত্ত দ্বারা অনিমিত্ত হয়, সেই বিষয়ে আর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। কোন বিষয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না বিধায় শূন্য নামে অভিহিত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। এরূপেই সমোধানার্থে, অধিগমনার্থে, প্রতিলাভার্থে, প্রতিবেধার্থে, সাক্ষাৎকরণার্থে, স্পর্শনার্থে ও অভিসময়ার্থে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণ হয়। এই সাত প্রকারে ত্রিবিধ বিমোক্ষ একক্ষণে হয়।

২২৯. বিমোক্ষ, মুখ, বিমোক্ষমুখ, বিমোক্ষ প্রতিলোম, বিমোক্ষানুলোম, বিমোক্ষ-বিবর্তন, বিমোক্ষ ভাবনা ও বিমোক্ষ প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিদ্যমান।

বিমোক্ষ কী? শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। শূন্যতা বিমোক্ষ কী? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান সুখ অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান আত্মা অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান নন্দি (আনন্দ) অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান রাগ বা আসক্তি অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান সমুদয় অভিনিবেশ হতে মুক্ত

হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান গ্রহণ অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান নিমিত্ত অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়, এটা শূন্যতা বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধি অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান সর্ব অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ।

রূপে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়, এটা শূন্যতা বিমোক্ষ।... রূপে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান সর্ব অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ।... জরা-মরণে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান সর্ব অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়—শূন্যতা বিমোক্ষ। এটাই শূন্যতা বিমোক্ষ।

অনিমিত্ত বিমোক্ষ কী? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান সুখ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান আত্মা নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান নন্দি বা আনন্দ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান রাগ বা আসক্তি নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান সমুদয় নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান গ্রহণ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান সর্ব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধি নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ।

রূপে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ।... রূপে অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান সর্ব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। রূপে অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধি নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। রূপে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। রূপে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ।... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান সর্ব নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। জরা-মরণে অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান প্রণিধি নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। জরা-মরণে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান

অভিনিবেশ নিমিত্ত হতে মুক্ত হয়—অনিমিত্ত বিমোক্ষ। এটাই অনিমিত্ত বিমোক্ষ।

অপ্রণিহিত বিমোক্ষ কী? অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। দুঃখানুদর্শন জ্ঞান সুখ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—প্রণিহিত বিমোক্ষ। অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান আত্মা প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান নন্দি বা আনন্দ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। বিরাগানুদর্শন জ্ঞান আসক্তি প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। নিরোধানুদর্শন জ্ঞান সমুদয় প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। পরিত্যাগানুদর্শন জ্ঞান গ্রহণ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান নিমিত্ত প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান সর্ব প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ।

রূপে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ।... রূপে অনিমিত্তানুদর্শন জ্ঞান সর্ব প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। রূপে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়— অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান নিত্য প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ।... জরা-মরণে অপ্রণিহিতানুদর্শন জ্ঞান সর্ব প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। জরা-মরণে শূন্যতানুদর্শন জ্ঞান অভিনিবেশ প্রণিধি হতে মুক্ত হয়—অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। এটাই অপ্রণিহিত বিমোক্ষ। এটাই বিমোক্ষ।

২৩০. মুখ (প্রবেশদ্বার) কী? যা তথায় জাত অনবদ্য কুশল বোধিপক্ষীয় ধর্ম, তাই মুখ।

বিমোক্ষমুখ কী? যা সেই ধর্মসমূহের (বোধিপক্ষীয় ধর্মের) আলম্বন, নিরোধ ও নির্বাণ, তাই বিমোক্ষমুখ। বিমোক্ষ এবং মুখই বিমোক্ষমুখ—বিমোক্ষমুখ।

বিমোক্ষ প্রতিলোম কী? ত্রিবিধ অকুশলমূল, ত্রিবিধ দুশ্চরিত এবং সর্ব অকুশলধর্মই বিমোক্ষ প্রতিলোম—এটাই বিমোক্ষ প্রতিলোম।

বিমোক্ষানুলোম কী? ত্রিবিধ কুশলমূল, ত্রিবিধ সুচরিত এবং সর্ব কুশলধর্মই বিমোক্ষানুলোম—এটাই বিমোক্ষানুলোম।

বিমোক্ষ-বিবর্তন কী? যথা- সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো বিবর্তন, চিত্ত-বিবর্তন, জ্ঞান-বিবর্তন, বিমোক্ষ-বিবর্তন ও সত্য-বিবর্তন। সংজাননকালে বিবর্তিত হয়—সংজ্ঞা-বিবর্তন। চিন্তাকালে বিবর্তিত হয়—চেতো-বিবর্তন। বিজাননকালে বিবর্তিত হয়—চিত্ত-বিবর্তন। জ্ঞান উৎপাদনকালে বিবর্তিত হয়—জ্ঞান-বিবর্তন। পরিত্যাগকালে বিবর্তিত হয়—বিমোক্ষ-বিবর্তন। সত্যার্থে বিবর্তিত হয়—সত্য-বিবর্তন।

যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন সেখানে চেতো-বিবর্তন; যেখানে চেতো-বিবর্তন সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন; যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন ও চেতো-বিবর্তন সেখানে চিত্ত-বিবর্তন; যেখানে চিত্ত-বিবর্তন সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন ও চেতো-বিবর্তন; যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন ও চিত্ত-বিবর্তন; সেখানে জ্ঞান-বিবর্তন। যেখানে জ্ঞান-বিবর্তন সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন, ও চিত্ত-বিবর্তন। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন, চিত্ত-বিবর্তন ও জ্ঞান-বিবর্তন সেখানে বিমোক্ষ-বিবর্তন। যেখানে বিমোক্ষ-বিবর্তন, সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন, চিত্ত-বিবর্তন ও জ্ঞান-বিবর্তন। যেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন, চিত্ত-বিবর্তন, জ্ঞান-বিবর্তন ও বিমোক্ষ-বিবর্তন সেখানে সত্য-বিবর্তন, যেখানে সত্য-বিবর্তন সেখানে সংজ্ঞা-বিবর্তন, চেতো-বিবর্তন, চিত্ত-বিবর্তন, জ্ঞান-বিবর্তন ও বিমোক্ষ-বিবর্তন। এটাই বিমোক্ষ-বিবর্তন।

বিমোক্ষ ভাবনা কী? প্রথম ধ্যানের আসেবন (অভ্যাস), ভাবনা, বহুলীকর্ম; দ্বিতীয় ধ্যানের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; তৃতীয় ধ্যানের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; চতুর্থ ধ্যানের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তির আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; স্রোতাপত্তিমার্গের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; সকৃদাগামীমার্গের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; অনাগামীমার্গের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম; এবং অর্হত্ত্বমার্গের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম—এটাই বিমোক্ষ ভাবনা।

বিমোক্ষ প্রতিপ্রশ্রব্ধি কী? প্রথম ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক, দ্বিতীয় ধ্যানের প্রতিলাভ বা বিপাক, তৃতীয় ধ্যানের... চতুর্থ ধ্যানের... আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তির... আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তির... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির প্রতিলাভ

বা বিপাক, স্রোতাপত্তিমার্গের স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গের সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গের অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বমার্গের অর্হত্ত্বফল—এটাই বিমোক্ষ প্রতিপ্রশ্রব্ধি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

বিমোক্ষ কথা সমাপ্ত।

৬. গতি কথা[১]

২৩১. গতি-সম্পত্তির জ্ঞান সম্প্রযুক্তে কত প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান সম্প্রযুক্তে কত প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? রূপাবচর দেবগণের কত প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? অরূপাবচর দেবগণের কত প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? অরূপাবচর দেবগণের কত প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়?

গতি-সম্পত্তির জ্ঞান সম্প্রযুক্তে আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান সম্প্রযুক্তে আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। রূপাবচর দেবগণের আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। অরূপাবচর দেবগণের আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

২৩২. গতি-সম্পত্তির জ্ঞান সম্প্রযুক্তে কোন আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে ত্রিবিধ হেতু কুশল[২]। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। সেজন্য বলা হয়—"কুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে দ্বিবিধ হেতু অকুশল[৩]। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। সেজন্য বলা হয়—"অকুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু অব্যাকৃত[৪]; সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত

---

[১]। "গতি" বলতে বুঝায় সত্ত্বগণের গমন, জন্মগ্রহণ, উৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাব স্থান। গতি পাঁচ প্রকার; যথা : নরক, তীর্যক, প্রেত, মনুষ্য এবং দেবগতি। এখানে মনুষ্য এবং দেব এই দুই গতি সম্পত্তির কথা আলোচিত হয়েছে।—বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি পৃ. ১০৭।

[২]। অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

[৩]। লোভ ও দ্বেষ।

[৪]। অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

প্রত্যয় হয়। সেজন্য বলা হয়—"নামরূপ প্রত্যয়ই বিজ্ঞান; বিজ্ঞান প্রত্যয়ই নামরূপ"।

প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চস্কন্ধ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে চারি মহাভূত সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয় ও নিশ্রয় প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ জীবন সংস্কার সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে অরূপীর চারি স্কন্ধ[১] (নামস্কন্ধ) সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম ও বিজ্ঞান সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই আটাশ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। গতি-সম্পত্তির জ্ঞান সম্প্রযুক্তে এই আট

প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান সম্প্রযুক্তে কোন আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে ত্রিবিধ হেতু কুশল; সেই ক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"কুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু অব্যাকৃত[২]; সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। সেজন্য বলা হয়—"নামরূপ প্রত্যয়ই বিজ্ঞান; বিজ্ঞান প্রত্যয়ই নামরূপ"।

প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চস্কন্ধ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে চারি মহাভূত সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয় ও নিশ্রয় প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ জীবন সংস্কার

---

[১]। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি চিত্ত)।

[২]। অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে অরূপীর চারি স্কন্ধ[১] (নামস্কন্ধ) সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম ও বিজ্ঞান সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই আটাশ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান সম্প্রযুক্তে এই আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

রূপাবচর দেবগণের কোন আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে ত্রিবিধ হেতু কুশল।... রূপাবচর দেবগণের এই আট প্রকার হেতুর প্রতয় উৎপন্ন হয়।

অরূপাবচর দেবগণের কোন আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে ত্রিবিধ হেতু কুশল। সেই ক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"কুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। নিকন্তিক্ষণে বা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে দুই হেতু অকুশল; সেই ক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"অকুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু অব্যাকৃত[২]; সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। সেজন্য বলা হয়—"নামরূপ প্রত্যয়ই বিজ্ঞান; বিজ্ঞান প্রত্যয়ই নামরূপ"।

প্রতিসন্ধিক্ষণে অরূপীর চারি স্বন্ধ (নামস্কন্ধ) সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয় সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়।

---

[১]। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি চিত্ত)।

[২]। অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ হেতু সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম বা বিজ্ঞান সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। অরূপাবচর দেবগণের এই আট প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

২৩৩. গতি-সম্পত্তির জ্ঞান বিপ্রযুক্তে কয়টি হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান বিপ্রযুক্তে কয়টি হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়?

গতি-সম্পত্তির জ্ঞান বিপ্রযুক্তে ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি ও কামাবচর দেবগণের জ্ঞান বিপ্রযুক্তে ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

গতি-সম্পত্তির জ্ঞান বিপ্রযুক্তে কোন ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে দ্বিবিধ হেতু কুশল। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"কুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। নিকন্তি বা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে দ্বিবিধ হেতু অকুশল। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"অকুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"। প্রতিসন্ধিক্ষণে দ্বিবিধ হেতু অব্যাকৃত। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়-"নামরূপ প্রত্যয়ই বিজ্ঞান; বিজ্ঞান প্রত্যয়ই নামরূপ"।

প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চস্কন্ধ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে চারি মহাভূত সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয় এবং নিশ্রয় প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে ত্রিবিধ জীবন সংস্কার সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপ সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই চৌদ্দ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে অরূপীর চারি স্কন্ধ (নামস্কন্ধ) সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে চারি ইন্দ্রিয় সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে দ্বিবিধ হেতু সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম ও বিজ্ঞান সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে

এই দ্বাদশ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় এবং সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। প্রতিসন্ধিক্ষণে এই ছাব্বিশ প্রকার ধর্ম সহজাত প্রত্যয়, পারস্পরিক প্রত্যয়, নিশ্রয় প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়। গতি-সম্পত্তির জ্ঞান বিপ্রযুক্তে এই ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি এবং কামাবচর দেবগণের জ্ঞান বিপ্রযুক্তে কোন ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়? কুশলকর্মের জবনক্ষণে দ্বিবিধ হেতু কুশল। সেক্ষণে জাত চেতনার সহজাত প্রত্যয় হয়। তাই বলা হয়—"কুশলমূল প্রত্যয়ই সংস্কার"।... সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত গৃহপতি এবং কামাবচর দেবগণের জ্ঞান বিপ্রযুক্তে এই ছয় প্রকার হেতুর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

গতি কথা সমাপ্ত।

৭. কর্ম কথা

২৩৪. নিষ্ক্রিয় কর্ম এবং নিষ্ক্রিয় কর্মবিপাক। নিষ্ক্রিয় কর্ম কিন্তু সক্রিয় কর্মবিপাক। নিষ্ক্রিয় কর্ম ছিল না, কিন্তু সক্রিয় কর্মবিপাক আছে। নিষ্ক্রিয় কর্ম ছিল কিন্তু সক্রিয় কর্মবিপাক নেই। নিষ্ক্রিয় কর্ম ছিল এবং সক্রিয় কর্মবিপাক হবে। সক্রিয় কর্ম ছিল কিন্তু সক্রিয় কর্মবিপাক হবে না। (অতীতের ক্ষেত্রে)।

কর্ম আছে এবং কর্মবিপাকও আছে। কর্ম আছে কিন্তু কর্মবিপাক নেই। বর্তমানে কর্ম আছে, কর্মবিপাক হবে। বর্তমানে কর্ম আছে, কিন্তু কর্মবিপাক হবে না। কর্ম থাকবে এবং কর্মবিপাক হবে। (বর্তমানের ক্ষেত্রে)।

ভবিষ্যতে কর্ম থাকবে এবং কর্মবিপাক হবে। ভবিষ্যতে কর্ম থাকবে কিন্তু কর্মবিপাক হবে না। (ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে)।

২৩৫. অতীতে কুশলকর্ম ছিল, কুশলকর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে কুশলকর্ম ছিল, কিন্তু কুশলকর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে কুশলকর্ম ছিল, বর্তমানে সেই কুশলকর্মের বিপাক আছে। অতীতে কুশলকর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই কুশলকর্মের বিপাক নেই। অতীতে কুশলকর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই কুশলকর্মের বিপাক হবে। অতীতে কুশলকর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে কুশলকর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে কুশলকর্ম আছে, কুশলকর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে কুশলকর্ম আছে, কিন্তু কুশলকর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে কুশলকর্ম আছে, সেই কুশলকর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে কুশলকর্ম আছে, কিন্তু সেই

কুশলকর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে কুশলকর্ম হবে, সেই কুশলকর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে কুশলকর্ম হবে, কিন্তু সেই কুশলকর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, অকুশলকর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, কিন্তু অকুশলকর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, বর্তমানে সেই অকুশলকর্মের বিপাক আছে। অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই অকুশলকর্মের বিপাক নেই। অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই অকুশলকর্মের বিপাক হবে। অতীতে অকুশলকর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে অকুশলকর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে অকুশলকর্ম আছে, অকুশলকর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে অকুশলকর্ম আছে, কিন্তু অকুশলকর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে অকুশলকর্ম আছে, সেই অকুশলকর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে অকুশলকর্ম আছে, কিন্তু সেই অকুশলকর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে অকুশলকর্ম হবে, সেই অকুশলকর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে অকুশলকর্ম হবে, কিন্তু সেই অকুশলকর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে বর্জনীয় (পাপ) কর্ম ছিল, বর্জনীয় কর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে বর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু বর্জনীয় কর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে বর্জনীয় কর্ম ছিল, বর্তমানে সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক আছে। অতীতে বর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক নেই। অতীতে বর্জনীয় কর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে। অতীতে বর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে বর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে বর্জনীয় কর্ম আছে, বর্জনীয় কর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে বর্জনীয় কর্ম আছে, কিন্তু বর্জনীয় কর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে বর্জনীয় কর্ম আছে, সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে বর্জনীয় কর্ম আছে, কিন্তু সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে বর্জনীয় কর্ম হবে, সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে বর্জনীয় কর্ম হবে, কিন্তু সেই বর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে অবর্জনীয় (নিষ্পাপ) কর্ম ছিল, অবর্জনীয় কর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে অবর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু অবর্জনীয় কর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে অবর্জনীয় কর্ম ছিল, বর্তমানে সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক আছে। অতীতে অবর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক নেই। অতীতে অবর্জনীয় কর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে।

অতীতে অবর্জনীয় কর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে অবর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে অবর্জনীয় কর্ম আছে, অবর্জনীয় কর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে অবর্জনীয় কর্ম আছে, কিন্তু অবর্জনীয় কর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে অবর্জনীয় কর্ম আছে, সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে অবর্জনীয় কর্ম আছে, কিন্তু সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে অবর্জনীয় কর্ম হবে, সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে অবর্জনীয় কর্ম হবে, কিন্তু সেই অবর্জনীয় কর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, কৃষ্ণকর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, কিন্তু কৃষ্ণকর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, বর্তমানে সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক আছে। অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক নেই। অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক হবে। অতীতে কৃষ্ণকর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষ্ণকর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে কৃষ্ণকর্ম আছে, কৃষ্ণকর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে কৃষ্ণকর্ম আছে, কিন্তু কৃষ্ণকর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে কৃষ্ণকর্ম আছে, সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে কৃষ্ণকর্ম আছে, কিন্তু সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে কৃষ্ণকর্ম হবে, সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে কৃষ্ণকর্ম হবে, কিন্তু সেই কৃষ্ণকর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, শুক্লকর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, কিন্তু শুক্লকর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, বর্তমানে সেই শুক্লকর্মের বিপাক আছে। অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই শুক্লকর্মের বিপাক নেই। অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই শুক্লকর্মের বিপাক হবে। অতীতে শুক্লকর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে শুক্লকর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে শুক্লকর্ম আছে, শুক্লকর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে শুক্লকর্ম আছে, কিন্তু শুক্লকর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে শুক্লকর্ম আছে, সেই শুক্লকর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে শুক্লকর্ম আছে, কিন্তু সেই শুক্লকর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে শুক্লকর্ম হবে, সেই শুক্লকর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে শুক্লকর্ম হবে, কিন্তু সেই শুক্লকর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, সুখ উদ্রেককর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, বর্তমানে সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক আছে। অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক নেই। অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে। অতীতে সুখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে সুখ উদ্রেককর্ম আছে, সুখ উদ্রেককর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে সুখ উদ্রেককর্ম আছে, কিন্তু সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে সুখ উদ্রেককর্ম আছে, সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে সুখ উদ্রেককর্ম আছে, কিন্তু সেই সুখ উদ্রেক কর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে সুখ উদ্রেককর্ম হবে, সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে সুখ উদ্রেককর্ম হবে, কিন্তু সেই সুখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, বর্তমানে সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক আছে। অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক নেই। অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে। অতীতে দুঃখ উদ্রেককর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে দুঃখ উদ্রেককর্ম আছে, দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে দুঃখ উদ্রেককর্ম আছে, কিন্তু দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে দুঃখ উদ্রেককর্ম আছে, সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে দুঃখ উদ্রেককর্ম আছে, কিন্তু সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে দুঃখ উদ্রেককর্ম হবে, সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে দুঃখ উদ্রেককর্ম হবে, কিন্তু সেই দুঃখ উদ্রেককর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, সুখ বিপাক কর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু সুখ বিপাক কর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, বর্তমানে সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাক আছে। অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সুখ বিপাক কর্মের

বিপাক নেই। অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে। অতীতে সুখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সুখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে সুখ বিপাক কর্ম আছে, সুখ বিপাক কর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে সুখ বিপাক কর্ম আছে, কিন্তু সুখ বিপাক কর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে সুখ বিপাক কর্ম আছে, সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে সুখ বিপাক কর্ম আছে, কিন্তু সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে সুখ বিপাক কর্ম হবে, সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে সুখ বিপাক কর্ম হবে, কিন্তু সেই সুখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাকও ছিল। অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক ছিল না। অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, বর্তমানে সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক আছে। অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক নেই। অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, ভবিষ্যতে সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে। অতীতে দুঃখ বিপাক কর্ম ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

বর্তমানে দুঃখ বিপাক কর্ম আছে, দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাকও আছে। বর্তমানে দুঃখ বিপাক কর্ম আছে, কিন্তু দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক নেই। বর্তমানে দুঃখ বিপাক কর্ম আছে, সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে। বর্তমানে দুঃখ বিপাক কর্ম আছে, কিন্তু সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

ভবিষ্যতে দুঃখ বিপাক কর্ম হবে, সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাকও হবে। ভবিষ্যতে দুঃখ বিপাক কর্ম হবে, কিন্তু সেই দুঃখ বিপাক কর্মের বিপাক হবে না।

কর্ম কথা সমাপ্ত।

৮. বিপর্যয় কথা

২৩৬. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় ও দৃষ্টি বিপর্যয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? অনিত্যে নিত্য ধারণাই হচ্ছে

সংজ্ঞা বিপর্যয় ও চিত্ত বিপর্যয়, দৃষ্টি বিপর্যয়। দুঃখে সুখ ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় ও দৃষ্টি বিপর্যয়। অনাত্মে আত্মা ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় ও দৃষ্টি বিপর্যয়। অশুভে শুভ ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় ও দৃষ্টি বিপর্যয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় এবং দৃষ্টি বিপর্যয়"।

"ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় ও দৃষ্টি অবিপর্যয়ও চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? অনিত্যে অনিত্য ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় ও দৃষ্টি অবিপর্যয়। দুঃখে দুঃখ ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় ও দৃষ্টি অবিপর্যয়। অনাত্মে আত্মা ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় ও দৃষ্টি অবিপর্যয় হয়। অশুভে অশুভ ধারণাই হচ্ছে সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় ও দৃষ্টি অবিপর্যয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার সংজ্ঞা অবিপর্যয়, চিত্ত অবিপর্যয় এবং দৃষ্টি অবিপর্যয়"।

"অনিত্যে নিত্য, দুঃখে সুখ চিন্তনে,
অনাত্মে আত্মা, অশুভে শুভ ধারণে।
সেজন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ জানবে সকলে,
চিত্ত তার বিপর্যয়, সত্য-মিথ্যা বিকলে।
যেজন নহি মুক্ত, শৃঙ্খলিত মারের বন্ধনে,
অবিরমে পরিভ্রমণ তার, জন্ম-মৃত্যুর অধীনে।
ধরাতলে উৎপন্নে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ভগবান,
তখনি প্রকাশেন, দুঃখোপশম ধর্ম মহান।
সচিত্তে লব্ধ এ ধর্ম, মহাপ্রাজ্ঞ যাঁরা,
অনিত্যে অনিত্য, দুঃখে দুঃখ জ্ঞাত তাঁরা।
অনাত্মে অনাত্ম, অশুভে অশুভ দর্শনে,
সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা, সর্ব দুঃখ অতিক্রমে"[১]।

এই চারি বিপর্যয় দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্গালের (কিছু বিষয়) প্রহীন হয় এবং (কিছু বিষয়) অপ্রহীন হয়। কোন বিষয় প্রহীন হয় আর কোন বিষয় অপ্রহীন হয়? অনিত্যে নিত্য ধারণায় সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় ও দৃষ্টি বিপর্যয় প্রহীন হয়। দুঃখে সুখ ধারণায় সংজ্ঞা ও চিত্ত উৎপন্ন হয়; দৃষ্টি বিপর্যয় প্রহীন হয়। অনাত্মে আত্মা ধারণায় সংজ্ঞা বিপর্যয়, চিত্ত বিপর্যয় এবং দৃষ্টি বিপর্যয়

---

[১]। বিপর্যয় কথার এই অংশ পর্যন্ত অঙ্গুত্তরনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড বা চতুর্থ নিপাতে ৪৯ নং সূত্রে পুনরাবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়।

প্রহীন হয়। অশুভে শুভ ধারণায় সংজ্ঞা ও চিত্ত উৎপন্ন হয়; দৃষ্টি বিপর্যয় প্রহীন হয়। দ্বিবিধ বস্তু বা বিষয়ে ছয় প্রকার বিপর্যয় প্রহীন হয়। দ্বিবিধ বিষয়ে দুই প্রকার বিপর্যয় প্রহীন হয় ও চার প্রকার বিপর্যয় অপ্রহীন হয়। চারি বস্তু বা বিষয়ে আট প্রকার বিপর্যয় প্রহীন হয় এবং চার প্রকার বিপর্যয় অপ্রহীন হয়।

বিপর্যয় কথা সমাপ্ত।

৯. মার্গ কথা

২৩৭. 'মাগ, মার্গ' বলা হয়, কোন অর্থে মার্গ? স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে দর্শনার্থে সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু; সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

অভিনিরোপনার্থে সম্যক সংকল্প, মিথ্যাসংকল্প প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

পরিগ্রহার্থে সম্যক বাক্য, মিথ্যা বাক্য প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ... ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

সমুত্থানার্থে সম্যক কর্ম, মিথ্যাকর্ম প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমুহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ

এবং হেতু।

পরিশুদ্ধার্থে সম্যক জীবিকা, মিথ্যা জীবিকা প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

প্রগ্রহ বা উদ্যমার্থে সম্যক প্রচেষ্টা, মিথ্যাপ্রচেষ্টা প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

উপস্থাপনার্থে সম্যক স্মৃতি, মিথ্যাস্মৃতি প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।।

অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি, মিথ্যাসমাধি প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ এবং হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু ও নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি স্থূল কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন, স্থূল কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয় প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু; সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য

মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু; নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বানা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন, অনুসহগত কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয় প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু; নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয় প্রহীনের জন্য মার্গ এবং হেতু, সহজাত ধর্মসমূহ উপশমের জন্য মার্গ এবং হেতু; ক্লেশসমূহ ধ্বংসের জন্য মার্গ এবং হেতু; প্রতিবেধাদি বিশোধনের জন্য এবং হেতু; চিত্ত অধিষ্ঠানের জন্য মার্গ এবং হেতু; চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য মার্গ এবং হেতু; বিশেষাধিগমের জন্য মার্গ হেতু; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধের জন্য মার্গ এবং হেতু; সত্যাভিসময়ের জন্য মার্গ এবং হেতু; নিরোধে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য মার্গ এবং হেতু।

দর্শনমার্গ সম্যক দৃষ্টি, অভিনিরোপনমার্গ সম্যক সংকল্প, পরিগ্রহমার্গ সম্যক বাক্য, সমুত্থানমার্গ সম্যক কর্ম, পরিশুদ্ধমার্গ সম্যক জীবিকা, প্রগ্রহমার্গ বা উদ্যমমার্গ সম্যক প্রচেষ্টা, উপস্থানমার্গ সম্যক স্মৃতি, অবিক্ষেপমার্গ সম্যক সমাধি। উপস্থাপনমার্গ স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রবিচয়মার্গ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রগ্রহমার্গ বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্ফুরণমার্গ প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপশমমার্গ প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অবিক্ষেপমার্গ সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রতিসংখ্যানমার্গ বা বিবেচনমার্গ উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ।

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতমার্গ শ্রদ্ধাবল, আলস্যে অকম্পিতমার্গ বীর্যবল, প্রমাদে অকম্পিতমার্গ স্মৃতিবল, ঔদ্ধত্যে অকম্পিতমার্গ সমাধিবল, অবিদ্যায় অকম্পিতমার্গ প্রজ্ঞাবল। অধিমোক্ষমার্গ প্রদ্ধেন্দ্রিয়, প্রগ্রহমার্গ বা উদ্যমমার্গ

বীর্যেন্দ্রিয়, উপস্থাপনমার্গ স্মৃতীন্দ্রিয়, অবিক্ষেপমার্গ সমাধি ইন্দ্রিয় ও দর্শনমার্গ প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

আধিপত্যার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয় মার্গ, অকম্পিতার্থ দ্বারা বল মার্গ, মোক্ষার্থ দ্বারা বোজ্ঝাঙ্গ মার্গ, হেত্বার্থ দ্বারা মার্গাঙ্গ মার্গ, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিপ্রস্থান মার্গ, প্রধানার্থ দ্বারা সম্যক প্রধান মার্গ, সমৃদ্ধার্থ দ্বারা ঋদ্ধিপাদ মার্গ, সত্যার্থ দ্বারা সত্য মার্গ, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা শমথ মার্গ, অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন মার্গ, একরসার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন মার্গ, অনতিক্রমার্থ দ্বারা যুগনদ্ধ মার্গ, সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি মার্গ, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি মার্গ, দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধি মার্গ, মুক্তার্থ দ্বারা বিমোক্ষ মার্গ, প্রতিবেধার্থ দ্বারা বিদ্যা মার্গ, পরিত্যাগার্থ দ্বারা বিমুক্তি মার্গ, সমুচ্ছেদার্থ দ্বারা ক্ষয়জ্ঞান মার্গ, মূলার্থ দ্বারা ছন্দ মার্গ, সমুত্থানার্থ দ্বারা মনযোগ মার্গ, সমোধানার্থ দ্বারা স্পর্শ মার্গ, সমোসরণার্থ দ্বারা বেদনা মার্গ, প্রমুখার্থ দ্বারা সমাধি মার্গ, আধিপত্যার্থ দ্বারা স্মৃতি মার্গ, সর্বোত্তমার্থ দ্বারা প্রজ্ঞা মার্গ, সারার্থ দ্বারা বিমুক্তি মার্গ এবং পর্যাবসানার্থ দ্বারা অমৃতময় নির্বাণ মার্গ[১]।

মার্গ কথা সমাপ্ত।

১০. মণ্ডপেয়্য[২] কথা

২৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে মণ্ডপেয়্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। ত্রিবিধ মণ্ড শাস্তার সম্মুখীভূত। শাস্তার সম্মুখীভূত ত্রিবিধ মণ্ড হচ্ছে; যথা : দেশনামণ্ড, প্রতিগ্রহমণ্ড ও ব্রহ্মচর্যমণ্ড"।

দেশনামণ্ড কী? চারি আর্যসত্য, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠাপন, বিবরণ, বিভাজন এবং ব্যাখ্যাকরণ—এটাই দেশনামণ্ড।

প্রতিগ্রহমণ্ড কী? ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, দেব-মনুষ্য এবং

---

[১]। নির্বাণকে কোন মার্গ বলা হয়েছে, তার উত্তর হচ্ছে, এই সংসার দুঃখাভিভূত দুঃখ নিঃসরণার্থিক সৎপুরুষগণের দ্বারা নির্বাণগামীমার্গ অনুসৃত হয় বলে নির্বাণমার্গ বলা হয়েছে।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ, পৃ, ১০৯, ড. ভিক্ষু জিনবোধি।

[২]। মণ্ডপেয়্য হচ্ছে দুধের সরের ন্যায় এক প্রকার উত্তম পানীয়। কিন্তু এখানে মণ্ডপেয়্য বলতে বুদ্ধশাসনে ব্রহ্মচর্যকে বুঝানো হয়েছে। যাঁদের শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত হয়েছে, বুদ্ধ শাসনে ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন, নির্মল এবং বিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের হিতসুখকর মণ্ডপেয়্য ধর্মদেশনা করা হয়েছে।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ, পৃ, ১০৯, ড. ভিক্ষু জিনবোধি।

অন্যান্য যাঁরা বিজ্ঞ—এটাই প্রতিগ্রহমণ্ড।

ব্রহ্মচর্যমণ্ড কী? ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এটাই ব্রহ্মচর্যমণ্ড।

২৩৯. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় হচ্ছে অধিমোক্ষমণ্ড, অশ্রদ্ধা হচ্ছে মালিন্য; অশ্রদ্ধারূপ মালিন্য বিদূরিত করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। বীর্যেন্দ্রিয় হচ্ছে প্রগ্রহমণ্ড, আলস্য হচ্ছে মালিন্য; আলস্যরূপ মালিন্য বিদূরিত করে বীর্যেন্দ্রিয়ের প্রগ্রহমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। স্মৃতীন্দ্রিয় হচ্ছে উপস্থাপনমণ্ড, প্রমাদ হচ্ছে মালিন্য; প্রমাদরূপ মালিন্য বিদূরিত করে স্মৃতীন্দ্রিয়ের উপস্থাপনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সমাধীন্দ্রিয় হচ্ছে অবিক্ষেপমণ্ড, চঞ্চলতা হচ্ছে মালিন্য; চঞ্চলতারূপ মালিন্য বিদূরিত করে সমাধীন্দ্রিয়ের অবিক্ষেপমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় হচ্ছে দর্শনমণ্ড, অবিদ্যা হচ্ছে মালিন্য; অবিদ্যারূপ মালিন্য বিদূরিত করে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের দর্শনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য।

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতমণ্ড হচ্ছে শ্রদ্ধাবল, অশ্রদ্ধা হচ্ছে মালিন্য; অশ্রদ্ধারূপ মালিন্য বিদূরিত করে শ্রদ্ধাবলের অশ্রদ্ধায় অকম্পিতমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। আলস্যে অকম্পিতমণ্ড হচ্ছে বীর্যবল, আলস্য হচ্ছে মালিন্য; আলস্যরূপ মালিন্য বিদূরিত করে বীর্যবলের আলস্যে অকম্পিতমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। প্রমাদে অকম্পিতমণ্ড হচ্ছে স্মৃতিবল, প্রমাদ হচ্ছে মালিন্য; প্রমাদরূপ মালিন্য বিদূরিত করে স্মৃতিবলের প্রমাদে অকম্পিতমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। চঞ্চলতায় অকম্পিতমণ্ড হচ্ছে সমাধিবল, চঞ্চলতা হচ্ছে মালিন্য; চঞ্চলতারূপ মালিন্য বিদূরিত করে সমাধিবলের চঞ্চলতায় অকম্পিতমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। অবিদ্যায় অকম্পিতমণ্ড হচ্ছে প্রজ্ঞাবল, অবিদ্যা হচ্ছে মালিন্য; অবিদ্যারূপ মালিন্য বিদূরিত করে প্রজ্ঞাবলের অবিদ্যায় অকম্পিতমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য।

স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ হচ্ছে উপস্থাপনমণ্ড, প্রমাদ হচ্ছে মালিন্য; প্রমাদরূপ মালিন্য বিদূরিত করে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের উপস্থাপনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। ধর্মবিচয় হচ্ছে সম্বোজ্ঝাঙ্গ প্রবিচয়মণ্ড, অবিদ্যা হচ্ছে মালিন্য; অবিদ্যারূপ মালিন্য বিদূরিত করে ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের প্রবিচয়মণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ হচ্ছে প্রগ্রহমণ্ড, আলস্য হচ্ছে মালিন্য; আলস্যরূপ মালিন্য বিদূরিত করে বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের প্রগ্রহমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য।

প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ হচ্ছে স্ফুরণমণ্ড, পরিদাহ হচ্ছে মালিন্য; পরিদাহরূপ মালিন্য বিদূরিত করে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের স্ফুরণমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ হচ্ছে উপশমমণ্ড, পাপচার হচ্ছে মালিন্য; পাপাচাররূপ মালিন্য বিদূরিত করে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের উপশমমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ অবিক্ষেপমণ্ড, চঞ্চলতা হচ্ছে মালিন্য; চঞ্চলতারূপ মালিন্য বিদূরিত করে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের হচ্ছে অবিক্ষেপমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ হচ্ছে প্রতিসংখ্যা বা বিবেচনমণ্ড, অবিবেচন হচ্ছে মালিন্য; অবিবেচনরূপ মালিন্য বিদূরিত করে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের বিবেচনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য।

সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে দর্শনমণ্ড, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যাদৃষ্টিরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক দৃষ্টির দর্শনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক সংকল্প অভিনিরোপনমণ্ড, মিথ্যাসংকল্প হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যাসংকল্পরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক সংকল্পের অভিনিরোপনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক বাক্য হচ্ছে পরিগ্রহমণ্ড, মিথ্যা বাক্য হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যা বাক্যরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক বাক্যের পরিগ্রহমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক কর্ম সমুত্থানমণ্ড, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যাকর্মরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক কর্মের সমুত্থানমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক জীবিকা পরিশুদ্ধমণ্ড, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যা জীবিকারূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক জীবিকার পরিশুদ্ধমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রগ্রহমণ্ড, মিথ্যাপ্রচেষ্টোরূপ হচ্ছে মালিন্য; মিথ্যাপ্রচেষ্টা মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক প্রচেষ্টার প্রগ্রহমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক স্মৃতি হচ্ছে উপস্থাপনমণ্ড, মিথ্যাস্মৃতি মালিন্য, মিথ্যাস্মৃতিরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক স্মৃতির উপস্থাপনমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য। সম্যক সমাধি হচ্ছে অবিক্ষেপমণ্ড, মিথ্যাসমাধি মালিন্য; মিথ্যাসমাধিরূপ মালিন্য বিদূরিত করে সম্যক সমাধির অবিক্ষেপমণ্ড পান করে—মণ্ডপেয়্য।

২৪০. মণ্ড আছে, পেয়্য আছে এবং মালিন্যও আছে। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় হচ্ছে অধিমোক্ষমণ্ড, অশ্রদ্ধা হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। বীর্যেন্দ্রিয় হচ্ছে প্রগ্রহমণ্ড, আলস্য হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। স্মৃতীন্দ্রিয় হচ্ছে উপস্থাপনমণ্ড, প্রমাদ হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। সমাধীন্দ্রিয় হচ্ছে অবিক্ষেপমণ্ড, চঞ্চলতা হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়

হচ্ছে দর্শনমণ্ড, অবিদ্যা হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য।

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতমণ্ড শ্রদ্ধাবল, অশ্রদ্ধা মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। আলস্যে অকম্পিতমণ্ড বীর্যবল, আলস্য মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রমাদে অকম্পিতমণ্ড স্মৃতিবল, প্রমাদ মালিন্য; তন্মধ্যে য অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। চঞ্চলতায় অকম্পিতমণ্ড সমাধিবল, চঞ্চলতা মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। অবিদ্যায় অকম্পিতমণ্ড প্রজ্ঞাবল, অবিদ্যা মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য।

উপস্থাপনমণ্ড স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রমাদ মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রবিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা)-মণ্ড ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অবিদ্যা হচ্ছে মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রগ্রহমণ্ড বা উদ্যমমণ্ড বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আলস্য মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। স্ফুরণমণ্ড প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পরিদাহ (মনঃকষ্ট) মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। উপশমমণ্ড প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পাপাচার মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। অবিক্ষেপমণ্ড সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, চঞ্চলতা মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রতিসংখ্যানমণ্ড বা বিবেচনমণ্ড উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অবিবেচন মালিন্য; তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য।

দর্শনমণ্ড সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। অভিনিরোপনমণ্ড সম্যক সংকল্প, মিথ্যাসংকল্প মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। পরিগ্রহমণ্ড বা সংযমমণ্ড সম্যক বাক্য, মিথ্যা বাক্য মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। সমুত্থান (কার্যারম্ভ)-মণ্ড সম্যক কর্ম, মিথ্যাকর্ম মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। পরিশুদ্ধমণ্ড সম্যক জীবিকা, মিথ্যা জীবিকা মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। প্রগ্রহমণ্ড সম্যক প্রচেষ্টা, মিথ্যাপ্রচেষ্টা মালিন্য, তন্মদ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য। উপস্থাপনমণ্ড সম্যক স্মৃতি, মিথ্যাস্মৃতি মালিন্য, তন্মধ্যে যা অর্থরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা

পেয়্য। অবিক্ষেপমণ্ড সম্যক সমাধি, মিথ্যাসমাধি মালিন্য, তন্মধ্যে যা অথরস, ধর্মরস ও বিমুক্তিরস—ইহা পেয়্য।

দর্শনমণ্ড হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি... অভিনিরোপনমণ্ড হচ্ছে সম্যক সংকল্প... পরিগ্রহমণ্ড হচ্ছে সম্যক বাক্য... সমুত্থানমণ্ড হচ্ছে সম্যক কর্ম... পরিশুদ্ধমণ্ড হচ্ছে সম্যক জীবিকা... প্রগ্রহমণ্ড হচ্ছে সম্যক প্রচেষ্টা... উপস্থাপনমণ্ড হচ্ছে সম্যক স্মৃতি... অবিক্ষেপমণ্ড হচ্ছে সম্যক সমাধি...।

উপস্থাপনমণ্ড হচ্ছে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রবিচয়মণ্ড হচ্ছে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রগ্রহমণ্ড হচ্ছে বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ... স্ফুরণমণ্ড হচ্ছে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... উপশমমণ্ড হচ্ছে প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... অবিক্ষেপমণ্ড হচ্ছে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রতিসংখ্যানমণ্ড বা বিবেচনমণ্ড হচ্ছে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ...।

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতমণ্ড শ্রদ্ধাবল... আলস্যে অকম্পিতমণ্ড বীর্যবল... প্রমাদে অকম্পিতমণ্ডস্মৃতিবল... চঞ্চলতায় অকম্পিতমণ্ড সমাধিবল... অবিদ্যায় অকম্পিতমণ্ড প্রজ্ঞাবল।

অধিমোক্ষমণ্ড শ্রদ্ধেন্দ্রিয়... প্রগ্রহমণ্ড বা উদ্যমমণ্ড বীর্যেন্দ্রিয়... উপস্থাপনমণ্ড স্মৃতীন্দ্রিয়... অবিক্ষেপমণ্ড সমাধীন্দ্রিয়... দর্শনমণ্ড প্রজ্ঞেন্দ্রিয়...।

আধিপত্যার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয় মণ্ড, অকম্পিতার্থ দ্বারা বল মণ্ড, মোক্ষার্থ দ্বারা বোজ্ঝাঙ্গ মণ্ড, হেত্বার্থ দ্বারা মার্গ মণ্ড, উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিপ্রস্থান মণ্ড, প্রধানার্থ দ্বারা সম্যক-প্রধান মণ্ড, সমৃদ্ধার্থ দ্বারা ঋদ্ধিপাদ মণ্ড, সত্যার্থ দ্বারা সত্য মণ্ড, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা শমথ মণ্ড, অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন মণ্ড, একরসার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন মণ্ড, অনতিক্রমার্থ দ্বারা যুগনদ্ধ মণ্ড, সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি মণ্ড, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি মণ্ড, দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধি মণ্ড, মুক্তার্থ দ্বারা বিমোক্ষ মণ্ড, প্রতিবেধার্থ দ্বারা বিদ্যা মণ্ড, পরিত্যাগার্থ দ্বারা বিমুক্তি মণ্ড, সমুচ্ছেদার্থ দ্বারা ক্ষয়জ্ঞান মণ্ড, প্রতিপ্রশ্রব্ধার্থ দ্বারা অনুৎপত্তি-জ্ঞান মণ্ড,[১] মূলার্থ দ্বারা ছন্দ মণ্ড, সমুত্থানার্থ দ্বারা মনযোগ মণ্ড, সমোধানার্থ দ্বারা স্পর্শ মণ্ড, সমোসরণার্থ দ্বারা বেদনা মণ্ড, প্রমুখার্থ দ্বারা সমাধি মণ্ড, আধিপত্যার্থ দ্বারা স্মৃতি মণ্ড, সর্বোত্তমার্থ দ্বারা প্রজ্ঞা মণ্ড, সারার্থ

---

[১]। অনুপ্পাদে ঞাণং = উৎপন্ন বা জন্ম না হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ অর্হত্ত্বফলজ্ঞান।

দ্বারা বিমুক্তি মণ্ড এবং পর্যাবসানার্থ দ্বারা অমৃতময় নির্বাণ মণ্ড[১]।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

মণ্ডপেয়্য কথা সমাপ্ত

মহাবর্গ প্রথম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

জ্ঞানদৃষ্টি, নিঃশ্বাস, ইন্দ্রিয়, বিমোক্ষ পঞ্চম,
গতি, কর্ম, বিপর্যয়, মার্গ মণ্ডে হয় দশম,
নিকায়ধরগণে রক্ষিত, অসম প্রবর বরবর্গ প্রথম।

---

[১]। নির্বাণকে কেন মণ্ড বলা হয়েছে, তার উত্তর হচ্ছে—এই সংসার দুঃখাভিভূত দুঃখ নিঃসরণার্থিক সৎপুরুষগণের দ্বারা নির্বাণগামীমার্গ অনুসৃত হয় বলে নির্বাণকে মণ্ড বলা হয়েছে।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ, পৃ, ১১০, ড. ভিক্ষু জিনবোধি।

২. যুগনদ্ধ বর্গ

১. যুগনদ্ধ[1] কথা

১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে[2] অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান আনন্দ "হে আবুসো, ভিক্ষুগণ," বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও "হ্যাঁ আবুসো" বলে আয়ুষ্মান আনন্দের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন :

"হে আবুসোগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার কাছে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির কথা বলে থাকেন, সর্বতোভাবে তিনি চারি মার্গের মধ্যে যেকোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে প্রকাশ করেন। সেই চার প্রকার মার্গ কী কী?

"আবুসোগণ, এখানে ভিক্ষু শমথের পরে বিদর্শন ভাবনা করেন। শমথের পরে বিদর্শন ভাবনা করার ফলে তাঁর মার্গ উৎপন্ন হয়। তিনি সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন। সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

"পুনশ্চ, আবুসোগণ, ভিক্ষু বিদর্শনের পরে শমথ ভাবনা করেন। বিদর্শনের পরে শমথ ভাবনা করার ফলে তাঁর মার্গ উৎপন্ন হয়। তিনি সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন। সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।"

"পুনশ্চ, আবুসোগণ, ভিক্ষু শমথ ও বিদর্শন উভয়ই একসাথে ভাবনা করেন। শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করার ফলে তাঁর মার্গ উৎপন্ন হয়। তিনি সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন। সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন

---

[1]। যুগনদ্ধ শব্দের অর্থ সংযুক্ত, যৌথ (coupling) অর্থাৎ দুয়ের সমন্বয় জোড়া।

[2]। কৌশাম্বী উত্তর ভারতীয় (বর্তমান উত্তর প্রদেশস্থ) এক প্রাচীন রাজধানীর নাম। ঘোষিতারাম এই কৌশাম্বীর অন্তর্গত ভিক্ষুনিবাস। এটা ঘোষিত (বা ঘোষক) শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পয়েছিল। এজন্য এর নামও হয়েছিল 'ঘোষিতারাম'।

এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।"

"পুনশ্চ, আবুসোগণ, ভিক্ষুর মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়। সেসময় তাঁর চিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে শান্ত, প্রশান্ত, একীভূত ও সমাধিস্থ হয়। তাঁর মার্গ উৎপন্ন হয়। তিনি সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন। সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।"

"আবুসোগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার কাছে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির কথা বলে থাকেন, সর্বতোভাবে তিনি এই চারি মার্গের মধ্যে যেকোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।"[১]

১. সূত্রান্ত বর্ণনা

২. কীরূপে শমথের পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করেন? নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্তের একগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। তথায় জাত ধর্মে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন। এরূপে প্রথমে শমথ এবং পরে বিদর্শন। সেজন্য বলা হয়—"শমথের পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করেন"।

'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, প্রাপ্ত বীর্যবাহনার্থ দ্বারা ভাবনা ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়? দশনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি মার্গ (হিসেবে) উৎপন্ন হয়, অভিনিরোপনার্থ দ্বারা সম্যক সংকল্প মার্গ উৎপন্ন হয়, পরিগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক বাক্য মার্গ উৎপন্ন হয়, সমুত্থানার্থ দ্বারা সম্যক কর্ম মার্গ উৎপন্ন হয়, পরিশুদ্ধার্থ দ্বারা সম্যক জীবিকা মার্গ উৎপন্ন হয়, প্রগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক প্রচেষ্টা মার্গ উৎপন্ন হয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা সম্যক স্মৃতি মার্গ উৎপন্ন হয় এবং অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি মার্গ উৎপন্ন হয়—এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়।

'তিনি (সেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী) সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন' বলতে কীরূপে পুনঃপুন অভ্যাস করেন? মনোযোগকালে, জ্ঞাতকালে, দর্শনকালে, প্রত্যবেক্ষণকালে, চিত্তকে অধিষ্ঠানকালে, শ্রদ্ধায় অধিমুক্তকালে, বীর্য প্রয়োগকালে, স্মৃতি উপস্থাপনকালে, চিত্ত একীভূতকালে,

---

[১]। যুগনদ্ধ কথার এই পর্যন্ত অঙ্গুত্তর নিকায় চতুর্থ নিপাত বা দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭০ নং (যুগনদ্ধ) সূত্রে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজাননকালে, অভিজ্ঞেয়কে অভিজ্ঞাতকালে, পরিজ্ঞেয়কে পরিজ্ঞাতকালে, পরিহারতব্য বিষয়কে পরিত্যাগকালে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবনাকালে এবং সাক্ষৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন—এরূপেই পুনঃপুন অভ্যাস করেন।

'ভাবনা করেন' বলতে কীরূপে ভাবনা করেন? মনোযোগকালে, জ্ঞাতকালে, দর্শনকালে, প্রত্যবেক্ষণকালে, চিত্তকে অধিষ্ঠানকালে, শ্রদ্ধায় অধিমুক্তকালে, বীর্য প্রয়োগকালে, স্মৃতি উপস্থাপনকালে, চিত্ত একীভূতকালে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজাননকালে, অভিজ্ঞেয়কে অভিজ্ঞাতকালে, পরিজ্ঞেয়কে পরিজ্ঞাতকালে, পরিহারতব্য বিষয়কে পরিত্যাগকালে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবনাকালে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে ভাবনা করেন—এভাবেই ভাবনা করেন।

'বর্ধিত করেন' বলতে কীরূপে বর্ধিত করেন? মনোযোগকালে, জ্ঞাতকালে, দর্শনকালে, প্রত্যবেক্ষণকালে, চিত্তকে অধিষ্ঠানকালে, শ্রদ্ধায় অধিমুক্তকালে, বীর্য প্রয়োগকালে, স্মৃতি উপস্থাপনকালে, চিত্ত একীভূতকালে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজাননকালে, অভিজ্ঞেয়কে অভিজ্ঞাতকালে, পরিজ্ঞেয়কে পরিজ্ঞাতকালে, পরিহারতব্য বিষয়কে পরিত্যাগকালে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবনাকালে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে বর্ধিত করেন—এভাবেই বর্ধিত করেন।

'সেই মার্গ পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়' বলতে কীরূপে সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়? স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ—এই ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। দৃষ্টি অনুশয় ও বিচিকিৎসানুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন—এই দ্বিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। স্থূল কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। অনাগামীমার্গ দ্বারা অনুশয়গত কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন—এই দ্বিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। অনুসহগত কামরাগানুশয় ও প্রতিঘনুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা—এই পঞ্চ সংযোজন প্রহীন হয়। মানানুশয়, ভবরাগানুশয় এবং অবিদ্যানুশয়—এই ত্রিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

৩. অব্যাপাদবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি...

আলোকসংজ্ঞাবশে চিত্তের একগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি... পরিত্যাগানুশ্বাস-প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। তথায় জাত ধর্মে অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন, দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন ও অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন। এরূপে প্রথমে শমথ এবং পরে বিদর্শন। সেজন্য বলা হয়—"শমথের পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করেন"।

'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, প্রাপ্ত বীর্যবহনার্থ দ্বারা ভাবনা ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়? দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি মার্গ উৎপন্ন হয়, অভিনিরোপনার্থ দ্বারা সম্যক সংকল্প মার্গ উৎপন্ন হয়... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি মার্গ উৎপন্ন হয়। এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়।

'তিনি সেই মার্গকে পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করেন' বলতে কীরূপে পুনঃপুন অভ্যাস করেন? মনোযোগকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে পুনঃপুন অভ্যাস করেন—এরূপেই পুন পুনঃ অভ্যাস করেন। 'ভাবনা করেন' বলতে কীরূপে ভাবনা করেন? মনোযোগকালে ভাবনা করেন, জ্ঞাতকালে ভাবনা করেন... এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে ভাবনা করেন—এভাবেই ভাবনা করেন। 'বর্ধিত করেন' বলতে কীরূপে বর্ধিত করেন? মনোযোগকালে বর্ধিত করেন, জ্ঞাতকালে বর্ধিত করেন... এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎকালে বর্ধিত করেন—এভাবেই বর্ধিত করেন।

'সেই মার্গ পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা ও বর্ধিত করার ফলে তাঁর সংযোজনসমূহ প্রহীন এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়' বলতে কীরূপে সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ—এই ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। দৃষ্টি অনুশয় ও বিচিকিৎসানুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন—এই দ্বিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। স্থূল কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। অনাগামীমার্গ দ্বারা অনুশয়গত কামরাগ-সংযোজন ও প্রতিঘ-সংযোজন—এই দ্বিবিধ সংযোজন প্রহীন হয়। অনুসহগত কামরাগানুশয় ও প্রতিঘানুশয়—এই দ্বিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা—এই পঞ্চ সংযোজন

প্রহীন হয়। মানানুশয়, ভবরাগানুশয় এবং অবিদ্যানুশয়—এই ত্রিবিধ অনুশয় ধ্বংস হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়। এরূপেই শমথের পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করেন।

৪. কীরূপে বিদর্শনের পূর্বে শমথ ভাবনা করেন? অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থে দ্বারা বিদর্শন, দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন ও অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন। তথায় জাত ধর্মসমূহের পরিত্যাগারম্মণতা চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। সমাধি এরূপে প্রথমে বিদর্শন এবং পরে শমথ। সেজন্য বলা হয়—"বিদর্শনের পূর্বে শমথ ভাবনা করেন"।

'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

রূপ অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন, রূপ দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন, রূপ অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন। তথায় জাত ধর্মসমূহের পরিত্যাগারম্মণতা চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। এরূপে প্রথমে বিদর্শন এবং পরে শমথ। সেজন্য বলা হয়—"বিদর্শনের পূর্বে শমথ ভাবনা করেন"। 'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। 'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... চক্ষু... জরা-মরণ অনিত্যরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন, জরা-মরণ দুঃখরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন, জরা-মরণ অনাত্মরূপে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন। তথায় জাত ধর্মসমূহের পরিত্যাগারম্মণতা চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি। এরূপে প্রথমে বিদর্শন এবং পরে শমথ। সেজন্য বলা হয়—"বিদর্শনের পূর্বে শমথ ভাবনা করেন"। 'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। 'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়। এরূপেই বিদর্শনের পূর্বে শমথ ভাবনা করেন।

৫. কীভাবে শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? ষোলো প্রকারে শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন। যথা—আলম্বনার্থ দ্বারা, গোচরার্থ

দ্বারা, প্রহীনার্থ দ্বারা, পরিত্যাগার্থ দ্বারা, উত্থানার্থ দ্বারা, বিবর্তনার্থ দ্বারা, শান্তার্থ দ্বারা, প্রণীতার্থ দ্বারা, বিমুক্তার্থ দ্বারা, অনাসবার্থ দ্বারা, তরণ বা অতিক্রমার্থ দ্বারা, অনিমিত্তার্থ দ্বারা, অপ্রণিহিতার্থ দ্বারা, শূন্যতার্থ দ্বারা, একরসার্থ দ্বারা ও অনতিক্রমার্থ দ্বারা একসাথে ভাবনা করেন।

কীভাবে আরম্মণার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধালম্বন হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন নিরোধালম্বন হয়। এরূপে আলম্বনার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয় এবং একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"আলম্বনার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"। 'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। 'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়। এরূপেই আলম্বনার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন।

কীরূপে গোচরার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন বিরোধ-গোচর হয়। এরূপে গোচরার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয়, একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"গোচরার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে প্রহীনার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে প্রহীনার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয়, একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"প্রহানার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে পরিত্যাগার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে পরিত্যাগার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয়, একে অপরকে অতিক্রম করেন।

সেজন্য বলা হয়—"পরিত্যাগার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে উত্থানার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে উত্থিত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে উত্থিত হয়ে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে উত্থানার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয়, একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"উত্থানার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে বিবর্তনার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে বিবর্তিত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে বিবর্তিত হয়ে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে বিবর্তনার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয় এবং একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"বিবর্তনার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে শান্তার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি শান্ত ও নিরোধ-গোচর হয় অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন শান্ত ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে শান্তার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগপৎ হয় এবং একে অপরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"শান্তার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে প্রণীতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি প্রহীত ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন প্রণীত ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে প্রণীতার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"প্রণীতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে বিমুক্তার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি কামাসব হতে বিমুক্ত ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থে বিদর্শন অবিদ্যাসব হতে বিমুক্ত ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে রাগ-বিরাগ হতে

চিত্তবিমুক্তি ও অবিদ্যা-বিরাগ হতে প্রজ্ঞা বিমুক্তার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"বিমুক্তার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে অনাসবার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি কামাসবে অনাসব ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন অবিদ্যাসবে অনাসব ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে অনাসবার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"অনাসবার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে তরণার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ অতিক্রম করে চিত্তের একগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধ অতিক্রম করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে তরণার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"তরণার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে অনিমিত্তার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি সর্ব নিমিত্ত হতে অনিমিত্ত ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন সর্ব নিমিত্ত হতে অনিমিত্ত ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে অনিমিত্তার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"অনিমিত্তার্থ দ্বারা শমথ ও নিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে অপ্রণিহিতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি সর্ব প্রণিধি হতে অপ্রণিহিত ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন সর্ব প্রণিধি হতে অপ্রণিহিত ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে অপ্রণিহিতার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"অপ্রণিহিতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।

কীরূপে শূন্যতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন? চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ সমাধি সর্ব অভিনিবেশ হতে শূন্য

ও নিরোধ-গোচর হয় এবং অবিদ্যা পরিত্যাগ করে অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শন সর্ব অভিনিবেশ হতে শূন্য ও নিরোধ-গোচর হয়। এরূপে শূন্যতার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় পরস্পরকে অতিক্রম করে না। সেজন্য বলা হয়—"শূন্যতার্থ দ্বারা শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন"।[১] 'ভাবনা করেন' বলতে ভাবনা চার প্রকার; যথা : তথায় জাত ধর্মসমূহের... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। 'মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এরূপেই মার্গ উৎপন্ন হয়। এভাবেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়। এরূপেই শূন্যতার্থে শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন। এই ষোলো প্রকারে শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন। এভাবেই শমথ ও বিদর্শন একসাথে ভাবনা করেন।

সূত্রান্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

২. ধর্মৌদ্ধত্য পর্যায় বর্ণনা

৬. কীরূপে মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়? অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে আলো উৎপন্ন হয়, আলোধর্ম বলে আলো প্রতিফলিত হয়, তা হতে বিক্ষেপ ও চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়। সেই চঞ্চলতা দ্বারা বিগৃহীত মন উপস্থাপনকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে যথাযথভাবে জানে না। তাই বলা হয়—"সেসময় মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়; যা সেই চিত্তকে অধ্যাত্মভাবে শান্ত, প্রশান্ত, একীভূত ও সমাহিত করে। 'তার মার্গ উৎপন্ন হয়' বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এভাবে মার্গ উৎপন্ন হয়, এরূপেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে জ্ঞান, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সুখ, অধিমোক্ষ, প্রগ্রহ (উদ্যম), উপস্থাপন, উপেক্ষা, নিকন্তি উৎপন্ন হয় এবং নিকন্তিকে 'নিকন্তিধর্ম' বলে মনে করে। তা হতে বিক্ষেপ ও চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়। সেই চঞ্চলতা দ্বারা বিগৃহীত মন উপস্থাপনকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে যথাযথভাবে জানে না। তাই বলা হয়—"সে সময় মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত

---

[১]। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, উপরোক্ত আলম্বনার্থ দ্বারা হতে এই শূন্যতার্থে পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট 'একরসার্থ দ্বারা ও অনতিক্রমার্থ দ্বারা' এই দুটির ব্যাখ্যা করা হয়নি। উপরোক্ত চৌদ্দ প্রকার ব্যাখ্যায় প্রত্যকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—'শমথ-বিদর্শন একরস ও যুগ্ম হয় এবং পরস্পরকে অতিক্রম করে না'। অবশিষ্ট দুটির অর্থ কি এখান থেকে বুঝে নিতে হবে কিংবা এ কারণেই কি আলাদাভাবে এদের ব্যাখ্যা করা হয়নি?

হয়; যা সেই চিত্তকে অধ্যাত্মভাবে শান্ত, প্রশান্ত, একীভূত ও সমাহিত করে। ‘তার মার্গ উৎপন্ন হয়’ বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এভাবে মার্গ উৎপন্ন হয়, এরূপেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে... অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে, আলো, জ্ঞান, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সুখ, অধিমোক্ষ, প্রগ্রহ (উদ্যম), উপস্থাপন, উপেক্ষা, নিকন্তি উৎপন্ন হয় এবং নিকন্তিকে ‘নিকন্তি ধর্ম’ বলে মনে করে। তা হতে বিক্ষেপ ও চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়। সেই চঞ্চলতা দ্বারা বিগৃহীত মন উপস্থাপনকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে যথাযথভাবে জানে না। তাই বলা হয়—“সে সময় মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়; যা সেই চিত্তকে অধ্যাত্মভাবে শান্ত, প্রশান্ত, একীভূত ও সমাহিত করে। ‘তার মার্গ উৎপন্ন হয়’ বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এভাবে মার্গ উৎপন্ন হয়, এরূপেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

রূপকে অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে... রূপকে দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে... রূপকে অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে... বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... চক্ষুকে... জরা-মরণকে অনিত্যরূপে মনোনিবেশ করলে... জরা-মরণকে দুঃখরূপে মনোনিবেশ করলে... জরা-মরণকে অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করলে আলো, জ্ঞান, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সুখ, অধিমোক্ষ, প্রগ্রহ (উদ্যম), উপস্থাপন, উপেক্ষা, নিকন্তি উৎপন্ন হয় এবং নিকন্তিকে ‘নিকন্তি ধর্ম’ বলে মনে করে। তা হতে বিক্ষেপ ও চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়। সেই চঞ্চলতা দ্বারা বিগৃহীত মন উপস্থাপনকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে যথাযথভাবে জানে না। তাই বলা হয়—“সেসময় মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়; যা সেই চিত্তকে অধ্যাত্মভাবে শান্ত, প্রশান্ত, একীভূত ও সমাহিত করে। ‘তার মার্গ উৎপন্ন হয়’ বলতে কীরূপে মার্গ উৎপন্ন হয়?... এভাবে মার্গ উৎপন্ন হয়, এরূপেই সংযোজনসমূহ প্রহীন ও অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়। এভাবেই মন ধর্মৌদ্ধত্য বিগৃহীত হয়।

৭. আলোতে, জ্ঞানে, প্রীতিতে হয় বিকম্পিত,
প্রশ্রব্ধি ও সুখে হয় চিত্ত শঙ্কিত।
অধিমোক্ষে, প্রগ্রহে কম্পিত হয় উপস্থাপনে,
উপেক্ষায় আবর্জনে, উপেক্ষায় মৃত্যুক্ষণে।
এই দশ বিষয়, প্রজ্ঞা যার পরিচিত,
ধর্মৌদ্ধত্য কুশল হয়, হয় না সম্মোহ।

বিক্ষিপ্ত, দূষিত হয়, চ্যুত হয় চিত্তভাবনা,
হয় না বিক্ষিপ্ত দূষিত, ক্ষয় হয় ভাবনা।
বিক্ষিপ্ত, দূষিত ক্ষয় হয় না ভাবনা,
হয় না চিত্ত বিক্ষিপ্ত, দূষিত চ্যুত চিত্তভাবনা।

এই চার প্রকার বিষয় দ্বারা চিত্তের সংক্ষেপ, বিক্ষেপ ও বিগৃহীত দশবিধ বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানে জ্ঞাত হন।

যুগনদ্ধ কথা সমাপ্ত।

২. সত্য কথা

৮. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, সত্য, অভ্রান্ত এবং নির্ভুল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা—'এটা দুঃখ,' 'এটা দুঃখ-সমুদয়,' 'এটা দুঃখ-নিরোধ' ও 'এটা দুঃখ-নিরোধের উপায়'—এগুলো সত্য, অভ্রান্ত এবং নির্ভুল। এই চার প্রকারই সত্য, অভ্রান্ত এবং নির্ভুল[১] "।

১. প্রথম সূত্রান্ত বর্ণনা

সত্যার্থ দ্বারা দুঃখসত্য কীরূপ? চতুর্বিধ দুঃখের দুঃখার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। দুঃখের পীড়নার্থ, সঙ্খতার্থ, সন্তাপার্থ, বিপরিণামার্থ- এই চার প্রকার দুঃখের দুঃখার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। সত্যার্থ দ্বারা দুঃখসত্য এরূপ।

সত্যার্থ দ্বারা সমুদয়সত্য কীরূপ? চতুর্বিধ সমুদয়ের সমুদয়ার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। সমুদয়ের সংগ্রহার্থ, নিদানার্থ, সংযোগার্থ, প্রতিবন্ধকার্থ—এই চার প্রকার সমুদয়ের সমুদয়ার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। সত্যার্থ দ্বারা সমুদয়সত্য এরূপ।

সত্যার্থ দ্বারা নিরোধসত্য কীরূপ? চতুর্বিধ নিরোধের নিরোধার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। নিরোধের নিঃসরণার্থ, বিবেকার্থ, অসংস্কৃতার্থ, অমৃতার্থ—এই চার প্রকার নিরোধের নিরোধার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। সত্যার্থ দ্বারা নিরোধসত্য এরূপ।

সত্যার্থ দ্বারা মার্গসত্য কীরূপ? চারি মার্গের মার্গার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। মার্গের নির্গমনার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ, আধিপত্যার্থ—এই চার প্রকার মার্গের মার্গার্থ সত্য, অভ্রান্ত ও নির্ভুল। সত্যার্থ দ্বারা মার্গসত্য এরূপ।

---

[১]। সংযুক্তনিকায় মহাবর্গে সত্য-সংযুক্তে অন্তর্ভুক্ত 'সত্য-সূত্র' দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪০০ (অখণ্ড), দ্বিতীয় খণ্ডে 'তথ সূত্র' পৃ. ৪৯৩।

৯. কয় প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ (উপলব্ধি) হয়? চার প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। যথা : তথার্থ দ্বারা, অনাত্মার্থ দ্বারা, সত্যার্থ দ্বারা, প্রতিবেধার্থ দ্বারা—এই চার প্রকারে চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ বা বোধগম্য হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে সত্যার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? চার প্রকার সত্যার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ সত্যার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ সত্যার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ সত্যার্থ, মার্গের মার্গার্থ সত্যার্থ—এই চার প্রকার সত্যার্থ দ্বারা চতুর্বিধ সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবদ্ধি হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে অনাত্মার্থ দ্বারা চতুর্বিধ সত্য এক প্রতিবেধ হয়? চার প্রকার অনাত্মার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ অনাত্মার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ অনাত্মার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ অনাত্মার্থ, মার্গের মার্গার্থ অনাত্মার্থ—এই চার প্রকার অনাত্মার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে সত্যার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? চার প্রকার সত্যার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ সত্যার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ সত্যার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ সত্যার্থ, মার্গের মার্গার্থ সত্যার্থ—এই চার প্রকার সত্যার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে প্রতিবেধার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? চার প্রকার প্রতিবেধার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ প্রতিবেধার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ প্রতিবেধার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ প্রতিবেধার্থ, মার্গের মার্গার্থ প্রতিবেধার্থ—এই চার প্রকার প্রতিবেধার্থ দ্বারা চতুর্বিধ সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

১০. কয় প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনিত্য, যা অনিত্য ও দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনিত্য, দুঃখ এবং

অনাত্ম তা যথার্থ। যা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও যথার্থ তা সত্য। যা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, যথার্থ এবং সত্য তা একে অন্তর্গত। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কয় প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? নয় প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। তথার্থ (যথার্থ অর্থে) দ্বারা, অনাত্মার্থ দ্বারা, সত্যার্থ দ্বারা, প্রতিবেধার্থ দ্বারা, অভিজ্ঞার্থ দ্বারা, পরিজ্ঞার্থ দ্বারা, প্রহানার্থ দ্বারা, ভাবনার্থ দ্বারা ও সাক্ষাৎকরণার্থ দ্বারা—এই নয় প্রকারে চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? নয় প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ তথার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ তথার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ তথার্থ, মার্গের মার্গার্থ তথার্থ, অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থ তথার্থ, পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ তথার্থ, প্রহীনের প্রহীনার্থ তথার্থ, ভাবনার ভাবনার্থ তথার্থ, সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থ তথার্থ—এই নয় প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে অনাত্মার্থ দ্বারা... সত্যার্থ দ্বারা... প্রতিবেধার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? নয় প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের দুঃখার্থ প্রতিবেধার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ প্রতিবেধার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ প্রতিবেধার্থ, মার্গের মার্গার্থ প্রতিবেধার্থ, অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থ প্রতিবেধার্থ, পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ প্রতিবেধার্থ, প্রহীনের প্রহীনার্থ প্রতিবেধার্থ, ভাবনার ভাবনার্থ প্রতিবেধার্থ, সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থ প্রতিবেধার্থ—এই নয় প্রকার প্রতিবেধার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

১১. কত প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? দ্বাদশ প্রকারে চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। তথার্থে, অনাত্মার্থ দ্বারা, সত্যার্থ দ্বারা, প্রতিবেধার্থ দ্বারা, অভিজাননার্থ দ্বারা, পরিজাননার্থ দ্বারা, ধর্মার্থ দ্বারা, যথার্থার্থ দ্বারা, জ্ঞাতার্থ দ্বারা, সাক্ষাৎকরণার্থ দ্বারা, স্পর্শনার্থ দ্বারা ও অভিসময়ার্থ দ্বারা—এই দ্বাদশ প্রকারে চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব

একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? ষোলো প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের পীড়নার্থ, সঙ্খতার্থ, সন্তাপার্থ ও বিপরিণামার্থ তথার্থ। সমুদয়ের সংগ্রহার্থ, নিদানার্থ, সংযোগার্থ ও প্রতিবন্ধকার্থ তথার্থ। নিরোধের নিঃসরণার্থ, বিবেকার্থ, অসঙ্খতার্থ ও অমৃতার্থ তথার্থ। মার্গের নিগমনার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ এবং আধিপত্যার্থ তথার্থ—এই ষোলো প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

কীরূপে অনাত্মার্থ দ্বারা... সত্যার্থ দ্বারা... প্রতিবেধার্থ দ্বারা... অভিজাননার্থ দ্বারা... পরিজাননার্থ দ্বারা... ধর্মার্থ দ্বারা... যথার্থার্থ দ্বারা... জ্ঞাতার্থ দ্বারা... সাক্ষাৎকরণার্থ দ্বারা... স্পর্শনার্থ দ্বারা... অভিসময়ার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়? ষোলো প্রকার তথার্থ দ্বারা চারি সত্য এক প্রতিবেধ হয়। দুঃখের পীড়নার্থ, সঙ্খতার্থ, সন্তাপার্থ, বিপরিণামার্থ, অভিসময়ার্থ। সমুদয়ের সংগ্রহার্থ, নিদানার্থ, সংযোগার্থ, প্রতিবন্ধকার্থ, অভিসময়ার্থ। নিরোধের নিঃসরণার্থ, বিবেকার্থ, অসঙ্খতার্থ, অমৃতার্থ, অভিসময়ার্থ। মার্গের নিগমনার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ, আধিপত্যার্থ, অভিসময়ার্থ—এই ষোলো প্রকার অভিসময়ার্থ দ্বারা চারি সত্য একে অন্তর্গত হয়। যা একে অন্তর্গত তা একত্ব। একত্ব একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিদ্ধ হয়, এটা চারি সত্য এক প্রতিবেধ।

১২. সত্যের কত প্রকার লক্ষণ? সত্যের দুই প্রকার লক্ষণ। যথা : সঙ্খত লক্ষণ ও অসঙ্খত লক্ষণ—সত্যের এই দুই প্রকার লক্ষণ।

সত্যের লক্ষণ কত প্রকার? সত্যের লক্ষণ ছয় প্রকার। সঙ্খত সত্যের উদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়, ব্যয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয় ও স্থিতির পরিবর্তন উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়; অসঙ্খত সত্যের উদয় জ্ঞাত হয় না, ব্যয় জ্ঞাত হয় না ও স্থিতির পরিবর্তন জ্ঞাত হয় না। এগুলো সত্যের ছয় প্রকার লক্ষণ।

সত্যের কত প্রকার লক্ষণ? সত্যের লক্ষণ দ্বাদশ প্রকার। দুঃখসত্যের উদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়, ব্যয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয় ও স্থিতির পরিবর্তন উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়; সমুদয়সত্যের উদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়, ব্যয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয় ও স্থিতির পরিবর্তন উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়; মার্গসত্যের উদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়, ব্যয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হয় ও স্থিতির পরিবর্তন

উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়; কিন্তু নিরোধসত্যের উদয় জ্ঞাত হয় না, ব্যয় জ্ঞাত হয় না ও স্থিতির পরিবর্তন জ্ঞাত হয় না। এগুলো সত্যের দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ।

চারি সত্যের কোনটি কুশল, কোনটি অকুশল ও কোনটি অব্যাকৃত? সমুদয়সত্য অকুশল, মার্গসত্য কুশল, নিরোধসত্য অব্যাকৃত। কিন্তু দুঃখসত্য কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত হয়।

কীভাবে ত্রিবিধ সত্য এক সত্যে ও এক সত্য ত্রিবিধ সত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়? বস্তু ও পর্যায়বশে হয়। তা কীরূপ? যা দুঃখসত্য অকুশল ও সমুদয়সত্য অকুশল—এভাবে অকুশলার্থে দ্বিবিধ সত্য এক সত্যে এবং এক সত্য দ্বিবিধ সত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যা দুঃখসত্য কুশল ও মার্গসত্য কুশল—এভাবে কুশলার্থে দ্বিবিধ সত্য এক সত্যে এবং এক সত্য দ্বিবিধ সত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যা দুঃখসত্য অব্যাকৃত ও নিরোধসত্য অব্যাকৃত—এভাবে অব্যাকৃতার্থে দ্বিবিধ সত্য এক সত্যে এবং এক সত্য দ্বিবিধ সত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে বস্তু ও পর্যায়বশে ত্রিবিধ সত্য এক সত্যে এবং এক সত্য ত্রিবিধ সত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২. দ্বিতীয় সূত্রান্ত

১৩. "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি জ্ঞান লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব থাকাকালীন সময়ে আমার বহুবার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—'রূপের আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ কী? বেদনার আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ কী? সংজ্ঞার আস্বাদ আদীনব ও নিঃসরণ কী? সংস্কারের আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ কী? এবং বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ কী?' তখন আমার এরূপ ধারণা হয়েছিল—'রূপের কারণে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়', এটা রূপের আস্বাদ। যে রূপ অনিত্য, তা দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, এটা রূপের আদীনব। রূপে যে ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহীন, এটা রূপের নিঃসরণ। বেদনার কারণে... সংজ্ঞার কারণে... সংস্কারের কারণে... বিজ্ঞানের কারণে... (উপরোক্ত 'রূপ'-এর স্থলে 'বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান' পড়তে হবে), এটা বিজ্ঞানের নিঃসরণ"।

"ভিক্ষুগণ, যাবত আমি এভাবে এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে জানতে পারিনি, তাবত আমি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যের মধ্যে 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি এবং অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করেছি বলে প্রকাশ করেনি। আর, ভিক্ষুগণ, যখন

আমি এভাবে এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে জানতে পেরেছি, তখন আমি 'সদেব-লোক, সমারলোক, সব্রহ্মলোক, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি'। আমার জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছে—'আমার বিমুক্তিতে অটল, এটাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না বলে প্রকাশ করছি।"

৩. দ্বিতীয় সূত্রান্ত বর্ণনা

১৪. রূপের কারণে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা রূপের আস্বাদ, এটা প্রহান প্রতিবেধ সমুদয়সত্য। যে রূপ অনিত্য, তা দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, ইহা রূপের আদীনব, এটা পরিজ্ঞা প্রতিবেধ দুঃখসত্য। রূপে যে ছন্দরাগ বিনাশ (ছন্দরাগ দমন) ও ছন্দরাগ প্রহীন, তা রূপের নিঃসরণ, এটা সাক্ষাৎকরণ প্রতিবেধ নিরোধসত্য। এই ত্রিবিধ বিষয়ে যে দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্য, কর্ম, জীবিকা, প্রচেষ্টা, স্মৃতি এবং সমাধি, এটা ভাবনা প্রতিবেধ মার্গসত্য।

বেদনার কারণে যে... সংজ্ঞার কারণে যে... সংস্কারের কারণে যে... বিজ্ঞানের কারণে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বিজ্ঞানের আস্বাদ, এটা প্রহান প্রতিবেধ সমুদয়সত্য। যে বিজ্ঞান অনিত্য, তা দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, ইহা বিজ্ঞানের আদীনব, এটা পরিজ্ঞা প্রতিবেধ দুঃখসত্য। বিজ্ঞানে যে ছন্দরাগ বিনাশ (ছন্দরাগ দমন) ও ছন্দরাগ প্রহীন, তা বিজ্ঞানের নিঃসরণ, এটা সাক্ষাৎকরণ প্রতিবেধ নিরোধসত্য। এই ত্রিবিধ বিষয়ে যে দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্য, কর্ম, জীবিকা, প্রচেষ্টা, স্মৃতি এবং সমাধি, এটা ভাবনা প্রতিবেধ মার্গসত্য।

১৫. 'সত্য' বলতে কয় প্রকারে সত্য? এষণার্থ দ্বারা, পরিগ্রহার্থ দ্বারা ও প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য। এষণার্থ দ্বারা সত্য কীরূপ? জরা-মরণের নিদান, সমুদয়, জাতিক (বংশোদ্ভব) এবং প্রভব (উৎপত্তি) কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। জরা-মরণের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব হচ্ছে জন্ম—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। জরা-মরণ, জরা-মরণের সমুদয়, জরা-মরণের নিরোধ ও জরা-মরণ নিরোধের উপায় যথাযতভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

জন্মের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য

এরূপ। জন্মের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে ভব— পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। জন্ম, জন্ম-সমুদয়, জন্ম-নিরোধ ও জন্ম-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

ভবের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। ভবের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে উপাদান—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। ভব, ভব-সমুদয়, ভব-নিরোধ ও ভব-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

উপাদানের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?— এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। উপাদানের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে তৃষ্ণা—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। উপাদান, উপাদান-সমুদয়, উপাদান-নিরোধ ও উপাদান-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

তৃষ্ণার নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। তৃষ্ণার নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে বেদনা—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধ ও তৃষ্ণা নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

বেদনার নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?— এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। বেদনার নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে স্পর্শ—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। বেদনা, বেদনা-সমুদয়, বেদনা-নিরোধ ও বেদনা নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

স্পর্শের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?— এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। স্পর্শের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে ষড়ায়তন—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। স্পর্শ, স্পর্শ-সমুদয়, স্পর্শ-নিরোধ ও স্পর্শ-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

ষড়ায়তনের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?— এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। ষড়ায়তনের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে নামরূপ—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-সমুদয়, ষড়ায়তন-নিরোধ ও ষড়ায়তন-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

নামরূপের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। নামরূপের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধিচিত্ত)—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। নামরূপ, নামরূপ-সমুদয়,

নামরূপ-নিরোধ ও নামরূপ-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

বিজ্ঞানের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। বিজ্ঞানের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে সংস্কার—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-সমুদয়, বিজ্ঞান-নিরোধ ও বিজ্ঞান-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

সংস্কারের নিদান, সমুদয়, জাতিক ও প্রভব কী?—এষণার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। সংস্কারের নিদান, সমুদয়, জাতিক এবং প্রভব হচ্ছে অবিদ্যা—পরিগ্রহার্থ দ্বারা সত্য এরূপ। সংস্কার, সংস্কার-সমুদয়, সংস্কার-নিরোধ ও সংস্কার-নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়—প্রতিবেধার্থ দ্বারা সত্য এরূপ।

১৬. জরা-মরণ দুঃখসত্য, জন্ম সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। জন্ম দুঃখসত্য, ভব সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। ভব দুঃখসত্য, উপাদান সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। উপাদান দুঃখসত্য, তৃষ্ণা সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। তৃষ্ণা দুঃখসত্য, বেদনা সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। বেদনা দুঃখসত্য, স্পর্শ সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। স্পর্শ দুঃখসত্য, ষড়ায়তন সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। ষড়ায়তন দুঃখসত্য, নামরূপ সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। নামরূপ দুঃখসত্য, বিজ্ঞান সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। বিজ্ঞান দুঃখসত্য, সংস্কার সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। সংস্কার দুঃখসত্য, অবিদ্যা সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য এবং নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য।

জরা-মরণ দুঃখসত্য হয়, সমুদয়সত্যও হয়, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য। জন্ম দুঃখসত্য হয়, সমুদয়সত্যও হয়... ভব দুঃখসত্য হয়, সমুদয়সত্যও হয়, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য ও

নিরোধ প্রজাননা মার্গসত্য।

পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

সত্য কথা সমাপ্ত।

৩. বোজ্ঝাঙ্গ কথা

১৭. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, বোজ্ঝাঙ্গ সাত প্রকার। সেই সাত প্রকার কী কী? স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয় বা বিচার সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ—এগুলোই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ"।

'বোজ্ঝাঙ্গ' বলতে কোন অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ? জ্ঞান প্রাপ্তির দিকে চালিত করে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। হৃদয়ঙ্গম করে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। জ্ঞাত হয়—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্পষ্টভাবে বুঝে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

জানার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হৃদয়ঙ্গমার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, জ্ঞাতার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং স্পষ্টভাবে বুঝার্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

জ্ঞান প্রদান করে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। (চারি আর্যসত্যে) প্রতিবোধ বা চেতনা জাগ্রত করে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। (চারি আর্যসত্য) জ্ঞাত করায়—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

বোধনার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনুবোধনার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রতিবোধনার্থে বোজ্ঝাঙ্গ ও সংবোধন বা উদ্বুদ্ধকরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

বোধিপক্ষীয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনুবোধিপক্ষীয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রতিবোধিপক্ষীয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং সম্বোধি বা জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষীয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

জ্ঞান লাভার্থে বোধ্যাঙ্গ, জ্ঞান প্রতিলাভার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, জ্ঞান বর্ধিতকরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, জ্ঞান একত্রীভূতার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, জ্ঞান প্রাপ্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গ ও জ্ঞান সম্প্রাপ্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

মূল মূলকাদি দশক

১৮. মূলার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূলচর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূল পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূল পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূল পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূল পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, মূল প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, মূল প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, মূল

প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং মূল প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

হেত্বার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু মূল পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, হেতু প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, হেতু প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, হেতু প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং হেতু প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

প্রত্যয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, প্রত্যয় প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, প্রত্যয় প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, প্রত্যয় প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং প্রত্যয় প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

বিশুদ্ধার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিশুদ্ধ প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিশুদ্ধ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিশুদ্ধ প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

অবর্জনীয়ার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, অবর্জনীয় প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অবর্জনীয় প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, অবর্জনীয় প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং অবর্জনীয় প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

নৈষ্ক্রম্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, নৈষ্ক্রম্য প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং নৈষ্ক্রম্য প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

বিমুক্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিমুক্ত প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিমুক্ত প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিমুক্ত প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং বিমুক্ত

প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

অনাসবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, অনাসব প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, অনাসব প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, অনাসব প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং অনাসব প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

বিবেকার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিবেক প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, বিবেক প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, বিবেক প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং বিবেক প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

ত্যাগার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ চর্যার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ পরিগ্রহার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ পরিবারার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ পরিপূরণার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ পরিপক্বতার্থে বোধ্যাঙ্গ, ত্যাগ প্রতিসম্ভিদার্থে বোজ্ঝাঙ্গ, ত্যাগ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থে বোধ্যাঙ্গ, ত্যাগ প্রতিসম্ভিদা বশীভাবার্থে বোজ্ঝাঙ্গ এবং ত্যাগ প্রতিসম্ভিদার বশীভাবপ্রাপ্তার্থেও বোজ্ঝাঙ্গ।

১৯. মূলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। হেত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রত্যয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিশুদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবর্জনীয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নৈষ্ক্রম্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোধ্যাঙ্গ। অনাসবার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিবেকার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ত্যাগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

মূল চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। হেতু চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রত্যয় চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিশুদ্ধি চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবর্জনীয় চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নৈষ্ক্রম্য চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তি চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাসব চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিবেক চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ত্যাগ চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

মূল পরিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ পরিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল পরিবারার্থ জানতে পারে—এ অর্থে

বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ পরিবারার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল পরিপূরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ পরিপূরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল পরিপক্বতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ পরিপক্বতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল প্রতিসম্ভিদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ প্রতিসম্ভিদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মূল প্রতিসম্ভিদার বশীভাবার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।... ত্যাগ প্রতিসম্ভিদার বশীভাবার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

পরিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিবারার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিপূরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একাগ্রতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিস্তৃতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাবিলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্থিরতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্ব উপস্থানবশে চিত্তের স্থিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আরম্মণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। গোচরার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রহানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিত্যাগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উত্থানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিবর্তনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। শান্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রণীতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাসবার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। তরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনিমিত্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অপ্রণিহিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। শূন্যতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একরসার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনতিক্রমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। যুগনদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। হেত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আধিপত্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

শমথের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিদর্শনের অনুদর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। শমথ-বিদর্শনের একরসার্থ

জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। যুগপদের অনতিক্রমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। শিক্ষার অর্জনকরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আরম্মণের গোচরার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। লীন চিত্তের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উদ্ধত বা উদ্বিগ্ন চিত্তের নিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উভয় বিশুদ্ধির দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিশেষাধিগমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সর্বোত্তম প্রতিবেধার্ধ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সত্যাভিসময়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্য-ইন্দ্রিয়ের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্মৃতি-ইন্দ্রিয়ের উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমাধীন্দ্রিয়ের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। শ্রদ্ধাবলের অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যবলের আলস্যে অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্মৃতিবলের প্রমাদে অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমাধিবলের ঔদ্ধত্যে অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রজ্ঞাবলের অবিদ্যায় অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের প্রবিচয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের স্ফুরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের উপশমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের প্রতিসংখ্যানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক দৃষ্টির দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক সংকল্পের অভিনিরোপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক বাক্যের পরিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক কর্মের সমুত্থানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক জীবিকার পরিশুদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক প্রচেষ্টার গ্রগ্রহ বা উদ্যমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক স্মৃতির উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক সমাধির অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

ইন্দ্রিয়সমূহের আধিপত্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বলসমূহের অকম্পিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মার্গের হেত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্মৃতিপ্রস্থানসমূহের উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সম্যক প্রধানসমূহের প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ঋদ্ধিপাদসমূহের সমৃদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সত্যসমূহের তথার্থ বা সত্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রয়োগ বা উপায়সমূহের প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ফলসমূহের সাক্ষাৎকরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

বিতর্কের অভিনিরোপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিচারের উপবিচারার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রীতির স্ফুরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সুখের অধিক্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের একাগ্রতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

আবজ্জন বা মনোযোগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সংজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একাগ্রতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অভিজ্ঞার জ্ঞাতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিজ্ঞার তীরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রহীনের পরিত্যাগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ভাবনার একরসার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সাক্ষাৎকরণের স্পর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ধাতুসমূহের ধাত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আয়তনসমূহের আয়তনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সঙ্খতসমূহের সঙ্খতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অসঙ্খতের অসঙ্খতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

চিত্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের অনন্ত চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের উত্থানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের বিবর্তনার্থ[১] জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের হেত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের প্রত্যয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের বস্তু বা বিষয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

---

[১]। শ্যাম (থাইল্যান্ড) গ্রন্থে ‘বিবর্জনার্থ’।

চিত্তের ভূমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের আরম্মণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের গোচরার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের গতার্থে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের প্রচেষ্টার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের মুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের নিঃসরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

একত্বে আবর্জনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে বিজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে প্রজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সংজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে একাগ্রতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সনির্বন্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে পরিবর্তনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে প্রশান্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে স্থিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে বিমোচনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে এটা 'শান্ত' বলে দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে আয়ত্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অভ্যস্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে কৃতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে পরিচিতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে গৃহীতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে পরিগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে পরিবারার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে পরিপূরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সমোধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অধিষ্ঠানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অভ্যাসার্থে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে ভাবনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে বহুলীকর্মার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সুসমুদ্গতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সুবিমুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে জানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে হৃদয়ঙ্গমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে জ্ঞাতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে স্পষ্টভাবে বুঝার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে বোধনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অনুবোধনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে প্রতিবোধনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সংবোধন বা উদ্বুদ্ধকরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে বোধিপক্ষীয়ার্থ

জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অনুবোধিপক্ষীয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে প্রতিবোধিপক্ষীয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সম্বোধি বা জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষীয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে জোতন বা উজ্জ্বলতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে আলোকার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে অনুজোতনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে প্রতিজোতনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একত্বে সংযোতনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

প্রতাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিরোচনাথ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ক্লেশসমূহের সন্তাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অমলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নির্মলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সময়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিবেকার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিবেক চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিরাগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিরাগ চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নিরোধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নিরোধ চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ত্যাগার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ত্যাগ চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তি চর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

ছন্দার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের মূলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের পদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের সমৃদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের অধিমোক্ষার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ছন্দের দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

বীর্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের মূলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের পদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের সমৃদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের অধিমোক্ষার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

বীর্যের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের উপস্থানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বীর্যের দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

চিত্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের মূলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের পদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের সমৃদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের অধিমোক্ষার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের উপস্থাপনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চিত্তের দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

মীমাংসার জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার মূলার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার পদার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার সমৃদ্ধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার অধিমোক্ষার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার প্রগ্রহার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার উপস্থানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার অবিক্ষেপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মীমাংসার দর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

দুঃখার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দুঃখের পীড়নার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দুঃখের সঙ্খতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দুঃখের সন্তাপার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দুঃখের বিপরিণামার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমুদয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমুদয়ের বৃদ্ধিকরণার্থ, নিদানার্থ, সংযোগার্থ ও প্রতিবন্ধকার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নিরোধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নিরোধের নিঃসরণার্থ, বিবেকার্থ, অসঙ্খতার্থ এবং অমৃতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মার্গার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মার্গের নিয্যানার্থ, হেত্বার্থ, দর্শনার্থ ও আধিপত্যয়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

তথার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাত্মার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সত্যার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রতিবেধার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অভিজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিজাননার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ধর্মার্থ জানতে

পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ধাত্বার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। জ্ঞাতার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সাক্ষাৎকরণার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্পর্শনার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অভিসময়ার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

নৈষ্ক্রম্যকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অব্যাপাদকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আলোকসংজ্ঞাকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। ধর্মবিশ্লেষণকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। জ্ঞানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রামোদ্য বা আনন্দকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রথম ধ্যানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দ্বিতীয় ধ্যানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। তৃতীয় ধ্যানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চতুর্থ ধ্যানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আকিঞ্চনায়তনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্রোতাপত্তিমার্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্রোতাপত্তিফল-সমাপত্তিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সকৃদাগামীমার্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সকৃদাগামীফল-সমাপত্তিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাগামীমার্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনাগামীফলসমাপত্তিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অর্হত্ত্বমার্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অর্হত্ত্বফল-সমাপত্তিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

অধিমোক্ষার্থে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রগ্রহার্থে বীর্যেন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উপস্থাপনার্থে স্মৃতীন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থে সমাধীন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দর্শনার্থে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থে শ্রদ্ধাবলকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। আলস্যে অকম্পিতার্থে বীর্যবলকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রমাদে অকম্পিতার্থে স্মৃতিবলকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। চঞ্চলতায় অকম্পিতার্থে সমাধিবলকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিদ্যায় অকম্পিতার্থে প্রজ্ঞাবলকে জানতে পারে—এ অর্থে

বোজ্ঝাঙ্গ। উপস্থাপনার্থে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রবিচয়ার্থে ধর্মাবিচয়-সম্বোধ্যকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রগ্রহার্থে বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্ফুরণার্থে প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উপশনার্থে প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থে সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রতিসংখ্যানার্থে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অভিনিরোপনার্থ দ্বারা সম্যক সংকল্পকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক বাক্যকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমুত্থানার্থ দ্বারা সম্যক কর্মকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিশুদ্ধার্থ দ্বারা সম্যক জীবিকাকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক প্রচেষ্টাকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উপস্থাপনার্থ দ্বারা সম্যক স্মৃতিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। । আধিপত্যার্থ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অকম্পিতার্থ দ্বারা বলকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মুক্তার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। হেত্বার্থ দ্বারা মার্গকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। উপস্থাপনার্থ দ্বারা স্মৃতিপ্রস্থানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রধানার্থ জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দ্বারা সম্যক প্রধানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমৃদ্ধার্থ দ্বারা ঋদ্ধিপাদকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। তথার্থ দ্বারা সত্যকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা শমথকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনুদর্শনার্থ দ্বারা বিদর্শনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। একরসার্থ দ্বারা শমথ-বিদর্শনকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অনতিক্রমার্থ দ্বারা যুগনদ্ধকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। মুক্তার্থ দ্বারা বিমোক্ষকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রতিবেধার্থ দ্বারা বিদ্যাকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। পরিত্যাগার্থ দ্বারা বিমুক্তিকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমুচ্ছেদার্থ দ্বারা ক্ষয়জ্ঞানকে জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থ দ্বারা অনুৎপত্তি জ্ঞান (জন্ম না হওয়া সম্বন্ধে

জ্ঞান অর্থাৎ অর্হত্ত্বফলজ্ঞান) জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

ছন্দকে মূলার্থ দ্বারা মনোযোগকে সমুত্থানার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্পর্শকে সমোধানার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বেদনাকে সমোসরণ বা যোগার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। সমাধিকে প্রমূখার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। স্মৃতিকে আধিপত্যার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। প্রজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠতরার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। বিমুক্তিকে সারার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ। অমৃতময় নির্বাণকে পর্যাবসানার্থ দ্বারা জানতে পারে—এ অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ।

২০. শ্রাবস্তী নিদান[১]। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র "হে আবুসো, ভিক্ষুগণ," বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো" বলে সেই ভিক্ষুগণও আয়ুষ্মান সারিপুত্রের আহ্বানে সাড়া দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

"আবুসোগণ, বোজ্ঝাঙ্গ সাত প্রকার। সেই সাত প্রকার কী কী? স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ—এগুলোই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। আবুসোগণ, এই সপ্তবোধ্যঙ্গের মধ্যে আমি যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা পূর্বাহ্নসময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি অবস্থান করি। আবুসোগণ, এরূপে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ আমার, অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিতকালে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে যথাযথভাবে জানি। এরূপে আমার ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ... সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ... উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ আমার, অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিতকালে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে যথাযথভাবে জানি"।

---

[১]। এই ২০ নং-এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি সংযুক্তনিকায় মহাবর্গে ১৮৫ নং সূত্রে (বস্ত্র সূত্রে) হুবহু পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়।

"আবুসোগণ, যেমন, রাজা বা রাজা মহামাত্যের বস্ত্র রাখার করণ্ড (সিন্দুক) নানা বর্ণের বস্ত্রে পরিপূর্ণ থাকে। তিনি পূর্বাহ্ণ সময়ে যেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করেন। মধ্যাহ্ন সময়ে যেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করেন। সায়াহ্ন সময়ে যেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করেন। আবুসোগণ, ঠিক এরূপেই আমিও এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গের মধ্যে যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা পূর্বাহ্ণ সময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি অবস্থান করি। এরূপে আমার স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ হয় এবং 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকভাবে জানি। আর যদি চ্যুত হয় 'একারণে চ্যুত হয়েছে' বলে যথার্থভাবে জানি। এরূপে আমার ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ... উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ আমার, অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিতকালে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে যথাযথভাবে জানি"।

সূত্রান্ত বর্ণনা

২১. কীরূপে 'স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত (বা বিদ্যমান) থাকে, ততক্ষণ স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ। যেমন, তৈলপ্রদীপের আভা যতক্ষণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ শিখা বর্তমান থাকে। যতক্ষণ শিখা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ আভাও বর্তমান থাকে। অনুরূপভাবে যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

কীরূপে 'অপ্রমাণ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? প্রমাণবদ্ধ[১] ক্লেশসমূহ, সর্ব পূর্বসংস্কার, যেসব সংস্কার পুনর্জন্মদায়ক অচলার্থ ও অসঙ্খতার্থ দ্বারা অপ্রমাণ এবং নিরোধ হয়। যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ অপ্রমাণও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে পমাণবন্তা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ।

কীরূপে 'সুআরব্ধ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? বিষম ক্লেশসমূহ, সর্ব পর্যুত্থান, যেসব সংস্কার পুনর্জন্মদায়ক, শান্তার্থ ও প্রণীতার্থ দ্বারা সমধর্ম বা প্রশান্ত এবং নিরোধ। যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ সুআরব্ধও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

কীরূপে "স্থিতকালে তা স্থিত আছে" বলে যথাযথভাবে জানি, যদি চ্যুত হয়, "একারণে চ্যুত হয়েছে" বলে যথাযথভাবে জানি? কত প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে? কত প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়? আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে। আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়।

কোন আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে? অনুৎপত্তিকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, উৎপত্তিকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, অপ্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, প্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, অনিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, নিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, নিরোধকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, সংস্কারসমূহকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, এই আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে।

কোন আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়? উৎপত্তিকে (জ্ঞানকে) পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অনুৎপত্তিকে (জ্ঞানকে) পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, প্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অপ্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, নিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অনিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, সংস্কারসমূহকে পর্যবেক্ষণ করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, এবং নিরোধকে পর্যবেক্ষণ না করলে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়—এই আট প্রকারে স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়। এরূপে "স্থিতকালে তা স্থিত আছে" বলে যথাযথভাবে জানি। যদি চ্যুত হয় "এই কারণে চ্যুত হয়েছে" বলে যথাযথভাবে জানি।...।

কীরূপে 'উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত (বা বিদ্যমান) থাকে, ততক্ষণ উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ। যেমন, তৈলপ্রদীপের আভা যতক্ষণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ শিখা বর্তমান থাকে। যতক্ষণ শিখা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ আভাও বর্তমান থাকে। অনুরূপভাবে যতক্ষণ নিরোধ

উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

কীরূপে 'অপ্রমাণ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? প্রমাণবদ্ধ[১] ক্লেশসমূহ, সর্ব পূর্বসংস্কার, যেসব সংস্কার পুনর্জন্মদায়ক অচলার্থ ও অসঙ্খতার্থ দ্বারা অপ্রমাণ এবং নিরোধ হয়। যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ অপ্রমাণও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

কীরূপে 'সুআরব্ধ এরূপে আমার হয়'—বোজ্ঝাঙ্গ? বিষম ক্লেশসমূহ, সর্ব পর্যুত্থান, যেসব সংস্কার পুনর্জন্মদায়ক, শান্তার্থ ও প্রণীতার্থ দ্বারা সমধর্ম বা প্রশান্ত এবং নিরোধ। যতক্ষণ নিরোধ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ সুআরব্ধও বিদ্যমান থাকে। এরূপে আমার হয় বলে বোজ্ঝাঙ্গ।

কীরূপে "স্থিতকালে তা স্থিত আছে" বলে যথাযথভাবে জানি, যদি চ্যুত হয়, "এ কারণে চ্যুত হয়েছে" বলে যথাযথভাবে জানি? কত প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে? কত প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়? আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে। আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়।

কোন আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে? অনুৎপত্তিকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, উৎপত্তিকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, অপ্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, প্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, অনিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, নিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, নিরোধকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, সংস্কারসমূহকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে, এই আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থিত থাকে।

কোন আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়? উৎপত্তিকে (জ্ঞানকে) পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অনুৎপত্তিকে (জ্ঞানকে) পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, প্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অপ্রবর্তনকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, নিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, অনিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়,

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে পমাণবন্তা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ।

সংস্কারসমূহকে পর্যবেক্ষণ করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়, এবং নিরোধকে পর্যবেক্ষণ না করলে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়—এই আট প্রকারে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ চ্যুত হয়। এরূপে "স্থিতকালে তা স্থিত আছে" বলে যথাযথভাবে জানি। যদি চ্যুত হয় "এই কারণে চ্যুত হয়েছে" বলে যথাযথভাবে জানি।

বোজ্ঝাঙ্গ কথা সমাপ্ত।

৪. মৈত্রী কথা

২২. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবিত, বহুলীকৃত, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত ও সুআরব্ধ (উত্তমরূপে গৃহীত) হলে একাদশ প্রকার সুফল লাভ হয়। সেই একাদশ প্রকার কী কী? সুখে নিদ্রা যায়, নিদ্রা হতে সুখে জাগ্রত হয়, পাপ স্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যগণের প্রিয় হয়, অমনুষ্যগণের প্রিয় হয়, দেবতাগণ রক্ষা করে, অগ্নি-বিষ বা অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ক্ষতি হয় না, অবিলম্বে চিত্ত সমাধিস্থ হয়, মুখবর্ণ প্রসন্ন-উজ্জ্বল হয়, সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এবং মার্গফল লাভ করতে না পারলেও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবিত, বহুলীকৃত, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত ও সুআরব্ধ হলে এই একাদশ প্রকার সুফল লাভ হয়"।

ব্যাপকভাবে স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি আছে, বিশেষ স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি আছে এবং দিক স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তিও আছে। কয় প্রকারে ব্যাপকভাবে স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি, কয় প্রকারে বিশেষ স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি ও কয় প্রকারে দিক স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়? পাঁচ প্রকারে ব্যাপকভাবে স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি, সাত প্রকারে বিশেষ স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি ও দশ প্রকারে দিক স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়।

কোন পাঁচ প্রকারে ব্যাপকভাবে স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়? জগতের সব সত্ত্ব বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। সব প্রাণী... সব ভূত... সব পুদ্গল... সব দেহধারী বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। এই পাঁচ প্রকারে ব্যাপকভাবে স্ফুরিত মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি হয়।

কোন সাত প্রকারে বিশেষ স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়? সকল স্ত্রী বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন। সকল পুরুষ... সকল আর্য... সকল অনার্য... সকল দেবতা... সকল মনুষ্য... সকল বিনিপাতিক (নৈরয়িক সত্ত্ব) বৈরীহীন,

অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। এই সাত প্রকারে বিশেষ স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়।

কোন দশ প্রকারে দিক স্ফুরিত মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি হয়? পূর্বদিকের সব সত্ত্ব বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। পশ্চিমদিকের সব সত্ত্ব... উত্তরদিকের সব সত্ত্ব... দক্ষিণদিকের সব সত্ত্ব... পূর্বকোণের সব সত্ত্ব... পশ্চিমকোণের সব সত্ত্ব... উত্তরকোণের সব সত্ত্ব... দক্ষিণকোণের সব সত্ত্ব... নিম্নদিকের সব সত্ত্ব... ঊর্ধ্বদিকের সব সত্ত্ব বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। পূর্বদিকের সব প্রাণী... সব ভূত... সব পুদ্গল... সব দেহধারী... সব স্ত্রী... সব পুরুষ... সব আর্য... সব অনার্য... সব দেবতা... সব মনুষ্য... সব বিনিপাতিক (নৈরয়িক সত্ত্ব) বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। পশ্চিমদিকের সব বিনিপাতিক (নৈরয়িক সত্ত্ব)... উত্তরদিকের সব বিনিপাতিক... দক্ষিণদিকের সব বিনিপাতিক... পূর্বকোণের সব বিনিপাতিক... পশ্চিমকোণের সব বিনিপাতিক... উত্তরকোণের সব বিনিপাতিক... দক্ষিণকোণের সব বিনিপাতিক... নিম্নদিকের সব বিনিপাতিক... ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক বৈরীহীন, অবৈরী, দুঃখহীন, সুখিতাত্ম হোক। এই দশ প্রকারে দিক স্ফুরিক মৈত্রী-চিত্ত বিমুক্তি হয়।

১. ইন্দ্রিয় পরিচ্ছেদ

২৩. সকল সত্ত্বের প্রতি পীড়ন বর্জন করে অপীড়ন দ্বারা, উপঘাত বর্জন করে অনুপঘাত দ্বারা, সন্তাপ বর্জন করে অসন্তাপ দ্বারা, বিনাশ বর্জন করে অবিনাশ দ্বারা এবং অহিত বর্জন করে হিত দ্বারা সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, বৈরী না হোক; সুখী হোক, দুঃখী না হোক; সুখিতাত্ম হোক, দুঃখিতাত্ম না হোক—এই আট প্রকারে সমস্ত সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে—মৈত্রী। সেই মৈত্রীধর্মকে চিন্তা করে—চিত্ত (চেতো)। সব ব্যাপাদ-পর্যুত্থান বা পূর্বসংস্কার হতে বিমুক্ত করে—বিমুক্তি। মৈত্রী, চিত্ত এবং বিমুক্তি—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে বীর্য প্রয়োগ করে। তখন বীর্যেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে স্মৃতি

উপস্থাপিত করে। তখন স্মৃতি-ইন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে চিত্তকে সমাহিত করে। তখন সমাধীন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে জানে। তখন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি পুনঃপুন অভ্যাস করা হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাবনা হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি ভাবিত করা হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত করা হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির অলংকার হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুঅলংকৃত হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির উপকরণ হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুসজ্জিত হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি পরিবারভুক্ত হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি সুপরিবৃত হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা, বহুলীকৃত, অলংকার, উপকরণ, পরিবার, পরিপূর্ণ, সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, অনুসরণ, প্রসন্নতা বা প্রশান্তি, স্থিত, বিমোচন, "এটা শান্ত" বলে স্পর্শন, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত, সুআরব্ধ, সুভাবিত, সুঅধিষ্ঠিত, সুসমুদ্গত ও সুবিমুক্ত হয় এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

২. বল পরিচ্ছেদ

২৪. সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—(এরূপে) অশ্রদ্ধায় কম্পিত হয় না। (তখন) প্রজ্ঞাবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে আলস্যে কম্পিত হয় না। তখন বীর্যবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে প্রমাদে কম্পিত হয় না। তখন স্মৃতিবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে ঔদ্ধত্বে কম্পিত হয় না। তখন সমাধিবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে অবিদ্যায় কম্পিত হয় না। তখন প্রজ্ঞাবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি পুনঃপুন অভ্যাস করা হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাবনা হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি ভাবিত করা হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত করা হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির অলংকার হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুঅলংকৃত হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির উপকরণ হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুসজ্জিত হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি পরিবারভুক্ত হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি সুপরিবৃত হয়। এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা, বহুলীকৃত, অলংকার, উপকরণ, পরিবার, পরিপূর্ণ, সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, অনুসরণ, প্রসন্নতা বা প্রশান্তি, স্থিত, বিমোচন, "এটা শান্ত" বলে স্পর্শন, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত, সুআরব্ধ, সুভাবিত, সুঅধিষ্ঠিত, সুসমুদ্গত ও সুবিমুক্ত হয় এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

৩. বোজ্ঝাঙ্গ পরিচ্ছেদ

২৫. সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—(এরূপে) স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। (তখন) স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে প্রজ্ঞা দ্বারা পরীক্ষা করেন। তখন ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে বীর্য প্রগ্রহ করেন। তখন বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে পরিলাহ প্রশমিত করেন। তখন প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে দুষ্টতা প্রশমিত করেন। তখন প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে চিত্তকে সমাহিত করেন। তখন সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে জ্ঞান দ্বারা ক্লেশসমূহ প্রভেদ বা বিচার করেন। তখন উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি পুনঃপুন অভ্যাস করা হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাবনা হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি ভাবিত করা হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত করা হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির অলংকার হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুঅলংকৃত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির উপকরণ হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুসজ্জিত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি পরিবারভুক্ত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি সুপরিবৃত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা, বহুলীকৃত, অলংকার, উপকরণ, পরিবার, পরিপূর্ণ, সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, অনুসরণ, প্রসন্নতা বা প্রশান্তি, স্থিত, বিমোচন, "এটা শান্ত" বলে স্পর্শন, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত, সুআরব্ধ, সুভাবিত, সুঅধিষ্ঠিত, সুসমুদ্গত ও সুবিমুক্ত হয় এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

৪. মার্গাঙ্গ পরিচ্ছেদ

২৬. সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—(এরূপে) সম্যকরূপে দর্শন করেন। (তখন) মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক দৃষ্টি পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে আরোপন করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক সংকল্প পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে

সম্যকরূপে পরিগ্রহণ করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক বাক্য পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে সমুত্থাপিত করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক কর্ম পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে পরিশুদ্ধ করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক জীবিকা পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে প্রয়োগ করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক প্রচেষ্টা পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে উপস্থাপিত করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক স্মৃতি পরিভাবিত হয়।

সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকরূপে সমাহিত করেন। তখন মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সম্যক সমাধি পরিভাবিত হয়।

এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি পুনঃপুন অভ্যাস করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাবনা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি ভাবিত করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির অলংকার হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুঅলংকৃত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির উপকরণ হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুসজ্জিত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি পরিবারভুক্ত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি সুপরিবৃত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা, বহুলীকৃত, অলংকার, উপকরণ, পরিবার, পরিপূর্ণ, সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, অনুসরণ, প্রসন্নতা বা প্রশান্তি, স্থিত, বিমোচন, "এটা শান্ত" বলে স্পর্শন, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত, সুআরব্ধ, সুভাবিত, সুঅধিষ্ঠিত, সুসমুদ্গত ও সুবিমুক্ত হয় এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

২৭. সর্ব প্রাণীর প্রতি... সর্ব ভূতের প্রতি... সর্ব পুদ্গালের প্রতি... সর্ব দেহধারীর প্রতি... সর্ব স্ত্রীর প্রতি... সর্ব পুরুষের প্রতি... সর্ব আর্যের প্রতি... সর্ব অনার্যের প্রতি... সর্ব দেবতার প্রতি... সর্ব মনুষ্যের প্রতি... সর্ব বিনিপাতিক সত্ত্বের প্রতি পীড়ন বর্জন করে অপীড়ন দ্বারা, উপঘাত বর্জন করে অনুপঘাত দ্বারা, সন্তাপ বর্জন করে অসন্তাপ দ্বারা, বিনাশ বর্জন করে অবিনাশ দ্বারা এবং অহিত বর্জন করে হিত দ্বারা সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, বৈরী না হোক; সুখী হোক, দুঃখী না হোক; সুখিতাত্ম হোক, দুঃখিতাত্ম না হোক—এই আট প্রকারে সমস্ত সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে—মৈত্রী। সেই মৈত্রীধর্মকে চিন্তা করে—চিত্ত (চেতো)। সব ব্যাপাদ-পর্যুত্থান বা পূর্বসংস্কার হতে বিমুক্ত করে—বিমুক্তি। মৈত্রী, চিত্ত এবং বিমুক্তি—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

সকল বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।... এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

পূর্বদিকের সব সত্ত্বের প্রতি... পশ্চিমদিকের সব সত্ত্বের প্রতি... উত্তরদিকের সব সত্ত্বে প্রতি... দক্ষিণদিকের সব সত্ত্বের প্রতি... পূর্বকোণের সব সত্ত্বে প্রতি... পশ্চিমকোণের সব সত্তের প্রতি... উত্তরকোণের সব সত্ত্বে প্রতি... দক্ষিণকোণের সব সত্ত্বের প্রতি... নিম্নদিকের সব সত্ত্বের প্রতি... ঊর্ধ্বদিকের সব সত্ত্বের প্রতি পীড়ন বর্জন করে অপীড়ন দ্বারা, উপঘাত বর্জন করে অনুপঘাত দ্বারা, সন্তাপ বর্জন করে অসন্তাপ দ্বারা, বিনাশ বর্জন করে অবিনাশ দ্বারা এবং অহিত বর্জন করে হিত দ্বারা সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, বৈরী না হোক; সুখী হোক, দুঃখী না হোক; সুখিতাত্ম হোক, দুঃখিতাত্ম না হোক—এই আট প্রকারে সমস্ত সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে—মৈত্রী। সেই মৈত্রীধর্মকে চিন্তা করে—চিত্ত (চেতো)। সব ব্যাপাদ-পর্যুত্থান বা পূর্বসংস্কার হতে বিমুক্ত করে—বিমুক্তি। মৈত্রী, চিত্ত এবং বিমুক্তি—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

ঊর্ধ্বদিকের সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।... এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

পূর্বদিকের সব প্রাণীর প্রতি... ভূতের প্রতি... পুদ্গালের প্রতি... দেহধারীর প্রতি... সব স্ত্রীর প্রতি... সব পুরুষের প্রতি... সব আর্যের প্রতি...

সব অনার্যের প্রতি... সব দেবতার প্রতি... সব মনুষ্যর প্রতি.... সব বিনিপাতিকের প্রতি.... পশ্চিম দিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি.... উত্তরদিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি... দক্ষিণদিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি... পূর্বকোণের সব বিনিপাতিকের প্রতি... পশ্চিমকোণের সব বিনিপাতিকের প্রতি... উত্তরকোণের সব বিনিপাতিকের প্রতি... দক্ষিণকোণের সব বিনিপাতিকের প্রতি... নিম্নদিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি... ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি পীড়ন বর্জন করে অপীড়ন দ্বারা, উপঘাত বর্জন করে অনুপঘাত দ্বারা, সন্তাপ বর্জন করে অসন্তাপ দ্বারা, বিনাশ বর্জন করে অবিনাশ দ্বারা এবং অহিত বর্জন করে হিত দ্বারা সব সত্ত্ব অবৈরী হোক, বৈরী না হোক; সুখী হোক, দুঃখী না হোক; সুখিতাত্ম হোক, দুঃখিতাত্ম না হোক—এই আট প্রকারে ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিকের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে—মৈত্রী। সেই মৈত্রীধর্মকে চিন্তা করে—চিত্ত (চেতো)। সব ব্যাপাদ-পর্যুত্থান বা পূর্বসংস্কার হতে বিমুক্ত করে—বিমুক্তি। মৈত্রী, চিত্ত এবং বিমুক্তি—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে বীর্য প্রয়োগ করে। তখন বীর্যেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। তখন স্মৃতি-ইন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। চিত্তকে সমাহিত করেন। তখন সমাধীন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে জানেন। তখন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি আসেবিত হয়... এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে অশ্রদ্ধায় কম্পিত হয় না। তখন শ্রদ্ধাবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। আলস্যে কম্পিত হয় না। তখন বীর্যবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। প্রমাদে কম্পিত হয় না। তখন স্মৃতিবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। চঞ্চলতা কম্পিত হয় না। তখন সমাধিবল

পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। অবিদ্যায় কম্পিত হয় না। তখন প্রজ্ঞাবল পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই পঞ্চবল মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই পঞ্চবল দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি আসেবিত হয়... এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে স্মৃতি উপস্থাপিত করে। তখন স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

প্রজ্ঞা দ্বারা বিচার করে। তখন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। বীর্য প্রয়োগ করে। তখন বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। বীর্য প্রয়োগ করে। তখন বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। পরিদাহ বা মনস্তাপ উপশম করে। তখন প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। পাপাচার দমন করে। তখন প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। চিত্তকে সমাহিত করে। তখন সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। জ্ঞান দ্বারা ক্লেশসমূহ প্রভেদ বা বিচার হয়। তখন উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি আসেবিত হয়... এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

ঊর্ধ্বদিকের সব বিনিপাতিক সত্ত্ব অবৈরী হোক, ক্ষমাশীল হোক এবং সুখী হোক—এরূপে সম্যকভাবে দর্শন করে। তখন সম্যক দৃষ্টি পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে আরোপন করে। তখন সম্যক সংকল্প পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে পরিগ্রহণ করে। তখন সম্যক বাক্য পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে সমুত্থাপিত করে। তখন সম্যক কর্ম পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে পরিশুদ্ধ করে। তখন সম্যক জীবিকা পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে প্রয়োগ করে। তখন সম্যক প্রচেষ্টা পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে উপস্থাপিত করে। তখন সম্যক স্মৃতি পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি। সম্যকভাবে সমাহিত করে। তখন সম্যক সমাধি পরিভাবিত হয়—মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি।

এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি পুনঃপুন অভ্যাস করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাবনা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি ভাবিত করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বহুলীকৃত করা হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির অলংকার হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুঅলংকৃত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির উপকরণ হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ দ্বারা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি সুসজ্জিত হয়। এই অষ্ট মার্গাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তি পরিবারভুক্ত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি সুপরিবৃত হয়। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ মৈত্রী দ্বারা চিত্তবিমুক্তির পুনঃপুন অভ্যাস, ভাবনা, বহুলীকৃত, অলংকার, উপকরণ, পরিবার, পরিপূর্ণ, সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, অনুসরণ, প্রসন্নতা বা প্রশান্তি, স্থিত, বিমোচন, "এটা শান্ত" বলে স্পর্শন, আয়ত্ত, অভ্যস্ত, অর্জিত, পরিচিত, সুআরব্ধ, সুভাবিত, সুঅধিষ্ঠিত, সুসমুদ্‌গত ও সুবিমুক্ত হয় এবং উৎপাদন, আলোকিত ও প্রতাপিত করেন।

মৈত্রী কথা সমাপ্ত।

৫. বিরাগ কথা

২৮. বিরাগ মার্গ, বিমুক্তি ফল। বিরাগ মার্গ কী? স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি থেকে পৃথক হয়। তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ থেকে পৃথক হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত থেকেও পৃথক হয়। বিরাগ, বিরাগালম্বন, বিরাগগোচর বিরাগে অন্তর্ভুক্ত[১], বিরাগে স্থিত এবং বিরাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বিরাগ' বলতে দুই প্রকার বিরাগ; যথা : নির্বাণ বিরাগ ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্মও বিরাগ হয়—বিরাগ। সহজাত সপ্তাঙ্গ বিরাগপ্রাপ্ত হয়—বিরাগমার্গ। এই মার্গ দ্বারা বুদ্ধগণ এবং শ্রাবকগণ অগত দিক নির্বাণ গমন করেন—অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পরবাদীদের (অপবাদকারী) মার্গের তুলনায় এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অগ্র,

---

[১]। এর পালি 'সমুদাগতো', শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'সমুপাগতো' অর্থাৎ আগত বা উপনীত।

শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ্য[১] বা উৎকৃষ্ট, উত্তম ও প্রধান—তাই মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।

অভিনিরোপনার্থ দ্বারা সম্যক সংকল্প মিথ্যাসংকল্প হতে পৃথক হয়। পরিগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক বাক্য মিথ্যা বাক্য হতে পৃথক হয়। সমুত্থানার্থ দ্বারা সম্যক কর্ম মিথ্যাকর্ম হতে পৃথক হয়। পরিশুদ্ধার্থ দ্বারা সম্যক জীবিকা মিথ্যা জীবিকা হতে পৃথক হয়। উদ্যমার্থ দ্বারা সম্যক প্রচেষ্টা মিথ্যাপ্রচেষ্টা হতে পৃথক হয়। উপস্থাপনার্থ দ্বারা সম্যক স্মৃতি মিথ্যাস্মৃতি হতে পৃথক হয়। অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি মিথ্যাসমাধি হতে পৃথক হয়। তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে পৃথক হয়। বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে পৃথক হয়। বিরাগ, বিরাগালম্বন, বিরাগ-গোচর বিরাগে অনর্ভুক্ত, বিরাগে স্থিত এবং বিরাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বিরাগ' বলতে দুই প্রকার বিরাগ দ্বিবিধ; যথা : নির্বাণ বিরাগ ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্মও বিরাগ হয়—বিরাগ। সহজাত সপ্তাঙ্গ বিরাগপ্রাপ্ত হয়—বিরাগমার্গ। এই মার্গ দ্বারা বুদ্ধগণ এবং শ্রাবকগণ অগত দিক নির্বাণ গমন করেন—অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পরবাদীদের (অপবাদকারী) মার্গের তুলনায় এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ্য[২] বা উৎকৃষ্ট, উত্তম ও প্রধান—তাই মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে পৃথক হয়, তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে পৃথক হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে ও পৃথক হয়। বিরাগ, বিরাগালম্বন, বিরাগ-গোচর বিরাগে অন্তর্ভুক্ত, বিরাগে স্থিত এবং বিরাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বিরাগ' বলতে দুই প্রকার বিরাগ দ্বিবিধ; যথা : নির্বাণ বিরাগ ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্মও বিরাগ হয়—বিরাগ। সহজাত সপ্তাঙ্গ বিরাগপ্রাপ্ত হয়—বিরাগমার্গ। এই মার্গ দ্বারা বুদ্ধগণ এবং শ্রাবকগণ অগত দিক নির্বাণ গমন করেন—অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পরবাদীদের (অপবাদকারী) মার্গের তুলনায় এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অগ্র,

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'বিমোক্ষ', অর্থকথায় 'মোক্ষ'।

[২]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'বিমোক্ষ', অর্থকথায় 'মোক্ষ'।

শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ্য[১] বা উৎকৃষ্ট, উত্তম ও প্রধান—তাই মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।

অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, অনুসহগত কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে পৃথক হয়, তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে পৃথক হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতেও পৃথক হয়। বিরাগ, বিরাগালম্বন, বিরাগ-গোচর বিরাগে অন্তর্ভুক্ত, বিরাগে স্থিত এবং বিরাগে প্রতিষ্ঠিত।

'বিরাগ' বলতে দুই প্রকার বিরাগ দ্বিবিধ; যথা : নির্বাণ বিরাগ ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্মও বিরাগ হয়—বিরাগ। সহজাত সপ্তাঙ্গ বিরাগপ্রাপ্ত হয়—বিরাগমার্গ। এই মার্গ দ্বারা বুদ্ধগণ এবং শ্রাবকগণ অগত দিক নির্বাণ গমন করেন—অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পরবাদীদের (অপবাদকারী) মার্গের তুলনায় এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ্য[২] বা উৎকৃষ্ট, উত্তম ও প্রধান—তাই মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয় হতে পৃথক হয়। তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে পৃথক হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতেও পৃথক হয়। বিরাগ, বিরাগালম্বন, বিরাগ-গোচর বিরাগে অন্তর্ভুক্ত, বিরাগে স্থিত এবং বিরাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বিরাগ' বলতে দুই প্রকার বিরাগ দ্বিবিধ; যথা : নির্বাণ বিরাগ ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্মও বিরাগ হয়—বিরাগ। সহজাত সপ্তাঙ্গ বিরাগপ্রাপ্ত হয়—বিরাগমার্গ। এই মার্গ দ্বারা বুদ্ধগণ এবং শ্রাবকগণ অগত দিক নির্বাণ গমন করেন—অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পরবাদীদের (অপবাদকারী) মার্গের তুলনায় এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ্য[৩] বা উৎকৃষ্ট, উত্তম ও প্রধান—তাই মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।

দর্শন-বিরাগ সম্যক দৃষ্টি। অভিনিরোপন-বিরাগ সম্যক সংকল্প। পরিগ্রহ-

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'বিমোক্ষ', অর্থকথায় 'মোক্ষ'।

[২]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'বিমোক্ষ', অর্থকথায় 'মোক্ষ'।

[৩]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে 'বিমোক্ষ', অর্থকথায় 'মোক্ষ'।

বিরাগ সম্যক বাক্য। সমুত্থান-বিরাগ সম্যক কর্ম। পরিশুদ্ধ-বিরাগ সম্যক জীবিকা। উদ্যম-বিরাগ সম্যক প্রচেষ্টা। উপস্থাপন-বিরাগ সম্যক স্মৃতি। অবিক্ষেপ-বিরাগ সম্যক সমাধি। উপস্থাপন-বিরাগ স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। প্রবিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার)—বিরাগ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। উদ্যম-বিরাগ বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ। স্ফুরণ-বিরাগ প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। উপশম-বিরাগ প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। অবিক্ষেপ-বিরাগ সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। প্রতিসংখ্যান বা বিবেচন-বিরাগ উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ। অশ্রদ্ধায় অকম্পিত-বিরাগ শ্রদ্ধাবল। আলস্যে অকম্পিত-বিরাগ বীর্যবল। প্রমাদে অকম্পিত-বিরাগ স্মৃতিবল। চঞ্চলতায় অকম্পিত-বিরাগ সমাধিবল। অবিদ্যায় অকম্পিত-বিরাগ প্রজ্ঞাবল। অধিমোক্ষ-বিরাগ শ্রদ্ধেন্দ্রিয়। উদ্যম-বিরাগ বীর্যেন্দ্রিয়। উপস্থাপন-বিরাগ স্মৃতীন্দ্রিয়। অবিক্ষেপ-বিরাগ সমাধীন্দ্রিয়। দর্শন-বিরাগ প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয়-বিরাগ। অকম্পিতার্থে বল-বিরাগ। মুক্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গ-বিরাগ। হেত্বার্থে মার্গ-বিরাগ। উপস্থাপনার্থে স্মৃতিপ্রস্থান-বিরাগ। প্রধানার্থে সম্যক প্রধান-বিরাগ। সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধিপাদ-বিরাগ। তথার্থে সত্য-বিরাগ। অবিক্ষেপার্থে শমথ-বিরাগ। অনুদর্শনার্থে বিদর্শন-বিরাগ। একরসার্থে শমথ-বির্দশন-বিরাগ। অনতিক্রমার্থে যুগপৎ (যুগনদ্ধ)-বিরাগ। সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি-বিরাগ। অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি-বিরাগ। দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি-বিরাগ। বিমুক্তার্থে বিমোক্ষ-বিরাগ। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা-বিরাগ। পরিত্যাগার্থে বিমুক্তি-বিরাগ। সমুচ্ছেদার্থে ক্ষয়জ্ঞান-বিরাগ। মূলার্থে ছন্দ-বিরাগ। সমুত্থানার্থে মনোযোগ-বিরাগ। সমোধানার্থে স্পর্শ-বিরাগ। সমোসরণার্থে বেদনা-বিরাগ। প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠার্থে সমাধি-বিরাগ। আধিপত্যার্থে স্মৃতি-বিরাগ। সর্বোত্তমার্থে প্রজ্ঞা-বিরাগ। সারার্থে বিমুক্তি-বিরাগ। পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণমার্গ।

দর্শনমার্গ সম্যক দৃষ্টি, অভিনিরোপনমার্গ সম্যক সংকল্প... পর্যাবসানার্থে অমৃতোগোধ নির্বাণমার্গ। বিরাগমার্গ এরূপ।

২৯. বিমুক্তি ফল কী? স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিমুক্ত হয়। তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তি ফল।

অভিনিরোপনার্থ দ্বারা সম্যক সংকল্প, মিথ্যাসংকল্প হতে বিমুক্ত হয়, তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তিফল।

পরিগ্রহার্থ দ্বারা সম্যক বাক্য মিথ্যা বাক্য হতে বিমুক্ত হয়, সমুত্থানার্থ দ্বারা সম্যক কর্ম মিথ্যাকর্ম হতে বিমুক্ত হয়, পরিশুদ্ধার্থ দ্বারা সম্যক জীবিকা মিথ্যা জীবিকা হতে বিমুক্ত হয়, উদ্যমার্থ দ্বারা সম্যক প্রচেষ্টা মিথ্যাপ্রচেষ্টা হতে বিমুক্ত হয়, উপস্থাপনার্থ দ্বারা সম্যক স্মৃতি মিথ্যাস্মৃতি হতে বিমুক্ত হয়, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি মিথ্যাসমাধি হতে বিমুক্ত হয়; তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তি ফল।

সকৃদাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থে সম্যক সমাধি স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে বিমুক্ত হয়, তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তি ফল।

অনাগামীমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, অনুসহগত কামরাগনুশয়, প্রতিঘানুশয় হতে বিমুক্ত হয়; তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তি ফল।

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শনার্থ দ্বারা সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপার্থ দ্বারা সম্যক সমাধি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়

ও অবিদ্যানুশয় হতে বিমুক্ত হয়; তদনুকরণকারী ক্লেশ ও স্কন্ধ হতে মুক্ত হয় এবং বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তি, বিমুক্তি-আরম্মণ, বিমুক্তি-গোচর বিমুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, বিমুক্তিতে স্থিত এবং বিমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিমুক্তি' বলতে দুই প্রকার বিমুক্তি, যথা—নির্বাণ বিমুক্তি ও যেসব ধর্ম নির্বাণালম্বনজাত সেসব ধর্ম বিমুক্ত হয়—বিমুক্তি ফল।

দর্শন-বিমুক্তি সম্যক দৃষ্টি... অবিক্ষেপবিমুক্তি সম্যক সমাধি, উপস্থানবিমুক্তি স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ... প্রতিসংখ্যানবিমুক্তি উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ। অশ্রদ্ধায় অকম্পিয়বিমুক্তি শ্রদ্ধাবল... অবিদ্যায় অকম্পিয়বিমুক্তি প্রজ্ঞাবল। অধিমোক্ষবিমুক্তি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়... দর্শনবিমুক্তি প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয়-বিমুক্তি, অকম্পিতার্থে বল-বিমুক্তি, মুক্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গ-বিমুক্তি, হেত্বার্থে মার্গ-বিমুক্তি, উপস্থাপনার্থে স্মৃতিপ্রস্থান-বিমুক্তি, প্রধানার্থে সম্যক প্রধান-বিমুক্তি, সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধিপাদ-বিমুক্তি, তথার্থে সত্য-বিমুক্তি, অবিক্ষেপার্থে শমথ-বিমুক্তি, অনুদর্শনার্থে বিদর্শন-বিমুক্তি, একরসার্থে শমথ-বিদর্শন-বিমুক্তি, অনতিক্রমার্থে যুগপৎ (যুগনদ্ধ)-বিমুক্তি, সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি-বিমুক্তি, অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি-বিমুক্তি, দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি-বিমুক্তি, বিমুক্তার্থে বিমোক্ষ-বিমুক্তি, প্রতিবেধার্থে বিদ্যা-বিমুক্তি, পরিত্যাগার্থে বিমুক্তি-বিমুক্তি, প্রতিপ্রশ্রদ্ধিয়ার্থে অনুৎপাদে জ্ঞান-বিমুক্তি, মূলার্থে ছন্দ-বিমুক্তি, সমুত্থানার্থে মনোযোগ-বিমুক্তি, সমোধানার্থে স্পর্শ-বিমুক্তি, সমোসরণার্থে বেদনা-বিমুক্তি, প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠার্থে সমাধি-বিমুক্তি, আধিপত্যার্থে স্মৃতি-বিমুক্তি, সর্বোত্তমার্থে প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, সারার্থে বিমুক্তি-বিমুক্তি, পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণমার্গ-বিমুক্তি। বিমুক্তি ফল এরূপ। বিরাগমার্গ ও বিমুক্তি ফল এরূপ।

বিরাগ কথা সমাপ্ত।

৬. প্রতিসম্ভিদা কথা

১. ধর্মচক্র প্রবর্তন পরিচ্ছেদ

৩০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি অন্ত প্রব্রজিতগণের অভ্যাস বা সেবন করা অনুচিত। সেই দুইটি কী কী? প্রথমত হীন, গ্রাম্য এবং সাধারণজন সেবিত

অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত অনার্য ও অনর্থকর আত্মক্লেশজনিত দুঃখবরণ। এ দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যম পথ অধিগত করেছেন, যা চক্ষু উৎপদানকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে"।

"ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক অধিগত সেই মধ্যম পথ কী, যা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে? এটা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এটাই তথাগত কর্তৃক অধিগত মধ্যম পথ, যা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে। "

"ভিক্ষুগণ, এটা দুঃখ আর্যসত্য। যথা : জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্কন্ধ দুঃখ। এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য; যথা : ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপন্নকারী তৃষ্ণা, যা নন্দি-রাগসহগত সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারী, যেমন—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য; যথা : সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনাসক্তভাব (অনালয়)। এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য; যথা : এটা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

'এটা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞেয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

'এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিহাতব্য'

এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে'—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে।"

'এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎ করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার সাক্ষাৎকৃত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হয়েছিল"।

"'এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

"ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমার এই চারি আর্যসত্যে ত্রিবিধ ধারায় দ্বাদশ প্রকারে জ্ঞানদর্শন যথাযথভাবে সুবিশুদ্ধ হয়নি, তাবৎ আমি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের নিকট, 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি' বলে প্রকাশ করিনি। ভিক্ষুগণ, যখন আমার এই চারি আর্যসত্যে ত্রিবিধ ধারায় দ্বাদশ প্রকারে জ্ঞানদর্শন যথাযথভাবে সুবিশুদ্ধ হয়েছে, তখন আমি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের নিকট 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি' বলে প্রকাশ করেছি, আমার জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হয়েছে—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এটাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না"।

ভগবান এরূপ বললে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষিত বিষয় অনুমোদন করলেন।

এই ধর্মচক্র প্রবর্তন দেশনা শেষ হলে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্যের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"।

ভগবান কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হলে ভূমিবাসী দেবগণ এই সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" ভূমিবাসী দেবগণের শব্দ শুনে চতুর্মহারাজিক দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের শব্দ শুনে তাবতিংস দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক... অপ্রবর্তনীয়।" তাবতিংস দেবতাগণের শব্দ শুনে যামবাসী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" যাম দেবতাগণের শব্দ শুনে তুষিতবাসী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক... অপ্রবর্তনীয়।" তুষিত দেবতাগণের শব্দ শুনে নির্মাণরতী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" নির্মাণরতী দেবতাগণের শব্দ শুনে পরনির্মিত বশবর্তী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়"। পরনির্মিত বশবর্তী দেবতাগণের শব্দ শুনে সব ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ[১] ও সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়"।

এরূপে সেই ধর্মচক্র প্রবর্তনক্ষণে, সেই সময়ে, সেই মুহূর্তে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত শব্দ ধ্বনি ঘোষিত হয়েছিল। তখন এই দশ সহস্র লোকধাতু কম্পিত,

---

[১]। এখানে ১৬ প্রকার রূপ ব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্বগণকে বুঝানো হচ্ছে।

প্রকম্পিত ও আলোড়িত হয়েছিল। দেবতাদের দেবপ্রভা অতিক্রম করে অপ্রমাণ ও অত্যুত্তম আলো জগতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

অতঃপর ভগবান এই গভীর ভাবপ্রবণবাক্য প্রকাশ করলেন—"সত্যিই কৌণ্ডণ্য মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" এরূপে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্যের নাম 'অর্হৎ কৌণ্ডণ্য' হয়েছিল।

[ক] "এটা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।"

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়— "ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্মপ্রতিসম্ভিদা"।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা"।

'এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞেয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে ও চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা"।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা"।

দুঃখ আর্যসত্যে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

[খ] 'এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে

এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। ‘এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিহারতব্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। ‘এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য প্রহীন হয়েছে’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।”

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা”।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা”।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা”।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা”।

দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্যে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

[গ] 'এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎ করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎকৃত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।"

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা"।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা"।

দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্যে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ

প্রকার নিরুক্তি এবং ষটি প্রকার জ্ঞান।

[ঘ] 'এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।"

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা"।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ।

তাই বলা হয়—“প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা”।

দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্যে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষটি প্রকার জ্ঞান।

চারি আর্যসত্যে মোট ষাট প্রকার ধর্ম, ষাট প্রকার অর্থ, একশত বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং দুইশত চল্লিশ প্রকার জ্ঞান।

২. স্মৃতিপ্রস্থান পরিচ্ছেদ

৩১. “হে ভিক্ষুগণ, ‘এটা কায়ে কায়ানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিতব্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘কায়ে কায়ানুদর্শন আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

“ভিক্ষুগণ, ‘এটা বেদনায় বেদনানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘বেদনায় বেদনানুদর্শন ভাবিতব্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘বেদনায় বেদনানুদর্শন আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

“ভিক্ষুগণ, ‘এটা চিত্তে চিত্তানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘চিত্তে চিত্তানুদর্শন ভাবিতব্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘চিত্তে চিত্তানুদর্শন আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

“ভিক্ষুগণ, ‘এটা ধর্মে ধর্মানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিতব্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই ‘ধর্মে ধর্মানুদর্শন আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

[ক] “‘এটা কায়ে কায়ানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন

হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে, এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা"।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা"।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—"প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা"।

কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রাকর অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

[খ-ঘ] "এটা বেদনায় বেদনানুদর্শন'... এটা বেদনায় বেদনানুদর্শন...

এটা ধর্মে ধর্মানুদর্শন' এরূপ অশ্রুত ধর্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।... সেই 'ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে, এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থানে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সর্বমোট ষটি প্রকার ধর্ম, ষটি প্রকার অর্থ, একশত বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং দুইশত চল্লিশ প্রকার জ্ঞান।

৩. ঋদ্ধিপাদ পরিচ্ছেদ

৩২. "হে ভিক্ষুগণ, 'এটা ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

"ভিক্ষুগণ, 'এটা বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ'... 'এটা চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ'... 'এটা মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

[ক] "'এটা ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে... এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত'... এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন

হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।”

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, প্রজ্ঞা ধর্ম, বিদ্যা ধর্ম, আলোক ধর্ম। এই পঞ্চধর্ম হলো ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“ধর্মসমূহে জ্ঞানই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা”।

দর্শনের জন্য অর্থ, জ্ঞাতের জন্য অর্থ, প্রজাননের জন্য অর্থ, প্রতিবেধের জন্য অর্থ, জ্যোত্যের জন্য অর্থ—এই পঞ্চ অর্থ হলো অর্থপ্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“অর্থসমূহে জ্ঞানই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা”।

উপরোক্ত পঞ্চধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ, পঞ্চ অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যঞ্জন-নিরুক্তি আলাপ। এই দশ নিরুক্তি হলো নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“নিরুক্তিসমূহে জ্ঞানই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা”।

উপরোক্ত পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, দশ নিরুক্তিতে জ্ঞান। এই বিশ প্রকার জ্ঞান প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার আরম্মণ ও গোচর হয়। যেসব তার আরম্মণ, সেসব তার গোচর। যেসব তার গোচর, সেসব তার আরম্মণ। তাই বলা হয়—“প্রতিভাণসমূহে জ্ঞানই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা”।

ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

[খ-ঘ] “‘এটা বীর্য সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’... ‘এটা চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’... ‘এটা মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই ‘মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার

চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদে পনেরো প্রকার ধর্ম, পনেরো প্রকার অর্থ, ত্রিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ষাট প্রকার জ্ঞান।

চারি ঋদ্ধিপাদে সর্বমোট ষাট প্রকার ধর্ম, ষাট প্রকার অর্থ, একশত বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং দুইশত চল্লিশ প্রকার জ্ঞান।

৪. সপ্ত বোধিসত্ত্ব পরিচ্ছেদ

৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, 'সমুদয়, সমুদয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে বিপস্সি বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'নিরোধ, নিরোধ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে বিপস্সি বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল"। বিপস্সি বোধিসত্ত্বের ব্যাকরণে দশ প্রকার ধর্ম, দশ প্রকার অর্থ, বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং চল্লিশ প্রকার জ্ঞান ছিল।

"ভিক্ষুগণ, 'সমুদয়, সমুদয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে শিখি বোধিসত্ত্বের... বেস্সভু বোধিসত্ত্বের... ককুসন্ধ বোধিসত্ত্বের... কোণাগমন বোধিসত্ত্বের... কাশ্যপ বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'নিরোধ, নিরোধ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে কাশ্যপ বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল"। কাশ্যপ বোধিসত্ত্বের ব্যাকরণে দশ প্রকার ধর্ম, দশ প্রকার অর্থ, বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং চল্লিশ প্রকার জ্ঞান ছিল।

"ভিক্ষুগণ, 'সমুদয়, সমুদয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে গৌতম বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'নিরোধ, নিরোধ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে গৌতম বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল"। গৌতম বোধিসত্ত্বের ব্যাকরণে দশ প্রকার ধর্ম, দশ প্রকার অর্থ, বিশ প্রকার নিরুক্তি এবং চল্লিশ প্রকার জ্ঞান ছিল।

সাতজন বোধিসত্ত্বের সপ্ত ব্যাকরণে সত্তর প্রকার ধর্ম, সত্তর প্রকার অর্থ, একশত চল্লিশ প্রকার নিরুক্তি এবং ২৮০ প্রকার জ্ঞান ছিল।

৫. অভিজ্ঞাদি পরিচ্ছেদ

৩৪. "যা অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত

ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অভিজ্ঞার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থে পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

"যা পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অভিজ্ঞার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

"যা প্রহীনের প্রহানার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অভিজ্ঞার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" প্রহীনের প্রহানার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

"যা ভাবনার ভাবনার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অভিজ্ঞার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" ভাবনার ভাবনার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

"যা সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অভিজ্ঞার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

অভিজ্ঞার অভিজ্ঞার্থে, পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থে, প্রহীনের প্রহানার্থে, ভাবনার ভাবনার্থে ও সাক্ষাৎকরণের সাক্ষাৎকরণার্থে একশত পঁচিশ প্রকার ধর্ম, একশত পঁচিশ প্রকার অর্থ, দুইশত পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং পাঁচশত প্রকার জ্ঞান।

৬. স্কন্ধাদি পরিচ্ছেদ

৩৫. "যা স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত স্কন্ধার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থে পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা ধাতুসমূহের ধাত্বার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত স্কন্ধার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" ধাতুসমূহের ধাত্বার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা আয়তনসমূহের আয়তনার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত স্কন্ধার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" আয়তনসমূহের আয়তনার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা সঙ্খতসমূহের সঙ্খতার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত স্কন্ধার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" সঙ্খতসমূহের সঙ্খতার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা অসঙ্খতসমূহের অসঙ্খতার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত স্কন্ধার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" অসঙ্খতসমূহের অসঙ্খতার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থে, ধাতুসমূহের ধাত্বার্থে, আয়তনসমূহের আয়তনার্থে, সঙ্খতসমূহের সঙ্খতার্থে ও অসঙ্খতসমূহের অসঙ্খতার্থে, একশত পঁচিশ প্রকার ধর্ম, একশত পঁচিশ প্রকার অর্থ, দুইশত পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং পাঁচশত প্রকার জ্ঞান।

৭. সত্য পরিচ্ছেদ

৩৬. "যা দুঃখের দুঃখার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত দুঃখার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" দুঃখের দুঃখার্থে পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা সমুদয়ের সমুদয়ার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত দুঃখার্থ নেই' —এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" সমুদয়ের সমুদয়ার্থ পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা নিরোধের নিরোধার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত দুঃখার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" নিরোধের নিরোধার্থ পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

যা মার্গের মার্গার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত দুঃখার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" মার্গের মার্গার্থ পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

চারি আর্যসত্যে একশত প্রকার ধর্ম, একশত প্রকার অর্থ, দুইশত প্রকার নিরুক্তি এবং চারশত প্রকার জ্ঞান।

৮. প্রতিসম্ভিদা পরিচ্ছেদ

৩৭. "যা অর্থ-প্রতিসম্ভিদার অর্থ-প্রতিসম্ভিদার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অর্থপ্রতিসম্ভিদার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" অর্থ-প্রতিসম্ভিদার অর্থ-প্রতিসম্ভিদার্থে পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

'যা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অর্থপ্রতিসম্ভিদার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার ধর্ম-প্রতিসম্ভিদার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

'যা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অর্থ-প্রতিসম্ভিদার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

'যা প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত। প্রজ্ঞার অস্পর্শিত অর্থপ্রতিসম্ভিদার্থ নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।" প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদার্থ পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

চারি প্রতিসম্ভিদার একশত প্রকার ধর্ম, একশত অর্থ, দুইশত প্রকার নিরুক্তি এবং চারশত প্রকার জ্ঞান।

৯. ছয় বুদ্ধ-ধর্ম পরিচ্ছেদ

৩৮. "যা ইন্দ্রিয় পরোপরিয়ত্তি বা পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, প্রজ্ঞার তা জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল"। পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে পঁচিশ প্রকার ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

'যা সত্ত্বগণের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান... যা যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান... যা মহাকরুণা সমাপত্তিতে জ্ঞান... যা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান... যা অনাবরণ জ্ঞান, তা প্রজ্ঞার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়ে থাকে; প্রজ্ঞার অস্পর্শিত পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান নেই'—এরূপ বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল"। অনাবরণ জ্ঞানে পঁচিশ প্রকার

ধর্ম, পঁচিশ প্রকার অর্থ, পঞ্চাশ প্রকার নিরুক্তি এবং একশত প্রকার জ্ঞান।

ছয় বুদ্ধ-ধর্মে একশত পঞ্চাশ প্রকার ধর্ম, একশত পঞ্চাশ প্রকার অর্থ, তিনশত প্রকার নিরুক্তি এবং ছয়শত প্রকার জ্ঞান।

প্রতিসম্ভিদাধিকরণে[১] ৮৫০ প্রকার ধর্ম, ৮৫০ প্রকার অর্থ, ১৭০০ প্রকার নিরুক্তি এবং ৩৪০০ প্রকার জ্ঞান।

প্রতিসম্ভিদা কথা সমাপ্ত।

৭. ধর্মচক্র কথা

১. সত্য পরিচ্ছেদ

৩৯. একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি অন্ত প্রব্রজিতগণের অভ্যাস বা সেবন করা অনুচিত। সেই দুইটি কী কী? প্রথমত হীন, গ্রাম্য এবং সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত অনার্য ও অনর্থকর আত্মক্লেশজনিত দুঃখ বরণ। এ দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যম পথ অধিগত করেছেন, যা চক্ষু উৎপদানকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে"।

"ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক অধিগত সেই মধ্যম পথ কী, যা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে? এটা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এটাই তথাগত কর্তৃক অধিগত মধ্যম পথ, যা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে।"

"ভিক্ষুগণ, এটা দুঃখ আর্যসত্য। যথা : জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্কন্ধ দুঃখ। এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য; যথা : ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপন্নকারী তৃষ্ণা, যা নন্দি-রাগ-সহগত সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারী, যেমন—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও

---

[১]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে প্রতিসম্ভিদা প্রকরণ।

বিভবতৃষ্ণা। এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য; যথা : সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনাসক্তভাব (অনালয়)। এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য; যথা : এটা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

"এটা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞেয়' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

"'এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিহাতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু, উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে'—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে।"

'এটা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎ করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু, উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার সাক্ষাৎকৃত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হয়েছিল"।

"এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু, উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং

আলোক উৎপন্ন হয়েছে। ‘এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

“ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমার এই চারি আর্যসত্যে ত্রিবিধ ধারায় দ্বাদশ প্রকারে জ্ঞানদর্শন যথাযথভাবে সুবিশুদ্ধ হয়নি, তাবৎ আমি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের নিকট, ‘অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি’ বলে প্রকাশ করিনি। ভিক্ষুগণ, যখন আমার এই চারি আর্য-সত্যে ত্রিবিধ ধারায় দ্বাদশ প্রকারে জ্ঞানদর্শন যথাযথভাবে সুবিশুদ্ধ হয়েছে, তখন আমি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের নিকট ‘অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি’ বলে প্রকাশ করেছি, আমার জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হয়েছে—‘আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এটাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না”।

ভগবান এরূপ বললে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষিত বিষয় অনুমোদন করলেন।

এই ধর্মচক্র প্রবর্তন দেশনা শেষ হলে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্যের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—“যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী”।

ভগবান কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হলে ভূমিবাসী দেবগণ এই সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন—“ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।” ভূমিবাসী দেবগণের শব্দ শুনে চতুর্মহারাজিক দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেন—“ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।” চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের শব্দ শুনে তাবতিংস দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—“ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।” তাবতিংস দেবতাগণের শব্দ শুনে যামবাসী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—“ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।” যাম দেবতাগণের শব্দ শুনে

তুষিতবাসী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" তুষিত দেবতাগণের শব্দ শুনে নির্মাণরতী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়।" নির্মাণরতী দেবতাগণের শব্দ শুনে পরনির্মিত বশবর্তী দেবতাগণ সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়"। পরনির্মিতবশবর্তী দেবতাগণের শব্দ শুনে সব ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ[১] ও সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন—"ভগবান কর্তৃক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে এই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, যা জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার ও ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রবর্তনীয়"।

এরূপে সেই ধর্মচক্র প্রবর্তনক্ষণে, সেই সময়ে, সেই মুহূর্তে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত শব্দ ধ্বনি ঘোষিত হয়েছিল। তখন এই দশ সহস্র লোকধাতু কম্পিত, প্রকম্পিত ও আলোড়িত হয়েছিল। দেবতাদের দেবপ্রভা অতিক্রম করে অপ্রমাণ ও অত্যুত্তম আলো জগতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

অতঃপর ভগবান এই গভীর ভাবপ্রবণবাক্য প্রকাশ করলেন—"সত্যিই কৌণ্ডন্য মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" এরূপে আয়ুষ্মান কৌণ্ডন্যের নাম 'অর্হৎ কৌণ্ডন্য' হয়েছিল।

[ক] "এটা দুঃখ আর্যসত্য" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনের জন্য অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতের জন্য অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম,

---

[১]। এখানে ১৬ প্রকার রূপ ব্রহ্মালোকবাসী সত্ত্বগণকে বুঝানো হচ্ছে।

প্রজাননের জন্য অর্থ। বিদ্যা ধর্ম, প্রতিবেধের জন্য অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যের জন্য অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ দুঃখ বিষয়ক, সত্য বিষয়ক, সত্যারম্মণ, সত্যগোচর, সত্যে সংগ্রহীত; সত্যে অন্তর্গত, সত্যে অন্তর্ভুক্ত, সত্যে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪০. 'ধর্মচক্র, ধর্মচক্র' বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে প্রতিষ্ঠিতকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে বশীপ্রাপ্ত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে বশীপ্রাপ্তকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে পূর্ণতাপ্রাপ্তকালে প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্তকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকে সৎকারকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকে গৌরবকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকে মান্যকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকে পূজাকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকে শ্রদ্ধা বা সম্মানকালে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মধ্বজা হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মকেতু হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মাধিপতি হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার বা ব্রহ্মা কারোর দ্বারা এই ধর্মচক্র অপ্রবর্তনীয়—এ অর্থে ধর্মচক্র।

শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। বীর্যেন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। স্মৃতীন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমাধীন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। শ্রদ্ধাবল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। বীর্যবল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। স্মৃতিবল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমাধিবল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রজ্ঞাবল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। বীর্য

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক দৃষ্টি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক সংকল্প ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক বাক্য ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক কর্ম ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক জীবিকা ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক প্রচেষ্টা ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক স্মৃতি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সম্যক সমাধি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। অকম্পিতার্থে বল ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। মুক্তি অর্থে বোজ্ঝাঙ্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। হেত্বার্থে মার্গ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। উপস্থানার্থে স্মৃতিপ্রস্থান ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রধানার্থে সম্যক প্রধান ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধিপাদ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। তথার্থে সত্যধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। অবিক্ষেপার্থে শমথ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। অনুদর্শনার্থে বিদর্শন ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। একরসার্থে শমথ-বিদর্শন ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। অনতিক্রমার্থে যুগনদ্ধধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। অবিক্ষেপার্থে চিত্ত-বিশুদ্ধি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। মুক্তি অর্থে বিমোক্ষ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। পরিত্যাগার্থে বিমুক্তি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমুচ্ছেদার্থ ক্ষয়জ্ঞান ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রতিপ্রশ্রদ্ধি অর্থে অনুৎপত্তি জ্ঞান (বা অর্হত্ত্বফলজ্ঞান) ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। মূলার্থে

ছন্দ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমুখানার্থে মনোনিবেশ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমোধান বা সংযোগার্থে স্পর্শ ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সমোসরণার্থে বেদনা ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠার্থে সমাধি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। আধিপত্যার্থে স্মৃতি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সর্বোত্তমার্থে প্রজ্ঞা ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। সারার্থে বিমুক্তি ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

"এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞেয়" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। "এই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাত" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনের জন্য অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতের জন্য অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম, প্রজাননের জন্য অর্থ। বিদ্যা ধর্ম, প্রতিবেধের জন্য অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যের জন্য অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ দুঃখ বিষয়ক, সত্য বিষয়ক, সত্যারম্মণ, সত্যগোচর, সত্যে সংগ্রহীত; সত্যে অন্তর্গত, সত্যে অন্তর্ভুক্ত, সত্যে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ধর্মচক্র, ধর্মচক্র' বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

[খ-ঘ] "এটা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।... "এই সমুদয় আর্যসত্য পরিহারতব্য" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক

উৎপন্ন হয়েছে। "এই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য প্রহীন হয়েছে" এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে?... কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে... জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনের জন্য অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতের জন্য অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম, প্রজাননের জন্য অর্থ। বিদ্যা ধর্ম, প্রতিবেধের জন্য অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যের জন্য অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ দুঃখ বিষয়ক, সত্য বিষয়ক, সত্যারম্মণ, সত্যগোচর, সত্যে সংগ্রহীত; সত্যে অন্তর্গত, সত্যে অন্তর্ভুক্ত, সত্যে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ধর্মচক্র, ধর্মচক্র' বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

২. স্মৃতিপ্রস্থান পরিচ্ছেদ

৪১. "হে ভিক্ষুগণ, 'এটা কায়ে কায়ানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

"ভিক্ষুগণ, 'এটা বেদনায় বেদনানুদর্শন'... 'এটা চিত্তে চিত্তানুদর্শন'... 'এটা ধর্মে ধর্মানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'ধর্মে ধর্মানুদর্শন আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

'এটা কায়ে কায়ানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।... সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিতব্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সেই 'কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,...

এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনার্থ অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতার্থ অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম, প্রজাননার্থ অর্থ। বিদ্যাধর্ম, প্রতিবেধার্থ অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যার্থ অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ কায় বিষয়ক, স্মৃতিপ্রস্থান বিষয়ক, স্মৃতিপ্রস্থানারম্মণ, স্মৃতিপ্রস্থান গোচর স্মৃতিপ্রস্থানে সংগৃহীত, স্মৃতিপ্রস্থানে অন্তর্গত, স্মৃতিপ্রস্থানে অন্তর্ভুক্ত, স্মৃতিপ্রস্থানে স্থিত এবং স্মৃতিপ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘ধর্মচক্র, ধর্মচক্র’ বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

৩. ঋদ্ধিপাদ পরিচ্ছেদ

৪২. “হে ভিক্ষুগণ, ‘এটা ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই ‘ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত করা উচিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই ‘ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে”।

“ভিক্ষুগণ, ‘এটা বীর্য সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’... ‘এটা চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’... ‘এটা মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই ‘ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-

সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে"।

'এটা ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।... এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। এই 'ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু আমার উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনের জন্য অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতের জন্য অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম, প্রজাননের জন্য অর্থ। বিদ্যা ধর্ম, প্রতিবেধের জন্য অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যের জন্য অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ দুঃখ বিষয়ক, সত্য বিষয়ক, সত্যারম্মণ, সত্যগোচর, সত্যে সংগ্রহীত; সত্যে অন্তর্গত, সত্যে অন্তর্ভুক্ত, সত্যে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ধর্মচক্র, ধর্মচক্র' বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম; সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

'এটা বীর্য সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।... 'এই বীর্য সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব

বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। 'এই বীর্য সমাধি-প্রধান-সংস্কার-সমৃদ্ধ ঋদ্ধিপাদ আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে,... এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

কোন অর্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে? কোন অর্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে? দর্শনার্থে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞাতার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। প্রতিবেধার্থে বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোত্যার্থে আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

চক্ষু ধর্ম, দর্শনের জন্য অর্থ। জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞাতের জন্য অর্থ। প্রজ্ঞা ধর্ম, প্রজাননের জন্য অর্থ। বিদ্যা ধর্ম, প্রতিবেধের জন্য অর্থ। আলোক ধর্ম, জ্যোত্যের জন্য অর্থ। এই পঞ্চধর্ম ও পঞ্চ অর্থ দুঃখ বিষয়ক, সত্য বিষয়ক, সত্যারম্মণ, সত্যগোচর, সত্যে সংগ্রহীত; সত্যে অন্তর্গত, সত্যে অন্তর্ভুক্ত, সত্যে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ধর্মচক্র, ধর্মচক্র' বলা হয়; কোন অর্থে ধর্মচক্র? ধর্ম এবং চক্র প্রবর্তন করে—এঅর্থে ধর্মচক্র। চক্র এবং ধর্ম প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্ম দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মচর্যা দ্বারা প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র। ধর্মে স্থিত হয়ে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।... পর্যাবসানার্থে অমৃতময় নির্বাণধর্ম। সেই ধর্মকে প্রবর্তন করে—এ অর্থে ধর্মচক্র।

ধর্মচক্র কথা সমাপ্ত।

৮. লোকোত্তর কথা

৪৩. কোনগুলো লোকোত্তর ধর্ম? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—এগুলোই লোকোত্তর ধর্ম।

'লোকোত্তর, লোকোত্তর' বলা হয়, কোন অর্থে লোকোত্তর? লোক বা জগত পার হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উত্তরণ করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বের হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উত্তীর্ণ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে অতিক্রম করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে সমতিক্রম বা উপেক্ষা করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে অতিক্রান্ত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকের বাইরে থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকান্ত পার হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে নিঃসরণ

হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে মুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে নির্গত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বন্ধনমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা অনাবদ্ধ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে আগত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে অবস্থান করে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে স্থিত বা বিদ্যমান থাকে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে লিপ্ত হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা লিপ্ত হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে অসংশ্লিষ্ট থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে অনুপলিপ্ত থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা উপলিপ্ত হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে বিপ্রমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা বিপ্রমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিপ্রমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে বিসংযুক্ত থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক দ্বারা বিসংযুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে বিমুক্ত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে পৃথক হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে পৃথক থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে শুদ্ধ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে শুদ্ধ করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে শুদ্ধ থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিশুদ্ধ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিশুদ্ধ করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিশুদ্ধ থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উত্থিত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উত্থিত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে উত্থিত থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিবর্তিত হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিবর্তিত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোক হতে বিবর্তিত থাকে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে দৃঢ়াবদ্ধ হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে ধৃত হয় না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকে বধ করে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে সমুচ্ছিন্ন করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে সমূলে উৎপাটিত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে শান্ত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে প্রশান্ত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকের অপথ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকের অগতি হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকের অবিষয় হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোকের অসাধারণ হয়—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে বমন বা নিক্ষেপ করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে পুনরায় বমন বা নিক্ষেপ করে না—এ

অর্থে লোকোত্তর। লোককে ত্যাগ করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে আসক্তি করে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে অনুকূল করে —এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে আকর্ষণ করে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে নির্বাপিত করে—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে প্রজ্জ্বলিত করে না—এ অর্থে লোকোত্তর। লোককে সম্যকরূপে অতিক্রমপূর্বক জয় করে অবস্থান করে—এ অর্থে লোকোত্তর।

লোকোত্তর কথা সমাপ্ত।

৯. বল কথা

৪৪. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, বল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল—এগুলোই পাঁচ প্রকার বল।

"আরও আটষট্টি প্রকার বল বিদ্যমান রয়েছে; যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, হ্রী বা লজ্জাবল, ভয়বল, প্রতিসংখ্যানবল, ভাবনাবল, অনবদ্যবল, সংগ্রহবল, ক্ষান্তিবল, প্রজ্ঞপ্তিবল, উপলব্ধিবল, ঐশ্বর্যবল, অধিষ্ঠানবল, শমথবল, বিদর্শনবল, দশবিধ শৈক্ষ্যবল, দশবিধ অশৈক্ষ্যবল, দশবিধ ক্ষীণাসববল, দশবিধ ঋদ্ধিবল এবং দশবিধ তথাগতবল"।

শ্রদ্ধাবল কী? অশ্রদ্ধায় কম্পিত হয় না, এটা শ্রদ্ধাবল। সহজাত ধর্মসমূহের দৃঢ়রূপে ধারণার্থে শ্রদ্ধাবল; ক্লেশসমূহের ধ্বংসার্থে শ্রদ্ধাবল; প্রতিবেধাদি বিশোধনার্থে শ্রদ্ধাবল; চিত্তের অধিষ্ঠানার্থে শ্রদ্ধাবল; চিত্তের পরিশুদ্ধার্থে শ্রদ্ধাবল; বিশেষাধিগমার্থে শ্রদ্ধাবল; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধার্থে শ্রদ্ধাবল; সত্যাভিসময়ার্থে শ্রদ্ধাবল এবং নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থে শ্রদ্ধাবল। এটাই শ্রদ্ধাবল।

বীর্যবল কী? আলস্যে কম্পিত হয় না, এটা বীর্যবল । সহজাত ধর্মসমূহের দৃঢ়রূপে ধারণার্থে বীর্যবল; ক্লেশসমূহের ধ্বংসার্থে বীর্যবল; প্রতিবেধাদি বিশোধনার্থে বীর্যবল; চিত্তের অধিষ্ঠানার্থে বীর্যবল; চিত্তের পরিশুদ্ধার্থে বীর্যবল; বিশেষাধিগমার্থে বীর্যবল; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধার্থে বীর্যবল; সত্যাভিসময়ার্থে বীর্যবল এবং নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থে বীর্যবল । এটাই বীর্যবল।

স্মৃতিবল কী? প্রমাদে কম্পিত হয় না, এটা স্মৃতিবল। সহজাত

ধর্মসমূহের দৃঢ়রূপে ধারণার্থে স্মৃতিবল; ক্লেশসমূহের ধ্বংসার্থে স্মৃতিবল; প্রতিবেধাদি বিশোধনার্থে স্মৃতিবল; চিত্তের অধিষ্ঠানার্থে স্মৃতিবল; চিত্তের পরিশুদ্ধার্থে স্মৃতিবল; বিশেষাধিগমার্থে স্মৃতিবল; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধার্থে স্মৃতিবল; সত্যাভিসময়ার্থে স্মৃতিবল এবং নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থে স্মৃতিবল। এটাই স্মৃতিবল।

সমাধিবল কী? চঞ্চলতায় কম্পিত হয় না, এটা সমাধিবল। সহজাত ধর্মসমূহের দৃঢ়রূপে ধারণার্থে সমাধিবল; ক্লেশসমূহের ধ্বংসার্থে সমাধিবল; প্রতিবেধাদি বিশোধনার্থে সমাধিবল; চিত্তের অধিষ্ঠানার্থে সমাধিবল; চিত্তের পরিশুদ্ধার্থে সমাধিবল; বিশেষাধিগমার্থে সমাধিবল; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধার্থে সমাধিবল; সত্যাভিসময়ার্থে সমাধিবল এবং নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থে সমাধিবল। এটাই সমাধিবল।

প্রজ্ঞাবল কী? অবিদ্যায় কম্পিত হয় না, এটা প্রজ্ঞাবল। সহজাত ধর্মসমূহের দৃঢ়রূপে ধারণার্থে প্রজ্ঞাবল; ক্লেশসমূহের ধ্বংসার্থে প্রজ্ঞাবল; প্রতিবেধাদি বিশোধনার্থে প্রজ্ঞাবল; চিত্তের অধিষ্ঠানার্থে প্রজ্ঞাবল; চিত্তের পরিশুদ্ধার্থে প্রজ্ঞাবল; বিশেষাধিগমার্থে প্রজ্ঞাবল; সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধার্থে প্রজ্ঞাবল; সত্যাভিসময়ার্থে প্রজ্ঞাবল এবং নিরোধে প্রতিষ্ঠাপকার্থে প্রজ্ঞাবল। এটাই প্রজ্ঞাবল।

হ্রীবল কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতায় লজ্জিত হয়—হ্রীবল। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসায় লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যায় লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। প্রমোদ্য দ্বারা অরতিতে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচারে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতিতে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশসমূহে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। অনাগামীমার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশসমূহে লজ্জিত হয়, এটা হ্রীবল। এটাই হ্রীবল।

ভয়বল কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দকে ভয় করে, এটা ভয়বল। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদকে ভয় করে , এটা ভয়বল। আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যকে করে, এটা ভয়বল। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতাকে ভয় করে, এটা ভয়বল।

ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসাকে ভয় করে, এটা ভয়বল। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকে করে, এটা ভয়বল। প্রমোদ্য দ্বারা অরতিকে ভয় করে, এটা ভয়বল। প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহকে ভয় করে, এটা ভয়বল। দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচারকে ভয় করে, এটা ভয়বল। তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতিকে ভয় করে, এটা ভয়বল। চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখকে ভয় করে, এটা ভয়বল। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ভয় করে, এটা ভয়বল। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশসমূহকে ভয় করে, এটা ভয়বল। অনাগামীমার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহকে ভয় করে, এটা ভয়বল। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশসমূহকে ভয় করে, এটা ভয়বল। এটাই ভয়বল।

প্রতিসংখ্যানবল কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। প্রমোদ্য দ্বারা অরতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। অনাগামীমার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে, এটা প্রতিসংখ্যানবল। এটাই প্রতিসংখ্যানবল।

ভাবনাবল কী? কামচ্ছন্দ ত্যাগকালে নৈষ্ক্রম্য ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। ব্যাপাদ ত্যাগকালে অব্যাপাদ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল।

তন্দ্রালস্য ত্যাগকালে আলোক-সংজ্ঞা ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। চঞ্চলতা ত্যাগকালে অবিক্ষেপ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। বিচিকিৎসা ত্যাগকালে ধর্মবিশ্লেষণ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। অবিদ্যা ত্যাগকালে জ্ঞান ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। অরতি ত্যাগকালে প্রমোদ্য ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। নীবরণসমূহ ত্যাগকালে প্রথম ধ্যান ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। বিতর্ক-বিচার ত্যাগকালে দ্বিতীয় ধ্যান ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। প্রীতি ত্যাগকালে তৃতীয় ধ্যান ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চতুর্থ ধ্যান ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে সকৃদাগামীমার্গ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে অনাগামীমার্গ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। সর্ব ক্লেশ ত্যাগকালে অর্হত্ত্বমার্গ ভাবনা করে, এটা ভাবনাবল। এটাই ভাবনাবল।

অনবদ্যবল কী? কামচ্ছন্দের প্রহীন হেতু নৈষ্ক্রম্যে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। ব্যাপাদের প্রহীন হেতু অব্যাপাদে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। তন্দ্রালস্যের প্রহীন হেতু আলোকসংজ্ঞায় কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। চঞ্চলতার প্রহীন হেতু অবিক্ষেপে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। বিচিকিৎসার প্রহীন হেতু ধর্মবিশ্লেষণে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। অবিদ্যার প্রহীন হেতু জ্ঞানে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। অরতির প্রহীন হেতু প্রমোদ্যে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। নীবরণসমূহের প্রহীন হেতু প্রথম ধ্যানে কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল...। সর্বক্লেশের প্রহীন হেতু অর্হত্ত্বমার্গের কোন কিছু বর্জনীয় নেই, এটা অনবদ্যবল। এটাই অনবদ্যবল।

সংগ্রহবল কী? কামচ্ছন্দ ত্যাগকালে নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। ব্যাপাদ ত্যাগকালে অব্যাপাদবশে চিত্তকে স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। তন্দ্রালস্য ত্যাগকালে আলোক-সংজ্ঞাবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। চঞ্চলতা ত্যাগকালে অবিক্ষেপবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। বিচিকিৎসা ত্যাগকালে ধর্মবিশ্লেষণবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। অবিদ্যা ত্যাগকালে জ্ঞানবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। অরতি ত্যাগকালে প্রমোদ্যবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। নীবরণসমূহ ত্যাগকালে প্রথম ধ্যানবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা

সংগ্রহবল। বিতর্ক-বিচারসমূহ ত্যাগকালে দ্বিতীয় ধ্যানবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। প্রীতি ত্যাগকালে তৃতীয় ধ্যানবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চতুর্থ ধ্যানবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে স্রোতাপত্তিমার্গবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে সকৃদাগামীমার্গবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে অনাগামীমার্গবশে চিত্তকে সংগৃহীত বা স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। সর্বক্লেশ ত্যাগকালে অর্হত্ত্বমার্গবশে চিত্তকে স্থির করে, এটা সংগ্রহবল। এটাই সংগ্রহবল।

ক্ষান্তিবল কী? কামচ্ছন্দের প্রহীন হেতু নৈষ্ক্রম্যকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। ব্যাপাদের প্রহীন হেতু অব্যাপাদকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। তন্দ্রালস্যের প্রহীন হেতু আলোকসংজ্ঞাকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। চঞ্চলতার প্রহীন হেতু অবিক্ষেপকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। বিচিকিৎসার প্রহীন হেতু ধর্মবিশ্লেষণকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। অবিদ্যার প্রহীন হেতু জ্ঞানকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। অরতির প্রহীন হেতু প্রমোদ্যকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। নীবরণসমূহ প্রহীন হেতু প্রথম ধ্যানকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। বিতর্ক-বিচারসমূহ প্রহীন হেতু দ্বিতীয় ধ্যানকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। প্রীতি প্রহীন হেতু তৃতীয় ধ্যানকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। সুখ-দুঃখ প্রহীন হেতু চতুর্থ ধ্যানকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে প্রহীন হেতু স্রোতাপত্তিমার্গকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। স্থূল ক্লেশসমূহ প্রহীন হেতু সকৃদাগামীমার্গকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ প্রহীন হেতু অনাগামীমার্গকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। সর্বক্লেশের প্রহীন হেতু অর্হত্ত্বমার্গকে ক্ষমা বা সহ্য করে, এটা ক্ষান্তিবল। এটাই ক্ষান্তিবল।

প্রজ্ঞপ্তিবল কী? নৈষ্ক্রম্যবশে কামচ্ছন্দকে ত্যাগকালে চিত্তকে (ধর্মকথা দ্বারা) প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। অব্যাপাদবশে ব্যাপাদকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। আলোক-সংজ্ঞাবশে তন্দ্রালস্যকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। অবিক্ষেপবশে চঞ্চলতাকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল।

ধর্মবিশ্লেষণবশে বিচিকিৎসাকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। জ্ঞানবশে অবিদ্যাকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। প্রমোদ্যবশে অরতিকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। প্রথম ধ্যানবশে নীবরণসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। দ্বিতীয় ধ্যানবশে বিতর্ক-বিচারসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। তৃতীয় ধ্যানবশে প্রীতি ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। চতুর্থ ধ্যানবশে সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। স্রোতাপত্তি মার্গবশে মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। সকৃদাগামী মার্গবশে স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। অনাগামী মার্গবশে সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। অর্হত্ত্বমার্গবশে সর্বক্লেশ ত্যাগকালে চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে, এটা প্রজ্ঞপ্তিবল। এটাই প্রজ্ঞপ্তিবল।

উপলব্ধিবল কী? নৈষ্ক্রম্যবশে কামচ্ছন্দকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। অব্যাপাদবশে ব্যাপাদকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। আলোক-সংজ্ঞাবশে তন্দ্রালস্যকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। অবিক্ষেপবশে চঞ্চলতাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। ধর্মবিশ্লেষণবশে বিচিকিৎসাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। জ্ঞানবশে অবিদ্যাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। প্রমোদ্যবশে অরতিকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। প্রথম ধ্যানবশে নীবরণসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। দ্বিতীয় ধ্যানবশে বিতর্ক-বিচারসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। তৃতীয় ধ্যানবশে প্রীতি ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। চতুর্থ ধ্যানবশে সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। স্রোতাপত্তি মার্গবশে মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। সকৃদাগামী মার্গবশে স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। অনাগামী মার্গবশে সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। অর্হত্ত্বমার্গবশে সর্বক্লেশ ত্যাগকালে চিত্তকে অনুভব করে, এটা উপলব্ধিবল। এটাই প্রজ্ঞপ্তিবল। এটাই উপলব্ধিবল।

ঐশ্বর্যবল কী? নৈষ্ক্রম্যবশে কামচ্ছন্দকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে,

এটা ঐশ্বর্যবল। অব্যাপাদবশে ব্যাপাদকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। আলোক-সংজ্ঞাবশে তন্দ্রালস্যকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। অবিক্ষেপবশে চঞ্চলতাকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। ধর্মবিশ্লেষণবশে বিচিকিৎসাকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। জ্ঞানবশে অবিদ্যাকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। প্রমোদ্যবশে অরতিকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। প্রথম ধ্যানবশে নীবরণসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। দ্বিতীয় ধ্যানবশে বিতর্ক-বিচারসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। তৃতীয় ধ্যানবশে প্রীতি ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। চতুর্থ ধ্যানবশে সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। স্রোতাপত্তি মার্গবশে মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। সকৃদাগামী মার্গবশে স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। অনাগামী মার্গবশে সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। অর্হত্ত্বমার্গবশে সর্বক্লেশ ত্যাগকালে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত করে, এটা ঐশ্বর্যবল। এটাই ঐশ্বর্যবল।

অধিষ্ঠানবল কী? নৈষ্ক্রম্যবশে কামচ্ছন্দকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। অব্যাপাদবশে ব্যাপাদকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। আলোক-সংজ্ঞাবশে তন্দ্রালস্যকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। অবিক্ষেপবশে চঞ্চলতাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। ধর্মবিশ্লেষণবশে বিচিকিৎসাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। জ্ঞানবশে অবিদ্যাকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। প্রমোদ্যবশে অরতিকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। প্রথম ধ্যানবশে নীবরণসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। দ্বিতীয় ধ্যানবশে বিতর্ক-বিচারসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। তৃতীয় ধ্যানবশে প্রীতি ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। চতুর্থ ধ্যানবশে সুখ-দুঃখ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। স্রোতাপত্তি মার্গবশে মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। সকৃদাগামী মার্গবশে স্থূল ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা

অধিষ্ঠানবল। অনাগামী মার্গবশে সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। অর্হত্ত্বমার্গবশে সর্বক্লেশ ত্যাগকালে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে, এটা অধিষ্ঠানবল। এটাই অধিষ্ঠানবল।

শমথবল কী? নৈষ্ক্রম্যবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। অব্যাপাদবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। আলোক-সংজ্ঞাবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। অবিক্ষেপবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। ধর্মবিশ্লেষণবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। জ্ঞানবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। প্রমোদ্যবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। প্রথম ধ্যানবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। দ্বিতীয় ধ্যানবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। তৃতীয় ধ্যানবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। চতুর্থ ধ্যানবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। স্রোতাপত্তি মার্গবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। সকৃদাগামী মার্গবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। অনাগামী মার্গবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। অর্হত্ত্বমার্গবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। পরিত্যাগানুদর্শী শ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। পরিত্যাগানুদর্শী প্রশ্বাসবশে চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপই শমথবল। এটাই শমথবল।

'শমথবল, শমথবল' বলা হয়; কোন অর্থে শমথবল? প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা বিতর্ক-বিচারে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা প্রীতিতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সুখ-দুঃখে কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানাত্ব-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি দ্বারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে শমথবল। চাঞ্চল্য এবং চাঞ্চল্য-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধে কম্পিত, বিচলিত এবং আলোড়িত হয় না—এ অর্থে শমথবল। এটাই শমথবল।

বিদর্শনবল কী? অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল,

অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। রূপে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, রূপে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। বেদনায় অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, বেদনায় পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। সংজ্ঞায় অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, সংজ্ঞায় পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। সংস্কারে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, সংস্কারে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। বিজ্ঞানে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, বিজ্ঞানে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। চক্ষুতে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, চক্ষুতে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল। জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে দুঃখানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে অনাত্মানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে নির্বেদানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে বিরাগানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে নিরোধানুদর্শন বিদর্শনবল, জরা-মরণে পরিত্যাগানুদর্শন বিদর্শনবল।

'বিদর্শনবল, বিদর্শনবল' বলা হয়; কোন অর্থে বিদর্শনবল? অনিত্যানুদর্শন নিত্যসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। দুঃখানুদর্শন সুখসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। অনাত্মানুদর্শন আত্মসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল।

নির্বেদানুদর্শন নন্দি বা আনন্দতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। বিরাগানুদর্শন রাগ বা আসক্তিতে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। নিরোধানুদর্শন সমুদয়ে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। পরিত্যাগানুদর্শন গ্রহণে কম্পিত হয় না—এ অর্থে বিদর্শনবল। অবিদ্যা এবং অবিদ্যা-সহগত ক্লেশ ও স্কন্ধে কম্পিত, বিচলিত এবং আলোড়িত হয় না—এ অর্থে বিদর্শন বল। এটাই বিদর্শনবল।

দশ প্রকার শৈক্ষ্যবল ও দশ প্রকার অশৈক্ষ্যবল কী? সম্যক দৃষ্টিকে শিক্ষা করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক সংকল্পকে শিক্ষা করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক বাক্যকে করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক কর্মকে করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক স্মৃতিকে করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক সমাধিকে করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক জ্ঞানকে করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। সম্যক বিমুক্তিকে শিক্ষা করে, এটা শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হওয়া, এটা অশৈক্ষ্যবল। এগুলোই দশ প্রকার শৈক্ষ্যবল ও দশ প্রকার অশৈক্ষ্যবল।

দশ প্রকার ক্ষীণাসববল কী কী?[১] এখানে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সর্ব সংস্কার অনিত্যরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূতভাবে সুদৃষ্ট হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সর্ব সংস্কার যে অনিত্যরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূতভাবে সুদৃষ্ট হয়, তাই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর অঙ্গার-গর্তবৎ কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূতভাবে সুদৃষ্ট হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর অঙ্গার-গর্তবৎ কামসমূহ যে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূতভাবে সুদৃষ্ট হয়, তাই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে

---

[১]। অঙ্গুত্তরনিকায় দশক নিপাতে (৫ম খণ্ডে) ৯০ নং সূত্র দ্রষ্টব্য, অনুবাদক : প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকে রত, বিবেকপ্রবণ, বিবেকে নত, বিবেকার্থ, নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং আসব স্থানীয় সব ধর্ম থেকে সর্বতোভাবে বিমুক্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত যে বিবেকে রত, বিবেকপ্রবণ, বিবেকে নত, বিবেকার্থ, নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং আসবস্থানীয় সব ধর্ম থেকে সর্বতোভাবে যে বিমুক্ত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চবল ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চবল যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে

আসবসমূহের জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ই ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল; যেই বল হেতুতে ক্ষীণাসব ভিক্ষু "আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে" বলে আসবসমূহের ক্ষয় জ্ঞাত হয়। এগুলোই দশ প্রকার ক্ষীণাসব বল।

দশ প্রকার ঋদ্ধিপাদ কী কী? অধিষ্ঠান ঋদ্ধি, বিকুব্বন ঋদ্ধি, মনোময় ঋদ্ধি, জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি, সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি, আর্য ঋদ্ধি, কর্মবিপাকজনিত ঋদ্ধি, পুণ্যবানের ঋদ্ধি, বিদ্যাময় ঋদ্ধি ও বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধর্থে ঋদ্ধি—এগুলোই দশ প্রকার ঋদ্ধিবল।

দশবিধ তথাগতবল কী কী?[১] এখানে তথাগত কারণকে কারণরূপে, অকারণকে অকারণরূপে যথার্থভাবে জানেন। তথাগত কারণকে কারণরূপে ও অকারণকে অকারণরূপে যে যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে তথাগত শ্রেষ্ঠ-স্থান বিশেষভাবে জানেন; পরিষদে সিংহনাদে প্রকাশ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত অতীত, অনাগত ও বর্তমান কর্ম পরিগ্রহণের (প্রাপ্তির) কারণ, হেতু ও বিপাক যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে অতীত, অনাগত ও বর্তমান কর্ম পরিগ্রহণের (প্রাপ্তির) কারণ, হেতু ও বিপাক যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগত বল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত সর্বত্রগামী প্রতিপদ (সর্বার্থসাধক পথ) যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে সর্বত্রগামী প্রতিপদ যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল, যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত বিভিন্ন স্বভাব ও স্বভাবের লোককে যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে বিভিন্ন স্বভাব ও নানা স্বভাবের লোককে যথার্থভাবে জানেন, তাই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত সত্ত্বগণের নানাধিমুক্তি যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে সত্ত্বগণের নানাধিমুক্তি যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত অপর সত্ত্ব ও পুদ্গলের (শ্রদ্ধাদি) ইন্দ্রিয়ের পরপরিয়ত্তি

---

[১]। মধ্যমনিকায় প্রথম খণ্ডে ৭০ পৃষ্ঠার ৭নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। অনুবাদক : বেণীমাধব বড়ুয়া।

(পরা-অপরভাব) যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে অপর সত্ত্ব ও পুদ্গালের (শ্রদ্ধাধি) ইন্দ্রিয়ের পরপরিয়ত্তি যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত ধ্যানবিমোক্ষ-সমাধিসমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান বা অব্যাহতি যথার্থভাবে জানেন। তথাগত যে ধ্যানবিমোক্ষ-সমাধিসমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান যথার্থভাবে জানেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত বহু প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্তকল্প এবং বহু সংবর্ত, বিবর্তকল্পে আমি ঐ স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখানুভব, আয়ু-পরিমাণ। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্ম নিয়েছি। সেখানেও আমার এই নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখানুভব ও এই পরিমাণ আয়ুছিল। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি। এইরূপে আকার ও উদ্দেশ্য বা গতিসহ বহু প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। তথাগত যে বহু প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যেমন—এক জন্ম... এই রূপে আকার ও উদ্দেশ্য বা গতিসহ বহুপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে চ্যুতি-উৎপত্তির সময় দেখতে পান। তথাগত যে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে চ্যুতি-উৎপত্তির সময় দেখতে পান, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, তথাগত দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করেন। তথাগত যে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করেন, তা-ই তথাগতের তথাগতবল। যেই বল হেতুতে... প্রবর্তন করেন। এগুলোই দশবিধ তথাগতবল।

৪৫. কোন অর্থে শ্রদ্ধাবল? কোন অর্থে বীর্যবল? কোন অর্থে স্মৃতিবল?

কোন অর্থে সমাধিবল? কোন অর্থে প্রজ্ঞাবল? কোন অর্থে হ্রী বা লজ্জাবল? কোন অর্থে ভয়বল? কোন অর্থে প্রতিসংখ্যানবল? কোন অর্থে ভাবনাবল? কোন অর্থে অনবদ্যবল? কোন অর্থে সংগ্রহবল? কোন অর্থে ক্ষান্তিবল? কোন অর্থে প্রজ্ঞপ্তিবল? কোন অর্থে উপলব্ধিবল? কোন অর্থে ঐশ্বর্যবল? কোন অর্থে অধিষ্ঠানবল? কোন অর্থে শমথবল? কোন অর্থে বিদর্শনবল? কোন অর্থে শৈক্ষ্যবল? কোন অর্থে অশৈক্ষ্যবল? কোন অর্থে ক্ষীণাসববল? কোন অর্থে ঋদ্ধিপাদবল? কোন অর্থে তথাগতবল?

অশ্রদ্ধায় অকম্পিতার্থে শ্রদ্ধাবল। আলস্যে অকম্পিতার্থে বীর্যবল। প্রমাদে অকম্পিতার্থে স্মৃতিবল। চাঞ্চল্যে অকম্পিতার্থে সমাধিবল। অবিদ্যায় অকম্পিতার্থে প্রজ্ঞাবল। পাপ ও অকুশলধর্মে লজ্জিত হয়—এ অর্থে হ্রী বা লজ্জাবল। পাপ ও অকুশলধর্মে ভীত হয়—এ অর্থে ভয়বল। জ্ঞান দ্বারা ক্লেশসমূহে মনোযোগী হয়—এ অর্থে প্রতিসংখ্যানবল। তথায় জাত ধর্মসমূহ একরস হয়—এ অর্থে ভাবনাবল। তথায় বর্জনীয় কোন কিছু নেই—অর্থে অনবদ্যবল। তা দ্বারা চিত্ত সংগৃহীত হয়—এ অর্থে সংগ্রহবল। তা তার সহ্য হয়—এ অর্থে ক্ষান্তিবল। তা দ্বারা চিত্তকে প্রজ্ঞাপিত করে—এ অর্থে প্রজ্ঞপ্তিবল। তা দ্বারা চিত্তকে অনুভব করে—এ অর্থে উপলব্ধিবল। তা দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করে—এ অর্থে ঐশ্বর্যবল। তা দ্বারা চিত্তকে অধিষ্ঠান করে—এ অর্থে অধিষ্ঠানবল। তা দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করে—এ অর্থে শমথবল। তথায় জাত ধর্মে অনুদর্শন করে—এ অর্থে বিদর্শনবল। তথায় শিক্ষা করে—এ অর্থে শৈক্ষ্যবল। তথায় শিক্ষিত হয়—এ অর্থে অশৈক্ষ্যবল। তা দ্বারা আসব ক্ষীণ হয়—এ অর্থে ক্ষীণাসববল। তার সমৃদ্ধ হয়—এ অর্থে ঋদ্ধিবল। অপ্রমেয়ার্থে তথাগতবল।

বলকথা সমাপ্ত।

১০. শূন্য কথা

৪৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনারামে। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

“ভন্তে, ‘জগৎ শূন্য, জগৎ শূন্য’ বলা হয়; কী কারণে ‘জগৎ শূন্য’ বলা হয়?” “হে আনন্দ, যেহেতু আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য, সেজন্য ‘জগৎ শূন্য’

বলা হয়। কী আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য? চক্ষু আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। রূপ আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। চক্ষু-বিজ্ঞান আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। চক্ষু-সংস্পর্শ আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। চক্ষু-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদয়িত যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ অসুখ উৎপন্ন হয়, তাও আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য।

শ্রোত্র আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য... ঘ্রাণ আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য... জিহ্বা আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য... কায় আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য... মন আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। মনোবিজ্ঞান আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। মনো-সংস্পর্শ আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। মনো-সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদয়িত যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ অসুখ উৎপন্ন হয়, তাও আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য।

১. মাতিকা

৪৭. শূন্য বলতে, সংস্কার শূন্য, বিপরিণাম শূন্য, অগ্র শূন্য, লক্ষণ শূন্য, বিষ্কম্ভন শূন্য, তদঙ্গ শূন্য, সমুচ্ছেদ শূন্য, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি শূন্য, নিঃসরণ শূন্য, অধ্যাত্ম শূন্য, বাহ্যিক শূন্য, উভয় (অধ্যাত্ম-বাহ্যিক) শূন্য, সভাগ শূন্য, বিসভাগ শূন্য, এষনা (অন্বেষণ) শূন্য, পরিগ্রহ শূন্য, প্রতিলাভ শূন্য, প্রতিবেধ শূন্য, একত্ব শূন্য, নানাত্ব শূন্য, ক্ষান্তি শূন্য, অধিষ্ঠান শূন্য, অবগাহন শূন্য এবং সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্ত-দমন সর্ব শূন্যতার পরমার্থ শূন্য।

২. বর্ণনা

৪৮. 'শূন্য, শূন্য' বলা হয়, সেই শূন্য কী? চক্ষু আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। শ্রোত্র আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। ঘ্রাণ আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। জিহ্বা আত্ম আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। কায় আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। মন আত্ম আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। এটাই শূন্য শূন্য।

সংস্কার শূন্য কী? সংস্কার তিন প্রকার; যথা : পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার ও আনেঞ্জাভিসংস্কার। পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার এবং আনেঞ্জাভিসংস্কার শূন্য। অপুণ্যাভিসংস্কার, পুণ্যাভিসংস্কার ও

আনেঞ্জাভিসংস্কার শূন্য। আনেঞ্জাভিসংস্কার, পুণ্যাভিসংস্কার এবং অপুণ্যাভিসংস্কার শূন্য। এগুলোই তিন প্রকার সংস্কার।

অপর তিন প্রকার সংস্কার; যথা : কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও চিত্ত সংস্কার। কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার এবং চিত্তসংস্কার শূন্য। বাক্‌সংস্কার, কায়সংস্কার ও চিত্তসংস্কার শূন্য। চিত্তসংস্কার, কায়সংস্কার এবং বাক্‌সংস্কার শূন্য। এগুলোই তিন প্রকার সংস্কার।

আরও অপর তিন প্রকার সংস্কার বিদ্যমান; যথা : অতীত সংস্কার, অনাগত সংস্কার ও বর্তমান সংস্কার। অতীত সংস্কার, অনাগত সংস্কার এবং বর্তমান সংস্কার শূন্য। অনাগত সংস্কার, অতীত ও বর্তমান সংস্কার শূন্য। বর্তমান সংস্কার, অতীত সংস্কার এবং অনাগত সংস্কার শূন্য। এগুলোই তিন প্রকার সংস্কার, এটাই সংস্কার শূন্য।

বিপরিণাম শূন্য কী? জাত রূপ স্বভাব শূন্য। বিগত রূপ বিপরিণতও শূন্য। জাত বেদনা স্বভাব শূন্য। বিগত বেদনা বিপরিণতও শূন্য। জাত সংজ্ঞা স্বভাব শূন্য। বিগত সংজ্ঞা বিপরিণতও শূন্য। জাত সংস্কার স্বভাব শূন্য। বিগত সংস্কার বিপরিণতও শূন্য। জাত বিজ্ঞান স্বভাব শূন্য। বিগত বিজ্ঞান বিপরিণতও শূন্য। জাত চক্ষু স্বভাব শূন্য। বিগত চক্ষু বিপরিণতও শূন্য। জাত জরা-মরণ স্বভাব শূন্য। বিগত জরা-মরণ বিপরিণতও শূন্য। জাত ভব স্বভাব শূন্য। বিগত ভব বিপরিণতও শূন্য। এটাই বিপরিণাম শূন্য।

অগ্র শূন্য কী? এটা অগ্রপদ, শ্রেষ্ঠপদ এবং বিশিষ্টপদ, যেমন—সব সংস্কার উপশম, সব উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। এটাই অগ্র শূন্য।

লক্ষণ শূন্য কী? লক্ষণ দ্বিবিধ; যথা : মূর্খ লক্ষণ এবং পণ্ডিত লক্ষণ। মূর্খ লক্ষণ ও পণ্ডিত লক্ষণ শূন্য। পণ্ডিত লক্ষণ ও মূর্খ লক্ষণ শূন্য। অপর ত্রিবিধ লক্ষণ; যথা : উৎপাদ বা উৎপত্তি লক্ষণ, ব্যয় লক্ষণ ও স্থিত অন্য আত্ম লক্ষণ। উৎপত্তি লক্ষণ, ব্যয় লক্ষণ ও স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। ব্যয় লক্ষণ, উৎপত্তি লক্ষণ এবং স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ উৎপত্তি, লক্ষণ ও ব্যয় লক্ষণ শূন্য।

রূপের উৎপত্তি লক্ষণ, ব্যয় লক্ষণ ও স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। রূপের ব্যয় লক্ষণ, উৎপত্তি লক্ষণ এবং স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। রূপের স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ, উৎপত্তি লক্ষণ ও ব্যয় লক্ষণ শূন্য। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের... চক্ষুর... জরা-মরণের উৎপত্তি লক্ষণ, ব্যয় লক্ষণ ও

স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। জরা-মরণের ব্যয় লক্ষণ, উৎপত্তি লক্ষণ এবং স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ শূন্য। জরা-মরণের স্থিতান্য আত্ম লক্ষণ, উৎপত্তি লক্ষণ ও ব্যয় লক্ষণ শূন্য। এটাই লক্ষণ শূন্য।

বিষ্কম্ভন শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ বিষ্কম্ভিত বা দমিত ও শূন্য হয়। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ দমিত ও শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য দমিত ও শূন্য হয়। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা দমিত ও শূন্য হয়। ধর্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা দমিত ও শূন্য হয়। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দমিত ও শূন্য হয়। প্রমোদ্যের দ্বারা অরতি (উদ্বেগ) দমিত ও শূন্য হয়। প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণসমূহ দমিত ও শূন্য হয়।... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সব ক্লেশ দমিত ও শূন্য হয়। এটাই বিষ্কম্ভণ শূন্য।

তদঙ্গ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ তদঙ্গ শূন্য হয়। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ তদঙ্গ শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য তদঙ্গ শূন্য হয়। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা তদঙ্গ শূন্য হয়। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বার বিচিকিৎসা তদঙ্গ শূন্য হয়। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা তদঙ্গ শূন্য হয়। প্রমোদ্যে দ্বারা অরতি (উদ্বেগ) তদঙ্গ শূন্য হয়। প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ তদঙ্গ শূন্য হয়।... বিবর্তনানুদর্শন দ্বারা সংযোগাভিনিবেশ তদঙ্গ শূন্য হয়। এটাই তদঙ্গ শূন্য।

সমুচ্ছেদ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দ সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। অব্যাপাদের দ্বারা ব্যাপাদ সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। প্রমোদ্যের দ্বারা অরতি (উদ্বেগ) সমুচ্ছিন্ন ও শূন্যা হয়। প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণসমূহ সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়।... অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা সবক্লেশ সমুচ্ছিন্ন ও শূন্য হয়। এটাই সমুচ্ছেদ শূন্য।

প্রতিপ্রশ্রদ্ধি শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দ প্রশান্ত ও শূন্য হয়। অব্যাপাদের দ্বারা ব্যাপাদ প্রশান্ত ও শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য প্রশান্ত ও শূন্য হয়। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা প্রশান্ত ও শূন্য হয়। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা প্রশান্ত ও শূন্য হয়। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা প্রশান্ত ও শূন্য হয়। প্রমোদ্যের দ্বারা অরতি (উদ্বেগ) প্রশান্ত ও শূন্যা হয়। প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণসমূহ প্রশান্ত ও শূন্য হয়।... অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা সবক্লেশ প্রশান্ত ও শূন্য হয়। এটাই প্রতিপ্রশ্রদ্ধি শূন্য।

নিঃসরণ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দ পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়।

অব্যাপাদের দ্বারা ব্যাপাদ পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। প্রমোদ্যের দ্বারা অরতি (উদ্বেগ) পরিত্যক্ত ও শূন্যা হয়। প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণসমূহ পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়।... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সর্ব ক্লেশ পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়। এটাই নিঃসরণ শূন্য।

অধ্যাত্ম শূন্য কী? অধ্যাত্ম চক্ষু আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। অধ্যাত্ম শ্রোত্র আত্ম,... অধ্যাত্ম ঘ্রাণ... অধ্যাত্ম জিহ্বা... অধ্যাত্ম কায়... অধ্যাত্ম মন আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। এটাই অধ্যাত্ম শূন্য।

বাহ্যিক শূন্য কী? বাহ্যিক রূপ আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য।... বাহ্যিক ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। এটাই বাহ্যিক শূন্য।

উভয় (অধ্যাত্ম বাহ্যিক) শূন্য কী? অধ্যাত্ম চক্ষু ও বাহ্যিক রূপ উভয়ই আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। অধ্যাত্ম, শ্রোত্র ও বাহ্যিক শব্দ উভয়ই... অধ্যাত্ম ঘ্রাণ ও বাহ্যিক গন্ধ উভয়ই... অধ্যাত্ম জিহ্বা ও বাহ্যিক রস উভয়ই... অধ্যাত্ম কায় ও বাহ্যিক স্পর্শ উভয়ই... অধ্যাত্ম মন ও বাহ্যিক ধর্ম উভয়ই আত্ম, আত্মস্বভাব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্মী শূন্য। এটাই উভয় শূন্য।

সভাগ শূন্য কী? ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন সভাগ বা সদৃশ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন সভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় সভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার স্পর্শকায় সভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বেদনাকায় সভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার সংজ্ঞাকায় সভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার চেতনাকায় সভাগ ও শূন্য হয়। এটাই সভাগ শূন্য।

বিসভাগ শূন্য কী? ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন, ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন হতে বিসভাগ বা বিসদৃশ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন, ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় হতে বিসভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় ছয়, প্রকার স্পর্শকায় হতে বিসভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার স্পর্শকায়, ছয় প্রকার বেদনাকায় হতে বিসভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার বেদনাকায়, ছয় প্রকার সংজ্ঞাকায় হতে বিসভাগ ও শূন্য হয়। ছয় প্রকার সংজ্ঞাকায়, ছয় প্রকার চেতনাকায় হতে বিসভাগ ও শূন্য হয়। এটাই বিসভাগ শূন্য।

এষণা শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-এষণা কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-এষণা ব্যাপাদ শূন্য। আলোকসংজ্ঞা-এষণা তন্দ্রালস্য শূন্য। অবিক্ষেপ-এষণা চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-এষণা বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-এষণা অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-এষণা অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-এষণা নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-এষণা সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই এষণা শূন্য।

পরিগ্রহ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-পরিগ্রহ কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-পরিগ্রহ ব্যাপাদ শূন্য। আলোকসংজ্ঞা-পরিগ্রহ তন্দ্রালস্য শূন্য। অবিক্ষেপ-পরিগ্রহ চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-পরিগ্রহ বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-পরিগ্রহ অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-পরিগ্রহ অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-পরিগ্রহ নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ পরিগ্রহ সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই পরিগ্রহ শূন্য।

প্রতিলাভ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-প্রতিলাভ কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-প্রতিলাভ ব্যাপাদ শূন্য। আলোকসংজ্ঞা-প্রতিলাভ তন্দ্রালস্য শূন্য। অবিক্ষেপ-প্রতিলাভ চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-প্রতিলাভ বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-প্রতিলাভ অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-প্রতিলাভ অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-প্রতিলাভ নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-প্রতিলাভ সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই প্রতিলাভ শূন্য।

প্রতিবেধ শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-প্রতিবেধ কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-প্রতিবেধ ব্যাপাদ শূন্য। আলোকসংজ্ঞা-প্রতিবেধ তন্দ্রালস্য শূন্য। অবিক্ষেপ-প্রতিবেধ চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-প্রতিবেধ বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-প্রতিবেধ অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-প্রতিবেধ অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-প্রতিবেধ নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-প্রতিবেধ সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই প্রতিবেধ শূন্য।

একত্ব শূন্য ও নানাত্ব শূন্য কী? কামচ্ছন্দ নানাত্ব, নৈষ্ক্রম্য একত্ব। নৈষ্ক্রম্য একত্ব-চেতনা বা চিন্তা কামচ্ছন্দ শূন্য। ব্যাপাদ নানাত্ব, অব্যাপাদ একত্ব। অব্যাপাদ একত্ব চেতনা ব্যাপাদ শূন্য। তন্দ্রালস্য নানাত্ব, আলোকসংজ্ঞা একত্ব। আলোকসংজ্ঞা একত্ব চেতনা তন্দ্রালস্য শূন্য। চঞ্চলতা নানাত্ব, অবিক্ষেপ একত্ব। অবিক্ষেপ একত্ব চেতনা চঞ্চলতা শূন্য। বিচিকৎসা নানাত্ব, ধর্মবিশ্লেষণ একত্ব। ধর্মবিশ্লেষণ একত্ব চেতনা বিচিকিৎসা শূন্য। অবিদ্যা নানাত্ব, জ্ঞান একত্ব। জ্ঞান একত্ব চেতনা অবিদ্যা শূন্য। অরতি নানাত্ব, প্রমোদ্য একত্ব। প্রামোদ্য একত্ব চেতনা অরতি শূন্য। নীবরণ নানাত্ব, প্রথম ধ্যান একত্ব। প্রথম ধ্যান একত্ব চেতনা নীবরণ শূন্য।... সর্ব ক্লেশ নানাত্ব, অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব। অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব চেতনা সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই একত্ব শূন্য ও নানাত্ব শূন্য।

ক্ষান্তি শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-ক্ষান্তি কামচ্ছন্দ শূন্য হয়। অব্যাপাদ-ক্ষান্তি ব্যাপাদ শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা-ক্ষান্তি তন্দ্রালস্য শূন্য হয়। অবিক্ষেপ-ক্ষান্তি চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-ক্ষান্তি বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-ক্ষান্তি অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-ক্ষান্তি অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-ক্ষান্তি নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-ক্ষান্তি সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই ক্ষান্তি শূন্য।

অধিষ্ঠান শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-অধিষ্ঠান কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-অধিষ্ঠান ব্যাপাদ শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা-অধিষ্ঠান তন্দ্রালস্য শূন্য হয়। অবিক্ষেপ-অধিষ্ঠান চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-অধিষ্ঠান বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-অধিষ্ঠান অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-অধিষ্ঠান অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-অধিষ্ঠান নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-অধিষ্ঠান সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই অধিষ্ঠান শূন্য।

অবগাহন শূন্য কী? নৈষ্ক্রম্য-অবগাহন কামচ্ছন্দ শূন্য। অব্যাপাদ-অবগাহন ব্যাপাদ শূন্য হয়। আলোকসংজ্ঞা-অবগাহন তন্দ্রালস্য শূন্য হয়। অবিক্ষেপ-অবগাহন চঞ্চলতা শূন্য। ধর্মবিশ্লেষণ-অবগাহন বিচিকিৎসা শূন্য। জ্ঞান-অবগাহন অবিদ্যা শূন্য। প্রমোদ্য-অবগাহন অরতি শূন্য। প্রথম ধ্যান-অবগাহন নীবরণ শূন্য।... অর্হত্ত্বমার্গ-অবগাহন সর্ব ক্লেশ শূন্য। এটাই অবগাহন শূন্য।

সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্তন-দমন সর্ব শূন্যতার পরমার্থ শূন্য কী? এখানে সম্প্রজ্ঞানী নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দের প্রবর্তন-দমন করেন। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদের প্রবর্তন-দমন করেন। আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যের প্রবর্তন-দমন করেন। অবিক্ষেপ (মনের স্থিরতা) দ্বারা চঞ্চলতার প্রবর্তন-দমন করেন। ধর্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসার প্রবর্তন-দমন করেন। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার প্রবর্তন-দমন করেন। প্রমোদ্য (আনন্দ) দ্বারা অরতির প্রবর্তন-দমন করেন। প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহের প্রবর্তন-দমন করেন।... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশের প্রবর্তন-দমন করেন। অথবা সম্প্রজ্ঞানীর পরিনির্বাণের পর অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে চক্ষু প্রবর্তন-দমন করেন এবং অন্য চক্ষু প্রবর্তন উৎপন্ন হয় না। এভাবে শ্রোত্র প্রবর্তন, ঘ্রাণ প্রবর্তন, জিহ্বা প্রবর্তন, কায় প্রবর্তন ও মন প্রবর্তন দমন করেন। আর অন্য শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন প্রবর্তন উৎপন্ন হয় না। এটাই সম্প্রজ্ঞানীর প্রবর্তন-দমন সর্ব শূন্যতার পরমার্থ শূন্য।

শূন্য কথা সমাপ্ত

যুগনদ্ধ বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

যুগনদ্ধ সত্য বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রী বিরাগ পঞ্চম,
প্রতিসম্ভিদা ধর্মচক্র, লোকোত্তর বল শূন্য দশম,
নিকায়ধরগণে রক্ষিত, অসম প্রবর বরবর্গ দ্বিতীয়।

৩. প্রজ্ঞাবর্গ

১. মহাপ্রজ্ঞা কথা

১. অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়?

অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বেধিক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিপুল প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে গভীর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অসমাপ্ত বা অসমীপ্য প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। এই সাত প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পাণ্ডিত্য[১] পরিপূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত আট প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পুথু[২] বা পৃথক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। উপরোক্ত নয় প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত

---

[১]। এই পাণ্ডিত্যও এক প্রকার প্রজ্ঞা। যেহেতু উপরোক্ত ৭ প্রকার প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ ভাবনার দ্বারা পাণ্ডিত্য লক্ষণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 'শিক্ষাপ্রাপ্ত-উত্থানগামী-বিদর্শন' নামক সংস্কারোপেক্ষা-অনুলোম-গোত্রভূজ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিত হয়ে পাণ্ডিত্যের সমন্নাগত হয়, সেজন্য পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ করে এ কথা বলা হয়েছে। অতএব পাণ্ডিত্য নামক যে প্রজ্ঞা তাকে বলা হয় পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞা—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, পৃ. ১৩৫, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

[২]। প্রতিসম্ভিদামার্গের অর্থ কথাকার বলেছেন, 'যেহেতু সে পাণ্ডিত্যের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে সে পণ্ডিত গোত্রভূজ্ঞানের পরে নির্বাণকে আলম্বন করে লোকোত্তর ভাব প্রাপ্তির জন্য লৌকিয় থেকে পৃথক ভূত হেতু 'পুথু প্রজ্ঞা' নামক মার্গফল প্রজ্ঞা লাভ করে, সেজন্য উপরোক্ত ৮প্রকার প্রজ্ঞা পুথু প্রজ্ঞাকে পরিপূর্ণ করে এ কথা বলা হয়েছে'।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

হলে হাসপ্রজ্ঞা[১] পরিপূর্ণ হয়।

হাস প্রজ্ঞাই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ বিশ্লেষণ করলে তাঁর অর্থ-প্রতিসম্ভিদা[২] অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম বিশ্লেষণ করলে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা[৩] অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা নিরুক্তি বিশ্লেষণ করলে নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা[৪] অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাণ বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা[৫] অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা তার এই চারি প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়।

রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে পরিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়?

রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।

---

[১]। পূর্বোক্ত নয় প্রকার প্রজ্ঞা দ্বারা মার্গফললাভী আর্যপুদ্গালের উৎকৃষ্ট, লোকোত্তর, ধর্মোপযোগের দ্বারা উৎকৃষ্ট চিত্তসন্তন উৎপন্ন হয়। এর ফলে তিনি প্রকৃষ্টাকারে মার্গ প্রত্যবেক্ষণ, ফল প্রত্যবেক্ষণ ইত্যাদি প্রজ্ঞা লাভ করেন, এসব প্রত্যবেক্ষণ প্রজ্ঞা হাসাকারে বা প্রকৃষ্টাকারে প্রবর্তমান চিত্তসন্তনের হাসপ্রজ্ঞা নাম হয়।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

[২]। অভিধর্মে উক্ত হয়েছে : যা কিছু প্রত্যয় সম্ভূত তৎসমুদয়, নির্বাণ, ভাষিতার্থ, বিপাক ও ক্রিয়া এই পাঁচ প্রকার ধর্ম অর্থ। এই সব অর্থ প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে তাতে যে প্রভেদগত জ্ঞান জন্মে তা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

[৩]। যা কিছু ফল উৎপাদনকারী তৎসমুদয়, হেতু, আর্যমার্গ, ভাষিত কুশল ও অকুশল এই ৫ প্রকার ধর্মই ধর্ম বলে কথিত। তা প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে যে প্রভেদগত জ্ঞান জন্মে তাই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

[৪]। উপরোক্ত অর্থ ও ধর্ম অভিলাপ বা ভাষণ করতে যে জ্ঞান তাই নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। —বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

[৫]। সর্বত্র জ্ঞান আলম্বন করে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে যে জ্ঞান আলম্বন জ্ঞান বা যথাযুক্ত সেসব জ্ঞানে সগোচর ইত্যাদিবশে বিস্তারিতভাবে যে জ্ঞান লাভ হয় তাই প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা।—বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব বিমুক্তিমার্গ, ভিক্ষু ড. জিনবোধি।

রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বেধিক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিপুল প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে গভীর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অসমীপ্য প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। এই সাত প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত আট প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পুথু বা পৃথক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। উপরোক্ত নয় প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে হাস-প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।

হাস-প্রজ্ঞাই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ বিশ্লেষণ করলে তাঁর অর্থ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম বিশ্লেষণ করলে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা নিরুক্তি বিশ্লেষণ করলে নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাণ বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা তার এই চারি প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে পরিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়?

জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বেধিক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিপুলপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে গভীরপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। জরা-মরণে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও

বহুলীকৃত হলে অসমীপ্য প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। এই সাত প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত আট প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পুথু বা পৃথক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। উপরোক্ত নয় প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে হাস-প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।

হাস প্রজ্ঞাই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ বিশ্লেষণ করলে তাঁর অর্থ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম বিশ্লেষণ করলে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা নিরুক্তি বিশ্লেষণ করলে নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাণ বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা তার এই চারি প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়।

২. রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে বিরাগানুদগর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করে? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? রূপে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়?

রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে

নির্বেধিক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে দুঃখানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে অনাত্মানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে নির্বেদানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিপুল প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে বিরাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে গভীর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে নিরোধানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। রূপে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অসমীপ্য প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান রূপে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। এই সাত প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত আট প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে পুথু বা পৃথক প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। উপরোক্ত নয় প্রকার প্রজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে হাস-প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।

হাস-প্রজ্ঞাই প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা। প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ বিশ্লেষণ করলে তাঁর অর্থ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম বিশ্লেষণ করলে ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা নিরুক্তি বিশ্লেষণ করলে নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাণ বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁর চারি প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়।

বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... চক্ষুতে... জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়?... জরা-মরণে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? অতীত, অনাগত এবং বর্তমান জরা-মরণে পরিত্যাগানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কোন প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়? জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান জরা-মরণে অনিত্যানুদর্শন ভাবিত ও

বহুলীকৃত হলে জবনপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়।... প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁর চারি প্রতিসম্ভিদা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ বা লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়"।

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সকৃদাগামীফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সকৃদাগামীফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়"।

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনাগামীফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনাগামীফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়"।

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়"।

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে প্রজ্ঞা প্রতিলাভ, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা বৈপুল্য, মহাপ্রাজ্ঞতা, পুথু প্রাজ্ঞতা, বিপুল প্রাজ্ঞতা, গভীর প্রাজ্ঞতা, অসমীপ্য প্রাজ্ঞতা, ভূরি প্রাজ্ঞতা, বহুল্য প্রাজ্ঞতা, শীঘ্র প্রাজ্ঞতা, লঘু প্রাজ্ঞতা, হাস-প্রাজ্ঞতা, জবন প্রাজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞতা ও নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে প্রজ্ঞা প্রতিলাভ, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা বৈপুল্য, মহাপ্রাজ্ঞতা, পুথু প্রাজ্ঞতা, বিপুল প্রাজ্ঞতা, গভীর প্রাজ্ঞতা, অসমীপ্য

---

[১]। সংযুক্তনিকায় মহাবর্গে ১০৫১-১০৭০ নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রাজ্ঞতা, ভূরি প্রাজ্ঞতা, বহুল্য প্রাজ্ঞতা, শীঘ্র প্রাজ্ঞতা, লঘু প্রাজ্ঞতা, হাসপ্রাজ্ঞতা, জবন প্রাজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞতা ও নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়"।

১. ষোলো প্রকার প্রজ্ঞা বর্ণনা

৪. 'প্রজ্ঞা প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়' বলা হয়; সেই প্রজ্ঞা প্রতিলাভ কী? চারি মার্গজ্ঞান, চারি ফলজ্ঞান, চারি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, ষড়ভিজ্ঞা জ্ঞান, ৭৩ প্রকার জ্ঞান এবং ৭৭ প্রকার জ্ঞানের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শন, সাক্ষাৎকরণ ও অর্জন। প্রজ্ঞা প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই প্রজ্ঞা প্রতিলাভ।

'প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়' বলা হয়; সেই প্রজ্ঞা বৃদ্ধি কী? সাতজন শৈক্ষ্য, কল্যাণ পৃথগ্‌জন এবং অর্হতের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়। বর্ধিত-বর্ধন প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই প্রজ্ঞা বৃদ্ধি।

'প্রজ্ঞা-বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়' বলা হয়; সেই প্রজ্ঞা-বৈপুল্য কী? সাতজন শৈক্ষ্য এবং কল্যাণ-পৃথগ্‌জনের প্রজ্ঞা বৈপুল্য হয়। অর্হতের লব্ধ প্রজ্ঞা-বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই প্রজ্ঞা-বৈপুল্য।

'মহাপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই মহাপ্রজ্ঞা কী? মহান অর্থ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান ধর্ম পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহাননিরুক্তি পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান প্রতিভাণ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান শীলস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান সমাধিস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বিমুক্তিস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বিষয়-অবিষয় পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বিহার সমাপত্তি পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান আর্যসত্য পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান স্মৃতিপ্রস্থান পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান সম্যক প্রধান পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান ঋদ্ধিপাদ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান ইন্দ্রিয়সমূহ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বলসমূহ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান বোজ্ঝাঙ্গসমূহ পরিগ্রহণ করে, এটা মহাপ্রজ্ঞা। মহান আর্যমার্গ পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান শ্রামণ্যফল পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান অভিজ্ঞা পরিগ্রহণ করে—মহাপ্রজ্ঞা। মহান পরমার্থ নির্বাণকে পরিগ্রহণ করে —মহাপ্রজ্ঞা। মহাপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই মহাপ্রজ্ঞা।

'পুথু প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই পুথুপ্রজ্ঞা কী? পুথু নানাভাবে স্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে ধাতুতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে আয়তনে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে শূন্যতা অনুপলব্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে অর্থে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে ধর্মে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে নিরুক্তিতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে প্রতিভানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে শীলস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে সমাধিস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে প্রজ্ঞাস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে বিমুক্তিস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে স্থান-অস্থানে বা বিষয়-অবিষয়ে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে বিহার সমাপত্তিতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে আর্যসত্যে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে স্মৃতিপ্রস্থানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে সম্যক-প্রধানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে ঋদ্ধিপাদে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে বলে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে বোধ্যঙ্গে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে আর্যমার্গে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে শ্রামণ্যফলে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু নানাভাবে অভিজ্ঞায় জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পৃথগ্‌জনের ধর্ম অতিক্রম করে পরমার্থ নির্বাণে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—পুথুপ্রজ্ঞা। পুথু প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই পুথুপ্রজ্ঞা।

'বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই বিপুলপ্রজ্ঞা কী? বিপুল অর্থ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল ধর্ম পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল নিরুক্তি পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল প্রতিভাণ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল শীলস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল সমাধিস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুলপ্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বিমুক্তিস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বিষয়-অবিষয় পরিগ্রহণ

করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বিহারসমাপত্তি পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল আর্যসত্য পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল স্মৃতিপ্রস্থান পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল সম্যক প্রধান পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল ঋদ্ধিপাদ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল ইন্দ্রিয়সমূহ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বলসমূহ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল বোজ্ঝাঙ্গ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল আর্যমার্গ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল শ্রামণ্যফল পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল অভিজ্ঞা পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল পরমার্থ নির্বাণ পরিগ্রহণ করে—বিপুলপ্রজ্ঞা। বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই বিপুলপ্রজ্ঞা।

'গভীর প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই গভীরপ্রজ্ঞা কী? গভীর স্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর ধাতুতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর আয়তনে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর প্রতীত্যসম্যুৎপাদে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর শূন্যতা অনুপলব্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর অর্থে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর ধর্মে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর নিরুক্তিতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর প্রতিভানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর শীলস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর সমাধিস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীরপ্রজ্ঞাস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বিমুক্তিস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনস্কন্ধে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বিষয় অবিষয়ে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বিহারসমাপত্তিতে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর আর্যসত্যে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর স্মৃতিপ্রস্থানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর সম্যক-প্রধানে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর ঋদ্ধিপাদে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বলে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর বোধ্যঙ্গে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর আর্যমার্গে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর শ্রামণ্যফলে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর অভিজ্ঞায় জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর পরমার্থ নির্বাণে জ্ঞান প্রবর্তিত করে—গভীরপ্রজ্ঞা। গভীর প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই গভীরপ্রজ্ঞা।

'অসমীপ্য প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই অসমীপ্য-প্রজ্ঞা কী? প্রজ্ঞা

দ্বারা অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ বিশ্লেষণ করলে যে পুদ্গালের অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা সম্পূর্ণরূপে অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়। তাঁর অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভানে লাভ করার মতো অন্যকিছু থাকে না। সেসব ধর্ম অন্য কারোর দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়—এটাই অসমীপ্য-প্রজ্ঞা।

কল্যাণ-পৃথগ্‌জনের প্রজ্ঞা অষ্টমকের (যিনি নিম্নস্থ স্রোতাপত্তিমার্গস্থ করেছেন) প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। কল্যাণ-পৃথগ্‌জনকে অষ্টমক বলে তুলনা করা অসমীপ্য প্রজ্ঞা। অষ্টমকের প্রজ্ঞা স্রোতাপন্নের প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। অষ্টমককে স্রোতাপন্ন বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা। স্রোতাপন্নের প্রজ্ঞা সকৃদাগামীর প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। স্রোতাপন্নকে সকৃদাগামী বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা। সকৃদাগামীর প্রজ্ঞা অনাগামীর প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। সকৃদাগামীকে অনাগামী বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা। অনাগামীর প্রজ্ঞা অর্হতের প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। অনাগামীকে অর্হৎ বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা। অর্হতের প্রজ্ঞা পচ্চেক বুদ্ধের প্রজ্ঞা হতে দূরে, বিদূরে, সুবিদূরে; নিকটে নয়, সমীপবর্তীতেও নয়। অর্হৎকে পচ্চেক বুদ্ধ বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা। পচ্চেক বুদ্ধকে সদেবলোকের অগ্র তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বলে তুলনা করা অসমীপ্য-প্রজ্ঞা।

৫. প্রজ্ঞা প্রভেদে দক্ষ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষার্ষভ (নরশ্রেষ্ঠ), পুরুষসিংহ (পুরুষোত্তম), পুরুষনাগ (নরোত্তম), মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, পবিত্রপুরুষ, অনন্তজ্ঞানী, অনন্ততেজী, অনন্ত যশস্বী, ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, অনুনেতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টি দানকারী, প্রশান্তদানকারী সেই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাত মার্গের জ্ঞাতকারী, অবর্ণিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গাজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী। পরে শ্রাবকগণ সে মার্গে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান তথাগত জানাকে জানেন, দেখাকে দেখেন তিনি চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত (আচার পদ্ধতিতে ব্রহ্মসমূহ), বক্তা, প্রবক্তা, মঙ্গল আনয়নকারী, অমৃতদাতা এবং ধর্মস্বামী। ভগবানের প্রজ্ঞা দ্বারা

অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত কিছু নেই। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সব ধর্ম সম্বন্ধে সর্বাকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানপথে উপস্থিত হয়। যা কিছু জানার আছে তা সবই জানেন। আত্মহিত, পরহিত, আত্ম-পর উভয়হিত, ইহলোকহিত, পরলোকহিত, উত্তান বা অগভীরহিত, গভীরহিত, অদৃষ্টহিত, সুদৃষ্টহিত, গৌণহিত, প্রধানহিত, অনবদ্যহিত, বিশুদ্ধহিত, পবিত্রহিত এবং পরমার্থহিত, তা সবই বুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সমস্ত কায়কর্ম জ্ঞানে সম্পাদিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সমস্ত বাককর্ম জ্ঞানে সম্পাদিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সমস্ত মনোকর্ম জ্ঞানে সম্পাদিত হয়। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অতীতে অপ্রতিহত বা অব্যাহত ছিল। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান ভবিষ্যতে অপ্রতিহত থাকবে। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান বর্তমানেও অপ্রতিহত রয়েছে। যতদূর জ্ঞাতব্য ততদূর জ্ঞান, যতদূর জ্ঞান ততদূর জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্যকে অতিক্রম বা উপেক্ষা করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না। জ্ঞানকে উপেক্ষা করে জ্ঞাতব্যের কোনো পথ বা উপায় নেই। সেই ধর্মসমূহ শেষাবধি পারস্পরিক। যেমন, দুটি ছোট বাক্সের আবরণ সম্যকরূপে অতিরঞ্জিত করা হলে নিম্নস্থ ছোট বাক্সের আবরণ উপর বাক্সের আবরণকে (উজ্জ্বলতায়) অতিক্রম করে না, উপর বাক্সের আবরণ নিম্নস্থ বাক্সের আবরণকে (উজ্জ্বলতায়) অতিক্রম করে না, শেষাবধি পারস্পরিক, ঠিক এরূপেই ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান শেষাবধি পারস্পরিক। যতদূর জ্ঞাতব্য ততদূর জ্ঞান, যতদূর জ্ঞান ততদূর জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্যকে অতিক্রম বা উপেক্ষা করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না। জ্ঞান উপেক্ষা করে জ্ঞাতব্যের পথ বা উপায় নেই সেই ধর্মসমূহ শেষাবধি পারস্পরিক। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সব ধর্মে প্রবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সব ধর্ম আবর্জন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ ও চিত্তোৎপত্তি প্রতিবদ্ধ। সর্ব সত্ত্বের উপর ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধ সর্ব সত্ত্বের আশয়, অনুশয়, চরিত্র ও অধিমুক্তি জানেন। তিনি অল্পরজম্রক্ষিত, বহুরজম্রক্ষিত; তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, মৃদু-ইন্দ্রিয়; সুআকারবিশিষ্ট, কদাকারবিশিষ্ট, সুবিনিত, দুর্বিনীত ও যোগ্যাযোগ্য সত্ত্বগণকে জানেন। সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, ও সদেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

যেমন, কোনো কোনো মৎস্য-কচ্ছপাদি অন্ততপক্ষে তিমি ও তিমিঙ্গল[১] হতে মহাসমুদ্রের গভীরে বিচরণ করে, ঠিক এরূপেই সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, ও সদেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়। যেমন, যেসব পক্ষী অন্ততপক্ষে গরুড় পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে আকাশের প্রদেশে উড়ে বেড়ায়, এরূপেই যাঁরা প্রজ্ঞায় সারিপুত্রের সমান তাঁরাও বুদ্ধজ্ঞানের প্রদেশে আবর্তিত হয়। বুদ্ধজ্ঞান দেব-মনুষ্যগণের প্রজ্ঞা স্ফুরিত করে অতি পরিষ্কার করে স্থিত হয়। যাঁরা ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত, শ্রমণ পণ্ডিত, নিপুণ, পরশাস্ত্রবিদ , ধনুর্দ্ধরের ন্যায় কেশাগ্রবিদ্ধকারী[২] ও স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিষয়সমূহও চুলচেরা আলোচনাকারী, তাঁরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে নানা রকম দুর্বোধ্য ও অজ্ঞাত প্রশ্ন তৈরী করে জিজ্ঞাসা করেন, আর ভগবানও তাঁদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে কারণ নির্দিষ্ট করেন। তাঁরা ক্রীতদাসের ন্যায় হয়ে ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা দেদীপ্যমান হন। অসমীপ্য-প্রজ্ঞা অগ্র, অসমীপ্য প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই অসমীপ্য-প্রজ্ঞা।

৬. 'ভূরিপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই ভূরিপ্রজ্ঞা কীরূপ? রাগ বা আসক্তিকে অভিভূত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। আসক্তিকে পরাজিত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। দোষ বা দ্বেষকে অভিভূত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। দোষকে পরাজিত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। মোহকে অভিভূত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। মোহকে পরাজিত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। ক্রোধকে... বিদ্বেষকে... কপটতাকে... আক্রোশকে... ঈর্ষাকে... মাৎসর্যকে... প্রবঞ্চ বা মায়াকে... শঠতাকে... স্বার্থপরতাকে... উগ্রতাকে... মানকে... অতিমানকে... মত্ততাকে... প্রমাদকে... সর্ব ক্লেশকে... সর্ব দুশ্চরিতকে... সর্ব অভিসংস্কারকে... সর্ব ভবগামীকর্মকে অভিভূত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। সর্ব ভবগামীকর্মকে পরাজিত করে—ভূরিপ্রজ্ঞা।

রাগ বা আসক্তিই অরি; সেই অরিকে প্রজ্ঞা দ্বারা মর্দন করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। দোষই অরি; সেই অরিকে প্রজ্ঞা দ্বারা মর্দন করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। মোহই অরি; সেই অরিকে প্রজ্ঞা দ্বারা মর্দন করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। ক্রোধই... বিদ্বেষই... কপটতাই... আক্রোশই... ঈর্ষাই... মাৎসর্যই... প্রবঞ্চ বা মায়াই...

---

[১]। তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য।

[২]। বাল বেধিরূপা- বালবেধীরূপে (যারা দূর হতে ও লক্ষ করে কেশাগ্রবেধ করতে সমর্থ) ধনুর্দ্ধর সদৃশ। - দীর্ঘনিকায় শীলস্কন্ধ বর্গ, পৃ. ৩০. মহাথেরো ধর্মরত্ন মহাথেরো।

শঠতাই... স্বার্থপরতাই... উগ্রতাই... মানই... অতিমানই... মত্ততাই... প্রমাদই... সর্ব ক্লেশই... সর্ব দুশ্চরিতই... সর্ব অভিসংস্কারই... সর্ব ভবগামীকর্মই অরি; সেই অরিকে প্রজ্ঞা দ্বারা মর্দন করে—ভূরিপ্রজ্ঞা। ভূরি বা মৃত্তিকাকেই পৃথিবী বলে। সেই পৃথিবী সমান বিস্তৃত, বিপুল ও প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়—ভূরিপ্রজ্ঞা। এটাই প্রজ্ঞার অধিবচন। ভূরি, মেধা ও নিপুণতা—ভূরিপ্রজ্ঞা। ভূরিপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই ভূরিপ্রজ্ঞা।

'প্রজ্ঞাবাহুল্যতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই প্রজ্ঞাবাহুল্য কীরূপ? এখানে কোন ব্যক্তি প্রজ্ঞাগুরু, প্রজ্ঞা চরিত্র, প্রজ্ঞাশ্রিত বা স্বপ্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাধিমুক্ত, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপত্য, বিচয়বহুল, প্রবিচয় বহুল, সংযতবহুল, সমসংযত বহুল, সুসংযতধর্মী, শান্তবিহারী, তৎস্বভাবী, তৎগুরু, তৎবহুলী, তৎনিম্ন, তাতে নত, তাতে অবনত, তদধিমুক্ত ও তদধিপত্যয়ী হয়। যেমন, গণগুরুকে "গণভোগী", চীবরগুরুকে "চীবরভোগী', পাত্রগুরুকে "পাত্রভোগী' ও শয্যাসনগুরুকে "শয্যাসনভোগী" বলে ঠিক এভাবেই এখানে কোন ব্যক্তি প্রজ্ঞাগুরু, প্রজ্ঞা চরিত্র, প্রজ্ঞাশ্রিত বা স্বপ্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাধিমুক্ত, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপত্য, বিচয়বহুল, প্রবিচয় বহুল, সংযতবহুল, সমসংযত বহুল, সুসংযতধর্মী, শান্তবিহারী, তৎস্বভাবী, তৎগুরু, তৎবহুলী, তৎনিম্ন, তাতে নত, তাতে অবনত, তদধিমুক্ত ও তদধিপত্যয়ী হয়। প্রজ্ঞা বাহুল্যতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই প্রজ্ঞাবাহুল্য।

'শীঘ্রপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই শীঘ্রপ্রজ্ঞা কীরূপ? শীঘ্র শীঘ্রই শীলসমূহ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই ইন্দ্রিয়সংবর পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বিনিদ্রিতা পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র, শীঘ্রই প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বিমুক্তিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বিষয়-অবিষয় করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বিহার সমাপত্তি পরিপূর্ণ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই আর্যসত্য প্রতিবিদ্ধ বা লাভ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র, শীঘ্রই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক প্রধান ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ শীঘ্রই বলসমূহ ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই বোজ্ঝাঙ্গসমূহ ভাবিত করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই আর্যমার্গ ভাবিত করে—

শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই অভিজ্ঞা লাভ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র শীঘ্রই পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। শীঘ্র প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই শীঘ্রপ্রজ্ঞা।

'লঘুপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই লঘুপ্রজ্ঞা কীরূপ? ধীরে ধীরে শীলসমূহ পরিপূর্ণ করে, এটা লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সংবর পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বিনিদ্রিতা পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বিমুক্তিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বিষয়-অবিষয় করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বিহার সমাপত্তি পরিপূর্ণ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে আর্যসত্য প্রতিবিদ্ধ বা লাভ করে—শীঘ্রপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে সম্যক প্রধান ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বলসমূহ ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে বোজ্ঝাঙ্গসমূহ ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে আর্যমার্গ ভাবিত করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞা লাভ করে—লঘুপ্রজ্ঞা। ধীরে ধীরে পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, এটা লঘুপ্রজ্ঞা। লঘুপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই লঘুপ্রজ্ঞা।

'হাসপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই হাসপ্রজ্ঞা কীরূপে? এখানে কোনো ব্যক্তি হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল শীলসমূহ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল ইন্দ্রিয়সংবর পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বিনিদ্রিতা পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বিমুক্তিস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল,

তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বিষয়-অবিষয় লাভ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বিহার সমাপত্তি পরিপূর্ণ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল চারি আর্যসত্য লাভ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল বলসমূহ ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল আর্য মার্গ ভাবিত করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল অভিজ্ঞা লাভ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাসবহুল, বেদবহুল, তুষ্টিবহুল ও প্রমোদ্যবহুল পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করে—হাসপ্রজ্ঞা। হাস প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই হাসপ্রজ্ঞা।

৭. 'জবনপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই জবনপ্রজ্ঞা কী? অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত এবং দূরে বা নিকটে যেসব রূপ বিদ্যমান, সেসব রূপকে অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত এবং দূরে বা নিকটে যেসব বেদনা বিদ্যমান, যেসব বেদনা বিদ্যমান, সেসব বেদনাকে অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত এবং দূরে বা নিকটে যেসব সংজ্ঞা বিদ্যমান, সেসব সংজ্ঞাকে অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত এবং দূরে বা নিকটে যেসব সংস্কার বিদ্যমান, সেসব সংস্কারকে

অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত এবং দূরে বা নিকটে যেসব বিজ্ঞান বিদ্যমান, সেসব বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত ও বর্তমান চক্ষুকে... জরা-মরণকে অনিত্যরূপে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। দুঃখরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অনাত্মরূপে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা।

অতীত, অনাগত ও বর্তমান রূপকে ক্ষয়ার্থে অনিত্য, ভয়ার্থে দুঃখ এবং অসারার্থে অনাত্ম বলে তুলনা, বিবেচনাপূর্বক উত্তমরূপে নিরূপণ এবং ব্যাখ্যা করে রূপনিরোধ নির্বাণকে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত ও বর্তমান বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চক্ষুকে... জরা-মরণকে ক্ষয়ার্থে অনিত্য, ভয়ার্থে দুঃখ এবং অসারার্থে অনাত্ম বলে তুলনা, বিবেচনা করতে উত্তমরূপে নিরূপণ এবং ব্যাখ্যা করে জরা-মরণ নিরোধ নির্বাণকে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা।

অতীত, অনাগত ও বর্তমান রূপকে অনিত্য, সঙ্খত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী এবং নিরোধধর্মী বলে তুলনা, বিবেচনা করতে উত্তমরূপে নিরূপণ ও ব্যাখ্যা করে রূপনিরোধ নির্বাণকে দ্রুত জানতে পারে—জবনপ্রজ্ঞা। অতীত, অনাগত ও বর্তমান বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চক্ষুকে... অতীত, অনাগত ও বর্তমান জরা-মরণকে অনিত্য, সঙ্খত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী এবং নিরোধধর্মী বলে তুলনা, বিবেচনা করতে উত্তমরূপে নিরূপণ ও ব্যাখ্যা করে জরা-মরণনিরোধ নির্বাণকে দ্রুত জানতে পারে, এটা জবনপ্রজ্ঞা। জবন-প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই জবনপ্রজ্ঞা।

'তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা কীরূপ? ক্লেশ সমূহ দ্রুত ছেদন করে, এটা তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। উৎপন্ন কামবিতর্কে বাস না করে তা ত্যাগ, দূরীভূত, অন্তঃসাধন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কে বাস না করে তা ত্যাগ, দূরীভূত, অন্তঃসাধন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কে বাস না করে... উৎপন্ন অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মে বাস না করে তা ত্যাগ, দূরীভূত, অন্তঃসাধন ও

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। উৎপন্ন রাগ বা আসক্তিতে বাস না করে তা ত্যাগ, দূরীভূত, অন্তঃসাধন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। উৎপন্ন দ্বেষ বা দোষে বাস... উৎপন্ন মোহে... উৎপন্ন ক্রোধে... উৎপন্ন বিদ্বেষে... উৎপন্ন কপটতায়... উৎপন্ন আক্রোশে... উৎপন্ন ঈর্ষায়... উৎপন্ন মাৎসর্যে... উৎপন্ন প্রবঞ্চ বা মায়ায়... উৎপন্ন শঠতায়... উৎপন্ন স্বার্থপরতায়... উৎপন্ন উগ্রতায়... উৎপন্ন মানে... উৎপন্ন অতিমানে... উৎপন্ন মত্ততায়... উৎপন্ন প্রমাদে... উৎপন্ন সর্ব ক্লেশে... উৎপন্ন সর্ব দুশ্চরিত্রে... উৎপন্ন সর্ব অভিসংস্কারে... সর্ব ভবগামীকর্মে বাস না করে তা ত্যাগ, দূরীভূত, অন্তঃসাধন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। একাসনে চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা এবং ষড়ভিজ্ঞা প্রজ্ঞা দ্বারা অধিগত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়—তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা। তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা।

'নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়'; সেই নির্বেধিকপ্রজ্ঞা কীরূপ? এখানে কোনো ব্যক্তি সর্ব সংস্কারে উদ্বেগবহুল, উত্রাসবহুল, উৎকণ্ঠাবহুল, অরতিবহুল (নিরানন্দবহুল) ও অনভিরতিবহুল হয়। বহির্মূখ হয়ে সর্ব সংস্কারে রমিত হয় না। অমুক্তপূর্ব, অবিদীর্ণপূর্ব লোভস্কন্ধকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে—নির্বেধিকপ্রজ্ঞা। অমুক্তপূর্ব, অবিদীর্ণপূর্ব দ্বেষস্কন্ধকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে—নির্বেধিকপ্রজ্ঞা। অমুক্তপূর্ব, অবিদীর্ণপূর্ব মোহস্কন্ধকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে—নির্বেধিকপ্রজ্ঞা। অমুক্তপূর্ব, অবিদীর্ণপূর্ব ক্রোধকে... বিদ্বেষকে... কপটতাকে... আক্রোশকে... ঈর্ষাকে ধ্বংস... মাৎসর্যকে... পবঞ্চ বা মায়াকে... শঠতাকে... স্বার্থপরতাকে... উগ্রতাকে... মানকে... অতিমানকে... মত্ততাকে... প্রমাদকে... সর্ব ক্লেশকে... সর্ব দুশ্চরিত্রকে... সর্ব অভিসংস্কারকে... সর্ব ভবগামীকর্মকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে—নির্বেধিকপ্রজ্ঞা। নির্বেধিপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত হয়—এটাই নির্বেধিকপ্রজ্ঞা।

এসবই ষোলো প্রকার প্রজ্ঞা। এই ষোলো প্রকার প্রজ্ঞায় সমন্নাগত পুদ্গল প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত।

২. পুদ্গল প্রভেদ বর্ণনা

৮. দ্বিবিধ পুদ্গল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত—একজন পূর্বযোগসম্পন্ন, অন্যজন পূর্বযোগ অসম্পন্ন। যিনি পূর্বযোগসম্পন্ন, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; সেই দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন—একজন

বহুশ্রুত, অন্যজন বহুশ্রুত নন। যিনি বহুশ্রুত, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন ও বহুশ্রুত—একজন দেশনাবহুল, অন্যজন দেশনাবহুল নন। যিনি দেশনাবহুল, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত ও দেশনাবহুল—একজন গুরু আশ্রিত, অপরজন গুরু আশ্রিত নন। যিনি গুরু আশ্রিত, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত, দেশনাবহুল ও গুরু আশ্রিত—একজন বিহারবহুল, অপরজন বিহারবহুল নন। যিনি বিহারবহুল, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত, দেশনাবহুল, গুরু আশ্রিত ও বিহারবহুল—একজন প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষণবহুল, অপরজন পর্যবেক্ষণ নন। যিনি পর্যবেক্ষণবহুল, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত, দেশনাবহুল, গুরু আশ্রিত, বিহারবহুল ও পর্যবেক্ষণবহুল—একজন শৈক্ষ্য-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, অপরজন অশৈক্ষ্য-প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত। যিনি অশৈক্ষ্য-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত, দেশনাবহুল, গুরু আশ্রিত, বিহারবহুল, পর্যবেক্ষণবহুল ও অশৈক্ষ্য-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত—একজন শ্রাবক-পারমীপ্রাপ্ত, অপরজন শ্রাবক-পারমীপ্রাপ্ত নন। যিনি শ্রাবক-পারমীপ্রাপ্ত, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান বিকশিত হয়।

দ্বিবিধ পুদ্গাল প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত; দুজনই পূর্বযোগসম্পন্ন, বহুশ্রুত, দেশনাবহুল, গুরু আশ্রিত, বিহারবহুল, পর্যবেক্ষণবহুল ও অশৈক্ষ্য-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত—একজন শ্রাবক-পারমীপ্রাপ্ত, অপরজন পচ্চেকসম্বুদ্ধ। যিনি পচ্চেকসম্বুদ্ধ, তদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ ও প্রধান হন। তাঁর জ্ঞান

বিকশিত হয়।

পচ্চেকবুদ্ধ অপেক্ষা সদেবলোকে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অগ্রস্থানীয় প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, প্রজ্ঞা প্রভেদে দক্ষ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষার্যভ (নরশ্রেষ্ঠ), পুরুষসিংহ (পুরুষোত্তম), পুরুষনাগ (নরোত্তম), মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, পবিত্রপুরুষ, অনন্তজ্ঞানী, অনন্ততেজী, অনন্ত যশস্বী, ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, অনুনেতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টি দানকারী, প্রশান্তদানকারী সেই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাত মার্গের জ্ঞাতকারী, অবর্ণিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদূ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী। অতঃপর ভগবান তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অগ্রস্থানীয় প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত হয়ে দেদীপ্যমান হন।

মহাপ্রজ্ঞা কথা সমাপ্ত।

২. ঋদ্ধি কথা

৯. ঋদ্ধি কেন? সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি। ঋদ্ধি কত প্রকার? দশ প্রকার ঋদ্ধি। ঋদ্ধির ভূমি কত প্রকার? ঋদ্ধির ভুমি চার প্রকার, পাদ কত প্রকার? চার প্রকার পাদ, পদ কত প্রকার? আট প্রকার পদ ও মূল কত প্রকার? ষোলো প্রকার মূল।

১০. দশ প্রকার ঋদ্ধি কী কী? অধিষ্ঠান ঋদ্ধি, বিকুব্বন ঋদ্ধি, মনোময় ঋদ্ধি, জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি, সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি, আর্য ঋদ্ধি, কর্মবিপাকজ ঋদ্ধি, পুণ্যবানের ঋদ্ধি, বিদ্যাময় ঋদ্ধি এবং তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি।

ঋদ্ধির চারি ভূমি কী কী? বিবেকজভূমি প্রথম ধ্যান, প্রীতি-সুখভূমি দ্বিতীয় ধ্যান, উপেক্ষা সুখভূমি তৃতীয় ধ্যান, অদুঃখ-অসুখভূমি চতুর্থ ধ্যান। ঋদ্ধির এই চতুর্বিধ ভূমি ঋদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রতিলাভ, ঋদ্ধি বিকুব্বন, ঋদ্ধি প্রসার বা পরিব্যাপ্ত, ঋদ্ধি বশীভাব এবং ঋদ্ধি বৈশারদ্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

ঋদ্ধির চারি পাদ কী কী? এখানে ভিক্ষু ছন্দাধিপত্যে লব্ধ সমাধি সম্যক প্রধান সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদকে ভাবনা করে, চিত্তাধিপত্যে লব্ধ সমাধি সম্যক প্রধান সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদকে ভাবনা করে, বীর্যাধিপত্যে লব্ধ সমাধি সম্যক প্রধান সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদকে ভাবনা করে, মীমাংসাধিপত্যে লব্ধ সমাধি সম্যক প্রধান সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদকে ভাবনা করে। ঋদ্ধির এই চারি পাদ ঋদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রতিলাভ, ঋদ্ধি

বিকুব্বন, ঋদ্ধি প্রসার বা পরিব্যাপ্ত, ঋদ্ধি বশীভাব এবং ঋদ্ধি বৈশারদ্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

ঋদ্ধির আট প্রকার পদ কী কী? ভিক্ষু ছন্দ বা ইচ্ছাকে নির্ভর করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ছন্দ সমাধি নয়, সমাধিও ছন্দ নয়। ছন্দ অন্য, সমাধিও অন্য। ভিক্ষু বীর্যকে নির্ভর করে, সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। বীর্যসমাধি নয়, সমাধিও বীর্য নয়। বীর্য অন্য, সমাধিও অন্য। ভিক্ষু চিত্তকে নির্ভর করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। চিত্ত সমাধি নয়, সমাধিও চিত্ত নয়। চিত্ত অন্য, সমাধিও অন্য। ভিক্ষু মীমাংসাকে নির্ভর করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। মীমাংসা সমাধি নয়, সমাধিও মীমাংসা নয়। মীমাংসা অন্য, সমাধিও অন্য। ঋদ্ধির এই আট প্রকার পদ ঋদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রতিলাভ, ঋদ্ধি বিকুব্বন, ঋদ্ধি প্রসার বা পরিব্যাপ্ত, ঋদ্ধি বশীভাব এবং ঋদ্ধি বৈশারদ্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

ঋদ্ধির ষোলো প্রকার মূল কী কী? অসংলীন চিত্ত আলস্যে বিচলিত হয় না—আনেঞ্জা। অনুন্নত বা অনুদ্ধত চিত্ত চাঞ্চল্যে বিচলিত হয় না—আনেঞ্জা। অনভিনত চিত্ত রাগে (আসক্তিতে) বিচলিত হয় না—আনেঞ্জা। অনপনত (কুটিল) চিত্ত ব্যাপাদে হয় না—আনেঞ্জা। অনিশ্রিত বা অনাশ্রিত চিত্ত মিথ্যাদৃষ্টিতে হয় না—আনেঞ্জা। অপ্রতিবদ্ধ চিত্ত ছন্দরাগে হয় না—আনেঞ্জা। বিপ্রমুক্ত চিত্ত কামরাগে হয় না—আনেঞ্জা। বিসংযুক্ত চিত্ত ক্লেশে হয় না—আনেঞ্জা। কলুষমুক্ত চিত্ত ক্লেশকলুষে হয় না—আনেঞ্জা। একত্বগত (একাগ্র) চিত্ত নানাত্বক্লেশে হয় না—আনেঞ্জা। শ্রদ্ধায় পরিগৃহীত চিত্ত অশ্রদ্ধায় হয় না—আনেঞ্জা। বীর্যে পরিগৃহীত চিত্ত আলস্যে হয় না—আনেঞ্জা। স্মৃতিতে পরিগৃহীত চিত্ত প্রমাদে হয় না—আনেঞ্জা। সমাধিতে পরিগৃহীত চিত্ত চাঞ্চল্যে হয় না—আনেঞ্জা। প্রজ্ঞায় পরিগৃহীত চিত্ত অবিদ্যায় হয় না—আনেঞ্জা। জ্যোতিগত বা উদ্ভাসিত চিত্ত অবিদ্যান্ধকারে বিচলিত হয় না—আনেঞ্জা। ঋদ্ধির এই ষোলো প্রকার মূল ঋদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রতিলাভ, ঋদ্ধি বিকুব্বন, ঋদ্ধি প্রসার, ঋদ্ধি বশীভাব এবং ঋদ্ধি বৈশারদ্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

দশবিধ ঋদ্ধি বর্ণনা

১০. অধিষ্ঠান ঋদ্ধি কীরূপ? এখানে ভিক্ষু অনেক প্রকারে ঋদ্ধিবিধ (বিবিধ ঋদ্ধি) লাভ করেন। যেমন, এক হয়ে বহু হন, বহু হয়ে (পুনঃ) এক

হন, হঠাৎ আবির্ভাব হন, হঠাৎ অন্তর্ধান হন, মুক্তাকাশে বিচরণের মতো যে কোন প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার ও পর্বত অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারেন, জলে নিমজ্জিত ও ভেসে ওঠার মতো মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হন, আবার ভেসে ওঠেন। পৃথিবীতে (মাটিতে) বিচরণ করার মতো জলের ওপর বিচরণকালে জলসিক্ত হন না। আকাশচারী পক্ষীর মতো উন্মুক্ত আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ হয়ে বিচরণ করেন। এরূপ মহাতেজস্বী, মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র ও সূর্যকে হাত দিয়ে স্পর্শ এবং ঘর্ষণ করেন। ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সশরীরে উপস্থিত হন।

'ইধাতি' বলতে এ দৃষ্টিতে, এ ক্ষান্তিতে, এ রুচিতে, এ প্রাপ্তিতে, এ ধর্মে, এ বিনয়ে, এ ধর্ম-বিনয়ে, এ প্রবচনে, এ ব্রহ্মচর্যায় এবং এ বুদ্ধশাসনে। তাই বলা হয়—"ইধা"তি। 'ভিক্খূতি' বলতে কল্যাণপৃথগ্জন, শৈক্ষ্য, অর্হৎ বা স্থিরধর্মী ভিক্ষু। 'অনেকবিহিতং ইদ্ধিবিধং পচ্চনুভোতীতি' বলতে নানা প্রকারে বিবিধ ঋদ্ধি লাভ করা। 'একোপি হুত্বা বহুধা হোতীতি' বলতে স্বাভাবিকভাবে এক হতে বহু হন বা বহুরূপ ধারণ করেন, শতরূপ, শহস্রূপ বা শত-সহস্ররূপ ধারণ করেন। জ্ঞান দ্বারা মনোনিবেশ করে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"এরূপে বহু হবো" এরূপে বহু হন। যেমন, আয়ুষ্মান চূলপন্থক স্থবির এক হয়ে বহু হন। অনুরূপভাবে সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু এক হয়ে বহু হন। 'বহুধাপি হুত্বা একো হোতীতি' বলতে স্বাভাবিকভাবে বহু হতে এক হন, জ্ঞান দ্বারা মনোনিবেশ করে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"আমি এক হবো" এরূপে এক হন। যেমন আয়ুষ্মান চূলপন্থক স্থবির বহু হতে এক হন। অনুরূপভাবে সেই ঋদ্ধিমান চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু বহু হতে এক হন।

১১. 'আবিভাবন্তি' বলতে কীভাবে অনাবৃত, অপ্রতিচ্ছন্ন (অগোপনীয়), উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হয়। 'তিরোভাবন্তি' বলতে কীভাবে আবৃত, প্রতিচ্ছন্ন, রুদ্ধ ও আবরিত হয়। 'তিরোকুট্টং তিরোপাকারং তিরোপব্বতং অসজ্জমানো গচ্ছতি, সেয্যথাপি আকাসেতি' বলতে স্বাভাবিকভাবে তিনি আকাশকৃৎস্ন-সমাপত্তিলাভী হন। প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার ও পর্বতের বহির্ভাগে আবির্ভূত হন। জ্ঞান দ্বারা মনোনিবেশ করে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"আকাশ নির্মিত হোক" এরূপে আকাশ নির্মিত হয়। প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার ও পর্বতের বহির্ভাগে অনায়াসে গমন করেন। যেমন, অঋদ্ধিমান মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে কোন উন্মুক্ত অনাবদ্ধ স্থানে অনায়াসে গমন করে, এভাবেই সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু আকাশে বিচরণের ন্যায় প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার ও পর্বতের

বহির্ভাগে অনায়াসে গমন করেন।

'পথবিযাপি উম্মুজ্জনিমুজ্জং করোতি, সেয্যথাপি উদকেতি' বলতে স্বাভাবিকভাবে তিনি আপকৃৎস্ন-সমাপত্তিলাভী হন। তিনি পৃথিবীর প্রতি মনোযোগ দেন। জ্ঞান দ্বারা মনোযোগ দিয়ে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"জল হোক" এরূপে জল হয়। তিনি পৃথিবীতে বা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হন, আবার ভেসে উঠেন। যেমন অঋদ্ধিমান মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে জলে নিমজ্জিত ও ভেসে উঠেন। এরূপেই সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু জলে নিমজ্জিত ও ভেসে উঠার ন্যায় পৃথিবীতে বা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হন, আবার ভেসে উঠেন।

'উদকেপি অভিজ্জমানে গচ্ছতি, সেয্যথাপি পথবিযন্তি' বলতে স্বাভাবিকভাবে তিনি পৃথিবীকৃৎস্ন-সমাপত্তিলাভী হন। তিনি জলের প্রতি মনোযোগ দেন। জ্ঞান দ্বারা মনোযোগ দিয়ে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"পৃথিবী হোক" এরূপে পৃথিবী হয়। তিনি জলে জলসিক্ত না হয়ে গমন করেন। যেমন অঋদ্ধিমান মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে পৃথিবী বা মাটির উপর গমন করে থাকে, এভাবেই সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু পৃথিবীতে গমনের ন্যায় জলে জলসিক্ত না হয়ে গমন করেন।

'আকাসেপি পল্লঙ্কেন কমতি, সেয্যথাপি পক্‌খী সকুণোতি' বলতে স্বাভাবিকভাবে তিনি পৃথিবীকৃৎস্ন-সমাপত্তিলাভী হন। তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগ দেন। জ্ঞান দ্বারা মনোযোগ দিয়ে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"পৃথিবী হোক" এরূপে পৃথিবী হয়। তিনি আকাশের ও অন্তরীক্ষে চঙ্ক্রমণ, স্থিত, উপবেশন ও শয়ন করেন। যেমন অঋদ্ধিমান মানুষেরা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চঙ্ক্রমণ, স্থিত, উপবেশন ও শয়ন করে থাকে, ঠিক এরূপেই সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় আকাশে ও অন্তরীক্ষে চঙ্ক্রমণ, স্থিত, উপবেশন এবং শয়ন করেন।

১২. 'ইমেপি চন্দিমসুরিযে এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে পাণিনা পরামসতি পমিরজ্জতীতি' বলতে এক্ষেত্রে সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু উপবিষ্ট ও শায়িত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে ধারণ করেন। ধারণ করে জ্ঞান দ্বারা এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"হস্তপাশে আসুক" এরূপে হস্তপাশে উপস্থিত হয়। তিনি উপবিষ্ট ও শায়িত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ, স্পর্শ ও ঘর্ষণ করেন। যেমন অঋদ্ধিমান মানুষেরা যে কোন হস্তগত রূপকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ স্পর্শ ও ঘর্ষণ করে থাকে, ঠিক এরূপেই সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত

ভিক্ষু উপবিষ্ট ও শায়িত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ, স্পর্শ এবং ঘর্ষণ করেন।

'যাব ব্রহ্মালোকাপি কাযেন বস বত্তেতীতি' বলতে যদি সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু ব্রহ্মালোক গমণেচ্ছুক হন, তাহলে দূরকে নিকটে আনতে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"নিকটে হোক"। তখন নিকটে হয়। নিকটকে দূরে নিতে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"দূরে হোক"। তখন দূরে হয়। বহুকে অল্প করতে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"অল্প হোক"। তখন অল্প হয়। অল্পকে বহু করতে এরূপ অধিষ্ঠান করেন—"বহু হোক"। তখন বহু হয়। দিব্যচক্ষু দ্বারা তাঁর ব্রহ্মার রূপ দর্শন হয়। দিব্য-শ্রোত্রধাতু দ্বারা ব্রহ্মার শব্দ শ্রুত হয়। পরচিত্ত-বিজানন জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মার চিত্তকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হন। যদি সেই ঋদ্ধিমান চিত্তবশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু দৃশ্যমান কায়ে ব্রহ্মালোক গমনেচ্ছুক হন, তাহলে কায়বেশ চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত ও অধিষ্ঠান করেন। কায়বশে চিত্তকে বশীপ্রাপ্ত ও অধিষ্ঠান করে সুখ এবং লঘুসংজ্ঞা অতিক্রম করে দৃশ্যমান কায়ে ব্রহ্মালোকে গমন করেন। তিনি যদি অদৃশ্যমান কায়ে ব্রহ্মালোকে গমনেচ্ছুক হন, তাহলে চিত্তবশে কায়কে বশীপ্রাপ্ত ও অধিষ্ঠান করেন। চিত্তবশে কায়কে বশীপ্রাপ্ত ও অধিষ্ঠান করতে সুখ এবং লঘুসংজ্ঞা অতিক্রম করে অদৃশ্যমান কায়ে ব্রহ্মালোক গমন করেন। তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে তাঁর সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত মনোময় রূপ নির্মিত করেন। যদি সেই ঋদ্ধিমান চঙ্ক্রমণ করেন, তাহলে নির্মিতও বা নির্মিত ভিক্ষুও তথায় চঙ্ক্রমণ করেন। দাড়াঁলে, নির্মিতও দাঁড়ায়। শয়ন করলে, নির্মিতও শয়ন করেন। ধূমায়িত করলে, নির্মিতও ধূমায়িত করেন। প্রজ্জ্বলিত হলে, নির্মিতও প্রজ্জ্বলিত হয়। ধর্মদেশনা করলে, নির্মিতও ধর্মদেশনা করেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, নির্মিতও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের বিসর্জন করলে, নির্মিতও বিসর্জন করেন। যদি সেই ঋদ্ধিমান ব্রহ্মার সহিত দণ্ডায়মান ও আলাপ-আলোচনা করেন, তাহলে নির্মিতও সেসব করেন। আর সেই ঋদ্ধিমান যা যা করেন, নির্মিতও সেসব করেন—এটাই অধিষ্ঠান ঋদ্ধি।

১৩. বিকুব্বন ঋদ্ধি কীরূপ? শিখি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের অভিভূ নামক একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্মালোক স্থিত হয়ে সহস্র লোকধাতুকে (চক্রবালের সত্ত্বগণকে) স্বীয় কণ্ঠস্বরে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি কখনো দৃশ্যমান কায়ে, কখনো অদৃশ্যমান কায়ে ধর্মদেশনা করেছিলেন। কখনো শরীরের নিম্ন-অর্ধাংশ ও ঊর্ধ্ব-অর্ধাংশ দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান করে ধর্মদেশনা করেছিলেন। কখনো বা শরীরের ঊর্ধ্ব-অর্ধাংশ ও নিম্ন-অর্ধাংশ

দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান করে ধর্মদেশনা করেছিলেন। তিনি স্বাভাবিকরূপ পরিবর্তন করে কুমাররূপ ধারণ করেছিলেন, কখনো নাগরূপ, সুপর্ণরূপ, যক্ষরূপ, ইন্দ্ররূপ, দেবতারূপ এবং কখনো বা ব্রহ্মারূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি সমুদ্র, পর্বত, বন, সিংহ, ব্যাঘ্র দীপি, হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য এবং বিবিধ সেনাব্যুহ প্রদর্শন করেছিলেন—এটাই বিকুব্বন ঋদ্ধি।

১৪. মনোময় ঋদ্ধি কীরূপ? এখানে কোন ভিক্ষু স্বীয় কায় হতে সর্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্ন সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত অন্য মনোময় রূপকায় নির্মাণ করেন। যেমন, কোনো ব্যক্তি মঞ্জুষা হতে বেজি বের করে থাকে। তখন তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা মঞ্জুষা, এটা বেজি। মঞ্জুষা অন্য, বেজিও অন্য। মঞ্জুষা থেকেই বেজিটি বের করা হয়েছে"। যেমন, কোনো ব্যক্তি ছুরিবিদ্ধ পেঁচা হতে ছুরিটা বের করে থাকে। তখন তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা ছুরি, এটা পেঁচা। ছুরি অন্য, পেঁচাও অন্য। পেঁচাটির দেহ হতেই এই ছুরিটা বের করা হয়েছে"। যেমন, কোনো ব্যক্তি করণ্ড হতে সর্প বের করে থাকে। তখন তার এরূপ ধারণা হয়—"এটা করণ্ড, এটা সর্প। সর্প অন্য, করণ্ডও অন্য। করণ্ড হতেই সর্পটি বের করা হয়েছে"। অনুরূপভাবেই ঋদ্ধিমান ভিক্ষু স্বীয় কায় হতে সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত অন্য মনোময় রূপকায় নির্মাণ করেন। এটাই মনোময় ঋদ্ধি।

১৫. জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি কীরূপ? অনিত্যানুদর্শন নিত্যসংজ্ঞার প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে—জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি। দুঃখানুদর্শন সুখসংজ্ঞার প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে—জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি। অনাত্মানুদর্শন আত্মসংজ্ঞার... নির্বেদানুদর্শন নন্দি বা সন্তুষ্টির... বিরাগানুদর্শন রাগ বা আসক্তির... নিরোধানুদর্শন সমুদয়ের... পরিত্যাগানুদর্শন গ্রহণের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে—জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি। আয়ুষ্মান বাকুল (বক্কুল)[১], আয়ুস্মান সংকিচ্চ এবং আয়ুষ্মান ভূপালের জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি (ছিল)। এটাই জ্ঞান-বিস্তার ঋদ্ধি।

১৬. সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি কীরূপ? প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচারের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতির প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি দ্বারা রূপ-সংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানাত্ব-সংজ্ঞার প্রহীনার্থ

---

[১]। মধ্যম-নিকায় তৃতীয় খণ্ডে বক্কুল সূত্র (১২৪ নং) দ্রষ্টব্য।

সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সমাপত্তি দ্বারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞার প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞার প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞার প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান সঞ্জীব, আয়ুষ্মান খাণুকৌণ্ডাণ্য, উপাসিকা উত্তরা এবং উপাসিকা শ্যামাবতীর সমাধি-বিস্তার ঋদ্ধি (ছিল)। এটাই সমাধি বিস্তার ঋদ্ধি।

১৭. আর্য ঋদ্ধি কীরূপ? এখানে কোন ভিক্ষু যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব” তথায় তিনি অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব”, তথায় তিনি প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমি প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব” তথায় তিনি অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমি অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব” তথায় প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমি প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল উভয়কেই বর্জন করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব”, তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

কীরূপে প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন? অনিষ্টজনক বিষয়ে মৈত্রী দ্বারা স্ফুরণ করেন বা ধাতুরূপে গ্রহণ করেন। এরূপেই প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন।

কীরূপে অপ্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন? ইষ্টজনক বিষয়ে অশুভ দ্বারা স্পূরণ করেন বা অনিত্যরূপে গ্রহণ করেন। এরূপেই অপ্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন।

কীরূপে প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন? অনিষ্ট এবং ইষ্ট বিষয়ে মৈত্রী দ্বারা স্ফুরণ করেন বা ধাতুরূপে গ্রহণ করেন। এরূপেই প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন।

কীরূপে অপ্রতিকূলে এবং প্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন? ইষ্ট এবং অনিষ্ট বিষয়ে অশুভ দ্বারা স্ফূরণ করেন বা অনিত্যরূপে গ্রহণ

করেন। এরূপেই অপ্রতিকূলে এবং প্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন।

কীরূপে প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল তৎউভয়কে পরিহার করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন? এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সুমনা ও দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধানুভব করে... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পর্শানুভব করে... মন দ্বারা ধর্মানুভব করে সুমনা ও দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। এরূপেই প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল তৎ উভয়কে পরিহার করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। এটাই আর্য ঋদ্ধি।

১৮. কর্মবিপাকজ ঋদ্ধি কীরূপ? সব পক্ষী, সব দেবতা, কিছু কিছু মানুষ এবং কিছু কিছু নৈরয়িক বা বিনিপাতিক সত্ত্বের কর্মবিপাকজ (কর্মবিপাকজনিত) ঋদ্ধি উৎপন্ন হয়। এটাই কর্মবিপাকজ ঋদ্ধি।

পুণ্যবানের ঋদ্ধি কীরূপ? চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা, অশ্বসারথি এবং গোসারথিদের সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে গমন করেন। জ্যোতিক গৃহপতি, জটিল গৃহপতি, মেণ্ডক গৃহপতি এবং ঘোষিত গৃহপতি এই পাঁচজন মহাপুণ্যবানের পুণ্যবান ঋদ্ধি (ছিল)। এটাই পুণ্যবানের ঋদ্ধি।

বিদ্যাময় ঋদ্ধি কীরূপ? বিদ্যাধর ব্যক্তিগণ বিদ্যা বা মন্ত্র জপ করে আকাশপথে গমন করেন, আকাশে-অন্তরীক্ষে হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য এবং বিবিধ সেনাব্যুহ প্রদর্শন করেন। এটাই বিদ্যাময় ঋদ্ধি।

তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি কীরূপ? নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে—তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদের প্রহীনার্থ সমৃদ্ধি করে—তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি।... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশের প্রহানার্থ সমৃদ্ধি করে, এটা তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি। তথায় তথায় সম্যকরূপে প্রয়োগ প্রত্যয়ে সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধি এরূপই। এগুলোই দশ প্রকার ঋদ্ধি।

ঋদ্ধি কথা সমাপ্ত

৩. অভিসময় কথা

১৯. 'অভিসময়' - কীসের দ্বারা অভিসময় হয়? চিত্তের দ্বারা অভিসময় হয়।

যদি চিত্তের দ্বারা অভিসময় হয়, তাহলে অজ্ঞানী অভিসময় লাভ করতে পারে কী? অজ্ঞানী অভিসময় লাভ করতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়।

যদি জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়, তাহলে অচিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অচিত্তক (পুদ্গল) অভিসময় লাভ করতে পারে কী? অচিত্তক অভিসময় লাভ করতে পারে না। চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়।

যদি চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়, তাহলে কামাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? কামাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে রূপাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? রূপাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে অরূপাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? অরূপাবচর চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না। তাহলে স্বকৃতকর্ম চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? স্বকৃতকর্ম চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে সত্যানুকূল চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? সত্যানুকূল চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে অতীত চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? অতীত চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে অনাগত চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? অনাগত চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না।

তাহলে বর্তমান লৌকিক চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় কী? বর্তমান লৌকিক চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয় না। লোকোত্তর মার্গক্ষণে বর্তমান চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়।

লোকোত্তর মার্গক্ষণে বর্তমান চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা কীরূপে অভিসময় হয়? লোকোত্তর মার্গক্ষণে উৎপাদাধিপত্য চিত্ত জ্ঞানের হেতু এবং প্রত্যয় হয়। তৎসম্পযুক্ত নিরোধ গোচর দর্শনাধিপত্য জ্ঞান চিত্তের হেতু এবং প্রত্যয় হয়। তৎসম্পযুক্ত জ্ঞান নিরোধগোচর হয়। এরূপেই লোকোত্তর মার্গক্ষণে বর্তমান চিত্ত এবং জ্ঞান দ্বারা অভিসময় হয়।

২০. অভিসময় কি মাত্র এই পর্যন্ত? নিশ্চয়ই নয়। লোকোত্তর মার্গক্ষণে

দর্শনাভিসময় সম্যক দৃষ্টি, অভিনিরোপনাভিসময় সম্যক সংকল্প, পরিগ্রহাভিসময় সম্যক বাক্য, সমুত্থানাভিসময় সম্যক কর্ম, পরিশুদ্ধাভিসময় সম্যক জীবিকা, প্রগ্রহাভিসময় সম্যক প্রচেষ্টা, উপস্থাপনাভিসময় সম্যক স্মৃতি, অবিক্ষেপাভিসময় সম্যক সমাধি; উপস্থাপনাভিসময় স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রবিচয়াভিসময় ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রগ্রহাভিসময় বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্ফুরণাভিসময় প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপশমাভিসময় প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অবিক্ষেপাভিসময় সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রতিসংখ্যানাভিসময় উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ; অশ্রদ্ধায় অকম্পিতাভিসময় শ্রদ্ধাবল, আলস্যে অকম্পিতাভিসময় বীর্যবল, প্রমাদে অকম্পিতাভিসময় স্মৃতিবল, চঞ্চলতায় অকম্পিতাভিসময় সমাধিবল, অবিদ্যায় অকম্পিতাভিসময় প্রজ্ঞাবল, অধিমোক্ষাভিসময় শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, প্রগ্রহাভিসময় বীর্যেন্দ্রিয়, উপস্থাপনাভিসময় স্মৃতিন্দ্রিয়, অবিক্ষেপাভিসময় সমাধীন্দ্রিয়, দর্শনাভিসময় প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। আধিপত্যার্থে ইন্দ্রিয়াভিসময়, অকম্পিতার্থে বলাভিসময়, মুক্তার্থে বোজ্ঝাঙ্গাভিসময়, হেত্বার্থে মার্গাভিসময়, উপস্থাপনার্থে স্মৃতিপ্রস্থানাভিসময়, প্রধানার্থে সম্যক প্রধানাভিসময়, সমৃদ্ধার্থে ঋদ্ধিপাদাভিসময়, তথার্থে সত্যাভিসময়, অবিক্ষেপার্থে শমথাভিসময়, অনুদর্শনার্থে বিদর্শনাভিসময় একরসার্থে শমথ-বিদর্শনাভিসময়, অনতিক্রমার্থে যুগনদ্ধাভিসময়, সংবরার্থে শীল-বিশুদ্ধি-অভিসময়, অবিক্ষেপার্থে বিশুদ্ধি-অভিসময়, দর্শনার্থে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি অভিসময়, মুক্তার্থে বিমোক্ষাভিসময়, প্রতিবেধার্থে বিদ্যাভিসময়, পরিত্যাগার্থে বিমুক্তি-অভিসময়, সমুচ্ছেদার্থে ক্ষয় জ্ঞানাভিসময়। ছন্দ মূলার্থে অভিসময়, মনোযোগ সমুত্থানার্থে অভিসময়, স্পর্শ সমোধানার্থে অভিসময়, বেদনা সমোসরণার্থে অভিসময়, সমাধি প্রমুখার্থে অভিসময়, স্মৃতি আধিপত্যার্থে অভিসময়, প্রজ্ঞা সর্বোত্তমার্থে অভিসময়, বিমুক্তি সারার্থে অভিসময় এবং অমৃতময় নির্বাণ পর্যাবসানার্থে অভিসময়।

২১. অভিসময় কি মাত্র এই পর্যন্ত? নিশ্চয়ই নয়। স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে দর্শনাভিসময় সম্যক দৃষ্টি,... এবং অমৃতময় নির্বাণ পর্যাবসানার্থে অভিসময়।

অভিসময় কি মাত্র এই পর্যন্ত? নিশ্চয়ই নয়। স্রোতাপত্তিফলক্ষণে দর্শনাভিসময় সম্যক দৃষ্টি,... প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থে অনুৎপত্তি-জ্ঞান অভিসময়। ছন্দ মূলার্থে অভিসময়,... এবং অমৃতময় নির্বাণ পর্যাবসানার্থে অভিসময়।

অভিসময় কি মাত্র এই পর্যন্ত? নিশ্চয়ই নয়। সকৃদাগামীমার্গক্ষণে... সকৃদাগামীফলক্ষণে... অনাগামীমার্গক্ষণে... অনাগামীফলক্ষণে....

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে... অর্হত্ত্বফলক্ষণে দর্শনাভিসময় সম্যক দৃষ্টি, অভিনিরোপনাভিসময় সম্যক সংকল্প,... প্রতিপ্রশ্রদ্ধার্থে অনুৎপত্তি-জ্ঞান অভিসময়। ছন্দ মূলার্থে অভিসময়,... এবং অমৃতময় নির্বাণ পর্যাবসানার্থে অভিসময়।

যিনি এই ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন, (তিনি) অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন। যদি অতীত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন, তাহলে বিধ্বংসকে বিধ্বংস করেন, নিরুদ্ধকে নিরোধ করেন, বিগতকে বিগত করেন, অন্তর্হিতকে অন্তর্হিত করেন। যা অতীতে ছিল না তা কী পরিত্যাগ করেন? অতীত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন না। অনাগত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন। যদি অনাগত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন, তাহলে অজাত, অনিবর্তন (অপ্রসূত), অনুৎপন্ন ও অপ্রাদুর্ভূতকে পরিত্যাগ করেন এবং অনাগতে যা হবে না তা কী পরিত্যাগ করেন? অনাগত ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন না। বর্তমান ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন। যদি বর্তমান ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন, তাহলে রাগাসক্ত রাগকে, দুষ্টাচারী দোষ বা দ্বেষকে, মূর্খ মোহকে, মানাবদ্ধ ব্যক্তি মানকে, পরমদৃষ্টিক দৃষ্টিকে, বিক্ষেপী চঞ্চলতাকে, অনিষ্টকামী সন্দেহকে ও বীর্যবান অনুশয়কে পরিত্যাগ করেন, কৃষ্ণ-শুক্লধর্মসমূহ একসাথে ও সমভাবে সম্পাদিত হয়, সংক্লেশিক মার্গভাবনা হয়?

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করেন না। যদি অতীত, অনাগত ও বর্তমান ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ না করেন, তবে মার্গভাবনা নেই, ফল সাক্ষাৎ নেই, ক্লেশ প্রহীন নেই এবং ধর্মাভিসময় নেই? মার্গভাবনা আছে, ফল সাক্ষাৎ আছে, ক্লেশ প্রহীন আছে এবং ধর্মাভিসময় আছে। কীসের ন্যায়? যেমন, অজাতফল একটি তরুণ বৃক্ষ (চারা গাছ)। কোন পুরুষ তা দেখামাত্র মূলোৎপাটন করলে সেই বৃক্ষের অজাতফল অজাতই থেকে যায়, আর জাত হতে পারে না। অনুৎপত্তিফল আর উৎপত্তি হয় না, অনুৎপন্নফল আর উৎপন্ন হয় না এবং অপ্রাদুর্ভূতফল আর প্রাদুর্ভূত হয় না। অনুরূপভাবে উৎপন্ন (জন্ম) হেতু ও প্রত্যয়ে ক্লেশসমূহের উৎপন্ন হয়। উৎপন্নে (জন্মে) আদীনব দর্শন করে অনুৎপন্নে (জন্ম না হওয়াতে) চিত্তকে নিয়োজিত করে। চিত্তকে অনুৎপন্নে নিয়োজিত করার ফলে যেসব উৎপন্ন-প্রত্যয়ে (জন্ম-প্রত্যয়ে) ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেগুলো অজাতই থেকে যায়, আর জাত হতে পারে না। অনুৎপত্তি ক্লেশ আর উৎপত্তি হয় না, অনুৎপন্ন ক্লেশ আর উৎপন্ন হয় না এবং অপ্রাদুর্ভূত ক্লেশ আর প্রাদুর্ভূত হয় না। এরূপে হেতু

নিরোধে দুঃখ-নিরোধ হয়। প্রবর্তন হেতু, নিমিত্ত হেতু, আসক্তি হেতু। আসক্তি প্রত্যয়ে ক্লেশসমূহের উৎপত্তি হয়। আসক্তিতে আদীনব দর্শন করে চিত্তকে আসক্তিতে নিয়োজিত করে। চিত্তকে আসক্তিতে নিয়োজিত করার ফলে যেসব আসক্তি-প্রত্যয়ে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেগুলো অজাতই থেকে যায়, আর জাত হতে পারে না। অনুৎপত্তিক্লেশ আর উৎপত্তি হয় না, অনুৎপন্ন ক্লেশ আর উৎপন্ন হয় না এবং অপ্রাদুর্ভূত ক্লেশ আর প্রাদুর্ভূত হয় না। এরূপে হেতু নিরোধে দুঃখ-নিরোধ হয়। এভাবে মার্গভাবনা আছে, ফল সাক্ষাৎ আছে, ক্লেশ প্রহীন আছে এবং ধর্মাভিসময়ও আছে।

অভিসময় কথা সমাপ্ত

৪. বিবেক কথা

২২. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেসব কর্ম বল প্রয়োগের মাধ্যমে করা হয়, সেসব কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়, তেমনি ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে ভাবিত ও বহুলীকৃত করে"।

"ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এখানে ভিক্ষু বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক দৃষ্টিকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক সংকল্পকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক বাক্যকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক কর্মকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত... সম্যক জীবিকাকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক প্রচেষ্টাকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত... সম্যক স্মৃতিকে ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী সম্যক সমাধিকে ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে ভাবিত ও বহুলীকৃত করে"।

২৩. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেসব বীজ, লতাগুল্মাদি বর্ধিত, বৈপুল্যপ্রাপ্ত ও পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, সেসব বীজ, লতাগুল্মাদি পৃথিবীকে আশ্রয় করে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই বর্ধিত, বৈপুল্যপ্রাপ্ত এবং পরিপূর্ণ আকার

ধারণ করে থাকে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু ও শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকালে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে"।

"ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকালে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এখানে ভিক্ষু বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক সংকল্প ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক বাক্য ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক কর্ম ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক জীবিকা ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক প্রচেষ্টা ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত করে। বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত ও ত্যাগপরিণামী সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকালে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে"।

১. মার্গাঙ্গ বর্ণনা

২৪. সম্যক দৃষ্টির পাঁচ প্রকার বিবেক, পাঁচ প্রকার বিরাগ, পাঁচ প্রকার নিরোধ, পাঁচ প্রকার ত্যাগ এবং দ্বাদশ প্রকার নিশ্রয়। সম্যক সংকল্পের... সম্যক বাক্যের... সম্যক কর্মের... সম্যক জীবিকার... সম্যক প্রচেষ্টার... সম্যক স্মৃতির... সম্যক সমাধির পাঁচ প্রকার বিবেক, পাঁচ প্রকার বিরাগ, পাঁচ প্রকার নিরোধ, পাঁচ প্রকার ত্যাগ এবং দ্বাদশ প্রকার নিশ্রয়।

সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ বিবেক কী কী? বিষ্কম্ভন বিবেক, তদঙ্গ বিবেক, সমুচ্ছেদ বিবেক, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক ও নিঃসরণ বিবেক। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন বিবেক হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ বিবেক হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ বিবেক হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ বিবেক। এগুলো সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেকে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-

অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ বিরাগ কী কী? বিষ্কম্ভন বিরাগ, তদঙ্গ বিরাগ, সমুচ্ছেদ বিরাগ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিরাগ ও নিঃসরণ বিরাগ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন বিরাগ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ বিরাগ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ বিরাগ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিরাগ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ বিরাগ। এগুলো সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ বিরাগ। এই পঞ্চ বিরাগ। এই পঞ্চ বিরাগে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ নিরোধ কী কী? বিষ্কম্ভন নিরোধ, তদঙ্গ নিরোধ, সমুচ্ছেদ নিরোধ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি নিরোধ ও নিঃসরণ নিরোধ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন নিরোধ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ নিরোধ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ নিরোধ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি নিরোধ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ নিরোধ। এগুলো সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ নিরোধ। এই পঞ্চ নিরোধ। এই পঞ্চ নিরোধে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ ত্যাগ কী কী? বিষ্কম্ভন ত্যাগ, তদঙ্গ ত্যাগ, সমুচ্ছেদ ত্যাগ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগ ও নিঃসরণ ত্যাগ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন ত্যাগ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ ত্যাগ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ ত্যাগ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ ত্যাগ। এগুলো সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ ত্যাগ। এই পঞ্চ ত্যাগ। এই পঞ্চ ত্যাগে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়। সম্যক দৃষ্টির এই পঞ্চ বিবেক, পঞ্চ বিরাগ, পঞ্চ নিরোধ, পঞ্চ ত্যাগ এবং দ্বাদশ নিশ্রয়।

২৫. সম্যক সংকল্পের... সম্যক বাক্যের... সম্যক কর্মের... সম্যক জীবিকার... সম্যক প্রচেষ্টার... সম্যক স্মৃতির... সম্যক সমাধির পঞ্চ বিবেক বিবেক কী কী? বিষ্কম্ভন বিবেক, তদঙ্গ বিবেক, সমুচ্ছেদ বিবেক, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক ও নিঃসরণ বিবেক। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন বিবেক হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ বিবেক হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ বিবেক হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ বিবেক। এগুলো

সম্যক সমাধির পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেকে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক সমাধির পঞ্চ বিরাগ কী কী? বিষ্কম্ভন বিরাগ, তদঙ্গ বিরাগ, সমুচ্ছেদ বিরাগ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিরাগ ও নিঃসরণ বিরাগ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন বিরাগ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ বিরাগ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ বিরাগ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিরাগ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ বিরাগ। এগুলো সম্যক সমাধির পঞ্চ বিরাগ। এই পঞ্চ বিরাগ। এই পঞ্চ বিরাগে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক সমাধির পঞ্চ নিরোধ কী কী? বিষ্কম্ভন নিরোধ, তদঙ্গ নিরোধ, সমুচ্ছেদ নিরোধ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি নিরোধ ও নিঃসরণ নিরোধ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন নিরোধ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ নিরোধ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ নিরোধ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি নিরোধ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ নিরোধ। এগুলো সম্যক সমাধির পঞ্চ নিরোধ। এই পঞ্চ নিরোধ। এই পঞ্চ নিরোধে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।

সম্যক সমাধির পঞ্চ ত্যাগ কী কী? বিষ্কম্ভন ত্যাগ, তদঙ্গ ত্যাগ, সমুচ্ছেদ ত্যাগ, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগ ও নিঃসরণ ত্যাগ। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন ত্যাগ হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ ত্যাগ হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ ত্যাগ হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগ হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ ত্যাগ। এগুলো সম্যক সমাধির পঞ্চ ত্যাগ। এই পঞ্চ ত্যাগ। এই পঞ্চ ত্যাগে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়। সম্যক সমাধির এই পঞ্চ বিবেক, পঞ্চ বিরাগ, পঞ্চ নিরোধ, পঞ্চ ত্যাগ এবং দ্বাদশ নিশ্রয়।

২৬. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেসব কর্মবল প্রয়োগের মাধ্যমে করা হয়, সেসব কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়, তেমনি ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।... সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনাকালে ও বহুলীকরণের সময় ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে... পঞ্চবল ভাবিত ও

বহুলীকৃত করে... পঞ্চবল ভাবিতকালে ও বহুলীকৃতকালে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে... পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত করে... ।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেসব বীজ, লতাগুল্মাদি বর্ধিত, বৈপুল্যপ্রাপ্ত ও পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, সেসব বীজ, লতাগুল্মাদি পৃথিবীকে আশ্রয় করে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই বর্ধিত, বৈপুল্যপ্রাপ্ত এবং পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে থাকে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু ও শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকালে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে"।

"ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনাকালে ও বহুলীকরণের সময় ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এখানে ভিক্ষু বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে।... বীর্যেন্দ্রিয় ভাবিত করে... স্মৃতীন্দ্রিয় ভাবিত করে... সমাধীন্দ্রিয় ভাবিত করে... বিবেক নিঃসৃত, বিরাগ নিঃসৃত, নিরোধ নিঃসৃত এবং ত্যাগপরিণামী প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনাকালে ও বহুলীকরণের সময় ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভ করে"।

২. ইন্দ্রিয় বর্ণনা

২৭. শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রকার বিবেক, পাঁচ প্রকার বিরাগ, পাঁচ প্রকার নিরোধ, পাঁচ প্রকার ত্যাগ এবং দ্বাদশ প্রকার নিশ্রয়। বীর্যেন্দ্রিয়ের... স্মৃতীন্দ্রিয়ের... সমাধীন্দ্রিয়ের... প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রকার বিবেক, পাঁচ প্রকার বিরাগ, পাঁচ প্রকার নিরোধ, পাঁচ প্রকার ত্যাগ এবং দ্বাদশ প্রকার নিশ্রয়।

শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিবেক কী কী? বিষ্কম্ভন বিবেক, তদঙ্গ বিবেক, সমুচ্ছেদ বিবেক, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক ও নিঃসরণ বিবেক। প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে নীবরণসমূহের বিষ্কম্ভন বিবেক হয়, নির্বেধভাগীয় সমাধি ভাবনাকালে দৃষ্টিগতদের তদঙ্গ বিবেক হয়, লোকোত্তর ক্ষয়গামীমার্গ ভাবনাকালে সমুচ্ছেদ বিবেক হয়, ফলক্ষণে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক হয় এবং নিরোধ নির্বাণই নিঃসরণ বিবেক। এগুলো সম্যক দৃষ্টির পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেক। এই পঞ্চ বিবেকে ছন্দ জাত ও শ্রদ্ধাধিমুক্ত হয় এবং চিত্ত সু-অধিষ্ঠিত হয়।... এসবই শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিবেক, পঞ্চ বিরাগ, পঞ্চ নিরোধ, পঞ্চ ত্যাগ এবং দ্বাদশ নিশ্রয়।

বীর্যেন্দ্রিয়ের... স্মৃতীন্দ্রিয়ের... সমাধীন্দ্রিয়ের... প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিবেক কী কী? বিষ্কম্ভন বিবেক, তদঙ্গ বিবেক, সমুচ্ছেদ বিবেক, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিবেক ও নিঃসরণ বিবেক।... প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের এই পঞ্চ বিবেক, পঞ্চ বিরাগ, পঞ্চ নিরোধ, পঞ্চ ত্যাগ এবং দ্বাদশ নিশ্রয়।

বিবেক কথা সমাপ্ত

৫. চর্যা কথা

২৮. 'চর্যা, চর্যা' বলা হয়; সেই চর্যা আট প্রকার; যথা : ইর্যাপথচর্যা, আয়তনচর্যা, স্মৃতিচর্যা, সমাধিচর্যা, জ্ঞানচর্যা, মার্গচর্যা, প্রাপ্তিচর্যা এবং লোকার্থচর্যা।

'ইরিযাপথ চরিযাতি' বলতে চারি ইর্যাপথচর্যা। 'আযতন চরিযাতি' বলতে ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক এবং ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তনচর্যা। 'সতিচরিযাতি' বলতে চারি স্মৃতিপ্রস্থানচর্যা। 'সমাধি চরিযাতি' বলতে চারি ধ্যান বা সমাধিচর্যা। 'ঞাণচরিযাতি' বলতে চারি আর্যসত্যচর্যা। 'মগ্গচরিযাতি' বলতে চারি আর্যমার্গচর্যা। 'পতিচরিযাতি' বলতে চারি শ্রামণ্যফলচর্যা। 'লোকত্থচরিযাতি' বলতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ এবং শ্রাবকগণের প্রদেশচর্যা।

প্রণিধিসম্পন্নদের ইর্যাপথচর্যা। সংযতেন্দ্রিয়গণের আয়তন চর্যা। অপ্রমাদ বিহারীদের স্মৃতিচর্যা। অধিমুত্তানুযুক্তদের সমাধি চর্যা। বুদ্ধিসম্পন্নদের জ্ঞানচর্যা। সম্যক প্রতিপন্নদের মার্গচর্যা। ফলাধিগতকারীদের প্রাপ্তি চর্যা। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও শ্রাবকগণের প্রদেশে লোকার্থচর্যা (জগতের হিতাচরণ)। এসবই আট প্রকার চর্যা।

২৯. অপর আট প্রকার চর্যা বিদ্যমান। যথা : শ্রদ্ধায় অধিমুক্তকালে শ্রদ্ধায় অবস্থান করে, প্রগ্রহকালে বীর্যের সহিত অবস্থান করে, উপস্থাপনকালে স্মৃতিতে অবস্থান করে, অবিক্ষেপকালে সমাধি দ্বারা অবস্থান করে, প্রজাননকালে প্রজ্ঞা দ্বারা অবস্থান করে, বিজাননকালে বিজ্ঞানচর্যা দ্বারা অবস্থান করে, এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিপন্নকালে আয়তনচর্যা দ্বারা অবস্থান করে এবং এরূপ প্রতিপন্নের বিশেষ বা শ্রেষ্ঠতা অর্জনকালে বিশেষ চর্যা দ্বারা বিচরণ করে। এসবই আট প্রকার চর্যা।

অপর আট প্রকার চর্যা রয়েছে। যথা : সম্যক দৃষ্টির দর্শনচর্যা, সম্যক সংকল্পের অভিনিরোপনচর্যা, সম্যক বাক্যের পরিগ্রহচর্যা, সম্যক কর্মের সমুত্থানচর্যা, সম্যক জীবিকার পরিশুদ্ধচর্যা, সম্যক প্রচেষ্টার প্রগ্রহচর্যা, সম্যক

স্মৃতির উপস্থাপনচর্যা এবং সম্যক সমাধির অবিক্ষেপচর্যা। এসবই আট প্রকার চর্যা।

চর্যা কথা সমাপ্ত

৬. প্রাতিহার্য কথা

৩০. "হে ভিক্ষুগণ, প্রাতিহার্য তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কী কী? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, আদেশনা প্রাতিহার্য ও অনুশাসনী প্রাতিহার্য[১]।

ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি প্রাতিহার্য কীরূপ? এখানে কেউ কেউ অনেক প্রকারে বিবিধ ঋদ্ধি লাভ করেন। যেমন, এক হয়ে বহু হন, বহু হয়ে (পুনঃ) এক হন, হঠাৎ আবির্ভাব হন, হঠাৎ অন্তর্ধান হন, মুক্তাকাশে বিচরণের মতো যেকোনো প্রাচীর, দুর্গপ্রাকার ও পর্বত অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারেন, জলে নিমজ্জিত ও ভেসে ওঠার মতো মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হন, আবার ভেসে ওঠেন। পৃথিবীতে (মাটিতে) বিচরণ করার মতো জলের ওপর বিচরণকালে জলসিক্ত হন না। আকাশচারী পক্ষীর মতো উন্মুক্ত আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ হয়ে বিচরণ করেন। এরূপ মহাতেজস্বী, মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র ও সূর্যকে হাত দিয়ে স্পর্শ এবং ঘর্ষণ করেন। ব্রহ্মালোক পর্যন্ত স্বশরীরে উপস্থিত হন। একেই ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলে।

ভিক্ষুগণ, আদেশনা প্রাতিহার্য কীরূপ? এখানে কেউ কেউ নিমিত্ত বা লক্ষণ দ্বারা (অপরকে) এরূপ বলতে পারেন—'তোমার মন এরূপ, তোমার মন এই প্রকার, তোমার চিত্ত ঈদৃশ'। তিনি যত বেশী বলুন না কেন তা এরূপ, অন্যথা নয়। কেউ কেউ নিমিত্ত বা লক্ষণ দ্বারা বলতে পারেন না, কিন্তু মনুষ্য বা অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শুনে বলতে পারেন—তোমার মন এরূপ, 'তোমার মন এই প্রকার, তোমার চিত্ত ঈদৃশ'। তিনি যত বেশী বলুন না কেন তা এরূপ, অন্যথা নয়। কোন ব্যক্তি নিমিত্ত বা লক্ষণ দ্বারাও ওরকম বলতে পারেন না এবং মনুষ্য বা অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শুনেও ওরকম বলতে পরেন না কিন্তু বিতর্ক ও বিচারে অবস্থান করে বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শুনে এরূপ বলতে পারেন—'তোমার মন এরূপ, তোমার মন এই প্রকার, তোমার চিত্ত ঈদৃশ'। তিনি যত বেশী বলুন না কেন তা এরূপ, অন্যথা নয়। আবার কেউ কেউ নিমিত্ত বা লক্ষণ দ্বারা, মনুষ্য বা অমনুষ্য বা দেবতাদের

---

[১]। এই ত্রিবিধ প্রাতিহার্য অঙ্গুত্তরনিকায় তিক নিপাতে ৬১ নং সূত্রে (সঙ্গারব সূত্রে সঙ্গারব ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

শব্দ শুনে এবং বিতর্ক ও বিচারে অবস্থান করে বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শুনেও ওরকম বলতে পারেন না, কিন্তু অবিতর্ক, অবিচার সমাধি সমাপন্নের চিত্তের দ্বারা চিত্তকে পরিজ্ঞাত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'যেমন এই মহাশয়ের মনসংস্কার প্রণিহিত, তিনি এই চিত্তের নিরন্তর অমুক নামক বিতর্ক জল্পনা করবেন'। তিনি যত বেশী বলুন না কেন তা এরূপ, অন্যথা নয়। একেই বলা হয় আদেশনা প্রাতিহার্য।

ভিক্ষুগণ, অনুশাসনী প্রাতিহার্য কীরূপ? এখানে কেউ কেউ এরূপে অনুশাসন করেন—'এরূপ তর্ক কর, এরূপ তর্ক করো না। এরূপে মনে রাখ, এরূপে মনে রেখো না। এটা পরিত্যাগ কর, এটা লাভ করে অবস্থান কর'। একেই বলা হয় অনুশাসনী প্রাতিহার্য। ভিক্ষুগণ, এগুলোই তিন প্রকার প্রাতিহার্য"।

৩১. নৈষ্ক্রম্যকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। কামচ্ছন্দকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই নৈষ্ক্রম্য দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই নৈষ্ক্রম্যকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে"—অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

অব্যাপাদকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। ব্যাপাদকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই অব্যাপাদ দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই অব্যাপাদকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে"—অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

আলোকসংজ্ঞাকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। তন্দ্রালস্যকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই আলোকসংজ্ঞা দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই আলোকসংজ্ঞাকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে", এটা অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

অবিক্ষেপকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। চঞ্চলতাকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই অবিক্ষেপ দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই অবিক্ষেপকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে"—অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

ধর্মবিশ্লেষণকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। বিচিকিৎসাকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই ধর্মবিশ্লেষণকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে"—অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

জ্ঞানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। অবিদ্যাকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই জ্ঞান দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই জ্ঞানকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে"—অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

প্রমোদ্যকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। অরতিকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই প্রমোদ্য দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই প্রমোদ্যকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে", এটা অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

প্রথম ধ্যানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। নীবরণসমূহকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই প্রথম ধ্যান দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই প্রথম ধ্যানকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে", এটা অনুশাসনী প্রাতিহার্য।...।

অর্হত্ত্বমার্গকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। সর্ব ক্লেশকেপরিহার করে—প্রাতিহার্য। যাঁরা সেই অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সমন্নাগত, তাঁরা সবাই বিশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন ও অনাবিল সংকল্পকারী—আদেশনা প্রাতিহার্য। "সেই অর্হত্ত্বমার্গকে এভাবে সেবিতব্য, এভাবে ভাবিতব্য, এভাবে বহুলীকৃতব্য এবং এভাবে তদনুধর্মতা স্মৃতি উপস্থাপিত করতে হবে", এটা অনুশাসনী প্রাতিহার্য।

৩২. নৈষ্ক্রম্যকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। কামচ্ছন্দকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। অব্যাপাদকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। ব্যাপাদকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। আলোক-সংজ্ঞাকে

সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। তন্দ্রালস্যকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলে। অবিক্ষেপকে সমৃদ্ধি করে, এটা ঋদ্ধি। চঞ্চলতাকে পরিহার করে, এটা প্রাতিহার্য। যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলে। ধর্ম বিশ্লেষণকে সমৃদ্ধি করে, এটা ঋদ্ধি। বিচিকিৎসাকে পরিহার করে, এটা প্রাতিহার্য। প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলে। জ্ঞানকে সমৃদ্ধি করে, এটা ঋদ্ধি। অবিদ্যাকে পরিহার করে, এটা প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। প্রমোদ্যকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। অরতিকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। প্রথম ধ্যানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। নীবরণসমূহকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। দ্বিতীয় ধ্যানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। বিতর্ক-বিচারকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। তৃতীয় ধ্যানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। প্রীতিকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। চতুর্থ ধ্যানকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। সুখ-দুঃখকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। স্রোতাপত্তিমার্গকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। সকৃদাগামীমার্গকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। স্থূল ক্লেশসমূহকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। অনাগামীমার্গকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে। অর্হত্ত্বমার্গকে সমৃদ্ধি করে—ঋদ্ধি। সর্ব ক্লেশকে পরিহার করে—প্রাতিহার্য। যা ঋদ্ধি এবং যা ঋদ্ধি এবং যা প্রাতিহার্য, তাকে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য বলে।

প্রাতিহার্য কথা সমাপ্ত

৭. সমশীর্ষ কথা

৩৩. সর্বধর্মের সম্যক সমুচ্ছেদ এবং নিরোধে অনুপস্থানতা প্রজ্ঞা সমশীর্ষার্থে জ্ঞান।

'সব্বধম্মানন্তি' (সর্বধর্ম) বলতে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম, কামাবচর ধর্ম, রূপাবচর ধর্ম, অরূপাবচর ধর্ম ও লোকোত্তর ধর্ম। 'সম্মাসমুচ্ছেদেতি' (সম্যক সমুচ্ছেদ হয়)

বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, অবিক্ষেপ দ্বারা ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, প্রমোদ্য দ্বারা অরতি সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা বিতর্ক-বিচার সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতি সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ-দুঃখ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিজাত ক্লেশসমূহ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশসমূহ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, অনাগামীমার্গ দ্বারা সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়।

'নিরোধেতি' (নিরোধ হয়) বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ নিরোধ হয়, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ নিরোধ হয়, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, অবিক্ষেপ দ্বারা ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, ধর্মবিশ্লেষণ দ্বারা বিচিকিৎসা সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, প্রমোদ্য দ্বারা অরতি সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়, প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ সম্যকরূপে সমুচ্ছেদ হয়,... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ নিরোধ হয়।

'অনুপট্ঠানতাতি' (অনুপস্থানতা) বলতে নৈষ্ক্রম্য প্রতিলব্ধের কামচ্ছন্দ থাকে না, অব্যাপাদ প্রতিলব্ধের ব্যাপাদ থাকে না, আলোকসংজ্ঞা প্রতিলব্ধের তন্দ্রালস্য থাকে না, অবিক্ষেপ প্রতিলব্ধের চঞ্চলতা থাকে না, ধর্মবিশ্লেষণ প্রতিলব্ধের বিচিকিৎসা থাকে না, জ্ঞান প্রতিলব্ধের অবিদ্যা থাকে না, প্রমোদ্য প্রতিলব্ধের অরতি থাকে না, প্রথম ধ্যান প্রতিলব্ধের নীবরণসমূহ থাকে না,... অর্হত্ত্বমার্গ প্রতিলব্ধের সর্ব ক্লেশ থাকে না।

'সমন্তি' (সম) বলতে কামচ্ছন্দের প্রহীনত্বই নৈষ্ক্রম্যসম, ব্যাপাদের প্রহীনত্বই অব্যাপাদসম, তন্দ্রালস্যের প্রহীনত্বই আলোকসংজ্ঞাসম, চঞ্চলতার প্রহীনত্বই অবিক্ষেপসম, বিচিকিৎসার প্রহীনত্বই ধর্মবিশ্লেষণসম, অবিদ্যার প্রহীনত্বই জ্ঞানসম, অরতির প্রহীনত্বই প্রমোদ্যসম, নীবরণসমূহের প্রহীনত্বই প্রথম ধ্যান সম,... সর্বক্লেশের প্রহীনত্বই অর্হত্ত্বমার্গসম।

'সীসন্তি' (শীর্ষ) বলতে তের প্রকার শীর্ষ; যথা : 'তৃষ্ণা' প্রতিবন্ধকশীর্ষ,

'মান' আবদ্ধশীর্ষ, 'দৃষ্টি' (মিথ্যাদৃষ্টি) অনুরক্তশীর্ষ, 'চঞ্চলতা' বিক্ষেপশীর্ষ, 'অবিদ্যা' সংক্লেশশীর্ষ, 'শ্রদ্ধা' অধিমোক্ষশীর্ষ, 'বীর্য' প্রগ্রহ বা উদ্যমশীর্ষ, 'স্মৃতি' উপস্থানশীর্ষ, 'সমাধি' অবিক্ষেপশীর্ষ, 'প্রজ্ঞা' দর্শনশীর্ষ, 'জীবিতেন্দ্রিয়' প্রবর্তনশীর্ষ, 'বিমোক্ষ' গোচরশীর্ষ এবং 'নিরোধ' সংস্কারশীর্ষ।

সমশীর্ষ কথা সমাপ্ত

৮. স্মৃতিপ্রস্থান কথা

৩৪. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিপ্রস্থান চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? এখানে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে (রূপোপাদান স্কন্ধকায়ে) অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান"।

৩৫. কীভাবে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে? এখানে কেউ পৃথিবীকায়কে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে দর্শন করে সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে দর্শন করে আত্মরূপে নয়; বিরক্তরূপে দর্শন করে, আনন্দরূপে নয়; নিরাসক্ত হয়, আসক্তি করে না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে দর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে দর্শনকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তরূপে দর্শনকালে আনন্দ ত্যাগ করে, নিরাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে সমুদয় ত্যাগ করে এবং পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে কায়কে দর্শন করে। কায় উপস্থাপন, স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা কায়কে অনুদর্শন করে। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান"।

'ভাবনাতি' বলতে চতুর্বিধ ভাবনা, যথা—তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, সেক্ষণে

প্রাপ্ত বীর্যবহনার্থে ভাবনা ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

এখানে কেউ কেউ আপকায়কে... তেজকায়কে... বায়ুকায়কে... কেশকায়কে... লোমকায়কে... ত্বককায়কে... চর্মকায়কে... মাংসকায়কে... রক্তকায়কে... স্নায়ুকায়কে... অস্থিকায়কে... অস্থিমজ্জাকায়কে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়; দুঃখরূপে দর্শন করে সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে দর্শন করে আত্মরূপে নয়; বিরক্তরূপে দর্শন করে, আনন্দরূপে নয়; নিরাসক্ত হয়, আসক্তি করে না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে দর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে দর্শনকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তরূপে দর্শনকালে আনন্দ ত্যাগ করে, নিরাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে সমুদয় ত্যাগ করে এবং পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে কায়কে দর্শন করে। কায় উপস্থাপন স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা কায়কে অনুদর্শন করে। তাই বলা হয়—"কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান"।

'ভাবনাতি' বলতে চতুর্বিধ ভাবনা, যথা—তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, সেক্ষণে প্রাপ্ত বীর্যবহনার্থে ভাবনা ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। এরূপে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

[খ] কীরূপে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে? এখানে কেউ সুখবেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে বেদনাকে দর্শন করে। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি, সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করে। তাই বলা হয়—"বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান"।

'ভাবনাতি' বলতে চতুর্বিধ ভাবনা... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।... এখানে কেউ দুঃখবেদনাকে... অদুঃখ-অসুখবেদনাকে... সামিষ সুখবেদনাকে... নিরামিষ সুখবেদনাকে... সামিষ দুঃখবেদনাকে.... নিরামিষ দুঃখবেদনাকে... সামিষ অদুঃখ-অসুখবেদনাকে... নিরামিষ অদুঃখ-অসুখবেদনাকে... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনাকে... শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনাকে... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনাকে... জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনাকে... কায়সংস্পর্শজ

বেদনাকে... মনোসংস্পর্শজ বেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে বেদনাকে দর্শন করে। বেদনা উপস্থাপন, স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি, সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা বেদনাকে অনুদর্শন করে। তাই বলা হয়—“বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান”।

‘ভাবনাতি’ বলতে চতুর্বিধ ভাবনা... এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

[গ] কীরূপে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে? এখানে কেউ সরাগ-চিত্তকে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে চিত্তকে দর্শন করে। চিত্ত উপস্থাপন স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা চিত্তকে অনুদর্শন করে। সেজন্য বলা হয়—“চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান”।

‘ভাবনাতি’ বলতে চতুর্বিধ ভাবনা... ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা।

এখানে কেউ বীতরাগ-চিত্তকে... সদোষ চিত্তকে... বীতদোষ চিত্তকে... সমোহ-চিত্তকে... বীতমোহ-চিত্তকে... সংক্ষিপ্ত-চিত্তকে... বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে... মহদ্গাত (মহৎ) চিত্তকে... অমহদ্গাত-চিত্তকে... সউত্তর (নিম্নতর) চিত্তকে... অনুত্তর চিত্তকে... সমাহিত-চিত্তকে... অসমাহিত-চিত্তকে... বিমুক্তচিত্তকে... অবিমুক্তচিত্তকে... চক্ষুবিজ্ঞানকে... শ্রোত্রবিজ্ঞানকে... ঘ্রাণবিজ্ঞানকে... জিহ্বাবিজ্ঞানকে... কায়বিজ্ঞানকে... মনোবিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়;... পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে,... পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে চিত্তকে দর্শন করে। চিত্ত উপস্থাপন, স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি, সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা চিত্তকে অনুদর্শন করে। সেজন্য বলা হয়—“চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান”।

‘ভাবনাতি’ বলতে চতুর্বিধ ভাবনা... আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। এভাবে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

[ঘ] কীরূপে ধর্মে ধর্মানুদদর্শী হয়ে অবস্থান করে? এখানে কেউ কায়, বেদনা ও চিত্তকে বাদ দিয়ে তদবশেষ ধর্মসমূহকে অনিত্যরূপে দর্শন করে, নিত্যরূপে নয়, দুঃখরূপে দর্শন করে সুখরূপে নয়; অনাত্মরূপে দর্শন করে আত্মরূপে নয়; বিরক্তরূপে দর্শন করে, আনন্দরূপে নয়; নিরাসক্ত হয়,

আসক্তি করে না; নিরোধ করে, উৎপন্ন করে না; পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। অনিত্যরূপে দর্শনকালে নিত্যসংজ্ঞা ত্যাগ করে, দুঃখরূপে দর্শনকালে সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করে, অনাত্মরূপে দর্শনকালে আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, বিরক্তরূপে দর্শনকালে আনন্দ ত্যাগ করে, নিরাসক্তকালে আসক্তি ত্যাগ করে, নিরোধকালে সমুদয় ত্যাগ করে এবং পরিত্যাগকালে গ্রহণ ত্যাগ করে। এই সাত প্রকারে সেই ধর্মসমূহকে দর্শন করে। ধর্মসমূহ উপস্থাপন, স্মৃতি নয়। স্মৃতি উপস্থাপনই স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বারা সেই ধর্মসমূহকে অনুদর্শন করে। সেজন্য বলা হয়—"ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান"।

'ভাবনাতি' বলতে চতুর্বিধ ভাবনা, যথা—তথায় জাত ধর্মসমূহের অনতিক্রমার্থ দ্বারা ভাবনা, ইন্দ্রিয়সমূহের একরসার্থ দ্বারা ভাবনা, সেক্ষণে প্রাপ্ত বীর্যবহনার্থে ভাবনা ও আসেবনার্থ দ্বারা ভাবনা। এরূপে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

স্মৃতিপ্রস্থান কথা সমাপ্ত

৯. বিদর্শন কথা

৩৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনারামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। 'সেই ভিক্ষুগণও "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন—

"হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকেও নিত্যরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু সব সংস্কারকে অনিত্যরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল

কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান[১]।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকেও সুখরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু সব সংস্কারকে দুঃখরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র ধর্মকেও আত্মরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু সব ধর্মকে[২] অনাত্মরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু নির্বাণকে দুঃখরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই।

---

[১]। উপরোক্ত বিষয়টি ভগবান কর্তৃক অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাত ৯৮ নং সূত্রে (অনিত্য সূত্রে) দেশিত হয়েছে—দ্রষ্টব্য. পৃ. ২১৭।

[২]। শ্যাম বা থাইল্যান্ড গ্রন্থে কিঞ্চিৎমাত্র ধর্মকে।

ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক অর্থে ভিক্ষু নির্বাণকে সুখরূপে সমনুদর্শন করলে সে অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে—এই কারণ বিদ্যমান। অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে—এই কারণ বিদ্যমান। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে—এই কারণ বিদ্যমান[১]"।

৩৭. কয় প্রকারে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয় এবং কয় প্রকারে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়? চল্লিশ প্রকারে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয় ও চল্লিশ প্রকারে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

কোন চল্লিশ প্রকারে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয় এবং কোন চল্লিশ প্রকারে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়? পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অঘ বা অনিষ্টকারকরূপে, পীড়াকারকরূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণস্থায়ীরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অসহায়রূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মীরূপে, অসাররূপে, অঘ বা অনিষ্টের মূলরূপে, ঘাতকরূপে, বিভবরূপে, আসবযুক্তরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষ (কামদেবের কামপ্রবৃত্তি) রূপে, জাতিধর্মীরূপে, জরাধর্মীরূপে, ব্যাধিধর্মীরূপে, মরণধর্মীরূপে, শোকধর্মীরূপে, পরিদেবনধর্মীরূপে, উপায়াসধর্মীরূপে এবং সংক্লেশধর্মীরূপে (সমনুদর্শন করলে)।

৩৮. পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্যরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে নিত্য ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে সুখ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে রোগরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে আরোগ্য ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে গণ্ডরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অগণ্ড ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে শৈল্যরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে বিশৈল্য ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

---

[১]। অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাতে ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

পঞ্চস্কন্ধকে অনিষ্টরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনিষ্টহীন ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে পীড়ারূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে পীড়াহীন ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে পররূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অপর-প্রত্যয় ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ভগ্নরূপে দর্শ করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অভগ্নধর্মী ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে অশুভরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে শুভ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে উপদ্রবরূপে দর্শন দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনুপদ্রব ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ভয়রূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অভয় ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে উপসর্গরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনুপসর্গ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ক্ষণস্থায়ীরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে স্থায়ী ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ভঙ্গুররূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অভঙ্গুর ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে অধ্রুবরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে ধ্রুব ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে অত্রাণরূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে ত্রাণ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে নিরাশ্রয়রূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে আশ্রয় ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে অসহায়রূপে দর্শন করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে সহায় ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে রিক্তরূপে দর্শন

করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অরিক্ত ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে তুচ্ছরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অতুচ্ছ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে শূন্যরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে পরমশূন্য ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে অনাত্মরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে পরমার্থ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে আদীনবরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনাদীনব ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে বিপরিণামধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অবিপরিণামধর্মী ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে অসাররূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে সার ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে অনিষ্টের মূলরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনিষ্টহীনের মূল ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ঘাতকরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অঘাতক ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে বিভবরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অবিভব ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে আসবযুক্তরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনাসব ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে সঙ্খতরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের বিরোধকে অসঙ্খত ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে মারামিষ (কামদের কামপ্রবৃত্তি)-রূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে নিরামিষ ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে

জাতিধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অজাত ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে জরাধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অজর ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে ব্যাধিধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অব্যাধি ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

পঞ্চস্কন্ধকে মরণধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অমৃত ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে শোকধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অশোক ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে পরিদেবনধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অপরিদেবন ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে উপায়াসধর্শীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অনুপায়াস ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধকে সংক্লেশধর্মীরূপে করলে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের নিরোধকে অসংক্লিষ্ট ও নির্বাণরূপে দর্শন করলে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

৩৯. 'অনিত্যরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'দুঃখরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'রোগরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'গণ্ডরূপে' বলতে দুঃখানুর্দশন। 'শৈল্যরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন 'অনিষ্টরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'পীড়ারূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'পররূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন। 'ভগ্নরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'অশুভরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন।

'উপদ্রবরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'ভয়রূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'উপসর্গরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'ক্ষণস্থায়ীরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'ভঙ্গুররূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'অধ্রুবরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'অত্রাণরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'নিরাশ্রয়রূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'অসহায়রূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'রিক্তরূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন।

'তুচ্ছরূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন। 'শূন্যরূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন। 'অনাত্মরূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন। 'আদীনবরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন।

'বিপরিণামধর্মী রূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'অসাররূপে' বলতে অনাত্মানুদর্শন। 'অনিষ্টের মূলরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'ঘাতকরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'বিভবরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'আসবযুক্তরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন।

'সঙ্খতরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'মারামিষরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'জাতিধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'জরাধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'ব্যাধিধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'মরণধর্মীরূপে' বলতে অনিত্যানুদর্শন। 'শোকধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'পরিদেবনধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'উপায়াসধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন। 'সংক্লেশধর্মীরূপে' বলতে দুঃখানুদর্শন।

এই চল্লিশ প্রকারে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভ হয়। এই চল্লিশ প্রকারে সম্যক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

এই চল্লিশ প্রকারে অনুকূল ক্ষান্তিগুণ প্রতিলাভীর এবং সম্যক মার্গে অগ্রসরকারীর কয়টি অনিত্যানুদর্শন, কয়টি দুঃখানুদর্শন ও কয়টি অনাত্মানুদর্শন?

অনাত্মানুদর্শন পঁচিশ, পঞ্চাশ অনাত্মানুদর্শনে,
একশত পঁচিশ কথিত সবই দুঃখানুদর্শনে।

বিদর্শন কথা সমাপ্ত

১০. মাতিকা কথা

৪০. বিমুক্ত, মোক্ষ-বিমোক্ষ, বিদ্যাবিমুক্তি, অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা, প্রশ্রব্ধি, জ্ঞান, দর্শন, বিশুদ্ধি, নৈষ্ক্রম্য, নিঃসরণ, প্রবিবেক, পরিত্যাগ, চর্যা, ধ্যান-বিমোক্ষ, ভাবনা, অধিষ্ঠান এবং জীবিত।

৪১. 'নিচ্ছাতোতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ থেকে বিমুক্ত হওয়া, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ হতে বিমুক্ত হওয়া, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য হতে বিমুক্ত হওয়া, অবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলতা হতে বিমুক্ত হওয়া, ধর্মবিশ্লেষণের দ্বারা বিচিকিৎসা হতে বিমুক্ত হওয়া, জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা হতে বিমুক্ত হওয়া, প্রমোদ্য দ্বারা অরতি হতে বিমুক্ত হওয়া, প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ হতে বিমুক্ত হওয়া... এবং অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ হতে বিমুক্ত হওয়া।

'মোক্‌খো বিমোক্‌খাতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ থেকে মুক্ত

হয়—মোক্ষ-বিমোক্ষ। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ হতে মুক্ত হয়—মোক্ষ-বিমোক্ষ।... প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহ হতে মুক্ত হয়—মোক্ষ-বিমোক্ষ।... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশ হতে মুক্ত হয়—মোক্ষ-বিমোক্ষ।

'বিজ্জাবিমুত্তীতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য বিদিত হয় অর্থে বিদ্যা, কামচ্ছন্দ থেকে মুক্ত হয় অর্থে বিমুক্তি। বিদিতকালে মুক্ত হয়, মুক্তকালে বিদিত হয়—বিদ্যাবিমুক্তি। অব্যাপাদ বিদিত হয় অর্থে বিদ্যা, ব্যাপাদ হতে মুক্ত হয় অর্থে বিমুক্তি। বিদিতকালে মুক্ত হয়, মুক্তকালে বিদিত হয়—বিদ্যাবিমুক্তি।... অর্হত্ত্বমার্গ বিদিত হয় অর্থে বিদ্যা, সর্বক্লেশ হতে মুক্ত হয় অর্থে বিমুক্তি। বিদিতকালে মুক্ত হয়, মুক্তকালে বিদিত হয়—বিদ্যাবিমুক্তি।

'অধিসীলং অধিচিত্তং অধিপঞ্‌ঞাতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ, সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি এবং দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধি। তন্মধ্যে যা সংবরার্থ, তা অধিশীল শিক্ষা। যা অবিক্ষেপার্থ, তা অধিচিত্ত শিক্ষা। যা দর্শনার্থ, তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ, সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশ, সংবরার্থ দ্বারা শীল-বিশুদ্ধি, অবিক্ষেপার্থ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি এবং দর্শনার্থ দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধি। তন্মধ্যে যা সংবরার্থ, তা অধিশীল শিক্ষা। যা অবিক্ষেপার্থ, তা অধিচিত্ত শিক্ষা। যা দর্শনার্থ, তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

'পস্‌সদ্ধীতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দকে দমন করে, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদকে দমন করে... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্ব ক্লেশকে দমন করে।

'ঞাণন্তি' বলতে কামচ্ছন্দের প্রহীনত্ব নৈষ্ক্রম্য জ্ঞাতার্থে জ্ঞান, ব্যাপাদের প্রহীনত্ব অব্যাপাদ জ্ঞাতার্থে জ্ঞান... সর্ব ক্লেশের প্রহীনত্ব অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞাতার্থে জ্ঞান।

'দস্‌সনন্তি' বলতে কামচ্ছন্দের প্রহীনত্ব নৈষ্ক্রম্য দৃষ্টত্ব দর্শন। ব্যাপাদের প্রহীনত্ব অব্যাপাদ দৃষ্টত্ব দর্শন... সর্ব ক্লেশের প্রহীনত্ব অর্হত্ত্বমার্গ দৃষ্টত্ব দর্শন।

'বিসুদ্ধীতি' বলতে কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করলে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। ব্যাপাদ পরিত্যাগ করলে অব্যাপাদ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়... সর্ব ক্লেশ পরিত্যাগ করলে অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

'নেকখম্মন্তি' বলতে কামসমূহের নিঃসরণ, যেমন—নৈষ্ক্রম্য। রূপসমূহের নিঃসরণ, যেমন—আরূপ্য। যা কিছু ভূত, সঙ্খত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন, তার নিরোধই নৈষ্ক্রম্য। অব্যাপাদই ব্যাপাদের নৈষ্ক্রম্য। আলোকসংজ্ঞাই তন্দ্রালস্যের নৈষ্ক্রম্য... অর্হত্ত্বমার্গই সর্বক্লেশের নৈষ্ক্রম্য।

'নিস্‌সরণন্তি' বলতে কামসমূহের নিঃসরণ, যেমন—নৈষ্ক্রম্য। রূপসমূহের

নিঃসরণ, যেমন—আরূপ্য। যা কিছু ভূত, সংখাত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন, তার নিরোধই নিঃসরণ। অব্যাপাদই ব্যাপাদের নিঃসরণ... অর্হত্ত্বমার্গই সর্বক্লেশের নিঃসরণ।

'পবিবেকোতি' বলতে নৈষ্ক্রম্যই কামচ্ছন্দের প্রবিবেক... অর্হত্ত্বমার্গই সর্ব ক্লেশের প্রবিবেক।

'বোস্‌সগ্গোতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দকে পরিত্যাগ করে—পরিত্যাগ। অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদকে পরিত্যাগ করে—পরিত্যাগ... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা সর্বক্লেশকে পরিত্যাগ করে—পরিত্যাগ।

'চরিযাতি' বলতে কামচ্ছন্দ পরিত্যাগ করলে নৈষ্ক্রম্য দ্বারা অবস্থান করে। ব্যাপাদ পরিত্যাগ করলে অব্যাপাদ দ্বারা অবস্থান করে... সর্বক্লেশ পরিত্যাগ করলে অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা অবস্থান করে।

'ঝানবিমোক্খোতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য ধ্যান করে—ধ্যান। কামচ্ছন্দকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধ্যান করে করে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। দগ্ধ করে করে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। 'ধ্যান করে'—ধর্মসমূহ। 'দগ্ধ করে'—ক্লেশসমূহ। ধ্যান এবং দগ্ধ করতে জানে—ধ্যানকারী। অব্যাপাদ ধ্যান করে—ধ্যান।... আলোকসংজ্ঞা ধ্যান করে—ধ্যান। তন্দ্রালস্যেকে দগ্ধ করে—ধ্যান।... অর্হত্ত্বমার্গকে ধ্যান করে—ধ্যান। সর্ব ক্লেশকে দগ্ধ করে—ধ্যান। ধ্যান করে করে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। দগ্ধ করে মুক্ত হয়—ধ্যান-বিমোক্ষ। 'ধ্যান করে, ধ্যান করে' বলা হয়; সেই ধ্যান করে বলতে ধর্মসমূহ ধ্যান করে। 'ধ্যান করে'—ধর্মসমূহ। 'দগ্ধ করে'—ক্লেশসমূহ। ধ্যান এবং দগ্ধ করতে জানে—ধ্যানকারী।

৪২. 'ভাবনা অধিট্ঠানং জীবিতন্তি' বলতে কামচ্ছন্দকে পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্য ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন। নৈষ্ক্রম্যাবশে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে—অধিষ্ঠানসম্পন্ন। এরূপ ভাবনাসম্পন্ন ও অধিষ্ঠানসম্পন্ন সমভাবে জীবিত থাকেন, বিষমভাবে নয়; সম্যকভাবে জীবিত থাকেন, মিথ্যাভাবে নয়; বিশুদ্ধভাবে জীবিত থাকেন, ক্লিষ্টভাবে নয়—আজীবসম্পন্ন। এরূপ ভাবনাসম্পন্ন, অধিষ্ঠানসম্পন্ন এবং আজীবসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদ যে পরিষদে উপস্থিত হন কেন তিনি অটল হয়েই উপস্থিত হন। তার কারণ কী? কারণ তিনি ভাবনাসম্পন্ন, অধিষ্ঠানসম্পন্ন ও আজীবসম্পন্ন।

ব্যাপাদকে পরিত্যাগ করে অব্যাপাদকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।...

তন্দ্রালস্যকে পরিত্যাগ করে আলোকসংজ্ঞাকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... চঞ্চলতাকে পরিত্যাগ করে অবিক্ষেপকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... বিচিকিৎসাকে পরিত্যাগ করে ধর্মবিশ্লেষণকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করে বিদ্যাকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... অরতিকে পরিত্যাগ করে প্রমোদ্যকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... নীবরণসমূহকে পরিত্যাগ করে প্রথম ধ্যানকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন।... সর্ব ক্লেশকে পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্বমার্গকে ভাবনা করে—ভাবনাসম্পন্ন। অর্হত্ত্বমার্গবশে চিত্তকে অধিষ্ঠান করে—অধিষ্ঠানসম্পন্ন। এরূপ ভাবনাসম্পন্ন ও অধিষ্ঠানসম্পন্ন সমভাবে জীবিত থাকেন, বিষমভাবে নয়; সম্যকভাবে জীবিত থাকেন, মিথ্যাভাবে নয়; বিশুদ্ধভাবে জীবিত থাকেন, ক্লিষ্টভাবে নয়—আজীবসম্পন্ন। এরূপ ভাবনাসম্পন্ন, অধিষ্ঠানসম্পন্ন এবং আজীবসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদ যে পরিষদে উপস্থিত হন কেন তিনি অটল হয়েই উপস্থিত হন। তার কারণ কী? কারণ তিনি ভাবনাসম্পন্ন, অধিষ্ঠানসম্পন্ন ও আজীবসম্পন্ন।

মাতিকা কথা সমাপ্ত

প্রজ্ঞাবর্গ তৃতীয় সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক-গাথা

প্রজ্ঞা, ঋদ্ধি, অভিসময়, বিবেক, চর্যা পঞ্চম;
প্রাতিহার্য, সমশীর্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান, বিদর্শন।
মহাবর্গে তৃতীয়, মাতিকায় হয় দশম;
মহাবর্গ, যুগনদ্ধ, প্রজ্ঞাবর্গ নাম।
বর্গ এই ত্রিবিধ প্রতিসম্ভিদা প্রকরণে;
এ অনন্তমার্গ, তথা গভীর সাগরোপমে।
তারকাপূর্ণ আকাশ সম, বৃহৎ সরোবর যথা;
কথিকদের বিশাল, যোগীদের জ্ঞানোজ্জ্বল তা।

[খুদ্দকনিকায়ে প্রতিসম্ভিদামার্গ সমাপ্ত]

"ইদং নো পুঞ্‌ঞং পঞ্‌ঞালাভায সংবত্ততু
নিব্বানস্‌স পচ্চযো হোতূ'তি।"

*　　*　　*

খুদ্দকনিকায়ে

নেত্তিপ্রকরণ

(মহাকচ্চায়ন)

শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে নেত্তিপ্রকরণ

উপক্রমণিকা

'নেত্তি' সাধারণত কঠিন এবং আধ্যাত্মিক গবেষণায় গম্ভীর ভাবপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা বৌদ্ধ দর্শনের একটি অধ্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধকের সাধনমার্গে উন্নতির নির্দেশমূলক পথ পরিচিতির সংজ্ঞা প্রদর্শনই 'নেত্তি' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশে দর্শন করার ন্যায় চারি আর্যসত্য উপলব্ধির পক্ষে নেত্তি সাধককে সহজ ও সরল উপায়ে পথের নির্দেশ দিয়া থাকে। এক কথায় নেত্তি সাধকের সুষ্ঠু পথসংজ্ঞায় নির্দেশমাত্র। নেত্তি সাধককে কেবল পথের নির্দেশ দিয়া ক্ষান্ত নহে। মার্গফলের উন্নতির চরম পর্যায়ে উন্নীত করিয়া স্থিত করিয়া থাকে। নেত্তিগ্রন্থের বিষয়বস্তু মূলপদ ও হার-বিচয়-যুক্তি ইত্যাদি বিভেদ বিচার দ্বারা ক্রমিক ধারায় প্রকৃত গবেষণাকারী সাধককে মনোরঞ্জন করিয়া চরম পর্যায় অর্হত্ত্বে উন্নীত করিয়া থাকে। তদ্ধেতু এই নেত্তি গ্রন্থের প্রারম্ভেই নেত্তি পরিচয়ে বলা হইয়াছে : "আর্যধর্মে অর্থাৎ মার্গফলাদিতে উপনীত করিয়া সম্প্রাপ্ত করার অর্থে নেত্তি।" নেত্তি মূল ত্রিপিটকের অন্তর্গত কোনো গ্রন্থ নহে, কিন্তু ইহা ত্রিপিটক গ্রন্থের মথিত ও সংগৃহীত সারগ্রন্থ মাত্র। আধ্যাত্মিক গবেষণায় ক্রমিক উন্নতির পর্যায়ে নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ দর্শনকরণ বা নির্বাণে উপনীত করণই নেত্তির উদ্দেশ্য। অতত্রব নেত্তি গবেষণাকারী সাধকের ক্রমোন্নত নীতিজ্ঞানে একটি উপাদেয় গ্রন্থ। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ পাঠ করিয়া এই গ্রন্থটি পাঠ করিলে ইহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজবোধ্য হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ইহার অনুবাদগুলিকে যতদূর সম্ভব বাঙ্গালীর সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি যেই শব্দগুলিকে দুর্বোধ্য কঠিন এবং পালিঘেঁষা বলিয়া মনে হইয়াছে বন্ধনী দিয়া অর্থকথা অনুসারে সহজ ও সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ইহার অনুবাদগুলিকে বন্ধনী বহুল দেখিয়া হতাশ হইলে কিংবা বিরক্ত হইলে নেত্তির স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, একটু ধীরে সুস্থে বন্ধনীগুলিকে লক্ষ করিয়া ধৈর্য্যসহকারে মনোযোগের সহিত পড়িলে নেত্তির অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। নেত্তির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি জানা থাকিলে বৌদ্ধধর্মে যেই কোনো গবেষণাকারী তাহার অনুশীলনী সাধনার উন্নতির পথে হতাশ হইয়া উৎসাহ ভঙ্গ করে না। এই গ্রন্থ পাঠে বৌদ্ধধর্মের নীতি অনুশীলনকারী পণ্ডিত ব্যক্তির কিঞ্চিৎমাত্র উপকার সাধিত হইলেও এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার শ্রমকে সার্থক মনে করিব।

প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫২৯ বুদ্ধাব্দ **শান্তরক্ষিত মহাস্থবির**

পূর্বাভাষ

নেত্তিপ্রকরণের আনুপূর্বিক ইতিহাস

নেত্তিপ্রকরণ গ্রন্থের সর্বশেষের দিকে উল্লিখিত আছে যে নেত্তিপ্রকরণ আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন ভাষণ করিয়াছেন, স্বয়ং সম্যকসম্বুদ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন এবং সঙ্গীতিকারকগণ সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করিয়াছেন। উক্ত উল্লেখ থেকে আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে নেত্তিপ্রকরণের পদ্ধতি ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কালেও প্রচলন ছিল। ভগবান বুদ্ধের সময়ে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মদেশনা শুনামাত্র তাঁর শ্রুতিধর শিষ্যেরা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারতেন। তারপর বুদ্ধের দেশনা তাঁর শিষ্যপরম্পরা চলে আসতেছে। আমরা জানি, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকায় সর্বপ্রথম বুদ্ধের ধর্ম ত্রিপিটাকারে ভুর্জপত্রে এবং তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। নেত্তিপ্রকরণ কখন শ্রীলংকায় আনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মহিন্দ্র স্থবির শ্রীলংকায় নেত্তিপ্রকরণ প্রচার করিয়াছিলেন কিনা তাহা কোথাও উল্লেখ নেই। পণ্ডিত মহলের ধারণা নেত্তিপ্রকরণ সম্রাট অশোকের আমলের পর থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীলংকায় আনিত হয়েছিল। আচার্য বুদ্ধঘোষ, আচার্য ধর্মপাল প্রভৃতি অর্থকথাকারকগণ নেত্তিপ্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন এবং নেত্তিপ্রকরণ বিশেষভাবে শিক্ষা করতেন, তাই তাঁরা অর্থকথা প্রণয়নের সময়ে নেত্তিপ্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। ইহা হতে প্রমাণিত হয় যে নেত্তিপ্রকরণ শ্রীলংকায় আচার্য বুদ্ধঘোষের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং আচার্য বুদ্ধঘোষ শ্রীলংকায় আসার আগে অর্থকথা রচয়িতাগণ নেত্তিপ্রকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থকথা রচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এখানে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে, নেত্তিপ্রকরণের সদৃশ 'পেটকোপদেস' নামক আরেকখানি গ্রন্থ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলের ধারণা পেটকোপদেস নেত্তিপ্রকরণের পূর্ববর্তী গ্রন্থ। পেটকোপদেস গ্রন্থের বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেত্তিপ্রকরণ গ্রন্থ শুদ্ধ, মার্জিত এবং সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে ভিক্ষু ঞাণমলি কর্তৃক নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেস গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা আমরা পরে উল্লেখ করবো। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বার্মায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৬

খ্রিষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ সঙ্গীতিতে মিলিন্দ-প্রশ্নসহ নেত্তিপ্রকরণ ও পেটকোপদেস গ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু আচার্য বুদ্ধঘোষের ত্রিপিটকের গ্রন্থমালার তালিকায় এই তিন গ্রন্থের নাম নেই। এমনকি শ্রীলংকায় আজ পর্যন্ত এই তিন গ্রন্থ ত্রিপিটক গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে মতবিরোধ দেখা যায়। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন অক্ষরে নেত্তিপ্রকরণের তিনটি মুদ্রিত সংস্করণ দেখতে পাই। বাংলা অক্ষরে সানুবাদ নেত্তিপ্রকরণের মুদ্রিত সংস্করণ এইটা প্রথম প্রচেষ্টা। পালি টেক্সট বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে রোমান অক্ষরে, সুইয়ে প্রেস কর্তৃক ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে বার্মিজ অক্ষরে, ডব্লিউ এম.এন.ই পেরেরা বিধান অরাচ্চি কর্তৃক ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলম্বোতে সিংহলী অক্ষরে এবং ৬ষ্ঠ সঙ্গীতি প্রকাশনা কর্তৃক ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে বার্মিজ অক্ষরে নেত্তিপ্রকরণ মুদ্রিত হয়। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আচার্য ধর্মপাল নেত্তিপ্রকরণের অর্থকথা রচনা করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলম্বো হতে সিংহলী অক্ষরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পালি টেক্সট বুক সোসাইটি এই গ্রন্থের কিছু অংশ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'নেত্তি-ভাবনা' বা 'নেত্তি-টীকা' নামে সদ্ধর্মপাল থের মহাধম্মরাজগুরু ভিক্ষু মহোদয় একটা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উহা বার্মিজ অক্ষরে রেঙ্গুনে মুদ্রিত হয়। শ্রীলংকায় 'নেত্তি-প্রদীপয়' নামক নেত্তিপ্রকরণের একটা সংক্ষিপ্ত সার আচার্য ধম্মানন্দ স্থবির ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন।

নেত্তিপ্রকরণের অর্থ এবং উদ্দেশ্য

বাংলায় নেত্তিপ্রকরণ গ্রন্থ সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা না হলেও নেত্তি শব্দটা বাংলায় একদম অপরিচিত নহে। 'বিদর্শন ভাবনা' গ্রন্থের লেখক প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, আচার্য বেণী মাধব বড়ুয়া, ড. বিমলাচরণ লাহা প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন বইতে নেত্তিপ্রকরণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ড. বিমলাচরণ লাহা তাঁর ইংরেজি 'History of Pali Literature vol 11' বইতে নেত্তিপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন।

নেত্তি শব্দটা √নী ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। √নী ধাতুর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করা, পরিচালনা করা অথবা পথ প্রদর্শন করা, ইংরেজি to guide or to lead প্রকরণ অর্থ বৃত্তান্ত, বিষয় বা সমূহ। নেত্তিপ্রকরণ অর্থ মূল ত্রিপিটক সম্বন্ধে জানবার, বুঝবার, ব্যাখ্যা করার এবং আলোচনা করার জন্য নির্দেশক গ্রন্থ বা পথপ্রদর্শক বৃত্তান্ত। যদিও নেত্তিপ্রকরণের ইংরেজি অনুবাদ 'Guide Treatis' ভিক্ষু ঞাণমলি ইংরেজিতে সংক্ষেপে নেত্তিপ্রকরণের নাম 'The

Guide' করিয়াছেন। আমরা এখান থেকে নেত্তি শব্দ দ্বারা নেত্তিপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত করে লেখবার চেষ্টা করবো। ড. বিমলাচরণ লাহা নেত্তির অর্থ করিয়াছেন, 'ত্রিপিটক সম্বন্ধে জ্ঞানারোহণ করার পদ্ধতিসমূহ বা নিয়ম' প্রকৃতপক্ষে নেত্তি মূল ত্রিপিটকের অর্থকথা রচয়িতার অর্থকথা রচনা সম্বন্ধে নির্দেশক বা পথপ্রদর্শক। ভিক্ষু ঞাণমলি বলেছেন, 'যাঁরা বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত এবং বুদ্ধের ধর্মদেশনা ব্যাখ্যা করতে বা বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী, ত্রিপিটক বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁদের প্রতি দৃষ্টি রেখে নেত্তিপ্রকরণে একটা বিশেষ পদ্ধতি সন্নিবেশিত হয়েছে।'

তাই নেত্তি ত্রিপিটকের অর্থকথা নহে, অর্থকথা রচয়িতাদের নির্দেশক বা পথপ্রদর্শক। এখানে ত্রিপিটকের ভাবাগত গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু ত্রিপিটকের মূলভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নেত্তিতে বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য সংযোজিত হয়নি অথবা বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে কোনো তত্ত্বকে বাদ দেওয়া নেই। ত্রিপিটকের বিষয় সম্বন্ধে বুঝবার, বুঝাবার, ত্রিপিটকের ভাবাগত অর্থের প্রতিশব্দ ব্যবহার করবার এবং মূল প্রসঙ্গ সম্পর্কে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য নেত্তিতে একটা সঠিক পদ্ধতির অবতারণা করা হয়েছে। বুদ্ধের ধর্মদেশনার মূল বিষয়ে স্থিত থেকে ধর্ম ব্যাখ্যার পদ্ধতিসমূহ নেত্তিতে আলোচিত হয়েছে। তাই বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানবার, বুঝবার, অনুধাবন করবার জন্য এবং সুত্ত ব্যাখ্যাতে সঠিক শব্দ ব্যবহার করবার এবং সর্বোপরি বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য নেত্তির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নেত্তিপ্রকরণে অর্থকথায় প্রশ্ন করা হয়েছে : 'কী অর্থে নেত্তিকে নির্দেশক বা পথপ্রদর্শক বলা হয়েছে?' উহার উত্তর অর্থকথায় দেওয়া হয়েছে।

১. নেত্তি শ্রদ্ধার সত্যিকার বিষয়ের নয়ন বা চক্ষু, এই অর্থে নেত্তিকে নির্দেশক বা পথপ্রদর্শক বা পরিচালক বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তৃষ্ণা সত্ত্বদিগকে কামভবের দিকে নিয়ে যায় (নিয়তি) ইত্যাদি, তাই তৃষ্ণাভবের নির্দেশক (ভবনেত্তি)। সেইরূপ নেত্তি চতুরার্যসত্য-ধর্মে পরিচালিত হতে সক্ষম (বেনেয়্য) সত্ত্বাদিগকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় (নিয়তি)। সুতরাং শ্রদ্ধার সত্যিকার ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। এই অর্থে নেত্তি নির্দেশক।

২. অথবা অন্যভাবে নেত্তির পদ্ধতিসমূহের দ্বারা নিয়ে যায় (নিয়তি) এই অর্থে নেত্তি নির্দেশক। কারণ উহার পদ্ধতিসমূহ এখানে উপায় হিসেবে কাজ করতেছে। ধর্মের বিশদ ব্যাখ্যাকারীরা পরিচালিত হতে সক্ষম সত্ত্বাকে নেত্তির

পদ্ধতিসমূহের দ্বারা লোভ, দ্বেষ এবং মোহমুক্ত করে ধর্মের প্রথম স্তরের অর্থাৎ স্রোতাপত্তিমার্গে উন্নীত করতে পারেন। এখানে নেত্তির পদ্ধতিসমূহ উপায় বা যন্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৩. অথবা, অন্যভাবে তাঁরা এখানে নীত হয় (নীয়তি)। নেত্তিতে আলোচিত পদ্ধতিসমূহ সত্ত্বগণকে একটা বিশেষ অবস্থায় স্থিত রেখে নির্বাণ সাক্ষাতের দিকে পরিচালিত করে (নীয়তি)। তাই নেত্তি পথপ্রদর্শক বা নির্দেশক। কারণ নেত্তির সাহায্য ব্যতীত সুত্তকে বিকৃত না করে সুত্তের অর্থ উদ্ধার করার অন্য উপায় নেই। কারণ নেত্তিতে সুত্তের পরিপূর্ণ বর্ণনা আছে (সম্ভবন্ননা), নেত্তি নির্দেশক এবং সুত্তের অর্থ উদ্ধারের উপদেশক। যেমন বুদ্ধের উৎপত্তিতে সুত্তের উৎপত্তি, সেইরূপ সুত্তের উৎপত্তিতে নেত্তির উৎপত্তি। নেত্তির অর্থ এবং আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করায় আমরা নেত্তিপ্রকরণ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে নেত্তি বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্ম সম্বন্ধে জানবার, বুঝবার, ব্যাখ্যা করবার এবং বিচার বিশ্লেষণ করবার জন্য এবং বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ, অনুকরণ এবং অণুবীক্ষণ করার জন্য জ্ঞাতব্যবিষয়ক একখানি পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। নেত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে ভিক্ষু ঞাণমলি ভাষার দুটো দিকের কথা উত্থাপন করিয়াছেন : ১) প্রচলিত দিক ও ২) প্রাসঙ্গিক দিক। ভাষাতে সচরাচর প্রচলিত দিকে দেখা যায় ব্যাকরণ ও অভিধান শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু প্রাসঙ্গিক দিকে ব্যাকরণ ও অভিধানের নির্দিষ্ট অর্থ ছাড়াও শব্দ অর্থে অনেক সময় আরও বেশি কিছু প্রকাশ করে। কোনো ভাব ও মত ব্যাকরণের ও অভিধানের শুধু শব্দের অর্থ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তাই কোনো মতবাদ প্রকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক দিক ভাষাতে খুবই প্রয়োজনীয়। নেত্তিতে ভাষার প্রাসঙ্গিক দিক ব্যবহার করে পরিচিত শব্দের দ্বারা বুদ্ধধর্মের বিষয় আরও সুস্পষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ভিক্ষু ঞাণমলি ভাষার ব্যবহারে দুটো স্বরূপ চিহ্নিত করে বিষয়কে আরও সহজ করার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রকার ভাষার ব্যবহারে বিষয়ের বর্ণনা, উপস্থাপনা, বিভক্তিকরণ এবং মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এমনকি এই ব্যবহারে কোনো বিষয় সম্বন্ধে নতুন কোনো কিছুও উত্থাপন করার প্রবণতাও দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকার ভাষার ব্যবহারে প্রকাশিত সত্যকে শব্দের দ্বারা স্পষ্ট করা হয় এবং প্রকাশিত সত্যতে স্থির থেকে সত্যের পরিবর্তন করার অথবা স্মৃতি থেকে হারানোর প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে নেত্তি দ্বিতীয় প্রকার ভাষার ব্যবহারে পড়ে। ত্রিপিটকের মূল ভাবাদর্শকে ঠিক রেখে নেত্তিতে শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বিষয়কে

উদ্ধার করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাহাতে বিষয়ের বিকৃত এবং বিস্মৃত রূপ না নেয় সেই ভাবধারা রক্ষা করা হয়েছে। তাই নেত্তিতে ত্রিপিটক থেকে কোনো কিছু বাদ যায়নি। অথবা কোনো কিছু সংযোজিতও হয়নি। এখানে শুধু সুত্তের আসল উদ্দেশ্যের অর্থ উদ্ধার করার জন্য সুত্তকে ১৬ প্রকার হারের সাহায্য এবং ৫ প্রকার নয় বা নির্দেশ রেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুত্তে প্রকাশিত ধর্মকে বিভিন্ন প্রকার শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুধু সুত্তেয় অর্থ সহজ এবং সঠিকভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সুত্ত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ১৬ প্রকার হার এবং ৫ প্রকার নয় বা নির্দেশ রেখা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই সুত্তের এই উদ্ধৃতিগুলি সাময়িক এবং সুত্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাহায্য করে। সুত্ত ব্যাখ্যার জন্য নেত্তির বিষয়বস্তু এবং উদাহরণ সম্বন্ধে অর্থকথাকারকদের বিশেষভাবে পরিচিত থাকতে হবে।

কোনো ধর্ম বা মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে বা অনুবাদ করতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ এবং প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হয়। তাই সেই ধর্ম বা মতবাদ সম্বন্ধে অর্থকথা লেখক বা অনুবাদকের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে জ্ঞাত বিষয়ের প্রতিশব্দ যদি সতর্কতার সহিত ব্যবহৃত না হয়, তাহলে সেই বিষয়ের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বিপরীতও হতে পারে। তাই পরবর্তী অর্থকথাকারক বা অনুবাদক বিপদে পরিচালিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

ভাষার প্রাসঙ্গিক দিক সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে, এইরূপ পুস্তক সংখ্যায় অতি নগণ্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নেত্তি এক স্বতন্ত্র বই। এমন কি ভিক্ষু ঞাণমলি ভারতীয় সাহিত্যে এইরূপ অন্য কোনো পুস্তক পাওয়া গেলে নেত্তির সহিত তুলনা করা যেত বলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন বৈদিক টীকা রচয়িতা অথবা জৈন ধর্ম ব্যাখ্যাকারীর নিকট হয়তো এই গ্রন্থটি পাওয়া যেতে পারে। নেত্তিতে শুধু বুদ্ধের দেশনা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। তাই এই বইয়ের ভাষাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে বুদ্ধের শিক্ষার বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নেত্তির উদাহরণগুলি ত্রিপিটক বই থেকে গ্রহণ করে বুদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বুদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য নেত্তি একটা আদর্শ গ্রন্থ।

নেত্তিপ্রকরণের রচয়িতা

নেত্তির উল্লিখিত উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে নেত্তি আয়ুষ্মান

মহাকচ্চায়ন কর্তৃক ভাষিত, বুদ্ধ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সঙ্গীতিকারকগণ কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছিল। অর্থকথাকারকদের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী আচার্য ধর্মপাল নেত্তিপ্রকরণ অর্থকথায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে জানা যায় যে, নেত্তি বুদ্ধের জনৈক প্রবীন শিষ্য কর্তৃক ভাষিত এবং বুদ্ধ কর্তৃক অনুমোদিত। এই প্রশ্নের উত্তর হবে নেত্তিপ্রকরণ একটা মূল গ্রন্থ। কোনো মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহা নেত্তির যুক্তিহারে নির্দেশিত চার মহা অপদেশ বা প্রমাণ দ্বারা মীমাংসা করা যেতে পারে। (নেত্তির ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। একজন স্থবিরের মহা অপদেশ বা প্রমাণ দ্বারা নেত্তিপ্রকরণ একটা মূল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পেটকোপদেস গ্রন্থের ন্যায় নেত্তিপ্রকরণও অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে।' যদি তাহাই হয়ে থাকে, উহার উৎস সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই কেন? 'সুভ সুত্ত', 'অনঙ্গন সুত্ত', 'কচ্চায়ন সংযুক্ত' প্রভৃতি বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের দ্বারা ভাষিত হলেও, উহাদের উৎস উল্লেখ আছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নহে। অনেক সময় বুদ্ধের শিষ্যদের ভাষিত এমনকি বুদ্ধভাষিত ধর্মদেশনার উৎস উল্লেখ নেই। যেমন পটিসম্ভিদামগ্গ এবং 'নিদ্দেস' অথবা এমনকি 'ধম্মপদ' এবং 'বুদ্ধবংস' প্রভৃতির উৎস সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। এইগুলি মূল গ্রন্থ। তাই এই সব গ্রন্থের উৎস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং নেত্তিপ্রকরণও একটা মূল গ্রন্থ। নেত্তির উৎস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠে না। ধর্মবিনয়ের ধারক ও বাহক হিসেবে উপালি প্রভৃতি বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের ভাষিত ধর্ম সম্বন্ধে উৎসের প্রশ্ন উঠে না। সেইরূপ বুদ্ধের শিষ্য মহাকচ্চায়ন কর্তৃক ভাষিত নেত্তিপ্রকরণের উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে কেন নেত্তির উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতেছে। এখানে মূল গ্রন্থের সহিত নেত্তির অর্থ নিয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নেত্তি অর্থ পরিপূর্ণ বর্ণনা (সম্ভবন্ননা)। এই অর্থে পটিসম্ভিদামগ্গ বা নিদ্দেস সম্বন্ধে যেমন উৎস খোঁজ করার দরকার, নেত্তি সম্বন্ধে তেমন দরকার হয় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নেত্তিপ্রকরণ আচার্য বুদ্ধঘোষের ত্রিপিটক গ্রন্থমালার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে এই গ্রন্থকে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শ্রীলংকায় এই সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলের মধ্যে এই গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধেও সন্দেহ রয়েছে। প্রফেসার হার্ডি মনে করেন, নেত্তিপ্রকরণ এবং পেটকোপদেসের মিল অংশটুকু একজন কর্তৃক রচিত হতে পারে। তবে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাকচ্চায়ন নাও

হতে পারেন। প্রফেসার হার্ডির মতে হয়তো কচ্চান নামক কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন এই কচ্চান ভিক্ষুকে পরে বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাকচ্চায়ন বলে আরোপিত করা হয়েছে। ভিক্ষু ঞাণমলি তাঁর 'The Guide'-এ নেত্তিপ্রকরণের লেখক কচ্চান বলে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁদের ধারণা যদিও 'কচ্চায়ন ব্যাকরণ' মহাকচ্চায়ন কর্তৃক রচিত হয়েছে বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে আচার্য বুদ্ধঘোষের সময় কচ্চায়ন ব্যাকরণ রচিত হয়েছে বলে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন। এই যুক্তিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নেত্তিপ্রকরণের লেখক কচ্চান নামক জনৈক ভিক্ষু বলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে নেত্তিপ্রকরণ বুদ্ধের অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট শিষ্যপরম্পরা ভাষিত একখানি মূল গ্রন্থ।

নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেসের তুলনা

নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেস গ্রন্থের তুলনামূলক সম্পর্ক আলোচনা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভিক্ষু ঞাণমলির এই সম্পর্কিত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো। ভিক্ষু ঞাণমলির মতে, এই পর্যন্ত প্রাপ্ত পেটকোপদেস বিভিন্ন প্রকার ত্রুটিতে ভরপুর। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে পাণ্ডুলিপি লিখবার সময় লিপিকার বেশির ভাগ ভুল করিয়াছেন। পেটকোপদেসের দ্বিতীয় বার্মিজ সংস্করণের [১][পেটকোপদেস বার্মিজ অক্ষরে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দুবার রেঙ্গুনে মুদ্রিত হয়েছিল। তা ছাড়া পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক রোমান অক্ষরে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীলংকায় সিংহলী অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।] এই ভুলের অনেকটা সংশোধন করা হলেও আরও অনেকটা ভুল সংশোধন করা আপাতত সম্ভব নয়। ত্রিপিটক থেকে গৃহীত বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতিও অনেক স্থানে ভুল দেখা যায়। তা ছাড়া লিপিকার ভুলে 'সামন্তপাসাদিকা' গ্রন্থে কিছু অংশ পেটকোপদেস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বইতে অনেক পৃষ্ঠায় বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। ভিক্ষু ঞাণমলি এইসব ভুলগুলির উদাহরণ-সহকারে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ভিক্ষু ঞাণমলি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বার্মায় এবং শ্রীলংকায় প্রাপ্ত পেটকোপদেস গ্রন্থের লিপিকারের ভুল সংশোধন করার পর দেখা গেছে যে অন্যান্য ভুলগুলি

---

[১]। টিকা।

সবস্থানে একই জাতীয়। তিনি মনে করেন যে শ্রীলংকা হতে বার্মায় প্রেরিত পেটকোপদেস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হয় ত্রুটিযুক্ত ছিল, না হয় সামন্তপাসাদিকা গ্রন্থের সহিত মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও ধারণা করেন যে, রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য শ্রীলংকায় হয়তো এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুনঃ লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই এই কয়েক শতাব্দীতে পাণ্ডুলিপির অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিচিত্র নহে। পেটকোপদেস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লিপিকার পুনঃ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মতে নেত্তিপ্রকরণের মতো পেটকোপদেস গ্রন্থও বুদ্ধের বিশিষ্ট এবং পণ্ডিত শিষ্যপরম্পরা চলে আসতেছে। তাই এই গ্রন্থ ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

নেত্তিপ্রকরণের সহিত পেটকোপদেসের তুলনা করতে হলে এই গ্রন্থ দুটোর অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়ে শুরু করতে হয়।

নেত্তিপ্রকরণ (অধ্যায়ের শিরোনাম)

১. হার বিভঙ্গ

২. হার সম্পাত

৩. নয় সমুট্‌ঠান

৪. সাসনপট্‌ঠান

পেটকোপদেস (অধ্যায়ের শিরোনাম)

১. অরিযসচ্চপ্পকাসন

২. সাসনপট্‌ঠান

৩. সুত্তাধিট্‌ঠান

৪. সুত্ত বিচয়

৫. হার বিভঙ্গ

৬. সুত্তত্থসমুচয়

৭. হারসম্পাত

৮. নয় সমুট্‌ঠান

এই গ্রন্থ দুইটির অধ্যায়ের শিরোনামগুলিতে নেত্তির চারটা শিরোনাম পেটকোপদেসের ৮টা শিরোনামের মধ্যে ৫, ৭, ৮ এবং ২ অধ্যায়ের শিরোনাম এক। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু বর্ণনাও এক। পেটকোপদেসের ১, ৩, ৪ এবং ৬ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নেত্তিতে প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

নেত্তির প্রথম এবং পেটকোপদেসের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম, আকার গঠন এবং বিষয়ের বর্ণনা প্রায় এক। তবে নেত্তিতে বিষয়বস্তু আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পেটকোপদেসের চাইতে আকারে তিনগুণ, নেত্তিতে হার উদ্দেশ ভাগের সংক্ষিপ্ত গাথা হার নির্দেশ ভাগের শুরুতে এবং শেষে উল্লেখ আছে। পেটকোপদেসে প্রথম ১০টি হারে এইরূপ আছে। পেটকোপদেসে ১-৭ এবং ১০ হারের গাথা অন্য রকম। এদিক দিয়ে নেত্তির গাথাগুলি সুন্দর যথোপযুক্ত মনে হয়। পেটকোপদেসের ১৫ এবং ১৬ হার নির্দেশের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার।

নেত্তির দ্বিতীয় এবং পেটকোপদেসের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম এক হলেও বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যায় অনেক পার্থক্য আছে। পেটকোপদেসে ১৬ প্রকার হারের জন্য ১৬ প্রকার গাথা এবং ১৬ প্রকার গদ্য ৮ প্রকারের প্রত্যেক যুক্ত হতে গৃহীত হয়েছে। নেত্তিতে এইরূপ পুনরুক্তি নেই। তা ছাড়া পেটকোপদেসে সুত্ত নির্দেশ বা সুত্তত্থ দিয়ে বিষয়কে আরও ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। নেত্তিতে বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।

নেত্তির তৃতীয় এবং পেটকোপদেসের অষ্টম অধ্যায়ের একই শিরোনাম হলেও পেটকোপদেস হইতে অনেক সময় 'সুত্ত বিভঙ্গিয়' শিরোনামও দেখা যায়। তবে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এক হলেও নয়ের ধারাবাহিকতা পেটকোপদেসে রক্ষিত হয়নি। নেত্তিতে নয়ের বর্ণনা বিশদ এবং বিস্তারিত।

নেত্তির চতুর্থ এবং পেটকোপদেসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুত্তকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নেত্তিতে সুত্তকে দুভাগে এবং পেটকোপদেসে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নেত্তিতে প্রথম ভাগে সংক্লেশভাগীয় দিয়ে শুরু করে সুত্তকে ১৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু পেটকোপদেসে এইভাবে সুত্তকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নেত্তির দ্বিতীয় ভাগের সহিত পেটকোপদেসের তৃতীয় ভাগের সাদৃশ্য আছে। এখানে সুত্তকে ৯ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগে তিন প্রকার অর্থ সূচনা করলেও তাদের প্রত্যেকটা এক একটা নাম। পেটকোপদেসে আরও দুটা তিনটা অর্থসূচক সুত্তের বিভাগ দেখা যায়। পেটকোপদেসে প্রত্যেক সুত্তের জন্য একটা গাথা এবং একটা গদ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নেত্তিতে কিন্তু এইগুলি ছাড়া আরও অনেক বাড়তি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পেটকোপদেসের দ্বিতীয় প্রকারের সুত্তের শ্রেণি বিভাগ নেত্তিতে নেই। নেত্তির প্রথম অধ্যায়ে আস্বাদ দিয়ে দেশনাহারকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, সেইভাবে পেটকোপদেসে সুত্তকে ১৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা ছাড়া বুদ্ধের দশবল বর্ণনার সহিত প্রথম ও তৃতীয় সুত্ত

শ্রেণিবিভাগে একত্রিত হয়ে গেছে। নেত্তির বিচয়হারের সহিত এই বিভাগের অনেকটা মিল আছে। পেটকোপদেসে বুদ্ধের দশবলের ব্যাখ্যা নেত্তিতে ছাড়িয়ে ত্রিপিটকের কাছাকাছি গেছে।

পেটকোপদেসের বাকি ১, ৩, ৪ এবং ৬ অধ্যায়গুলি এই চার অধ্যায়ের পূর্বাভাস অথবা বিশদ বর্ণনা। এইসব অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলি পরীক্ষা করে দেখলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে নেত্তিতে এই বিষয়গুলি হয় অন্যভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, না হয় ১৬ প্রকার হার বর্ণনায় এই বিষয়গুলির কোনো প্রয়োজন নেই।

পেটকোপদেসের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকা মাত্র। এই অধ্যায়ে দুটা ভাগ আছে এবং তা ছাড়া চতুরার্যসত্যের ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ভাগের সহিত নেত্তিতে অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। দ্বিতীয় ভাগ নেত্তিতে দেখা যায় না। তবে নেত্তির দেশনা হারের সহিত সাদৃশ্য আছে। পেটকোপদেসের এই অধ্যায়ে এই ভাগ কেন উপস্থাপিত হয়েছে বুঝা যায় না। নেত্তিতে দেশনাহারের সহিত এই অংশের উল্লেখ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

পেটকোপদেসের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুত্তাঠিট্ঠান নেত্তির ১৪ হারের প্রতিলিপি। সুত্তাঠিট্ঠানে তিনটা ভাগ আছে :

১. ৬টা মূলপদের ব্যাখ্যা,

২. ৩টা কর্মতত্ত্বের পরিচয়,

৩. পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যা

উপরিউক্ত বিষয়গুলি এখানে কেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে বুঝা যায় না, পেটকোপদেসের চতুর্থ অধ্যায় আকারে ছোটো। এই অধ্যায়ের আলোচনার ভঙ্গি এবং বিষয় অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য। বিচয়হারের বিপরীতে সুত্তবিচয়ের অতিরিক্ত বিষয় বলে মনে হয়। এখানে বিচয়হারের চার মহা অপদেশ বা প্রমাণ প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পেটকোপদেসকে প্রমাণ করতে এই তিনটা বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হয় :

১. কুশলাকুশলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়েছে কি না।

২. শর্তসাপেক্ষ রক্ষিত হয়েছে কি না।

৩. বুদ্ধের অনুমতি (অনুঞ্ঞাত) আছে কি না।

তা ছাড়া এই অধ্যায়ে ‘সুত্ত সংকর’ নামক একটা ছোট অনুচ্ছেদ আছে। নেত্তিতে তাহা নেই।

পেটকোপদেসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বহু বিষয় সম্বলিত একটা সংকলন আছে।

উহা কেন এখানে সংযোজিত হয়েছে বুঝা যায় না। উহা সপ্তম অধ্যায়ের ভূমিকা বলে মনে হয়। নেত্তিতে এইরূপ কোনো ভূমিকা নেই। কতকগুলি সাধারণ বিষয় নেত্তির সহিত পেটকোপদেসের তুলনা করে আমরা লক্ষ করিয়াছি যে পেটকোপদেস নেত্তির চাইতে অনেকটা সুত্তপিটকের সমপর্যায়ের। পেটকোপদেস গ্রন্থে অর্হৎকে ৯ প্রকারে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। পালি সাহিত্যে অন্য কোনো গ্রন্থে এই বিভাগ দেখা যায় না। নেত্তিতে সাধনপ্রস্থানে অশৈক্ষ্যভাগীয় সুত্তে অশৈক্ষ্যদের ৯ ভাগের সহিত তুলনীয়। পেটকোপদেসে স্রোতাপত্তিদের ৪ প্রকার ভূমি উল্লেখ করা হয়েছে : ১. দর্শনভূমি ২. তনুভূমি ৩. বীতরাগভূমি এবং ৪. কতাবীভূমি। কিন্তু নেত্তিতে মাত্র দুটা ভূমির উল্লেখ আছে : ১. দর্শনভূমি এবং ২. ভাবনা ভূমি। পেটকোপদেসে বুদ্ধের দশবলের ব্যাখ্যা নেত্তির ব্যাখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। পেটকোপদেসে অনেক সময় সুত্তের উদাহরণ বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নেত্তিতে সুত্তের উদাহরণ সুত্ত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে।

শাসন-প্রস্থান অধ্যায়ে নেত্তি এবং পেটকোপদেস গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি ঠিক একই ধরনের নহে। তবে নেত্তির উদ্ধৃতিগুলি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। বিষয়বস্তু আলোচনায় নেত্তিতে অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে জটিল বিষয়কে সহজ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখা যায়, পেটকোপদেসে বিষয়কে জটিল করা হয়েছে এবং আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে নেত্তি পেটকোপদেস হতে অনেকটা সার্থক। বিষয় বিন্যাসেও নেত্তিতে সুন্দররূপে বিধিবদ্ধভাবে গঠনমূলক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কোনো বিষয়ে আরম্ভ ও শেষ যথাযথ হয়েছে এই উপস্থাপনা সঠিক স্থানে স্থাপিত হয়েছে। পেটকোপদেসে এই নীতিগুলি যথাযথ রক্ষিত হয়নি।

নেত্তির ভাষা ও রচনাশৈলী সুন্দর এবং সুসংঘবদ্ধ। শব্দবচনও স্বাভাবিক ও যথার্থযুক্ত। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে নেত্তিকে পেটকোপদেসের উন্নত সংস্করণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অথবা পেটকোপদেস গ্রন্থের ধারাবাহিক সংস্করণ হলো নেত্তিপ্রকরণ। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতমহলের ধারণা এই দুটো গ্রন্থ বুদ্ধের সমসাময়িক আমলের এবং বুদ্ধের আচার্য শিষ্যপরম্পরা তা চলে আসতেছে।

নেত্তির বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং উপাদানসমূহ

নেত্তির উপাদানসমূহ একটা বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে ক্রমবর্ধমান

তিনটি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রথমে সংগ্রহ ভাগ, উদ্দেশ ভাগ, নির্দেশ ভাগ খুব সংক্ষিপ্ত আকার বর্ণনা করে প্রতিনির্দেশ বিভাগে ৪টা অধ্যায়ে অর্থকথার বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে নেত্তির সুবৃহৎ অংশকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংগ্রহ ভাগ ৫টা গাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে শুধু হার ১৬ প্রকার, নয় ৫ প্রকার এবং মূলপদ ১৮ প্রকার বলে শেষ করা হয়েছে। উদ্দেশ ভাগে হার নয় এবং মূলপদের নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। সংগ্রহ ভাগ ও উদ্দেশ ভাগ মূল তিন বৃহৎ আলোচনার প্রথম আলোচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই আলোচনাকে আমরা নেত্তির 'মাতিকা' বলেও ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয় আলোচনায় নির্দেশ বিভাগে হার, নয় এবং মূলপদের যথাযথ সংজ্ঞা এবং প্রয়োগবিধি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বৃহৎ আলোচনার প্রতিনির্দেশ বিভাগকে ৪টা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এখানে নেত্তির উপাদানগুলি অর্থকথা রচনার জন্য সুত্তের বিষয়কে ৪ উপায়ে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহা বিস্তৃত আকারে দেখানো হয়েছে।

আমরা যদি পেটকোপদেস গ্রন্থকে নেত্তির পূর্ববর্তী গ্রন্থ হিসেবে ধরে নিই, তবে পেটকোপদেসের বিষয় নেত্তি সোজা গ্রহণ করে নেত্তির এই তিন বৃহৎ আলোচনার ভিত্তি রচিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি। নেত্তির প্রথম বৃহৎ আলোচনা পেটকোপদেস গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় হতে গৃহীত হয়েছে। পেটকোপদেস গ্রন্থে প্রথমে বন্দনা গাথা আছে। নেত্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ে পেটকোপদেস গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় হতে গৃহীত হয়েছে। নেত্তির তৃতীয় অধ্যায় পেটকোপদেসের পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকা হতে ১৬ প্রকার হার পর্যন্ত। নেত্তির প্রতিনির্দেশ বিভাগ পেটকোপদেসের দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় হতে গৃহীত হয়ে ৪টা বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিনির্দেশ বিভাগে বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ উল্লেখ করার ফলে স্বভাবত উহার ৪টা অধ্যায় বেশি বিস্তারিত হয়ে পড়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ১৬ প্রকার উদাহরণ সোজাসোজি সুত্ত হতে গৃহীত হয়েছে। এই উদাহরণের সাহায্যে প্রত্যেক হারে বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে এবং অর্থকথায় প্রয়োগের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬ প্রকার হারের মাধ্যমে সুত্তের অথবা ত্রিপিটকের প্রত্যেক অনুচ্ছেদ কীভাবে আলোচিত হতে পারে, তাহা দেখানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৫টা নয়ের মধ্যে তিন নয়ের প্রত্যেক নয় উদ্দেশ্য এবং ব্যঞ্জনের সমন্বয়ে সুত্ত আলোচনায় কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের সুত্ত দু-ভাগে ভাগ করে সুত্তের অনুচ্ছেদগুলি শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

ধর্মবিনয় ব্যাখ্যা করার জন্য নেত্তির বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ বুদ্ধের মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দুটা দিক আছে : ১. আগে হতেই নির্দেশিত সুত্তের অর্থ যদি কেউ সেই সুত্তের অর্থ নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে উল্লেখ করে। ২. যে সুত্তের অর্থ নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। যে সুত্তের নির্দেশিত অর্থ যদি কেউ আগে হতেই উল্লেখ করে। সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে অথবা কোনো সন্দেহ উৎপত্তি হলে দুটা ধারণা উৎপত্তি হতে পারে, এই দুটা ধারণা কী? ১. ভুল প্রতিপন্ন ব্যঞ্জনপদ এবং ২. ভুল নির্দেশিত অর্থপদ। সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বলতে কী বুঝায়? বুদ্ধের ধর্মের প্রধান এবং বিশেষ আকর্ষণ চতুরার্যসত্যের উপলব্ধি করা বুঝায়। পেটকোপদেস গ্রন্থে উল্লেখ আছে : 'চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষর, পদ, ব্যঞ্জন, ভাব, নিরুক্তি, নির্দেশ প্রভৃতির কোনো পরিমাপ নেই। কিন্তু চতুরার্যসত্য শঙ্কসনা, প্রকাশনা, বিবরণা, বিভক্তিকরণ, উত্তীর্ণক্ষম, প্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অর্থের জন্য ব্যঞ্জন এবং বিভিন্ন ব্যঞ্জনের জন্য অর্থ।' তাই ত্রিপিটকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেইভাবে চতুরার্যসত্য নির্দেশিত করতে হবে।

সুত্ত

(দুটা দিক)

ব্যঞ্জন	**অর্থ বা উদ্দেশ্য**
৬ ব্যঞ্জনপদ (অক্ষর, পদ, ব্যঞ্জন, নিরুক্তি, নির্দেশ ও আকার)	৬ অর্থপদ (শঙ্কসনা, প্রকাশন, বিবরনা, বিভক্তিকরণ, উদানীকর্ম ও প্রজ্ঞপ্তি)
১৬ প্রকার হার	
২ প্রকার নয়	৩ প্রকার নয়

১৮ প্রকার মূল পদ

(৯ প্রকার কুশল ও ৯ প্রকার অকুশল)

নেত্তির উপাদানসমূহ

সুত্ত ব্যাখ্যার জন্য নেত্তিতে অতি অল্পসংখ্যক উপাদান বা পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। সুত্তের ব্যাপক ও জটিল বিষয় হতে বুদ্ধের ধর্মের মূলভাব উদঘাটিত করার জন্য অর্থকথাকারকদের নিকট এই উপাদানগুলির যথাযথ অর্থ এবং প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপিটকে বর্ণিত সমস্ত ধর্মবিনয় ব্যঞ্জনের মাধ্যমে মৌখিকভাবে আলোচিত ধর্মকে নেত্তিতে সুত্ত বলা হয়েছে।

এই আলোচনার পদ্ধতি ৬ প্রকার ব্যঞ্জনপদ দ্বারা উপস্থিত করা হয়েছে। সুত্ত আলোচনার মাধ্যমে ধর্মদেশনার উদ্দেশ্য বা অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে নেত্তিতে অর্থ বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যের পদ্ধতি ৬ প্রকার অর্থপদ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। ব্যঞ্জন আলোচনায় ১৬ প্রকার হার এবং ২ প্রকার নয় বা নির্দেশরেখা প্রয়োগ হয়েছে এবং অর্থ আলোচনায় বাকি ৩ প্রকার নয় প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সকল নয় বা নির্দেশরেখা ১৮ প্রকার মূলপদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুশলাকুশল দ্বারা ভাগ করে ১৮ প্রকার মূলপদকে ৯টা যুগ্ম মূলপদে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রত্যেক যুগ্ম মূলপদ দুই, তিন, চার অর্থপ্রকাশ করার মতো নীতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই যুগ্ম মূলপদগুলিকে এমনভাবে গঠিত করা হয়েছে যাহাতে সম্পূর্ণ শাসনপ্রস্থানে উপস্থিত করা যায়। শাসনপ্রস্থানে সুত্তকে দুটা ভিন্ন প্রকার শ্রেণিভাগ করা হয়েছে।

ত্রিপিটকের বিশাল সুত্তকে সংক্ষিপ্ত ভাগ করতে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনার মর্মার্থ প্রকাশক শব্দ গৃহীত হয়েছে। নেত্তিতে এই সংক্ষিপ্ত বিভক্তিকরণকে সুত্তের শ্রেণিবিভাগ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কারণ সুত্তের কোনো অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করতে বা কোনো বিষয়ে প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। তাই নেত্তির উপাদানযুক্ত ব্যাখ্যার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে উল্লিখিত নেত্তির প্রদান তিন সুবৃহৎ আলোচনায় এই উপাদানসমূহের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ সুবৃহৎ আলোচনায় উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যঞ্জনের উদাহরণ দিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ প্রকার নয়ের কথা এসে পড়েছে এবং সুত্ত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেও জড়িত হয়ে পড়েছে। বিশেষত কুশলাকুশলের ব্যঞ্জনগত পার্থক্য দেখাতে গিয়ে অংশটুকু জড়িত হয়ে পড়েছে। এইভাবে ১৮ প্রকার মূলপদের প্রত্যেক যুগ্ম মূলপদে দুই, তিন, চার অর্থসূচক বিষয়ে দিসালোচনা জড়িত হয়ে পড়েছে। দ্বিত্ব অর্থসূচক বিষয়ে যুগ্ম মূলপদের ব্যবহারে নন্দিয়াবর্ত নয় জড়িত হয়েছে; তিনি অর্থসূচক বিষয়ে ত্রিপুক্খল নয় এবং চার অর্থসূচক বিষয়ে সিংহবিকীড়িত নয় জড়িত হয়ে পড়েছে। ফলে তৃতীয় অধ্যায়ে নতুন কিছু সংযোজিত হয়নি, কেবল আগের অধ্যায়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সুত্তকে বিভক্তি করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত সংযোগ স্থাপিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপাদানসমূহের প্রয়োগ পদ্ধতি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে। তাই সুত্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করার জন্য নেত্তির উপাদানসমূহ প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা। এই

উপাদাসমূহের দ্বারা সুত্তের সব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এদিক দিয়ে নেত্তি অর্থকথা আলোচনার সাহায্য করে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে নেত্তি অর্থকথা নহে।

নেত্তিতে ব্যবহৃত শব্দ

সুত্ত (সংস্কৃত সূত্র) সুত্ত শব্দের অর্থ সুতা। (√সিং অর্থ সেলাই করা) সুসঙ্গত আলোচনায় সুতা সদৃশ বলে সুত্ত বলা হয়েছে। বিনয়পিটকে একটা উপমা আছে : সুতা দিয়ে মালা না গেঁথে পুষ্পদেবীর উপর পুষ্প স্থাপন করা হলে উহা বায়ুপ্রবাহে শীঘ্রই উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সূতা দিয়ে মালা গেঁথে পুষ্প স্থাপন করা হলে, উহা সহসা উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এইরূপ যদি একই অর্থজ্ঞাপক সুত্ত সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গঁথিত হয়, তবে বুদ্ধের ধর্মদেশনা দীর্ঘস্থায়ী হবে। নেত্তি অর্থকথায় একটা গাথা আছে :

অত্থানাং সূচনতো, সুবুত্ততো, সবনতো চ সূদনতো
সুত্তানা সুত্ত সভাগতো চ সুত্তং সুত্তন্তি অক্‌খাতং।

১. অর্থের সূচনা করে বলে সুত্ত।
২. সুন্দরভাবে উক্ত বলে সুত্ত।
৩. শ্রবণে সুফল প্রসব করে বলে সুত্ত।
৪. সুধা বা অমৃত নিঃসরণ করে বলে সুত্ত।
৫. সূত্রের দ্বারা রক্ষিত বলে সুত্ত।
৬. প্রমাণ জ্ঞাপন করায় বলে সুত্ত।

উপরি উল্লিখিত গাথার ব্যাখ্যা বিস্তারিত না করে শুধু প্রথম লাইনের কথা উত্থাপন করে প্রশ্ন হতে পারে—'কী সূচনা করে?' উত্তর দেওয়া যেতে পারে—চতুরার্য সত্যের সূচনা করে। কারণ ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, 'চতুসচ্চ বিনিমুত্তো ধম্মো নাম নত্থি'। চতুরার্যসত্য বর্জিত কোনো ধর্ম নেই।

অত্থ—পালি সাহিত্যে অত্থ বা বাংলায় অর্থ বহুল প্রচলিত শব্দ। এই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। অত্থ শব্দের অর্থ মর্ম, উদ্দেশ্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি। নেত্তিতে ব্যঞ্জন শব্দের বিপরীতে অত্থ শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পদত্থ বলতে শব্দের অভিধানিক অর্থ বুঝায়। যেমন ৪ প্রতিসম্ভিদার ধর্মকে নিমিত্ত বুঝায়। অনত্থের বিপরীতে অর্থকে মঙ্গল বা কুশলে বুঝায়। নেত্তি অত্থ বুদ্ধের দেশনার উদ্দেশ্য এবং শব্দার্থ এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যঞ্জন—ব্যঞ্জন শব্দের কতগুলি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। যেমন, অন্ন ভোজনের

উপকরণ বা তরকারি, বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ। নেত্তিতে ব্যঞ্জন শব্দের অর্থ ভাবের অর্থসূচক শব্দের প্রয়োগ। এখানে অত্থ শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া ব্যঞ্জন শব্দের সহিত পদ যোগ করে ৬ প্রকার ব্যঞ্জনপদ নেত্তির নিজস্ব উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ—বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত শব্দ। √পদ্ অর্থ সংঘটিত হওয়া, পা চালনা বা অগ্রসর হওয়া। নেত্তিতে পদ শব্দ বিভিন্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা শব্দ দ্বারা বা এক গুচ্ছ শব্দ দ্বারা এক ভাবের প্রকাশ পাইলে এই শব্দকে বা শব্দগুচ্ছকে পদ বলা হয়। অনেক সময় গাথা বা শ্লোকের এক একটা লাইনকে পদ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পদ শব্দের অর্থ পা বা চিহ্ন।

নেত্তি—√নী ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। √নী অর্থ নির্দেশ দেওয়া, পরিচালনা করা বা পথ প্রদর্শন করা। নেত্তি অর্থ নির্দেশিকা পুস্তক।

হার—হার নেত্তিপ্রকরণ ও পেটকোপদেস গ্রন্থে বহুল প্রচলিত শব্দ। মনে হয় √হার ধাতু হতে হার শব্দের উৎপত্তি। √হার অর্থ বহন করা, পৌঁছে দেওয়া বা জ্ঞাপন করা। নেত্তিপ্রকরণ অর্থকথায় উল্লেখ আছে : 'কোন অর্থে হার বা জ্ঞাপন?'

১. নবাঙ্গ সত্থুসাসনের কোনো অপরিচিত বিষয় সংশয় বা বিকৃত ধারণাকে জ্ঞাত করায়ে দেয় (হরন্তি) বলে হার।

২. হার নিজেরাই জ্ঞাপন করায়ে দেয় (হরন্তি) বলে হার।

৩. হার নিজেরাই (বিষয়ে) বহন করে নিয়ে যায় (হরণ) বলে হার।

৪. যাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, তাঁদেরকে চতুরার্যসত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যার দ্বারা সত্যিকার ধর্ম জানায়ে দেয় (হরিয়ন্তি) এবং সত্যিকার ধর্মের অর্থ সরবরাহ করে (বাহারিযন্তি) এই অর্থে হার।

৫. গলায় মালা বা হার অর্থে হার। কোনো অসুখ হলে বা শরীর পোড়া গেলে নানা রত্নরাজির দ্বারা নির্মিত হার পরিধান করলে যেমন বেদনার উপশম হয় এবং সুখ অনুভূত হয়। সেইরূপ হারের দ্বারা সত্যিকার ধর্মে উপনীত হলে মানসিক শান্তি ও সুখ অনুভূতি হয়, এই অর্থে হার।

৬. হার (কোনো কিছু) জানাতে (হারয়ন্তি) কার্যকর, এই অর্থে হার। অপরিচিতকে জ্ঞাপন করা, এই অর্থে হার।

৭. যে সকল ব্যক্তি হার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, হার তাঁদের হৃদয় হরণ করে ও রমন করে, এই অর্থে হার। যাঁরা নিরুত্তি হার সম্বন্ধে জানেন তাঁদের ভবে (ভবেসু) গমনের পথ রুদ্ধ (বন্ধ)।

নেত্তিপ্রকরণ অর্থকথায় বর্ণিত ১৬ প্রকার—

১. দেশনাহার—সুত্তের উদ্দেশ্য দেশিত হয় এবং বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। (সম্বন্নীয়ত্তি) বলে দেশনাহার, দেশনাহার শিক্ষা বা উপদেশ; কারণ উহাতে শিক্ষার প্রাসঙ্গিক কথা আছে। অন্যান্য হারগুলিতে সুত্তের উদ্দেশ্য বিশদ ব্যাখ্যা আছে। তবে অন্যান্য হারগুলি কি শিক্ষার প্রাসঙ্গিক কথা নহে? না, অন্যান্য হারগুলি দেশনাহার নহে। সাধারণত হার নামের আপন বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে (যথারুক্ত)। দেশনাহারে দেশনার প্রসঙ্গ অন্যান্য হারের চাইতে বেশি। কারণ আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ ফল, উপায় প্রভৃতি ছাড়া দেশনা হতে পারে না। দেশনা শব্দ √দিস্ ধাতু নিষ্পন্ন। √দিস্ অর্থ প্রদর্শন করা। চতুরার্য সত্য সকলের নিকট প্রদর্শন করা বা দৃশ্যমান উপায়ে উপস্থাপনা করাই দেশনাহার। তাই নেত্তিতে দেশনাহারের উপস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে :

ক) কিভাবে প্রদর্শিত হয়?

খ) কিভাবে দেশনা শ্রোতার বোধগম্য করা যায়?

গ) চতুরার্যসত্য দেশনায় কী কী উপায় অবলম্বন করতে হয়?

ঘ) দেশনা উপস্থাপনা কিভাবে করতে হয়?

ঙ) দেশনা কাদের উদ্দেশ্যে দেশিত হয়?

২. বিচয়—বিচয় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা। এখানে জিজ্ঞাস্য বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা হয়েছে বলে বিচয় হার। সুত্তের পদ, প্রশ্ন, উত্তর, পূর্বাপর, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ, কথা, উপায়, আনত্তি এবং অনুগীতি প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখাই বিচয়ের লক্ষণ।

৩. যুক্তি—যুক্তি অর্থ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা কোনো বিষয়ের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করা। এখানে রূপভবের সহিত যুক্তি বিচারনাকে যুক্তি বলা হয়েছে। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুকে চার মহা অপদেশ বা প্রমাণের সাহায্যে যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করা যুক্তি হারের কাজ। যুক্তিহারে প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেচনা, প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিবেচনা এবং একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করে উহার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে।

৪. পদস্থান—সুত্ত ব্যাখ্যার প্রারম্ভিক ভিত্তি বা আসন্ন কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করাই পদস্থান হার। কোনো বিষয় আলোচনার প্রাথমিক বর্ণনা মূল বিষয়ের পদস্থান। পালিতে অনেক সময় সন্তিকে অবস্থান বলা হয়, যেমন সকল প্রকার ধর্মের সম্প্রাপ্তির লক্ষণসমূহ বিদ্যা, উহার পদস্থান চার

আর্যসত্যে উপনীত করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুত্ত ব্যাখ্যার পদস্থানের কোনো প্রতিষ্ঠিত রূপ নেই। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাখ্যায় পদস্থানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কোনো ধর্মই এককভাবে উৎপত্তি হয় না, এক ধর্ম উৎপত্তিতে অন্য ধর্ম পদস্থান হয়েছে।

৫. লক্ষণহার—যে ধর্মসমূহ একটা মাত্র লক্ষণযুক্ত, সে ধর্মসমূহকে একটা ধর্ম বলা হয়েছে। তারপর অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বলা হয়েছে। যেমন চক্ষু বলতে অবশিষ্ট আয়তনসমূহও এসে পড়ে। তবে ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন বর্ধক অর্থে সব আয়তনের একটিমাত্র লক্ষণ। এখানে লক্ষণ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট লক্ষণ কিন্তু পদস্থান হারের অন্তর্ভুক্ত।

৬. চতুব্যূহহার—ব্যঞ্জন দ্বারা সুত্তের নিরুক্তি, অভিপ্রায় নিদান ও পূর্বাপর সন্ধি প্রভৃতি চতুব্যূহ বিশেষভাবে সজ্জিত (বিয়ুহীরন্তি) করা হয়েছে। এইগুলি একই যোগসূত্রে গঁথিত বা সজ্জিত বলে চতুব্যূহ। পূর্বাপর সন্ধি চার প্রকার—১. অর্থ সন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. দেশনা সন্ধি ও ৪. নির্দেশ সন্ধি (পৃ. ১২২)।

৭. আবর্তনহার—একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে দেশনা করতে করতে অনুকূলে প্রতিকূলে আবর্তিত হয়ে যাওয়া (আবত্তীয়ন্তি) অথবা শেষ পর্যন্ত মূল বিষয়ে আবর্তন করা (আবর্তন) অর্থে আবর্তন হার। আবত্ত শব্দ আ+√বত্ ধাতু নিষ্পন্ন। আবর্তন হার অর্থ ঘোরে দিয়ে পুনরায় মূল বিষয়ে স্থিত থাকা।

৮. বিভক্তিহার—ধর্ম, পদস্থান এবং ভূমিকে বিভাজিত করে বলে বিভক্তি হার। বিভক্তি শব্দ বি+√ভজ্ ধাতু নিষ্পন্ন। √ভজ্ অর্থ ভাঙ্গন হলেও এখানে কিন্তু বিভাগ করা। বুদ্ধ নিজেকে মধ্যমনিকায়ে বিভজ্জবাসী বলে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

৯. পরিবর্তনহার—সুত্তে বর্ণিত কুশলাকুশল ধর্মকে ভাবার মতো ভাবতে এবং ত্যাগ করার মতো ত্যাগ করতে অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিবর্তন করায় বলে পরিবর্তনহার। পরিবর্তন শব্দ পরি+√বত ধাতু নিষ্পন্ন এবং অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া।

১০. বিবচনহার—সুত্তের একটা পদ বা বিষয় বহু পর্যায়ে (বিবিধ বচনং) অর্থ জ্ঞাপন করা অর্থে বিবচন।

১১. প্রজ্ঞপ্তিহার—একটা মাত্র বিষয়কে প্রজ্ঞপ্তিসমূহের দ্বারা বিবিধ আকারে দেশনা করা অর্থে প্রজ্ঞপ্তি হার। প্রজ্ঞপ্তি শব্দ প্র+√জ্ঞা ধাতু নিষ্পন্ন।

১২. ওতরণহার—সুত্ত ব্যাখ্যার জন্য প্রতীত্যসমুৎপত্তি, ইন্দ্রিয়, আয়তন, স্কন্ধ, ধাতু প্রভৃতি বিষয়ে প্রবেশ করায় এই অর্থে ওতরণ হার। ওতরণ শব্দ অর্থ অব+√তব্ ধাতু নিষ্পন্ন এবং অর্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো।

১৩. শোধনহার—গাথায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে শুদ্ধ, শুদ্ধ বিবেচনা করে উত্তর দিতে আরম্ভ করা অর্থে শোধন।

১৪. অধিষ্ঠানহার—যে ধর্মসমূহ একত্বতার জন্য এবং যে ধর্মসমূহ স্বতন্ত্রতার জন্য নির্দিষ্ট, সে ধর্মসমূহের বিকল্পনা না করা অর্থে অধিষ্ঠান হার। অধিষ্ঠান শব্দ অধি+√ঠা ধাতু নিষ্পন্ন এবং অর্থ স্থিত থাকা।

১৫. পরিষ্কারহার—হেতু-প্রত্যয় প্রত্যাগমনে উৎপন্ন ধর্ম অর্থে পরিষ্কার হার।

১৬. সমারোপণহার—যে যে ধর্মের মূল একটা এবং বুদ্ধ যে ধর্মকে একার্থবাচক ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা সমারোপণ হার। সমারোপণ শব্দ সং+আ√রূহ ধাতু নিষ্পন্ন এবং অর্থ আরোহণ করা।

নয় বা নির্দেশরেখা

√নী ধাতু নিষ্পন্ন। নয় অর্থ নির্দেশিত পথ বা রেখা। নেত্তি অর্থকথায় আছে :

১. সদ্‌পথ নির্দেশ করে (নিয়তি) বলে নয়।

২. বিশেষভাবে নির্দেশ করে (এ্যাপেত্তি) বলে নয়।

৩. এই বিশুদ্ধকারী নয় নিজেকে পরিচালিত করে (নিয়তি) বলে নয়।

৪. সুত্তের উদ্দেশ্য অনুসন্ধিৎসার জন্য সদ্ধর্ম বিস্তৃত ব্যাখ্যার দ্বারা নয় উদাহরণ দিয়ে নির্দেশ করে (উপনিয়ন্তি) এই অর্থে নয়।

৫. নয়ে বা নির্দেশ রেখায় সদ্ধর্মের পরিচয় মিলে বলে নয়।

৬. নিরুত্তি নয় মতে নয় ত্রিপিটকের উদ্দেশ্য প্রদর্শনে নয়ন বা চক্ষু এবং ভুলপথ গমনে বাধা প্রদানকারী (জমন)।

১. নন্দিয়াবর্ত নয়—নন্দি বা তৃষ্ণাকে আবর্তন করে বলে নন্দিয়াবর্ত নয়। তৃষ্ণা অবিদ্যার এবং শমথ বিদর্শন ভাবনার পথে নিয়ে যায় বলে নন্দিয়াবর্ত নয়। মূলে সংযোগকারী বলে নন্দিয়াবর্ত নয়।

২. ত্রিপুক্‌খল—লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অকুশলের মূল এবং অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ প্রভৃতি কুশলের মূল পথ প্রদর্শনে যথার্থ পুক্‌খলা এই অর্থে ত্রিপুক্‌খল।

৩. সিংহ বিকীড়িত নয়—ধৈর্য, বীর্য ও শৌর্যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বুদ্ধকে সিংহসম ধরে নিয়ে এবং বুদ্ধের দেশনাকে সিংহের ক্রিয়াকর্মের সহিত তুলনা করে এই হারকে সিংহ বিকীড়িত হবে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই হারের বৈশিষ্ট্য হলো চার অর্থবোধক মূলপদের সহিত জড়িত থাকা অর্থাৎ বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি বলের বিপরীতে কাজ করে শ্রদ্ধার সহিত জড়িত থাকা।

৪. দিসালোচন হার—কুশলাকুশল ধর্মালোচনায় তিন উদ্দেশ্য নয়ের দিগদর্শন করে বলে দিসালোচন। দুই, তিন, চার অর্থবোধক যুগ্ম মূলপদে ব্যবহৃত হয়। উহা অংকুশের সহিত কাজ করে।

৫. অঙ্কুশ—জাহাজের নোঙরের সদৃশ। তিন উদ্দেশ্য নয়ের সহিত আলোচিত ধর্মে অঙ্কুশ নোঙরের মতো। ইহা কুশলাকুশল ধর্মে একই সঙ্গে চালিত করে।

ব্যবহারিক প্রয়োগে নেত্তির পদ্ধতি

নেত্তির পদ্ধতি প্রয়োগে ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারণ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করা নেত্তির উদ্দেশ্য নহে। তাই নেত্তিকে ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু আলোচনা গ্রন্থ হিসেবে ধরে নিলে ভুল করা হবে। নেত্তি ত্রিপিটক আলোচনার নীতি নির্দেশিকা গ্রন্থ। সুতরাং নেত্তি অর্থকথা নহে, অর্থকথাকারদের নির্দেশক। যাঁরা ত্রিপিটক সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থকথা রচয়িতাদের নেত্তিতে বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠকগণ ত্রিপিটক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করার জন্য নেত্তি পাঠ করতে পারেন। ত্রিপিটক আলোচনায় কীভাবে সূচনা করতে হয় এবং ত্রিপিটকের যে বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই, এইগুলি সম্বন্ধে নেত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাই নেত্তিতে ত্রিপিটক সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য নেই, কোনো বিষয়ের কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নেই, এমনকি কোনো বিষয় সম্বন্ধে ধারণা করার মতো কোনো প্রমাণও দেওয়া হয়নি। তবে নেত্তির কাজ কী এবং অর্থকথার সহিত উহার সম্পর্কই বা কী? অর্থকথার উদ্দেশ্য—অর্থকথার দুটা উদ্দেশ্য আছে :

১. ত্রিপিটকে উপস্থাপিত যেকোনো বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা, সমন্বয় সাধন করা, অভিযোজন করা, বিস্তৃতি করা এবং বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা। তা ছাড়া কোনো অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা, অভিনব মতে প্রমাণ দেওয়া এবং মন্তব্য প্রকাশ করা।

২. ত্রিপিটক সম্বন্ধে যেকোনো বিরূপ সমালোচনার বিচার বিশ্লেষণ করা ত্রিপিটকের মত সমর্থন করা এবং ত্রিপিটকের যেকোনো বিষয় সম্পর্কে আক্রমণাত্মক আলোচনায় যথাযথ জবাব দেওয়া।

এইসব বিষয়ে প্রকৃত ধারণা অর্জন করতে ত্রিপিটকে নিহিত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অর্থকথাকারকদের যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অতি বিশাল। সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সঠিকভাবে আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন। তাই আমাদের অর্থকথার প্রয়োজন।

নেত্তির উদ্দেশ্য—নেত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপিটকের বিশাল বিষয়বস্তুকে উহার পদ্ধতিতে অতি সহজভাবে প্রকাশ করে অনায়াসে বোধগম্য করার প্রচেষ্টা। সুত্ত হতে একটা প্রসঙ্গ নির্বাচন করে সুত্তের প্রয়োজনীয় মর্মার্থ উক্ত সুত্ত অনুযায়ী বিশেষ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা উদ্ধার করতে নেত্তি বিশেষভাবে সাহায্য করে। তা ছাড়া সুত্তের প্রদর্শিত উদ্দেশ্যে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে নেত্তির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিক্ষু ঞাণমলি অর্থকথাকে খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে ধরে নেত্তিকে পাইকারী বিক্রেতা পরিষদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন পাইকারি বিক্রেতা পরিষদ একটা বিখ্যাত উৎপাদনকারীর অনেক প্রকার জিনিস থেকে একটা পছন্দমাপিক জিনিস খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত করে, সেইরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে যে অর্থকথাকারগণ ত্রিপিটক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং অর্থকথা রচনার জন্য যে যে উপাদান দরকার, সেইরূপ ভাবার্থ প্রকাশক শব্দ এবং পদ যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করেন এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন করেন। হার ১৬ প্রকার। প্রত্যেক হারে ত্রিপিটকের এক একটা বিষয় ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। প্রত্যেক হার এমনভাবে গঠিত যাহাতে ত্রিপিটক ব্যাখ্যায় যথোপযুক্ত প্রকাশক শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ভিন্ন অর্থপ্রকাশক শব্দ বর্জন করা যেতে পারে। নয় ৫ প্রকার। নেত্তিতে সুত্তে প্রদর্শিত অর্থ এই ৫ নয় মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এইসব বিচার করে দেখা যায়, নেত্তি অর্থকথা নহে, অর্থকথা রচয়িতাদের অর্থ বর্ণনা ও সুত্ত বর্ণনার নির্দেশ প্রদান করে মাত্র। তাই নেত্তিতে নির্দেশ শব্দ খুব বেশি দেখা যায়। ত্রিপিটক থেকে বিভিন্ন বিষয় উদাহরণ দিয়ে অর্থকথা রচনার নির্দেশ দেওয়া নেত্তির প্রধান এবং একমাত্র কাজ।

নেত্তির প্রয়োগ—নেত্তির পদ্ধতিসমূহ ত্রিপিটক ব্যাখ্যার জন্য কতগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের প্রয়োগ নহে। এই পদ্ধতিসমূহ চিন্তাধারার জন্য যথার্থ শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে মনে রাখার মতো একশ্রেণির কার্য সিদ্ধির উপায় মাত্র এবং শব্দ প্রয়োগের কোনো ত্রুটি সম্বন্ধে সতর্ক থাকার প্রচেষ্টা। নেত্তির ব্যবহার

সমস্ত ত্রিপিটকের জন্য প্রয়োজ্য। এই ব্যবহার এত ব্যাপক যে অর্থকথা রচয়িতাদের জন্য ত্রিপিটকের যেকোনো বিষয়ের জন্য প্রয়োগ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

যেকোনো নির্বাচিত বিষয়ের জন্য অনেক সময় ব্যঞ্জন ও অর্থ একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। কারণ হার প্রয়োগের সময় কুশলাকুশল যেকোনো বিপরীধার্থ বিষয় হউক না কেন নয়ের সহিত জড়িত হয়ে পড়বে। তা না হলে ১৮ প্রকার মূলপদ অথবা সুত্তের উদ্দেশ্য হারের আলোচনার মধ্যে এসে পড়বে। নেত্তিতে প্রকৃতপক্ষে হারের প্রয়োগের পর নয়ের প্রয়োগ দেখানো হয়নি। সেইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ে কোনো প্রকার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি। ১৬ প্রকার হারের প্রয়োগের আলোচিত বিষয়কে আরও বিস্তারিত করবার জন্য নয়ের মধ্যে শব্দ প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই ১৬ প্রকার হারের সহিত প্রত্যেক নয় জড়িত হয়ে পড়েছে।

নেত্তিতে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, এইগুলি ১৬ প্রকার হার এবং ৫ প্রকার নয়ের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এইগুলিকে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তাই নেত্তিতে হার ও নয় আলোচনার উদ্ধৃতিগুলি সাময়িক। সুত্তের এক একটা শব্দ একবার, দুইবার, বহুবার বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই হার ও নয়ের আলোচনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

অর্থকথা রচয়িতাগণ নেত্তির নিকট ঋণী

একটা বিষয়কে প্রথমে উপস্থাপনা করে ক্রমে বিশদ ব্যাখ্যার প্রবৃত্তি পালি সাহিত্যে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে পরে উহার বিস্তারিত করে এবং ব্যাখ্যা করে আবার উহার সংক্ষিপ্ত সারকথা দেওয়া হয়। এই সারমর্মের নতুন বিস্তারিত আলোচনা হতেও দেখা যায়। ভিক্ষু ঞাণমিল এই পদ্ধতিকে প্রসারণ ও সংকোচনের কাল্পনিক শ্বাসক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

প্রায় সুত্তে দেখা যায়, বুদ্ধ প্রথমে একটা উক্তি দিয়ে সুত্ত শুরু করেন এবং ক্রমে সেই সুত্তের বিশদ আলোচনা করেন। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যেও দেখা যায় প্রথমে সুত্তনিপাতের একটা গাথা উদ্ধৃতি করে সেই গাথা বিশদ আলোচনা করতে। কথিত আছে যে বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। ত্রিপিটকে গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'নিদ্দেসগ্রন্থে' সুত্তনিপাতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'পটিসম্ভিদামগ্গে'

অঙ্গুত্তর ও সংযুক্তনিকায়ের কয়েক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এইরূপ বিনয়পিটকে বিনয়ের ব্যাখ্যা হয়েছে। অভিধর্মপিটকে 'মাতিকা'কে বিস্তারিত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু পালি সাহিত্যে ত্রিপিটকের উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে অর্থকথা বলা হয়নি। অর্থকথা বলতে ত্রিপিটকের বহির্ভূত ব্যাখ্যামূলক আলোচনাকে বুঝায়, অর্থকথা সম্বন্ধে আলোচনা আমরা প্রথম শ্রীলংকায় দেখতে পাই। আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং অন্যান্য আচার্যগণ সিংহলীভাষা হতে অর্থকথা মাগধী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। পালি সাহিত্যে এই রূপান্তরিত গ্রন্থগুলিকে অর্থকথা বলা হয়েছে। অর্থকথা রচয়িতাগণ নেত্তির প্রচলিত পদ্ধতির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। কারণ আচার্য বুদ্ধঘোষ সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধিমার্গ হতে শুদ্ধ করে তাঁর সকল অর্থকথায় নেত্তির পদ্ধতি উপর ভিত্তি সুসংগতভাবে অর্থকথা রচনা করিয়াছেন। তিনি নেত্তি হতে অনেক ব্যবহারিক পদ এবং প্রচলিত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী অর্থকথাকারক আচার্য বুদ্ধঘোষকে অনুসরণ করিয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে ধর্ম কাকে বলে বুঝাতে প্রায়ই লক্ষণ, রস, পচ্চুপট্ঠান এবং পদট্ঠান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলি হার নং ৪-এর মধ্যে বিভিন্ন আলোচিত হয়েছে। মধ্যমনিকায় অর্থকথায় ৬নং হারের 'অভিপ্রায়' প্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। সুত্ত ব্যাখ্যায় ৬নং হারের 'নিদান' শব্দ প্রায়ই দেখা যায়। ৬নং হারের 'পূর্বাপর সন্ধির' সহিত তুলনা করে অনুসন্ধি পরীক্ষা করে দেখা যায়। নেত্তির ৪নং হারের 'পুগ্গলাধিট্ঠান' এবং 'ধম্মধিট্ঠান' শব্দ গ্রহণ করে দেশনাকে ভাগ করা হয়েছে। বিশুদ্ধিমার্গে নেত্তির ১৪নং হারের 'একত্ত নয়' এবং 'নানাত্ত নয়' প্রভৃতি উল্লেখ আছে। ৫নং হার যুক্তির কথা বিভিন্ন বইতে উল্লেখ আছে। তা ছাড়া হারের প্রায়ই অর্থকথাতে উল্লেখ আছে। হারের পদ্ধতি গ্রহণ করে অভিধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থকথাকারক নেত্তির পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অর্থকথা রচনা করিয়াছেন। কারণ অর্থকথাকারকগণ নেত্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নেত্তির পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। খ্রিষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে টীকা লেখকগণ নেত্তির উপর ভিত্তি করে টীকা লিখেছেন। সুতরাং নেত্তির নিকট অর্থকথা রচয়িতাগণ বিশেষভাবে ঋণী।

নেত্তির উদ্ধৃতি

নেত্তিপ্রকরণ গ্রন্থে উল্লিখিত উদ্ধৃতির প্রায় ২০০ উদ্ধৃতি ত্রিপিটক হতে

গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ উৎস জানা আছে। প্রায় ৬৫ উদ্ধৃতির উৎস সম্বন্ধে জানা যায়নি (অজ্ঞাত)। জ্ঞাত উদ্ধৃতির মধ্যে আপাতত একটা উদ্ধৃতি ছাড়া (ধর্মসঙ্গিণী হতে গৃহীত) আর সব উদ্ধৃতি সুত্তপিটক হতে গৃহীত হয়েছে। অজ্ঞাত উদ্ধৃতির মধ্যে ৩৭টা গাথায় এবং ২৮টা গদ্যে রচিত। এই উদ্ধৃতিগুলি অনেকটা সুত্তপিটকের মত। মনে হয় নেত্তিপ্রকরণ সংকলিত হওয়ার সময় তৎকালীন প্রচলিত বই হতে এই উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে ওই বইগুলি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। কারণ আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত তালিকায় সকল ত্রিপিটক গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া গেছে। পেটকোপদেস গ্রন্থের প্রায় ১৭টা গাথা এবং ২৭টা গদ্যের উদ্ধৃতি সম্বন্ধে জানা যায়নি। অজ্ঞাত উদ্ধৃতির মধ্যে ১টা গাথাও ৫টা গদ্য উভয় গ্রন্থে দেখা যায়। ত্রিপিটকের বহির্ভূত বই বলে হয়তো উদ্ধৃতির বইগুলি বাদ পড়ে গেছে।

জ্ঞাত উদ্ধৃতিগুলি ত্রিপিটকের বিভিন্ন বই হতে সংগৃহীত হয়েছে। যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সুত্তনিপাত, ধর্মপদ, উদান, অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্তনিকায় এবং দীর্ঘনিকায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে অনেক স্থানে লক্ষ করা যায় যে এই উদ্ধৃতিতে শব্দের পরিবর্তন হয়েছে বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মূল ভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, একই উদ্ধৃতি ত্রিপিটকের দুই তিন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

উপসংহার

ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক বিদর্শনাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় অতি পরিশ্রম-সহকারে 'সানুবাদ নেত্তিপ্রকরণ' বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করার জন্য সৎ প্রচেষ্টায় উৎসাহী হন। বাংলা ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ নেত্তিপ্রকরণই সর্বপ্রথম প্রয়াস। পালি সাহিত্য ছাড়া ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যে বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যে মূলগ্রন্থকে ব্যাখ্যার নির্দেশক অন্য কোনো পুস্তক আছে কি না উদ্ধার করবার জন্য ভিক্ষু ঞাণমলি ভারতীয় সাহিত্যিকদের নিকট প্রস্তাব রেখেছেন। এই জাতীয় অন্য কোনো পুস্তক উদ্ধার করা গেলে নেত্তিপ্রকরণের সাহিত্যিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রথমত এই জাতীয় পুস্তক খুবই বিরল, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের বৌদ্ধগণ বর্তমানে ত্রিপিটক সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে যাঁরা ত্রিপিটক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং ত্রিপিটকের মর্মার্থ বিচার-বিশ্লেষণে উৎসাহী তাঁদের জন্য এই পুস্তক রচিত হয়েছিল। তাই এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর বিচার

করতে আমাদের আরও অনেক সময়ের দরকার, এই বিষয়বস্তু বড়ই জটিল, বার বার পড়ে এখান থেকে ত্রিপিটক সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার প্রচেষ্টা করতে হবে। তাই অনেকের নিকট এই পুস্তকের বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য মনে হতে পারে। শ্রদ্ধেয় শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় অতি যত্নসহকারে এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই পুস্তক সহজপাঠ্য নহে। এই পুস্তকের উপাদানগুলি অনেকের নিকট একদম নতুন মনে হতে পারে, কারণ এই পদ্ধতিতে কোনো বাঙালি লেখক ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেননি। যেকোনো নতুন প্রচেষ্টাতে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। আধুনিক বাংলা ভাষার সহিত তুলনা করলে শ্রদ্ধেয় শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের উপস্থাপনা এবং বাংলা ভাষার ভঙ্গি একটু জটিল মনে হতে পারে, তবে এখানে পালি সংযোজিত হওয়াতে ত্রিপিটক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পক্ষে এই জটিলতা বিশেষ অসুবিধার কারণ হবে না। আমরা আশা রাখবো বাংলাদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ একটু কষ্ট স্বীকার করে এই পদ্ধতিতে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যার জন্য এগিয়ে আসবেন।

আমি এই ‘পূর্বাভাষ’ রচনার সময় ভিক্ষু ঞাণমলি লিখিত ‘The Guide’ বইয়ের ‘Introduction’ থেকে বিশেষ সাহায্য নিয়েছি। তাই আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তা ছাড়া ড. বিমলাচরণ লাহার ‘The History of Pali Literature Voll. 11’ গ্রন্থ হতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ড. বিমলাচরণ লাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সর্বোপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশে প্রেস কর্তৃপক্ষ বাবু সুকুমার বড়ুয়ার নিরলস প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। উনার সার্বিক সহযোগিতা না হলে আমার পক্ষে এত বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না। যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও বইটির প্রথম সংস্করণে কিছু কিছু মুদ্রণ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, তাই পাঠকবর্গ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে আনন্দিত হবো। সর্বশেষে যদি বৌদ্ধগণের এই পুস্তক যেকোনো উপকারে আসে, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

তারিখ : ১০/১০/৮৫

নিবেদক—

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
৪৭, চট্টেশ্বরী রোড
চকবাজার, চট্টগ্রাম

‘নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স’

খুদ্দকনিকায়ে
নেত্তিপ্রকরণ

১. সংগ্রহবার

সত্ত্বলোক বা প্রাণিজগৎ যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে এবং চতুর্মহারাজিক দেবগণসহ তদূর্ধ্ব দেবগণ ও ব্রহ্মগণ যাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন সেই নরশ্রেষ্ঠ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের এতাদৃশ লৌকিক ও লোকোত্তরযুক্ত শ্রেষ্ঠ পরিয়ত্তি (অর্থাৎ সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম এই ত্রিপিটকোক্ত সমস্ত বুদ্ধবচন) শাসনধর্ম জ্ঞানীগণ কর্তৃক জ্ঞাত হইয়া থাকেন।

সেই পরিয়ত্তি শাসন দ্বাদশপদ (অর্থাৎ সঠিক স্থিরীকৃত ধর্ম নিদর্শন) পরিচ্ছেদে বা সূত্রে বিভক্ত। সমস্ত পরিচ্ছেদই (ছয় প্রকার) ব্যঞ্জন বা ধর্ম নিদর্শন এবং উহার (ছয় প্রকার) অর্থ। যেই ব্যঞ্জনে ও অর্থে বচন কথিতভাবে সম্বন্ধ সূত্র ব্যবহার সেই ব্যঞ্জন কয় প্রকার? এবং উহার অর্থই বা কী? এতদুভয় জানার উপযুক্ত।

নেত্তি ষোলো প্রকার হারবিশিষ্ট (অর্থাৎ রত্নমালা বা শ্রুতচিত্ত মুগ্ধকারী বিষয়যুক্ত)। এই শাসনের অর্থ অনুসন্ধান অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধবচনের ও উহার উপলব্ধি জ্ঞানের অনুসরণ পঞ্চ নয় পাঁচটি ধারা বা ক্রম এবং আঠারোটি মূলপদ সমন্বিত, মহাকাচ্চায়ন মহাথের ইহাই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ন বলিয়াছেন, ‘ষোলো প্রকার হার-সমন্বিত নেত্তির সমুদয় ব্যঞ্জনের এবং তদর্থ সূত্রের যথার্থ নির্ণয়ে সূত্রের হার, ব্যঞ্জন ও বিচয়, এই ত্রিধারায় সূত্রার্থ।’ তদ্ধেতু তিনি হার এবং নয় (ধারা বা ক্রম) এতদুভয় সূত্রের অর্থ নির্ধারণে চতুর্দিক হইতে গৃহীত বা অর্থবিদিত সূত্রের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন নেত্তিতে সংবর্ণিত বিষয়ভূত শ্রেষ্ঠ পরিয়ত্তি ধর্ম এবং তদর্থস্বরূপ যাহা পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এই উভয় বিষয় বিজ্ঞগণ কর্তৃক বিমুক্তির শীর্ষস্থান বলিয়া এবং অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণ লাভের হেতু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা প্রয়োজন। উহাতে হার ও

নয় (ধারা বা ক্রম) কথিতানুক্রমে সূত্রাদি বশে নবাঙ্গযুক্ত শাসনধর্মের বা পরিয়ত্তি ধর্মের অনুসন্ধান এবং অর্থের যথার্থ বিচার করিয়া বিশেষরূপে জানিবার জন্য সাধনা করা প্রয়োজন।

২. উদ্দেশবার

১. ষোলো প্রকার হারযুক্ত নেত্তিতে ষোলো প্রকার হার কী কী? দেশনাহার, বিচয়হার, যুক্তিহার, পদস্থানহার বা আসন্নকারাহার, লক্ষণহার, চতুব্যূহহার (অর্থাৎ চারিভাগে পিণ্ডাকারে দর্শনহার), আবর্তনহার বা আবর্তনস্বভাব, বিভক্তিহার (অর্থাৎ সাধারণাসাধারণ-পবিত্রাপবিত্র বিভাজনহার), পরিবর্তনহার (অর্থাৎ প্রতিপক্ষবশে বা সূত্রোক্ত নিয়মধারা হইতে পরিবর্তনহার), বিবচনহার (অর্থাৎ বিবিধ বাক্য-সম্বলিত বিষয় বা বিতর্কহার), প্রজ্ঞাপ্তিহার বা প্রজ্ঞাপনহার, অবতরণহার বা বিষয়ে অনুপ্রবেশহার, শোধনহার (অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট বিষয়ে চিত্তেকাগ্রতাযুক্ত সমাধিহার), অধিষ্ঠানহার বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞাহার, পরিষ্কারহার বা উপাদানহার (অর্থাৎ 'ইহার এই এই ফল ইহার এই ফল' এইরূপে উপাদানহারের অনুক্রমে সজ্জিতকারে পুনঃপুন দর্শনকরণ), সমারোপণহার বা উপরে উঠানহার (অর্থাৎ পদস্থান হইতে প্রথমত আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ঊর্ধ্বগমন) অর্থাৎ উহার হার-উদ্দেশের অনুগীতি বা অনুরূপ গাথা—দেশনা, বিচয়, যুক্তি, পদস্থান, লক্ষণ, চতুব্যূহ, আবর্ত, বিভক্তি, পরিবর্তন, বিবচন, প্রজ্ঞপ্তি, অবতরণ, শোধন, অধিষ্ঠান, পরিষ্কার এবং সমারোপণ—এই ষোলো প্রকার।

ইহাতে ষোলো প্রকার হার অর্থের দিক হইতে অসীর্ণ অর্থাৎ পদের অর্থ দ্বারা সঙ্কর বা মিশ্রণরহিত হইয়া প্রকীর্তিত। ইহাতে ষোলো প্রকার হার যেমন অসঙ্কর তেমন বিস্তৃতির জন্য বিস্তৃত ধারায় বিভাগক্রমে পদ্ধতিতে বিভাগ রহিয়াছে।

২. ষোলো প্রকার হারযুক্ত নেত্তিতে পঞ্চবিধ নয় (শৃঙ্খলা বা ধারা) কী কী? নন্দিয়াবর্ত নয় (অর্থাৎ তীব্র আকাঙ্ক্ষিত তৃষ্ণা দ্বারা অথবা উল্লাসের আবর্ত নয় বা ক্রম বা ধারা), ত্রিপুক্খল বা ত্রিপুদ্গল নয় (অর্থাৎ অপবিত্রতাপক্ষে লোভাদি ত্রিবিধ অবয়ব বা উপাদান দ্বারা আর পবিত্রতা পক্ষে অলোভাদি ত্রিবিধ অবয়ব বা উপাদান দ্বারা শোভিত ব্যক্তি ত্রিপুক্খল বা ত্রিপুদ্গল নয় বা ক্রম), সিংহবিকীড়িত নয় (অর্থাৎ সিংহবিক্রমে বা সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া দেশনাদি ভাষণ প্রদান নয় বা ক্রম), দিসালোচন

নয় (অর্থাৎ অর্থ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ রাখিয়া কুশলাদি ধর্ম বা সৎকার্যসমূহের আলোচনাকরণই দিসালোচন নয় বা শৃঙ্খলা), অঙ্কুশ নয় (অর্থাৎ তাদৃশ আলোচনাকৃত সেই সেই ধর্মসমূহের অর্থ শৃঙ্খলায় মনোনিবেশের সমানতায় অঙ্কুশ সদৃশ অঙ্কুশ নয় বা ধারা)। উহার অনুগীতি :

প্রথমটি নন্দিয়াবর্ত, দ্বিতীয়টি ত্রিপুক্খল বা ত্রিপুদ্গল, তৃতীয়টি সিংহবিকীড়িত বা সিংহক্রিড়ার বা সিংহলীলার ন্যায় নয় (ধারা বা শৃঙ্খলা) প্রকাশক।

চতুর্থটিকে উত্তম পদ্ধতিতে দিসালোচন (অর্থ নয় ত্রয় দিকভাবে কুশলাদি ধর্মসমূহের আলোচনা দিসালোচন) বলা হইয়াছে এবং পঞ্চমটির নাম অঙ্কুশ। সমস্তই পঞ্চবিধ নয় বা শৃঙ্খলাভূক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৩. ষোলো প্রকার হারযুক্ত নেত্তিতে আঠারো প্রকার মূলপদ (অর্থাৎ মূলস্থান বা ভিত্তি অথবা প্রাথমিক গোড়াপত্তন) কী কী? নয় প্রকার মূলপদ কুশল (পুণ্য বা সৎ) এবং নয় প্রকার অকুশল (পাপ বা গর্হিত) উহাতে নয় প্রকার অকুশল মূলপদ কী কী? তৃষ্ণা (অর্থাৎ পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা), অবিদ্যা (অর্থাৎ অজ্ঞানতা বা মূর্খতা), লোভ, দ্বেষ (বিদ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা বা ঈর্ষা), মোহ (মূঢ়তা বা বিহ্বলতা), শুভসংজ্ঞা (অর্থাৎ অশুভকে শুভ বলিয়া জানা), সুখসংজ্ঞা (অর্থাৎ দুঃখকে সুখ বলিয়া জানা), নিত্যসংজ্ঞা (অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্য বলিয়া জানা), আত্মসংজ্ঞা (অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানা)—এই নয় প্রকার মূলপদ অকুশল যেইখানে সর্বপ্রকার অকুশলপক্ষীয় ধর্ম সংগ্রহ একত্রে আগমনে মিলিত হইয়া থাকে।

উহাতে নয় প্রকার কুশল মূলপদ কী কী? শমথ (অর্থাৎ প্রতিকূল ধর্মের অনুরূপ হওয়া), বিদর্শন (অর্থাৎ অনিত্যাদি বিবিধ আকারে দর্শন বিদর্শন), অলোভ (অর্থাৎ লোভহীনতা), অদ্বেষ (অর্থাৎ দ্বেষ বা হিংসাহীনতা), অমোহ (অর্থাৎ মোহহীনতা), অশুভসংজ্ঞা (অর্থাৎ অশুভকে প্রকৃতরূপে অশুভ বলিয়া জানা), দুঃখসংজ্ঞা (অর্থাৎ দুঃখকে প্রকৃতরূপে দুঃখ বলিয়া জানা), অনিত্যসংজ্ঞা (অর্থাৎ অনিত্যকে প্রকৃতরূপে অনিত্য বলিয়া জানা), অনাত্মসংজ্ঞা (অর্থাৎ অনাত্মকে বা অসারকে প্রকৃতরূপে অনাত্ম বা অসার বলিয়া জানা)—এই নয় প্রকার মূলপদ কুশল যেইখানে সর্বপ্রকার কুশলপক্ষীয় ধর্ম সংগ্রহ একত্রে আগমনে মিলিত হইয়া থাকে। তথায় এই উদানগীতি গীত হইয়াছে :

তৃষ্ণা, অবিদ্যা, লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং সেইরূপ (শুভসংজ্ঞা,

সুখসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা ও আত্মসংজ্ঞা)—এই চারি বিপল্লাস (অর্থাৎ উন্মার্গগমন বা কুপথ গমন বা বাঁধা)—এই নয় প্রকার মূলপদকে বলা হয় ক্লেশভূমি (অর্থাৎ দুঃখের ভিত্তিভূমি বা গোড়াপত্তন)।
শমথ, বিদর্শন, যাহা (অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ)—এই তিন প্রকার কুশল মূলপদ এবং (অশুভসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা ও অনাত্মসংজ্ঞা)—এই চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান (অর্থাৎ মনোযোগিতার প্রয়োগ বা প্রযত্ন)—এই নয় প্রকার মূলপদকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ভূমি (অর্থাৎ জ্ঞানের বা উপলব্ধির ভিত্তিভূমি বা প্রাথমিক গোড়াপত্তন)।
নয় প্রকার মূলপদ দ্বারা কুশলপক্ষ যোজনা করা হইয়াছে আর নয় প্রকার মূলপদ দ্বারা অকুশলপক্ষ যোজনা করা হইয়াছে। এই মূলপদগুলিতেই আঠারো প্রকার মূলপদ হইয়াছে।

৩. নির্দেশবার

৪. নির্দেশিত হার ইত্যাদি সঠিক স্থির করিবার জন্য সেই উদ্দেশ পাঠে বা বারে সংক্ষিপ্তভাবে নেত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

আস্বাদ (অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধে উৎপন্ন সুখ ও সৌমনস্য বা মানসিক শান্তি), আদীনবতা (অর্থাৎ দুঃখসমূহ, ‘সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা’ এই ত্রিবিধ অনুভূতি ও দুঃখময় দুঃখ অথবা সর্বপ্রকার ত্রিভৌমিক সংস্কারই আদীনব বা দোষ), নিঃসরণ (অর্থাৎ নিঃসারিত আর্যমার্গ অথবা নিঃসৃত নির্বাণ), ফল (দেশনাফল অর্থাৎ যাহা দেশনা দ্বারা উৎপাদিত হয়), উপায় (অর্থাৎ আর্যমার্গ পদস্থানভূত পূর্বভাগীয় প্রগতির বা উন্নতির উপায়), আণত্তি বা আদেশ (অর্থাৎ পারমী পরিপূরিতজনের হিতসিদ্ধির জন্য ভগবানের আদেশ রহস্য এবং পথে বা গতিতে প্রবেশ করাইবার বিধান) ইহা যোগীজনের (চারি আর্যসত্য কর্মস্থান ভাবনায় যুক্তপ্রযুক্ত বিনীতদের) জন্য ভগবানের দেশনাহার বা ভাষণরূপ হার (অর্থাৎ ইহা উক্ত কথিতানুসারে আস্বাদ আদীনব ইত্যাদি বিভাজনের লক্ষণ বা বিদর্শন সংবর্ণনাবিশেষ)।

সূত্রের (ব্যাখ্যার বা অর্থের) যাহা জিজ্ঞাসা, যাহা উত্তর, যাহা সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে অনুরূপ গাথা বা গীতি (ইহাতে পূর্বাপর গৃহীত অর্থেরই অনুরূপতা বুঝায়) এবং সূত্রের হার-বিচয় দ্বারা নির্দিষ্ট (বিশেষত হার সম্বন্ধীয়) যাহা পরিচয়—সর্বপ্রকার (ষোলো প্রকার) হারের ব্যঞ্জন-বিচার ভাবধারায় যাহা ভূমি প্রবর্তিত স্থান (মূল বা গোড়াপত্তন) যাহা গোচর বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় বা

জ্ঞায়মান বিষয় (অর্থাৎ যাহা সূত্রের অর্থ প্রারম্ভে হারযুক্তি) আর যাহা উহার (সেই ব্যঞ্জন অর্থের) যুক্তি-অযুক্তি পরীক্ষা বা বিচার উহাই হার যুক্তির নির্দিষ্ট (অর্থাৎ ব্যঞ্জন অর্থের যুক্তি-অযুক্তি ভাব-বিভাবন লক্ষণকেই যুক্তিহার বলিয়া জানা দরকার)। জিন (বুদ্ধ) ধর্ম (সূত্রের অন্তর্গত যাহা কিছু কুশলাদি ধর্ম) ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার কথিত কুশলাদি ধর্মের যাহা পদস্থান (সঙ্গত বা ঠিক বিচার ইত্যাদি দ্বারা সূত্রে যে কারণ বর্তমান বা ভবিষ্যৎ অথবা সম্ভাব্য সূত্র হইতে নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে উহাই এখানে অভিপ্রেত) আর এইরূপ যাহা কিছু সেই সূত্রের অন্তর্গত সেই সমস্ত ধর্ম, ইহাই হার পদস্থান।

কথিত একটিমাত্র ধর্মে (অর্থাৎ কুশলাদিতে ও স্কন্ধাদিতে অথবা যেইখানে যাহা কিছু একজাতীয় ধর্মসূত্রে স্বরূপত নির্ধারিত বা কথিত) আর যেকোনো ধর্মসমূহ একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ যেকোনো ধর্মসমূহ কুশলাদি ভাবে ও স্কন্ধাদি ভাবে অথবা তৎধর্মের লক্ষণযুক্ত) সমস্তকেই সেই হারলক্ষণ নামে বলা হইয়াছে।

নিরুক্তি অভিপ্রায় (অর্থাৎ বুদ্ধগণের শিষ্যদের অথবা বুদ্ধের নির্ণীত সূত্রের দেশকগণের অভিপ্রায়), ব্যঞ্জন, দেশনানিদান বা দেশনার কারণ আর পূর্বাপর অনুসন্ধি বা সম্বন্ধ (অর্থাৎ পূর্ব বিষয় বা পদের সহিত পরবর্তী বিষয় বা পদের সম্বন্ধ)—এই চতুর্বিধ বিষয় বা বিভাবন লক্ষণ হারের চতুব্যূহ বা হারচতুব্যূহ। প্রথমত দেশনা আরম্ভে একটিমাত্র পরাক্রমশালী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে পদস্থান বা মূলরূপে গ্রহণ করিয়া দেশনারূঢ় স্মৃতিতে প্রজ্ঞা পরিচালনায় শেষ পদস্থান বা দেশনার শেষ পর্যন্ত একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকা। প্রথমে উৎসাহের সহিত আরব্ধ সূত্র বা ধর্মব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রমাদাদি বশে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর দেশনায় প্রতিপক্ষে বা বিপরীতদিকে আবর্তিত হইয়া যায়। সেই হারের নাম আবর্ত (অর্থাৎ দেশনায় গৃহীত বিষয়বস্তু সদৃশ-বিসদৃশ বা ওলটপালট হইয়া যায়, তদ্ধেতু ইহা আবর্ত লক্ষণ বা আবর্তহার নামে কথিত হয়)। এই হারধর্ম (স্বভাব ধর্ম) এবং পদস্থান ভূমি (অর্থাৎ যেই ভিত্তি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেষ্ঠ গুণবিশেষে পৌঁছাইতে পারা যায়। সেই পৃথগ্‌জনভূমি বা সাধারণ মনুষ্যভূমি অথবা দর্শনভূমি বা এইরূপ প্রারম্ভিক ভূমি) বলিয়া বিভাগ করিয়া থাকে আর এই হারধর্ম বিভাগ করিয়া সাধারণে অসাধারণে ও (অর্থাৎ দর্শন করিবার এবং ত্যাগ করিবার সবকিছু বা সর্ববিষয় রহিয়াছে বলিয়া পৃথগ্‌জনকে সাধারণ মানুষ বলা হইয়াছে); স্রোতাপত্তিমার্গ-ফললাভী, সকৃদাগামীমার্গ-ফললাভী, অনাগামীমার্গ-ফললাভী এবং অর্হত্ত্বমার্গলাভীর মধ্যে ক্রমানুসারে

দর্শন ও ত্যাগের সাধারণ কিছু কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সাধারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে; যাঁহাদের দর্শন ও ত্যাগ করিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই সেই অর্হৎগণ অসাধারণ গৃহীত পরিগণিত করিয়াছেন—ঈদৃশ যথাকথিত ধর্মসমূহকে বিভাজিত করে বলিয়া এই বিভক্তিকে হার বিভক্তিকরণ জানা দরকার।

সূত্রে সংবর্ণিত কুশল ও অকুশলধর্মে ভাবিবার মত ভাবিতে আর ত্যাগের মত ত্যাগ করিতে প্রতিপক্ষে বা বিসদৃশভাবে পরিবর্তিত হয়, ইহারই নাম হার পরিবর্তন।

যেই ব্যক্তি সূত্রোক্ত (অর্থাৎ ত্রিপিটকে বুদ্ধবচনে ভাষিত নববিধ সূত্রান্ত বা ধর্মবিষয়ক উপদেশে স্বীকৃত) একটি ধর্ম বা পদের বিবচন বা বহু পর্যায়ে অর্থ জানেন তিনি সূত্রবিদ। এইরূপে বহুবিধ বা বহু পর্যায়ে অর্থ জানার সেই হারের নাম বিবচন।

ভগবান একটিমাত্র ধর্মকে বা ধর্মস্কন্ধকে প্রজ্ঞপ্তিসমূহ দ্বারা বিবিধাকারে দেশনা করেন, সেই জ্ঞাতব্য দেশনা আকারের নাম প্রজ্ঞপ্তি হার।

যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশ পদিক প্রত্যয়াকার, যাহা ইন্দ্রিয় (বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়), যাহা স্কন্ধ (পঞ্চস্কন্ধ), যাহা ধাতু (আঠারো প্রকার ধাতু) এবং যাহা আয়তন (বারো প্রকার আয়তন)—এইসব সূত্রান্তর্গত পদের অর্থের সংবর্ণনায় যাহা অবতরণ বা প্রবেশ করা হয় উহার নামই ওতরণ বা অবতরণ হার।

গাথায় আমাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় মনে করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিয়া যাহা উত্তর দিতে আরম্ভ করা হয় (অর্থাৎ গাথায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে বুদ্ধগণ কর্তৃক উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া গাথার প্রতিটি পদের অর্থ শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা বা বিচার করিয়া যাহা বলা হইয়াছে) উহাই শোধন নামক হার।

যেই ধর্মসমূহ একত্বতার জন্য আর যেই ধর্মসমূহ স্বতন্ত্রতার জন্য নির্দিষ্ট বা সংবর্ণিত সেই ধর্মসমূহে বিকল্পনা আনা উচিত নয় (অর্থাৎ যেই ধর্মসমূহ দুঃখ উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি শ্রামণ্য আর যেই ধর্মসমূহ জন্ম-জরা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ইত্যাদি বিশেষে সূত্রে দেশনা করা হইয়াছে, ইহাতে কী অর্থে শ্রামণ্য আর কীই বা বিশেষ? এইরূপ শ্রামণ্যবিশেষ বিকল্পনা বা অনিশ্চিততাবশে সন্ধিগ্ধ হওয়া উচিত নহে)। যেহেতু শ্রামণ্যবিশেষ কল্পনার চেতনাভাব দ্বারা দৃঢ় না হইয়া অদ্য-কল্য-পরশু এইরূপে সময়বিশেষের অপেক্ষায় থাকা হয় আর পূর্বদিক, পশ্চিমদিক ইত্যাদি দিকবিশেষের

অপেক্ষায় থাকা হয়। এইরূপে অদৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা না করিয়া এই ধর্মসমূহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার নামই অধিষ্ঠান হার।

যেই যেই ধর্ম (অবিদ্যামূলক প্রত্যয় ধর্মসমূহ) যেই ধর্মকে (সংস্কারমূলক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মকে) পরম্পরা প্রত্যয়ভাবে হেতু প্রত্যাগমন করিয়া (অর্থাৎ সূত্রে নির্ধারণ করিয়া যেইরূপ সংবর্ধিত হইয়াছে তদনুরূপ কথিত নিয়মে প্রত্যায়ানুরূপ জনকাদি ভেদভিন্ন হেতু আকর্ষণ করে) উৎপন্ন করে বা বাড়ায়, ইহা পরিষ্কার বা উপাদান হার।

যেই যেই ধর্ম (অর্থাৎ শীলাদি ধর্মসমূহ), যাহা যাহা মূল (অর্থাৎ যেই ধর্মসমূহ প্রারম্ভিক সমাধিমূলভূত সেই সেই ধর্ম সেই প্রারম্ভিক সমাধিকে পদস্থান বা মূল ভিত্তি করিয়া আরূঢ় হওয়ার যোগ্য, ইহা সম্বন্ধে) আর মুনি (বুদ্ধ) কর্তৃক যাহা যাহা একার্থবোচক বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা যাহা আসক্তিক্ষয়ে চিত্তবিমুক্তি শৈক্ষ্যফল কামধাতু অতিক্রমকরণ ইত্যাদি আর আগামীফল লাভের জন্য শ্রদ্ধা একার্থবাচক বলিয়া বুদ্ধমুনি কর্তৃক প্রকাশ করা হইয়াছে) সেই ধর্মসমূহে সমারোপণ করা উচিত, ইহাই সমারোপণ হার।

যেই তৃষ্ণা ও অবিদ্যা নিয়ে যায় (অর্থাৎ সেই সংবর্ণনাবিশেষ সংক্লেশ বা অপবিত্রতাপক্ষ প্রাপ্ত করায়) আর যেই শমথ দ্বারা বিদর্শনে নেওয়া হয় (অর্থাৎ যেই শমথ সমাধি দ্বারা পবিত্রতাপক্ষ প্রাপ্ত করায়) উহা সত্যসমূহের মধ্যে যোজনা বা সংযোগ করিয়া নিয়া যায় (অর্থাৎ নীতকরণ, ইহাতে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা ভবমূলক বিধায় সমুদয় সত্য বা কারণসত্য, অবশিষ্ট ত্রিভৌমিক ধর্ম দুঃখসত্য; শমথ-বিদর্শন মার্গসত্যে আর তদ্বারা প্রাপ্তব্য অসংস্কৃত ধাতু নিরোধসত্য—এইরূপে এই চারিসত্যে যোজনা করিয়া নিয়া যায়) ঈদৃশ ধারা বা পদ্ধতিকে নন্দিয়াবর্ত বলে (অর্থাৎ সূত্রার্থের যেই তৃষ্ণা ও অবিদ্যার দ্বারা অপবিত্রতাপক্ষের আর শমথ-বিদর্শন দ্বারা পবিত্রতাপক্ষের চারি সত্য সংযোজনার প্রারম্ভে নীতকরণ বা নেয়ার লক্ষণবিশেষই নন্দিয়াবর্ত)।

অকুশলমূল দ্বারা (অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার প্রত্যয় বা চিত্তোৎপত্তি দ্বারা) সংগ্রহে সর্বপ্রকার অকুশলধর্মে যেই নেওয়া হয় আর কুশলমূল দ্বারা (অর্থাৎ কুশলের অলোভাদি মূল দ্বারা) যেই নেওয়া হয় সেই কুশলাকুশল পথ প্রদর্শন বা নীতকরণ কুশলাকুশল মায়ামরীচিকাদির ন্যায় অভূত বা মিথ্যা নহে, ইহা ভূত বা জাত বা প্রকৃতিগত, ঘট-পট প্রভৃতির ন্যায় ইহা সম্মতিসত্য মাত্র নহে, ইহা তথ বা প্রকৃত, অকুশলের বিপাক বা ফল প্রদান অবস্থার ভাব হইতে এবং কুশলের অনিষ্ট বিপাক অবস্থার ভাব হইতে বিপাকে বা ফল

প্রদানে স্মৃতি অবিসংবাদকতার বা সত্যতার দরুণ কুশলাকুশল অবহিত বা যথাসত্যে নিয়া যায়—এইরূপে এই তিনটি পদ ও কুশলাকুশল বিশেষণতায় দ্রষ্টব্য। অথবা অকুশলমূলসমূহ দ্বারা অকুশলসমূহে নীতকরণ আর কুশলমূলসমূহ দ্বারা কুশলে নীতকরণ—এই পদ্ধতি বা ধারাই ভূত বা জাত বা প্রকৃতিগত, তথ বা প্রকৃত এবং অবিতথ বা যথাসত্য অবস্থায় নিয়া যায়, চারি প্রকার সত্য নির্ধারণ করিয়া যোজনা করা হয় ইহাই অর্থ। এইখানে দুঃখ ইত্যাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ভাব হইতে অন্যপ্রকার ভাবের ভাবধারা দিয়া বলা হইয়াছে 'ভূত বা জাত' ইত্যাদি, সত্য স্বভাবের ভাবত্ব দিয়া বলা হইয়াছে 'তথ বা সত্য' ইত্যাদি, অবিসংবাদ বা সত্য কথা বলা হইতে বলা হইয়াছে 'অবিতথ বা যথাসত্য' ইত্যাদি। ভগবান ইহাই বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, এই 'তথ, অবিতথ এবং অন্যথা' চারি প্রকার'। সেই নয় বা ধারাকে বলা হইয়াছে ত্রিপুক্খল বা ত্রিপুদ্গল (অর্থাৎ যাহা অকুশলমূল দ্বারা অপবিত্রতাপক্ষীয় আর যাহা কুশলমূল দ্বারা পবিত্রতাপক্ষীয় সূত্রের চারি সত্য যোজনের প্রারম্ভে নীতকরণ লক্ষণ সংবর্ণনাবিশেষ উহাই ত্রিপুক্খলে নীত করে বলিয়া অর্থে বলা হইয়াছে)।

(অশুভে শুভ বলিয়া ধারণা ইত্যাদি ধারা প্রবর্তিত চারিটি) বিপল্লাস (বিপথে গমন বা উন্মার্গগমন) দ্বারা ক্লেশে বা দুঃখে আর শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সদ্ধর্মে যেই নেওয়া হয়—এই নয় বা ধারাকে (অর্থাৎ অশুভসংজ্ঞা প্রভৃতি চারি প্রকার বিপল্লাস দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাপক্ষের আর শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পবিত্রতাপক্ষের চারি সত্য যোজনা বা সংযুক্তিবশে নীতকরণ লক্ষণ সংবর্ণনাবিশেষকে) নয়ে বা ধারায় অভিজ্ঞ সদ্ধর্মবিদ পণ্ডিত ব্যক্তিরা সিংহবিক্রম বা সিংহের ন্যায় গর্জন বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

ব্যাকরণে বা অর্থসংবর্ণনায় যেই যেই কুশলাকুশল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই সেই কুশলাকুশলের বিষয়সমূহ মানসিক বা মনশ্চক্ষে অবলোকন করা হইয়াছে বা অবহিত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। উহাকেই বলা হইয়াছে দিসালোচন বা দিক নির্ণয়। (অর্থাৎ যেই যেই পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধীয় অর্থ শৃঙ্খলার যোজনার্থ করায় সূত্রের অর্থ কথনে সেই সেই কথিত পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিষয়ে যেমন, যেইটা প্রথম দিক, ইহা দ্বিতীয় দিক, ইত্যাদি মনের মধ্যে সেই সেই পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নয়ের বা ধারার দিক ভাগ দ্বারা উপপরীক্ষা হয়, বিচার করা হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইখানে যাহা অবলোকন উহাকেই বলা হইয়াছে দিসালোচন।) দিসালোচন দ্বারা অবলোকন করিয়া (অর্থাৎ প্রথমাদি দিসা

ভাবে অবলোকন বা উপপরীক্ষা করিয়া দিসালোচন ধারায় কারণবশে যেই যেই বিধি দ্বারা সেই সেই অর্থ শৃঙ্খলার যোজনায় দিক অবলোকন করা হইয়াছে সেই সেই বিধি দ্বারা) উৎক্ষিপ্ত করিয়া যাহা কুশলাকুশল ধর্মে সমান করা হয় (অর্থাৎ উদ্ধৃত করিয়া সূত্র হইতে দিসাভূত বা দিকান্তর্গত ধর্মে নির্ধারণ করিয়া যাহা কুশলাকুশল ধর্মে ন্যায়ত আনয়ন করা হয়)। এবম্বিধ নয় বা ধারার নাম অঙ্কুশ।

প্রথমে ষোলো প্রকার হার দ্বারা আর দিসালোচন বা দিক নির্ণয় হইতে দিক অবলোকন করাইয়া সংক্ষেপত অঙ্কুশ দ্বারাই ত্রিবিধ নয়ে বা ধারায় সূত্র নির্দেশিত হইল (অর্থাৎ এইরূপে হারে এবং নয়ে সঠিক স্থির করিয়া এখন যোজনাক্রমে বা ধারা দেখাইবার জন্য প্রথমে ষোলো প্রকার হার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া কুশলাকুশল বা পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নয়ের বা ক্রমের দিকভাগ দ্বারা উপপরীক্ষা ও বিচার করাইয়া সংক্ষেপে নয়ের শেষোক্ত বিষয় অঙ্কুশ দ্বারাই তিন প্রকার নয়ে সূত্র বা অর্থসংবর্ণনা নির্দেশ করা হইল।)

অক্ষর (একটিমাত্র অক্ষর বা পদ) পদ (নামপদ, আখ্যাতপদ, উসর্গপদ ও নিপাতপদ—এই চতুর্বিধ পদ অর্থাৎ ১. স্পর্শ, বেদনা বা অনুভূতি, চিত্ত—এইরূপ প্রারম্ভিক সত্ত্ব যোজনাকরণকে বলা হয় নামপদ বা বিশেষ্যপদ, ২. স্পর্শ করা, অনুভব করা, বিশেষভাবে জানা—এইরূপ প্রারম্ভিক ক্রিয়া যোজনাকরণকে বলা হয় আখ্যাতপদ বা ক্রিয়াপদ, ৩. ক্রিয়া গ্রহণের সংকেত 'প'—এইরূপ প্রারম্ভিক উপসর্গপদ, ৪. ক্রিয়ায় সত্ত্বের স্বরূপবিশেষ প্রকাশনের হেতুভূত এইরূপ—এইরূপ প্রারম্ভিক নিপাতপদ—এই চতুর্বিধ পদ), ব্যঞ্জন (পদে বা বাক্যে পদ বা শব্দ বিষয়ের অর্থ সংবর্ণিত হয়—এই অর্থে ব্যঞ্জন), নিরুত্তী (পদ বা শব্দাকারে নির্বাচন অর্থে নিরুত্তী) সেইরূপ নির্দেশ (অর্থাৎ নির্বাচন বিস্তারে নিরবশেষ দেশনার বা অর্থ করিয়া বুঝাইবার জন্য নির্দেশই) আর ষষ্ঠ কথা হইল আকার (অর্থাৎ পদসমূহের দ্বারা বাক্যের বিভাগই আকার) এইগুলি সমস্তই ব্যঞ্জন (অর্থাৎ এই যে অক্ষর, পদ, ব্যঞ্জন, নিরুত্তী, নির্দেশ ও আকার বলা হইল এইগুলি সমস্তই ব্যঞ্জন)।

শঙ্কাসনা (অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার), প্রকাশনা (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ব্যবহারে অর্থ ও পদ—এই দুইটির দ্বারা অক্ষর আর পদসমূহের স্পষ্টরূপে অর্থাকারে গৃহীত বর্ণনা প্রকাশকরণ), বিবরণা (অর্থাৎ বিস্তৃতাকারকরণ), বিভাগকরণ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত নয়ক্রমে অথবা অর্থ ও পদে ব্যঞ্জনাকার দ্বারা নির্দেশ করিয়া অর্থাকার এইখানে দেখাইয়াছেন), উত্তানীকর্ম (অর্থাৎ ব্যাখ্যার

কার্য নির্ধারণকরণ), প্রজ্ঞপ্তি (অর্থাৎ অর্থত্ত পদ প্রকারে জ্ঞাপনই প্রজ্ঞপ্তি, এইখানেও অর্থাকার নিরুক্তি ও নির্দেশের অনুরূপ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন) এই ছয়টি পদের দ্বারা অর্থ বা সূত্রার্থ ও কার্য বা উদ্‌ঘাটিত কার্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(লিঙ্গ বা চিহ্ন হিসেবে বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন দ্বারা বলা হইয়াছে) তিন প্রকার নয় বা ধারা এবং গণনাবশে ছয় প্রকার পদের সম্পূর্ণ অর্থ করা হইল। ভগবান কর্তৃক কথিত বাক্যের অর্থ নয় প্রকার পদ বা ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যুক্তভাবে হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্বপ্রকার বুদ্ধবচনের চারিসত্য প্রকাশকরণ হইতে নয় বা ধারাসমূহের অর্থ আর সংগৃহীত ত্রিবিধ নয়ের অর্থ হইতে শঙ্কাসনা ইত্যাদি আকারবিশেষ বলা হইল।

এখন অর্থ হিসেবে নয় প্রকার পদ আর উহার অর্থ সংবর্ণনা হিসেবে চব্বিশ প্রকার—এইরূপে উভয়কে (অর্থাৎ ছয় প্রকার অর্থপদ এবং তিন প্রকার অর্থ নয় বা ধারা—এই নয় প্রকার আর অর্থবর্ণনানুসারে যেই চব্বিশ প্রকার বলা হইয়াছে উহা এই উভয় প্রকারকে) সংযুক্ত করিয়া তেত্রিশ প্রকারে এইখানে নেত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

* * *

৪. প্রতিনির্দেশবার

৪. (ক) হারবিভঙ্গ

৪. (ক) ১. দেশনাহার বিভঙ্গ

৫. নেত্তিতে দেশনাহার কিরূপ? ‘আস্বাদাদীনবতা’ ইত্যাদি গাথা [নির্দেশবারে প্রথম গাথা দ্রষ্টব্য] ইহা দেশনাহার। কী দেশনা করা হইয়াছে? আস্বাদ, আদীনবতা বা দোষ, নিঃসরণ, ফল, উপায় এবং আণত্তি বা আদেশ। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট আদিতে কল্যাণজনক (এইখানে শীল দ্বারা আদিতে বা প্রারম্ভিক কল্যাণ, বুদ্ধ প্রবুদ্ধতার দ্বারা আদিকল্যাণ, উদ্ঘাটিতজ্ঞ বা উন্মুক্তজ্ঞ বিনীত বা দমিত হওয়ার দ্বারা আদিকল্যাণ), মধ্যে কল্যাণজনক (এইখানে সমাধির দ্বারা মধ্যকল্যাণ, ধর্ম ও সুধর্মতার দ্বারা অর্থাৎ সুন্দররূপে সুনীতি আচরণে দমিত হওয়ার দ্বারা মধ্যকল্যাণ, বিপরীতজ্ঞ বা বিপরীত ধারণায় দমিত হওয়ার দ্বারা

মধ্যকল্যাণ), পর্যাবসানে কল্যাণজনক (এইখানে প্রজ্ঞা দ্বারা বা জ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দ্বারা শেষকল্যাণ, সংঘে সুপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি দ্বারা অন্তিমকল্যাণ, জ্ঞাতব্যক্তি দমিত হওয়ার দ্বারা চরম ফল কল্যাণ)—এই ত্রিবিধ কল্যাণজনক ধর্মদেশনা করিব এবং উহার অর্থসহ (অর্থাৎ শঙ্কসনাদি ছয় প্রকার অর্থপদ সংযোগ করিয়া) ব্যঞ্জনসহ (অর্থাৎ অক্ষরাদি ছয় ব্যঞ্জন পদ সংযোগ করিয়া) কেবল পরিপূর্ণ (অর্থাৎ সর্বাংশে বা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ) পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য ধর্ম কথা (অর্থাৎ পরিয়ত্তি ধর্ম বা ত্রিপিটকোক্ত সমস্ত বুদ্ধবচন) প্রকাশ করিব বা বলিব। উহাতে আস্বাদ কিরূপ? কাম (অর্থাৎ মনোজ্ঞ রূপাদি ত্রিভৌমিক ধর্ম বা স্বভাব অনুরূপ বস্তু কামনা) আকাঙ্ক্ষী সত্ত্ব বা জীব যাহা পাইবার ইচ্ছা করে তাহার বা সেই সত্ত্বের মন সেই কাম্যবস্তুর অনুগামী হইয়া থাকে আর উহা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিত প্রীতমন হইয়া থাকে, ইহাই আস্বাদ (অর্থাৎ বস্তুলাভে প্রীতমন ও সৌমনস্য বা মানসিক শান্তিস্বরূপ আস্বাদ)।

উহাতে আদীনব কিরূপ? সেই কামাকাঙ্ক্ষী সত্ত্বের বা প্রাণীর উৎপন্ন ইচ্ছার বা তৃষ্ণার বস্তু (অর্থাৎ কাম্যবস্তু)-সমূহ যেকোনো অন্তরায় সংঘটিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইলে সেই সত্ত্ব উহাতে লৌহময় ইত্যাদি শল্যবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় পীড়িত হইয়া থাকে, ইহাই আদীনব (অর্থাৎ কাম্যবস্তুসমূহের পরিবর্তন বা অন্যথাভাব প্রাপ্তি দ্বারা কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষী সত্ত্বের দৌর্মনস্যভাব বা মানসিক অশান্তি ভাব উৎপত্তিতে পরিবর্তন দোষ)।

উহাতে নিঃসরণ কিরূপ? যেই ব্যক্তি বিষাক্ত কৃষ্ণসর্পের মস্তক পদদলিত না করিয়া পরিবর্জন করে সেই ব্যক্তি সর্প সদৃশ এইরূপ বিষাক্ত মনে করিয়া জগতে স্মৃতির সহিত অতিক্রম করে। (অর্থাৎ কোনো পুরুষ যেমন বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছায় বা প্রাণনাশের ভয়ে প্রতিপথে বা গতিপথের সম্মুখে বা বিপরীত দিকে বিষাক্ত কৃষ্ণসর্প দর্শন করিয়া নিজ পদ দ্বারা সর্পের মস্তক দলিত না করিয়া পথ পরিবর্তন করিয়া থাকে সেইরূপ যেই ভিক্ষু যথাকথিত কামে বা উৎপন্ন ইচ্ছাবৃত্তিকে ও আসক্তিকে দমন করিয়া বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া অথবা সর্বাংশে পরিবর্জন করিয়া থাকে সেই ভিক্ষু নবজগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থানের অবস্থায় 'জগতে এই তৃষ্ণা আসক্তির অনুরূপ' মনে করিয়া স্মৃতির সহিত অতিক্রম করিয়া থাকে), ইহাই নিঃসরণ (অর্থাৎ নৈর্বাণিক আরম্মণ বা জ্ঞানের বিষয়যুক্ত আর্যমার্গ দ্বারা আসক্তির অনুরূপ তৃষ্ণাকে অতিক্রমকরণ)।

উহাতে আস্বাদ কিরূপ? যে ব্যক্তি কর্ষণযোগ্য জমি ইত্যাদি ক্ষেত্র, ঘরের আসবাবপত্রাদি বস্তু, টাকা-পয়সা-স্বর্ণ ইত্যাদি অনুরূপ হিরণ্য, গরু-অশ্ব

প্রভৃতি, দাস-দাসী, জন-পরিজন, স্ত্রী, বন্ধু বা জ্ঞাতি-বান্ধব অথবা অন্য প্রকার মনোজ্ঞ বহুবিধ কাম্যবস্তুতে অণু অণুভাবে প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহার পক্ষে ইহাই আস্বাদ।

উহাতে আদীনব কিরূপ? উহা অবলীয়ানকে বলীয়ান করিয়া থাকে (অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রাদি ভেদে কাম্যবস্তুতে লোভপরায়ণ ব্যক্তিকে কুশলকর্মসমূহ দ্বারা পরিত্যক্ত অবস্থায় দুর্বলের অনুরূপ ক্লেশ বলবৎ হইয়া বশীভূত করিয়া থাকে অথবা শ্রদ্ধাবল ইত্যাদি বিরহিত সেই দুর্বল ব্যক্তিকে দুর্বল ক্লেশ দ্বারা বলীয়ান করিয়া থাকে), বিপদ তাহাকে নিষ্পীড়িত করিয়া থাকে (অর্থাৎ কাম্যবস্তু লোভী ব্যক্তিকে কাম্যবস্তুর অনুসন্ধান, রক্ষণ ও সিংহ প্রভৃতির জ্ঞাত বিপদ হইতে এবং কায়িক দুশ্চরিত্রাদির অজ্ঞাত বিপদ হইতে মন্দা বা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে)। উহা হইতে ভগ্ননৌকার জলসদৃশ দুঃখ অনুগমন করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিপদসমূহের দ্বারাই অভিভূত ব্যক্তির জন্ম-জরা ইত্যাদি দুঃখসমূহ সমুদ্রে ভগ্ন অর্ণবপোতের জল সদৃশ পিছে পিছে অনুগমন করিতে থাকে), ইহাই আদীনব (অর্থাৎ তৃষ্ণাবশে দুশ্চরিত্ররূপ অপবিত্রতায় হেতুভূত জন্ম-জরাদি দুঃখের অনুবন্ধন দোষ)।

উহাতে নিঃসরণ কিরূপ? সেই কারণে (অর্থাৎ যেই কারণে কাম্যবস্তু লোভীর পূর্বোক্ত নিয়মে দুঃখের অনুবন্ধন হইয়া থাকে সেই কারণে) সত্ত্ব সর্বদা স্মৃতিমান থাকিয়া (অর্থাৎ পূর্বাপর কাম্য কামনায় হতবুদ্ধি না হইয়া সর্বদা স্মৃতিমান হইয়া) কাম বা কামনাসমূহ পরিবর্জন করিয়া থাকে (অর্থাৎ বর্জন ও সমুচ্ছেদ দ্বারা রূপাদির বস্তুকামভূমিতে সর্বপ্রকার ক্লেশদায়ক কাম বা তৃষ্ণাসমূহকে উৎপন্ন না করিয়া পরিবর্জন করিয়া থাকে)। উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ওঘ বা প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে (অর্থাৎ এইরূপে কাম বা তৃষ্ণাসমূহকে ত্যাগ করিয়া তৎপ্রহাণকর আর্যমার্গ দ্বারা চারি ওঘ বা প্লাবন উত্তীর্ণ হইয়া থাকে) যেমন নৌকার জল সিঞ্চন করিয়া পার হইয়া যায় (অর্থাৎ যেমন কোনো ব্যক্তি জলভরা গুরুভার নৌকার জল সিঞ্চনে হালকা করিয়া পার হইয়া যায় এইরূপে আত্মভাবরূপ নৌকার ক্লেশরূপ গুরুভার জলসিঞ্চন করিয়া লঘু আত্মভাব দ্বারা সমর্থ হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি দ্বারা অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হইয়া নির্বাণ গমন করা যায়), ইহাই নিঃসরণ (অর্থাৎ কাম বা কামনা প্রহাণের প্রারম্ভ দ্বারা চারি ওঘ উত্তীর্ণ হইয়া অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নির্বাণপ্রাপ্তি, ইহাই সর্বপ্রকার কারণভূত নিঃসরণ হইতে নিঃসরণ)।

উহাতে ফল কিরূপ? বর্ষণকালে মহান ছত্র যেমন বৃষ্টিবর্ষণ হইতে রক্ষা

করে (অর্থাৎ বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষিত হইলে মহাছত্র যেমন দক্ষ ছত্রধারী ব্যক্তিকে সেই বৃষ্টিবর্ষণ প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে) সেইরূপ ধর্ম আচরণকারী ব্যক্তি ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকে (অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দানাদি পুণ্যকর্ম অপ্রমত্ততার সহিত আচরণ করে ধর্ম সেই ধর্ম আচরণকারী ব্যক্তিকে দৃষ্ট ধার্মিক বা এই সংসার বা ইহলোক সম্বন্ধীয় এবং সম্প্ররায়িক বা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোক সম্বন্ধীয় ভেদে দ্বিবিধ প্রকারে অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে পালন করিয়া থাকে)। ধর্মে সুন্দররূপে অভ্যস্ত ধর্ম আচরণকারী ব্যক্তি দুর্গতিতে (অর্থাৎ অসুরকুলে, প্রেতকুলে, তির্যগকুলে ও নরকে—এই চারি অপায়ে) গমন করে না, ইহাই সুফল, ইহাই ফল।

উহাতে উপায় কিরূপ? যখন (অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিদর্শন উদ্বুদ্ধ করিয়া যেই সময় অনিত্যতার বা পরিবর্তনের অনুরূপ) প্রজ্ঞায় বা জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করা হয় তখন জানা যায় সমস্ত সংস্কারই (উৎপত্তি বা উৎপন্ন বস্তুই) এইরূপ অনিত্য বা পরিবর্তনশীল। অনন্তর উহাতে (অর্থাৎ সেই অনিত্যতাতে) দুঃখ বলিয়া অপ্রবৃত্তি জন্মান অর্থাৎ অনিত্যানুদর্শনে অনিত্যতাকে দুঃখ বলিয়া পরিষ্কাররূপে দর্শন করে উহাতে বিরাগ উপলব্ধি বশে বিদর্শন গোচরীভূত পঞ্চস্কন্ধ দুঃখে অপ্রবৃত্তি জন্মায় নির্বেদ বা বিরক্তি প্রাপ্ত হয়) ইহাই মার্গ বা পথ বিশুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত। (অর্থাৎ উক্ত কথিত লক্ষণ অনুসারে বিরাগ উপলব্ধিতে সর্বক্লেশ বিশুদ্ধকরণ হইতে বিশুদ্ধিতার অনুরূপ নিত্য বিশুদ্ধিতার অথবা অমৃতধাতুর মার্গোপায়)। যখন প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করা হয় তখন জানা যায় সমস্ত সংস্কারই দুঃখ। অনন্তর উহাতে দুঃখ বলিয়া অপ্রবৃত্তি জন্মান ইহাই মার্গবিশুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত।

যখন প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করা হয় তখন জানা যায় সমস্ত সংস্কার ধর্মই (অর্থাৎ উৎপত্তি স্বভাবই) অনাত্ম বা অসার (অর্থাৎ ইহাতে আত্মাকারক বলিয়া অনুভূতির স্বভাব কিছু নাই, স্বয়ং অথবা আত্মা নাই এই কারণে অনাত্ম)। অনন্তর উহাতে দুঃখ বলিয়া অপ্রবৃত্তি জন্মান ইহাই মার্গবিশুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত, ইহাই উপায় (অর্থাৎ যেমন এই অনাত্মানুদর্শন প্রারম্ভ দ্বারা সমস্ত কক্ষপথে অপ্রবৃত্তি জন্মান বলা হইয়াছে, উহাতে বিশুদ্ধি দ্বারা অধিগমের বা প্রাপ্তির হেতুভাব হইতে উপায়)।

উহাতে আদেশ কিরূপ? বিসমতা বিদ্যমানে চক্ষুষ্মান পরাক্রম করে সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি জীবজগতে পাপসমূহকে পরিবর্জন করিয়া থাকে (অর্থাৎ চক্ষুষ্মান পুরুষ যেমন শরীর দ্বারা বোঝা বহন করিবার সময় প্রচণ্ড শক্তিতে অসমতল বা বন্ধুর ভূমিতল অথবা অসম হস্তী প্রভৃতিকে পরিবর্জন

করে তদ্রূপ জগতে প্রজ্ঞাবান পুরুষ সপ্রজ্ঞায় বা সজ্ঞানে হিতহিত জানিয়া বা বিচার করিয়া পাপজনক হীন দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি পরিবর্জন করিয়া থাকে), ইহাই আণত্তি বা আদেশ (অর্থাৎ এই পাপসমূহ পরিবর্জিত হওয়ার যোগ্য, ইহা ধর্মরাজ ভগবান বুদ্ধের আদেশ, ইহাই আণত্তি বা আদেশ)।

'ওহে দাম্ভিক রাজা, শূন্যতার দিক দিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করো' ইহা আণত্তি বা আদেশ (অর্থাৎ ওহে দাম্ভিক রাজা, সমস্ত সংস্কার জগৎ অবশবর্তীতা সলক্ষণবশে অথবা তুচ্ছ ভাবের সমান উপলব্ধিবশে শূন্য বলিয়া দর্শন হয়। ইহা ধর্মরাজ বুদ্ধের বচনবিধান ভাব হইতে আণত্তি বা আদেশ)। 'সর্বদা স্মৃতিমান থাকে' ইহা উপায় (অর্থাৎ 'সর্বদা স্মৃতিকার্য দ্বারা শূন্যতা দর্শনের অনুগামী হইতে থাকে' এইরূপে সর্বদা স্মৃতিমান হইয়া থাকাটাই উপায়)। আত্মানুদৃষ্টি অপসারিত করিয়া (অর্থাৎ কুড়ি প্রকার বস্তুকে সৎকায় বা শরীরের বর্তমানতারূপে দর্শন উদ্ধৃত করিয়া সমূলে ধ্বংস করিয়া) এইরূপ মৃত্যুতর আছে বলিয়া দর্শনকরণ, ইহা ফল (অর্থাৎ এইরূপ কথিত নিয়মে যাহাকে মৃত্যু-উত্তরণ মৃত্যুর বিষয় অতিক্রম বলা হইয়াছে উহার পূর্বভাগে যাহা প্রতিপদা বা পরিচালনের গতিপথ অথবা আচরণের ধারা সাধন, ইহাই দেশনার দ্বারা ফল)।

৬. উহাতে ভগবান উদ্‌ঘটিতজ্ঞ বা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যাহাকে নির্দেশে প্রতিনির্দেশে উদ্ঘাটনমাত্র, ঘটামাত্র, নির্দেশ দেওয়ামাত্র তাহা জানে বা বুঝিতে পারে অথবা ধর্মদেশনাকারী দেশক হইতে দেশনারূপ ভাজন স্থানান্তর গমনের ন্যায় হয় আর তাহা তাদৃশ উচ্চারিতভাবে জানে অথবা কথিত সময়ে যাহার ধর্মাভিসময় বা সত্যজ্ঞাত হয় সেই উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তিকে নিঃসরণ সম্বন্ধে দেশনা করেন, বিপঞ্চিতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ বা পদ ভাষণে উহাকে বিস্তৃত অর্থে, বহু অর্থে, বহুভাবে বিবিধ আকারে জানিতে বা বুঝিতে পারে অথবা সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থে বিভাগ করিয়া ধর্মাভিসময় বা সত্যজ্ঞাত হয় সেই বিপঞ্চিতজ্ঞ ব্যক্তিকে) আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে দেশনা করেন, নীত হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে (অর্থাৎ নেওয়ার উপযুক্ত ধর্মের প্রতিনির্দেশে অর্থ প্রাপ্তব্য অর্থে নেয়্য অথবা মৃদু ইন্দ্রিয় অবস্থায় বা প্রতিলোম গ্রহণ হইতে নেওয়ার যোগ্য বিধায় বা অর্থে নেয়্য, সেই নেয়্য ব্যক্তিকে) আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে দেশনা করেন।

[পুদ্‌গল বা বিভাগ হিসেবে অভিজ্ঞার বা বিশেষ জ্ঞানের চারিটি বিভাগ এবং চারিটি প্রতিপদা বা আচরণ ধারা। উহা আবার শমথ-বিদর্শন

প্রতিপত্তিবশে বা ধর্মনিষ্ঠ সাধনাবশে দ্বিবিধ। শমথপক্ষে—প্রথম হার সমান হইতে ধ্যান আরম্ভ করিয়া যেই পর্যন্ত সেই সেই ধ্যানের উপাচার উৎপন্ন হয় সেই পর্যন্ত প্রবর্তিত ধ্যানকে শমথ ভাবনা প্রতিপদা বলা হয় আর উপাচার হইতে অর্পণা পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রজ্ঞাকে অভিজ্ঞা বা বিশেষ জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু বিদর্শনপক্ষে—যেই সাধক রূপায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদর্শনে মনোনিবেশ করিয়া চারি মহাভূত পরিগ্রহণ (গবেষণা বা ভাবনা) করিয়া উপাদারূপ (বহিঃস্থ বস্তুর স্বরূপ বা আকৃতি) পরিগ্রহণ করে, অরূপ পরিগ্রহণ করে—এইরূপে পরিগ্রহণ করিয়া দুঃখে কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, ইহার নাম দুঃখপ্রতিপদা। গবেষণাকৃত রূপারূপের বিদর্শন সাধনায় মার্গ প্রাদুর্ভাব দ্বন্দ্বতায় (অর্থাৎ হয় অথবা নয় এইরূপ দ্বন্দ্ব বা ব্যাকুল অবস্থায়) দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা বা দ্বন্দ্বযুক্ত বিশেষ জ্ঞান নাম হইয়া থাকে। অতএব যেই সাধক রূপারূপ গবেষণা করিয়া নামরূপ ব্যবস্থাপন করিতে দুঃখে কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হইয়া ব্যবস্থাপিত করিয়া থাকে, আর ব্যবস্থাপিত করিতে নামরূপ বিদর্শন সাধনা করিয়া বিলম্বে বা দীর্ঘ সময়ে মার্গ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় উহাকে বলা হয় দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা। অন্যভাবে ও নামরূপে ব্যবস্থাপন স্থিরীকৃত করিয়া প্রত্যয়ে বা হেতু গবেষণা করিতে দুঃখে কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হইয়া গবেষণা করিয়া থাকে এবং প্রত্যয়ে গবেষণা করিয়া বিদর্শন সাধনা করিয়া দীর্ঘ সময়ে মার্গ উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহাও দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা। অন্য প্রকারে প্রত্যয়ে ও গবেষণা করিয়া লক্ষণসমূহ বোধগম্য করিয়া দুঃখে কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হইয়া বোধগম্য লক্ষণও বিদর্শন সাধনা করিয়া বিলম্বে মার্গ উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহাও দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দাভিজ্ঞা। অন্য প্রকারে লক্ষণসমূহও বোধগম্য করিয়া বিদর্শনজ্ঞানে অত্যন্ত প্রবল সাহসে সুপ্রসন্নতার সহিত উৎপন্ন বিদর্শনসমূহ ক্লান্তি, পরাজয়মান বা শ্রীভ্রষ্টকারক দুঃখে কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হইয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, শ্রীহীনতাও নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিদর্শন সাধনায় বিলম্বে মার্গ উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহাও দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা। ঈদৃশ উপায়ে আরও তিনটি প্রতিপদা বলা হইয়াছে। বিদর্শনপক্ষীয় চতুর্বিধ প্রতিপদাও ঐরূপে দ্রষ্টব্য।]

এতাদৃশ প্রতিপদা বিভাগের চারিটি প্রতিপদা এবং সেই প্রতিপদা বিভাগের সহিত হেতু, উপায়, ফলসমূহ দ্বারা প্রদর্শনের জন্য চারি প্রকার পুদ্গল বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১. এক প্রকার প্রতিপদা এবং অবিদ্যার মোহ প্রধান তৃষ্ণা চরিত্রের (তৃষ্ণা দ্বারা প্রবর্তিত) এক প্রকার পুদ্গল স্মৃতিপ্রস্থান

ভাবনা অবলম্বনে স্মৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দুঃখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় নীত হয়, ২. এক প্রকার প্রতিপদা এবং উল্লাসিত প্রজ্ঞাযুক্ত তৃষ্ণাচরিত্রের এক প্রকার পুদ্গল ধ্যান অবলম্বনে সমাধি ইন্দ্রিয় দ্বারা দুঃখপ্রতিপদা ক্ষিপ্র বা তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞায় নীত হয়, ৩. এক প্রকার প্রতিপদা এবং অবিদ্যার মোহপ্রধান দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন) চরিত্রের এক প্রকার পুদ্গল সম্যক প্রধান অবলম্বনে বীর্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখপ্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় নীত হয়, ৪. এক প্রকার প্রতিপদা এবং উল্লাসিত প্রজ্ঞাযুক্ত এক প্রকার পুদ্গল চারি আর্যসত্য অবলম্বনে প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখপ্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞায় নীত হয়।

এখানে সেই বিনীত পুদ্গল বিভাগকে অর্থ নয় যোজনায় বিষয় করিয়া দেখাইবার জন্য উভয় তৃষ্ণাচরিত্র ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তৃষ্ণা দ্বারা সমাধি প্রতিপক্ষতা হেতু তৃষ্ণাচরিত্র বিশুদ্ধ করার সমাধি প্রারম্ভে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া 'শমথ পূর্বগামী হইয়া' বলা হইয়াছে। ইহা অবশ্য অনাগামীফল সমাধি ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে, উভয় তৃষ্ণাচরিত্র শমথ ও বিদর্শন যুগ্ম ভাবনায় শমথ-বিদর্শনের পূর্বগামী হইয়া সম্যক দৃষ্টির সহিত অর্হত্ত্বফল সমাধির পূরণকারী রাগ বিরাগের (আসক্তিতে বিরক্তির অথবা কামনায় অনিচ্ছার) চিত্ত বিমুক্তি (চেতনা বিমুক্তি অথবা সঙ্কল্প মুক্তি বা মোচন) দ্বারা সম্যক সমাধিতে নিয়া যায়। তদ্রূপ উভয় দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) চরিত্র শমথ ও বিদর্শন যুগ্ম ভাবনায় বিদর্শন শমথের পূর্বগামী হইয়া সম্যক দৃষ্টির সহিত অর্হত্ত্বফল সমাধির পূরণকারী অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) বিরাগের প্রজ্ঞাবিমুক্তি দ্বারা সম্যক সমাধিতে নিয়া যায়। উহাতে যাহা শমথ পূর্বগামী প্রতিপদার (প্রগতির ধরন) দ্বারা নেওয়া হয় তাহা প্রবর্তিত অভিনন্দন দ্বারা (তীব্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা) হইয়া থাকে। যাহা বিদর্শন পূর্বগামী প্রতিপদা (প্রগতির ধরন) হইয়া নেওয়া হয় তাহা সিংহবিক্রমে হইয়া থাকে।

৭. [এইরূপে প্রতিপদা বিভাগ দ্বারা বিনীত পুদ্গল বিভাগ দেখাইয়া এখন উহাকে সেই জ্ঞান বিভাগ দ্বারা দেখানো হইতেছে, কেননা ভগবানের দেশনা বিনীতের বিনয়ন বা শিক্ষা পর্যন্ত। বিনয়ন (শিক্ষা) ও শ্রুতময়াদি তিন প্রকার প্রজ্ঞানুক্রমে উৎপত্তি যেমন, ভগবানের দেশনায় প্রবত্তি (প্রাসঙ্গিক কথা) ভাব বিভাবন (ভাবিবার বিষয়কে ভাবিয়া স্পষ্টকরণ) ও হার-নয় ব্যাপার, সেই জন্য এই হারের সুমত্থিত প্রকার পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া যে পর্যন্ত পুদ্গল বিভাগ দেখাইয়া দেশনার ভাজন বিভাগ করিয়া সেই দেশনায় দেশনা হার নিয়োজিত করিবার ইচ্ছায় বলা হইয়াছে] এই সেই হার কোথায় হইতে সম্ভব বা সমুত্থিত হইয়াছে?

শাস্তা যাহাকে ধর্মদেশনা করেন অথবা গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ভগবানের শ্রাবকগণ (শিষ্যগণ) যাহাকে ধর্মদেশনা করেন সেই শ্রোতা ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে, সেই ধর্ম শ্রবণে শ্রোতার যাহা বীমাংসা বা অনুসন্ধান প্রজ্ঞা, উৎসাহ বা বীর্য দ্বারা উপস্তম্ভিতা ধর্মের ধারণ পরিচয় সাধিকা প্রজ্ঞা, তুলনা বা পদ হইতে পদান্তর অথবা দেশনা হইতে দেশনান্তর তুলনা করিয়া উপযুক্ত বা ঠিক করিয়া গ্রহণ প্রজ্ঞা, উপপরীক্ষা বা পালি ত্রিপিটকরূপ মহাপ্রদেশে অবতরণ করিয়া উহা যথাযথভাবে পরীক্ষাকরণ প্রজ্ঞা, ইহা শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। সেইরূপ বীমাংসা (ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা রূপারূপ ধর্ম, ইহা পঞ্চস্কন্ধ বলিয়া সেই সেই ধর্মের স্বভাব অনুসন্ধান প্রজ্ঞা), তুলনা (সেই ধর্মসমূহের বচনার্থ ব্যতীত স্বভাব সরস লক্ষণের তুলনা করিবার ন্যায় গ্রহণ প্রজ্ঞা), উপপরীক্ষা (সেই ধর্মসমূহের সলক্ষণ ত্যাগ না করিয়া অনিত্যাদি পরিবর্তনশীল প্রত্যায়াদিসহ আকারে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা পরীক্ষাকরণ প্রজ্ঞা), মনসানু পেক্ষণা (সেই উপপরীক্ষিত ধর্মে বা স্বভাবে বিচার-বিতর্কের সহিত স্থিরকৃত বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিত্তের যত্নসহকারে গভীর চিন্তাকরণ) ইহা চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা। এই শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা এবং চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা দুইটির দ্বারা রূপান্তর পরিগ্রহণাদি বিচারে যুক্ত প্রযুক্ত সাধকের (কথিত অনুক্রমে বিচার বা অনুভূতি প্রয়োগে দৃষ্টিবিশুদ্ধি, সন্দেহোত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধিসমূহের সম্পাদনে বিদর্শন ঔৎসুক্য সাধকের যে দর্শন বিশুদ্ধি অনুরূপ) প্রথমে নির্বাণ দর্শন সফলতায় প্রথম মার্গ দর্শন ভূমিতে আর অবশিষ্ট শৈক্ষ্যাশৈক্ষ্য ধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবনা ভূমিতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। (শাস্তা কিংবা শ্রাবকের) ঘোষিত দেশনা শ্রবণে যে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহা শ্রুতময় জ্ঞান বা শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। সেই ঘোষিত বা দেশিত ধর্মের স্বভাব পরিগ্রহণাদি যথাকথিত উপায়ে প্রবর্তিত বিচার দ্বারা উহা হইতে নিজের যে জ্ঞান সমুত্থিত হয় বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহা চিন্তময় জ্ঞান বা চিন্তামযী প্রজ্ঞা। অপরের ঘোষণায় বা দেশনায় নিজের মধ্যে সমুৎপন্ন জ্ঞান দ্বারা এবং উচিত বিচার দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা ভাবনাময় জ্ঞান বা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা।

৮. যাহার শ্রুতময়ী ও চিন্তময়ী দুইটি প্রজ্ঞা আছে সে উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ (অর্থাৎ এই শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধের ইচ্ছা প্রয়োগ সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্য হওয়া মাত্রেই জানিতে পারে এমন ব্যক্তিকে বলা হয় উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ)। যাহার শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা আছে চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা নাই সে বিপঞ্চিতজ্ঞ বা ইতঃস্ততকারীজ্ঞ (অর্থাৎ চিন্তাময় জ্ঞান দ্বারা অনুরাগের বা প্রবণতার প্রস্তুতি

বা পরীক্ষা ব্যতিরেকে উদ্দেশ-নির্দেশ হইতে জাননই বিপঞ্চিতজ্ঞ বা ইতস্ততকারীজ্ঞ)। যাহার শ্রুতময়ী প্রজ্ঞাও নাই চিন্তাময়ী প্রজ্ঞাও নাই সে নেয়্য (অর্থাৎ শ্রুতময় জ্ঞানের অভাব থাকায় নিরবশেষ বিস্তৃত দেশনায় নেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া নেয়্য)।

৯. [এইরূপে দেশনা প্রতিপদা জ্ঞান বিভাগসমূহের দ্বারা দেশনা বিভাগকরণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যাহা বিভাগ করা হইয়াছে এখন উহাতে প্রবর্তিত করার জন্য ভগবানের ধর্মদেশনায় দেশনাহার নির্ধারণ করিয়া যোজনা করিবার জন্য 'সা অযং ধম্মদেসা'তি' ইত্যাদি আরম্ভ করা হইয়াছে। উহাতে 'যা পুব্বে ধম্মং বো ভিক্খবে, দেসিস্সামী'তি' ইত্যাদি প্রতিনিদের্শবারের প্রথম হইতে দেশনাহারের বিষয়ভাব দ্বারা পালি ধর্মগ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে।]

এই সেই ধর্মদেশনা অর্থাৎ সেই ধর্মদেশনা অনুক্রমে এই ধর্মদেশনা। কী ধর্মদেশনা করা হইয়াছে? চারি আর্যসত্য; যথা : দুঃখ, দুঃখ উৎপত্তির কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায় বা মার্গ। আদীনব ফল দুঃখ (অর্থাৎ তৃষ্ণাপ্রযুক্ত লৌকিক ত্রিভৌমিক পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ ধর্মসমূহ অনিত্যাদি দোষস্বভাববশে ফলস্বরূপ দুঃখ), আস্বাদ দুঃখ উৎপত্তির কারণ (অর্থাৎ তৃষ্ণাযুক্ত শুভসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা ও আত্মসংজ্ঞা—এই চতুর্বিধ বিপল্লাস বা উন্মার্গগমনের ইচ্ছা প্রণোদিত আস্বাদ বা তৃপ্তিবোধ দুঃখ উৎপত্তির কারণ), নিঃসরণ নিরোধ (অর্থাৎ দুঃখের বিরোধ বা উপশমজনিত মুক্তি), উপায় আদেশ এবং মার্গ (অর্থাৎ বিদর্শনে আর্যমার্গসহ দেশনা এবং দেশনার ফল অধিগমের উপায় করাই উপায়স্বরূপ আদেশ বা মার্গ বলা হইয়াছে। এই চারি সত্য (যেমন সত্যবিভঙ্গ সূত্রে বলা হইয়াছে তৃষ্ণাবিশিষ্ট ক্লেশবিশিষ্ট অকুশলধর্মসমূহ, আসক্তিযুক্ত কুশলমূলসমূহ এবং আসক্তিযুক্ত কুশলধর্মসমূহ সমুদয় বা দুঃখ উৎপত্তির কারণভাবে বিভক্ত সেইভাবে সেই সেই নয়ে সেই সেই তৃষ্ণা অবশিষ্ট ত্রিভৌমিক ধর্মসমূহ দুঃখ সত্যভাবে বিভক্ত হইয়াছে। তদ্ধেতু এই চারি আর্যসত্য সেই ত্রিভৌমিক দুঃখসত্য হইতে নির্গমন বা মুক্তির উপায়), ইহা ধর্মচক্র (অর্থাৎ যাহা ভগবানের চারি প্রকার আর্যসত্য সম্বলিত নিজের উৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা, ইহা ধর্মচক্র), ভগবান যাহা বলিয়াছেন (অর্থাৎ এখন সেই ধর্মদেশনায় ধর্মচক্রের বিষয়বস্তু সত্য বিভঙ্গ সূত্রের মতে দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে 'ভগবান যাহা বলিয়াছেন') : 'হে ভিক্ষুগণ, বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে (বর্তমান সারনাথে) অনুত্তর (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্মচক্র প্রবর্তন বা প্রকাশ করা হইল যাহা কোনো শ্রমণ কিংবা

ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতা কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা সত্ত্বলোকের কেউ কখনো প্রবর্তন করে নাই', ইহা সমস্তই ধর্মচক্র।

উহাতে অপরিমিত পদ, অপরিমিত অক্ষর (অর্থাৎ বিশৃঙ্খল কথার প্রায় সমস্ত পদে সংগৃহীত অক্ষরসমূহ), অপরিমিত ব্যঞ্জন (বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন), অপরিমিত আকার, ভাব প্রকাশ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই উহার এইরূপ চারি আর্যসত্য উল্লেখকৃত অর্থের সঙ্কাসনা বা দীপ্তকরণ প্রকাশনা প্রচার বিভাগকরণ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বা প্রদর্শনী প্রজ্ঞপ্তি—এইরূপে ইহাই দুঃখ আর্যসত্য।

'হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ বলিয়া বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করা হইল যাহা কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতা কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা সত্ত্বলোকের কেউ কখনো প্রবর্তন করে নাই। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের নিরোধ বা উপশম বলিয়া বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করা হইল যাহা কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতা কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা সত্ত্বলোকের কেউ কখনো প্রবর্তন করে নাই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখকে নিরোধ করিবার প্রতিপদা বা উপায় বলিয়া বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করা হইল যাহা কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতা কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা সত্ত্বলোকের কেউ কখনো প্রবর্তন করে নাই।'

উহাতে অপরিমিত পদ, অপরিমিত অক্ষর, অপরিমিত ব্যঞ্জন, অপরিমিত আকার, ভাব প্রকাশ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই উহার এইরূপ চারি আর্যসত্য উল্লেখকৃত অর্থের সঙ্কাশন (দীপ্তিমানকরণ) প্রকাশনা-প্রচার-বিভাগকরণ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বা প্রদর্শনী প্রজ্ঞপ্তি এইরূপে ইহাই দুঃখকে নিরোধ করিবার প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য। উহাতে ভগবান অক্ষরসমূহের দ্বারা সঙ্কাশন করিয়াছেন, আকারসমূহের দ্বারা বিভাগ করিয়াছেন, নিরুক্তিসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যা বা প্রদর্শন করিয়াছেন, নির্দেশ বা বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন।

উহাতে ভগবান অক্ষর এবং পদসমূহ দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন (অর্থাৎ শৈখ্যরূপে গ্রহণের ন্যায় কৃত্যসাধনের জন্য শ্রুতাবধান করিয়া সমাহিত চিত্ত দ্বারা বিনীতগণের সঙ্কাশনবশে অক্ষরাদিসমূহ দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত বা উত্তেজিত করা হইয়াছে যেন পদপর্যাবসানে বা বর্ণনার পরিসমাপ্তিতে প্রবণতাবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে, সেইরূপে যথাভিপ্রায় বা পরিকল্পনারূপ সংক্ষেপে অর্থ করা বা বর্ণনা করা হইয়াছে), ব্যঞ্জন এবং আকারসমূহ দ্বারা

বিপঞ্চনা (অর্থাৎ যেইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ নির্দেশ) করা হইয়াছে আর নিরুক্তি এবং নির্দেশসমূহ দ্বারা বিস্তৃত করা হইয়াছে। উহাতে উদ্দেশ বা দেশনা আদি বা প্রথম, বিপঞ্চনা (ইতস্ততকরণ বা অস্থিরতা) মধ্যে এবং বিস্তৃতকরণ পর্যাবসানে বা পরিসমাপ্তিতে। এই সেই ধর্মবিনয় যাহা উদ্দেশ বা বর্ণিত হওয়ায় উদ্ঘাটিতজ্ঞ ব্যক্তিকে (শ্রবণে যথাকর্তব্যপরায়ণ শ্রোতাকে) বিনীত করে, সেইজন্য ইহাকে 'আদিকল্যাণপ্রদ বলিয়া বলিতেছি, বিপঞ্চিয়ন্ত বা নির্দেশ দিবার যোগ্য নেয়্য ব্যক্তিকে বিনীত করে, সেইজন্য ইহাকে 'মধ্যে কল্যাণপ্রদ' বলিয়া বলিতেছি; বিস্তৃতভাবে প্রকাশ হইয়া অথবা প্রতি নির্দেশ দিবার যোগ্য নেয়্য ব্যক্তিকে বিনীত করে, সেইজন্য ইহাকে 'পর্যাবসানে কল্যাণপ্রদ' বলিয়া বলিতেছি।

১০. উহাতে ছয় প্রকার পদের অর্থ, সঙ্কাশনা, প্রকাশনা, বর্ণনাকরণ, বিভাগকরণ, উত্তানীকর্ম (অভিব্যক্তি বা ব্যাখ্যা পুস্তক) এবং প্রজ্ঞপ্তি—ইহাই ছয় প্রকার পদের অর্থ ও ব্যঞ্জন—অক্ষর, পদ, ব্যঞ্জন, আকার, নিরুক্তি এবং নিদের্শ, ইহাই ছয় প্রকার পদের ব্যঞ্জন। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট আদিতে কল্যাণজনক, পর্যাবসানে কল্যাণজনক এবং উহার অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ কেবল বা সর্বাংশে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনা করিব।' এইখানে 'কেবল (সর্বাংশে বা সম্পূর্ণরূপে)' লোকোত্তর সম্বন্ধীয় বিষয়, ইহা কিন্তু লৌকিক ধর্মসমূহের সহিত মিশ্রিত নহে। 'পরিপূর্ণ' পরিপূর্ণ যাহা কমও নহে অতিরিক্তও নহে। 'পরিশুদ্ধ' নির্মল, সর্বপ্রকার মল বা পাপ অপগত, বিশুদ্ধ, সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (অর্থাৎ লোকোত্তর বা অতীন্দ্রিয় আদর্শস্বরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথবা অধিশীল শিক্ষাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ) মনোনিবেশের স্থান, ইহাও বলা হইয়াছে তথাগত পদ (অর্থাৎ এই শিক্ষাত্রয় সংগ্রহ শাসন ব্রহ্মচর্য তথাগতের সুগন্ধ বা সুকীর্তি হস্তী সদৃশ প্রতিপত্তিজনিত বা ধার্মিক অভ্যাসজনিত দেশনা গমনে ক্লেশের গভীরতায় প্রকাশ হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে সেই পথ বা মার্গ) ইহাও গোচর-ভাবনা-সেবন (অভ্যাস বা নিত্যকৃত) দ্বারা তথাগত নিসেবিত (তথাগতের নিত্য অভ্যস্ত) এবং ইহাও তথাগত রঞ্জিত বা তৃপ্ত (অর্থাৎ তাঁহার মহাবজ্রতুল্য জ্ঞানময় সর্বজ্ঞতাজ্ঞানময় দন্তসমূহ দ্বারা কর্তিত ত্রিভৌমিক স্থান) হইয়াছে। তদনুরূপ চিত্তসম্পন্ন ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ তথাগত পত্রাদি দ্বারা যেইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তদনুরূপ কারণে সর্বসত্ত্বের ব্রহ্মা ভগবানের ব্রহ্মচর্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ চর্যা প্রকাশ করা হইয়াছে); সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সর্বাংশে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিব।' এই ধর্মদেশনা

কাহাদের জন্য? যোগীদের জন্য। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'আস্বাদ, আদীনবতা, নিঃসরণ, ফল, উপায়, আণত্তি বা আদেশ—ইহা যোগীজনের জন্য ভগবানের দেশনাহার বা দেশনারূপহার' ইত্যাদি।

৪. (ক) ২. বিচয়হার বিভঙ্গ

১১. উহাতে বিচয়হার কী রকম? 'যাহা জিজ্ঞাসা এবং যাহা উত্তর' ইত্যাদি গাথা, ইহা বিচয়হার। কী বা কোনো বিষয় চিন্তা করে? পদ সম্বন্ধে চিন্তা করে (অর্থাৎ প্রথম হইতে নির্গমন সূত্রের সর্বপদ সম্বন্ধে চিন্তা করে। এই বিচয় বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা শব্দ ও অর্থভেদে দুই প্রকার। উহাতে ইহা নামপদ, ইহা আখ্যাত পদ, ইহা উপসর্গ পদ, ইহা নিপাত পদ, ইহা স্ত্রীলিঙ্গ, ইহা পুংলিঙ্গ, ইহা ক্লীবলিঙ্গ, ইহা অতীতকাল, ইহা ভবিষ্যৎ কাল, ইহা বর্তমান কাল, ইহা কর্তৃকারক সাধন বা কর্তৃকারক, ইহা করণকারক সাধন, ইহা কর্মকারক সাধন, ইহা অধিকরণ সাধন, ইহা অবিভাজ্য বচন, ইহা উপযোগ বা সম্বন্ধবচন, ইহা পার্থিব বচন পর্যন্ত, ইহা একবচন, ইহা অনেক বা বহুবচন ইত্যাদি এইরূপ বিভাগবচন, ইহা শব্দ হইতে পদ বিচার বা পদ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা। অর্থ হইতে পদ বিচার হইতেছে সেই সেই পদ দ্বারা বক্তব্য অর্থ সংবর্ণনা)। প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করে (অর্থাৎ যদি পদ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নাদি বশে প্রবর্তন করা হয় উহার আর উহার অর্থের প্রশ্নাদি ভাব বিচারযোগ্য—ইহা দেখাইবার জন্য 'প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করা' বলা হইয়াছে)। উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে, পূর্বাপর সম্বন্ধে চিন্তা করে, আস্বাদ সম্বন্ধে চিন্তা করে (যেহেতু সমস্ত দেশনাহার বিচয়হারের বিষয়সূত্রের বিচার করিয়া করা হইয়াছে, সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'আস্বাদ সম্বন্ধে চিন্তা করে')। আদীনব বা দোষ সম্বন্ধে চিন্তা করে, নিঃসরণ সম্বন্ধে চিন্তা করে, ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে, উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করে, আদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করে, অনুগীতি সম্বন্ধে চিন্তা করে অর্থাৎ বিচার্যমান সূত্রপদের অনুরূপ সূত্রান্তর পদসমূহ ও অর্থোদ্ধারবশে অথবা পদোদ্ধারবশে আনিয়া বিচার্য বলিয়া দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে, সমস্তই নববিধ সূত্রে চিন্তা করে।

যথা কি ভাবে? (অর্থাৎ যেইভাবে সেই বিচয় প্রবর্তিত হওয়া উচিত সেইভাবে সেই প্রকারে অর্থ নির্দেশের জন্য জিজ্ঞাসা করা হইতেছে 'কিভাবে বা কী প্রকারে'?) যেই প্রকারে আয়ুষ্মান অজিতপরায়ণ (অর্থাৎ বাবরী ব্রাহ্মণের ষোলো জন পরিচারক বা সেবকের মধ্যে কোনো একজন)

ভগবানকে নির্বাণ গমনের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :

(আয়ুষ্মান অজিতপরায়ণ জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) 'সত্ত্বলোক বা প্রাণিজগৎ হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে? তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না? বলুন, অভিলেপন বা আবরণ কিসের? আর আপনার মহাভয়ও বা কিসে?'

(এইখানে নিবারণ বা বাধা, অপ্রকাশন বা গোপন রাখন, অভিলেপন বা আবরণ এবং মহাভয়) এই চারি প্রকার অর্থ-সমন্বিত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা, উহা একটিমাত্র প্রশ্ন। কেন এক বস্তুতে বা এক অর্থে পরিগ্রহণ করা হইয়াছে? এইরূপ বলা হইয়াছে : 'লোক বা সত্ত্বলোক হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে?' এইখানে লোকাধিট্‌ঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে (এই চারিটি প্রশ্ন একটিমাত্র লোকস্পতিগুণভূত সত্ত্বলোকের বা প্রাণিজগতের উপকারে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া একটিমাত্র বস্তু বা অর্থবাচক জিজ্ঞাসা)। 'তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না বা গোপন রাখিয়াছেন?' এইখানে সত্ত্বলোকের অপ্রকাশন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। 'বলুন, অভিলেপন বা আবরণ কিসের?' এইখানে সত্ত্বলোককে আবরণকরণ বা ঢাকিয়া রাখন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। 'আপনার মহাভয়ও বা কিসে?' এইখানে সেই সত্ত্বলোকের মহাভয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। লোক তিন প্রকার, যথা : ক্লেশলোক (অর্থাৎ রাগ বা আসক্তি ইত্যাদি ক্লেশ বাহুল্যতা দ্বারা রমিত কামাবচর বা কামভূমির সত্ত্বগণ ক্লেশলোক), ভবলোক (অর্থাৎ ধ্যান অভিজ্ঞা বৃদ্ধি করিয়া রমিত রূপাবচর বা রূপব্রহ্মভূমির সত্ত্বগণ ভবলোক) এবং ইন্দ্রিয়লোক (অর্থাৎ আনেঞ্জ বা অরূপব্রহ্মভূমির সমাধি বাহুল্যতায় বিশদ ইন্দ্রিয় হইয়াছে বলিয়া অরূপাবচর বা অরূপব্রহ্মভূমির সত্ত্বগণ ইন্দ্রিয়লোক)।

ভগবানের উত্তর—'(ওহে অজিত,) সত্ত্বলোক (কামভূমির সত্ত্বগণ) অবিদ্যায় বা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, মাৎসর্যরূপ সন্দেহের প্রমাদ (আলস্য বা কর্তব্য কার্যে অবহেলা) হেতু প্রকাশ পায় না।' আমি বলিতেছি, 'লোভই আবরণ এবং ইহার দুঃখকে মহাভয় (অর্থাৎ বানরের এক কামড় বা একগ্রাস যেমন বানরের অভিলেপনের বা আবরণের সংলগ্নতা বা আঠালো প্রকৃতি তেমন) এই কামভূমির সত্ত্বগণের লোভজনক তৃষ্ণা পুনঃপুন জন্মগ্রহণের আবর্ত দুঃখকে মহাভয় বলিয়া আমি বলিতেছি।'

সেই চারি পদের উত্তর এই চারি পদ দ্বারা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—প্রথম পদের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই দ্বিতীয় পদ দ্বারা, সেই দ্বিতীয় পদের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এই তৃতীয় পদ দ্বারা সেই তৃতীয় পদের

উত্তর দেওয়া হইয়াছে আর এই চতুর্থ পদ দ্বারা সেই চতুর্থ পদের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 'সত্ত্বলোক হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে?' প্রশ্নের উত্তর 'সত্ত্বলোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন।' এইভাবে যথাক্রমে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এখন সত্ত্বলোক নীবরণসমূহ দ্বারা [অর্থাৎ ১. কামচ্ছন্দ বা ইন্দ্রিয়সুখরূপ নীবরণ বা আবরণ, ২. (অবিজ্জা) ব্যাপদ নীবরণ অর্থাৎ (পরের সম্পত্তিতে লোভ উৎপন্ন করিয়া) ক্রোধ-হিংসা-বিদ্বেষ করণরূপ নীবরণ, ৩. থিনমিদ্ধ নীবরণ অর্থাৎ মন ও শরীরের আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তারূপ নীবরণ, ৪. ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে বিরক্তিভাব প্রকাশরূপ নীবরণ, ৫. বিচিকিচ্ছা অর্থাৎ সন্দেহ বা সন্দিহান অবস্থায় ইতস্তত করণরূপ নীবরণ—এই পঞ্চ নীবরণ বা আবরণ অথবা মনের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক দ্বারা] আচ্ছাদিত, সমস্ত সত্ত্ব অবিদ্যারূপ নীবরণ দ্বারাই আবরিত, ভগবান যেমন বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি বলিতেছি সর্বপ্রকার সত্ত্বের, সর্বপ্রকার প্রাণীর এবং সর্বপ্রকার ভূতের বা জীবন্ত প্রাণীর পর্যায়ে একই প্রকার নীবরণ, এই নীবরণই অবিদ্যা। অবিদ্যারূপ নীবরণ দ্বারাই আচ্ছন্ন সমস্ত সত্ত্ব সর্বপ্রকার অবিদ্যায় নিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা আনিলে ত্যাগ আনিলে প্রত্যাখ্যান করিলে হে ভিক্ষুগণ, আমি বলিতেছি সত্ত্বগণের নীবরণ (আবরণ বা আচ্ছাদন) থাকিতে পারে না।' তদ্বারা (অর্থাৎ 'সত্ত্বলোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন' এই কথার দ্বারা) প্রথম পদের বা প্রশ্নের (অর্থাৎ 'সত্ত্বলোক হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে?' এই প্রশ্নের) উত্তরযুক্ত হইয়াছে। 'তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না?' প্রশ্নের উত্তর 'মাৎসর্যরূপ সন্দেহের প্রমাদ হেতু প্রকাশ পায় না।' যেই ব্যক্তি নীবরণসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন সেই ব্যক্তি (কিছু) হইতে দূরে থাকে। (কিছু) হইতে দূরে থাকা বা যোগ না দেওয়াকে বলা হয় সন্দেহ। সে সন্দেহযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় না, শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হওয়ায় অকুশল বা পাপ ধর্মসমূহকে ত্যাগের জন্য কুশলধর্ম বা পুণ্যকার্যসমূহকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাহার বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ হয় না। সেই ব্যক্তি এই সংসারে প্রমাদ অনুযুক্ত বা আলস্যপরায়ণ হইয়া অবস্থান করে, প্রমত্ত ব্যক্তি ধর্মে অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি সেইসব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করা হয় না, ভগবান যেমন বলিয়াছেন, 'সৎ পুরুষ দূরে থাকিলেও হিমালয় পর্বত সদৃশ প্রকাশিত থাকে, রাত্রিকালে শর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় এইখানে অসৎ পুরুষকে দেখা যায় না। সৎ পুরুষগণ বিবিধ প্রকার গুণ দ্বারা, কীর্তি দ্বারা, যশ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।'

তদ্বারা (অর্থাৎ 'মাৎসর্যরূপ সন্দেহের প্রমাদ হেতু প্রকাশ পায় না' এই কথার দ্বারা) ও দ্বিতীয় পদের বা প্রশ্নের (অর্থাৎ 'তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না?' এই প্রশ্নের) উত্তরযুক্ত হইয়াছে।

'বলুন, লেপন বা আবরণ কিসের?' প্রশ্নের উত্তর 'আমি বলিতেছি, লোভই আবরণ। জপ্পা বা লোভ বলিলে বুঝায় তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা কিরূপে আবরিত করে? ভগবান যেমন বলিয়াছেন :

'যেই মানুষের নিকট কামরাগ বা আসক্তি প্রবল হয় তখন সেই ব্যক্তি সেই কাম প্রবৃত্তিতে ঘোর অন্ধ হইয়া যায়। সেই কামান্ধতায় সেই ব্যক্তি কামনার বিষয়বস্তু জ্ঞাত থাকে না আর সেই কামান্ধতায় সেই ব্যক্তি কামনার উৎপত্তি বা স্বভাব দর্শন করে না।'

এই সেই তৃষ্ণা আসক্তিবহুল ব্যক্তিকে এইরূপে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া (অর্থাৎ পূর্বসংস্কার স্থায়ী করিবার কারণে) সেই তৃষ্ণার সত্ত্বলোক আঠালো প্রকৃতি বা পদার্থ দ্বারা রক্ষিত হওয়ার ন্যায় হইয়া থাকে। তদ্বারা (অর্থাৎ 'আমি বলিতেছি লোভই আবরণ' এই কথার দ্বারা) তৃতীয় পদের বা প্রশ্নের (অর্থাৎ 'বলুন, লেপন বা আবরণ কিসের?' এই প্রশ্নের উত্তরযুক্ত হইয়াছে)। 'আপনার মহাভয় কিসে?' প্রশ্নের উত্তর 'ইহার দুঃখকে মহাভয়। দুঃখ দুই প্রকার; যথা : কায়িক বা শারীরিক দুঃখ এবং চৈতসিক বা মানসিক দুঃখ। যাহা কায়িক ইহা শারীরিক দুঃখ, যাহা চৈতসিক বা মানসিক ইহা দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তি। সমস্ত সত্ত্ব বা প্রাণীই দুঃখকে শঙ্কা করে, দুঃখের সমতুল্য ভয় নাই। কিন্তু সেই দুঃখের অতীত বা অতিক্রান্ত কোথায় বা কিরূপে? দুঃখভাব তিন প্রকার; যথা : দুঃখরূপ দুঃখভাব, সংস্কাররূপ দুঃখভাব, পরিবর্তনরূপ দুঃখভাব। সত্ত্বগণ সেই তিন প্রকার দুঃখকে কখনো কখনো সীমিত করিয়া আবার কখনো কখনো সীমিত করাইয়া দুঃখরূপ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ কখনো কখনো আত্ম উপক্রম বা অভিপ্রায়কে ভিত্তি করিয়া আবার কখনো কখনো পরোপক্রমকে অথবা অপরের অভিপ্রায়কে ভিত্তি করিয়া ইত্যাদি বিভাগ দ্বারা দুঃখরূপ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হওয়া বিশেষে রূপাবচর বা রূপব্রহ্মভূমির কার্য দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে)। সেইরূপ বিপরিণাম বা পরিবর্তনরূপ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য উপেক্ষা সমাপত্তি ধ্যানের বাহুল্যতা বিশেষে অরূপাবচর বা অরূপব্রহ্মভূমির কার্য দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে)। ইহার কারণ কী? সত্ত্বলোকের সত্ত্বগণ (প্রাণিজগতের প্রাণীগণ) দুঃখরূপ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হইবার কারণে নিরোগীও হইয়া থাকে এবং

অরূপব্রহ্মভূমির ব্রহ্মা বিশেষে দীর্ঘায়ুও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কাররূপ দুঃখভাব হইতে মুক্ত হইয়া সত্তা বা জীব অনুপাদিশেষ (শরীরাংশ অনবশিষ্ট) নির্বাণধাতুতে পরিণত হইয়া থাকে। সেই কারণে (অর্থাৎ যেই কারণে সমস্ত সত্ত্বলোক ব্যাপী সর্ববিষয় সংগ্রহকারী সংস্কাররূপ দুঃখভাব সেই কারণে) সংস্কাররূপ দুঃখভাব হইতে সত্ত্বগণের দুঃখোৎপত্তি হয় ইহা মনে করিয়া এই দুঃখকে মহাভয় হয়। তদ্বারা (অর্থাৎ 'ইহার দুঃখকে মহাভয়' এই কথার দ্বারা) চতুর্থ পদের বা প্রশ্নের (অর্থাৎ 'আপনার মহাভয় কিসের?' এই প্রশ্নের উত্তরযুক্ত হইয়াছে)। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'প্রাণিজগৎ বা সত্ত্বগণ অবিদ্যায় বা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন।'

সর্বদিক দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ সর্বপ্রকার রূপাদি আয়তনে অথবা চক্ষু ইত্যাদি ছয় ইন্দ্রিয় স্থানে তৃষ্ণাদি স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে), (আয়ুষ্মান অজিত জানিতে ইচ্ছা করেন), সেইসব স্রোতকে কিরূপে নিবারণ করা যায়? আপনি সেই স্রোতসমূহের সংযম (অর্থাৎ নীবরণ বা আবরণ সম্বন্ধীয় সংযম) সম্বন্ধে বলুন কি প্রকারে সেইসব স্রোত বন্ধ হইয়া থাকে অথবা সেইসব স্রোতকে বাধা দেওয়া যায়।

এই চারিটি পদ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। উহাতে দুইটি প্রশ্ন। অধিক বাধ্য দ্বারা (অর্থাৎ চারিটি পদ দ্বারা) কেন জিজ্ঞাসা করা হইল? এইরূপে নিযুক্ত বা ব্যস্ত সত্ত্বের এইরূপে সংক্লিষ্ট বা অবিশুদ্ধ সত্ত্বের (অর্থাৎ যেইসব জ্ঞাতি ব্যসনাদির জন্য প্রাণিবধ ইত্যাদি দ্বারা অথবা এইরূপ দুর্গতির কারণভূত আপদাদি দ্বারা সমানতার সহিত সর্বত্র অথবা এই সত্ত্বলোক বা প্রাণীগণ পতিত পরিব্যাপ্ত। সেই নিমিত্ত দশপ্রকার কেশবস্তু দ্বারা সংক্লিষ্ট এবং তাহার সেই পতিতাকার ও সংক্লিষ্টার জ্ঞানত জানিয়া বলা হইয়াছে : 'এইরূপে পতিতের এইরূপে সংক্লিষ্টের)' শুদ্ধিতা কিরূপে আসিতে পারে? (অর্থাৎ শমথ-বিদর্শন ভাবনায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কিরূপে লাভ হইতে পারে?)

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা হইয়াছে : 'সর্বদিক দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয়।' অসমাহিত (একাগ্রতারহিত বা নানা অবলম্বনে বিক্ষিপ্তচিত্ত) সত্ত্বগণের অভিজ্ঝা বা লোলুপতা, ব্যাপাদ বা হিংস-বিদ্বেষ বা জীবহত্যা, প্রমাদ বা অলসতা বহুলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। উহাতে যাহা অভিজ্ঝা বা লোলুপতা—ইহা দ্বেষ বা হিংসা অকুশল আর যাহা প্রমাদ বা অলসতা ইহা মোহ অকুশলমূল। এইরূপে সেই অসমাহিত প্রাণীগণের ছয় প্রকার আয়তন বা স্থান দিয়া তৃষ্ণা প্রবাহিত হইয়া থাকে; যেমন : রূপতৃষ্ণা (বাহ্যিক মনোজ্ঞ বস্তুত দৃশ্যমান আকারের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), শব্দতৃষ্ণা (মনোজ্ঞ শব্দের

প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), গন্ধতৃষ্ণা (মনোজ্ঞ সুগন্ধের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), রসতৃষ্ণা (মনোজ্ঞ স্বাদের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), স্পর্শতৃষ্ণা (মনোজ্ঞ কোমল স্পর্শের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), ধর্মতৃষ্ণা (মনের মনোজ্ঞ বা মনোমত বিষয়বস্তু গ্রহণ ও ধারণের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা)। ভগবান যেমন বলিয়াছেন—'হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার আয়তন বা স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহা আধ্যাত্মিক আয়তন বা স্থানসমূহের অধিবচন। চক্ষু মনোজ্ঞরূপ বা বস্তুর আকারসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞরূপসমূহে আহত হইয়া থাকে। শ্রুত বা কর্ণ মনোজ্ঞরূপ বা শব্দসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞরূপ বা শব্দসমূহে আহত হইয়া থাকে। ঘ্রাণ বা নাসিকা মনোজ্ঞরূপ বা সুগন্ধীসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞরূপ বা দুর্গন্ধসমূহে আহত হইয়া থাকে। জিহ্বা মনোজ্ঞরূপ বা স্বাদসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞরূপ বিস্বাদসমূহে আগত হইয়া থাকে। কায় বা শরীর মনোজ্ঞরূপ বা কোমলরূপসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞ বা শক্ত (কর্কশ) স্পর্শসমূহ আহত হইয়া থাকে। মন মনোজ্ঞ বা মনোমত ধর্ম বা বিষয়বস্তুসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অমনোজ্ঞ ধর্ম বা বিষয়বস্তুসমূহে আহত হইয়া থাকে।'

এইরূপে চক্ষু ইত্যাদি সর্বপ্রকার (ছয় প্রকার) ইন্দ্রিয় হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকারে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'সর্বদিক দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয়'। 'সেই স্রোতসমূহকে কিরূপে নিবারণ করা যায়?' ইহাতে পূর্ব সংস্কারের বিনাশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—ইহা বোদান বা পূর্ব সংস্কারের বিনাশজনিত শুদ্ধিতা। 'আপনি সেই স্রোতসমূহের সংযম সম্বন্ধে বলুন কী প্রকারে সেই স্রোত বন্ধ হইয়া থাকে অথবা সেই স্রোতকে বাধা দেওয়া যায়?' ইহাতে অনুশয়ের (সুপ্ত বা অন্তর্নিহিত প্রবণতার) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইহা বুট্‌ঠান বা শুদ্ধিতা উৎপাদন।

উত্তরে ভগবান বলিলেন, '(হে অজিত,) সত্ত্বলোকে যেইসব স্রোত প্রবাহিত হইতেছে সেইসব স্রোতের নিবারণ বা বাধা স্মৃতি (অর্থাৎ বিদর্শনসংযুক্ত স্মৃতি কুশল ও অকুশলধর্মসমূহের বা পাপ ও পুণ্যের গতি সমন্বয়ে সমানভাবে সেই স্রোতসমূহকে নিবারণ করিয়া থাকে)। আমি বলিতেছি, সেই স্মৃতিই স্রোতাসমূহের সংবর বা সংযমতা। প্রজ্ঞা দ্বারা ইহাদিগকে বন্ধ করা যায় (অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয় উৎপন্ন রূপসমূহে অনিত্যাদি লক্ষণবশে প্রতিবেধ বা বিচক্ষণতা সাধনে মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা এই স্রোতসমূহ

সর্বপ্রকারে বন্ধ হইয়া যায় আর উৎপন্ন হইবার সুযোগের অভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়)'।

কায়গত (অর্থাৎ শরীর বা শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুচি সম্বন্ধীয়)-স্মৃতি ভাবনা দ্বারা এবং উহাকে বহুলভাবে বৃদ্ধি করিয়া ভাবনা দ্বারা চক্ষু দৃশ্যমান মনোজ্ঞ রূপ বা বস্তু আকারসমূহে আসক্ত হয় না (অর্থাৎ চক্ষুদ্বারে লোভাদি সংঘটিত মনোমত বস্তু আকারসমূহ ব্যক্তির চিত্তসন্ততিকে বা চিত্তের অবিরত গতিকে আকর্ষণ করে না), দৃশ্যমান অমনোজ্ঞ রূপ বা বস্তু আকারসমূহেও আহত হয় না। শ্রুত বা কর্ণ মনোজ্ঞ শব্দরূপ বা শব্দাকার বস্তুসমূহে আসক্ত হয় না (অর্থাৎ শ্রবণ দ্বারে লোভাদি সংঘটিত মনোমত শব্দরূপ বা শব্দাকার বস্তুসমূহ ব্যক্তির চিত্ত সন্ততিকে আকর্ষণ করে না), অমনোজ্ঞ শব্দরূপ বা শব্দাকার বস্তুসমূহেও আহত হয় না। ঘ্রাণ বা নাসিকা মনোজ্ঞ গন্ধরূপ বা গন্ধাকার বস্তুসমূহে আসক্ত হয় না (অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারে লোভাদি সংঘটিত মনোমত গন্ধরূপ বা গন্ধাকার বস্তুসমূহ ব্যক্তির চিত্ত সন্ততিতে আকর্ষণ করে না), অমনোজ্ঞ গন্ধরূপ বা গন্ধাকার বস্তুসমূহেও আহত হয় না। জিহ্বা মনোজ্ঞ স্বাদরূপ বা স্বাদাকার বস্তুসমূহে ব্যক্তির চিত্ত সন্ততিকে আকর্ষণ করে না), অমনোজ্ঞ স্বাদরূপ বা স্বাদাকার বস্তুসমূহেও আহত হয় না। কায় বা শরীর মনোজ্ঞ স্পর্শরূপ বা স্পর্শাকার বস্তুসমূহে আকৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ শরীর দ্বারে লোভাদি সংঘটিত মনোমত স্পর্শরূপ বা স্পর্শাকার বস্তুসমূহ ব্যক্তির চিত্তসন্ততিকে আকর্ষণ করে না), অমনোজ্ঞ স্পর্শরূপ বা স্পর্শাকার বস্তুসমূহে আহত হয় না। মন মনোজ্ঞ ধর্ম বা মনের স্বভাব অনুরূপ চিন্তনীয় বিষয়বস্তুসমূহে আসক্ত হয় না। (অর্থাৎ মনোদ্বারে লোভাদি সংঘটিত মনোমত ধর্ম বা মনের স্বভাব অনুরূপ চিন্তনীয় বিষয়বস্তুসমূহ ব্যক্তির চিত্তসন্ততিকে আকর্ষণ করে না), অমনোজ্ঞ ধর্ম বা মনের স্বভাব অনুরূপ চিন্তনীয় বিষয়বস্তুসমূহেও আহত হয় না। ইহার কারণ কী? ইন্দ্রিয়সমূহের সংযত বা নিয়ন্ত্রিত নিবারণ দ্বারা। কিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত বা নিবারিত করা যায়? স্মৃতি রক্ষণ দ্বারা। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সেই স্রোতসমূহের নিবারণ স্মৃতি।' প্রজ্ঞার দ্বারা অনুশয়সমূহ পরিত্যক্ত হয়, অনুশয়সমূহের পরিত্যক্ত হইলে পুনরুত্থানের সন্ততি বা নিরবচ্ছিন্নতা বন্ধ হইয়া আচ্ছন্ন হওয়ার দরুণ বিনষ্ট হইয়া যায়। কী প্রকারে? প্রজ্ঞার দ্বারা। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'প্রজ্ঞার দ্বারা ইহাকে বন্ধ করা যায়।'

(আয়ুষ্মান অজিত জানিতে চাহেন) 'প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য, বলুন কোথায় ইহা থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয়?'

(ভগবানের উক্তি) 'হে অজিত, তুমি আমাকে যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ নিঃশেষরূপে যেইখানে নাম এবং রূপ থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয় আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি, বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা, ইহাতেই ইহা থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয় (অর্থাৎ বিজ্ঞান বা চিত্তোৎপত্তি বন্ধ হইলে ইহা নিরুদ্ধ হয় বা থামিয়া যায়)'।

১২. এই প্রশ্ন দ্বারা দেশনার অবসান বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। দেশনার অবসান বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার পর কি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে? অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু (অর্থাৎ শরীরের অনবশিষ্ট নির্বাণ অবস্থা) এবং তিন প্রকার সত্য সম্বন্ধীয় নিরোধ স্বভাব; যথা : দুঃখ, সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ এবং মার্গ যাহা অসংস্কৃত নিরোধ। উহাতে সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ দর্শনভূমি ও ভাবনাভূমি এই দুই ভূমিতে পরিত্যাগ হইয়া যায়। দর্শন দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, সন্দেহ ও শীলব্রত পরামাশয় (আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ) এই তিন প্রকার সংযোজন পরিত্যাগ হইয়া যায়। ভাবনা দ্বারা কামাচ্ছন্দ (কামভূমির বা ভোগ বিলাসের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা), ব্যাপাদ (বিদ্বেষ বা ঈর্ষাপরায়ণতা), রূপরাগ (রূপ বা শরীরধারী ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপরাগ (অরূপ বা অশরীরী ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), মান (অভিমান বা আত্মমর্যাদা জ্ঞান), ঔদ্ধত্য বা নিরবশেষ বা অনবশেষ অবিদ্যা (অর্থাৎ দর্শনমার্গ দ্বারা প্রহীণাবশেষ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা মোহ)—এই সাত প্রকার সংযোজন বা বন্ধন পরিত্যাগ হইয়া যায়। সেই ধাতুসমূহের মধ্যে দশ প্রকার সংযোজনের পাঁচটি নিম্নভাগীয় বা হীনগতিতে জন্মপ্রদানকারী আর পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় বা ঊর্ধ্বগতিতে জন্মপ্রদানকারী। উহাতে সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ ও শীলব্রত পরামাশয়—এই তিন প্রকার সংযোজন বা বন্ধন অনঞ্‌ঞাত-ঞ্‌ঞস্‌সামী ইন্দ্রিয়কে বা অজ্ঞাতজ্ঞাত হওয়া ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠান করিয়া (অর্থাৎ বিরক্ত হইয়া বা ত্যাগ করিয়া) নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং নিরবশেষ অবিদ্যা—এই সাত প্রকার সংযোজন অঞ্‌ঞিন্দ্রিয় বা অন্য-ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠান করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যাহা 'আমার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে' এইরূপ জানা—ইহা ক্ষয়ে জ্ঞান বা ক্ষয় জ্ঞান, 'ইহার বা এই জন্মের পর আর আমার জন্ম নাই (অর্থাৎ আমি এই সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব না)' বিশেষরূপে জানা—ইহা অনুৎপত্তিতে জ্ঞান (অর্থাৎ জন্ম না হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান। অর্থসালিনীতে কিন্তু বলা হইয়াছে, 'ক্ষয়ে জ্ঞান অর্থে ক্লেশক্ষয়কারী

আর্যমার্গে জ্ঞান')। এই দুইটি জ্ঞান অঞ্ঞ্ঞতাবিন্দ্রিয় বা অনন্যইন্দ্রিয় জ্ঞান (এইখানে বলা হইয়াছে : 'জ্ঞানের অনুৎপত্তিতে প্রতিসন্ধি বা জন্মবশে এই অনুৎপত্তিভূত জ্ঞানকে সেই মার্গ ত্যাগের উপযুক্ত ক্লেশসমূহের অনুৎপত্তি পর্যাবসানে উৎপন্ন জ্ঞানকে আর্যফলে উৎপন্ন জ্ঞান বলে।' এইখানে কিন্তু উভয় জ্ঞানই অর্হত্ত্বফল জ্ঞানবশে বিভক্ত, সেইজন্য বলা হইয়াছে, 'এই দুইটি জ্ঞান অঞ্ঞ্ঞতাবিন্দ্রিয় বা অনন্যইন্দ্রিয় আরম্মণ বা অবলম্বন সংকেত দ্বারা অথবা ক্ষয়ে উৎপন্ন হইতেছে না এইরূপ অবলম্বন সমজ্ঞানে দুইটি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে)। উহাতে যাহা অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামী ইন্দ্রিয় বা অজ্ঞাতজ্ঞাত হওয়া ইন্দ্রিয় এবং যাহা অঞ্ঞিন্দ্রিয় বা অন্য-ইন্দ্রিয়—এই দুইটি অগ্রফল বা শ্রেষ্ঠ ফল অর্হৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিরুদ্ধ হইয়া যায়। উহাতে যাহা ক্ষয়ে জ্ঞান এবং যাহা অনুৎপত্তিতে জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান একক প্রজ্ঞা। [অঞ্ঞিন্দ্রিয় বা অন্য-ইন্দ্রিয় নিচের দিকে তিনটি ফলে এবং উপর দিকে তিনটি মার্গে উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুন উৎপন্ন হইয়া ও অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামী বা অজ্ঞাতজ্ঞাত হওয়া ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রথম ফল উৎপন্ন হইয়া অগ্র বা শ্রেষ্ঠ ফলোৎপত্তিতে অনুৎপত্তি নিরোধ দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তদ্ধেতু বলা হইয়াছে—'যাহা অজ্ঞাতজ্ঞাত হওয়া ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। ইহার দ্বারা প্রহীণ বা পরিত্যাগ হওয়ার উপযুক্ত ধর্ম বা স্বভাবসমূহের ন্যায় দর্শন ভাবনাই অগ্রফল উৎপাদন করিয়া থাকে। তদাবশেষ ফল ধর্মসমূহ ও অনুৎপত্তি নিরোধ দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কোনো কথায় ত্রিভৌমিক ধর্মসমূহকে দেখান হইল? তাহা অঞ্ঞ্ঞতাবিন্দ্রিয় বা অনন্য-ইন্দ্রিয়ের একক প্রজ্ঞা। যদি এক প্রজ্ঞা হইয়া থাকে দুইটি কেন বলা হইল? বলা হইয়াছে 'অপিচ' ইত্যাদি।] অপিচ আরম্মণ সংকেত দ্বারা দুইটি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; যথা : 'আমার জন্ম ক্ষীণ বা ক্ষয় হইয়াছে' ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি 'ক্ষয়ে জ্ঞান' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 'ইহার পর আর আমার জন্ম নাই' বিশেষরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি 'অনুৎপত্তিতে জ্ঞান' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রজানন বা বিভাজন স্বভাব-হেতু প্রজ্ঞা, অন্যগুলি কিন্তু যথাদৃষ্ট যথাগৃহীত আরম্মণ বা অবলম্বন অপরিবর্তন অর্থে নিমজ্জন অর্থে স্মৃতি।

১৩. উহাতে যাহা পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ, ইহা নামরূপ। উহাতে যাহা স্পর্শ পঞ্চকা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও শরীর, এই পাঁচটি স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ধর্ম বা স্বভাব (অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ গ্রহণের ধর্ম বা স্বভাব) ইহা নাম বা অদৃশ্যমান বস্তু। যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ, ইহা রূপ বা দৃশ্যমান বস্তু বা আকার। তদুভয় নামরূপ বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত বা সংযুক্ত (অর্থাৎ নাম এবং

রূপ অভিন্ন পরস্পরাশ্রিত হইয়া একত্রে চলিতে থাকাবশত উহাতে অন্য চিত্ত-চৈতসিকসমূহের রূপধর্ম বা বস্তু আকার ও গৃহীত হইয়া থাকে। নামকে গ্রহণ দ্বারা এইখানে 'বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার' এক স্কন্ধত্রয়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে নামরূপ বিজ্ঞান সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে)। আয়ুষ্মান অজিত পারায়ণ ভগবানকে সেই নিরোধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন : 'প্রজ্ঞা, স্মৃতি এবং নামরূপ ইহাই আমার প্রশ্ন, ইহা কোথায় থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয়?'

[গাথায় অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে উহা চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া আর্যমার্গ অধিগম বা লাভ দ্বারা প্রাপ্তব্য, ইহা দেখাইয়া ঋদ্ধিপাদ ভাবনামূলভূত ইন্দ্রিয়সমূহ স্মৃতি-প্রজ্ঞাই নির্ধারণ করিবার জন্য 'উহাতে স্মৃতি-প্রজ্ঞা চারি প্রকার ইন্দ্রিয়' বলা হইয়াছে।]

উহাতে স্মৃতি এবং প্রজ্ঞা চারি প্রকার ইন্দ্রিয়। (কুশলাকুশল-ধর্মসমূহের গতি সমন্বয়ে সমানভাবে স্মৃতি সিদ্ধ হয় আর নিঃসন্দেহভাবে সমাধি সফল হয়। এইখানে স্মৃতিগ্রহণ দ্বারাও পূর্ব সংস্কার প্রহাণ বা পরিত্যাগ করা—এই অভিপ্রায়ে এইখানে বলা হইয়াছে) স্মৃতি দুই প্রকার; যথা : স্মৃতি-ইন্দ্রিয় এবং সমাধিন্দ্রিয়। (সেইরূপ অনুশয়ের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসবিধানকারিণী প্রজ্ঞা সিদ্ধ হইতে থাকে আর উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বীর্যও সিদ্ধ হইতে থাকে। তদ্ধেতু বলা হইয়াছে) প্রজ্ঞা দুই প্রকার ইন্দ্রিয়; যথা : প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় এবং বীর্য-ইন্দ্রিয়। এই চারি প্রকার ইন্দ্রিয়ের যাহা শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অথবা সত্য বলিয়া ধারণা, ইহা শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়। উহাতে যাহা শ্রদ্ধাধিপত্য চিত্ত একাগ্রতা ইহা ছন্দ (ইচ্ছা) সমাধি। (বিদর্শন সমাধি দ্বারা) সমাহিত (ধ্যানযুক্ত একাগ্র) চিত্তে বিচার বলে অথবা ভাবনা বলে ক্লেশসমূহের বিক্ষম্ভন বা পরিত্যাগকরণ, ইহা প্রহাণ বা বর্জন। উহাতে যাহা যাহা আশ্বাস-প্রশ্বাস বিতর্ক-বিচার সংজ্ঞানুভূত রসাত্মক সংকল্পসমূহ (অর্থাৎ আশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা কায়-বাক্য-চিত্তসংস্কার শীর্ষক হইয়া উহা সমুত্থাপক বীর্য সংস্কারসমূহরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্বারা যাবত ভাবনা শেষ না হয় একটিমাত্র রস দ্বারা শরণ এবং সংকল্পিতব্য হইতে রসাত্মক সংকল্প বলা হইয়াছে—'এই রূপই আমার ভাবনা হউক' বলিয়া যেইরূপ ইচ্ছা করা হয় সেইরূপ প্রবৃত্তি হেতুভাব হইতে বলা হইয়াছে—আশ্বাস-প্রশ্বাস বিচার-বিতর্ক সংজ্ঞানুভূত রসাত্মক সংকল্পসমূহ) ইহা সংস্কারসমূহ, এইরূপে পূর্বোক্ত বিষয় দ্বারা এবং ছন্দ সমাধি ক্লেশ বিক্ষম্ভন বা পরিত্যাগ দ্বারা যেই প্রহাণ বা বর্জন করা হয়, ইহাও সংস্কারসমূহ। তদুভয় সংস্কার (অর্থাৎ ছন্দ সমাধি প্রদান

অনুরূপ এবং সংস্কার অনুরূপ বীর্য বা উৎসাহ এতদুভয় সংস্কার) ছন্দ সমাধি প্রধান সংস্কারসংযুক্ত বিবেকনিঃসৃত বিরাগনিঃসৃত নিরোধনিঃসৃত পরিত্যাগ পরিণামী ঋদ্ধিপাদ (মানসিক শক্তির মূলসূত্র) ভাবনা করে (অর্থাৎ ছন্দ সমাধি প্রধান অনুরূপ এবং সংস্কার অনুরূপ বীর্য এতদুভয় সংস্কার। এই উভয়কেই উপচারবশে অতিরিক্তভাবে বর্ধিত করিয়া ছন্দ সমাধি প্রধান সংস্কার সংযুক্ত ঋদ্ধিপাদ বলা হইয়াছে। উভয়ই উপচারবশে ভিন্নরূপে করিয়া অভ্যাস করা হয়, যেমন—সিলা পুত্রের শরীর)। উহাতে যাহা বীর্য অধিপতি হইয়া চিত্ত-একাগ্রতা, ইহা বীর্য সমাধি, পূর্ববৎ। উহাতে যাহা চিত্ত অধিপতি হইয়া চিত্ত একাগ্রতা ইহা চিত্তসমাধি পূর্ববৎ। উহাতে যাহা বীমাংসা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা অধিপতি হইয়া চিত্ত-একাগ্রত, ইহা বীমাংসা বা পুঙ্খানপুঙ্খরূপে পরীক্ষা সমাধি। (বিদর্শন সমাধি দ্বারা) সমাহিত চিত্তে বিচারবলে অথবা ভাবনাবলে বিক্ষম্ভন বা পরিত্যাগকরণ, ইহা প্রহাণ। উহাতে যাহা যাহা আশ্বাস-প্রশ্বাস বিতর্ক-বিচার সংজ্ঞানুভূত রসাত্মক সংকল্প, ইহার সংস্কারসমূহ; এইরূপে পূর্বোক্ত বিষয় দ্বারা এবং বীমাংসা সমাধি ক্লেশ বিক্ষম্ভন দ্বারা যে প্রহাণ, ইহাও সংস্কার। তদুভয় সংস্কার বীমাংসা সমাধি সংস্কার সংযুক্ত বিবেক নিঃসৃত বিরাগ নিঃসৃত নিরোধ নিঃসৃত পরিত্যাগ পরিণামী ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে। সর্বপ্রকার সমাধি জ্ঞানমূলক, জ্ঞান পূর্বগামী ও জ্ঞান পরবর্তী। [এইখানে বর্ণিত বা সমৃদ্ধিশালী হওয়া অর্থে ঋদ্ধি (অলৌকিক শক্তি বা মানসিক শক্তি)। সফল হওয়া স্থির হওয়া অর্থ, সত্ত্বগণ সমৃদ্ধিশালী হয় অথবা উহাতে অলৌকিক শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উন্নত বা উল্লসিত হয়। গাথা বা স্তবক বা চরণ অথবা পঙ্‌ক্তি অর্থে পাদ। প্রথম অর্থ দ্বারা ঋদ্ধি এইরূপ পঙ্‌ক্তি বা চরণযুক্ত ঋদ্ধিপাদ, অর্থ ঋদ্ধির অংশবিশেষ। দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা ঋদ্ধি অলৌকিক শক্তি দ্বারা ঋদ্ধিপাদ বা স্থানে প্রতিষ্ঠিত অধিগম-উপায়ই ঋদ্ধিপাদ। উহার দ্বারাই উপর্যুপরি বিশেষানুরূপ ঋদ্ধি লাভ করে প্রাপ্ত হয়। বিবেকনিঃসৃত অর্থে তদঙ্গ বিবেকনিঃসৃত, সমুচ্ছেদ বিবেকনিঃসৃত এবং নিঃসরণবিবেক নিঃসৃত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, অথ। উহাতেই এই ঋদ্ধিপাদ ভাবনাযুক্ত যোগী বিদর্শনক্ষণে কৃত্যবশত তদঙ্গ বিবেকনিঃসৃত প্রবণতা বা পরিকল্পনা হইতে নিঃসরণ বিবেকনিঃসৃত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করিয়া থাকে। মার্গক্ষণে কিন্তু কৃত্যবশত সমুচ্ছেদ বিবেকনিঃসৃত আরম্মণ হইতে নিঃসরণ বিবেকনিঃসৃত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করিয়া থাকে। ইহার অনুক্রমে বিরাগনিঃসৃত ইত্যাদি জ্ঞাতব্য, বিবেকবশত বিরাগ ইত্যাদি এইরূপই। এইখানে সম্পূর্ণ বোস্‌সগ্‌গ (পরিত্যাগ) দুই প্রকার; যথা : পরিত্যাগে পরিবর্জন এবং

উল্লম্ফমূলে বা বাহির হইয়া পরিবর্জন। উহাতে পরিত্যাগ পরিবর্জন বিদর্শনক্ষণে তদঙ্গবশে মার্গক্ষণে সমুচ্ছেদবশে ক্লেশত্যাগ; উল্লম্ফনে পরিবর্জন বিদর্শনক্ষণে তন্নিম্নভাবে মার্গক্ষণে আরম্মণকরণবশে নির্বাণে লম্ফ প্রদান।

তদুভয়ই এই লৌকিক-লোকোত্তর মিশ্রভাবে অর্থ সংবর্ণনা নয়ে যোজনা করা হইয়াছে। সেই জন্যই এই প্রথম ঋদ্ধিপাদ কথিতানুসারে ক্লেশ পরিত্যাগ করে এবং নির্বাণে উল্লম্ফন করে। পরিত্যাগ পরিণামী, এই কথায় বোস্‌সগ্‌গ বা পরিত্যাগের অর্থ বুঝায়, পরিণামের অন্তে (শেষ সীমায়) পরিণত এবং উত্তমরূপে পরিপক্বতায় অন্তে পরিপক্ব। এই ঋদ্ধিপাদ ভাবনাযুক্তযোগী যেইরূপে প্রথম ঋদ্ধিপাদে ক্লেশ পরিত্যাগ পরিবর্জন অর্থে নির্বাণে উল্লম্ফন পরিবর্জনও উত্তমরূপে পরিপক্ব হয়, যেমন, সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হয় সেইরূপই ভাবনা করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট ঋদ্ধিপাদসমূহেও এইরূপ। ইহাই বিশেষত্ব বা প্রাধান্য, যেমন—ছন্দকে প্রাধান্য করিয়া প্রবর্তিত সমাধি ছন্দসমাধি, এইরূপে বীর্য-চিত্ত-বীমংসাকে প্রাধান্য করিয়া প্রবর্তিত সমাধি বীমংসাসমাধি। কেবল চতুর্থ ঋদ্ধিপাদ সমাধি এইরূপ জ্ঞানমূলক নহে, অনন্তর সমস্তকেই দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—'সমস্ত বা সর্বপ্রকার সমাধি জ্ঞানমূলক, জ্ঞান পূর্বগামী ও জ্ঞানানুবর্তী'। যদি তাহাই হয়, সেই এইরূপ বীমংসাসমাধি কেন বলা হইল? 'বীমংসাকে প্রাধান্য করিয়া প্রবর্তিত অর্থে' বলা হইয়াছে অথবা যাহার অর্থ 'বীমংসাকে প্রাধান্য করিয়া অর্থে'। উহাতে পূর্বভাগে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানমূলক হইয়াছে, অধিগম প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞান পূর্বগামী হইয়াছে এবং প্রত্যবেক্ষণ প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানানুপরবর্তী হইয়াছে, অথবা পূর্বভাগ প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানমূলক হইয়াছে, উপচার প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞান পূর্বগামী হইয়াছে এবং অর্পণা প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানানুবর্তী হইয়াছে, অথবা উপচার প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানমূলক হইয়াছে, অর্পণা প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানপূর্বগামী হইয়াছে এবং অভিজ্ঞা প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানানুপরবর্তী হইয়াছে।]

১৪. পূর্বে যেমন ভবিষ্যতেও তেমন, ভবিষ্যতে যেমন পূর্বেও তেমন, যেমন দিবা তেমন রাত্রি, যেমন রাত্রি তেমন দিবা। [অর্থাৎ সমাধিকারী যোগীর পূর্বে নিবেসানুস্মৃতি জ্ঞানানুপরবর্তীভাবে ইতিপূর্বের ও বহু পূর্বের অতীত জন্মসমূহে অসংখ্য অসংখ্য সংবর্ত-বিবর্তের অসংখ্য অসংখ্য জনসমূহে ও নিজের ও অপরের স্কন্ধপুঞ্জ আর স্কন্ধপুঞ্জের নিকট সম্বন্ধ সম্পর্কে যেমন দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য থাকে না, সেইরূপ সমাধিকারী বা ধ্যান

যোগীর ভবিষ্যৎাংশের জ্ঞানানুবর্তীভাবে পরজন্মের ও ভবিষ্যতে বহু জন্মের অসংখ্য অসংখ্য সংবর্ত-বিবর্তের অসংখ্য অসংখ্য জন্মসমূহের ও নিজের ও অপরের স্কন্ধপুঞ্জ আর স্কন্ধপুঞ্জের নিকট সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছুই দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য থাকে না, সমাধিকারী যোগীর মনোযোগ বা অভিপ্রায় অনুসারে জ্ঞানানুপরবর্তীভাবে ভবিষ্যতের সপ্তদিবসের মধ্যে অপর সত্ত্বগণের বা প্রাণীসমূহের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া সম্পর্কে যেমন কিছুই দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ থাকে না, সেইরূপ সমাধিকারী যোগীর অতীতের সপ্ত দিবসের মধ্যেও অপর সত্ত্বগণের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া সম্পর্কে কিছুই দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য থাকে না। দিবাভাগে সূর্যালোক দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস হইলে যেমন সত্ত্বগণের দৃষ্টিপথ আগত চক্ষুবিজ্ঞেয় অথবা চক্ষুবিজ্ঞান বা দৃষ্টিশক্তি দ্বারা জ্ঞাত রূপ বা বস্তু-আকার জানিতে পারে, সেইরূপ রাত্রিকালে চতুরঙ্গ সংযুক্ত হইলেও অন্ধকার বর্তমানে সমাধিকারী যোগীর দিব্যচক্ষু জ্ঞানানুপরিবর্তীতায় দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য রূপায়তন (দৃশ্যমান বস্তু-আকার), থাকে না, রাত্রির অন্ধকারে যেমন দিবাভাগে সূর্যালোকেও সেইরূপ যাহা কিছু অতি সূক্ষ্ম আর যাহা কিছু অদৃশ্যভাবে অতিদূরে রহিয়াছে তৎসমস্ত রূপ বা বস্তু-আকার দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য থাকে না। রূপ-আয়তনে যেইরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ সমাধিকারী যোগীর দিব্যকর্ণ পরিবর্তিতায় শব্দায়তনে বা শব্দরূপ বস্তু-আকারেতে নিয়াও জ্ঞাতব্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে—'এইরূপে উন্মুক্ত চিত্তে' ইত্যাদি।

এইরূপে উন্মুক্তচিত্তে ক্লেশসমূহ দ্বারা অভিজ্ঞা জ্ঞানের অপ্রতিবন্ধকভাবে বা অনাবরিতভাবে জ্ঞানালোকের সহিত (অর্থাৎ সমাধির বিভিন্ন ঋদ্ধি জ্ঞানানুবর্তীতার সহিত) ভাবনা করিতে থাকে। (ঋদ্ধিপাদ জ্ঞানসংযুক্ত শৈক্ষ্য পুদ্গলের) পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানজাত কুশল চিত্তসমূহের যাহা উৎপন্ন হইবার তাহা উৎপন্ন হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। নামরূপ ও বিজ্ঞানকে হেতু করিয়া বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নিবৃত বা দমিত হইয়া যায়। সেই পথে বিজ্ঞানের (তৃষ্ণা-অবিদ্যাদি) বিনষ্ট হইয়া যায়, বিজ্ঞান (তৃষ্ণা-অবিদ্যাদির অভাবে) অনাহার থাকে বা পরিপুষ্ট থাকে না, (তৃষ্ণা-অবিদ্যাদিকে) অভিনন্দন করে না, (তৃষ্ণা বর্জন হেতু) অপ্রার্থিত থাকে, উহাতে বিজ্ঞানের অনুৎপত্তি হেতু উহা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। নামরূপ ও হেতু-প্রত্যয়ের অভাবে পুনর্জন্মের অপেক্ষা করে না। এইরূপে বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ নিরোধ হইয়া যায়।

সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'হে অজিত, তুমি আমাকে যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ নিঃশেষরূপে যেইখানে নাম এবং রূপ থামিয়া যায় বা

পরিত্যাগ হয় আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি—বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা, ইহাতেই ইহা থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয় (অর্থাৎ বিজ্ঞান বা চিত্তোৎপত্তি বন্ধ হইলে ইহা নিরুদ্ধ হয় বা থামিয়া যায়)'।

'যেই সংস্কার ধর্মসমূহ, যেই শৈক্ষ্যগণ (শীলাদি শিক্ষাকারীগণ) পৃথগ্‌জনগণ এই সংসারে বর্তমান আছেন (আয়ুষ্মান অজিত জানিতে ইচ্ছা করিয়া) তাঁহাদের জ্ঞানপূর্ণ ইর্যা বা ভাবভঙ্গী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রভু, তাহা আমাকে বলুন।

১৫. এই তিনটি পদ জিজ্ঞাস্য বিষয়। উহাতে তিনটি প্রশ্ন। কী হেতু অথবা কী কারণে? শৈক্ষ্যাশৈক্ষ্য (অর্থাৎ শীলাদি শিক্ষাকারী এবং শিক্ষা সমাপ্তকারী অথবা স্রোতাপত্তি ইত্যাদি মার্গফললাভী এবং অর্হৎ বা অর্হত্ত্বফললাভী) বিদর্শনের পূর্বগামী প্রত্যাহার (অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করিবার পূর্বে যাহা যাহা ত্যাগ করিবার তাহা ত্যাগ) করণে এবং জিজ্ঞাসাযোগে বিবিধ প্রশ্নে এইরূপই বলা হইয়াছে—'যেই সংস্কারসমূহ ধর্ম' ইহা অর্হত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'যেই শৈক্ষ্য পৃথগ্‌জনগণ (শীলাদি শিক্ষাকারী পৃথগ্‌জনগণ)' ইহা শৈক্ষ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'তাহাদের জ্ঞানপূর্ণ ইর্যা (ভাবভঙ্গী বা শরীরের গতিবিধি) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রভু, তাহা আমাকে বলুন, ইহাতে বিদর্শন ভাবনা আরম্ভের পূর্ববর্তী ত্যাগ সম্বন্ধীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। উহাতে উত্তরে বলা হইয়াছে :

ভগবানের উক্তি : 'হে অজিত, কামনা বা কামবাসনাসমূহে অনাকাঙ্ক্ষিত, মানসিক অনাবিলতা রক্ষাকারী, সর্বপ্রকার ধর্মে কুশল চিন্তাকারী ও স্মৃতিমান ভিক্ষু প্রস্থান করিয়া থাকে। (অর্থাৎ যেই ভিক্ষু বস্তু কামনাসমূহে ক্লেশকামনা দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত থাকে, ঈর্ষা-বিদ্বেষজনিত বিতর্কাদি এবং কায়িক দুশ্চরিতাদি মনের আবিল স্বভাব ত্যাগচিত্ত দ্বারা অনাবিল হয় বা বিশুদ্ধ থাকে, আর যাহাতে অশৈক্ষ্য বা অর্হতোচিত অনিত্যাদি বশে সর্বধর্মকে পরিতুলনা করিয়া পুণ্যকামী ভিক্ষু সর্বপ্রকার ধর্মে বা স্বভাবে কায়ানুদর্শন স্মৃতি ইত্যাদি দ্বারা স্মৃতিভাবনা করিয়া সর্বক্লেশের ভিন্ন বা বিনাশ হেতু উত্তম ভিক্ষুভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রকার ইর্যাপথে প্রবর্তিত হইতে থাকে সেই ভিক্ষু প্রকৃত পরিব্রাজক হইয়া থাকে বা প্রস্থান করিয়া থাকে)'।

এইরূপে ভগবান সর্বপ্রকার কায়িক কর্মকে জ্ঞানপূর্বগামী (অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়) ও জ্ঞানানুবর্তী (অর্থাৎ সেই জ্ঞানের অনুরূপ কার্য সম্পাদন করা হয়) বলিয়া প্রদর্শন করিলেন, সর্বপ্রকার বাচনিক কর্মকে জ্ঞানপূর্বগামী ও

জ্ঞানানুবর্তী বলিয়া প্রদর্শন করিলেন এবং সর্বপ্রকার মানসিক কর্মকে জ্ঞানপূর্বগামী ও জ্ঞানানুবর্তী বলিয়া প্রদর্শন করিলেন। তিনি আরও ইহার অতীতাংশে বা পূর্বভাগে অপ্রতিহত বা উন্মুক্ত জ্ঞানদর্শন প্রদর্শন করিলেন, অনাগতংশে বা ভবিষ্যতে অপ্রতিহত জ্ঞানদর্শন করিলেন এবং বর্তমানেও অপ্রতিহত জ্ঞানদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

কোনো বিষয়েতে জ্ঞান দর্শনের বিতৃষ্ণা বা প্রতিনিবৃত্তি হইয়া থাকে? (অর্থাৎ 'জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইলে সমস্ত সংস্কার অনিত্য, দুঃখ এবং সমস্ত ধর্ম অনাত্মবশে উৎপন্ন হইতেছে' বলিয়া যে জ্ঞানদর্শন হইয়া থাকে সেই বিষয়ে উহার যাহা অপ্রবর্তি বা অনবস্থিতি, ইহা প্রতিঘাত, উহাতে লক্ষণত্রয় জ্ঞাত ব্যক্তির দুরভিসম্ভব সেই অনন্যসাধারণ দর্শন হইয়া থাকে। লক্ষণত্রয় বিভাবন দ্বারাই ভগবান চারি আর্যসত্য জ্ঞাত সম্যক সম্বোধিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন)। যাহা অনিত্যে, দুঃখে ও অনাত্মে অজ্ঞান অদর্শন (অর্থাৎ সেই প্রতিঘাত বা প্রতিনিবৃত্তিকে স্বরূপত দর্শন) ইহা জ্ঞানদর্শন প্রতিঘাত (অর্থাৎ ছয় প্রকার আরম্মণ জ্ঞানের বা উপলব্ধির স্বভাব প্রতিচ্ছাদক বা আচ্ছাদনকরণই সম্মোহ জ্ঞানদর্শনের প্রতিঘাত। যেই বিষয়ে জ্ঞানদর্শন উৎপত্তি বন্ধ হয় সেই বিষয়ে উহার প্রতিঘাত হইয়া থাকে বিধায় বলা হইয়াছে—'অনিত্যে, দুঃখে ও অনাত্মে')। এইখানে যেমন পুরুষ তারকার রূপসমূহ দর্শন করে, কিন্তু গণন সংকেত দ্বারা জানে না (অর্থাৎ যেমন এইখানে উপমা দ্বারা তুলনা করা যায় যে পুরুষ সদৃশ সর্বলোক বা সর্বপ্রাণিজগৎ, তারকার রূপসমূহের অথবা নক্ষত্রের ন্যায় দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সদৃশ ছয় প্রকার আরম্মণ বা জ্ঞানের বিষয়। এখন এইখানে চক্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা ছয় প্রকার আরম্মণকে জানন। সেই পুরুষের তারকার রূপসমূহ দর্শনেও 'একশত তারকা আছে কিংবা এক হাজার তারকা আছে' ইত্যাদি গণন সংকেত দ্বারা না জানার ন্যায় লোকের রূপাদি আরম্মণকে কিছু কিছু জানা ব্যক্তিরও অনিত্যাদি লক্ষণত্রয় জ্ঞাত বিষয়) ইহা জ্ঞানদর্শনের প্রতিঘাত। কিন্তু ভগবানের জ্ঞানদর্শন অপ্রতিহত বা উন্মুক্ত, ভগবান অনাবরিত জ্ঞানদর্শন দ্বারাই উদ্বুদ্ধ। উহাতে শৈক্ষ্যযোগী কর্তৃক দুই প্রকার ধর্মে চিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে; যথা : প্রলোভিত বিষয়সমূহের লোভ হইতে চিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে এবং লোভে উৎপন্নশীল, হিংসাবিদ্বেষসমূহ হইতে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রধানবশে চিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে যাহা মুর্ছা বা মোহ, প্রার্থনা, স্নেহ ভালবাসা, ক্রীড়নতৎসমস্ত নিবারণ করিবার জন্য বা নিষেধার্থে ভগবান এই কথা বলিয়াছেন—'কামনা বা

কামবাসনাসমূহে অনাকাঙ্ক্ষিত’ আর উৎপত্তির ধ্বংসের জন্য বলিয়াছেন—‘মানসিক অনাবিলতা রক্ষাকারী’।

সেইরূপেই (উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন ভেদ হইতে সম্যক ব্যায়ামের বিষয় দ্বারা সমস্ত সংক্লেশ বা অপবিত্রতার শুদ্ধিতা স্বভাব বা নীতি চারি ভাগ করিয়া সম্যক প্রধান আরম্ভ করিয়া প্রতিপদের বা প্রগতির শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে) শৈক্ষ্য-সাধক আকাঙ্ক্ষা করিয়া অসমুৎপন্ন বা অনুৎপন্ন ক্লেশকেও উৎপন্ন করিয়া থাকে, উৎপন্ন ক্লেশকেও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু অনাবিল সংকল্পযুক্ত (অর্থাৎ কাম-বাসনাদির আবিলতাহীন বা পবিত্র সংকল্পযুক্ত) যেই সাধক অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রচেষ্টা করে সেই সাধক অনুৎপন্ন পাপযুক্ত অকুশলধর্মসমূহের অনুৎপত্তিতে ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে, প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, বীর্য আরম্ভ করিয়া থাকে বা উৎসাহ গ্রহণ করিয়া থাকে, চিত্তকে (অবলম্বনে) গ্রহণ করিয়া থাকে বা ধারিয়া রাখে, পরিশ্রম বা প্রতিযোগিতা করিয়া সাধনা করিয়া থাকে, সেই সাধক উৎপন্ন পাপযুক্ত অকুশলধর্মসমূহকে ত্যাগের জন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে, প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, বীর্যারম্ভ করিয়া থাকে, চিত্তকে (আলম্বনে বা অবলম্বনে) গ্রহণ করিয়া থাকে, পরিশ্রম করিয়া সাধনা করিয়া থাকে; সেই সাধক অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপাদনে ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে, প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, বীযারম্ভ করিয়া থাকে, চিত্তকে (অবলম্বনে) গ্রহণ করিয়া থাকে, পরিশ্রম করিয়া সাধনা করিয়া থাকে, সেই সাধক উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, বিনষ্ট না হইবার জন্য, পুনঃপুন ভাবনা করিবার জন্য, বিপুলভাবে ভাবনা বৃদ্ধি করিবার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে, প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, বীর্যারম্ভ করিয়া থাকে, চিত্তকে (অবলম্বনে) গ্রহণ করিয়া থাকে, পরিশ্রম করিয়া সাধনা করিয়া থাকে।

১৬. অনুৎপন্ন পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ কয় প্রকার? কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক ও বিহিংসাবিতর্ক এইগুলি অনুৎপন্ন পাপজনক অকুশলধর্ম। উৎপন্ন পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ কয় প্রকার? অনুশয়সমূহ অকুশলের মূলে এইগুলি পাপজনক অকুশলধর্ম। অনুৎপন্ন (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফল লাভে শ্রদ্ধাদি অনুৎপন্ন) কুশলধর্মসমূহ কয় প্রকার? যাহা যাহা স্রোতাপত্তি ফললাভীর ইন্দ্রিয় এইগুলি অনুৎপন্ন কুশলধর্ম। উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ কয় প্রকার? যাহা যাহা তাহার (স্রোতাপত্তিফললাভীর) অষ্টবিধ ইন্দ্রিয় এইগুলি (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফল লাভের প্রথম মার্গে শ্রদ্ধাদি উৎপন্ন) কুশলধর্ম। যদ্বারা কামবিতর্ককে (কামনাজনিত মনের আলোড়নকে) নিবারণ বা বন্ধ করা যায়

(অর্থাৎ যেই স্মৃতি প্রস্থান ভাবনা দ্বারা কামবাসনা ও ভোগবিলাস সুনিগ্রহিত হইয়া থাকে) ইহা স্মৃতি ইন্দ্রিয়। যদ্বারা ব্যাপাদ বিতর্কে (হিংসাজনিত মনের আলোড়নকে) নিবারণ করা যায় (অর্থাৎ অনবদ্য সুখ পদস্থান অবিক্ষেপ দ্বারা চিত্তের দুঃখ সংযুক্ত বিক্ষেপ প্রত্যয় হইতে ব্যাপাদ সুনিগ্রহিত হইয়া থাকে) ইহা সমাধি ইন্দ্রিয়। যদ্বারা বিহিংসা বিতর্ককে (নিষ্ঠুরতাজনক মনের আলোড়নকে) নিবারণ করা যায় (অর্থাৎ কুশলধর্মসমূহ বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ করিয়া পর পর অপরাধ বা কষ্টসমূহকে সহ্য করিয়া থাকা তাদৃশ বীর্য বা উৎসাহ দ্বারা বিহিংসা বিতর্ক সুনিগ্রহিত হয়) ইহা বীর্য ইন্দ্রিয়। যদ্বারা উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপমূলক অকুশল ধর্মকে ত্যাগ করা যায়, বিনোদন করা যায়, রহিত করা যায়, চরম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, অস্থায়ী হইয়া থাকে, ইহা প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়। যাহা যাহা এই চারি প্রকার ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস করা হয় ও সত্য বলিয়া ধারণা করা হয়, ইহা শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় বা শ্রদ্ধারূপ ইন্দ্রিয়। উহাতে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? (অর্থাৎ উহাতে নির্ধারিত পঞ্চইন্দ্রিয়ের সবিশেষ জ্যেষ্ঠভাব বা প্রাধান্য প্রদর্শনে বলা হইয়াছে 'শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য?') স্রোতাপত্তিফল লাভের চারি প্রকার অঙ্গ। বীর্যইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি প্রকার সম্যক প্রধানে। স্মৃতিইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানে। সমাধি ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি প্রকার ধ্যানে। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি প্রকার আর্যসত্যে। এইরূপে মানসিক অনাবিলতায় শৈক্ষ্য সর্বপ্রকার কুশলধর্ম দ্বারা অপ্রমত্ত (এইরূপে শৈক্ষ্যগণের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি করিলে সমস্ত শৈক্ষ্য ধর্ম শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে 'এইরূপে শৈক্ষ্য' ইত্যাদি শৈক্ষ্য প্রতিপদ নির্গমন করা হইয়াছে) বলিয়া ভগবান বলিয়াছেন। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'মানসিক অনাবিলতা রক্ষাকারী হইয়া থাকে।'

১৭. [এইরূপে এইখানে শৈক্ষ্য প্রতিপদ বিভাগ করিয়া এখন অশৈক্ষ্য বা অর্হত্ত্ব প্রতিপদ বিভাগ করিতে 'সর্বপ্রকার ধর্মের কুশল' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।]

'সর্বপ্রকার ধর্মের কুশল' লোক নাম (এইখানে এই পদ দ্বারা কথিত ধর্মে তাদৃশ বিভাগ করিয়া উহাতে অশৈক্ষ্যের বা অর্হতের কুশলতা দেখাইবার জন্য 'লোক নাম' ইত্যাদি বলা হইয়াছে) ত্রিবিধ; যথা : ক্লেশলোক, ভবলোক, ইন্দ্রিয়লোক। উহাতে ক্লেশলোক দ্বারা ভবলোক সমুদগত হইয়া থাকে (অর্থাৎ কামাবচর ধর্মকে বা কামভূমির স্বভাব নীতিকে আশ্রয় করিয়া রূপারূপাবচর ধর্মে বা রূপ ও অরূপব্রহ্মের স্বভাবনীতিতে উত্থিত বা উন্নত

হইয়া থাকে)। সেই সাধক ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপাদন করিয়া (অর্থাৎ সেই সাধক মহদগত বা রূপারূপ ধর্মসমূহে আশ্রয় করিয়া মহদগত ধর্মসমূহে স্থিত হইয়া) ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়সমূহে ভাবনায় রত হইলে নীত বা উপনীত হওয়ার পরিজ্ঞান বা ঠিক জ্ঞান হইয়া থাকে (অর্থাৎ পূর্বকথিত ইন্দ্রিয়সমূহে ভাবনা বর্ধিত করিলে রূপারূপ পরিগ্রহাদি বশে নীত বা উপনীত হওয়ার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে)। সেই পরিজ্ঞান দুই প্রকারে উপপরীক্ষিতব্য বা গবেষিতব্য; যথা : দর্শন বা জ্ঞাত পরিজ্ঞান দ্বারা এবং ভাবনা পরিজ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ উত্তীর্ণ হইবার পরিজ্ঞান এবং পরিত্যাগ করিবার পরিজ্ঞান দ্বারা)। যখন শৈক্ষ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবে তখন নির্বিদা-সহকারে সংজ্ঞা মনস্কার (সংজ্ঞামনোযোগ)-সমূহের দ্বারা নীত হওয়ার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে (অর্থাৎ যখন কল্যাণ পৃথগ্‌জন পূর্বে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করিয়া নির্বিদা বা ক্লান্তির সহিত সংজ্ঞা মনোযোগসমূহ দ্বারা অথবা স্রোতাপন্নাদি শৈক্ষ্যের যথাকথিত নিয়ম দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবে সেই সময় তাহার বা সেই যোগীর সেই বিদর্শন ধর্মসমূহ দর্শন-কুশলতা প্রথম মার্গজ্ঞান চলিতে থাকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উহার সহিত ঘটিয়া থাকে অথবা তখন তাহার সেই বিদর্শন ধর্মসমূহ ভাবনা কুশলতা চলিতে থাকে)। তাহার দুই প্রকার ধর্ম কুশলতা চলিতে থাকে—দর্শন কুশলতা এবং ভাবনা কুশলতা। সেই জ্ঞানকে (অর্থাৎ পূর্বে যাহা নীত উপনীত হইবার পরিজ্ঞান বলা হইয়াছে সেই উপনীত হওয়ার জানন জ্ঞানকে) পঞ্চ প্রকারে জ্ঞাতব্য; যথা : অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান, পরিত্যাগ, ভাবনা ও প্রত্যক্ষকরণ।

উহাতে অভিজ্ঞা কয় প্রকার? 'ধর্মপ্রতিসম্ভিদা এবং অর্থপ্রতিসম্ভিদা' এই দুই প্রকার যাহা ধর্মসমূহের লক্ষণসহ জ্ঞান (অর্থাৎ রূপারূপ ধর্মসমূহের কর্কশ স্পর্শাদি লক্ষণের সহিত জ্ঞান। যেই কারণে সেই সমস্ত উপনীত হওয়ার হেতু হেতুফল ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে সেই কারণে ধর্মপ্রতিসম্ভিদা ও অর্থপ্রতিসম্ভিদা—এই দুই প্রকার নির্দিষ্ট করা হইয়াছে) ইহা অভিজ্ঞা। পরিজ্ঞান কয় প্রকার? এইরূপে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল, ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য, ইহা কৃষ্ণ বা কালো, ইহা শুক্ল বা শুভ্র, ইহা সেব্য বা সেবনীয়, ইহা অসেব্য বা অসেবনীয়, এই ধর্মসমূহ এইভাবে গৃহীত (অর্থাৎ অনিত্যাদি কলাপ সংমর্শনাদি অথবা পুনঃপুন কষ্ট ইত্যাদি বশে গৃহীত সংমর্শিত) হইলে এইরূপ ফল (অর্থাৎ এই উদয়-ব্যয় জ্ঞানাদি ফলপ্রতিপত্তি দ্বারা উৎপাদিত হয়, নিমিত্তের কর্তৃত্ব ভাব দ্বারা পুনঃপুন করণ হইতে প্রকৃত আযভাবকারী সত্যসমূহই আর্যসত্য) উৎপাদন

করিবে। উহাদিগকে (উদয়-ব্যয় জ্ঞানসমূহকে) এইরূপে গ্রহিতাদের (নিযুক্ত বা রত যোগীদের) ইহা অর্থ (অর্থাৎ ইহা সত্যসমূহের উপলব্ধি অনুভব অর্থ যেমন পরিজ্ঞান প্রজ্ঞা সংমর্শিতব্য ধর্মে সংমর্শন ধর্মে তত্র সংমর্শনাকার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এইরূপে সংমর্শনফল ও পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা নয় বা ক্রম অথবা ধারা দেখান হইয়াছে) এইরূপভাবে জানা বা পরিজ্ঞাত হওয়া, ইহা পরিজ্ঞান। এইরূপে পরিজ্ঞাত হইলে আর তিন প্রকার ধর্ম অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; যথা : যাহা ত্যাগ করিবার তাহা পরিত্যাজ্য, যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিতব্য এবং যাহা প্রত্যক্ষ করিবার তাহা প্রত্যক্ষিতব্য।

উহাতে কত প্রকার ধর্ম পরিত্যাজ্য? যাহা যাহা অকুশলধর্ম (অর্থাৎ সমগ্র হেতুসত্য বা অকুশলের হেতুপক্ষীয় সমস্ত ধর্ম বা বিষয়)। উহাতে কত প্রকার ধর্ম ভাবিতব্য? যাহা যাহা কুশলধর্ম (অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি ইত্যাদি মার্গধর্ম)। উহাতে কত প্রকার ধর্ম প্রত্যক্ষিতব্য? যাহা অসংস্কৃত (অর্থাৎ যদিও ফল ধর্মসমূহ প্রত্যক্ষিতব্য এখানে কিন্তু চারি আর্যসত্যের অভিপ্রায় অর্থে 'কত প্রকার ধর্ম প্রত্যক্ষিতব্য?' ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে 'যাহা যাহা অসংস্কৃত ধাতু')। যিনি এইরূপে জানেন তাঁহাকে বলা হয় অর্থকুশল বা প্রত্যুৎপন্ন জ্ঞানসমূহে অভিজ্ঞ বা নিপুণ, ধর্মকুশল বা প্রত্যয় ধর্মসমূহে অভিজ্ঞ বা নিপুণ, কল্যাণতাকুশল বা যুক্তিতানিপুণ বা চারি প্রকার নয় বা ক্রম সম্বন্ধে কোবিদ (দক্ষ) অথবা দেশনা যুক্তিতে নিপুণ, ফলতাকুশল বা ক্ষীণাস্রব ফল দ্বারা নিপুণ, আয়কুশল বা লাভ বৃদ্ধিতে বা উন্নতিতে নিপুণ (ইহা অনর্থ নাশ ও অনর্থ উৎপত্তি দ্বারা দুই প্রকার), অপায়কুশল বা নরকাদি দুর্গতি অবৃদ্ধিতে নিপুণ (ইহা অনর্থ নাশ ও অনর্থ উৎপত্তি দ্বারা দুই প্রকার), উপায়কুশল বা উপায়নিপুণ (এইখানে 'উপায়' অর্থে সত্ত্বগণের প্রয়োজনীয় কার্যে বা ভয়ে বা উহার চিকিৎসার সমর্থ স্থানোৎপত্তির কারণ উৎপন্ন হইলে যেই পন্থা বা সাধন অবলম্বন করা হয় তাহা উপায়, উহাতে 'কুশল' অর্থে নিপুণতা।

ক্ষীণাস্রব অর্হৎই সর্বপ্রকার অবিদ্যাকে প্রহীণ, পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রজ্ঞাবৈপুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই আয় বা লাভ ইত্যাদিতে নিপুণতা। এইরূপে অশৈক্ষ্যের বা অর্হতের কুশলতা একদেশে বিশেষরূপে ভাবনা করিয়া পুনঃ অনবশেষ দ্বারা দেখাইয়া) মহতি কুশলতা বা নিপুণতা দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সর্বপ্রকার ধর্মের কুশল' ইত্যাদি।

'স্মৃতিমান ভিক্ষু প্রস্থান করিয়া থাকে' সেইজন্য (অর্থাৎ শিক্ষা সমাপ্ত অশৈক্ষ্যের বা অর্হতের স্মৃতি করিবার জন্য প্রয়োজন নাই বিধায় বলা

হইয়াছে) দৃষ্টিধর্ম এই সংসারে সুখ অবস্থানের জন্য গমনে-প্রত্যাগমনে, আলোকন-বিলোকনে (দৃষ্টিপাতকরণে-পরিদর্শনে), সঙ্কোচনে-প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, আহারে-পানে, খাইতে-শুইতে, পায়খানা-প্রস্রাব কর্মে, গমনে-দাঁড়ানে, উপবেশনে, সুপ্তে-জাগরণে, ভাষণে-তুষ্ণীভাবে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের সহিত (স্মৃতি-সহকারে জানিয়া) অবস্থানের উপযুক্ত (এখন যথানির্দিষ্ট শৈক্ষ্যাশৈক্ষ্য প্রতিপদ সমাপ্ত করিয়া) ভগবান এই দুইটি চর্যা অনুজ্ঞা বা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন; যথা : একমাত্র বিশুদ্ধ বা অশৈক্ষ্য পুরুষদের জন্য, একমাত্র বিশুদ্ধ হইবার শৈক্ষ্য পুরুষদের জন্য। বিশুদ্ধ ব্যক্তি কাহারা? অর্হৎগণ। কাহারা বিশুদ্ধ হইবার ব্যক্তি? শৈক্ষ্যগণ (অর্থাৎ যাঁহারা এখনও অশৈক্ষ্য বা অর্হৎ হন নাই কিন্তু স্রোতাপত্তি ইত্যাদিতে রহিয়াছেন)। সম্পাদিত কর্তব্য কর্মসমূহই অর্হতের ইন্দ্রিয়সমূহ। যাহা বুঝিবার বা জানিবার তাহা চতুর্বিধ; যথা : দুঃখের পরিজ্ঞান উপলব্ধি বা বাস্তবে পরিণতি দ্বারা, দুঃখের হেতু প্রহাণ বা পরিত্যাগ বাস্তবে পরিণতি দ্বারা, এই চতুর্বিধ বুঝিবার বা জানিবার বা জ্ঞাতব্য। যেই ব্যক্তি বা সাধক এইরূপ জানে (অর্থাৎ এইরূপে দুঃখের পরিজ্ঞান বাস্তবে পরিণতি ইত্যাদি জানে) তাঁহাকে বা এই অশৈক্ষ্য পুরুষকে বলা হয় রাগ বা আসক্তি ক্ষয়ে, দ্বেষ বা হিংসা ক্ষয়ে ও মোহ ক্ষয়ে স্মৃতিমান হইয়া প্রস্থান বা পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—'স্মৃতিমান ভিক্ষু প্রস্থান করিয়া থাকে'। সেই জন্য বলা হইয়াছে :

ভগবানের উক্তি : '(হে অজিত,) কামনাসমূহে অনাকাঙ্ক্ষিত, মানসিক অনাবিলতা রক্ষাকারী, সর্বপ্রকার ধর্মে কুশলচিন্তাকারী ও স্মৃতিমান ভিক্ষু প্রস্থান করিয়া থাকে।'

[এইরূপে মহাথের বিচয়হার বিভাগ করিয়া অজিত সূত্রবশে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন বিচয় এবং উত্তর প্রদান বা উত্তর বিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা বা তদন্ত দেখাইয়া এখন সূত্রের অভ্যন্তরে ও প্রশ্ন-উত্তর বিচয় নয় বা ক্রম দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে] এইরূপে প্রশ্ন করা কর্তব্য এইরূপে উত্তর দেওয়া কতর্ব্য, সূত্রের অনুগীতি বা গাথাও অর্থ হইতে এবং ব্যঞ্জন হইতে সমান করা কর্তব্য (অর্থাৎ সূত্রান্তর দেশনার অনুরূপ অনুগীতি বা গাথা অর্থ হইতে এবং ব্যঞ্জন হইতে সংবর্ণনা দ্বারা সূত্রের সমান ও সদৃশ করা কর্তব্য অথবা সেই সূত্রে গাথার অর্থ ও ব্যঞ্জন ঠিকরূপে আনয়ন করা কর্তব্য)। অর্থ অপগত বা অসদৃশ হইলে ব্যঞ্জন সম্প্রলাপ হইয়া থাকে (অর্থাৎ সূত্রের অভ্যন্তরস্থ গাথার অর্থ সূত্রের সহিত অসম্বন্ধযুক্ত হইলে ব্যঞ্জন সামঞ্জস্য

রহিত হইয়া থাকে), দুর্নিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জনের অর্থও দূর-অন্বয়যুক্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অযথার্থ কথার অর্থও অতিকষ্টে সাদৃশ্যকরণে নিতে হয় অথবা সাদৃশ্য করিয়া নিতে অসমর্থ হয়)। সেই জন্য অর্থ ও ব্যঞ্জন দ্বারা অলংকৃত (অর্থ ও স্বভাবনিরুক্তি গুণ দ্বারা ভূষিত) সংগৃহীত হওয়া সূত্রও নির্বাচন করিয়া বা বাছিয়া লওয়া কর্তব্য।

[এইরূপে অনুগীতি বিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা) দেখাইয়া নির্দেশবারে সূত্রের যাহা নির্বাচন সংক্ষিপ্তাকারে কথিত অর্থকে বিভাগ করিতে 'সূত্র নির্বাচন করা কর্তব্য' বলিয়া উহার বিচার বা নির্বাচনাকার দেখাইয়া 'এই সূত্র কি আহচ্চবচন?' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।]

এই সূত্র কি আহচ্চবচন (অর্থাৎ ভগবানের স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছে বলিয়া কথিত প্রবর্তিত বাক্য অথবা সম্যকসম্বুদ্ধের স্বয়ং দেশিত সূত্র), অনুসন্ধিবচন (অর্থাৎ শ্রাবকভাষিত বাক্যকে বুদ্ধভাষিত বাক্যের সহিত একত্রে মিলাইয়া প্রবর্তিত বাক্য), নীত অর্থ (অর্থাৎ প্রাণীর শব্দ বিশেষে জ্ঞাতব্য অর্থ), নেয্য অর্থ (অর্থাৎ নির্ধারণ করিয়া গৃহীতব্য অর্থ), সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয়, নির্বেধভাগীয়, অশৈক্ষ্যভাগীয়? কোথায় এই সূত্রের সমস্ত সত্য দৃষ্ট হয়? আদি-মধ্য-পর্যাবসানে। এইরূপে সূত্র বিবেচনা বা নির্বাচন করা কর্তব্য। সেই জন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'সূত্রের যাহা জিজ্ঞাসা, যাহা উত্তর, যাহা সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে অনুরূপ গাথা বা গীতি' ইত্যাদি।

৪. (ক) ৩. যুক্তিহার বিভঙ্গ

১৮. উহাতে কয় প্রকার যুক্তিহার? 'সর্বপ্রকার বা ষোলো প্রকার হারের' ইত্যাদি, ইহা যুক্তি হার। কী যোজনা করা হইয়াছে?

চারি প্রকার মহা অপদেশ বা মহাপ্রমাণ (অর্থাৎ বুদ্ধগণ প্রভৃতির মহা প্রমাণ নির্ধারণ করিয়া কথিত কারণসমূহ অথবা মহাপদেশ বা মহান অবসর, ধর্মের মহান প্রতিষ্ঠানসমূহ বলা হইয়াছে); যথা : বুদ্ধ অপদেশ বা প্রমাণ, সংঘ অপদেশ বা প্রমাণ, বহুসংখ্যক থের অপদেশ বা প্রমাণ, একজন থের অপদেশ বা প্রমাণ (অর্থাৎ সম্মুখে ইহা ভগবানের সূত্র ইত্যাদি হইতে কোনো কোনোটি আনীত বা জ্ঞাত ব্যক্তির সূত্রে অবতরণাদি তাদৃশ। যদি এই প্রকার কথা চারি প্রকার হয় অপদেশের বা প্রমাণের প্রভেদ দ্বারা ধর্মেরই দুইটি সম্প্রদায়, ভগবানের শ্রাবক বা শিষ্যেরাও তদ্রূপ।

তাহাদের মধ্যে শ্রাবকসংঘগণ ও পুদ্গল বা ব্যক্তিবশে তিন প্রকার।

এইরূপে আমরা অমুক হইতে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া প্রমাণ প্রদত্ত ভেদে চারি প্রকার, সেইজন্য বলা হইয়াছে : বুদ্ধ প্রমাণ... পূর্ববৎ... থের প্রমাণ')। সেই পদব্যঞ্জনসমূহ (অর্থাৎ কোনো কোনো আনীত সূত্রের পদব্যঞ্জন আহরণকৃত পদব্যঞ্জনসমূহ) সূত্রে অবতারণের বা অনুপ্রবেশ করানোর যোগ্য, ধর্মতায় বা স্বাভাবিক নীতিতে প্রক্ষেপ করার যোগ্য। কয় প্রকার সূত্রে অবতরণ বা অনুপ্রবেশ করানোর যোগ্য? চারি প্রকার আর্যসত্যে। কয় প্রকার বিনয়ে উপযুক্ত করার যোগ্য? রাগবিনয়ে, দ্বেষবিনয়ে এবং মোহবিনয়ে। কয় প্রকার ধর্মতায় বা স্বাভাবিক নীতিতে প্রক্ষেপ করার যোগ্য? প্রতীত্যসমুৎপাদে। যদি চারি প্রকার আর্যসত্যে অবতরণ বা অনুপ্রবেশ করা হয় ক্লেশ বিনয়ে বা ক্লেশদমনে উপযুক্ত করা হয় এবং ধর্মতায় স্বাভাবিক নীতিতেও যথার্থতা অস্বীকার করা হয়, এইরূপ হইলে আস্রবসমূহকে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে না। পূর্বোক্ত নিয়মে চারি প্রকার মহা অপদেশ বা মহাপ্রমাণ দ্বারা যেই যেই অর্থজাত ও ধর্ম বা স্বভাবজাত যোজনা করা হয়, যেই যেই কারণে যোজনা করা হয় এবং যেই যেই প্রকারে যোজনা করা হয় তাহা তাহা গৃহীতব্য (অর্থাৎ সংবর্ণনা করিতে সূত্রে আনীত কারণে প্রসঙ্গে প্রকারে ও সূত্র হইতে উদ্ধার করিয়া সংবর্ণনাবশে গ্রহণ করা কর্তব্য)।

১৯. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কয়টি পদ জিজ্ঞাসা করা হয়? পদের অর্থ জানা কর্তব্য। যদি সমস্ত পদের একটি অর্থ বলা হয়—একটি প্রশ্ন, চারটি পদের একটি অর্থ বলা হয়—একটি প্রশ্ন, দুইটি পদের একটি অর্থ বলা হয়—একটি প্রশ্ন, একটি অর্থ বলা হয়—একটি প্রশ্ন। তাহা পরীক্ষাকরণ দ্বারা আজানিতল্য বা শ্রেষ্ঠ বিষয়ক (আজাননাকার দর্শনে বলা হইয়াছে) এই পরিয়ত্তি ধর্ম নানা অর্থযুক্ত নানাব্যঞ্জনযুক্ত কেন? অথবা এই পরিয়ত্তি ধর্মসমূহের একটি অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত হইয়াও নানা অর্থব্যঞ্জনযুক্ত কেন? যথা কিরূপ হইবে? যথা—সেই দেবতা ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :

'কী কারণে জগৎ সর্বদা আক্রান্ত? (অর্থাৎ এই সত্ত্বলোক বা প্রাণিজগৎ চোরের ন্যায় দস্যুঘাতক দ্বারা কি জন্য সর্বদা প্রহৃত হইয়া বর্ধিত হয়?) কী কারণে সর্বদা পরিবেষ্টিত? (অর্থাৎ মালুবলতা সদৃশ বৃক্ষ কিজন্য পৃথিবী দ্বারা সর্বদা আচ্ছাদিত?) কী কারণে শল্য দ্বারা সর্বদা নিম্নগত? (অর্থাৎ কি জন্য বিষর্পিত তীরবিদ্ধ সদৃশ শরীর অভ্যন্তরে নিমজ্জিত শল্য দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট?) কী কারণে সর্বদা ধূপায়িত? (অর্থাৎ কেন বা কী কারণে জগৎ সর্বদা ধূপায়িত বা সন্তাপিত?) এই চারিটি পদ জিজ্ঞাসা। উহাতে তিনটি প্রশ্ন। কিরূপে জানা যায়? ভগবানই দেবতাকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন :

'মৃত্যু দ্বারা জগৎ সর্বদা আক্রান্ত, জরা বা বার্ধক্যতা দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত, তৃষ্ণারূপ শল্য দ্বারা সর্বদা নিম্নগত, ইচ্ছা দ্বারা সর্বদা ধূপায়িত বা সন্তাপিত।'

২০. উহাতে জরা (বার্ধক্যতা বা জীর্ণতা) এবং মরণ—এই দুইটি সপ্রতিবন্ধ কারণভূত লক্ষণ (অর্থাৎ জরা ও মরণ এই দুইটি সপ্রতিবন্ধ পঞ্চস্কন্ধের সংকেত লক্ষ করা হয়, ইহাতেই কারণভূত লক্ষণসমূহ রহিয়াছে। এইখানে ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, সপ্রতিবন্ধ কারণভূত লক্ষণ তিন প্রকার; যথা : উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়, ব্যয় বা ক্ষয় প্রত্যক্ষ হয় এবং পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়'। সেইজন্য বলা হইয়াছে) জরায় স্থিত পঞ্চস্কন্ধের পরিবর্তন মরণ ও ক্ষয়। উহাতে জরা এবং মরণের অর্থত নানা প্রকার। কী কারণে? গর্ভগত হইলেও মৃত্যু হয়, কিন্তু জীর্ণ হইতে হয় না। দেবগণের মৃত্যুও আছে, কিন্তু তাঁহাদের শরীর জীর্ণ হয় না। জরায় প্রতিকার করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু মরণের প্রতিকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, তবে অন্যভাবে ঋদ্ধিমানদের ঋদ্ধি বিস্তৃতি দ্বারা সমর্থ হইয়া থাকে (অর্থাৎ যদি কোনো ঋদ্ধিমান অর্হৎ ভিক্ষু চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন বহুলভাবে করেন, অভ্যস্ত হন, মূলকৃত বা ভিত্তিস্বরূপ করেন, অনুস্থিত হন, পরিচিত হন, সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বগ্রহিতা হন সেই ঋদ্ধিমান অর্হৎ ভিক্ষু ইচ্ছা করিলে ঋদ্ধি বিস্তৃতি করিয়া মৃত্যুর প্রতিকার করিয়া জগতের হিতার্থে কল্পকাল বা মনুষ্যের আয়ু প্রমাণকাল পর্যন্ত আয়ুভোগ করিয়া থাকিতে পারেন)। যাহা বলা হইল—'তৃষ্ণাশল্য দ্বারা নিম্নগত'। বীতরাগ বা তৃষ্ণাবিমুক্তগণকে জীর্ণ বা বৃদ্ধ হইতেও দেখা যায় মরিতেও দেখা যায় যদি জরা-মরণের ন্যায় এইরূপ তৃষ্ণাও থাকে। এইরূপ হইলে সকলে যৌবন অবস্থায়ও তৃষ্ণাবিগত বা তৃষ্ণাবিমুক্ত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণা যেমন দুঃখের হেতু এইরূপে জরা-মরণও দুঃখের হেতু হইয়া থাকে, তৃষ্ণা দুঃখের হেতু না হইলে জরা-মরণও মার্গনাশক হইয়া থাকে। এই যুক্তিতে পারস্পরিক কারণ দ্বারা গবেষণা করা প্রয়োজন (অর্থাৎ অন্যান্য কারণ উৎপত্তি দ্বারা অন্যপ্রকার অর্থেও তদন্য প্রকারে ব্যঞ্জনে প্রবেশ করা কর্তব্য)। যদিও যুক্তি সমারূঢ় দৃষ্ট হয় তথাপি অন্য প্রকার অর্থ দ্বারা ও অন্য প্রকার ব্যঞ্জন দ্বারা গবেষণা করা প্রয়োজন। শল্যবিদ্ধ হওন বা ধূপায়িত (সন্তাপিত) হওন—এই দুইটি ধর্মের বা স্বভাবের অর্থ দ্বারা এক ভাব বা একটি, ইচ্ছায় এবং তৃষ্ণায় অন্যভাবে যোজনা করা হয়নি। তৃষ্ণায় অভিপ্রায় অপরিপূর্ণতায় নববিধ আঘাতবস্তুতে ক্রোধ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই যুক্তিতে জরা, মরণ ও তৃষ্ণা অর্থ দ্বারা অন্য অর্থ প্রকাশ পায়। যাহা ভগবান 'ইচ্ছা' ও 'তৃষ্ণা' এই দুই নামে আলাপ করিয়াছেন, ইহা ভগবান বাহিরের বাস্তুরূপসমূহের আরম্মণ (জ্ঞানের বা উপলব্ধির বিষয়) বশে 'ইচ্ছা (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধানবশে ইচ্ছা)' এবং 'তৃষ্ণা (অর্থাৎ প্রাপ্তব্য অপ্রাপ্তির অথবা প্রাপ্তব্য পাইবার ইচ্ছাবশে তৃষ্ণা)' এই দুই নামে আলাপ করিয়াছেন। সর্বপ্রকার তৃষ্ণাই সম্পূর্ণ অবসান লক্ষণ দ্বারা একটি লক্ষণযুক্ত যেমন সর্বপ্রকার অগ্নি উষ্ণত্ব লক্ষণ দ্বারা একটি লক্ষণ। অপিচ উপাদান বা আসক্তি বলে পারস্পরিক নামসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন কাষ্ঠাগ্নিও নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তৃণাগ্নি, চোকলা বা সরুচেলার অগ্নি, গোময়াগ্নি, কুলাগ্নি, আবর্জনার অগ্নিও নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, সর্বপ্রকার অগ্নিই উষ্ণত্ব লক্ষণ সদৃশ। এইরূপে সর্বতৃষ্ণার সম্পূর্ণ অবসান লক্ষণ দ্বারা একটি লক্ষণযুক্ত।

কিন্তু আরম্মণ উপাদান (জ্ঞানের বা উপলব্ধির আসক্তি) বশে পারস্পরিক নাম দ্বারা ইচ্ছাও আলাপিত হইয়াছে, তৃষ্ণা, শল্য, ধূপায়ন বা সন্তাপন, নিঃসরণ বা দ্রবণ, (তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে ও ধর্মে কুলসমূহে বা মনুষ্যগণে আচ্ছাদন করিয়া ও বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে) বিসত্তিকা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ, ক্লান্তি, লতা, কল্পনা, বন্ধন, আশা, পিপাসা, অভিনন্দন ও আলাপিত হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত তৃষ্ণাই সম্পূর্ণ অবসান লক্ষণ দ্বারা একটি লক্ষণযুক্ত যেমন বিবচনে বা প্রতিশব্দেও বলা হইয়াছে :

'আশা, পিপাসা, অভিনন্দন অনেক প্রকার ধাতুতে দ্রবীভূত প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞানের মূল প্রভাব বা অজ্ঞানরূপ উৎস হইতে কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই আমাকর্তৃক মূলসহ রহিত করা হইয়াছে।'

ইহা তৃষ্ণারই সমার্থবাচক শব্দ বা প্রতিশব্দ। ভগবান যেমন বলিয়াছেন, 'রূপে (বস্তুরূপে) এই অবিগত রাগের (অবিনষ্ট অনুরাগের বা আসক্তির) অবিগত ছন্দের বা ইচ্ছার, অবিগত প্রেমের, অবিগত পিপাসার, অবিগত পরিদাহের বা শোকের—এইরূপে অনুভূতিতে সংজ্ঞায় সংস্কারে বিজ্ঞানে অবিগত রাগের, অবিগত ছন্দের, অবিগত প্রেমের, অবিগত পিপাসার, অবিগত পরিদাহের বা শোকের সমস্তসূত্র বিস্তৃত করা কর্তব্য। ইহা তৃষ্ণার প্রতিশব্দ।' এইরূপে সমস্ত দুঃখোপচার (দুঃখজনক প্রারম্ভিক কার্য) কামতৃষ্ণা সংস্কার মূলকরূপে যোজন করা হইয়াছে, কিন্তু সর্বপ্রকার নির্বিদা-উপচার বা প্রারম্ভিক কার্য কামতৃষ্ণা পরিষ্কার বা আবশ্যকতামূলক (অর্থাৎ বস্তু কামনার হেতুমূলক) রূপে যোজনা করা হইয়াছে।

২১. এই যুক্তিতে পারস্পরিক কারণ দ্বারা গবেষণা করা প্রয়োজন। যেমন

বলা হইয়াছে ভগবান রাগ বা লোভচরিত্র পুদ্গলের (ব্যক্তির) জন্য অশুভ ভাবনা দেশনা করিয়াছেন, ভগবান দ্বেষ বা হিংসাচরিত্র পুদ্গলের জন্য মৈত্রী ভাবনা দেশনা করিয়াছেন, ভগবান মোহচরিত্র পুদ্গলের জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদ ভাবনা দেশনা করিয়াছেন। যদি ভগবানই রাগ বা লোভচরিত্র পুদ্গলের জন্য মৈত্রী ভাবনায় চিত্তবিমুক্তি ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন সুখজনক প্রতিপদ দ্বন্দ্বাভিজ্ঞ অথবা সুখজনক প্রতিপদ ক্ষিপ্ত-অভিজ্ঞ বিদর্শন পূর্বগামী অথবা প্রহাণ (পরিত্যাগ) ধর্মদেশনা করিয়াছেন, কিন্তু এইখানে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি। এইরূপে অন্য বিষয়ে ও যাহা কিছু রাগের বা লোভের অনুরূপ পরিত্যাগ দ্বেষের অনুরূপ পরিত্যাগ এবং মোহের অনুরূপ পরিত্যাগ সেই সব জ্ঞানের ভূমি পর্যন্ত (অর্থাৎ আচার্যের কথিত অনুসারে যাহা জ্ঞান যাহা প্রতিভাণ বা বোধশক্তি উহার যাহা যাহা বিষয় সেই সব বিষয় পর্যন্ত) বিচয়হার দ্বারা বিবেচনা করিয়া যুক্তিহার দ্বারা যোজনা করা উচিত।

মৈত্রী ভাবনালাভীর স্মৃতি বা তথাভূত স্মৃতি ঈর্ষা বা হিংসা চিত্তকে ক্লান্ত বা অবসন্ন করিয়া রাখিবে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, ঈর্ষা পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। করুণাভাবনা লাভীর স্মৃতি অহিত চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া রাখিবে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, অহিত পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। মুদিতা ভাবনালাভীর স্মৃতি অনাসক্তি বা অসংযোগ চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া রাখিবে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, অনাসক্তি বা অসংযোগ পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। উপেক্ষা ভাবনালাভীর স্মৃতি অনুরাগ বা আসক্তি চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া রাখিবে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, অনুরাগ পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনা যোজনা করা হইয়াছে। অনিমিত্ত ভাবনালাভীর স্মৃতি নিমিত্ত অনুযায়ী সেই সেই বিজ্ঞান প্রবর্তিত হউক সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, নিমিত্ত পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে।

'আমি আছি' এই ভাব অথবা 'আমার আমিত্বভাব' বিগত বা রহিত হইয়া 'ইহা আমি হই অথবা ইহা আমার' এইরূপে দর্শন না করা (অর্থাৎ পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে মিথ্যাদৃষ্টি ও মানবশে অথবা অযথার্থ দর্শন ও অহঙ্কারবশে যাহা আমি বলিয়া মনে করা হয় উহার বিলুপ্তিতেই আমার আমিত্বরূপে দর্শন না করা)। অথচ 'কোনো বস্তুতে কোথায় আমি আছি বা আমার আমিত্ব রহিয়াছে' ইহা সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রূপ শল্য (অর্থাৎ এক কথায় যাহা

সন্দেহ), ইহাতে চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া রাখিবে সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তারূপ শল্য পরিত্যাগ অব্যর্থভাবে চলিতেছে এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা যেমন প্রথম ধ্যান সমাপন্নের (অর্থাৎ প্রথম ধ্যান গুণ দ্বারা ভূষিত সাধকের) স্মৃতি কামরাগ (ইন্দ্রিয়-সুখ সম্বন্ধীয় ভাবাবেগ) ঈর্ষা বা হিংসা বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা-যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা অবিতর্ক-সহগত সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনাই যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের স্মৃতি বিতর্ক-বিচারসহগত (প্রথম ধ্যান বা কামাবচর ধর্মসমূহ সংযুক্ত) সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনাই যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা উপেক্ষা-সুখসহগত (উপচারের সহিত তৃতীয় ধ্যান ধর্মসমূহ সংযুক্ত) সংজ্ঞা মনসিকার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। তৃতীয় ধ্যানে সমাপন্নের স্মৃতি প্রীতি-সুখসহগত (প্রীতি-সুখসহ উপচারের সহিত দ্বিতীয় ধ্যান ধর্মসমূহ সংযুক্ত) সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধিসহগত (চতুর্থ ধ্যান ধর্মসমূহ সংযুক্ত) সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে।

অথবা আকাশ-অনন্ত-আয়তনময় ধ্যানসহগত সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। আকাশ-অনন্ত-আয়তনময় ধ্যান সমাপন্নের স্মৃতি রূপ (রূপব্রহ্মলোক)সহগত সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনময় ধ্যানসহগত সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনময় ধ্যান সমাপন্নের স্মৃতি আকাশ-

অনন্ত-আয়তনময়সহগত সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা আকিঞ্চন্যায়তনময় (কেবল শূন্যময়) ধ্যানসহগত সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। আকিঞ্চন্যায়তনময় ধ্যান সমাপন্নের স্মৃতি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনময়-সহগত সংজ্ঞা মনস্কার বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। অথবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তনময় ধ্যানসহগত সংজ্ঞা মনস্কার দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তনময় ধ্যান সমাপন্নের স্মৃতি সংজ্ঞা-উপাচার (সংজ্ঞাকৃত্য করিতে পটু এইরূপ যেকোনো চিত্ত উৎপাদনকারী, ইহাকে আকিঞ্চন্যায়তনময় ধ্যানচিত্তও বলা হয়) বিশেষতায় সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে।

অথবা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ ধ্যানসহগত সংজ্ঞা মনস্কার পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিব, উহারই পরিকর্মবশে প্রবর্ত ধর্মসমূহ। কিন্তু উহাতে যেই কারণে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তনময় সমাপত্তি ধ্যানে স্থিত হইয়া থাকিলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, উহা হইতে পতিত হইলেও নহে সেই কারণে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তনময় ধ্যান দ্বারা পরিত্যাগে সংবর্তিত হয়। ইহা যুক্তিকথা নহে, বিশেষতায় সংবর্তিত হয় ইহা কিন্তু যুক্তিকথা। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'পরিত্যাগে সংবর্তিত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে)'। সমর্থভাবে পরিচিত (অর্থাৎ কথিত অনুসারে সমাপত্তি ধ্যানসমূহ লাভ দ্বারা জ্ঞাত) চিত্ত সমাধানে নিবৃত্ত হয় না সেই দেশনা যোজনা করা হয়নি, সমর্থভাবে পরিচিত চিত্ত আরও সমাধানে নিবৃত্ত হয় এই দেশনাই যোজনা করা হইয়াছে। এইরূপে নববিধ সূত্রের (ধর্মবিষয়ক উপদেশের) সমস্তই ধর্মের অনুরূপ, বিনয়ের অনুরূপ, শাস্তা বা বুদ্ধশাসনের অনুরূপ সর্বপ্রকারে বিচয়হার দ্বারা বিচার বা পরীক্ষা করিয়া যুক্তিহার দ্বারা যোজনা করা প্রয়োজন। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'সর্বপ্রকার হারের ব্যঞ্জন-বিচার ভাবধারায়

যাহা ভূমি প্রবর্তিত স্থান, যাহা গোচর বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়' ইত্যাদি।

[অর্থকথায় এইখানে যুক্তিহারে আরও কিছু বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যেমন—অপ্রতিকূল সংজ্ঞা আরম্ভে কামচ্ছন্দ বা কামসুখে উত্তেজনা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। প্রতিকূল সংজ্ঞা অনুরূপতায় ঈর্ষাভাব প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। সমাধি আরম্ভে থিনমিদ্ধ (শারীরিক ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা অকর্মণ্যতা) প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। বীর্যারম্ভে বা উৎসাহ আরম্ভে ঔদ্ধত্যভাব প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। শিক্ষাকাম্যতা বা ধর্মনীতি পালনে আগ্রহান্বিত অবস্থায় কৌকৃত্য বা মনস্তাপ প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। (সৌমনস্য বা মানসিক শান্তি-সংযুক্ত এবং উপেক্ষা-সংযুক্ত) এই উভয় পক্ষ সন্তীরণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা আরম্ভে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। ইষ্টানিষ্টে নিরপেক্ষতা বা ঔদাস্য আরম্ভে সম্মোহ বা মুগ্ধতা ভাব প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান আরম্ভে নিজের অপরিভব বা পরাজয় ভাব দ্বারা মান বা আমিত্বের অহঙ্কার প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। বীমংসা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা আরম্ভে প্রতিরূপক প্রতিগ্রহণ বা ধারণকরণ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি বা অযথার্থ দর্শন প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। বিরক্ততা প্রতিরূপ দ্বারা সত্ত্ব বা প্রাণীগণের মধ্যে অদয়াসম্পন্নতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। অনুমতি প্রদত্ত বিষয় পুনঃপুন করণের প্রতিরূপতায় লৌকিক কামসুখভোগের বাসনা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ জীবিকার প্রতিরূপতায় অসংবিভাগশীলতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। সংবিভাগশীলতা প্রতিরূপতায় পাপজীবিকা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। অসংসর্গ অবস্থানের প্রতিরূপতায় অসংগ্রহশীলতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। অসংগ্রহশীলতার প্রতিরূপতায় অননুলোমিক বা অননুরূপ সংসর্গ প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। সত্যবাদিতার প্রতিরূপতায় পিসুণ বা বিদ্বেষপরায়ণ কথা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। অবিদ্বেষপরায়ণ কথার প্রতিরূপতায় অনর্থকাম্যতা বা অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। প্রিয়বাদীতার প্রতিরূপতায় চাটুকাম্যতা (চাটুকারীতা বা তোষামোদ) প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। মিতভাষীতার প্রতিরূপতায় অসম্মোদনশীলতা বা আনন্দভাবের

প্রতিরূপতায় মায়া ও শঠতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। নিগ্রহবাদীতার প্রতিরূপতায় কটু বা কর্কশ কথা বলা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। পাপগর্হিতার প্রতিরূপতায় পরদোষ দর্শন প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। কুল বা জাতির প্রতি দয়া প্রকাশের প্রতিরূপতায় কুলমাৎসর্যতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। আবাসে চিরস্থিতি স্পৃহা আরম্ভে আবাসমাৎসর্যতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। ধর্মপরিবন্ধ অভ্যাস আরম্ভে ধর্মমাৎসর্যতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। ধর্মদেশনায় আনন্দ আরম্ভে অনাবশ্যক কথা বলার আসক্তি প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। অকটু বা অকর্কশ কথা জনগণকে অনুগ্রহকরণ আরম্ভে সংসর্গ আরম্ভতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। পুণ্যস্পৃহা প্রতিরূপতায় কর্মারামতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। সংবেগ বা ধর্মানিষ্ট আবেগের প্রতিরূপ দ্বারা চিত্তসন্তাপ প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধালুতার প্রতিরূপতায় অপরিপক্বতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার প্রতিরূপ দ্বারা অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। আত্ম অধিপত্যের প্রতিরূপ দ্বারা গুরুর অনুশাসনকে অপ্রদক্ষিণ গ্রাহিতা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। ধর্মাধিপত্যের প্রতিরূপ দ্বারা সব্রহ্মচারিগণের প্রতি অগৌরব প্রতারিত করে বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। বিশ্ব আধিপত্যের প্রতিরূপ দ্বারা নিজধর্মে ঘৃণাভাব প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। পরদুঃখকাতরতার প্রতিরূপ দ্বারা লোক প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। মুদিতায় বা অপরের সুখে সুখানুভূতির অবস্থায় অবস্থানের প্রতিরূপ দ্বারা উল্লাস বা আমোদ-প্রমোদ প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। উপেক্ষার (নয় সুখ নয় দুঃখ তত্রমধ্যস্থ অবস্থায়) অবস্থানের প্রতিরূপ দ্বারা কুশলধর্মসমূহে নিক্ষিপ্ত বা প্রযুক্ত স্পৃহা প্রতারিত হয় বলিয়া যোজনা করা হইয়াছে। এইরূপে আগম বা ধর্মনিষ্ঠার প্রতিরূপ অধিগম বা প্রাপ্তির প্রতিরূপাদি ও সেই সেই বঞ্চণস্বভাব যুক্তি দ্বারা জ্ঞাতব্য। এইরূপে আগম বা ধর্মনিষ্ঠা অনুসারে যুক্তি গবেষণা করা কর্তব্য)।

৪. (ক) ৪. পদস্থানহার বিভঙ্গ

২২. উহাতে পদস্থান হার কিরূপ? 'জিন ধর্মদেশনা বা ব্যক্ত করিয়াছেন' ইত্যাদি—ইহা পদস্থান বা ভিত্তিমূলক হার। কী দেশনা করিয়াছেন?

সর্বপ্রকার ধর্ম যথারূপে অসম্প্রতিবেধ বা অসম্প্রাপ্তি (অর্থাৎ যেই কারণে 'ইহা ইহার পদস্থান বা ভিত্তি, ইহা ইহার পদস্থান' এইরূপে সেই সেই পদস্থানভূত ধর্ম বিভাবন লক্ষণই পদস্থান হার, সেই কারণে প্রবর্তিদ্বারা মূলভূত অবিদ্যাকে আদি করিয়া স্বভাব ধর্মসমূহের পদস্থানকে আসন্ন কারণ নির্ধারণ করিয়া অবিদ্যা দ্বারা স্বভাব নির্দেশ করা হইয়াছে 'সর্বপ্রকার ধর্ম ঠিক অসম্প্রাপ্তি লক্ষণসমূহ অবিদ্যা'। অথবা সম্যক প্রাপ্তি সম্প্রাপ্তি, উহার প্রতিপক্ষ বা বিপরীত অসম্প্রাপ্তি)। লক্ষণ অবিদ্যা-উহার পদস্থান 'অশুভকে শুভজ্ঞান' ইত্যাদি বিপল্লাস বা উন্মার্গগমনসমূহ। অবসান লক্ষণ তৃষ্ণা, উহার পদস্থান প্রিয়রূপ ইপ্সিত বস্তু। প্রার্থনা বা যাচনা লক্ষণ লোভ, উহার পদস্থান অদত্তগ্রহণ (অর্থাৎ অপ্রদত্ত গ্রহণ চেতনা ইহা একবার মাত্র উৎপন্ন হইলেও আদীনব বা দোষদর্শিতায় লোভের কারণ হইয়া থাকে, উহাই পদস্থান বলা হইয়াছে। সেইরূপে দ্বেষের পদস্থান প্রাণিহত্যা এবং মোহের পদস্থান মিথ্যা প্রতিপদ বা পন্থা বলা হইয়াছে)। বর্ণসৌন্দর্য ব্যঞ্জন বা নিদর্শন গ্রহণ (অর্থাৎ নিমিত্তানুরূপ ব্যঞ্জন গ্রহণ) লক্ষণ শুভসংজ্ঞা, উহার পদস্থান ইন্দ্রিয়সমূহের সংবরণ। আস্রবসহ স্পর্শের উপগমন বা নিকটে আগমন লক্ষণ সুখসংজ্ঞা, উহার পদস্থানে আস্বাদ বা অধিকতর পছন্দ অথবা তৃষ্ণা। সপ্রতিবন্ধ লক্ষণের ধর্মসমূহকে দর্শনের লক্ষণ নিত্যসংজ্ঞা, উহার পদস্থান বিজ্ঞান। অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা দর্শনের লক্ষণ আত্মসংজ্ঞা, উহার পদস্থান নামকায় বা চতুর্বিধ নামস্কন্ধ।

সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রাপ্তির লক্ষণসমূহ বিদ্যা, উহার পদস্থান সর্বপ্রকার বা চারি আর্যসত্যে নীত বা উপনীতকরণ। চিত্তবিক্ষেপ অপসারণ বা ঔদ্ধত্য দমনের লক্ষণ শমথ, উহার পদস্থান অশুভ (অশুভানুদর্শন ভাবনা)-সমূহ। ইচ্ছানুরূপ কার্য অপসারণের লক্ষণ অলোভ, উহার পদস্থান অদত্তদান গ্রহণে বিরতি (অর্থাৎ লোভের ক্ষীণতায় বা লোভকে ক্ষীণকরণ দ্বারা চুরিকার্য পরিত্যাগ অলোভের ভিত্তি)। উপদ্রব বা দুঃখ হইতে মুক্তির লক্ষণ অদ্বেষ বা অহিংসা, উহার পদস্থান প্রাণিহত্যায় বিরতি (অর্থাৎ হিংসার ক্ষীণতায় বা হত্যাকার্যকে ক্ষীণকরণ দ্বারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ অহিংসার ভিত্তি) বস্তুব্যবস্থার নির্দোষ প্রতিপাদনের (অথবা বিষয় স্বভাব বিচক্ষণতার) লক্ষণ অমোহ, উহার পদস্থান সম্যক প্রতিপত্তি (অথবা প্রত্যক্ষশীল, সমাধি, দান ও নির্বিদাজ্ঞান দ্বারা অভিরমিত ধার্মিক অভ্যাস)। নীলবর্ণযুক্ত পুঁযযুক্ত হওয়ার বা গ্রহণের লক্ষণ অশুভসংজ্ঞা, উহার পদস্থান নির্বিদা বা বিরাগ। আস্রবযুক্ত স্পর্শ পরিজাননের বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ দুঃখসংজ্ঞা বা দুঃখ বলিয়া জ্ঞান,

উহার পদস্থানে বেদনা বা অনুভূতি (অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনুভূতি দুঃখ কেবল দুঃখতা বা দুঃখপূর্ণতাভাব দ্বারা দুঃখ বলিয়া বলা হইয়াছে 'দুঃখসংজ্ঞায় বেদনা বা অনুভূতি পদস্থান)। সংস্কৃত লক্ষণযুক্ত ধর্মসমূহকে দর্শনের লক্ষণ অনিত্যসংজ্ঞা, উহার পদস্থান উৎপত্তি ও ব্যয় বা ক্ষয়। ধর্মে বা স্বভাবে অভিনিবেশের বা প্রবণতার লক্ষণ অনাত্মসংজ্ঞা, উহার পদস্থান ধর্মসংজ্ঞা বা আত্মস্বভাব সংজ্ঞা (অর্থাৎ সত্ত্বগণের শরীরের প্রতি অনুরাগবশত পঞ্চবিধ আধ্যাত্মিক আয়তনবশে 'আত্মস্বভাব সংজ্ঞা' হয় বলিয়া বলা হইয়াছে : 'আকারধারী বা সাকার বস্তুর প্রতি অনুরাগের বা আসক্তির পদস্থান বা ভিত্তি পঞ্চইন্দ্রিয়'। এইখানে শরীরই বলিয়া গ্রহণে অভিপ্রেত, বিশেষত ধ্যানে আশ্রয়যুক্ত মন রূপ আয়তনে বা স্থানেও 'আত্মস্বভাব সংজ্ঞা' নিঃসৃত হয়, সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'ভবের প্রতি অনুরাগের পদস্থান ষড়ায়তন'। 'এইরূপ শরীর ধারণ না হউক', 'এইরূপ বেদনা বা অনুভূতি না হউক' 'এইরূপ প্রবর্তিত রূপাদি বা শরীর ধারণাদি অভিনন্দনে নিবর্তিত হউক' বলিয়া বলা ভবসম্বন্ধে অনুদর্শনকরণ)। কামরাগের পদস্থান পঞ্চকামগুণ। সাকার বস্তুর প্রতি অনুরাগের বা আসক্তির পদস্থান পঞ্চইন্দ্রিয়। ভবসমূহের প্রতি অনুরাগের পদস্থান ষড়ায়তন। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের পদস্থান জন্মের বা উৎপত্তির জন্য ভবসমূহে অনুদর্শন বা পর্যবেক্ষণ। জ্ঞানদর্শনের পদস্থান পূর্বেনিবেশানুস্মৃতি (অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহ কোথায় কোনো স্থানে অবস্থান করিতেন এবং তখন কী কার্য করিয়াছেন, কী কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অনুস্মরণ)। সত্য বলিয়া ধারণার লক্ষণযুক্ত শ্রদ্ধা দৃঢ় সংকল্পে প্রত্যুপস্থান বা মনোযোগিতা এবং অনাবিল লক্ষণযুক্ত প্রসাদ বা শান্ত অবস্থা বিশুদ্ধিতায় মনোযোগিতা আর প্রার্থনার লক্ষণযুক্ত শ্রদ্ধা, উহার পদস্থান ধর্মে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস। অনাবিল লক্ষণযুক্ত শ্রদ্ধা, উহার পদস্থান শ্রদ্ধা। আরম্ভের লক্ষণ বীর্য বা উৎসাহ, উহার পদস্থান সম্যকপ্রধান। অপরিবর্তনশীল অবস্থার লক্ষণ স্মৃতি, উহার পদস্থান স্মৃতিপ্রস্থান। একাগ্রতার লক্ষণ সমাধি, উহার পদস্থান ধ্যানসমূহ। সম্প্রজ্ঞান বা চিন্তাশীলতার লক্ষণ প্রজ্ঞা, উহার পদস্থান সত্যসমূহ বা চারি আর্যসত্য।

অপনয়ন-আস্বাদ বা পরিতোষযুক্ত মনস্কারের লক্ষণ অনবিজ্ঞ বা অদূরদর্শী মনস্কার উহার পদস্থান অবিদ্যা। সত্য সম্মোহনের লক্ষণ অবিদ্যা, উহা সংস্কারসমূহের পদস্থান। পুনর্জন্ম বর্ধিতকরণের সংস্কারসমূহ, উহারা বিজ্ঞানের পদস্থান। সংসারোৎপত্তিভাবে প্রত্যাবর্তন স্বভাবের লক্ষণ বিজ্ঞান, উহা নামরূপের পদস্থান। নামরূপ ও বস্তু আকার সংঘাতের লক্ষণ (অর্থাৎ

অরূপ ও রূপকায়ের সম্মিলিতভাবের লক্ষণ) নামরূপ, উহা ষড়ায়তনের পদস্থান। ইন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনের (চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবস্থাপিতভাবের) লক্ষণ ষড়ায়তন, উহা স্পর্শে পদস্থান। চক্ষু ও রূপবিজ্ঞানের সম্মিলিত লক্ষণ স্পর্শ, উহা বেদনা বা অনুভূতির পদস্থান। ইষ্টানিষ্ট অনুভবের লক্ষণ বেদনা, উহা তৃষ্ণার পদস্থান। অভিপ্রায়ের লক্ষণ তৃষ্ণা, উহা উপাদানের বা আসক্তির পদস্থান। পুনর্জন্ম বর্ধিত করিবার উপাদান, উহা অস্তিত্বের বা পুনর্বার ভবাগমনের পদস্থান। অরূপ ও রূপকায় (নাম ও রূপ) সম্ভব বা উৎপত্তি হইবার লক্ষণ ভব বা ভবাগমন, উহা জন্ম হইবার পদস্থান। স্কন্ধসমূহের বা পঞ্চস্কন্ধের প্রাদুর্ভাব হইবার লক্ষণ জন্ম, উহা জরার বা বার্ধক্যের পদস্থান। আসক্তি বা আত্মভাব পরিপক্বতার লক্ষণ জরা, উহা মরণের পদস্থান (অর্থাৎ নিজের প্রিয়জনের মরণ চিন্তাকারী মূর্খের অধিক পরিমাণে শোক উৎপন্ন হয়, সেইজন্য বলা হইয়াছে—‘মরণ শোকের পদস্থান’)। জীবনী শক্তি ধ্বংস হইবার লক্ষণ মৃত্যু বা মরণ, উহা শোকের পদস্থান। ঔৎসুক্যকারক (চিত্তের সন্তাপকারক) শোক, উহা খেদোক্তির বা বিলাপের পদস্থান। নানাপ্রকার বিলাপ, উহা দুঃখের পদস্থান।

শরীর পীড়ন দুঃখ, উহা দৌর্মনস্যের বা মানসিক অশান্তির পদস্থান। চিত্ত বা মনপীড়ন দৌর্মনস্য, উহা ক্লেশ বা গ্লানীর পদস্থান। আন্তর্নিধানকার বা রক্ষণ দুঃখ, উহা অস্তিত্বের (অস্তিত্ব বা সংসার অবস্থার) পদস্থান। যখন এই ভবাঙ্গসমূহের (অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ অস্তিত্বের অঙ্গসমূহ অথবা কর্মবিপাকাবর্ত অস্তিত্বের অনুরূপ অঙ্গসমূহের) সমস্তই প্রত্যাবর্তিত হয় তখন উহা ভব (অস্তিত্ব বা সংসার), উহা সংসারের বা সংসারোৎপত্তির পদস্থান। মুক্তিপথে নিয়া যাইবার লক্ষণ মার্গ বা উপায়, উহা নিরোধের পদস্থান। তীর্থজ্ঞতা (অর্থাৎ কর্মস্থানে অবগাহনকারীর অবতরণস্থান আছে বলিয়া বহুশ্রুত অর্থে তীর্থ, উহার সেবা বা সঙ্গকরণ অর্থে তীর্থজ্ঞতা) প্রীতজ্ঞতার (অর্থাৎ ধর্মজ্ঞাত আনন্দবোধ অর্থে প্রীত, অনুকূল ধর্মসেবন বা পালন দ্বারা উহা প্রীতি উৎপন্ন করিয়া কর্মস্থানকে সম্প্রসারণকরণ অর্থে প্রীতজ্ঞতা) পদস্থান। প্রীতজ্ঞতা প্রাপ্তজ্ঞতার (অর্থাৎ ভাবনায় কিছু একাগ্রতা ও লয়প্রাপ্ত হওয়া, গাঢ়তা প্রাপ্ত হওয়া ও জ্ঞাত হওয়া অর্থে প্রাপ্তজ্ঞতা) পদস্থান প্রাপ্তজ্ঞতা আত্মজ্ঞতার পদস্থান। আত্মজ্ঞতা পূর্বকৃত পুণ্যতার বা পুণ্যের পদস্থান। পূর্বকৃত পুণ্যতা বা পুণ্য প্রতিরূপ (অনুরূপ বা সদ্ধর্ম প্রচলিত) দেশে বাসকারীর পদস্থান। প্রতিরূপ দেশে বাস সৎপুরুষের উপনিশ্রয়ের বা অবলম্বনের পদস্থান। সৎপুরুষের আশ্রয় নিজকে সম্যকরূপে প্রণিধানকারী পদস্থান। নিজেকে

সম্যকরূপে প্রণিধান শীলসমূহের পদস্থান। শীলসমূহ পাপের জন্য অপরিতাপের পদস্থান। পাপের জন্য অপরিতাপ আনন্দের বা সৌভাগ্যের পদস্থান। আনন্দ বা সৌভাগ্য প্রীতির পদস্থান। প্রীতি প্রশ্রদ্ধির (প্রশান্তির বা শান্তির) পদস্থান। প্রশ্রদ্ধি সুখের পদস্থান। সুখ সমাধির পদস্থান। সমাধি যথাভূত বা ঠিকরূপ জ্ঞানদর্শনের বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের পদস্থান। যথাভূত বা ঠিকরূপ জ্ঞানদর্শন (অধিষ্ঠানের সহিত তরুণ বিদর্শন) নির্বিদার (বিরক্তির বা অবসাদের) পদস্থান। নির্বিদা (শক্তিশালী বিদর্শন ভাবনা) বিরাগের পদস্থান। বিরাগ (মার্গ অর্থে বিরাগ) বিমুক্তির বা মুক্তির পদস্থান। বিমুক্তি (ফল অর্থে বিমুক্তি) বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের (মুক্ত সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধজ্ঞানের) পদস্থান। এইরূপে (অর্থাৎ যেমন সেই বিপল্লাস বা উন্মার্গগমনসমূহ পদস্থান ইত্যাদি অবিদ্যা ইত্যাদি পদস্থান প্রভৃতি দেখান হইয়াছে এবং ক্রমানুসারে) যাহা কিছু উপনিশ্রয় বা অবলম্বন যাহা কিছু প্রত্যয় বা হেতু (অর্থাৎ যাহা কিছু শক্তিশালী প্রত্যয় আর অবশেষ প্রত্যয়) সর্ববিষয়ে উহাই পদস্থান বা পদস্থানকরণ। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'জিন ধর্মদেশনা করিয়াছেন' ইত্যাদি।

৪. (ক) ৫. লক্ষণহার বিভঙ্গ

২৩. উহাতে লক্ষণহার কিরূপ? 'কথিত একটিমাত্র ধর্মে' ইত্যাদি—ইহা লক্ষণহার । কী লক্ষ করা হইয়াছে? যেই ধর্মসমূহ একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত সেই ধর্মসমূহকে একটিমাত্র ধর্মে বলা হইয়াছে, তৎপর অবশিষ্ট ধর্মসমূহ বলা হইয়াছে। যেমন কী বা কিরূপ হইয়াছে? যেমন ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনিশ্চিত ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর ভঙ্গুর, পরে বা পরমুহূর্তে দুঃখজনক ব্যসন বা বিপদজনক পরিবর্তনশীল উত্তপ্ত ভস্ম-সদৃশ সংস্কারজনক এবং অমিত্রের মধ্যে বধকারী।' এই চক্ষুতে বলিলে অবশিষ্ট আধ্যাত্মিক আয়তনসমূহকেই বলা হইয়াছে। কী কারণে? ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন বধক অর্থে একটিমাত্র লক্ষণ। যেমন ভগবান বলিয়াছেন, 'অতীতে আরাধিত বা প্রার্থিত রূপবস্তুতে অপেক্ষমাণ বা নির্ভরশীল হইও না, ভবিষ্যতে উৎপন্নশীল রূপবস্তুকে অভিনন্দন করিও না এবং বর্তমানে উৎপন্ন রূপবস্তুকে নির্বিদা বা অত্যন্ত বিরক্তির জন্য বিরাগের জন্য নিরোধ করিবার জন্য ত্যাগ করিবার জন্য এবং প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য ক্রম বা ধারা অনুসরণ কর। এই রূপস্কন্ধ বলায় অবশিষ্ট স্কন্ধসমূহও বলা হইয়াছে।' কী কারণে? সমস্তই পঞ্চস্কন্ধায়কোবাদ সূত্রে বধক অর্থে একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত বলা হইয়াছে।

যেমন ভগবান বলিয়াছেন :

২৪. 'যাহারা নিত্য কায়গতাস্মৃতি বা কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়া থাকে সেই অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকারীগণ কৃত্যেই রত থাকে, তাহারা অকৃত্য সেবন বা ভাবনা করে না।'

এইরূপে কায়গতাস্মৃতি (কায়াগতানুস্মৃতি)-সমূহ বলায় বেদনাগত স্মৃতি (বেদনানুগত স্মৃতি), চিত্তগত স্মৃতি (চিত্তানুগত স্মৃতি) এবং ধর্মগত স্মৃতি (ধর্মানুগত স্মৃতি) ও বলা হইয়াছে। তদ্রূপ যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত অথবা জ্ঞাত বলিলে বিজ্ঞাত বা বিদিতও বলা হইয়া থাকে। ভগবান যেমন বলিয়াছেন, 'তদ্ধেতু হে ভিক্ষু, তুমি সংসারের লোভ ও দৌর্মনস্যকে (মনের অশান্তিকে) অপসারণ করিয়া উদ্দীপনাময় (অর্থাৎ ত্রিভবের ক্লেশতাপে দগ্ধ), সম্প্রজ্ঞ বা চিন্তাশীল ও কায়স্মৃতিতে স্মৃতিমান হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিতে থাক।' এইখানে উদ্দীপনাময় অর্থে বীর্য-ইন্দ্রিয়, সম্প্রজ্ঞ অর্থে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, স্মৃতিমান অর্থে স্মৃতি-ইন্দ্রিয় এবং সংসারে লোভ ও দৌর্মনস্যকে অপসারণকরণ অর্থে সমাধি-ইন্দ্রিয়। এইরূপে কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবনায় অবস্থান করিলে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। কী কারণে? চারি প্রকার ইন্দ্রিয়ের একটি মাত্র লক্ষণ বলিয়া।

চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবনা করা হইলে চারি প্রকার সম্যক প্রধান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। চারি প্রকার সম্যক প্রধানে ভাবনা করা হইলে চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা হইলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবনা করা হইলে পঞ্চবল ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। পঞ্চবল ভাবনা করা হইলে সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সপ্তবোধ্যঙ্গে ভাবনা করা হইলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সর্বপ্রকারে বোধ্যঙ্গধর্ম (অর্থাৎ বুঝিবার আর্যমার্গ জ্ঞান)-সমূহে ও বোধিপক্ষীয় ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহার কারণ কী? সর্বপ্রকার বোধ্যঙ্গম বোধিপক্ষীয় ভাবনাই নিয্যানিক (অর্থাৎ মুক্তির পথে নিয়া যায় অর্থে নিয্যানিক) লক্ষণদ্বারা একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত। উহারা একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত বলিয়া ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে অকুশলধর্মসমূহ ও একটিমাত্র লক্ষণ বলিয়া পরিত্যাগে (অর্থাৎ পরিবর্জনে কষ্টবশত) অব্যর্থ হইয়া থাকে।

চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবনা করা হইলে উন্মার্গগমনসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, আহার কবলীঙ্কার বা গ্রাস করিয়া আহার ইত্যাদি চারি প্রকার আহারে ও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উপাদান বা আসক্তিসমূহ হইতে

অনুপাদান বা অনাসক্তি হইয়া থাকে, যোগ (সংযোগ বা মিলন) হইতে বিসংযুক্ত (পৃথক বা বিচ্ছিন্ন) হইয়া থাকে, বন্ধন হইতে বিপ্রযুক্ত (বিযুক্ত বা বিভেদ) হইয়া থাকে, আস্রব হইতে অনাসব হইয়া থাকে, ওঘ বা প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, শল্য বা শোক হইতে বিশল্য বা শোকমুক্ত হইয়া থাকে, তাহার বিজ্ঞানস্থিতি লঘু বা ক্ষীণ হইয়া থাকে, অগতিগমন হইতেও রক্ষা পাইয়া অগতিগমন করে না। এইরূপে অকুশলধর্মসমূহও একটিমাত্র লক্ষণ হওয়ায় পরিত্যাগে অব্যর্থ হইয়া থাকে।

যেইখানে (যেই দেশনায়) রূপ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ পরিবর্তন স্বভাবযুক্ত অষ্টবিধ ইন্দ্রিয়) সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে সেইখানে (সেই দেশনায়) রূপধাতু (অর্থাৎ পরিবর্তন স্বভাবযুক্ত দশবিধ ধাতু), রূপস্কন্ধ (শরীর) এবং রূপায়তন (অর্থাৎ পরিবর্তন স্বভাবযুক্ত অথবা পরিবর্তনশীল দশবিধ আয়তন—এই তিনটি রূপন বা পরিবর্তন লক্ষণ হেতু একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত) সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেইখানে সুখবেদনা বা সুখানুভূতি সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে। সেইখানে সুখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় (এই দুইটি সুখবেদনা হেতু একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত) এবং দুঃখসমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য (এই দুঃখের কারণ আর্যসত্য অকুশলের সৌমনস্যবশে এবং আস্রবযুক্ত কুশলের সৌমনস্যবশে সুখবেদনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই তিনটি বেদনা লক্ষণ হেতু একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত) সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেইখানে দুঃখবেদনা সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে সেইখানে দুঃখ-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় এবং দুঃখ আর্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেইখানে অদুঃখ-অসুখ তত্রমধ্যস্থ অবস্থার বেদনা (অনুভূতি) দেশনা করা হইয়াছে সেইখানে উপেক্ষা এবং সমস্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনা করা হইয়াছে। (এইখানে উক্ত বিষয়গুলিও বেদনা লক্ষণহেতু একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত)। কী কারণে? অদুঃখ-অসুখ-তত্রমধ্যস্থ অবস্থার বেদনাই অবিদ্যা অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে, সেইজন্য অবিদ্যার প্রত্যয়ে বা কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা বা অনুভূতি, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান (আসক্তি বা সংযোগ), উপাদানের কারণে ভব (কর্ম বা উৎপত্তি ভব), ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরামরণ-শোক-বিলাপ দুঃখ-দৌর্মনস্য (মানসিক অশান্তি) দুর্দশা ঘটিয়া থাকে। তাহাও সরাগ-সদ্বেষ-সমোহ সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধিতা পক্ষীয় হইয়া থাকে (অর্থাৎ সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ

অনুলোমের দিক দিয়া রাগযুক্ত বা অনুরাগযুক্ত বা আসক্তিযুক্ত, দ্বেষ বা হিংসাযুক্ত ও মোহযুক্ত সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধিতা পক্ষীয় হইয়া থাকে) এবং বীতরাগ-বীতদ্বেষ-বীতমোহ আর্যধর্মই হইয়া থাকে (অর্থাৎ সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রতিলোমের দিক দিয়া যাহা অবিদ্যায় অশেষ বিরাগ নিরোধ ইত্যাদি পিটকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বীতরাগ বা অনুরাগরহিত বা আবেগহীন, বীতদোষ বা দ্বেষরহিত ও বীতমোহ বা মোহরহিত আর্যধর্মই হইয়া থাকে বলা হইয়াছে)। এইরূপে যেই ধর্মসমূহ কৃত্যবশত (অর্থাৎ পৃথিবী ইত্যাদি এবং স্পর্শাদি রূপারূপ ধর্মসমূহের সম্বন্ধ সংঘট্টনাদি কৃত্যবশত অথবা সেই সেই প্রত্যয় ধর্মসমূহের সেই সেই প্রত্যুৎপন্ন ধর্মের প্রত্যয়ভাব সম্বন্ধীয় কৃত্যবশত), লক্ষণবশত (অর্থাৎ কর্কশ বা কঠিন স্পর্শাদি স্বভাববশত), সাদৃশ্যবশত (অর্থাৎ পরিবর্তন স্বভাববশত অনিত্যাদিবশত এবং স্কন্ধায়তনাদিবশত) এবং চ্যুতি-উৎপত্তি বা জন্ম-মৃত্যুবশত (অর্থাৎ উৎপন্নশীল সর্ববস্তুর উৎপত্তিবশত ও ধ্বংসবশত এবং উহা নিরোধে বা ধ্বংসেও সমানবশত ও উৎপত্তিতেও সমানবশত) একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত, সেই ধর্মসমূহকে একটিমাত্র কথিত হওয়ায় অবশিষ্ট ধর্মসমূহ সম্বন্ধেও বলা হইল। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'কথিত একটিমাত্র ধর্ম' ইত্যাদি।

৪. (ক) ৬. চতুব্যূহহার বিভঙ্গ

২৫. উহাতে চতুব্যূহহার কিরূপ? 'নিরুক্তি অভিপ্রায়'—ইহা ব্যঞ্জনসহ সূত্রের নিরুক্তি, দেশনানিদান এবং পূর্বাপর সন্ধি বা সম্বন্ধ গবেষিতব্য। উহাতে নিরুক্তি কিরূপ? যাহা নিরুক্তি পদ দ্বারা সম্পর্ক আর যাহা ধর্মসমূহের নাম দ্বারা জ্ঞান (অর্থাৎ 'পৃথিবী বা মাটি, স্পর্শ আর স্কন্ধধাতু—এই তিনের সম্মেলন' এইরূপে ইত্যাদি নামবিশেষে প্রবর্তিত জ্ঞান—ইহার স্বভাবনিরুক্তি নাম) যখনই ভিক্ষু অর্থের নাম জানিতে পারে (অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিধেয় অর্থের নাম প্রজ্ঞপ্তিবশে 'ইহার এই নাম, ইহার এই নাম' এইরূপে নাম জানিতে পারে) আর ধর্মের বা স্বভাবধর্মের নাম জানিতে পারে সেই সেই অর্থে ধর্মে অভিনিরূপিত বা দৃঢ় হয়, ইহাকেও বলা হয় (অর্থকুশল অর্থজ্ঞানে নিপুণ বা দক্ষ), ধর্মকুশল (স্বভাবধর্ম জ্ঞানে নিপুণ), ব্যঞ্জনকুশল (অক্ষরজ্ঞানে ও বাক্যজ্ঞানে নিপুণ), নিরুক্তিকুশল (মানবজাতির ভাষাজ্ঞানে অথবা অর্থ ও ধর্মের গুহাস্থিত বিষয়ের সরূপজ্ঞানে নিপুণ), পূর্বাপরকুশল (দেশনায় পূর্বাপর সম্বন্ধজ্ঞানে নিপুণ), দেশনাকুশল (ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণে নিপুণ),

অতীতাধিবচনকুশল (অতীতকালীন প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), অনাগতাধিবচনকুশল (ভবিষ্যৎকালীন প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), প্রত্যুৎপন্নাধিবচনকুশল (বর্তমানকালীন প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), স্ত্রীজাতীয়াধিবচনকুশল (স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), পুরুষজাতীয়াধিবচন-কুশল (পুরুষজাতি সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), নপুংসকাধিবচনকুশল (নপুংসক সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ), একাধিবচনকুশল (একজাতীয় প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ) এবং অনেকাধিবচনকুশল (অনেক জাতীয় প্রজ্ঞপ্তিতে বা প্রবিধানে নিপুণ)। এইরূপে সর্বপ্রকার কর্তব্যসমূহ জনপদ নিরুক্তি (অর্থাৎ সত্ত্বগণের যতপ্রকার মত প্রকাশের পদ বা কথা রহিয়াছে সেই পদ বা কথাসমূহ সূত্রে যথাসম্ভব নির্বচনবশে করা কর্তব্য বলিয়া বলা উচিত অর্থে ইহা বলা হইয়াছে) উহা সমস্তই নিরুক্তি (অর্থাৎ উহা সমস্তই প্রাণিজগৎ নামে বা অর্থে উপযুক্তভাবে করা কর্তব্য) ইহা নিরুক্তি পদসংহিতা বা নিরুক্তিপদ দ্বারা সম্পর্ক।

২৬. উহাতে অভিপ্রায় কিরূপ?

ধর্মাচরণকারীকে ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকে যেমন মহাছত্র বৃষ্টিবর্ষণের সময় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, ধর্মে বা ধর্মাচরণে সুঅভ্যস্থ হইলে ইহাই ফল হয় যে ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি দুর্গতিতে বা দুঃখময় স্থানে গমন করেন না।

এইখানে ভগবানের অভিপ্রায় কিরূপ? যাহারা অপায় বা নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকিবার ইচ্ছা করিবে তাহারা ধর্মাচরণকারী হইবে, ইহাই এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়।

চোর যেমন সন্ধিমুখে বা গৃহপ্রবেশ আরম্ভের সুযোগে ধৃত হইয়া স্বকীয় কর্মদ্বারা হনিত হয় এবং বধিত হয় এইরূপে এই মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর পরকালে স্বকীয় কর্মদ্বারা হনিত হয় এবং বধিত হয়।

এইখানে ভগবানের কিরূপ অভিপ্রায়? ইচ্ছাকারীদের কৃতকর্মসমূহের রাশিকৃত দুঃখানুভূতির অনিষ্টজনক অসন্তোষজনক বিপাক বা ফল ভোগ করিতে হয়, ইহাই এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়।

সুখ হইবে কামনা করিয়া নিজ সুখের সন্ধানে যেই ব্যক্তি দণ্ডদ্বারা আঘাত করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুখলাভ করিতে পারে না।

এইখানে ভগবানের কিরূপ অভিপ্রায়? যাহারা সুখ লাভের প্রার্থী হইবে তাহারা পাপকার্য করিবে না, ইহাই এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়।

যখন আলস্যপরায়ণ হয় আর অধিক ভোজন করে তখন নিক্ষিপ্ত খাদ্য পালিত মহাবরাহ সদৃশ্য নিদ্রিত হইয়া শয়নে এদিক ওদিক পার্শ্বপরিবর্তন

করিতে থাকে, এইরূপে মন্দ বা মূর্খ ব্যক্তি পুনঃ গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইখানে ভগবানের কিরূপ অভিপ্রায়? যাহারা জরামরণ দ্বারা অতিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে না তাহারা ভোজনে মাত্রাজ্ঞ বা পরিমাণজ্ঞ হইবে, ইন্দ্রিয়সমূহে সুসংযত হইবে, পূর্ববর্তী বিষয়ে বা কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং পরবর্তী বিষয়ে বা কার্যেও সন্তুষ্ট থাকিবে, সতর্কতাযুক্ত থাকিবে, বিদর্শন ভাবনাকারী হইবে, কুশলধর্মসমূহের প্রতি এবং সব্রহ্মচারী মহাস্থবিরগণের প্রতি, নবভিক্ষুগণের প্রতিও মধ্যস্থ স্থবিরগণের প্রতি গৌরবযুক্ত থাকিবে, ইহাই এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়।

অপ্রমত্ততা বা নিরলসতা অমৃতপদ বা নির্বাণমার্গ, প্রমত্ততা বা অলসতা মৃত্যুপদ বা ধ্বংসের পথ। অপ্রমত্ততায় ম্রিয়মান হয় না, কিন্তু যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃত সদৃশ।

এইখানে ভগবানের কিরূপ অভিপ্রায়? যাহারা অমৃত বা নির্বাণের অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হইবে তাহারা অপ্রমত্ততার সহিত অবস্থান করিবে বা বাস করিবে, ইহাই এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়। ইহাই অভিপ্রায়।

২৭. উহাতে নিদান (প্রথম উৎপত্তি বা কারণ) কিরূপ? সেই ধনিয় গোপালক যেমন ভগবানকে বলিয়াছেন :

'পুত্রবতী পুত্রগণের দ্বারা আনন্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ গোরক্ষক বা গোপালক গোগণ দ্বারা আনন্দিত হইয়া থাকে। আসক্তি মানবের আনন্দ কিন্তু যেই ব্যক্তি আসক্তিরহিত সেই ব্যক্তি আসক্তিতে আনন্দিত হয় না।'

ভগবান বলিলেন :

'পুত্রবতী পুত্রগণ দ্বারা অনুশোচনা বা দুঃখানুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ গোরক্ষক গোগণ দ্বারা দুঃখানুভব করিয়া থাকে। আসক্তি মানবের অনুশোচনা বা দুঃখানুভবের কারণ, কিন্তু যেই ব্যক্তি আসক্তিরহিত সেই ব্যক্তি দুঃখানুভব করে না।'

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান বাহিরের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করিয়া আসক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যেমন পাপীমার গির্জাকূট পর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ড ভূপতিত করিলে ভগবান বলিয়াছেন :

'যদি সমস্ত গির্জাকূট পর্বত সম্পূর্ণরূপে আলোড়িত কর তথাপি সম্যকরূপে বিমুক্ত বুদ্ধগণকে আলোড়িত করিতে পারিবে না।'

'আকাশ বিদীর্ণ হইতে পারে, পৃথিবী কম্পিত হইতে পারে, শল্য ও বক্ষ প্রকম্পিত করিতে পারে, কিন্তু আসক্তিবিমুক্ত বুদ্ধগণকে কম্পিত করিতে পারে

না।'

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান শরীরের প্রতি আসক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন :

জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যখন যশ অর্জন করে, নিদারুণ দুঃখোৎপত্তিতে পরিব্রাজক হয়, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বা বনে প্রস্থান করে, যেই মনিকুণ্ডলসমূহে মোহিত হয়। লোভে জ্ঞানহীন হয় এবং স্ত্রীপুত্রগণকে যাহা প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা হয় উহা দৃঢ় বন্ধন নহে।

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান বাহিরের বস্তুসমূহে তৃষ্ণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন :

'যাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুঃসাধ্য উহাকে অপসারিতকরণ এবং শিথিলকরণ, জ্ঞানীগণ ইহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়াছেন, ইহাকেও ছিন্ন করিয়া অনপেক্ষী বা অনিচ্ছুক ব্যক্তি কামসুখ পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে বা প্রস্থান করে।'

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান বাহিরের বস্তু আকারের প্রতি তৃষ্ণার পরিত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন :

'মূর্খগণের অভিনন্দিত শরীর পীড়াগ্রস্থ হয়, অশুচি শরীর হইতে পঁচা দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং উহা দিবারাত্রি ক্ষরিত হইতে থাকে।'

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান আধ্যাত্মিক বস্তু আকারের প্রতি তৃষ্ণার ত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেমন বলিয়াছেন :

আত্মস্নেহ বিনষ্ট প্রাণী কর্তৃক শরৎকালীন কুমুদসছল শান্তিমার্গ ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে, এইরূপে সুগত কর্তৃক নির্বাণ দেশনা করা হইয়াছে।'

এই বস্তু বা বিষয় দ্বারা এই কারণ দ্বারা এইরূপ জানা যায়। এইখানে ভগবান আধ্যাত্মিক বস্তু আকারের প্রতি তৃষ্ণার পরিত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ইহাই নিদান।

উহাতে পূর্বাপর সংযোগ কিরূপ? যেমন বলা হইয়াছে :

'যাহারা কামান্ধ (ক্লেশকামে অন্ধ), তৃষ্ণাজালে জড়িত, তৃষ্ণাচ্ছাদানে আচ্ছাদিত (তৃষ্ণানুরূপ অন্ধকারে আবদ্ধ) আর প্রমত্ত তাহারা মাছ ধরার ফাঁদে বা জালে প্রবিষ্ট মৎস্যসমূহ সদৃশ বন্ধনে আবদ্ধ (অর্থাৎ কামগুণানুরূপ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ) জরামরণ মায়ের দুগ্ধপানকারী বাছুরের ন্যায় তাহাদের অনুগমন করে বা পিছনে যায়।'

ইহা কামতৃষ্ণা বলা হইয়াছে। সেই তৃষ্ণা কি প্রকারে পূর্বাপর দেশনায় সম্বন্ধযুক্ত হয়? যেমন বলা হইয়াছে :

'যেই মানুষকে অনুরাগ বা আসক্তি সহ্য করিতে হয় তাহাতে সে অন্ধতম হইয়া যায়, তখন সে তৃপ্ত হওয়ার অর্থ জানিতে পারে না আর তৃপ্ত হওয়ার নৈতিকতাও দর্শন করে না (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যখন অনুরাগ বা আসক্তি উৎপন্ন হয় উহাতে সে একেবারেই অন্ধ হইয়া যায়। তখন তৃপ্তি বা আনন্দ কি বুঝিতে পারে না এবং তৃপ্তি পাওয়ার স্বভাব বা স্বরূপ কী তাহাও বুঝিতে পারে না)।'

এইরূপে অন্ধতার দ্বারা এবং আচ্ছন্নতার দ্বারা সেই পূর্ব কথিত তৃষ্ণার কথাই বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে : 'কামান্ধ, তৃষ্ণাজালে জড়িত, তৃষ্ণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত' ইত্যাদি। যাহা বলা হইয়াছে : 'তৃপ্ত হওয়ার অর্থ জানিতে পারে না আর তৃপ্ত হওয়ার নৈতিকতাও দর্শন করে না' ইত্যাদি। এই পদসমূহ পর্যুত্থান বা ভাবপ্রকাশ দ্বারা (অর্থাৎ এই যথাকথিত গাথার পদসমূহের তৃষ্ণার পর্যুত্থানের বা ভাব প্রকাশের বর্ণনাসমূহ দ্বারা) সেই পূর্বকথিত তৃষ্ণার কথাই বলা হইয়াছে। যাহা অন্ধকার ইহা 'দুঃখের কারণ' এবং পুনর্জন্ম প্রদানকারী তৃষ্ণা যাহাকে বলা হইয়াছে : 'ইহা 'কাম বা কামনা'। ইহা ক্লেশকামসমূহ যাহাকে বলা হইয়াছে : 'তৃষ্ণাজালে জড়িত'। পূর্বোক্ত সেই কাম বা কামনাসমূহের প্রয়োগ বা ব্যবহার দ্বারা সংস্কার প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেইজন্য ক্লেশবশে বা সংস্কারবশে 'তৃষ্ণাবন্ধন' বলা হইয়াছে। যাহা যাহা এই প্রকার তৃষ্ণা সেই তৃষ্ণাসমূহ জরামরণের অনুগমন করে। ভগবান ইহা যথাপ্রযুক্ত গাথা বলে বা গাথা সংযোগে প্রদর্শন করিয়াছেন 'জরামরণের অনুগমন করিয়া'।

যাহার প্রপঞ্চ (অর্থাৎ সংসারে চিরস্থায়ীত্ব)-সমূহ নাই এবং প্রপঞ্চযুক্ত স্থিতি নাই আর যাহার সংযোগকরণ বা অনুরঞ্জন ও বাধা (অর্থাৎ নির্বাণনগরে প্রবেশকারীকে নিবারণ সদৃশ বাধা) অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই নির্তৃষ্ণ বা সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণারহিত মুনির বিচরণ বা গতিবিধিকে দেবগণসহ সংসারে কেহই বিশেষরূপে জানে না।

প্রপঞ্চ বলিতে বুঝায়—তৃষ্ণাপূর্ণ দৃষ্টির হেতুযুক্ত সংস্কার। স্থিতি বলিতে অনুশয়কে বুঝায়। সংযোগকরণ বা অনুরঞ্জন বলিতে বুঝায় তৃষ্ণাদ্বারা পর্যুত্থান বা ভাবপ্রকাশ যাহা ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা দ্বারা উদ্রিক্ত চরিত্র। বাধা বলিতে বুঝায় মোহ। যেইসব প্রপঞ্চ সংস্কার, যাহা স্থিতি, যাহা সংযোগ বা অনুরঞ্জন আর যাহা বাধা—যেই ব্যক্তি এই সমস্তকে অতিক্রম করিয়াছেন

এইরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় নির্তৃষ্ণ বা সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণারহিত।

২৮. উহাতে পর্যুত্থান বা ভাবপ্রকাশের সংস্কারসমূহ (উহাতে কিন্তু যেই কারণে সপ্ত জবন চেতনার মধ্যে প্রথম চেতনা স্মৃতি প্রত্যয় সমবায়ে এই আত্মভাবে বা ইহজন্মে ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং শেষের চেতনাটি তৎপরবর্তী আত্মভাবে বা জন্মে ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী চেতনাসমূহ যেকোনো সময়ে ফল প্রদান করিয়া থাকে সেই কারণে ফল প্রাপ্ত হইবার অবকাশবশে বিভাগ করিয়া দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে) দৃষ্টধর্ম বেদনীয় অর্থাৎ এই সংসারে জীবিত অবস্থায় ফলভোগ বা অনুভব করিতে হয় অথবা অপর পর্যায়ে অর্থাৎ পরবর্তী যেকোনো জন্মে ফল অনুভব বা ভোগ করিতে হয়, [যেই কারণে সেই সেই চেতনাসমূহ সম্প্রযুক্ত হইয়া তৃষ্ণা ও চেতনার ন্যায় দৃষ্টধর্ম বেদনীয়বশে তিন প্রকার হইয়া থাকে সেই কারণে বলা হইয়াছে] এইরূপে তৃষ্ণা ত্রিবিধ ফল প্রদান করিয়া থাকে; যথা : দৃষ্টধর্মে (অর্থাৎ এই সংসারে জীবিত অবস্থায়) অথবা তৎপরবর্তী জন্মে অথবা অপর পর্যায়ে [অর্থাৎ পরবর্তী যেকোনো জন্মে] ভগবান এইরূপে বলিয়াছেন—'কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা যেই লোভসৃষ্ট কার্য করা হয় উহার বিপাক [ফল বা সফলতা] দৃষ্টধর্মে [ইহজন্মে] অথবা তৎপরবর্তী জন্মে অথবা অপর পর্যায়ে [পরবর্তী যেকোনো জন্মে] অনুভব বা ভোগ করিয়া থাকে'। ইহা ভগবান পূর্বাপর (অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহ সম্বন্ধীয় দৃষ্টধর্ম বেদনীয় ইত্যাদি কথার সহিত এই পরবর্তী অপর কর্মের দৃষ্টধর্ম বেদনীয় ইত্যাদি কথার দ্বারা) সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। উহাতে পর্যুত্থান দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম অথবা তৎপরবর্তী জন্মে বেদনীয় কর্ম অথবা অপর পর্যায়ে (পরবর্তী যেকোনো জন্মে) বেদনীয় কর্ম, এইরূপে কর্ম তিন প্রকারের ফল প্রদান করিয়া থাকে; যথা : দৃষ্টধর্মে (ইহজন্মে) অথবা পরবর্তী জন্মে অথবা অপর পর্যায়ে (পরবর্তী যেকোনো জন্মে)। যেমন বলা হইয়াছে : 'যেই মূর্খ লোক এইখানে (ইহজন্মে বা এইজন্মে) প্রাণিহত্যাকারী হইয়া থাকে পূর্ববৎ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া থাকে তাহাকে দৃষ্টধর্মে (ইহজন্মে) অথবা তৎপরবর্তী জন্মে অথবা অপর পর্যায়ে (পরবর্তী যেকোনো জন্মে) উহার ফল ভোগ করিতে হয়।' ইহা ভগবান পূর্বাপর (অর্থাৎ পূর্ব কথার সহিত পরবর্তী কথার) সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। উহাতে পর্যুত্থান বিচার বলে পরিত্যাগ করা কর্তব্য, সংস্কারসমূহের দর্শন বলে, ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাচরিত্র ভাবনা বলে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এইরূপে তৃষ্ণাও ত্রিবিধভাবে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যাহা নির্তৃষ্ণা বা তৃষ্ণা বিরহিত অবস্থা, উহা সউপাদিশেষ নিবাণধাতু (অর্থাৎ

শরীরের সহিত বর্তমান জীবিত অবস্থায় নিধানসুখের পরিবেশ অবস্থা), মৃত্যুর পর দেহত্যাগ, উহা অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু (অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে নির্বাণসুখের পরিবেশ অবস্থা)। প্রপঞ্চ বলিলে বুঝায় অনুবন্ধন বা সংলগ্নতা। যেমন ভগবান বলিয়াছেন, 'অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান চক্ষুবিজ্ঞেয় (চক্ষু দ্বারা দর্শনে জ্ঞাত) রূপকে উল্লেখ বা নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে'। যেমন ভগবান বলিয়াছেন, 'তোমরা আরাধিত অতীতরূপে (অর্থাৎ অতীত সময়ের মধ্যে যেই সব বস্তু আকার দর্শন করা হইয়াছে তাহাতে) আশাবিরহিত হইও, ভবিষ্যৎরূপে (অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত বস্তু আকার বিষয়ে) অভিনন্দন বা আনন্দ প্রকাশ করিও না বা উহাতে আনন্দিত হইও না আর বর্তমানে উৎপন্ন বস্তু আকারকে নির্বিদা দ্বারা, বিরাগ দ্বারা, নিরোধ (নিবৃত্তি বা উপশম) দ্বারা, ত্যাগ দ্বারা ও প্রত্যাখ্যান দ্বারা বরাবর চলিতে থাক'। ভগবান ইহা পূর্বকথার সহিত পরবর্তী কথার সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। যাহা প্রপঞ্চ, যাহা যাহা সংস্কার এবং যাহা অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধীয় অভিনন্দনকরণ বা আনন্দ প্রকাশকরণ, ইহা এক অর্থবাচক।

ভগবান কিন্তু পারস্পরিক পদসমূহ দ্বারা, পারস্পরিক অক্ষরসমূহ দ্বারা, পারস্পরিক ব্যঞ্জনসমূহ দ্বারা অপরিমিত বা অসংখ্য ধর্মদেশনায় বলিয়াছেন। এইরূপে সূত্রের দ্বারা সূত্র মিল রাখিয়া (অর্থাৎ একটি সূত্র বর্ণনায় অপর সূত্রের সহিত অর্থত অভিন্ন করিয়া) পূর্বাপর বা পূর্ব সূত্রের সহিত পরবর্তী সূত্রের অর্থত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া সূত্র বা সূত্রের অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বাপর সন্ধি বা সম্বন্ধ চতুর্বিধ; যথা : অর্থ সন্ধি (ক্রিয়া কারকাদি বশে অর্থের সম্বন্ধ), ব্যঞ্জন সন্ধি (এক পদের সহিত সম্বন্ধ), দেশনা সন্ধি (যথাকথিত এক দেশনা হইতে অন্য দেশনার সহিত মিল) এবং নির্দেশ সন্ধি (উহাতে অর্থসন্ধি ছয় প্রকার; যথা : সম্ভাষণকরণ, প্রকাশকরণ, উন্মুক্তকরণ, বিভাগকরণ, ব্যাখ্যাকরণ এবং প্রজ্ঞপ্তি। ব্যঞ্জনসন্ধি ছয় প্রকার; যথা : অক্ষর, পদ, ব্যঞ্জন, আকার, নিরুক্তি ও নির্দেশ। দেশনাসন্ধি—পৃথিবী বা মৃত্তিকার সাহায্যে বা সমর্থনে ধ্যান করে না অথচ ধ্যানী ধ্যানও করিয়া থাকে; জলের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ ধ্যানী ধ্যানও করিয়া থাকে; তাপ বা অগ্নির সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ ধ্যানী ধ্যানও করিয়া থাকে; বায়ুর সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ ধ্যানী ধ্যানও করিয়া থাকে; পূর্ববৎ আকাশ-অনন্ত-আয়তনময়ের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথবা...; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনময়ের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ...; আকিঞ্চন বা অনন্তশূন্য-আয়তনময়ের সাহায্যে বা সমর্থনেও

ধ্যান করে না অথচ...; নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তনময়ের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ...; এই সংসার বা ইহজগতের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ...; পরলোকের সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথচ ধ্যানী ধ্যানও করিয়া থাকে। এই উভয়ের ভিতর যাহা দৃষ্ট, শ্রুত (ইন্দ্রিয়জ্ঞানে), জ্ঞাত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, চিন্তা করিয়া নির্ধারিত, মনের দ্বারা অনু অনুভাবে চিন্তিত উহার সাহায্যে বা সমর্থনেও ধ্যান করে না অথব ধ্যানী ধ্যান করিয়া থাকে। (ক্ষীণাসব সমাপত্তি ধ্যানে ধ্যান করিয়া পূর্বের তৃষ্ণা মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয়সমূহকে সুষ্ঠুভাবে ত্যাগ অর্থে) সংসারে দেবগণসহ, মারগণসহ, ব্রহ্মগণসহ, শ্রমণগণসহ ব্রাহ্মণ প্রজার (ব্রাহ্মণ জনগণের) মধ্যে, দেবগণসহ, মনুষ্যগণের মধ্যে কেউ কখনো অনির্ভরশীল চিত্ত দ্বারা ধ্যান করিতে জানে নাই।

পাপী মার যেমন গোধিক কুলপুত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে (অর্থাৎ পরিনির্বাণ হইতে ঊর্ধ্বস্ত বিজ্ঞান বিষয়ে) অনুসন্ধান করিয়াও জানে নাই, দেখে নাই। তিনিই তৃষ্ণা পরিত্যাগ দ্বারা প্রপঞ্চাতীত হইয়াছিলেন এবং উহাতে মিথ্যাদৃষ্টির অবলম্বন বা সমর্থনও তাহার ছিল না। গোধিকের যেমন হইয়াছিল তেমন বক্কলিকেরও হইয়াছিল। সংসারে দেবগণসহ, মারগণসহ, ব্রহ্মাগণসহ, শ্রমণগণসহ, ব্রাহ্মণ প্রজার (ব্রাহ্মণ জনগণের) মধ্যে, দেবগণসহ, মনুষ্যগণের মধ্যে কাহারও দ্বারা কখনো অনির্ভরশীল চিত্তে ধ্যানে মগ্ন হইয়া জানা হয়নি (অর্থাৎ কেবল অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে ক্ষীণাসবের চিত্তগতি মার প্রভৃতি কেউ জানিতে পারে না, এমন কি সউপাদিশেষ নির্বাণধাতুতেও তাহার সেই চিত্তগতি জানিতে পারে না অর্থে)। ইহা দেশনাসন্ধি।

উহাতে নির্দেশ সন্ধি (অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূত্রের নির্দেশের সহিত তৎপরবর্তী সূত্রের নির্দেশের অথবা পরবর্তী সূত্রের নির্দেশের সহিত পূর্ববর্তী সূত্রের নির্দেশের সন্ধি বা সম্বন্ধন বা সংযোগ) কিরূপ? (উহা দেখাইতে যেইজন্য ভগবান বহুল পরিমাণে প্রথম বর্ত প্রদর্শন করিয়া পরে বিবর্ত প্রদর্শন করিয়াছেন সেইজন্য বলা হইয়াছে) নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অকুশল পক্ষ দ্বারা (পুদ্গল অধিষ্ঠানে দেশনায়) নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া কুশলপক্ষ দ্বারা (পুদ্গল অধিষ্ঠানে দেশনায়) নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অবিশুদ্ধতা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া বিশুদ্ধতা দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রবর্তি বা প্রাসঙ্গিক কথা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে

বলিয়া সংসার সম্বন্ধীয় নিবর্তন বা নিবারণ দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া তৃষ্ণা দ্বারা এবং অবিদ্যা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া শমথ ভাবনা দ্বারা এবং বিদর্শন ভাবনা দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া নির্লজ্জতা দ্বারা এবং অসাবধানতা বা ফল সম্বন্ধে উদাসীনতা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া পাপে লজ্জা দ্বারা এবং পাপে ভয় দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অস্মৃতি দ্বারা এবং অসম্প্রজন্য বা অবিবেচনা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া স্মৃতি দ্বারা এবং সম্প্রজন্য বা বিবেচনা দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অযোনি বা প্রথম অনুৎপত্তি দ্বারা এবং অনুপযুক্ত মনস্কার বা বিবেচনা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীলতা আছে বলিয়া যোনি বা জন্ম দ্বারা এবং উপযুক্ত মনস্কার বা বিচার দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া আলস্য দ্বারা এবং দুর্বাক্য কথন দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ দ্বারা এবং সুবাক্যকথন দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অশ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রমাদ বা অবহেলা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া শ্রদ্ধা দ্বারা এবং অপ্রমাদ বা উৎসুকতা দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া অসদ্ধর্ম শ্রবণ দ্বারা এবং অসংবরণ দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া সদ্ধর্ম শ্রবণ দ্বারা এবং সংবরণ দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া লোভ দ্বারা এবং হিংসা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া নির্লোভ দ্বারা এবং অহিংসা দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া নীবরণ বা আবরণসমূহ দ্বারা সংযোজন বা সংলগ্নতা দ্বারা নির্দেশিতব্য, অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া রাগবিরাগে (অর্থাৎ অনুরাগে বা আসক্তিতে বিরাগে বা বিরক্তিতে) চিত্ত বিমুক্তি দ্বারা এবং অবিদ্যা বিরাগে প্রজ্ঞা বিমুক্তি দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া উচ্ছেদদৃষ্টি দ্বারা এবং শাশ্বতদৃষ্টি দ্বারা নির্দেশিতব্য। অনির্ভরশীল চিত্ত আছে বলিয়া সউপাদিশেষ এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে বা নির্বাণধাতু দ্বারা নির্দেশিতব্য। ইহা নির্দেশসন্ধি। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'নিরুক্তি অভিপ্রায়' ইত্যাদি।

৪. (ক) ৭. আবর্তহার বিভঙ্গ

২৯. উহাতে আবর্তহার কিরূপ? ইহা 'একটিমাত্র পদস্থান' ইত্যাদি। আরম্ভ কর, বহির্গত হও, বুদ্ধশাসনে সংযুক্ত হও (অর্থাৎ যেই কারণে শীল

সংবরণ, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান বা পরিমাণজ্ঞান ও স্মৃতি সম্প্রজন্য—এই ধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সতর্কতাবশে আরম্ভ ও উদ্যম ধাতু বা উপাদান দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যায় সেই কারণে তাদৃশ শমথ ও বিদর্শন অনুরূপে ভগবানের শাসনে যুক্ত হও), হস্তী যেমন নল বা খাগড়া দ্বারা প্রস্তুত পর্ণশালা বিধ্বস্ত করে সেইরূপে মৃত্যুসৈন্যকে বা ক্লেশসমূহকে বিধ্বস্ত কর।

'আরম্ভ কর, বহির্গত হও' ইহা বীর্য বা উৎসাহের পদস্থান বা ভিত্তি। 'বুদ্ধশাসনে সংযুক্ত হও' ইহা সমাধির পদস্থান'। 'হস্তী যেমন নল বা খাগড়া দ্বারা প্রস্তুত পর্ণশালা বিধ্বস্ত করে সেইরূপে মৃত্যুসৈন্যকে বিধ্বস্ত কর' ইহা প্রজ্ঞার পদস্থান। 'আরম্ভ কর, বহির্গত হও' ইহা বীর্য ইন্দ্রিয়ের পদস্থান। 'বুদ্ধশাসনে সংযুক্ত হও' ইহা সমাধি ইন্দ্রিয়ের পদস্থান। 'হস্তী যেমন নল বা খাগড়া দ্বারা প্রস্তুত পর্ণশালা বিধ্বস্ত করে সেইরূপে মৃত্যুসৈন্যকে বিধ্বস্ত কর' ইহা প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়ের পদস্থান। এই পদস্থানসমূহ দেশনা, যোগে বা ভাবনায় অসংযুক্ত বা সংযুক্ত সত্ত্বগণের জন্য দেশনারাম্ভ (অর্থাৎ ভাবনায় যুক্ত হইয়া সেই অসংযুক্ত সত্ত্বগণের অপরিপক্ব জ্ঞানের অতীতের স্মৃতি অনুরূপ ভবিষ্যৎকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য অথবা সেই ভাবনায় সংযুক্ত সত্ত্বগণের পরিপক্ব জ্ঞানের জন্য এই দেশনা আরম্ভ)।

উহাতে যাহারা সংযুক্ত হয় না তাহারা প্রমাদমূলক হেতুদ্বারা সংযুক্ত হয় না। সেই প্রমাদ (নিজ কারণভেদে) দুই প্রকার; যথা : তৃষ্ণামূলক এবং অবিদ্যামূলক। উহাতে অবিদ্যামূলক—যেই প্রকারে (অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ লক্ষণ শ্রামণ্য লক্ষণ প্রতিচ্ছাদন সম্মোহন দ্বারা) আচ্ছাদিত হয় জ্ঞাতব্য স্থান (অর্থাৎ 'ইহা রূপ, ইহা রূপের কারণ' ইত্যাদি জ্ঞানের প্রবর্তন স্থান) তথা পঞ্চস্কন্ধ হইতে 'উৎপত্তি ও ব্যয়' ধর্ম বা স্বভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে না, ইহা অবিদ্যা। যাহা তৃষ্ণামূলক তাহা ত্রিবিধ—অনুৎপন্ন ভোগ বা ভোগ্যবস্তুসমূহের উৎপাদনের অনুসন্ধানে প্রমাদগ্রস্ত হয়, উৎপন্ন ভোগসমূহের রক্ষার নিমিত্ত তথা পরিত্যাগের নিমিত্ত প্রমাদগ্রস্ত হয়। এই সংসারে প্রমাদ (অলসতা বা অতৎপরতা) চতুর্বিধ; যথা : এক প্রকার অবিদ্যা আর তিন প্রকার তৃষ্ণা।

উহাতে অবিদ্যার দ্বারা নামকায় বা চতুর্বিধ নামস্কন্ধ পদস্থান বা ভিত্তি। তৃষ্ণার দ্বারা রূপকায় বা রূপস্কন্ধ পদস্থান। উহার কারণ কী? রূপ বা শরীরধারী জগৎসমূহে তৃষ্ণাভিনিবেশ এবং অরূপ জগৎ (অর্থাৎ অশরীরী বা অতিসূক্ষ্ম শরীরধারী জগৎ)-সমূহে সম্মোহ (দ্বারা সত্ত্বগণ প্রতিষ্ঠিত)। উহাতে রূপকায় রূপস্কন্ধ, নামকায় চারি প্রকার অরূপ বা অশরীরিস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধ

কয় প্রকার উপাদান দ্বারা সউপাদান বা উপাদান দ্বারা মণ্ডিত হয়? তৃষ্ণা দ্বারা এবং অবিদ্যা দ্বারা। উহাতে তৃষ্ণা দুই প্রকার উপাদান সম্বলিত; যথা : কাম উপাদান এবং শীলব্রত উপাদান। অবিদ্যা দুই প্রকার উপাদান-সম্বলিত; যথা : দৃষ্টি উপাদান এবং আত্মবাদ উপাদান। এই চারি প্রকার উপাদান হইতে যেইসব সউপাদান স্কন্ধ হয়, ইহা দুঃখ। চারি প্রকার উপাদান, ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। সেই সমস্তকে জানিয়া এবং পরিত্যাগ করিয়া ভগবান দুঃখকে জানিবার জন্য এবং দুঃখোৎপত্তির কারণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছেন।

৩০. উহাতে যাহা তৃষ্ণামূলক প্রমাদ (অলসতা বা তৎপরতা) অনুৎপন্ন ভোগ বা ভোগ্যবস্তুসমূহের উৎপত্তির অনুসন্ধান করা, উৎপন্ন ভোগসমূহের রক্ষা করা এবং পরিভোগের নিমিত্ত করা। উহার উপলব্ধি দ্বারা রক্ষণকরণ অপসারণকরণ (অর্থাৎ সেই প্রমাদের আস্বাদাদি জানন দ্বারা নিজ চিত্তকে রক্ষণের অনুরূপ প্রমাদকে অপসারণকরণ) ইহা শমথ বা শমথ ভাবনা। তাহা কী প্রকারে হইয়া থাকে? যখন কামসমূহের আস্বাদ জানে (অর্থাৎ ক্লেশকামসমূহের অথবা কামনায় বা কামপ্রবৃত্তিতে কারণযুক্ত উৎপদ্যমান সুখ-সৌমনস্যের বা সুখ ও মানসিক শান্তির উপযোগী আস্বাদ বুঝিতে পারে), সেই আস্বাদ হইতে আদীনবকে (অর্থাৎ 'অল্পসুখ প্রদানকারী কামনা বহু দুঃখ' ইত্যাদি কথিত দোষকে) জানে, সেই আদীনব হইতে নিঃসরণকে (অর্থাৎ যদি নিষ্কম্য দ্বারা প্রথম ধ্যানে রত হয় উহাকে বলা হয় কামনাসমূহ হইতে নিঃসরণ) জানে এবং সেই নিঃসরণ হইতে হীন বা বিনীতভাবকে জানে, সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতাকে জানে, বিশুদ্ধতাকে জানে আর নৈষ্ক্রম্যের ফল (অর্থাৎ নীবরণ পরিত্যাগ ইত্যাদি গুণবিশেষ) সম্বন্ধে জানে। উহাতে যাহা বীমংসা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা যাহা অনুসন্ধান, ইহা বিদর্শন বা ভাবনা। এই দুই প্রকার ধর্ম দ্বারা ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা শমথ ও বিদর্শন। এই দুই ধর্মে ভাবনা করা হইলে দুই প্রকার ধর্ম পরিপক্ব হয়, ইহা তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। এই দুই প্রকার ধর্ম পরিত্যক্ত হইলে চতুর্বিধ উপাদান নিরুদ্ধ হয় বা বন্ধ হইয়া যায়, উপাদান বন্ধ হইলে ভব (উৎপত্তি বা কর্মভব) বন্ধ হইয়া যায়, ভব বন্ধ হইলে জন্ম বন্ধ হইয়া যায়, জন্ম বন্ধ হইলে জরা-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তি-দুর্দশা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের নিরোধ (দুঃখস্কন্ধ নিরুদ্ধ বা বন্ধ) হইয়া যায়। ইহাই পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য—দুঃখ এবং দুঃখোৎপত্তির কারণ। শমথ এবং বিদর্শন মার্গ (অর্থাৎ সমাধিমার্গ বা প্রজ্ঞা)। ভব নিরুদ্ধ হওয়া ইহা

নির্বাণ। এই (দুঃখ, দুঃখোৎপত্তির কারণ, মার্গ ও নির্বাণ) চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'আরম্ভ কর, বহির্গত হও' ইত্যাদি।

উপদ্রববিহীন দৃঢ়মূল বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও যেমন পুনরায় বর্ধিত হইতে থাকে সেইরূপ তৃষ্ণানুশয়কে নির্মূল করা না হইলে এই দুঃখ পুনঃপুন উৎপন্ন হইতে থাকে।

ইহা তৃষ্ণানুশয় বা অন্তর্নিহিত অতি সূক্ষ্মতৃষ্ণা। কিরূপ তৃষ্ণায়? ভবতৃষ্ণায়। যাহা এই ধর্মে প্রত্যয় বা হেতু (অর্থাৎ এই ভবতৃষ্ণার উপযোগী ধর্মের বা স্বভাবের ভবসমূহে আদীনব বা দোষ আচ্ছাদনাদি বশে আস্বাদ গ্রহণের হেতু) ইহা অবিদ্যা। (উক্তরূপে স্বভাব ধর্মসমূহে আস্বাদ অনুশীলন করিলে তৃষ্ণা বর্ধিত হয়, সেইজন্য বলা হইয়াছে :) অবিদ্যার প্রত্যয়ে বা হেতুতেই ভবতৃষ্ণা (মনোজ্ঞ ভবের প্রতি উৎপন্ন ও বর্ধিত আকাঙ্ক্ষা)। এই দুইটি ক্লেশ—তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। সেই চারিটি উপাদান, সেই চারিটি উপাদান দ্বারা এই সউপাদান স্কন্ধসমূহ ইহা দুঃখ। চারিটি উপাদান ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। সেই সমস্তকে জানিয়া, পরিত্যাগ করিয়া ভগবান দুঃখকে জানিবার জন্য এবং দুঃখোৎপত্তির কারণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছেন। যদদ্বারা তৃষ্ণানুশয় উচ্ছিন্ন বা ধ্বংস হয় ইহা শমথ বা শমথ ভাবনা। যদদ্বারা তৃষ্ণানুশয়ের প্রত্যয় বা হেতু অবিদ্যাকে বারণ করা যায়, ইহা বিদর্শন বা বিদর্শন ভাবনা। এই দুই প্রকার ধর্ম দ্বারা ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে শমথ এবং বিদর্শন। উহাতে শমথ ভাবনার ফল অনুরাগে বিরাগ বা বিরক্তি দ্বারা মনের স্বাধীনতা। বিদর্শন ভাবনার ফল অবিদ্যায় বিরাগ বা আকাঙ্ক্ষার অভাব হেতু প্রজ্ঞা বিমুক্তি (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধন মোচন বা স্বাধীনতা)। ইহাই পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য দুঃখ এবং দুঃখোৎপত্তির কারণ। শমথ ও বিদর্শন মার্গ (অর্থাৎ সমাধি মার্গ বা প্রজ্ঞা)। বিমুক্তি ও নিরোধরূপেও দুই প্রকার। এই চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'উপদ্রববিহীন দৃঢ় মূল' ইত্যাদি।

সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ, পুণ্য অর্জনকরণ এবং নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধকরণ, ইহাই বুদ্ধগণের শাসন।

সর্বপ্রকার পাপ বলিলে তিন প্রকার দুশ্চরিত্রকে বুঝায়; যথা : কায়দুশ্চরিত্র, বাক্যদুশ্চরিত্র এবং মনোদুশ্চরিত্র। এইগুলি (অর্থাৎ এই তিন প্রকার দুশ্চরিত্র) দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ বা পাপকর্ম পথ; যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্ত দান গ্রহণ বা চুরি, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাকথাকথন, পিশুন বা হিংসামূলক কথাকথন, কর্কশ বা রুক্ষ কথাকথন, সম্প্রলাপ বাক্য বা

নিরর্থক কথাকথন, লোভ, ঈর্ষা বা হিংসা এবং মিথ্যাদৃষ্টি (অর্থাৎ সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করা, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা)। সেই দুই প্রকার কর্ম—চেতনাকর্ম এবং চৈতসিক কর্ম। উহাতে যাহা প্রাণিহত্যা, যাহা পিশুন বা হিংসামূল কথা আর যাহা কর্কশ বা রুক্ষ কথা, ইহা দ্বেষ সমুত্থান বা দ্বেষের উৎপত্তি। যাহা অদত্ত দান গ্রহণ বা চুরি, যাহা মিথ্যাকামাচার বা যাহা মিথ্যাকথাকথন—ইহা লোভসমুত্থান বা লোভের উৎপত্তি। যাহা সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথাকথন—ইহা মোহসমুত্থান বা মোহের উৎপত্তি। এই সপ্তবিধ কারণ চেতনাকার্য। যাহা লোভ—ইহা লোভ অকুশলমূল বা পাপের মূল। যাহা ঈর্ষা বা হিংসা—ইহা দ্বেষ অকুশলমূল। যাহা মিথ্যাদৃষ্টি—ইহা মিথ্যামার্গ বা ভ্রান্তপথ। এই ত্রিবিধ কারণ চৈতসিক কার্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে, 'চেতনাকর্ম চৈতসিক কর্ম'।

অকুশলমূল প্রযুক্ত হইলে চারি প্রকার অগতিতে গমন হয়; যথা : ছন্দ বা ইচ্ছা, দ্বেষ বা হিংসা, ভয়, মোহ। উহাতে যাহা ছন্দ বা ইচ্ছারূপ অগতিতে গমন হয়, ইহা লোভসমুত্থান বা লোভের উৎপত্তি। যাহা দ্বেষ বা হিংসারূপ অগতিতে গমন হয়, ইহা দ্বেষসমুত্থান বা দ্বেষের উৎপত্তি। যাহা ভয় ও মোহরূপ অগতিতে হয়, ইহা মোহসমুত্থান বা মোহের উৎপত্তি। উহাতে লোভ অশুভ ভাবনা দ্বারা প্রহাণ বা পরিত্যাগ হয়, দ্বেষ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা পরিত্যাগ হয় আর মোহ প্রজ্ঞা ভাবনা দ্বারা পরিত্যাগ হয়। সেইরূপ লোভ উপেক্ষা দ্বারা পরিত্যাগ হয়, দ্বেষ মৈত্রী দ্বারা ও করুণা দ্বারা পরিত্যাগ হয় আর মোহ মুদিতা দ্বারা (অর্থাৎ অপরের সুখে সুখ অনুভবের দ্বারা) পরিত্যাগ অব্যর্থ হইয়া থাকে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সর্বপ্রকার পাপকার্য না-করণ'।

৩১. সর্বপ্রকার পাপকার্য বলিলে বুঝায় আট প্রকার মিথ্যা বিষয়কে; যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকার্য বা অসত্যকার্য, মিথ্যাজীবিকা (অর্থাৎ অন্যায়কার্য দ্বারা বা অসৎপথে জীবিকার্জন), মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি, ইহাকে বলা হয় 'সর্বপ্রকার পাপ'। এই অষ্টবিধ মিথ্যা বিষয়ের যাহা অক্রিয়া বা না করার অবস্থা, না করণ ও কুব্যবহার বা অসদাচরণ না করণ, ইহাকে বলা হয় 'সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ'। অষ্টবিধ মিথ্যা বিষয় পরিত্যাগ হইলে অষ্টবিধ সম্যক বা সত্য বিষয় অনুগামী বা সম্পাদিত হয়। অষ্টবিধ সম্যক বিষয়ের যাহা ক্রিয়া বা কার্যকরণ, করণ ও সৎ ব্যবহার বা সদাচরণ, ইহাকে বলা হয় 'পুণ্য অর্জন করণ'।

'নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধকরণ' (চিরকাল প্রবর্তিত বশে) পুরাকালীন আর্যমার্গের ভাবনা কার্যকরণ দেখান হইয়াছে, চিত্ত পরিশুদ্ধ করিতে পঞ্চস্কন্ধ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, মনন বা ভাবনা বিশুদ্ধির জন্য তথাগত ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছেন। দুই প্রকারই পরিশুদ্ধতা; যথা : নীবরণ বা আবরণ পরিত্যাগ এবং অনুশয় সম্পূর্ণ ধ্বংসকরণ। পরিশুদ্ধতার ভূমিও দুই প্রকার; যথা : দর্শনভূমি এবং ভাবনাভূমি। উহাতে যাহা প্রতিবেধ বা সত্যজ্ঞান উপলব্ধি দ্বারা পরিশুদ্ধ বা শোধন করা হয় ইহা দুঃখ। যাহা হইতে পরিশুদ্ধ বা শোধন করা হয় ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ। যদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ বা শোধন করা হয় ইহা আর্যমার্গ বা প্রজ্ঞা। যাহা পরিশুদ্ধ বা শোধন করা হয় ইহা নিরোধ। এই চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সর্বপ্রকার পাপকার্য না-করণ'।

ধর্মাচরণকারীকে ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকে যেমন মহাছত্র বৃষ্টি বর্ষণের সময় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, ধর্মে বা ধর্মাচরণে সু-অভ্যস্ত হইলে ফল যে ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি দুর্গতিতে বা দুঃখময় স্থানে গমন করেন না।

ধর্ম বলিলে দুই প্রকার বুঝায়; যথা : ইন্দ্রিয় সংবরণ এবং মার্গ। দুর্গতি বলিলে দুই প্রকার বুঝায়; যথা : দেবমনুষ্যের তুলনায় অপায় দুর্গতি (অর্থাৎ অসুর, প্রেত, তির্যক ও নরক এই চতুর্বিধ হীনকুল বা দুঃখাবস্থার স্থান) অথবা নির্বাণের তুলনায় সর্বৈব উৎপত্তি স্থান দুর্গতি। উহাতে যাহা সংবরণশীল অখণ্ডভাবে রক্ষা করা হয় এইরূপ ধর্মাচরণের সুঅভ্যাস অপায়সমূহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, শীলব্রতের বা শীল পালনকারীর গতি দুই প্রকার; যথা : দেবকুল এবং মনুষ্যকুল'। এইরূপে নালন্দার ক্ষুদ্র শহরে গ্রামণীয় (অর্থাৎ গ্রাম প্রধানের বা গ্রাম মোড়লের) পুত্র অসিবন্ধক ভগবানকে এইরূপ বলিয়াছেন, 'প্রভু, পার্শ্ববর্তী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কমণ্ডলুধারী শৈবাল বা উৎপলের মালধারী প্রাতঃ সন্ধ্যায় জলে অবতরণ করিয়া স্নানকারী, অগ্নিপূজারী, মৃত কালগত বা মৃত্যু উয্যাপন করিয়া তাকে সম্যকরূপে যাপন করিয়া থাকে (তৎপর সকলে পরিবৃতভাবে স্থিত হইয়া 'ওহে, ব্রহ্মালোকে চল, ওহে, ব্রহ্মালোকে চল' বলিতে বলিতে) স্বর্গে উদ্‌গমন বা প্রবেশ করাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রভু ভগবান সেইটা করাই যথেষ্ট হয় যাহাতে সর্বসত্ত্ব মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।' 'তাহা হইলে ওহে গ্রামণি, ইহার প্রতিউত্তরে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা বলিতে পার, গ্রামণি, ইহা কিরূপ মনে কর—এই সংসারে যেই ব্যক্তি

প্রাণিহত্যাকারী, পরদ্রব্য অপহরণকারী, ব্যাভিচারী, হিংসামূলক ভাষণকারী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী বা নিরর্থক কথনকারী, লোভী, বিদ্বেষী এবং মিথ্যাদৃষ্টিক বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তখন নাকি মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায়, স্তুতি জানায়, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হউক। অপিচ তুমি ইহা কিরূপ মনে কর গ্রামণি, সেই ব্যক্তি কি মহাজনসংঘের প্রার্থনা জানাইবার কারণে অথবা স্তুতি জানাইবার কারণে অথবা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার কারণে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে?' 'না তাহা হয় না প্রভু!' 'এইরূপে হে গ্রামণি, কোনো এক ব্যক্তি একটা মহৎ শিলাখণ্ড গভীর জলপূর্ণ হ্রদে প্রক্ষেপ বা নিক্ষেপ করিয়াছে তখন নাকি মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায়, স্তুতি জানায় এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে 'ওহে শিলাখণ্ড, জলে ভাসিয়া উঠ, ওহে শিলাখণ্ড, জলের উপর ভাসমান হও, ওহে শিলাখণ্ড, স্থলের উপর উঠ, তাহা হইলে তুমি ইহা কিরূপে মনে কর গ্রামণি, সেই মহৎ শিলাখণ্ড মহাজনসংঘের প্রার্থনা হেতু অথবা স্তুতি হেতু অথবা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার হেতু অথবা স্তুতি হেতু অথবা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার হেতু কি জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে? অথবা কি জলের উপর ভাসমান হইবে? অথবা কি স্থলের উপর উঠিবে? 'না, প্রভু, তাহা হয় না' এইরূপই গ্রামণি যেকোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, পূর্ববৎ মিথ্যাদৃষ্টিক তাহাকে মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায়, স্তুতি জানায় এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হউক (বলিলে তাহা হয় না)।

অনন্তর সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে অপায় দুর্গতি বিনিপাত (দুঃখময় স্থান) নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কিরূপ মনে কর গ্রামণি, এই সংসারে যেই ব্যক্তি প্রাণিহত্যায় বিরত থাকে বা প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না বা পরদ্রব্য অপহরণ করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যাকথা বলে না, হিংসামূলক কথা বলে না, কর্কশবাক্য বলে না, নিরর্থক কথা বলে না, নির্লোভী, অবিদ্বেষী এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তখন নাকি মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায়, স্তুতি জানায় এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হউক। তুমি তাহা কী মনে কর গ্রামণি, সেই ব্যক্তি

কি মহাজনসংঘের প্রার্থনা হেতু অথবা স্তুতি হেতু অথবা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার হেতু মৃত্যুর পর দেহত্যাগে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে? ‘না প্রভু, তাহা হয় না’।

সেইরূপ গ্রামণি, কোনো ব্যক্তি ঘৃতকুম্ভকে অথবা তৈলকুম্ভকে জলপূর্ণ হ্রদে ডুবাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তথায় যাহা ভগ্নকুম্ভের কঙ্কর বা পাত্রভাঙ্গা চাঁড়া রহিল উহা অধঃগামী হইয়া হ্রদের তলায় পড়িল। তথায় কুম্ভের যাহা ঘৃত বা তৈল ছিল উহা ঊর্ধ্বগামী হইয়া হ্রদের জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, তখন নাকি মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায়, স্তুতি জানায় এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে, ‘ওহে ঘৃত তৈল’ তলায় পড়, ওহে ঘৃত তৈল তলায় পড়, ওহে ঘৃত তৈল ডুবিয়া যাও, ওহে ঘৃত তৈল নিচে যাও, তুমি উহা কিরূপ মনে কর গ্রামণি, সেই ঘৃত তৈল কি মহাজনসংঘের প্রার্থনা হেতু অথবা স্তুতি হেতু অথবা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার হেতু তলায় পড়িবে? অথবা ডুবিয়া যাইবে? অথবা নিচে যাইবে?’ ‘না প্রভু, তাহা হয় না।’ ‘এইরূপই গ্রামণি, যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে না, পুর্ববৎ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, মহাজনসংঘ একত্রে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানায় এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলে যে এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগর্তি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হউক। অনন্তর সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।’

এইরূপে সুঅভ্যস্ত ধর্ম অপায়সমূহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উহাতে যাহা আর্যমার্গের তীক্ষ্ণতা আধিক্য, এই সুঅভ্যস্ত ধর্ম সর্বপ্রকার উৎপত্তি বা জন্ম হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন :

‘সেইজন্য যেই ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টিকে পুরোভাগে করিয়া উদয় ও ব্যয় জ্ঞাত হইয়া নিজ চিত্তকে সম্যক সংকল্পের গোচরে রাখে সেই জড়তা ও আলস্যজয়ী ভিক্ষু সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

৩২. উহাতে দুর্গতিসমূহের হেতু তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। সেই চারিটি উপাদানের দ্বারা যেই সউপাদান স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি হয়, ইহা দুঃখ। চারি প্রকার উপাদান, ইহা সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। সেই সমস্তকে জানিয়া এবং পরিত্যাগ করিয়া ভগবান দুঃখকে জানিবার জন্য এবং দুঃখোৎপত্তির পরিত্যাগ করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছেন। উহাতে তৃষ্ণার পঞ্চইন্দ্রিয় সাকার পদস্থান বা ভিত্তি। অবিদ্যার মন-ইন্দ্রিয় পদস্থান। পঞ্চইন্দ্রিয় সাকার রক্ষা করিয়া সমাধি ভাবনা বা একাগ্রতা সাধন করা হয়, উহাতে তৃষ্ণাকে নিগৃহীত বা দমিত করা হয়। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করিয়া

বিদর্শন ভাবনা করা হয়, উহাতে অবিদ্যাকেও নিগৃহীত করা হয়। তৃষ্ণা নিগৃহীত হইলে দুই প্রকার উপাদান পরিত্যাগ হয়; যথা : কাম উপাদান এবং শীলব্রত উপাদান। অবিদ্যা নিগৃহীত হইলে দুই প্রকার উপাদান পরিত্যাগ হয়। যথা : দৃষ্টি উপাদান এবং আত্মবাদ উপাদান। এই চারিটি উপাদান পরিত্যাগ হইলে দুই প্রকার ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; যথা : শমথ ভাবনা এবং বিদর্শন ভাবনা। ইহাকে বলা হয় 'ব্রহ্মচর্য আচরণ'।

উহাতে ব্রহ্মচর্যের ফল চারি প্রকার শ্রামণ্যফল (ভিক্ষুজীবনের ফল); যথা : স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল এই চারি প্রকার ব্রহ্মচর্যফল বা ব্রহ্মচর্য পালনের ফল। এইরূপে পূর্বোক্ত দুই দুই প্রকার সত্য, যেমন—দুঃখ এবং দুঃখোৎপত্তির কারণ, শমথ এবং বিদর্শন, ব্রহ্মচর্য এবং মার্গ, ব্রহ্মচর্যের ফলসমূহ এবং তদারম্মণ (তদাবলম্বন) দ্বারা অসংস্কৃত ধাতু বা অবস্থা নিরোধ বা নিবৃত্তি, ইহা চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকে।' উহাতে যাহা উপলব্ধি বা প্রাপ্তি দ্বারা রক্ষা করা হয়, ইহা দুঃখ। যাহা হইতে রক্ষা করা হয়, ইহা সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ। যাহার দ্বারা রক্ষা করা হয়, ইহা আর্যমার্গ বা প্রজ্ঞা। যাহা রক্ষা করা হয়, ইহা নিরোধ বা নিবৃত্তি। এই চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'একটিমাত্র পদস্থানে' ইত্যাদি।

৪. (ক) ৮. বিভক্তিহার বিভঙ্গ

৩৩. উহাতে বিভক্তিহার কিরূপ? 'ধর্ম এবং পদস্থানভূমি' ইত্যাদি দুই প্রকার সূত্র; যথা : বাসনাভাগীয় (পুণ্যার্জনে হিতকারী) এবং নির্বেদভাগীয় (বিদ্ধকারী লোভ স্কন্ধাদিকে প্রদলনে হিতকারী)। দুই প্রকার প্রতিপদা বা আচরণ ধারা; যথা : পুণ্যভাগীয় এবং ফলভাগীয় (শ্রামণ্যফলভাগীয়)। দুই প্রকার শীল; যথা : সংবরশীল (অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ-সংবর, স্মৃতি-সংবর, জ্ঞান-সংবর, ক্ষান্তি-সংবর এবং বীর্য-সংবর, এই পঞ্চ সংবর সংবরশীল) এবং প্রাহাণ বা পরিত্যাগশীল (অর্থাৎ তদঙ্গপ্রহাণ, বিক্খম্ভন প্রহাণ, সমুচ্ছেদ প্রহাণ, প্রতিপ্রশ্রব্ধি প্রহাণ এবং নিঃসরণপ্রহাণ, এই প্রহাণের মধ্যে নিঃসরণপ্রহাণ বর্জিত বা বাদ অপর প্রহাণসমূহের বলে প্রহাণশীল বলা হয়)। উহাতে ভগবান বাসনাভাগীয় সূত্রকে পুণ্যভাগীয় প্রতিপদায় দেশনা করিয়াছেন। সেই (অর্থাৎ বাসনাভাগীয় সূত্র সমাদরে গ্রহণকারী সেই) ভিক্ষু সংবরশীল (অর্থাৎ সমুচ্ছেদ প্রতিপ্রশ্রব্ধি প্রহাণসমূহের বশে প্রহাণশীলে)

স্থিত, সেই ব্রহ্মচর্য দ্বারা ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে। উহাতে ভগবান নির্বেধভাগীয় সূত্রকে ফলভাগীয় প্রতিপদায় দেশনা করিয়াছেন। সেই (অর্থাৎ নির্বেধসূত্র সমাদরে গ্রহণকারী সেই) ভিক্ষু প্রহাণশীলে স্থিত, সেই ব্রহ্মচর্য দ্বারা ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে।

উহাতে বাসনাভাগীয় সূত্র কিরূপ? বাসনাভাগীয় সূত্র বলিলে বুঝায়—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামসমূহের দোষ এবং নৈষ্ক্রম্যে আনিশংস (ফল বা উপকার)। উহাতে নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ? নির্বেধভাগীয় সূত্র বলিলে বুঝায় যাহা চারি প্রকার সত্য প্রকাশনা। বাসনাভাগীয় সূত্রে প্রজ্ঞা নাই, মার্গ নাই এবং ফল (শ্রামণ্যফল) নাই। নির্বেধভাগীয় সূত্রে প্রজ্ঞা আছে, মার্গ আছে এবং ফল (শ্রামণ্যফল) আছে। এই চারি প্রকার সূত্র। এই চতুর্বিধ সূত্রকে দেশনা দ্বারা, ফল দ্বারা, শীল দ্বারা, ব্রহ্মচর্য দ্বারা এবং সর্বপ্রকারের বিষয় দ্বারা বিচার বা বিবেচনা করিয়া যুক্তিহার জ্ঞানের ভূমি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

৩৪. সাধারণ ধর্ম (অবশিষ্ট স্বভাবধর্ম)-সমূহ কিরূপ? সাধারণ বা অবশিষ্ট ধর্ম দুই প্রকার। যথা : নাম (অর্থাৎ কুশল ও অকুশল সমান নাম) সাধারণ এবং বস্তু সাধারণ (অর্থাৎ বিশেষত সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতাপক্ষে প্রহাণে একত্র সংযোগে নাম সাধারণ আর সহজে একত্র সংযোগে বস্তুসাধারণ)। অন্য যাহা কিছু এই জাতীয় (অর্থাৎ কৃত্য প্রত্যয় প্রতিপক্ষাদি দ্বারা সমানরূপে সংগ্রহ করা) মিথ্যাবিশ্বাসী সত্ত্বগণের এবং অনিশ্চিত সত্ত্বগণের (অর্থাৎ ইহা পৃথগ্জনের উপলক্ষণ, সেইজন্য এইখানে শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী প্রভৃতি সর্ববিধ পৃথগ্জনভেদে সংগৃহীতভাবে বলা হইয়াছে) দর্শন দ্বারা ক্লেশ সাধারণ বিধায় প্রত্যাহার বা পরিত্যাগ করা উচিত, পৃথগ্জন ব্যক্তি এবং স্রোতাপন্ন ব্যক্তির কামরাগ (আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনুরাগ) বিদ্বেষ সাধারণ (অর্থাৎ অবশিষ্ট হিংসা বা ঈর্ষা), পৃথগ্জন ভিক্ষুর ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সাধারণ, শৈক্ষ্য আর্যশ্রাবক যাহা কিছু লৌকিক সমাপত্তি ধ্যানে নিযুক্ত থাকে তাহা সমস্তই অবীতরাগগণের দ্বারা সাধারণ (অর্থাৎ লৌকিক সমাপত্তি ধ্যান রূপাবচরজনিত, অরূপাবচরজনিত, দিব্যবিহারজনিত এবং ব্রহ্মবিহারজনিত প্রথম ধ্যান সমাপত্তি, এইরূপে ইত্যাদি পর্যায়ের দ্বারা সাধারণ)। (পূর্বোক্ত মিথ্যাবিশ্বাসী এবং অনিশ্চিতকে সাধারণ বলা হইয়াছে, এইরূপে) সাধারণসমূহই ধর্ম, (এই সাধারন ধর্মসমূহ সর্বসত্ত্বগণের সাধারণতায় সাধারণ নহে যেইজন্য) এইরূপে পারস্পরিক নিজ নিজ বিষয় অধিককাল বর্তমান থাকে না। যেই ভিক্ষু বা ব্যক্তি এই ধর্মসমূহে অভিভূত সেই ভিক্ষু বা

ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত সেই ধর্ম ত্যাগ করে না। ইহা ধর্মসাধারণ বা জনসাধারণের বা অবশিষ্ট ধর্ম।

অসাধারণ ধর্মসমূহ কিরূপ? শৈক্ষ্যাশৈক্ষ্য এবং যোগ্যাযোগ্য পর্যন্ত দেশনা গ্রহণ করিয়া গবেষিতব্য (অর্থাৎ অসাধারণ নামক ধর্ম সেই সেই পুদ্‌গলের পৃথক পৃথক নির্ভরযোগ্য আর্যগণের মধ্যে শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্য ধর্মবশে আর অনার্যগণের মধ্যে উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত বশে গবেষণা কর্তব্য)। অষ্টম ব্যক্তির (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্তির পথে প্রবিষ্ট অথবা স্রোতাপত্তিমার্গলাভী ব্যক্তির) এবং স্রোতাপত্তিফললাভী ব্যক্তির কামরাগ বিদ্বেষ সাধারণ, ধর্মতা (অর্থাৎ ধর্মস্বভাব, প্রথম ব্যক্তির মার্গে স্থিতি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ফলে স্থিতি) অসাধারণ। অষ্টম ব্যক্তির (অর্থাৎ অনাগামীফল প্রাপ্তির পথে প্রবিষ্ট অথবা অনাগামী মার্গলাভী ব্যক্তির) এবং অনাগামী ফললাভী ব্যক্তির ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনা সাধারণ, ধর্মতা (অর্থাৎ ধর্মস্বভাব, প্রথম ব্যক্তির মার্গে স্থিত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ফলে (স্থিতি) অসাধারণ। সর্বপ্রকারে মার্গলাভীর শৈক্ষ্যগণের নাম সাধারণ, ধর্মতা অসাধারণ। সর্বপ্রকারে প্রতিপন্ন বা ফললাভীর নাম সাধারণ, ধর্মতা অসাধারণ। সর্বপ্রকারে শৈক্ষ্যগণের শৈক্ষ্যশীল সাধারণ, ধর্মতা অসাধারণ। এইরূপে হীন-উৎকৃষ্ট-মধ্যমভাবে গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে (অসাধারণভাবে) অনুশীলন করিয়া গবেষণা করা কর্তব্য।

দর্শনভূমি বা প্রথম মার্গ (যেই কারণে মার্গক্ষণে আর্যশ্রাবক সম্প্রাপ্ত নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে বলিয়া বলা হয়, তৎপর মার্গে পতিত হয়, সেইজন্য বলা হইয়াছে) দর্শনভূমির বা প্রথম মার্গের নিশ্চয়তায় প্রবেশের পদস্থান। ভাবনাভূমি (প্রতি মার্গবিশেষ) উপরিস্থ ফলসমূহের প্রাপ্তির পদস্থান। দুঃখজনক প্রতিপদ (আচরণ ধারা) দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা শমথ ভাবনার পদস্থান। সুখজনক প্রতিপদ ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা বিদর্শন ভাবনার পদস্থান। দানময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু অপরের দ্বারা ঘোষিত ধর্মশ্রবণের সাধারণ (অর্থাৎ ধর্মশ্রবণের কারণজনিত উৎসাহপূর্ণ) পদস্থান। শীলময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু চিন্তাময়ী প্রজ্ঞার সাধারণ পদস্থান। (শমথ) ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার সাধারণ পদস্থান। দানময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু অপরের দ্বারা ঘোষিত ধর্মশ্রবণের এবং শ্রুতময়ী প্রজ্ঞার সাধারণ পদস্থান। শীলময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু চিন্তাময়ী প্রজ্ঞার এবং সঙ্গত বিচারের সাধারণ পদস্থান। (বিদর্শন) ভাবনাময়ী পুণ্যক্রিয়াবস্তু ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার এবং সম্যক দৃষ্টির সাধারণ পদস্থান। প্রতিরূপ (সদ্ধর্ম প্রচলিত) দেশে বাসকরণ বিবেকের এবং সমাধির সাধারণ

পদস্থান। সৎপুরুষেরা আশ্রয় উত্তীর্ণের এবং জ্ঞাত হওয়ার বিশুদ্ধতাজনক শমথ ভাবনার সাধারন পদস্থান। নিজকে সম্যকরূপে প্রণিধানকরণ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্নীতকরণ পাপে লজ্জা জ্ঞানের এবং বিদর্শন ভাবনার সাধারণ পদস্থান। অকুশল পরিত্যাগ কুশল অনুসন্ধানের (অর্থাৎ চিন্তা করিয়া বিচার করিবার) এবং (মার্গ) সমাধি ইন্দ্রিয়ের সাধারণ পদস্থান। ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাকৃত অবস্থা কুশল মূল রোপণের এবং ফলসমাপত্তির সাধারণ পদস্থান। সংঘের সুপ্রতিপন্ন বা স্রোতাপন্ন অবস্থা সংঘসুটঠুতার সাধারণ পদস্থান। শাস্তা সম্পদ অপ্রসন্নগণের হৃষ্টতার এবং প্রসন্নগণের ভীতি উৎপাদনের সাধারণ পদস্থান। অপ্রতিহত প্রাতিমোক্ষতা (অর্থাৎ অবাধ বিনয়নীতি আচরণ শিক্ষার অবস্থা) যেই ব্যক্তিকে নিস্তব্দ করা কঠিন তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার এবং শিষ্ট ব্যক্তিদের সুখে অবস্থানের সাধারণ পদস্থান। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, ‘ধর্ম এবং পদস্থান ভূমি’ ইত্যাদি।

৪. (ক) ৯. পরিবর্তন হারবিভঙ্গ

৩৫. উহাতে পরিবর্তন হারবিভঙ্গ কিরূপ? ‘কুশল ও অকুশলধর্মে’ ইত্যাদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ পুদ্গলের (ব্যক্তির) মিথ্যাদৃষ্টি নিঃশেষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নয়ে বা ক্রমে বা ধারায় বিদর্শন ভাবনাকারীর সম্যক দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি দমিতভাবে প্রহীন হয় আর পরবর্তী নয়ে প্রথম মার্গ সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমুচ্ছিন্নভাবে প্রহীণ বা পরিত্যাগ হয়। এই মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয় বা হেতু দ্বারা যাহাদের বহু পাপজাতীয় অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের এই মিথ্যাদৃষ্টি নিঃশেষিত হইয়া যায় (অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনাকারী আর্যদের মধ্যে যাহাদের দর্শন জ্ঞান লাভ হয়নি তাহাদের যাহা মিথ্যা অভিনিবেশ-হেতু কামাদি, লোভাদি ও প্রাণিহত্যাদি বহু হীনার্থে পাপজাতীয় অকুশল সম্ভূত অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইয়া এই মিথ্যা অভিনিবেশ বা মিথ্যাদৃষ্টি বিদর্শন ভাবনা আরম্ভে নিঃশেষ হয়)। সম্যক দৃষ্টি প্রত্যয় দ্বারা শমথ ও বিদর্শন ভাবনাকারীদের বহু কুশল শমথ ও বিদর্শন ধর্ম সম্ভব হইয়া থাকে, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা তাহাদের শমথ ও বিদর্শন ভাবনা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। সম্যক সংকল্প পুরুষ পুদ্গলের মিথ্যাসংকল্প নিঃশেষিত হয়। এই মিথ্যাসংকল্প প্রত্যয় দ্বারা যাহাদের পাপজাতীয় অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের এই মিথ্যাসংকল্প নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্যক সংকল্প প্রত্যয় দ্বারা তাহাদের বহু কুশলধর্ম সম্ভব হইয়া থাকে, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা তাহাদের শমথ

ও বিদর্শন ভাবনা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। পূর্ববৎ এইরূপে সম্যক বাক্যসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক কর্মসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক জীবিকাসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক প্রচেষ্টাসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক স্মৃতিসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক সমাধিসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন, পূর্ববৎ সম্যক বিমুক্তি (অর্থাৎ ফলধর্মসমূহ) জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন পুরুষ পুদ্‌গলের মিথ্যা বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই মিথ্যা বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন প্রত্যয় দ্বারা যাহাদের বহু পাপজাতীয় অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের এই মিথ্যা বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্যক বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন প্রত্যয় দ্বারা তাহাদের বহু কুশলধর্ম সম্ভব হইয়া থাকে, সম্যক বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন দ্বারা তাহাদের বিদর্শন ভাবনা পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

৩৬. যাহারা বা প্রাণিহত্যা হইতে বিরত ব্যক্তির প্রাণিহত্যা প্রহীণ বা পরিত্যাগ হয়। অদত্ত গ্রহণ করণ বা চুরিকার্য হইতে বিরত ব্যক্তির চুরিকর্ম প্রহীণ হয়। ব্রহ্মচারীর অব্রহ্মচর্য প্রহীণ হয়। সত্যবাদীর মিথ্যাবাদ বা মিথ্যাকথা বলা প্রহীণ হয়। অবিদ্বেষবাদীর ঈর্ষা বা বিদ্বেষ কথা প্রহীণ হয়। মিষ্ট বা মৃদুভাষীর কর্কশ কথা প্রহীণ হয়। কালবাদীর (অর্থাৎ সময়বিশেষে উপদেশাদি অর্থপূর্ণ স্বল্প ভাষণকারীর) সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা প্রহীণ হয়। নির্লোভীর লোভ প্রহীণ হয়। হিংসাচিত্ত ব্যক্তির হিংসা বা বিদ্বেষ প্রহীণ হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হয়।

যাহারা নাকি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে নিন্দা করিয়া থাকে তাহারা সন্দৃষ্টিক বা প্রত্যক্ষদর্শী এক ধর্মাবলম্বী নহে অথবা কারণসহ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করে নাই বলিয়া নিকৃষ্ট বাদানুবাদ করিতে আসে। সেই ভবন্তগণের (ভদ্রগণ) সম্যক দৃষ্টি ধর্মকেও নিন্দা করিয়া থাকে। সেই জন্যই যাহারা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সেই ভবন্তগণের (ভদ্রগণের) পূজ্য এবং প্রশংসার যোগ্য হয়। পূর্ববৎ এইরূপে সম্যক সংকল্প ধর্মকেও সম্যক বাক্য ধর্মকেও সম্যক কর্ম ধর্মকেও সম্যক জীবিকা ধর্মকেও সম্যক প্রচেষ্টা ধর্মকেও সম্যক স্মৃতি ধর্মকেও সম্যক সমাধি ধর্মকেও সম্যক বিমুক্তি ধর্মকেও সম্যক বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন ধর্মকেও সেই ভবন্তগণ (ভদ্রগণ) নিন্দা করিয়া থাকে। সেইজন্যই মিথ্যাদৃষ্টি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন সেই ভবন্তগণের (ভদ্রগণের) পূজ্য ও প্রশংসনীয় হয়।

যাহারা নাকি এইরূপ বলিয়া থাকে : 'কামসমূহ ভোগ করিবার উপযুক্ত, কামসমূহ পরিভোগ করিবার উপযুক্ত, কামসমূহ সেবন করিবার উপযুক্ত, কামসমূহকে প্রশ্রয় দিবার উপযুক্ত, কামসমূহকে মনে মনে ভাবিবার উপযুক্ত,

কামসমূহকে বাহুল্য করার উপযুক্ত', তাহাদের পক্ষে কামসমূহ হইতে বিরতি অধর্ম। যাহারা নাকি এইরূপ বলিয়া থাকে : 'আত্মনিগ্রহ করা বা শরীর পীড়ন করা ধর্ম' মুক্তির পথে (অর্থাৎ বিদর্শনের সহিত মার্গ পথে) নিয়া যায় এমন ধর্ম তাহাদের পক্ষে অধর্ম। যাহারা নাকি এইরূপ বলিয়া থাকে : 'দুঃখ ধর্ম (অর্থাৎ শরীরকে পীড়া প্রদান ধর্ম)', সুখ (অর্থাৎ অনবদ্য প্রত্যয় পরিভোগ সুখ) তাহাদের পক্ষে অধর্ম। যেমন ভিক্ষুগণ সর্বসংস্কারে অশুভানুদর্শী অবস্থানকারী হইয়া শুভ সংজ্ঞা প্রহীণ বা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। দুঃখানুদর্শী অবস্থানকারী হইয়া সংজ্ঞা পরিহার করে, অনিত্যানুদর্শী অবস্থানকারী হইয়া নিত্যসংজ্ঞা প্রহীণ বা পরিহার করে, অনাত্মনুদর্শী অবস্থানকারী হইয়া আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে। যেই ব্যক্তি যেই ধর্মে সন্তুষ্ট থাকে অথবা পালনে চেষ্টিত থাকে সেই ব্যক্তি সেই ধর্মের যাহা প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধ তাহা তাহার বা সেই ব্যক্তির অনিষ্টকারী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'কুশল ও অকুশলধর্মে' ইত্যাদি।

নিযুক্ত পরিবর্তন হারবিভঙ্গ সমাপ্ত।

৪. (ক) ১০. বিবচন (সামর্থবাচক শব্দ) হারবিভঙ্গ

৩৭. বিবচন বা সমার্থবাচক শব্দ বা প্রতিশব্দ হার কিরূপ? 'বহু প্রকার বিবচন (অর্থাৎ সামর্থবাচক শব্দ বা বহু পর্যায় শব্দের একার্থ)' ইত্যাদি যেমন ভগবান একটি ধর্মকে পারস্পরিক বিবচন বা এক অর্থে বহু পর্যায়ের শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ভগবান বলিয়াছেন :

'অজ্ঞানের মূল প্রভাব দ্বারা জল্পনাকৃত নিঃসারণ প্রতিষ্ঠিত বহু প্রকার ধাতুতে বা উপাদানে আশা করিয়া থাকে, স্পৃহা করে ও অভিনন্দন করে, উহা সমস্তই আমা কর্তৃক সমূলে রহিত করা হইয়াছে।'

আশা বলিলে বুঝায়—'ভবিষ্যতে ঈপ্সিত অর্থের জন্য ঔৎসুক্য, অবশ্য আসিবে বলিয়া আশার উৎপত্তি' (ইহা ভবিষ্যতের জন্য অর্থ বিষয়ক তৃষ্ণা) পিহা বা স্পৃহা বলিলে বুঝায়—'বর্তমানকালে অর্থের জন্য প্রার্থনা' (ইহা অনাগত বর্তমান অর্থবিষয়ক তৃষ্ণা)। ভিন্নভাবে শ্রেষ্ঠতর দেখিয়া এইরূপ হইলে স্পৃহার উৎপত্তি হয়। অর্থ লাভ প্রতিপালন করাই (অর্থাৎ ঈপ্সিত অর্থের সুবিধা পালন করা আগমন করাই অথবা যাবতীয় লব্ধ অর্থ রক্ষা করাই) অভিনন্দন নামে কথিত হইয়াছে, যেমন প্রিয়জনকে বা জ্ঞাতিকে

অভিনন্দন করে যেমন প্রিয় ধর্মকে অভিনন্দন করে অথবা প্রতিকূল অবস্থা হইতে অভিনন্দন করে।

অনেক ধাতু; যথা : চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু, শ্রুত বা কর্ণধাতু, শব্দধাতু, শ্রুতবিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণ বা নাসিকাধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়ধাতু, স্পর্শধাতু, কায়বিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। নিঃসরণ, যথা কেউ কেউ রূপের (দৃশ্যমান বস্তু আকারের) প্রতি ইচ্ছুক বা প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ শব্দের প্রতি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ গন্ধের প্রতি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ রসের প্রতি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ স্পর্শের প্রতি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ ধর্মের প্রতি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। উহাতে যাহা ছয় প্রকার পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দৌর্মনস্য (মানসিক অশান্তি), যাহা ছয় প্রকার পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সৌমনস্য (মানসিক শান্তি), যাহা ছয় প্রকার নৈষ্ক্রম্য বা সংসার ত্যাগকরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দৌর্মনস্য, যাহা ছয় প্রকার নৈষ্ক্রম্য বা সংসার ত্যাগকরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সৌমনস্য এই ছাব্বিশ প্রকার পদ তৃষ্ণাপক্ষীয়, ইহা তৃষ্ণার বিবচন বা প্রতিশব্দ।

৩৮. যাহা ছয় প্রকার উপেক্ষা গৃহাশ্রিত—ইহা দৃষ্টিপক্ষীয়। তদনুরূপই সেই প্রার্থনা আকার দ্বারা ধর্মস্পৃহা, ধর্মপ্রেম বা ধর্মানুরাগ, ধর্মের সম্পূর্ণ অবসান ইহা তৃষ্ণার বিবচন। চিত্ত, মনোবিজ্ঞান ইহা চিত্তের বিবচন। মন ইন্দ্রিয়, মনোধাতু, মনায়তন, বিজানন বা বিশেষরূপে জানান ইহা মনের বিবচন। প্রজ্ঞান্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষা, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, জ্ঞান, সম্যক দৃষ্টি, উত্তীর্ণ হইবার বিদর্শন, ধর্মেজ্ঞান, অর্থে জ্ঞান, অন্বয়ে জ্ঞান, ক্ষয়ে জ্ঞান, অনুৎপন্নেজ্ঞান, অজ্ঞাত জ্ঞাত হইবার ইন্দ্রিয়, অন্য ইন্দ্রিয় বা অর্হত্ত্বজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান ইন্দ্রিয়, চক্ষু, বিদ্যা, বিজ্ঞতা, মেধা, আলোক, এই জাতীয় আরও অন্য কিছু থাকিলে তাহাও ইহা প্রজ্ঞার বিবচন।

ক্ষয়ে জ্ঞান ইত্যাদি লোকোত্তর পঞ্চইন্দ্রিয় সমস্তই প্রজ্ঞা; কিন্তু (দৃঢ় সংকল্প লক্ষণে) অধিপতি অর্থে শ্রদ্ধা; আরম্ভ অর্থে বীর্য অপরিবর্তনশীল অবস্থা অর্থে স্মৃতি, অবিক্ষেপ বা মনের সাম্য অবস্থা অর্থে সমাধি, প্রজানন বা তন্ন তন্ন করিয়া জানান অর্থে প্রজ্ঞা। যেমন বুদ্ধানুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে : ইনি সেই ভগবান যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ দম্য ও অদম্য পুরুষগণের সারথি, দেব

মনুষ্যগণের শাস্তা বা শিক্ষক, বুদ্ধ ভগবান' ভগবান বুদ্ধগণ শক্তির শেষফল অধিগত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান অধিগত, চারিযোগ পরিবর্জিত, অগতি গমন অতিক্রান্ত, উদ্ধৃত বা উদ্ধারকৃত শল্য, অনুত্থিত ব্রণ, মর্দিত কন্টক, নির্বাপিত পূর্ব সংস্কার, বন্ধনাতীত বন্ধনমুক্ত, অভিপ্রায় বা সংকল্প অতিক্রান্ত, অন্ধকার ভেদিত বা বিদূরীত, চক্ষুষ্মান, লৌকিকধর্ম সমতিক্রান্ত, অনুরোধ বিরোধ বিপ্রযুক্ত বা বিরহিত, ইষ্টানিষ্ট ধর্মসমূহের অসংক্ষেপগত বা বিস্তৃত, বন্ধন অতিক্রান্ত, সংগ্রামরহিত, সুন্দরতর, উল্কাধর, আলোককর, প্রদ্যুতকর, অন্ধকার ধ্বংসকারী, রণঞ্জয়, অপ্রমেয় বা অপরিমিত বর্ণ, অপ্রমাণ্য বা অতুলনীয় বর্ণ, অসংখ্য বর্ণ, আভঙ্কর বা জ্যোতির্মান, প্রভঙ্কর বা প্রভাকর এবং ধর্মভাষণে প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন এই শব্দগুলি বুদ্ধানুস্মৃতির বিবচন (অর্থাৎ শব্দ দ্বারা ভগবানকে অনুস্মরণ করা হইয়া থাকে, সুতরাং এই শব্দগুলি বুদ্ধের বিবচন বা গুণবাচক সংজ্ঞা।

যেমন ধর্মানুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে : 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত বা বর্ণিত, সন্দৃষ্টিক বা স্বয়ং প্রত্যয়রূপে দর্শন করিবার বিষয়বস্তু, (ধর্ম পালনে ও দর্শনে শিশু-যুবা-পৌঢ় বৃদ্ধ কিংবা অদ্য-কল্য-পরশু কালের কোনোরূপ ভেদ নাই বলিয়া) অকালিক, আসিয়া দর্শন কর, উপনয়নকারী, বিজ্ঞগণ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত'; ইহাই মত্ততা দমন, পিপাসাবিনয় বা তৃষ্ণাদমন, আলয় সমুদঘাত বা আসক্তি অপসারণ, পুনর্জন্মের কালচক্র ধ্বংস, শূন্যতা বা অসার, অতিদুর্লভ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।

(ধর্মানুস্মৃতি ইত্যাদি ভাবনায় কোনোরূপ প্রত্যয় দ্বারা সংস্কার হয় না বলিয়া) অসংস্কৃত, (ইহার অন্ত বিনাশ নাই বলিয়া) অনন্ত। (আস্রবসমূহের উপলব্ধির বিষয় নাই বলিয়া) অনাসব, (অবিপরীত স্বভাববশত) সত্য, (সংসারের পরবর্তী ভাব হইতে), পার, (নিপুণজ্ঞান বিষয়ত্ববশত এবং সূক্ষ্ম স্বভাববশত) নিপুণ, (অসংগৃহীত জ্ঞানসম্ভার দ্বারা দর্শনে অসমর্থ বিধায়) সুদুর্দর্শ বা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, (উৎপন্ন জরাসমূহ দ্বারা অনাক্রান্ততাবশত) অজর্জর, (স্থিরভাব দ্বারা), ধ্রুব, (জরামরণ দ্বারা অপমরণ হইতে) যত্নশীল হওন বা সতর্কীকরণ, (চর্মচক্ষু বা মাংসচক্ষু ও দিব্যচক্ষু দ্বারা অদর্শনবশত) অনিদর্শন, (অনুরাগাদি প্রপঞ্চ অভাব-হেতু) নিষ্প্রপঞ্চ এবং (ক্লেশ সঞ্চয়সমূহের উপসম হেতুতে) সৎপুরুষ।

(অমৃত হেতুতে এবং মৃত্যুর অভাব হইতে) অমৃত, (উত্তম অর্থে এবং নিঃসন্দেহ অর্থে) প্রণীত, (যাহারা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়নি তাহাদের কর্মক্লেশ

বিপাক বা ফল দিবার সুযোগের অভাব হেতু অর্থাৎ তাহারাও নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে এই হেতু) শিব অর্থাৎ নিরাপদ বা নির্বাণ, (চারি প্রকার যোগ দ্বারা অনুপদ্রব ভাবহেতু) ক্ষেম, (তৃষ্ণাক্ষয় হইয়াছে এই হেতু) তৃষ্ণাক্ষয়, (কৃতপুণ্যসমূহ দ্বারা কখনো কখনো দেবতুল্য দর্শন হয় এই কারণে) আশ্চর্য, (অভূতপূর্ব) অদ্ভুত, (অন্তরায়মুক্ত-হেতু) অনীতিক বা অহিত হইতে মুক্ত, অথবা (অন্তরায়ের অভাব-হেতু) অনিষ্টমুক্ত ধর্ম ইহাই সুগত কর্তৃক দেশিত নির্বাণ।

(অনুৎপত্তি স্বভাব-হেতু) আজাত, (উৎপত্তির অভাব-হেতু) অভূত, (কোনো প্রকার উপদ্রব নাই বলিয়া) অনুপদ্রব, (কোনো প্রকার হেতু দ্বারা কৃত হয়নি বলিয়া) অকৃত, (ইহাতে শোক নাই বলিয়া) অশোক, অতঃপর (শোকের হেতু, অন্তর্ধান হইয়াছে বলিয়া) বিশোক (কোনো প্রকার উপসজ্জা বা উপপ্রস্তুতি নাই বলিয়া) অনুপসর্গ, (উপসর্গের অভাব-হেতু হইতে) অনুপসর্গ ধর্ম ইহাই সুগত কর্তৃক দেশিত নির্বাণ।

(গম্ভীর জ্ঞানগোচর হইতে) গম্ভীর, (সম্যক প্রতিপত্তি ব্যতীত দেখিতে অসমর্থ হেতু) দুর্দর্শ বা দেখা কষ্টসাধ্য, (সর্বলোক জয় করিয়া স্থিত বলিয়া) উত্তর, (ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই বলিয়া) অনুত্তর, (সমানের সদৃশ্যের অভাব-হেতু) অসম, (সমানের অভাব-হেতু) অপ্রতিসম, (উত্তম অর্থে) জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

ইহাকে (সংসারের দুঃখসমূহ হইতে লইয়া যাওয়া অর্থে) লেণ বা নিরাপত্তা, (সংসারের দুঃখসমূহ হইতে রক্ষা করে বলিয়া) ত্রাণ বা আশ্রয়, (রণের অভাব-হেতু) অরণ প্রশান্ত (মনের অপবিত্রতার অভাব হেতু) অনঙ্গণ বা উদাসীন, (নির্দোষতায়) অকাচ বা অপ্রবাহিত, (অনুরাগাদি ময়লা অপগমন বা অন্তর্ধান দ্বারা) বিমল বলা হয়; ইহাকে (চতুর্বিধ ওঘ বা প্রবাহ দ্বারা জলমগ্ন না হওয়া অর্থে) দ্বীপ, (সংসার বা জন্ম উপশম সুখ হেতু) সুখ, (প্রমাণকর ধর্মের অভাব হেতু) অপ্রমাণ, (সংসাররূপ সমুদ্রে জলমগ্ন না হইবার স্থান বলিয়া) প্রতিষ্ঠা, (অনুরাগ ইত্যাদি ঐরূপ কিছুর অভাব হেতু এবং গ্রহণ করার অভাব হেতু) আকিঞ্চন বা অনাকাঙ্ক্ষী এবং অপ্রপঞ্চ বলা হয়।

এই শব্দগুলি ধর্মানুস্মৃতির বিবচন বা গুণবাচক সংজ্ঞা।

যেমন সংঘানুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে : 'সুপ্রতিপন্ন বা স্রোতাপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন বা সকৃদাগামী, ন্যায় প্রতিপন্ন বা অনাগামী, সঙ্গতগতি প্রতিপন্ন বা অর্হৎ—এই চারি যুগ্ম পুরুষ (মার্গ ও ফলভেদে) আটজন পুরুষ পুদ্গল

বা ব্যক্তি, ইহারা ভগবানের শ্রাবকসংঘ বা শিষ্যসংঘ, ইহারাই আহ্বানের যোগ্য, পাইবার যোগ্য, দক্ষিণা বা দান পাইবার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার পাইবার যোগ্য, সংসারের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন, সত্ত্বগণের সার বা শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগণের মধ্যে অতি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্ত্বগণের উদ্ধারকারী, সত্ত্বগণের নগরদ্বারের সম্মুখস্থ দৃঢ়স্তম্ভ, সত্ত্বগণের সুরভিপ্রসূন এবং দেবমনুষ্যগণের পূজ্য' এই শব্দগুলি সংঘানুস্মৃতি বিবচন বা গুণবাচক সংজ্ঞা।

যেমন শীলানুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে : 'যেই শীলসমূহ অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, দুর্বল বা চরিত্রদোষে অকলঙ্কিত, দাগহীন বা নির্দোষ, আর্য, আর্যকান্ত, মুক্ত মানুষের, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক অতি প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট বা অননুরক্ত, সমাধিতে সংবর্তনকারী বা সংযুক্তকারী, শীল উত্তমঙ্গ বা মস্তক উপশোভিত করিবার অলংকার, শীল সর্বপ্রকার ভাঙ্গন বা উৎপন্ন দুঃখ অতিক্রান্ত করিবার গুপ্তধন, শীল অক্ষণ ভেদ করিবার বা উদ্দেশ্য সাধনের ধনুশিল্প, শীল অতিক্রমার্থে বেলাভূমি বা সমুদ্রতীর, শীল দারিদ্র্যতা বিনাশের ধন, শীল ধর্ম অবলোকন করিবার দর্পণ, শীল নিচের দিকে অবলোকন করিবার সপ্ততলাবিশিষ্ট উচ্চ প্রাসাদ, শীল সর্ব ভূমিপরিবর্তী বা ঊর্ধ্বস্তরসমূহে নয়নকারী এবং অন্তিম নির্বাণ প্রদানকারী' এই শব্দগুলি শীলানুস্মৃতির বিবচন বা গুণবাচক সংজ্ঞা।

যেমন ত্যাগানুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে : 'যেই সময়ে আর্যশ্রাবক আগারে বা গৃহাশ্রমে বাস করেন তখন তাহারা থাকেন দানে উন্মুক্ত, দানে মুক্তহস্ত, দানে রত, অপরের অনুরোধে বা প্রার্থনায় দানের জন্য স্বীকৃত হইতে প্রস্তুত, বিভাগ করিয়া দান দিতে রত' এই শব্দগুলি ত্যাগানুস্মৃতির বিবচন। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'বহু প্রকার বিবচন' ইত্যাদি।

নিযুক্ত বিবচনহার বিবঙ্গ সমাপ্ত।

৪. (ক) ১১. প্রজ্ঞপ্তি হারবিভঙ্গ

৩৯. উহাতে প্রজ্ঞপ্তি হার কিরূপ? 'ভগবান একটি মাত্র ধর্মকে প্রজ্ঞপ্তিসমূহ দ্বারা বিবিধাকারে দেশনা করিয়াছেন' ইত্যাদি যাহা স্বভাব বা প্রকৃতি কথায় দেশনা—ইহা নিক্ষেপ বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রজ্ঞপ্তি। কোন প্রকৃতি কথায় দেশনা? চারি প্রকার সত্য। যেমন ভগবান বলিয়াছেন, 'ইহা দুঃখ' এই প্রজ্ঞপ্তি পাঁচ প্রকার স্কন্ধ, ছয় প্রকার ধাতু, আঠারো প্রকার ধাতু, বার প্রকার আয়তন এবং দশ প্রকার ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রজ্ঞপ্তি। হে

ভিক্ষুগণ, কবলীঙ্কার আহারে (গ্রাস গ্রাস করিয়া খাদ্য ভোজনে) অনুরাগ বা আসক্তি আছে, পরিতৃপ্তি আছে, তৃষ্ণা আছে সেইজন্য বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান বা চেতনা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানে নামরূপের গমনাগমন আছে। যেইখানে নামরূপের গমনাগমন আছে সেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে। যেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে সেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম আছে। যেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম আছে সেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ আছে। যেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ আছে হে ভিক্ষুগণ, তাহা শোকের সহিত দুঃখের সহিত অনুশোচনার সহিত হয় বলিয়া বলিতেছি।

হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... পূর্ববৎ, হে ভিক্ষুগণ, মনোসঞ্চেতনা (মনের অবগতি বা সংকল্প) আহারে... পূর্ববৎ, হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান বা চেতনা) আহারে অনুরাগ বা আসক্তি আছে, পরিতৃপ্তি আছে, তৃষ্ণা আছে সেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানে নামরূপের গমনাগমন আছে। যেইখানে নামরূপের গমনাগমন আছে সেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে। যেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে সেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম আাছে। যেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম আছে সেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ আছে। যেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ আছে হে ভিক্ষুগণ, তাহা শোকের সহিত দুঃখের সহিত অনুশোচনার সহিত হয় বলিয়া আমি বলিতেছি' ইহা দুঃখের এবং দুঃখোৎপত্তির কারণের প্রথম উৎপত্তি বা গোড়াপত্তন প্রজ্ঞপ্তি।

'হে ভিক্ষুগণ, কবলীঙ্কার আহারে অনুরাগ বা আসক্তি না থাকিলে, পরিতৃপ্তি না থাকিলে, তৃষ্ণা না থাকিলে সেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেইখানে বিজ্ঞানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না সেইখানে নামরূপের গমনাগমন হয় না। যেইখানে নামরূপের গমনাগমন হয় না সেইখানে সংস্কারসমূহে বৃদ্ধি হয় না। যেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি হয় না সেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম হয় না। যেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম হয় না সেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ হয় না। যেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ হয় না হে ভিক্ষুগণ, তাহা শোকরহিত দুঃখরহিত অনুশোচনারহিত বলিয়া বলিতেছি'।

'হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... পূর্ববৎ, হে ভিক্ষুগণ, মনোসঞ্চেতনা

আহারে... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান আহারে অনুরাগ বা আসক্তি না থাকিলে, পরিতৃপ্তি না থাকিলে, তৃষ্ণা না থাকিলে সেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেইখানে বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না সেইখানে নামরূপের গমনাগমন হয় না। যেইখানে নামরূপের গমনাগমন হয় না সেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি হয় না। যেইখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি হয় না সেইখানে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম হয় না। যেইখানে ভবিষ্যতে পুনর্বার জন্ম হয় না সেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ হয় না। যেইখানে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ হয় না হে ভিক্ষুগণ, তাহা শোকরহিত দুঃখরহিত অনুশোচনারহিত বলিয়া বলিতেছি' ইহা দুঃখের পরিজ্ঞান বা সত্যজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি, কারণের প্রহাণ বা পরিহার প্রজ্ঞপ্তি, মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, নিরোধের প্রত্যক্ষকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

৪০. 'হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত (নিরলস) হইয়া দক্ষ হইয়া স্মৃতিমান হইয়া সমাধি ভাবনা করিতে থাক। হে ভিক্ষুগণ, সমাহিত বা স্থিরচিত্ত ভিক্ষু যথাভূত বা সত্যতার অনুক্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, এরূপ যাহা কিছু যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, চক্ষু অনিত্য (অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল) বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, রূপসমূহ অনিত্য বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, চক্ষুবিজ্ঞান (চক্ষু দ্বারা আত্মজ্ঞান বা চেতনা) অনিত্য বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, চক্ষু সংস্পর্শ চক্ষু দ্বারা সংস্পর্শিত বা দৃষ্ট বিষয়বস্তু অনিত্য বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, এই চক্ষু সংস্পর্শের হেতু দ্বারা সুখজনক অনুভূতির অথবা দুঃখজনক অনুভূতির অথবা নয়সুখজনক নয়দুঃখজনক তত্রমধ্যস্থ অনুভূতির দ্বারা অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহাও অনিত্য বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে। সেইরূপ শ্রুত বা কর্ণ... পূর্ববৎ। ঘ্রাণ বা নাসিকা... পূর্ববৎ। জিহ্বা... পূর্ববৎ। কায় বা শরীর... পূর্ববৎ। মন অনিত্য বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, মনোবিজ্ঞান (মন দ্বারা আত্মজ্ঞান বা চেতনা) অনিত্য বলিয়া যথাভূত তন্নতন্ন করিয়া জানিতে পারে, মনোসংস্পর্শ (মন দ্বারা সংস্পর্শিত বা গৃহীত বিষয়বস্তু) অনিত্য বলিয়া যথাভূত তন্নতন্ন করিয়া জানিতে পারে, এই মনোসংস্পর্শের হেতু দ্বারা সুখজনক অনুভূতির অথবা দুঃখজনক অনুভূতির অথবা নয়সুখজনক নয়দুঃখজনক তত্রমধ্যস্থ অনুভূতির দ্বারা অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহাও অনিত্য বলিয়া যথাভূত তন্নতন্ন করিয়া জানিতে পারে' ইহা মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, দুঃখের পরিজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি, কারণের পরিত্যাগ প্রজ্ঞপ্তি,

নিরোধের সাক্ষাৎ দর্শনকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

'রূপকে আরাধনা কর, বিকীর্ণ কর, বিধ্বস্ত কর, ধ্বংস কর, ক্রীড়নক কর, প্রজ্ঞার দ্বারা তৃষ্ণাক্ষয়ের গতিতে বা পথে প্রবেশ কর, তৃষ্ণাক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে নির্বাণ। সেইরূপ বেদনাকে... পূর্ববৎ, সংজ্ঞাকে... পূর্ববৎ। সংস্কারকে... পূর্ববৎ। বিজ্ঞানকে বিকীর্ণ কর, বিধ্বস্ত কর, ধ্বংস কর, ক্রীড়নক কর, প্রজ্ঞার দ্বারা তৃষ্ণাক্ষয়ের গতিতে প্রবেশ কর, তৃষ্ণাক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে নির্বাণ' ইহা নিরোধের নিরোধ প্রজ্ঞপ্তি, আস্বাদের নির্বিদা বা বিরাগ প্রজ্ঞপ্তি, দুঃখের পরিজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি, কারণের প্রহাণ বা পরিহার প্রজ্ঞপ্তি, মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, নিরোধের প্রত্যক্ষকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

'সেই ভিক্ষুগণ ইহা দুঃখ বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে, ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, ইহা দুঃখের নিরোধ বা অবসান বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে, ইহা দুঃখকে নিরোধ করিবার প্রতিপদা বা উপায় বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে—ইহা সত্যসমূহের প্রতিবেধ বা প্রবেশ প্রজ্ঞপ্তি, দর্শনভূমির নিক্ষেপণ বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, স্রোতাপত্তিফলের সাক্ষাৎ দর্শনকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

'সেই ভিক্ষু ইহা আস্রব বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, ইহা আস্রবের কারণ বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে, ইহা আস্রবের নিরোধ বা অবসান বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে, ইহা আস্রবের নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা উপায় বলিয়া যথাভূত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে, ইহাতে আস্রবসমূহ অনবশেষ বা সম্পূর্ণরূপে অবসান হয় বলিয়া যথাভূত তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে' ইহা ক্ষয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রজ্ঞপ্তি অথবা ক্ষয়ে জ্ঞান উৎপন্নের প্রজ্ঞাপণ, অনুৎপন্নে জ্ঞানের অবকাশ প্রজ্ঞপ্তি বা স্থানের প্রজ্ঞাপনা, মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, দুঃখের পরিজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি, কারণে প্রহাণ বা পরিহার প্রজ্ঞপ্তি, বীর্য-ইন্দ্রিয়ের আরম্ভ প্রজ্ঞপ্তি, আসাটিকসমূহকে (অর্থাৎ পচাসায়ে নীলামক্ষিকাসমূহের দ্বারা ডিমপাড়া বা আঁচাই পাড়ার নাম আসাটিকা। এইখানে এইরূপ যাহার উৎপন্ন হইয়াছে সেই সত্ত্বের দুঃখ বিপদের হেতু আছে বলিয়া নীলমক্ষিকার ডিম সদৃশ ক্লেশসমূহ। সেইসব আসাটিকা বা ক্লেশসমূহকে) বাহিরকরণ বা সরাইয়া ফেলন প্রজ্ঞপ্তি, ভাবনাভূমির নিক্ষেপ বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, পাপজনক অকুশলধর্মসমূহের সম্পূর্ণ ধ্বংসকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

৪১. 'হে ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখ বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তা

হলো ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখের বা দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখের নিবৃত্তি বা অবসান বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখ নিবৃত্তির বা অবসানের উপায় বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তাদৃশ ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে' ইহা (চারি আর্য) সত্যসমূহের দেশনা প্রজ্ঞপ্তি, শ্রুতময়ী প্রজ্ঞার নিক্ষেপ বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, অনন্য ইন্দ্রিয় বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার উপায় ধর্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষকরণ প্রজ্ঞপ্তি, ধর্মচক্রের প্রবর্তন প্রজ্ঞপ্তি।

'হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখকে দুঃখরূপে জানা উচিত বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তাদৃশ ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখোৎপত্তির কারণকে পরিহার বা পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখের নিরোধ বা অবসানকে প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ দর্শন করা উচিত বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখ অবসানের উপায়কে ভাবা বা চিন্তা করা উচিত বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তাদৃশ ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে' ইহা মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, চিন্তাময়ী প্রজ্ঞার নিক্ষেপ বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, ধর্ম জ্ঞানের অর্থাৎ অনাগামী ফল জ্ঞান প্রত্যক্ষকরণ প্রজ্ঞপ্তি।

'হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখকে পরিজ্ঞাত হইয়াছে বা জানিয়াছে বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তাদৃশ ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখোৎপত্তির কারণকে পরিহার করিয়াছে বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখের নিরোধকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া... পূর্ববৎ। হে ভিক্ষুগণ, এই দুঃখ নিরোধের উপায়কে ভাবিয়াছে বা চিন্তা করিয়াছে বলিয়া পূর্বে কেউ কখনো শুনে নাই তাদৃশ ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে' ইহা মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার স্থাপন বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, ধর্মজ্ঞানের অর্থাৎ অর্হত্ত্বফলজ্ঞান সাক্ষাৎকরণ প্রজ্ঞপ্তি, ধর্মচক্রের প্রবর্তন প্রজ্ঞপ্তি।

বুদ্ধমুনি তুলনীয় (অর্থাৎ বহুজনকে প্রত্যক্ষভাবে তুলনায় সঠিক স্থির করা হইয়াছে বলিয়া তুলনীয়, ইহা কামাবচর) অতুলনীয় (অর্থাৎ ইহার তুলনা বা সাদৃশ্য করিবার অন্য কিছু লৌকিক ধর্ম নাই বলিয়া অতুলনীয়, ইহা মহজগৎ কর্ম। কামাবচর ও রূপাবচর কর্ম তুলনীয়, অরূপাবচর কর্ম অতুলনীয়। অথবা অল্পবিপাক তুলনীয়, বহুবিপাক অতুলনীয়, সম্ভব বা হেতুভূত ভবসংস্কার বা পুনর্জন্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্মরত সমাহিত থাকিয়া (অর্থাৎ নিজ আত্মতুষ্ট অনুরূপ উপাচার ও অর্পণাবশে মনের একাগ্রতা সাধনে রত থাকিয়া) আত্মসম্ভবকে (অর্থাৎ নিজ পুনর্জন্মকে অথবা আত্মসঞ্জাত ক্লেশকে) কবচ সদৃশ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

তুলনীয় অর্থে সংস্কার ধাতু বা পুনরুৎপত্তি অবস্থা। অতুলনীয় অর্থে নির্বাণ ধাতু বা নির্বাণ অবস্থা। তুলনীয়, অতুলনীয় এবং সম্ভব বা হেতুমূলক ইহা অভিজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা) প্রজ্ঞপ্তি, ধর্ম প্রতিসম্ভিদার সর্বধর্মের স্থাপন বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি। বুদ্ধমুনি ভবসংস্কার বিসর্জন দিয়াছিলেন, ইহা কারণের পরিত্যাগ প্রজ্ঞপ্তি, দুঃখের পরিজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি। অধ্যাত্মরত সমাহিত ইহা কায়গতা স্মৃতির ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি, চিত্ত একাগ্রতায় স্থিতি প্রজ্ঞপ্তি। আত্মসম্ভবকে অথবা আত্মসঞ্জাত ক্লেশকে কবচ সদৃশ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা চিত্তের বিরাগ প্রজ্ঞপ্তি, সর্বজ্ঞতার উপাদান প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমান অণ্ডকোষসমূহের (ক্লেশের অভাবে ভগবান কর্ম বা কর্মবীজ পরিত্যাগ করিয়াছেন এই অর্থে) অবিদ্যামূলক অণ্ডকোষসমূহের প্রদলনকরণ প্রজ্ঞপ্তি। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'তুলনীয় অতুলনীয় সম্ভব' ইত্যাদি।

যেই ব্যক্তি দুঃখকে দেখিয়াছে, যাহা নিদান বা হেতু উহাকে দেখিয়াছে (অর্থাৎ যেই বিদর্শন ভাবনা আরম্ভকারী বিদর্শক ব্যক্তি ত্রিভৌমিক সমস্ত দুঃখকে দেখিয়াছে, সেই দুঃখের হেতুসমূহকে দেখিয়াছে তাহা ও উহার কারণভাবে তৃষ্ণাকে দেখিয়াছে) সেই ব্যক্তি কাম বা কামনাসমূহে কিরূপে নমিত হইতে পারে? (অর্থাৎ সেই ভাবনাকারী ব্যক্তি বস্তুর সহিত কামসমূহে ক্লেশকামসমূহে নমিত বা অনুরক্ত হইতে পারে না)। (কারণ) কামসমূহই সংসারে সঙ্গ বা আসক্তি ইহা জানিয়া সেই ব্যক্তি উহাদিগকে স্মৃতির সহিত সংযত করিবার জন্য শিক্ষা করিয়াছে।

যেই যোগী দুঃখকে ইহা দুঃখের (স্কন্ধাদির) বিবচন প্রজ্ঞপ্তি এবং পরিজ্ঞান প্রজ্ঞপ্তি। যাহা অথবা যাহা যাহা নিদান বা হেতু ইহা প্রথম উৎপত্তি বা মূল প্রজ্ঞপ্তি এবং কারণের পরিহার প্রজ্ঞপ্তি। দর্শন করিয়াছে বা দেখিয়াছে ইহা জ্ঞানচক্ষুর বিবচন প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেধ (প্রবেশ বা প্রাপ্তি) প্রজ্ঞপ্তি। কাম বা

কামনাসমূহে সেই যোগী কিরূপে নমিত হইতে পারে, ইহা কামতৃষ্ণার বিবচন প্রজ্ঞপ্তি এবং অভিনিবেশ প্রজ্ঞপ্তি। 'কামসমূহই সংসারে সঙ্গ বা আসক্তি' ইহা জানিয়া ইহা কামসমূহের বিপক্ষ বা বিপরীত দিক হইতে দর্শন প্রজ্ঞপ্তি। কামসমূহই জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ কুণ্ডসদৃশ উপমেয়, মাংসপেশী সদৃশ উপমেয়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ প্রপাত সদৃশ উপমেয় এবং বিষধরসর্প সদৃশ উপমেয়। উহাদিগকে স্মৃতির সহিত ইহা পরিত্যাগের অপচয় বা অবনতি প্রজ্ঞপ্তি, কায়গতাস্মৃতির নিক্ষেপ বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি। সংযত করিবার জন্য শিক্ষা করিয়াছে, ইহা রাগ বা অনুরাগ নিয়ন্ত্রণের, দ্বেষ নিয়ন্ত্রণের, মোহ নিয়ন্ত্রণের প্রতিবেধ (প্রবেশ বা প্রাপ্তি) প্রজ্ঞপ্তি। ব্যক্তি বা যোগী ইহা যোগীর বিবচন প্রজ্ঞপ্তি। যখনই যোগী কামসমূহ সঙ্গ বা আসক্তি বলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানে সেই যোগী কামসমূহের অনুৎপাদনের জন্য কুশল ধর্ম উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই যোগী অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহকে উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টাকরণ প্রজ্ঞপ্তি, সামান্য অসন্তুষ্টির স্থাপন বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি। উহাতে সেই যোগী উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা ভাবনার অপ্রমাদ বা নিরলস প্রজ্ঞপ্তি, বীর্য-ইন্দ্রিয়ের স্থাপন বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, কুশলধর্মসমূহের রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি, অধিচিত্ত বা মনের একাগ্রতা শিক্ষার স্থিতি প্রজ্ঞপ্তি। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি বা যোগী দুঃখকে দেখিয়াছে যাহা নিদান বা হেতু উহাকে দেখিয়াছে ইত্যাদি।

সংসার মোহের সহিত বন্ধনযুক্ত বলিয়া ভব্য বা উপযুক্ত সদৃশ দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ এই সংসার অবিদ্যারূপ হেতুযুক্ত সংযোজন বা বন্ধনসমূহ দ্বারা আবদ্ধ আর বিপন্ন প্রবণতা হইয়াও মায়া এবং শঠতা দ্বারা আচ্ছন্ন স্বভাব হেতু নিজেকে ভব্য জাতীয় সদৃশ দেখায়)। আসক্তিতে বন্ধনযুক্ত বা আবদ্ধ মূর্খলোক তমসায় পরিবেষ্টিত, উহাকে সৌভাগ্য সদৃশ মনে করে, কিন্তু দেখিলে ঐরূপ কিছুই নহে (অর্থাৎ সেই মূর্খলোকের তাদৃশ দর্শনে সম্মোহ অন্ধকারে আবৃত হওয়ার দরুণ কামগুণসমূহে অদোষ বা নির্দোষ দেখিয়া ক্লেশ সংস্কারসমূহ দ্বারা আবদ্ধ অবস্থা। তা হলো এই মূর্খলোক পণ্ডিতগণের সৌভাগ্য সদৃশ মনে করিয়া হতভাগা হইয়া আনুগত্য করে। এই সমস্ত বিষয়ই অনুরাগাদি বশে কিছু বলিয়া মূর্খলোকের স্মৃতি বা স্মরণ হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণের প্রজ্ঞাচক্ষুর দৃষ্টিতে ওইসব কিছুই নহে)।

সংসার মোহের সহিত বন্ধনযুক্ত ইহা উন্মার্গগমনসমূহের দেশনা প্রজ্ঞপ্তি। ভব্য বা উপযুক্ত সদৃশ দৃষ্ট হয় ইহা সংসারের বিপরীত প্রজ্ঞপ্তি। আসক্তিতে

বন্ধনযুক্ত বা আবদ্ধ মূর্খ ইহা পাপে ইচ্ছায় পরিচালনাসমূহের প্রথম উৎপত্তি বা মূল প্রজ্ঞপ্তি, পর্যুত্থানসমূহের বা পূর্ব সংস্কারসমূহের কৃত্য প্রজ্ঞপ্তি, ক্লেশসমূহের বলব বা শ্রেষ্ঠতা প্রজ্ঞপ্তি, সংস্কারসমূহের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রজ্ঞপ্তি। তসমায় পরিবেষ্টিত ইহা অবিদ্যারূপ অন্ধকারে দেশনা প্রজ্ঞপ্তি এবং বিবচন প্রজ্ঞপ্তি। সৌভাগ্য সদৃশ মনে করে ইহা দিব্যচক্ষুর দর্শন প্রজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাচক্ষুর স্থাপন বা রক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি। দেখিলে কিছুই নহে ইহা সত্ত্বগণের সামান্য অনুরাগ সামান্য দ্বেষ, সামান্য মোহ প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সংসার মোহের সহিত বন্ধনযুক্ত' ইত্যাদি।

(নির্বাণ নাই যাহারা এই কথা বলে পমরার্থত তাহাদের নির্বাণ লাভ হয়নি স্বভাব বিধায় অন্যায় পথে গমনকারী ব্যক্তিগণের মিথ্যা কথা উপভোগ করিতে ভগবান বলিয়াছেন) 'হে ভিক্ষুগণ, অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত আছে। (উহাতে হেতু দেখাইতে বলা হইয়াছে) হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না। হে ভিক্ষুগণ, যেই কারণে অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত থাকে সেই কারণে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কারের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।' হে ভিক্ষুগণ, যদি অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত, ইহা নির্বাণের দেশনা প্রজ্ঞপ্তি এবং বিবচন প্রজ্ঞপ্তি। এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না ইহা হেতুর দ্বারা উৎপত্তির বিবচন প্রজ্ঞপ্তি এবং উপনয়ন বা উপনীত কারণ প্রজ্ঞপ্তি। হে ভিক্ষুগণ, যেই কারণে অজাত অকৃত অসংস্কৃত থাকে, ইহা নির্বাণের বিবচন প্রজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি। সেই কারণে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কারের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হয় ইহা নির্বাণের বিবচন প্রজ্ঞপ্তি, মার্গে নিয়া যাওয়ার প্রজ্ঞপ্তি, সংসার হইতে নিঃসরণ প্রজ্ঞপ্তি। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, যদি না থাকিত' ইত্যাদি। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'ভগবান একটি মাত্র ধর্মকে প্রজ্ঞপ্তিসমূহ দ্বারা বিবিধাকারে দেশনা করেন' ইত্যাদি।

নিযুক্ত প্রজ্ঞপ্তি হারবিভঙ্গ সমাপ্ত।

৪. (ক) ১২. অবতরণ হারবিভঙ্গ

৪২. উহাতে অবতরণ হারবিভঙ্গ কিরূপ? 'যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ (অর্থাৎ হেতু উৎপত্তি বা কার্যকারণ নীতি) ইত্যাদি যেই পুরুষ 'আমি হই' বলিয়া পর্যবেক্ষণ করে না (অর্থাৎ 'আমি হই' বলিয়া আমার আমিত্বের অহংকার

যাহার নিকট নাই) সেই ব্যক্তিই ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বত্র মুক্ত, এই বিমুক্ত পুরুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিবার অনুত্তীর্ণপূর্ব প্লাবনকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

ঊর্ধ্ব ইহা রূপধাতু এবং অরূপধাতু (অর্থাৎ ষোলো প্রকার রূপব্রহ্মভূমি এবং চারি প্রকার অরূপব্রহ্মভূমি)। অধঃ ইহা কামধাতু (অর্থাৎ এক প্রকার মনুষ্যভূমি এবং ছয় প্রকার দেবভূমি)। সর্বত্র বিপ্রমুক্ত বা মুক্ত ইহা ত্রিধাতুতে অশৈক্ষ্যগণের বিমুক্তি (অর্থাৎ কামধাতু রূপধাতু ও অরূপধাতু এই তিন প্রকার অবস্থার ভূমি হইতে অর্হৎগণের জন্ম ও উৎপত্তি মুক্তি)। সেই অশৈক্ষ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ সেই অর্হৎগণের মধ্যে বিমুক্তির জন্য শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ (অর্থাৎ অর্হৎগণের মধ্যে বিমুক্তির জন্য নির্ধারিত শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সংবর্ণনায় অবতরণ)। সেই অশৈক্ষ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিদ্যা। বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যার নিরোধ বা অবসান, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের (চক্ষু ইত্যাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের) নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার (সুখ-দুঃখাদি অনুভূতির) নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার (পাইবার আকাঙ্ক্ষার) নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের (বাঞ্চিত বস্তুর) নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের (উৎপত্তি ভবের বা স্থানের) নিরোধ, ভবের নিরোধে জাতির (জন্মের বা উৎপত্তির) নিরোধ, জাতির নিরোধে জরা-মরণ শোক-বিলাপ বা অনুতাপ দুঃখ-দৌর্মনস্য-দুর্দশা নিরোধ হইয়া থাকে, এইরূপে এই দুঃখস্কন্ধের সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হইয়া থাকে—ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ (কারণ উৎপত্তি বা কার্যকারণ নীতি)-সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই অশৈক্ষ্য পঞ্চইন্দ্রিয় তিন প্রকার স্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ সেই অশৈক্ষ্য পঞ্চইন্দ্রিয় সংস্কার অন্তর্গত। যেই সংস্কারসমূহ অনাসব অবচেতন অবস্থাও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত। ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তন অন্তর্গত এই আয়তন অনাসব অবচেতন অবস্থাও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ।

যেই পুরুষ 'আমি হই' বলিয়া পর্যবেক্ষণ করে না। ইহা সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ দ্বারা সমুদ্‌ঘাত বা সমূলে উৎপাটন। সেই শৈক্ষ্য পঞ্চইন্দ্রিয় বিদ্যা। বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যার নিরোধ, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ ইত্যাদি হইয়া থাকে, এইরূপে সমস্তই প্রতীত্যসমুৎপাদ (হেতু উৎপত্তি বা কার্যকারণ নীতি) ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদ্যা

প্রজ্ঞাস্কন্ধ ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদ্যা সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ অনাসব অবচেতন অবস্থাও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত। ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তন অন্তর্ভুক্ত। যেই আয়তন অনাসব অবচেতন অবস্থানও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ। শৈক্ষ্যের বিমুক্তির জন্য এবং অশৈক্ষ্যের বিমুক্তির জন্য বিমুক্ত পুরুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিবার অনুত্তীর্ণপূর্ব প্লাবনকে অতিক্রম করিয়া থাকে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'ঊর্ধ্ব-অধঃ' ইত্যাদি।

৪৩. নির্ভরশীলের বা আশ্রিতের উদ্বেগ বা আলোড়ন (অর্থাৎ তৃষ্ণাদৃষ্টিবশে কর্মের অনবস্থান) থাকে, অনির্ভরশীলের বা অনাশ্রিতের উদ্বেগ বা আলোড়ন থাকে না। আলোড়নে প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি ক্ষয় হয় বা থাকে না, প্রশান্তির দ্বারা স্মৃতি নমিত হয় না। অবনমন দ্বারা ক্ষয় হইলে বা না থাকিলে এই সংসারে পুনরাগমন বা পরলোকে গমন হয় না, এই সংসারে পুনরাগমন বা পরলোকে গমন না হইলে চ্যুতি-উৎপত্তি হয় না, চ্যুতি-উৎপত্তি ক্ষয় হইলে বা না থাকিলে ইহা সংসার অথবা পরলোক ক্ষয় হয় বা থাকে না এবং এতদুভয়ের দুঃখেরও অন্তসাধিত হয়।

আশ্রিতের উদ্বেগ বা আলোড়ন। আশ্রিত দুই প্রকার; যথা : তৃষ্ণাশ্রিত এবং দৃষ্টি আশ্রিত। উহাতে যাহা কামমুগ্ধের চেতনা ইহা তৃষ্ণাশ্রিত, যাহা বিহ্বলের বা ভ্রান্তের চেতনা ইহা দৃষ্টি আশ্রিত। চেতনা কিন্তু সংস্কারসমূহ, সংস্কারের প্রত্যয়ে বা হেতুতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের হেতুতে নামরূপে ইত্যাদি; এইরূপে সমস্তই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতিবদ্ধ হইয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতিসমূহ দ্বারা অবতরণ। উহাতে যাহা কামমুগ্ধের বেদনা বা অনুভূতি ইহা সুখবেদনা বা অনুভূতি, যাহা বিহ্বলের বা ভ্রান্তের বেদনা ইহা দুঃখও নহে সুখও নহে তত্রমধ্যস্থ বেদনা, এই দুই প্রকার বেদনা বেদনাস্কন্ধ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। উহাতে সুখবেদনা বা সুখানুভূতি দুই প্রকার ইন্দ্রিয়বিশেষ; যথা : সুখইন্দ্রিয় এবং সৌমনস্য বা মানসিক শান্তি ইন্দ্রিয়, অদুঃখ-অসুখ (দুঃখও নহে সুখও নহে তত্রমধ্যস্থ) বেদনা, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ইন্দ্রিয়সমূহ সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ আস্রব সংযুক্ত অবচেতন অবস্থা সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তনের অন্তর্ভুক্ত, এই আয়তন আস্রবের সহিত অবচেতন অবস্থা ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ।

অনাশ্রিতের উদ্বেগ বা আলোড়ন নাই। ইহা শমথবশে অথবা তৃষ্ণা দ্বারা

অনাশ্রিত, বিদর্শনবশে দৃষ্টি দ্বারা অনাশ্রিত। যাহা বিদর্শন ইহা বিদ্যা। বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যার নিরোধ, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ ইত্যাদি, এইরূপে সমস্তই প্রতীত্যসমুৎপাদ ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদর্শন প্রজ্ঞাস্কন্ধ ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদর্শন দুই প্রকার ইন্দ্রিয়বিশেষ; যথা : বীর্য ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদর্শন সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ অনাসব অবচেতন অবস্থাও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত, ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু আয়তন অন্তর্ভুক্ত। এই আয়তন অনাসব, অবচেতন অবস্থাও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ।

প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি দ্বারা স্মৃতি। দুই প্রকার প্রশ্রদ্ধি; যথা : কায়িক (প্রশ্রদ্ধি) এবং চিত্ত সংক্রান্ত বা মানসিক (প্রশ্রদ্ধি)। যাহা কায়িক সুখ ইহা কায়িক প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি। যাহা চৈতসিক সুখ ইহা মানসিক প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি। প্রশ্রদ্ধ বা শান্ত স্বভাববিশিষ্ট কায় বা শরীর সুখ অনুভব করে, সুখীচিত্ত শান্ত হয় বা ধ্যানমগ্ন হয়, শান্ত বা ধ্যানমগ্ন চিত্তের পুরুষ যথাভূত বা প্রত্যক্ষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারে, তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বা বিরাগ দ্বারা মুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়; তখন জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ভূষিত হইয়াছে এবং এই সংসারে করণীয়সমূহ কৃত হইয়াছে বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারে। সেই পুরুষ রাগ বা আসক্তি ক্ষয়ে দ্বেষ ক্ষয়ে মোহ ক্ষয়ে রূপসমূহে নমিত হয় না, শব্দসমূহে নমিত হয় না, গন্ধসমূহে নমিত হয় না, রসসমূহে নমিত হয় না, স্পর্শসমূহে নমিত হয় না, ধর্মসমূহে নমিত হয় না। যেই প্রকারে রূপ দ্বারা তথাগতকে দাঁড়ানে গমনে নিয়মাধীন করিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে হয় সেই রূপের ক্ষয়ে উদাসীনতায় নিরোধে ত্যাগে প্রত্যাখ্যানে রূপধ্বংসে নির্বাণে বিমুক্ত তথাগত 'আছেন' এই ধারণাও সন্নিবিষ্ট নহেন (অর্থাৎ আত্মা এবং জগৎ শাশ্বত বলিয়াও তৃষ্ণাদৃষ্টি উপায় দ্বারা সন্নিবিষ্ট নহেন এবং গ্রহণও করেন না), 'নাই' বা অশাশ্বত এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন, 'আছেন অথবা নাই' (অর্থাৎ নিশ্চিত শাশ্বত অথবা নিশ্চিত অশাশ্বত) এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন এবং (আমরা বিক্ষেপবশে বা বাইনমাছের ন্যায় বিশৃঙ্খলবশে) 'না আছেন অথবা না নাই' এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন।

অনন্তর (নিষ্ক্রিয়ভাববশত ক্লেশসমূহের হেতুর অভাব বিধায়) শঙ্খগমনের

ন্যায় রাগ বা আসক্তি ক্ষয়ে দ্বেষ ক্ষয়ে গম্ভীর অপরিমেয় অসংখ্য নিবৃত্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ উপগমন ক্লেশসমূহের উপশম দ্বারা পরিনির্বুত বা নিবৃত্তিপ্রাপ্ত শিথিলপ্রাপ্ত)। 'যেই বেদনা বা অনুভূতি দ্বারা... পূর্ববৎ। যেই সংজ্ঞা দ্বারা... পূর্ববৎ। যেই সংস্কারসমূহ দ্বারা... পূর্ববৎ। যেই বিজ্ঞান দ্বারা তথাগতকে দাঁড়ানো গমনে নিয়মাধীন করিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে হয় সেই বিজ্ঞানের ক্ষয়ে উদাসীনতায় নিরোধে ত্যাগে প্রত্যাখ্যানে বিজ্ঞানধ্বংসে নির্বাণে বিমুক্ত তথাগত 'আছেন' এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহে, 'নাই' এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন, 'আছেন' অথবা 'নাই' এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন এবং 'না আছেন অথবা না নাই' এই ধারণায়ও সন্নিবিষ্ট নহেন। অনন্তর শঙ্খগমনের ন্যায় রাগ বা আসক্তি ক্ষয়ে দ্বেষ ক্ষয়ে মোহ ক্ষয়ে গম্ভীর অপরিমেয় অসংখ্য নিবৃত্তিপ্রাপ্ত।

আগতি অর্থে এই সংসারে পুনরাগমন। গতি অর্থে পরজন্মে উৎপত্তি বা পরলোকে গমন। এই সংসারে পুরাগমনও নাই পরলোকে গমনও নাই। এই সংসারে ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তনের মধ্যে নাই। পরলোকে ছয় প্রকার বাহিরের আয়তনের মধ্যে নাই। উভয়ের মধ্যে নাই ইহা স্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন ধর্মসমূহে (অনাত্মভাব দ্বারা নিজেকে দেখে না। এইরূপে দুঃখের অন্তসাধিত হয়, ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি। ইহা দুই প্রকার; যথা : লৌকিক এবং লোকোত্তর। উহাতে লৌকিক বলিলে বুঝায়—অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কারসমূহ ইত্যাদি জরা-মরণ পর্যন্ত। লোকোত্তর বলিলে বুঝায়—শীলব্রত অননুতাপ আবির্ভূত হয় যেই পর্যন্ত এই সংসারে অন্য করণীয় কর্তব্য নাই বলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'আশ্রিতের উদ্বেগ বা আলোড়ন নাই... পূর্ববৎ এইরূপে দুঃখের অন্তসাধিত হয়'।

৪৪. সংসারে দুঃখও অনেক প্রকার। যাহারা শোক অথবা বিলাপ করিয়া থাকে তাহারা সংসারের প্রিয়ের জন্যই শোক বা বিলাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে, প্রিয় না থাকিলে সংসারে শোক বা বিলাপ থাকে না।

সেইজন্য সংসারে কোথাও যাহার প্রিয় নাই সেই ব্যক্তি শোকহীন সুখী। সেইজন্য শোকহীন পবিত্র প্রার্থনাকারী হইয়া সংসারে কোথাও প্রিয়ভাব করিও না।

সংসারে দুঃখও অনেক প্রকার, যেই ব্যক্তি শোক অথবা বিলাপ করিয়া থাকে সেই ব্যক্তি সংসারে প্রিয়ের জন্যই শোক বা বিলাপ করিয়া থাকে, ইহা দুঃখবেদনা বা দুঃখানুভব। প্রিয় না থাকিলে সংসারে শোক বা বিলাপ থাকে না, ইহা সুখবেদনা। বেদনা বেদনাস্কন্ধ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ।

বেদনা প্রত্যয়ে (বেদনা হেতুতে) কিন্তু তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জন্ম, জন্ম প্রত্যয়ে জরা-মরণ, এইরূপে সমস্তই ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতিসমূহ দ্বারা অবতরণ। উহাতে সুখবেদনা দুই প্রকার ইন্দ্রিয়বিশেষ; যথা : সুখ-ইন্দ্রিয় এবং সৌমনস্য বা মানসিক সুখ-ইন্দ্রিয়; দুঃখবেদনা দুই প্রকার ইন্দ্রিয়বিশেষ; যথা : দুঃখ-ইন্দ্রিয় এবং দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তি-ইন্দ্রিয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ইন্দ্রিয়সমূহ সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ আস্রব সংযুক্ত অবচেতন অবস্থা সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তন অন্তর্ভুক্ত। যেই আয়তন আস্রব সংযুক্ত অবচেতন অবস্থা, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ।

সেইজন্য সংসারে কোথাও যাহার প্রিয় নাই সেই ব্যক্তি শোকহীন সুখী। সেইজন্য শোকহীন পবিত্র প্রার্থনাকারী হইয়া সংসারে কোথাও প্রিয়ভাব করিও না।

ইহা তৃষ্ণা পরিহার বা পরিত্যাগ। তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ বা অবসান, উপাদানের নিরোধে ভবনিরোধ, সমস্তই এইরূপ, ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই তৃষ্ণা পরিহার শমথ। সেই শমথ দুই প্রকার ইন্দ্রিয়; যথা : স্মৃতি-ইন্দ্রিয় এবং সমাধি-ইন্দ্রিয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই শমথ সমাধিস্কন্ধ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই শমথ সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ অনাসব, অবচেতন অবস্থাও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত, ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তন অন্তর্ভুক্ত। এই আয়তন অনাসব, অবচেতন অবস্থাও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'যাহারা শোক' ইত্যাদি।

কামনা কামনাকারীর বা আকাঙ্ক্ষীর জন্য, তাহার অভিপ্রায় সফল হয়, যদি ইচ্ছা করে (কাম্যবস্তুর জন্য সে) মৃত্যুবরণেও নিশ্চয়ই প্রীতিমন বা প্রফুল্ল হইয়া থাকে।

সেই ইচ্ছা উৎপন্ন বস্তু প্রাপ্তির জন্য কামনাকারী বা আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেই কাম্যবস্তুসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে শল্যবিদ্ধের ন্যায় বিরক্ত হইয়া থাকে।

যেই ব্যক্তি শ্বাপদ সর্পসদৃশ কাম বা কামনাসমূহকে পরিবর্তন করে সেই ব্যক্তি সংসারে এই আসক্তিকে স্মৃতিসহকারে অতিক্রম করিয়া থাকে।

উহাতে যাহা প্রীতিমনতা বা প্রফুল্লতা ইহা অনুনয় বা অনুকূলতা। যাহা

বলা হইয়াছে : 'শল্যবিদ্ধের ন্যায় বিরক্ত হইয়া থাকে' ইহা প্রতিঘ (ক্রোধ বা বিবাদ)। অনুনয় এবং প্রতিঘ কিন্তু তৃষ্ণাপক্ষীয়। তৃষ্ণায় কিন্তু দশ প্রকার দৃশ্যমান আয়তন পদস্থান, ইহা আয়তন পদস্থানসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই দশ প্রকার দৃশ্যমান আয়তন রূপকায় (রূপস্কন্ধ বা বস্তু আকার) নাম সম্প্রযুক্ত বা নাম দ্বারা নিশ্রিত। তদুভয় নামরূপ। নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, সমস্তই এইরূপ, ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই নামরূপ পঞ্চস্কন্ধবিশেষ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই নামরূপ অষ্টাদশ ধাতুবিশেষ, ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। উহাতে যাহা রূপকায়, ইহা পাঁচ প্রকার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়, যাহা নামকায়, ইহা পাঁচ প্রকার অদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়; এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ।

উহাতে বলা হইয়াছে :

'যেই ব্যক্তি শ্বাপদ সর্পসদৃশ কাম বা কামনাসমূহকে পরিবর্জন করে সেই ব্যক্তি সংসারে এই আসক্তিকে স্মৃতিসহকারে অতিক্রম করিয়া থাকে।'

ইহা সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু (নির্বাণ বা অর্হত্ত্বফলপ্রাপ্তি অবস্থা) ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু বিদ্যা। বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যার নিরোধ, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সমস্তই এইরূপ, ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ (প্রত্যয় উৎপত্তি বা কার্যকারণ) নীতিসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদ্যা প্রজ্ঞাস্কন্ধ, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদ্যা দুই প্রকার ইন্দ্রিয়বিশেষ; যথা : বীর্য ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই বিদ্যা সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। যেই সংস্কারসমূহ অনাসব, অসচেতন অবস্থাও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত, ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তন অন্তর্ভুক্ত। যেই আয়তন অনাসব, অবচেতন অবস্থাও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'কামনাসমূহ কামনাকারী' ইত্যাদি। এইরূপে প্রতীত্যসমুৎপাদ ইন্দ্রিয় স্কন্ধধাতু আয়তনসমূহের অবতরণ একসঙ্গে হইয়া থাকে। এইভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ ইন্দ্রিয় স্কন্ধধাতু আয়তনসমূহকে অবনত করা বা নামাইয়া আনা কর্তব্য। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ' ইত্যাদি।

নিযুক্ত অবতরণ হারবিভঙ্গ সমাপ্ত।

৪. (ক) ১৩. শোধন হারবিভঙ্গ

৪৫. উহাতে শোধন হার কিরূপ? 'প্রশ্নে আমাকে উত্তর দিতে হয়' এই গাথা যেমন আয়ুষ্মান অজিতপরায়ণ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

(প্রশ্ন) 'সত্ত্বলোক বা প্রাণিজগৎ হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে? তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না? বলুন, অভিলেপন বা আবরণ কিসের? আর আপনার মহাভয়ও বা কিসে?'

'(ভগবানের উত্তর—ওহে অজিত,) সত্ত্বলোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, মাৎসর্যরূপ সন্দেহের প্রমাদহেতু প্রকাশ পায় না। আমি বলিতেছি, লোভই আবরণ এবং ইহার দুঃখকে মহাভয়।' [বিচার হারবিভঙ্গের গাথায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]।

'সত্ত্বলোক হইতে ইহা কেন গোপন রাখা হইয়াছে?' প্রশ্নে 'সত্ত্বলোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন' ইহা দ্বারা ভগবান পদ শোধন করিয়াছেন, আরম্ভ নহে। 'তাহা কেন প্রকাশ করিতেছেন না?' প্রশ্নে 'মাৎসর্যরূপ সন্দেহের প্রমাদহেতু প্রকাশ পায় না' ইহার দ্বারা ভগবান পদ শোধন করিয়াছেন, আরম্ভ নহে। 'বলুন, অভিলেপন বা আবরণ কিসের?' প্রশ্নে 'আমি বলিতেছি লোভই আবরণ' ইহার দ্বারা ভগবান পদ শোধন করিয়াছেন, আরম্ভ নহে। 'আপনার মহাভয়ও বা কিসে?' প্রশ্নে 'ইহার দুঃখকে মহাভয়' ইহার দ্বারা ভগবান পদ শোধন করিয়াছেন, ইহাই শুদ্ধ করিয়া আরম্ভ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সত্ত্বলোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন'।

(আয়ুষ্মান অজিত জানিতে চাহেন) সর্বদিক দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় সেই স্রোতসমূহকে কিরূপে নিবারণ করা যায়? আপনি সেই স্রোতসমূহের সংযম সম্বন্ধে বলুন কী প্রকারে সেই স্রোতসমূহ বন্ধ হইয়া থাকে অথবা সেই স্রোতসমূহকে বাধা দেওয়া যায়?

(ভগবানের উত্তর—হে অজিত,) সত্ত্বলোক যেই স্রোতসমূহে প্রবাহিত হইতেছে সেই স্রোতসমূহের নিবারণ বা বাধা স্মৃতি। আমি বলিতেছি, সেই স্মৃতিই স্রোতসমূহের সংবরণ বা সংযমতা, প্রজ্ঞার দ্বারা ইহাদিগকে বন্ধ করা যায়। [বিচয় হারবিভঙ্গ গাথায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

'সর্বদিক দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় সেই স্রোতসমূহকে কিরূপে নিবারণ করা যায়?' প্রশ্নে 'সত্ত্বলোকে যেই স্রোতসমূহ প্রবাহিত হইতেছে সেই স্রোতসমূহের নিবারণ বা বাধা স্মৃতি' ইহার দ্বারা ভগবান পদ শোধন করিয়াছেন, আরম্ভ নহে। 'আপনি সেই স্রোতসমূহের সংযম সম্বন্ধে বলুন কি

প্রকারে সেই স্রোতসমূহ বন্ধ হইয়া থাকে?' প্রশ্নে 'আমি বলিতেছি, সেই স্মৃতিই স্রোতসমূহের সংবরণ' ইহাই শুদ্ধ করিয়া আরম্ভ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সত্ত্বলোকে যেই স্রোতসমূহ' ইত্যাদি।

(আয়ুষ্মান অজিত জানিতে চাহেন) 'প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি এবং নামরূপ, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য, বলুন, কোথায় ইহা থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয়?'

(ভগবান উত্তরে বলিলেন) 'ওহে অজিত, যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ যেইখানে নাম এবং রূপ নিঃশেষরূপে থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয় আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি, বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা, ইহাতেই ইহা থামিয়া যায় বা পরিত্যাগ হয়।' [বিচয় হারবিভঙ্গের গাথায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধ আরম্ভ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ' ইত্যাদি। যেইখানে এইরূপ শুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু যেইখানে অশুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সেই প্রশ্ন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর দেওয়া হয়নি। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে'।

নিযুক্ত শোধন হারবিভঙ্গ সমাপ্ত।

৪. (ক) ১৪. অধিষ্ঠান হারবিভঙ্গ

৪৬. উহাতে অধিষ্ঠান হার কিরূপ? 'যেই ধর্মসমূহ একত্বতার জন্য আর যেই ধর্মসমূহ স্বতন্ত্রতার জন্য' ইত্যাদি উহাতে যেই যেই ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই ভাবে ধারণ বা গ্রহণ করা উচিত। দুঃখ ইহা একত্বতা। উহাতে দুঃখ কিরূপ?

জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, মরণদুঃখ অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ বা মিলন-দুঃখ, প্রিয় হইতে বিচ্ছেদ-দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহা পায় না বলিয়া দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ, রূপসমূহ দুঃখ, বেদনা বা অনুভূতিসমূহ দুঃখ, সংজ্ঞাসমূহ দুঃখ, সংস্কারসমূহ দুঃখ, বিজ্ঞান দুঃখ ইহা স্বতন্ত্রতা। দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ একত্বতা। উহাতে দুঃখের হেতু বা কারণ কিরূপ? যেই তৃষ্ণাসমূহ পুনর্জন্ম প্রদানকারিণী উৎসাহী আনন্দ-সহকারে যেই যেই স্থানে গমনের বা জন্মগ্রহণের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় সেই সেই স্থানে গমনে আনন্দ প্রকাশকারিণী সেই তৃষ্ণাসমূহ; যথা : কামতৃষ্ণা (ইন্দ্রিয় সুখের লালসা), ভবতৃষ্ণা (পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা) এবং

বিভব তৃষ্ণা (উচ্ছেদ বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ইহা স্বতন্ত্রতা। দুঃখনিরোধ একত্বতা। উহাতে দুঃখনিরোধ কিরূপ? যেই ব্যক্তি সেই তৃষ্ণায় সম্পূর্ণরূপে বিরাগভাজন হইয়াছেন, সেই তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ বা নিবৃত্ত করিয়াছেন, ত্যাগ বা পরিহার করিয়াছেন, প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই তৃষ্ণায় সম্পূর্ণরূপে আসক্তি রহিত হইয়াছেন ইহা স্বতন্ত্রতা। দুঃখকে নিরোধ বা নিবৃত্তি করিবার উপায় ইহা একত্বতা। উহাতে দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায় কিরূপ? ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি, ইহা স্বতন্ত্রতা।

মার্গ (উপায় অর্থাৎ গবেষণাকরণ অর্থে মার্গ বা উপায়) ইহা একত্বতা। উহাতে মার্গ কিরূপ? নরকগামী মার্গ বা উপায়, তিরচ্ছানযোনিগামী (অর্থাৎ পশু-পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার) মার্গ বা উপায়, পেত্তিবিসয়গামী (অর্থাৎ প্রেতকুলে উৎপন্ন হইবার বা জন্মগ্রহণ করিবার) মার্গ, অসুরযোনিগামী (অর্থাৎ অসুরকুলে উৎপন্ন হইবার বা জন্মগ্রহণ করিবার) মার্গ, স্বর্গগামী (অর্থাৎ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবার) মার্গ, মনুষ্যগামী (মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিবার) মার্গ, নির্বাণগামী (অর্থাৎ তৃষ্ণার নির্বাণে বা নিবৃত্তিতে গমনকারী) মার্গ, ইহা স্বতন্ত্রতা। নিরোধ বা নিবৃত্তি ইহা একত্বতা। উহাতে নিরোধ কিরূপ? প্রতিসংখ্যা নিরোধ (অর্থাৎ চিন্তা বা প্রভেদ করিবার প্রতিপক্ষ ভাবনায় নিরোধ), অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ (অর্থাৎ কারণভূত ধর্মসমূহের রসসহ নিরোধ ক্ষণিক নিরোধ), অনুনয় বা অনুখূলতা নিরোধ, প্রতিঘ বা ক্রোধ নিরোধ, মান বা অভিমান নিরোধ, ম্রক্ষ (অর্থাৎ অপরের গুরুত্ব বা উপকারীতে কমান অথবা অবচয়) নিরোধ, অপকারের ইচ্ছা বা দ্বেষ নিরোধ, ঈর্ষানিরোধ, মাৎসর্য নিরোধ, সর্বক্লেশ নিরোধ, ইহা স্বতন্ত্রতা।

রূপ ইহা একত্বতা। উহাতে রূপ কিরূপ? চারি মহা ভৌতিকরূপ এবং চারি মহাভূতকে গ্রহণ করিয়াই রূপের প্রজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন। উহাতে চারি মহাভূত কী কী? পৃথিবীধাতু বা মাটি, আপধাতু বা জল, তেজধাতু (তাপ বা অগ্নি) এবং বায়ুধাতু বা বাতাস। ধাতুসমূহকে দুই প্রকারে গ্রহণ করা হইয়া থাকে; যথা : সংক্ষেপ করিয়া এবং বিস্তৃত করে। কি প্রকারে বিস্তৃতভাবে ধাতুসমূহে গ্রহণ করা হয়? বিশ প্রকারে পৃথিবীধাতুকে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, বার প্রকারে আপধাতুকে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, চারি প্রকারে তেজধাতুকে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং ছয়

প্রকারে বায়ুধাতুকে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

৪৭. পৃথিবীধাতুকে কিরূপে বিশ প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে? এই শরীরে আছে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, পেশীতন্ত্র বা পেশী ও অস্থি বন্ধনী, অস্থি, অস্থিমজ্জা বা হাড়ের সারাংশ, মূত্রাশয়, হৃদয় বা হৃদপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস আবরণকারী ঝিল্লী, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র বা নাড়ি-ভূড়ি, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদরিয় বা পাকস্থলীর অজীর্ণখাদ্য, মল বা বিষ্ঠা, মস্তকে মস্তিষ্ক। পৃথিবী ধাতুকে এইরূপে বিশ প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিরূপে আপধাতুকে বা জলকে বার প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে? এই শরীরে আছে পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁষ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিকনী বা নাসিকার ক্লেদ, লালা, মূত্র। আপধাতুকে এইরূপে বার প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিরূপে তেজধাতুকে বা অগ্নিকে চারি প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে? যেই প্রকারে এই শরীর সন্তপ্ত হয় (অর্থাৎ এক দিন মাত্র জীবিত থাকিলে এই শরীর জ্বরাদি ভাব দ্বারা উত্তপ্ত হয়) যেই প্রকারে এই শরীর জীর্ণ বা ক্ষয় হয় (আর ইন্দ্রিয় বৈকল্যতা প্রাপ্ত বলক্ষয় কুঞ্চিত চর্ম ও পক্বকেশাদি যুক্ত হয়) যেই প্রকারে দগ্ধ হয় বা ঝলসাইয়া যায় (অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হওয়ার দরুণ এই শরীর দগ্ধ বা উত্তপ্ত হয়) যেই প্রকারে অসিত (অন্নভক্ষিত) পীত (পানীয় দ্রব্যাদি পানকৃত) খায়িত (পিষ্ঠক মিঠাই ইত্যাদি শর্করাযুক্ত খাদ্য খাদিত বা ভক্ষিত) স্বাদিত (অর্থাৎ পাকা আম-মধু-গুড় ইত্যাদির স্বাদ গ্রহণে) সম্যক পরিণামে বা পরিপাকে গিয়াছে (অর্থাৎ উত্তমরূপে পরিপাক বা হজম হইয়া রসাদি ভাব দ্বারা নিবিষ্ট চিত্ততা গ্রহণ করা হইয়াছে)। এইরূপে তেজধাতুকে চারি প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিরূপে বায়ুধাতুকে বা বাতাসকে ছয় প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে? ঊর্ধ্বগামী বায়ু (অর্থাৎ বমন-উদ্‌গার-হিক্কা ইত্যাদি প্রবর্তক শরীরের ঊর্ধ্বদিকে গমনকারী বাতাস), অধঃগামী বায়ু (অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি বাহির করিবার শরীরের নিচের দিকে গমনকারী বাতাস), কুক্ষি আশ্রিয় বায়ু (অর্থাৎ অন্ত্রের বহিঃস্ত্র বাতাস), কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু (অর্থাৎ অন্ত্রের ভিতরস্থ বাতাস), শরীরের প্রতি অঙ্গ বা সর্বশরীর অনুসারী বায়ু (অর্থাৎ শরীরের ধমনিজাল অনুসারে সমস্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে এদিক-ওদিক-করণ, সম্মার্জন, প্রসারণ ইত্যাদিতে উৎপন্ন বাতাস) আর আশ্বাস (অন্তর্প্রবিষ্ট নাভির বায়ু) প্রশ্বাস (বহিঃনিষ্ক্রান্ত নাভির বায়ু)। বায়ুধাতুকে এইরূপে ছয় প্রকারে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

শরীরকে অথবা শরীর প্রদেশকে এইরূপে বিস্তৃতভাবে এই বিয়াল্লিশ প্রকার ধাতুলক্ষণ স্বভাবে পৃথক করিলে তুলনা করিলে সম্যক চিন্তা করিলে সম্যক অনুসন্ধান করিলে প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না। যেমন মল বা বিষ্ঠাকুণ্ডকে গভীর চিন্তা করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না, যেমন আবর্জনা স্থানকে গভীর চিন্তা করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না, যেমন শৌচস্থানকে বা পায়খানাকে গভীর চিন্তা করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না, যেমন আমক শ্মশানকে (যেই শ্মশানে শবদেহ না পোড়াইয়া অথবা কবরস্থ না করিয়া রাখিয়া আসা হয় উহার নাম আমক শ্মশান) গভীর চিন্তা করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না, শরীরকে অথবা শরীরপ্রদেশকে এইরূপে বিস্তৃতভাবে এই বিয়াল্লিশ প্রকার ধাতুলক্ষণ স্বভাবে পৃথক করিলে তুলনা করিলে সম্যক চিন্তা করিলে সম্যক অনুসন্ধান করিলে পর্যবেক্ষণ করিলে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখা যায় না।

সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, যাহা কিছু আধ্যাত্মিক বা শরীরের ভিতরস্থ পৃথিবীধাতু (মাটির অংশ) আর যাহা কিছু বাহিরের বা শরীরের বহিঃস্থ পৃথিবীধাতু আছে ইহা আমি নহি, ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি বা আমার অস্তিত্ব নাই, ইহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়া পৃথিবীধাতুতে অপ্রবৃত্তি জন্মাইবে পৃথিবীধাতু হইতে চিত্তকে পরিত্যাগ করাইবে। যাহা কিছু আধ্যাত্মিক আপধাতু (জলের অংশ) আর যাহা কিছু বাহিরের আপধাতু আছে... পূর্ববৎ। যাহা কিছু আধ্যাত্মিক তেজধাতু (তাপের বা অগ্নির অংশ) আর যাহা কিছু বাহিরের তেজধাতু আছে... পূর্ববৎ। যাহা কিছু আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু (বাতাসের অংশ) আর যাহা কিছু বাহিরের বায়ুধাতু আছে ইহা আমি নহি, ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি বা আমার আমিত্ব নাই, ইহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়া বায়ুধাতুতে অপ্রবৃত্তি জন্মাইবে বায়ুধাতু হইতে চিত্তকে পরিত্যাগ করাইবে, ইহা স্বতন্ত্রতা।

৪৮. অবিদ্যা ইহা একত্বতা। উহাতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা কিরূপ? দুঃখে অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা, দুঃখের কারণে বা দুঃখোৎপত্তির কারণে (কারণ অদর্শনে) অজ্ঞানতা বা জ্ঞানাভাব, দুঃখের নিরোধে জ্ঞানাভাব, দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায়ে জ্ঞানাভাব, পূর্বান্তে (অর্থাৎ অতীতার্ধ জাত বা জন্মগত স্কন্ধ আয়তন ধাতু সম্বন্ধে) জ্ঞানাভাব, অপরান্তে (অর্থাৎ ভবিষ্যৎার্ধ

জাত বা জন্মগত স্কন্ধ আয়তন ধাতু সম্বন্ধে) জ্ঞানাভাব, পূর্বান্ত ও অপরান্ত এতদুভয় সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব, কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা হেতু জাত ধর্মসমূহে (অর্থানর্থে কারণাকারণে চারি সত্যধর্ম জ্ঞাত নহে হেতু) জ্ঞানাভাব। যাহা এইরূপে অজ্ঞতা বা জ্ঞানাভাব, যাহা অদর্শন, যাহা অনুপলব্ধি, যাহা অননুবোধ (অর্থাৎ যাহা ঠিকভাবে অনুভব করা যায় না), যাহা অননুবদ্ধ (অর্থাৎ যাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না), যাহা অপ্রাপ্তি (অর্থাৎ যাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না), যাহা লক্ষণযুক্ত বিষয় নহে (অর্থাৎ যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে), যাহা উপলক্ষণ বা প্রভেদযুক্ত বিষয় নহে (অর্থাৎ যাহা পৃথক পৃথকভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয় নহে), যাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভেদ করিবার নহে (অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষভাবে পৃথক পৃথকভাবে বিচার করিয়া দেখিবার নহে), যাহা অসমপেক্ষণ (অর্থাৎ সমরূপে সম্যকভাবে প্রতীক্ষা করিবার নহে), যাহা অপ্রত্যক্ষকর্ম কুতকর্ম, যাহা দুর্মেধভাব, যাহা মূর্খভাব, যাহা অসম্প্রজন্য (অর্থাৎ যাহাতে অর্থানর্থ কারণাকারণ চারি সত্যধর্ম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে জানা যায় না), যাহা মোহ, যাহা প্রমোদ, যাহা সম্মোহ, যাহা অবিদ্যা (মোহ বা মুগ্ধতা), যাহা অবিদ্যা ওঘ বা অজ্ঞতার প্রবাহ (অর্থাৎ বশ্যতায় বাধ্য হওয়া বা অবতরণ করা), যাহা অবিদ্যাযোগ বা অজ্ঞতায় সংযোগ (অর্থাৎ বশ্যতায় যোজনা বা সংযুক্ত করা), যাহা অবিদ্যানুশয় বা মুগ্ধতায় সুপ্ত বা অন্তর্নিহিত প্রবণতা (অর্থাৎ প্রহীণ অবস্থায় পুনঃপুন উৎপন্ন বা জন্ম হয়), যাহা অবিদ্যা পরিযুত্থান বা অজ্ঞতার পূর্বসংস্কার (অর্থাৎ পথে আবির্ভূত চোর সদৃশ পথিকের কুশলচিত্তকে বিলোপ করে অর্থে অবিদ্যা পর্যুত্থান বা পরিযুত্থান), যাহা অবিদ্যালঙ্গী (অর্থাৎ যেমন নগরদ্বারে বিবেচিত বা প্রদত্ত বাধা উল্লম্ফন করিয়া পতিত হওয়ার মনুষ্যগণের নগর প্রবেশ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে শরীরের বর্তমানতারূপ নগরে এই অবিদ্যারূপ বাধা পড়িলে তাহার নির্বাণ সম্প্রাপ্ত হইবার জ্ঞানগমন বা জ্ঞানলাভের পথ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় অর্থে অবিদ্যালঙ্গী) আর অকুশলমূল মোহ, ইহা স্বতন্ত্রতা।

বিদ্যা ইহা একত্বতা। উহাতে বিদ্যা কিরূপ? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখোৎপত্তির কারণে জ্ঞান, দুঃখের নিরোধে জ্ঞান, দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায়ে জ্ঞান, পূর্বান্তে জ্ঞান, অপরান্তে জ্ঞান, পূর্বান্তে ও অপরান্ত এতদুভয় সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা হেতুজাত ধর্মসমূহে জ্ঞান। যাহা এইরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, যাহা প্রজানন (অর্থাৎ যাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানন), যাহা বিচয় (অর্থাৎ যাহা অনিত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা), যাহা প্রবিচয় (অর্থাৎ যাহা

বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক করিয়া চিন্তা করা হয়) যাহা ধর্মবিচয় (অর্থাৎ যাহা চারি সত্যধর্মে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা) যাহা লক্ষণযুক্ত বা অনিত্যাদি বশে লক্ষণযুক্ত বিষয়, যাহা উপলক্ষণযুক্ত বা প্রভেদযুক্ত বিষয়, যাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভেদ করিবার বিষয়, যাহা পাণ্ডিত্য, যাহা পারদর্শিতা, যাহা নৈপুণ্য, যাহা অনিত্যাদি ভাবনা বলে ভাবিতা বা ভাবনা করা হইয়াছে, যাহা চিন্তা (অর্থাৎ যাহা অনিত্যাদি চিন্তায় মগ্নতা), যাহা উপপরীক্ষা (অর্থাৎ যাহা অনিত্যাদি পরীক্ষা বা পরিদর্শন), ভূরী (অর্থাৎ প্রাজ্ঞতা অথবা ভূরী অর্থ পৃথিবী, সরল ও বিস্তৃত অর্থে পৃথিবী সদৃশ বলিয়া ভূরী, তাদৃশ জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান), যাহা মেধা বা স্মরণশক্তি (অর্থাৎ ক্ষিপ্র গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে বলিয়া মেধা), যাহা পরিনায়িকা (অর্থাৎ যাহার যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সত্ত্বের হিত প্রতিপত্তি সম্প্রযুক্ত অথবা যথা লক্ষণ অনুসারে উপলব্ধিতে বা প্রাপ্তিতে পরিবর্তিত করে বলিয়া পরিনায়িকা), যাহা বিদর্শন (অর্থাৎ অনিত্যাদি বশে বিশেষরূপে দর্শন করে বলিয়া বিদর্শন), যাহা সম্প্রজন্য (অর্থাৎ সম্যকভাবে বিভিন্ন প্রকারে অনিত্যাদি জানে বলিয়া সম্প্রজন্য), যাহা প্রতোদ-প্রজ্ঞা (চাবুক বা অঙ্কুশ সদৃশ প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিপথগামী সৈন্ধব ঘোড়াকে ঠিকপথে আনিবার জন্য ব্যবহৃত প্রতোদ চাবুক সদৃশ ভ্রান্ত পথে বিধারিত কুটচিত্তকে যথার্থ পথে আরওপণে বিদ্ধ বা আঘাতকারী প্রতোদ সদৃশ প্রতোদ প্রজ্ঞা), যাহা প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ প্রজ্ঞা সম্বলিত ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়) যাহা প্রজ্ঞাবল (অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা অকম্পিত বলিয়া প্রজ্ঞাবল), যাহা প্রজ্ঞাস্ত্র (অর্থাৎ ক্লেশছেদনে প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র বা অসি), যাহা প্রজ্ঞা প্রসাদ বা প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদ (অর্থাৎ অতি উচ্চ প্রাসাদ স্বরূপ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ), যাহা প্রজ্জ্বোল বা প্রজ্ঞারূপ আলোকের উৎস, যাহা প্রজ্ঞাপ্রদ্যোৎ বা প্রজ্ঞারূপ প্রদীপ, যাহা প্রজ্ঞারত্ন বা প্রজ্ঞারূপ রত্ন (অর্থাৎ রতিকরণ অর্থে, রতিদায়ক অর্থে, রতিজনক অর্থে, মনোযোগ অর্থে, প্রাদুর্ভাব অর্থে, অতুল্য অর্থে এবং শ্রেষ্ঠ সত্ত্বপরিভোগ অর্থে প্রজ্ঞাসদৃশ রত্ন প্রজ্ঞারত্ন) যাহা অমোহ (বা অমুগ্ধ বা অমূঢ়) ধর্মবিচয় বা ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, যাহা সম্যক দৃষ্টি বা সত্যদৃষ্টি, যাহা ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, যাহা মার্গাঙ্গ (মার্গ প্রাপ্তি কারণ) যাহা মার্গের অন্তর্ভুক্ত, ইহা স্বতন্ত্রতা।

সমাপত্তি (ধ্যান বা ধ্যানে আনন্দ অনুভব করার অবস্থা) ইহা একত্বতা। উহাতে সমাপত্তি কিরূপ? সংজ্ঞা সমাপত্তি, অসংজ্ঞা সমাপত্তি (অর্থাৎ সংজ্ঞাবিরাগ ভাবনাবশে প্রবর্তিত অসংজ্ঞাভব উৎপত্তি হইতে বাহির হইয়া আসার ধ্যান), নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা সমাপত্তি বা ধ্যান বিভূত (স্পষ্ট বা

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) সংজ্ঞাসমাপত্তি (অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং আয়তন সমাপত্তি, উহাই প্রথম অরূপ বিজ্ঞানের প্রথম অরূপসংজ্ঞায় ও ভাবনা হইতে বিভূত সংজ্ঞা বলা হয়), নিরোধসংজ্ঞা সমাপত্তি ইহা স্বতন্ত্রতা। ধ্যানী ইহা একত্বতা। উহাতে ধ্যানী কিরূপ? শৈক্ষ্যধানী আছেন, অশৈক্ষ্যধানী আছেন, শৈক্ষ্যও হয়নি অশৈক্ষ্যও হয়নি এমন ধ্যানী (অর্থাৎ ধ্যানলাভী পৃথগ্‌জন) আছেন, আজানীয় বা শ্রেষ্ঠধ্যানী (অর্থাৎ অর্হৎ অথবা সমস্ত আর্যপুদ্‌গল ধ্যানী) আছেন, অশ্বখলুঙ্ক ধ্যানী অথবা নিকৃষ্টতর ঘোড়া যাহাকে শিক্ষা দেওয়া বা দমন করা কঠিন তাদৃশ ধ্যানী (অর্থাৎ নিকৃষ্টতর ঘোড়া যেমন যথেচ্ছা ইতস্তত ধাবিত হয় বলিয়া সহজে দমন করা কঠিন হয় সেইরূপ যেই ব্যক্তি পৃথগ্‌জন অভিজ্ঞালাভী সেই ব্যক্তি অভিজ্ঞা আস্বাদন করিয়া ‘ইহাই আমার দ্বারা যথেষ্ট করা হইয়াছে’ মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে দমনের চেষ্টায় অসমর্থ হইয়া অভিজ্ঞাচিত্তবশে এদিক ওদিক ধাবিত হয় প্রবর্তিত হয়, ইহাই অশ্বখলুঙ্ক ধ্যানী) আছেন, দৃষ্টি উত্তরধ্যানী (অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টির গতি অনুরূপ ধ্যান) আছেন, প্রজ্ঞা উত্তরধ্যানী (অর্থাৎ লক্ষণ বিচার করিয়া ধ্যানী, সকলেই এইরূপে প্রজ্ঞাধিক ধ্যানী) আছেন, ইহা স্বতন্ত্রতা।

সমাধি বা ধ্যান একত্বতা। উহাতে সমাধি কিরূপ? স্মরণ সমাধি (অর্থাৎ অকুশল চিত্ত একাগ্রতা অথবা সমস্তই সাস্রব বা আস্রবসহ সমাধি), অরন সমাধি (অর্থাৎ কুশল অথচ অমনোনীত অব্যাখ্যাকৃত বা অপ্রয়োজন বলিয়া অপ্রকাশিত সমাধি, অথবা ইহা লোকোত্তর), সবৈর বা সশত্রু সমাধি (অর্থাৎ ক্রোধচিত্তসমূহে একাগ্রতা, অবৈর বা শত্রুহীন সমাধি (মৈত্রীতে মনের স্বাধীনতা), উপদ্রব-সহকারে সমাধি, উপদ্রবরহিত বা নিরুপদ্রব সমাধি, প্রীতিযুক্ত সমাধি, ইহাই ব্রতামিষ বা ব্রত পালনের প্রলোভন এবং লোকামিষ বা ইপ্সিত ভবে উৎপত্তির প্রলোভন অনতিক্রান্ত হেতু বিধায় সামিষ বা জাগতিক), নিরামিষ সমাধি (অর্থাৎ লোকোত্তর সমাধি), সংস্কার সমাধি (অর্থাৎ দুঃখজনক প্রতিপদ বা প্রগতিধরন দ্বন্দ্বাভিজ্ঞ অর্থাৎ ইহা হয় কি না হয় এইরূপ চিন্তাযুক্ত এবং সুখজনক প্রতিপদ বা উন্নতির উপায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞ, উহাই সংস্কারের সহিত প্রয়োগ-সহকারে চিত্ত দ্বারা বিপরীত বা বিরুদ্ধ ধর্মে কৃত্য দ্বারা কষ্টের সহিত নিগ্রহ করিয়া অধিগন্তব্য বা জ্ঞাতব্য, তদ্বিপরীত অসংস্কার সমাধি), অসংস্কার সমাধি একাংশ ভাবিত সমাধি (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিদর্শকের সমাধি বা চিত্ত একাগ্রতা), উভয় অংশ ভাবিত সমাধি (অর্থাৎ শমথযানীর বা শমথ ভাবনাকারীর সমাধি), উভয়দিক হইতে ভাবিত বা উন্নত ভাবনার সমাধি (অর্থাৎ শরীর মাধ্যমে চরম সত্যের সাধনাকারীর এবং

উভয়ভাবে বিমুক্ত ব্যক্তির সমাধি, তিনি বা সেই যোগীই উভয়ভাগ দ্বারা উভয় দিক হইতে ভাবিত ভাবনাকারী), সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র সমাধি, অবিতর্ক অবিচার সমাধি হানভাগিয় বা পরিত্যাগের সহায়ক সমাধি, স্থিতিভাগিয় বা দীর্ঘকাল স্থায়ী সমাধি, বিশেষভাগিয় বা শ্রেষ্ঠতা অর্জনকারী সমাধি, নির্বেধভাগিয় (রহস্যভেদকরণ বা গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশকরণ) সমাধি, লৌকিক সমাধি, লোকোত্তর সমাধি, মিথ্যা সমাধি, সম্যক সমাধি ইহা স্বতন্ত্রতা।

প্রতিপদা (উপায় বা উন্নতির উপায় বা প্রগতির ধরন অর্থ) ইহা একত্বতা। উহাতে প্রতিপদা বা উপায় কিরূপ? আগার প্রতিপদা (অর্থাৎ কামসমূহের উৎপত্তি, কামসুখে থাকার অভ্যাস অর্থ), নিজ্ঝাম বা ধ্যান প্রতিপদা (অর্থাৎ কামকে ক্ষয়করণবশে বিদূরণবশে প্রবর্তিত প্রতিপদা, আত্মনিগ্রহ সাধনা অর্থ), মধ্যম প্রতিপদা বা উপায়, অক্ষমা প্রতিপদা (অর্থাৎ ধ্যানাদিতে উদ্যম করিবার সময় শীত ইত্যাদি অসহ্য হইবার প্রতিপদা, ওইসবে আহত বা নিরুৎসাহ হওয়া, অক্ষম)। ক্ষমা প্রতিপদা, সম প্রতিপদা (অর্থাৎ উৎপন্ন কামবিতর্কে স্থায়ী না করা ইত্যাদি ক্রমানুসারে মিথ্যাবিতর্কে অনুরূপ হওয়া সমা বা সম), দমন প্রতিপদা (অর্থাৎ মন এবং ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় দমিত হয় বলিয়া দমন প্রতিপদা), দুঃখজনক প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা, অর্থাৎ ইহা হয় কি না হয় এরূপ চিন্তাযুক্ত জ্ঞান, দুঃখজনক প্রতিপদা ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা, অর্থাৎ তড়িৎ জ্ঞান আহরণ সুখজনক প্রতিপদা দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা, সুখজনক প্রতিপদা ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা ইহা স্বতন্ত্রতা।

কায় ইহা একত্বতা। উহাতে কায় বা শরীর কয় প্রকার? কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, পেশী ও অস্থি বন্ধনী, অস্থি, অস্থিমজ্জা বা হাড়ের সারাংশ, মূত্রাশয়, হৃদয় বা হৃদপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস, আবরণকারী ঝিল্লী, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র বা নাড়ি-ভূঁড়ি, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদরিয় বা পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্য, মল বা বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁষ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখনী বা নাসিকার ক্লেদ, লালা, মূত্র, মস্তিষ্ক, ইহা রূপকায় বলিলে বুঝায় বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা বা সংস্কার, চিত্ত (বিজ্ঞান বা মন), স্পর্শ, মনস্কার বা বিচার ইহা নামকায়। ইহা স্বতন্ত্রতা।

এইরূপে যেই ধর্ম যেই ধর্মের সমানভাব (অর্থাৎ এই প্রকারে বর্ণানানুসারে যেকোনো জন্মাদি ধর্ম এবং উহা হইতে অন্য জন্মাদি ধর্মের দুঃখাদিভাবে সমানভাব) সেই ধর্ম সেই ধর্মের একত্বতায় একই প্রকার হইয়া থাকে (ইহা একত্বতায় লক্ষণ বলা হইল)। যেই যেই প্রকারে বিলক্ষণ বা

বিসদৃশ সেই সেই স্বতন্ত্রতা চলিতে থাকে (অর্থাৎ যেই ধর্ম যেই ধর্মের যেই যেই প্রকারে বিসদৃশ সেই সেই ভাবে সেই ধর্ম সেই ধর্মের স্বতন্ত্রতা বিসদৃশ চলিতে থাকে আবার দুঃখজনক সমানও হইয়া থাকে আর প্রাথমিক জাতি বা জন্ম হইতে জন্মাদিভাবে জরাদির বৈশিষ্ট্য চলিতে থাকে বলিয়া অর্থ); এইরূপে সূত্রে অথবা ব্যাকরণে অথবা গাথায় জিজ্ঞাসিত হইলে চিন্তা বা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। একত্বতায় অথবা স্বতন্ত্রতায় কি জিজ্ঞাসা করা হইল? যদি একত্বতায় জিজ্ঞাসিত হয় (এইখানে জিজ্ঞাসাবশে দেশিত সূত্রবশে বলা হইয়াছে, কিন্তু অধিষ্ঠান হারের জিজ্ঞাসা বিষয়ের জন্য নহে) একত্বতায় উত্তর দেওয়া উচিত, যদি স্বতন্ত্রতায় জিজ্ঞাসিত হয় স্বতন্ত্রতায় উত্তর দেওয়া উচিত, যদি সত্ত্বাধিষ্ঠান দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয় সত্ত্বাধিষ্ঠান দ্বারা উত্তর দেওয়া উচিত। যেই যেই ভাবে জিজ্ঞাসিত হয় সেই সেই ভাবে উত্তর দেওয়া উচিত। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'একত্বতায় ধর্মসমূহ' ইত্যাদি।

৪. (ক) ১৫. পরিষ্কার হারবিভঙ্গ

৪৯. উহাতে পরিষ্কার হার কিরূপ? 'যেই যেই ধর্ম যেই ধর্মকে জন্ম দেয় বা উৎপন্ন করিয়া' ইত্যাদি যেই ধর্ম যেই ধর্মকে জন্ম দেয় বা উৎপন্ন করে সেই ধর্ম সেই ধর্মের পরিষ্কার। লক্ষণ পরিষ্কার বা পরিষ্কারের লক্ষণ কী? পরিষ্কারের জনক লক্ষণ। দুইটি ধর্ম জন্ম দিয়া তাকে; যথা : হেতু এবং প্রত্যয়। উহাতে লক্ষণ হেতু বা হেতুর লক্ষণ কী আর লক্ষণ প্রত্যয় বা প্রত্যয়ের লক্ষণ কী? হেতুর লক্ষণ অসাধারণ, প্রত্যয়ের লক্ষণ সাধারণ। কিরূপে হইয়া থাকে? যেমন অঙ্কুরের পরিণামে বীজ অসাধারণ, মাটি এবং জল সাধারণ। অঙ্কুরেরই মাটি আর জল প্রত্যয় স্বভাব হেতু, যেমন নাকি ঘটে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ দধি হইয়া থাকে, দুগ্ধের এবং দধির একই প্রক্ষেপণ সময়ে উহার সমবধান হয় না (অর্থাৎ দুগ্ধ প্রক্ষিপ্ত সময়ে দধিতে পরিণত হয় না পরে কালান্তরে বা অন্য সময়ে হইয়া থাকে), এইরূপে একই সময়ে হেতুর এবং প্রত্যয়ের সমধান হয় না (পরে সময়ান্তরে হইয়া থাকে)।

এই সংসারই হেতুর সহিত প্রত্যয়ের সহিত নিবর্তিত বা আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলা হইয়াছে : 'অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান' ইত্যাদি এইরূপে সমস্তই প্রতীত্যসমুৎপাদ। এইভাবে অবিদ্যা, অবিদ্যার হেতু অনুপযুক্তভাবে মনস্কার বা কল্পনা প্রত্যয়। পূর্ববর্তী অবিদ্যা পরবর্তী অবিদ্যার হেতু। উহাতে পূর্ববর্তী অবিদ্যা অবিদ্যানুশয়, পরবর্তী অবিদ্যা

অবিদ্যাপর্যুত্থান। পূর্ববর্তী অবিদ্যানুশয় পরবর্তী অবিদ্যাপর্যুত্থানের হেতুভূত উন্নয়নের বীজাঙ্কুর সদৃশ অব্যবহিত হেতু আছে বলিয়া (অর্থাৎ যেমন বীজাঙ্কুরের হেতু আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হেতু থাকায় হেতু হইয়া থাকে)। যেইখানে যেই ফল উৎপন্ন হয় ইহা উহার পরম্পরা হেতু আছে বলিয়া হেতুভূত বা কারণসম্ভূত (অর্থাৎ বীজ হইতে যেই ফল উৎপন্ন হয় উহার বীজ পরম্পরা হেতু থাকায় হেতু হইয়া থাকে, এইরূপে অবিদ্যায় ও হেতুভাবে দ্রষ্টব্য)।

দুই প্রকারই হেতু; যথা : অব্যবহিত বা প্রত্যক্ষ হেতু এবং পরম্পর হেতু। এইরূপে অবিদ্যানুরাগেও দুই প্রকার হেতু; যথা : প্রত্যক্ষ হেতু এবং পরম্পর হেতু। দীপাধার বা প্রদীপপাত্র, শলিতা ও তৈল যেমন প্রদীপের প্রত্যয়ভূত স্বভাব হেতু নহে। দীপাধার, শলিতা ও তৈল প্রদীপের সম্ভবপর প্রত্যয়ভূত না হইলে স্বভাবহেতুও না হইলে প্রদীপের প্রত্যয়ভূত অগ্নিহীন দ্বীপাধার, শলিতা ও তৈলকে জ্বালান সম্ভবপর হয় না; প্রদীপ সদৃশ স্বভাবহেতু হইয়া থাকে।

এইরূপে স্বভাবহেতু (অর্থাৎ প্রদীপ উজ্জ্বলন ইত্যাদি হইতে অগ্নি ইত্যাদি প্রদীপ সদৃশ কারণ স্বভাবহেতু) পরভাব প্রত্যয় (অর্থাৎ সেইরূপ দীপাধার, শলিতা ও তৈলাদি সদৃশ অগ্নি হইতে অন্য স্বভাব প্রত্যয়), আধ্যাত্মিক হেতু (অর্থাৎ নিজ অধ্যাত্ম বা অভ্যন্তরিক হেতু) বাহির প্রত্যয় (অর্থাৎ উহা হইতে বাহিরের প্রত্যয়) জনক বা উৎপন্ন হেতু পরিগ্রাহক বা উপস্তম্ভক (অর্থাৎ আশ্রয় প্রদানকারী) প্রত্যয়, অসাধারণ (বিশেষ বা অসামান্য) হেতু সাধারণ (অর্থাৎ এইরূপ অন্যান্য প্রত্যুৎপন্নসমূহের সমান) প্রত্যয়, অনুপচ্ছেদ বা অনুপচ্ছিন্ন অর্থ সন্ততি অর্থে (অর্থাৎ যে নিজের অনুরূপ ফলের হেতু হইয়া নিরুদ্ধ হয় বা মরিয়া যায় সে অনুপচ্ছিন্ন বা গমনে বিরতিহীন বলিয়া আখ্যাত হয়, হেতু ও ফল উভয়ে সম্বন্ধের বিদ্যমানতা আছে বলিয়া বলা হইয়াছে : 'অনুপচ্ছেদ অর্থ সন্ততি বা বিরামহীন গতি অর্থে'), নির্বত্তি বা উৎপত্তি অর্থ ফল অর্থে (অর্থাৎ যেই কারণ দ্বারা উৎপত্তির ফল হয় সেই কারণ দ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্তি অর্থ আর ফল অর্থে বলা হইয়াছে), প্রতিসন্ধি বা পুনরুৎপত্তি অর্থ পুনর্জন্ম অর্থে (অর্থাৎ যেই কারণে পূর্বভব দ্বারা তৎপরবর্তী ভবসম্মেলন বশে প্রবর্তিত উৎপত্তি স্কন্ধসমূহে পুনরুৎপত্তি হয় সেই কারণে বলা হইয়াছে প্রতিসন্ধি অর্থ আর পুনর্জন্ম অর্থে বাধা অর্থ পর্যুত্থান অর্থে আর অসমুদ্‌ঘাত বা অনুচ্ছেদ অর্থ অনুশয় অর্থে (অর্থাৎ যেই ব্যক্তির ক্লেশসমূহ উৎপন্ন হয় সেই ক্লেশজনিত বাধাসমূহ সম্যক পথে চলিতে দেয় না আর যেই পর্যন্ত মার্গ

দ্বারা সমুদ্ঘাটিত বা অপসারিত হয় না সেই পর্যন্ত সুপ্তভাবে থাকে বলিয়া বলা হয়, সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'বাধা অর্থ পর্যুত্থান অর্থে আর অসমুদ্ঘাট অর্থ অনুশয় অর্থে'), অসম্প্রতিবেধ (অপ্রাপ্তি বা অনুপলব্ধি) অর্থ অবিদ্যা অর্থে, পরিজ্ঞাত অর্থ বিজ্ঞানের বীজ অর্থে (অর্থাৎ পরিজ্ঞান উপলব্ধিবশে কখনো কখনো সেই নামরূপ অঙ্কুরের কারণ হইয়া থাকে বলিয়া বলা হইয়াছে : 'পরিজ্ঞাত অর্থ বিজ্ঞানের বীজ অর্থে')। যেইখানে অনুপচ্ছিন্ন বা উচ্ছিন্ন হয়নি সেইখানে সন্ততি বা অবিরামগতি (অর্থাৎ কারণ ফলভাব সম্বন্ধ) রহিয়াছে। যেইখানে সন্ততি আছে সেইখানে উৎপত্তি আছে, যেইখানে উৎপত্তি আছে সেইখানে ফল (পুনর্জন্ম প্রাপ্তির ফল) আছে, যেইখানে ফল আছে সেইখানে পুনরুৎপত্তি আছে, যেইখানে পুনরুৎপত্তি আছে সেইখানে পুনর্জন্ম আছে, যেইখানে পুনর্জন্ম আছে সেইখানে বাধা আছে, যেইখানে বাধা আছে সেইখানে পর্যুত্থান আছে, যেইখানে পর্যুত্থান আছে সেইখানে অসমুদ্ঘাত বা অনুচ্ছেদ আছে, যেইখানে অনুচ্ছেদ আছে সেইখানে অনুশয় (সুপ্ত বা অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে), যেইখানে অনুশয় আছে সেইখানে অপ্রাপ্তি বা অনুপলব্ধি আছে, যেইখানে অনুপলব্ধি আছে সেইখানে অবিদ্যা আছে, যেইখানে অবিদ্যা আছে, সেইখানে আস্রবের (অর্থাৎ যেই অনুভূতি বা কল্পনা মনকে বিহ্বল বা উন্মত্ত করিয়া তোলে সেই আসক্তি বা আস্রবের) সহিত বিজ্ঞান অপরিজ্ঞাত যেইখানে আস্রবের সহিত বিজ্ঞান অপরিজ্ঞাত সেইখানে বীজ অর্থ।

শীলস্কন্ধ সমাধিস্কন্ধের প্রত্যয় বা কারণ, সমাধিস্কন্ধ প্রজ্ঞাস্কন্ধের কারণ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিমুক্তিস্কন্ধের কারণ, বিমুক্তিস্কন্ধ বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনস্কন্ধের কারণ, তীর্থজ্ঞতা (অর্থাৎ স্নানঘাট বা নদী ইত্যাদির অবতরণিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা) পীতজ্ঞতার (পান করিবার ইচ্ছা বা জাগ্রতচেতনার জ্ঞানের বা জাগ্রতচেতনা জ্ঞানের) প্রত্যয় বা কারণ, পীতজ্ঞতা মত্তজ্ঞতার (মত্ততার বা বিহ্বলতার) কারণ, মত্তজ্ঞতা আত্মজ্ঞতার বা আত্মচেতনার কারণ, যেমন নাকি চক্ষু বা আর কারণযুক্তরূপে বা দর্শনীয় বস্তু আকারে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাতে চক্ষু অধিপতিরূপে কারণে অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধে প্রত্যয় বা কারণ, রূপ বা দর্শনীয় বস্তু আকার আরম্মণ (জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়) কারণ সম্বন্ধে প্রত্যয়, আলোক মনস্কার স্বভাব হেতু (অর্থাৎ ক্রিয়া মনোধাতু, উহাই চক্ষুবিজ্ঞানের বিজ্ঞান ভাব দ্বারা সমান জাতীয় অবস্থার স্বভাব হেতু) সংযোগ (অর্থাৎ উপনিশ্রয় বা অবলম্বন কারণ সম্বন্ধে) প্রত্যয়, সংস্কারসমূহ (অর্থাৎ সর্ব প্রকার কুশলাকুশল চিত্ত উৎপত্তি) স্বভাব হেতু বিজ্ঞানের প্রত্যয় (অর্থাৎ

পুণ্যাদি প্রস্তুতি বা সঞ্চয়সমূহ পুনরুৎপত্তি বিজ্ঞানের প্রত্যয়), বিজ্ঞান স্বভাব হেতু নামরূপে প্রত্যয়, নামরূপ স্বভাব হেতু ষড়ায়তনের প্রত্যয়, ষড়ায়তন স্বভাব হেতু স্পর্শের প্রত্যয়, স্পর্শ স্বভাব হেতু বেদনার বা অনুভূতির প্রত্যয়, বেদনা স্বভাব হেতু তৃষ্ণার প্রত্যয়, তৃষ্ণা স্বভাব হেতু উপাদানের বা আসক্তির প্রত্যয়, উপাদান স্বভাব হেতু ভবের (উৎপত্তি জগতের বা স্থানের অর্থাৎ যেইভাবে উৎপন্ন হইবে সেই ভবের) প্রত্যয়, ভব স্বভাব হেতু জাতির বা জন্মের প্রত্যয়, জাতি বা জন্ম স্বভাব হেতু জরা-মরণের কারণ বা প্রত্যয়, জরা-মরণ স্বভাব হেতু শোকের কারণ, শোক স্বভাব হেতু বিলাপ বা খেদোক্তির কারণ, বিলাপ স্বভাব হেতু দুঃখের কারণ, দুঃখ স্বভাব হেতু দৌর্মনস্যের বা মনের অশান্তির কারণ, দৌর্মনস্য স্বভাব হেতু ক্লেশ বা দুঃখ কষ্টের কারণ। এইরূপে যাহা কিছু অবলম্বন আছে সমস্তই পরিষ্কার (অভাব বা উপকরণ)। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'যেই যেই ধর্ম যেই ধর্মকে উৎপন্ন করিয়া' ইত্যাদি।

৪. (ক) ১৬. সমারোপণ হারবিভঙ্গ

৫০. উহাতে সমারোপণ বা আরোহণ হার কিরূপ? 'যেই যেই ধর্ম (শীলাদি ধর্মসমূহ) যাহা যাহা মূল আর বুদ্ধ কর্তৃক যাহা যাহা একার্থবাচক বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে' ইত্যাদি। একটি পদস্থানে বা মূলে যত প্রকার পদস্থান অবতরণ করে বা নামিয়া আসে সেই সমস্তই সমারোপণ বা আরোহণ করিবার যোগ্য যেমন আবর্তহারে বহু প্রকার পদস্থান নামিয়াছে। উহাতে সমারোপণ বা আরোহণ চতুর্বিধ; যথা : পদস্থান (মূল), বিবচন, ভাবনা এবং পরিত্যাগ।

উহাতে পদস্থান বা মূল দ্বারা সমারোপণ বা আরোহণ কিরূপ? সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ, পুণ্য অর্জন করণ এবং নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধ করণ ইহাই বুদ্ধের শাসন।

উহার পদস্থান কী? তিন প্রকার সুচরিত (সচ্চরিত্র বা সদাচার); যথা : কায়সদাচার, বাক্যসদাচার ও মনোসদাচার, ইহা পদস্থান। উহাতে যাহা কায়িক এবং বাচনিক সদাচার ইহা শীলস্কন্ধ, মনোসদাচার যাহা লোভহীনতা ও অদ্বেষতা ইহা সমাধিস্কন্ধ, যাহা সম্যক দৃষ্টি ইহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ, ইহা পদস্থান। উহাতে শীলস্কন্ধ ও সমাধিস্কন্ধ শমথ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিদর্শন ইহা পদস্থান। উহাতে শমথের ফল অনুরাগে বিরক্তি বা বিরাগ ভাব দ্বারা চিত্তবিমুক্তি

(চিত্তের বন্ধনমুক্তি বা মনের স্বাধীনতা), বিদর্শনের অবিদ্যায় বিরাগ বা বিরক্তি ভাব দ্বারা প্রজ্ঞাবিমুক্তি (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধনমোচন বা স্বাধীনতা) ইহা পদস্থান।

বন তীব্র আকাঙ্ক্ষার পদস্থান। বন কী? তীব্র আকাঙ্ক্ষাই বা কী? বন বলিলে বুঝায় পঞ্চকামগুণ, তৃষ্ণা বলিলে বুঝায় তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা প্রবল ইচ্ছা ইহা পদস্থান। বন বলিলে বুঝায়—'এইটি স্ত্রীলোক অথবা এইটি পুরুষ' বলিয়া নিমিত্ত গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজকরূপে মনোযোগ আকর্ষণ আর বনথ বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বলিলে বুঝায় সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের 'অহো চক্ষু! অহো শ্রোত বা কর্ণ! অহো ঘ্রাণ বা নাসিকা! অহো জিহ্বা! অহো কায় বা শরীর!' বলিয়া অনুব্যঞ্জন গ্রহণ (অর্থাৎ মাধ্যমিক বিশেষণ বা দ্বিতীয় স্থানস্থ প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য গ্রহণ) ইহা পদস্থান। বন বলিলে বুঝায় ছয় প্রকার অপরিজ্ঞাত ভিতরের ও বাহিরের আয়তন, তদুভয়ে কারণযুক্ত হইয়া যেই সংযোজন বা সংলগ্নতা উৎপন্ন হয় ইহা বনথ বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইহা পদস্থান। বন বলিলে বুঝায় অনুশয় আর বনথ বলিলে বুঝায় পর্যুত্থান, ইহা পদস্থান। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'বন এবং বনথকে ছিন্ন করিয়া' ইহা পদস্থান দ্বারা সমারোপণ।

৫১. উহাতে বিবচন সমারোপণ কিরূপ? অনুরাগে বিরক্তি বা বিরাগ দ্বারা চিত্তবিমুক্তি শৈক্ষ্যফল, অবিদ্যায় বিরাগ দ্বারা প্রজ্ঞাবিমুক্তি অশৈক্ষ্যফল, ইহা বিবচন বা প্রতিশব্দ। অনুরাগে বিরাগ দ্বারা চিত্তবিমুক্তি অনাগামীফল, অবিদ্যায় বিরাগ দ্বারা প্রজ্ঞাবিমুক্তি শ্রেষ্ঠ ফল অর্হত্ত্ব, ইহা বিবচন। অনুরাগে বিরাগ দ্বারা চিত্তবিমুক্তি যাহা কামধাতু (কামভূমির অবস্থা) দূরে ছাড়িয়া আসিয়া অতিক্রমকরণ, অবিদ্যায় বিরাগ দ্বারা প্রজ্ঞা বিমুক্তি যাহা ত্রিধাতু (অর্থাৎ কাম, রূপ ও অরূপ) অবস্থা দূরে ছাড়িয়া আসিয়া অতিক্রমকরণ, ইহা বিবচন। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, অধিপ্রজ্ঞা বা উচ্চতর জ্ঞানশিক্ষা, পঞ্চস্কন্ধ, ধর্মবিচয়, সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ, জ্ঞান, সম্যক দৃষ্টি, উত্তীর্ণ হওন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ, পাপে লজ্জা, বিদর্শন, ধর্মেজ্ঞনা ইহা সমস্তই বিবচন। ইহা বিবচন দ্বারা সমারোপণ।

উহাতে ভাবনায় সমারোপণ বা আরোহণ কিরূপ? ভগবান যেমন বলিয়াছেন, 'তাহা হইলে হে ভিক্ষু, তুমি উৎসাহী সম্প্রজ্ঞ বা চিন্তাশীল ও স্মৃতিমান হইয়া সংসারে লোভ ও দৌর্মনস্যকে বা মনের অশান্তিকে অপসারণ করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিতে থাক।' উৎসাহ বা তৎপরতা ইহা বীর্য ইন্দ্রিয়, সম্প্রজ্ঞ বা চিন্তাশীল ইহা প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়, স্মৃতিমান ইহা স্মৃতি

ইন্দ্রিয়, সংসারে লোভ ও দৌর্মনস্যকে অপসারণ কর ইহা সমাধি ইন্দ্রিয় এইরূপে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। ইহার কারণ কী? এক প্রকার লক্ষণ বর্তমান থাকায় চারি প্রকার ইন্দ্রিয়কে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবনা করা হইলে চারি প্রকার সম্যক প্রধান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। চারি প্রকার সম্যক প্রধান ভাবনায় চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনায় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় ভাবনাসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্তই (অর্থাৎ বেদনানুদর্শন বিশেষে দুঃখানুদর্শন ইত্যাদি)। ইহার কারণ কী? সমস্ত বোধগম্য বা জ্ঞানগম্য ধর্মই বোধিপক্ষীয় ধর্মে নিয্যানিক বা নিয়া যায় লক্ষণ দ্বারা একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত। উহারা একটি মাত্র লক্ষণ হেতু ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ভাবনা দ্বারা সমারোপণ।

উহাতে প্রহাণ বা পরিহারের দ্বারা সমারোপণ কিরূপ? কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে অশুভে শুভ বলিয়া ধারণায় যে উন্মার্গগমন বা কুপথগমন হয় তাহা পরিত্যাগ হয়, তাহার কবলীঙ্কার আহার (গ্রাস গ্রাস করিয়া আহার) ও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, কাম উপাদান দ্বারা ও অনাসক্ত বা অননুরক্ত হইয়া থাকে, কাম সংযোগ দ্বারা ও বিসংযুক্ত বা বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, লোভরূপ শরীর বন্ধন দ্বারাও বিপ্রযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, কামাস্রব দ্বারাও অনাসব হইয়া থাকে, কাম ওঘ বা কামজনিত প্রবাহও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, রাগ বা অনুরাগরূপ শল্য দ্বারাও বিশল্য বা অনবিদ্ধ হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত বা উপস্থিত রূপ দ্বারাও তাহার বিজ্ঞানস্থিতি ক্ষীণ হইয়া আসে, রূপধাতু দ্বারাও তাহার অনুরাগ পরিত্যাগ হইয়া থাকে, ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারাও অগতিতে বা ভ্রান্ত ধারণায় গমন করে না। (বিশেষত অশুভানুদর্শন এমন কি কামরাগ ও তৎসংযুক্ত ক্লেশসমূহের একান্ত প্রতিপক্ষ অশুভসংজ্ঞা, কবলীঙ্কার আহার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিবদ্ধ বা সংলগ্ন ক্লেশসমূহ, কাম উপাদান কামযোগ ও কামসংযোগ কায়গ্রন্থি বা শরীরবন্ধন কামাস্রব কামোঘ বা কামপ্রবাহ রাগশল্য বা অনুরাগরূপ শল্য রূপধর্ম পরিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপক্ষ ক্লেশসমূহ রূপধর্মসমূহে রাগ বা অনুরাগ ছন্দ বা ইচ্ছাবশত গমনাগমন করিয়া থাকে। এই পাপ ধর্মসমূহকে পরিহারের জন্য সংবর্তিত হয়, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে : 'কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে' ইত্যাদি)।

বেদনায় বা অনুভূতিতে বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে দুঃখকে সুখ বলিয়া ধারণায় যে উন্মার্গগমন হয় তাহা পরিত্যাগ হয়, তাহার স্পর্শাহারও

ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, ভব উপাদান দ্বারাও অনাসক্ত হইয়া থাকে, ভবসংযোগ দ্বারাও বিসংযুক্ত হইয়া থাকে, ঈর্ষা বা হিংসারূপ শরীরবন্ধন দ্বারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, ভবাস্রব দ্বারাও অনাসব হইয়া থাকে, ভব ওঘ বা ভবরূপ প্রবাহও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, দ্বেষ বা ক্রোধশল্য দ্বারাও বিশল্য বা অনবিদ্ধ হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত বা উপনীত বেদনা দ্বারাও তাহার বিজ্ঞানস্থিতি ক্ষীণ হইয়া আসে, বেদনা ধাতু দ্বারাও তাহার অনুরাগ পরিত্যাগ হইয়া থাকে, দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারাও অগতিতে বা ভ্রান্ত ধারায় বা কুপথে গমন করে না।

চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ধারণায় যে উন্মার্গগমন হয় তাহা পরিত্যাগ হয়, তাহার বিজ্ঞানাহারও ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, দৃষ্টি উপাদান দ্বারাও অনাসক্ত হইয়া থাকে, দৃষ্টি সংযোগ দ্বারাও বিসংযুক্ত হইয়া থাকে, শীলব্রতপালনরূপ শরীরবন্ধন দ্বারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, দৃষ্টাস্রব দ্বারাও অনাসব হইয়া থাকে, দৃষ্টি ওঘ বা মিথ্যাদৃষ্টিরূপ প্রবাহও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, মানশল্য বা অভিমানরূপ শল্যে দ্বারাও বিশল্যে হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত বা উপনীত সংজ্ঞা দ্বারাও তাহার বিজ্ঞানস্থিতি ক্ষীণ হইয়া আসে, সংজ্ঞাধাতু দ্বারাও তাহার অনুরাগ পরিত্যাগ হইয়া থাকে, ভয় দ্বারাও অগতিতে বা ভ্রান্ত ধারায় গমন করে না।

ধর্মসমূহে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ধারণায় যে উন্মার্গগমন হয় তাহা পরিত্যাগ হয়, তাহার মনোসঞ্চেতনা আহার (অর্থাৎ মনের চেতনারূপ আনন্দাহার) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, আত্মবাদ উপাদান দ্বারাও অনাসক্ত হইয়া থাকে, অবিদ্যাসংযোগ দ্বারাও বিসংযুক্ত হইয়া থাকে, ইহা সত্য বলিয়া অনুরাগরূপ শরীরবন্ধন দ্বারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, অবিদ্যারূপ আস্রব দ্বারাও অনাসব হইয়া থাকে। অবিদ্যা ওঘ বা অবিদ্যারূপ প্রবাহও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, মোহশল্য বা মোহরূপ শল্য দ্বারাও বিশল্য বা অনবিদ্ধ হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত বা উপনীত সংস্কার দ্বারাও তাহার বিজ্ঞানস্থিতি ক্ষীণ হইয়া আসে, সংস্কার ধাতু দ্বারাও তাহার অনুরাগ পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মোহ দ্বারাও অগতিতে বা ভ্রান্ত ধারায় গমন করে না। ইহা পরিত্যাগের দ্বারা সমারোপণ। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন :

'যেই যেই ধর্ম (অর্থাৎ শীলাদি ধর্মসমূহ), যাহা যাহা মূল আর মুনি বুদ্ধ কর্তৃক যাহা যাহা একার্থবাচক বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে সেই ধর্মসমূহে আরোহণ করা উচিত, ইহাই সমারোপণ বা আরোহণ হার।'

৪. (খ) হার সংযোগ

৪. (খ) ১. দেশনা হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৫২. 'প্রথমে ষোলো প্রকার হার আর দিসালোচনা বা দিকনির্ণয় হইতে দিক অবলোকন করাইয়া সংক্ষেপত অঙ্কুশ দ্বারাই ত্রিবিধ নয়ে বা ধারায় সূত্র নির্দেশিত হইল।'

বলা হইয়াছে, উহার নির্দেশ কোথায় দ্রষ্টব্য? হারসম্পাতে।

উহাতে দেশনা হারসম্পাত (হার সংযুক্তি বা সংযোগ কিরূপ? অরক্ষিত চিত্ত দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষুদ্বার ইত্যাদিতে স্মৃতি অরক্ষিত চিত্ত বা মন দ্বারা) মিথ্যাদৃষ্টিতে হত হওয়ার দরুণ (অর্থাৎ শাশ্বতাদি অসত্যদৃষ্টির প্রবণতায় দূষিত হওয়ার দ্বারা) এবং স্ত্যানমিদ্ধ (শারীরিক মানসিক আলস্য-জড়তা) দ্বারা অভিভূত হওয়ার দরুণ (অর্থাৎ শরীরের ও মনের অলসতা ও নিদ্রালুতা ব্যাপ্ততার দ্বারা) মারের অধীনে গমন করিতে হয় (অর্থাৎ ক্লেশমার ইত্যাদির অনুরূপ কাম বা কামনা করণীয় হইয়া থাকে)।

'অরক্ষিত চিত্ত দ্বারা' বলায় কি দেশনা করা হইয়াছে? প্রমাদ (আলস্য বা শ্রমবিমুখতা) দেশনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ ছয়দ্বারে স্মৃতি ত্যাগকরণ বা ছাড়িয়া দেওয়া লক্ষণকে শৈথল্য বা অবহেলা বলা হইয়াছে), উহা মৃত্যুপদ (অর্থাৎ সেই শিথিলতা প্রদর্শন দ্বারা ধ্বংসের পথে গমন করিয়া থাকে)। 'মিথ্যাদৃষ্টিতে বা অসত্যদৃষ্টিতে হত হওয়ার দরুণ' অর্থে মিথ্যাদৃষ্টিতে হত বলিয়া বলা হইয়াছে : যদি অনিত্যকে নিত্য বলিয়া দেখে তাহা বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন (অর্থাৎ যাহা অনিত্য পঞ্চস্কন্ধকে নিত্য বলিয়া দর্শন করা হয় তাহা বিপরীতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া উন্মার্গগমন বা পাপপথে গমন)। সেই উন্মার্গগমনের লক্ষণ কিরূপ? বিপরীতভাবে গ্রহণ লক্ষণ বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন। তাহা কিরূপে উন্মার্গেগমন করায়? তিন প্রকার; যথা : সংজ্ঞা বা সংজ্ঞাবিপল্লাস, চিত্ত বা চিত্ত বিপল্লাস এবং দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি বিপল্লাস। তাহা কোথায় উন্মার্গেগমন করায়? চারি প্রকার আত্মভাব বস্তুতে বা পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে, যেমন—রূপ বা শরীরকে নিজের বলিয়া দর্শন করে অথবা নিজেকে রূপবান বা সুন্দর বলিয়া দর্শন করে অথবা শরীরকে আত্মা বলিয়া দর্শন করে অথবা শরীরের মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া দর্শন করে। এইরূপে বেদনাকে... পূর্ববৎ। সংজ্ঞাকে... পূর্ববৎ। সংস্কারকে... পূর্ববৎ। বিজ্ঞানকে নিজের বলিয়া দর্শন করে অথবা নিজেকে বিজ্ঞানবান বা

বিজ্ঞানযুক্ত বলিয়া দর্শন করে অথবা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া দর্শন করে অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া দর্শন করেন। উহাতে রূপ বা শরীর প্রথম বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন বস্তু 'অশুভকে শুভ বলিয়া ধারণা', বেদনা বা অনুভূতি দ্বিতীয় বিপল্লাস বস্তু 'দুঃখকে সুখ বলিয়া ধারণা', সংজ্ঞা ও সংস্কার তৃতীয় বিপল্লাস বস্তু 'অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ধারণা' এবং বিজ্ঞান চতুর্থ বিপল্লাস বস্তু 'অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ধারণা'।

চিত্তের সংক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা) ধর্ম দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণা বা তৃষ্ণাসংক্লেশ এবং অবিদ্যা বা অবিদ্যাসংক্লেশ। অশুভকে শুভ বলিয়া ধারণা এবং দুঃখকে সুখ বলিয়া ধারণা, এই দুই প্রকার বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন দ্বারা তৃষ্ণাচ্ছাদিত চিত্ত উন্মামার্গে বা পাপ পথে গমন করিয়া থাকে। অনিত্যে নিত্য বলিয়া ধারণা এবং অনাত্মকে আত্মা বলিয়া ধারণা, এই দুই প্রকার বিপল্লাস দ্বারা দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) আচ্ছাদিত চিত্ত উন্মার্গে গমন করিয়া থাকে। উহাতে যাহা দৃষ্টি বিপল্লাস (মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ উন্মার্গগমন) উহা অতীতরূপকে নিজের বলিয়া দর্শন করে, অতীত বেদনা বা অনুভূতিকে... পূর্ববৎ, অতীত সংজ্ঞাকে... পূর্ববৎ, অতীত সংস্কারকে... পূর্ববৎ, অতীত বিজ্ঞানকে নিজের বলিয়া দর্শন করে। উহাতে যাহা তৃষ্ণা বিপল্লাস উহা ভবিষ্যৎ রূপকে অভিনন্দন করে, ভবিষ্যৎ বেদনাকে বা অনুভূতিকে অভিনন্দন করে, ভবিষ্যৎ সংজ্ঞাকে অভিনন্দন করে, ভবিষ্যৎ সংস্কারকে অভিনন্দন করে এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করে।

তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা এই দুই প্রকার ধর্ম চিত্তের উপক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা। তাহা হইতে বিশুদ্ধ করিলেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর দেহান্তরে একবার নরকে একবার তির্যগকুলে একবার প্রেতকুলে একবার অসুরকুলে একবার দেবকুলে একবার মনুষ্যকুলে এইভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে বলিয়া সেই অবিদ্যা নীবরণসমূহের আর সেই সংযোজনসমূহের পূর্ব কোটি বা পূর্বাবস্থা সত্ত্বগণের দৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত অরক্ষিত বা স্মৃতিহীন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রবণতায় দূষিত তাহারা মারের বশাধীন থাকে বলিয়া মৃত্যুতে নরক প্রেতাদিকুলে উৎপন্ন হইয়া দেহান্তরে পূর্বাবস্থা জানিতে পারে না)।

স্ত্যান-মিদ্ধ বা শরীরের ও মনের অলসতা ও নিদ্রালুতা ব্যাপ্ততার দ্বারা অর্থে থীন বা স্ত্যান বলিলে চিত্তের অসমর্থতা অকর্মণ্যতা বুঝায় আর মিদ্ধ বলিলে অনুৎসাহ অর্থাৎ শরীরের অলসতা বা জড়তা উহাকে বুঝায়। মারের বশ (বশ অর্থ ইচ্ছা, লোভ, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, আদেশ, আধিপত্য দ্বারা

অভিভূত) হইয়া যায় অর্থে ক্লেশমারের এবং সপ্তমারের (অর্থাৎ অভিসংস্কারমার, স্কন্ধমার, মৃত্যুমার, দেবপুত্রমার, ক্লেশমার ইত্যাদি মারের) বশীভূত হইয়া থাকে। সেই পরিবৃত (অর্থাৎ ক্লেশমার ও সপ্তমার দ্বারা বশীভূত) ব্যক্তিই সংসারাভিমুখী হইয়া থাকে (অর্থাৎ সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে)। ভগবান এই দুই প্রকার সত্য দেশনা করিয়াছেন; যথা : দুঃখসত্য এবং দুঃখের কারণ সত্য। উহাদিগকে পরিজ্ঞানের বা যথার্থরূপে জানিবার জন্য এবং পরিত্যাগের জন্য ভগবান ধর্মদেশনা করিয়াছেন, যেমন—দুঃখ সত্যের ঠিক জ্ঞানের জন্য এবং দুঃখের কারণসত্যকে পরিত্যাগের জন্য। যেইরূপে (দুঃখ সত্যকে) পরিজ্ঞাত হয় এবং যেইরূপে (দুঃখের কারণ সত্যকে) পরিহার করা হয়, ইহা মার্গ; যাহা তৃষ্ণাকে এবং অবিদ্যাকে পরিত্যাগ, ইহা নিরোধ বা নিবৃত্তি; ইহা (অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখের কারণ, নিরোধ ও মার্গ এই) চারি প্রকার সত্য। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'অরক্ষিত চিত্ত দ্বারা' ইত্যাদি (গাথা)। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন, 'আস্বাদ, আদীনবতা' ইত্যাদি।

৪. (খ) ২. বিচয় হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৫৩. উহাতে বিচয় হারসম্পাত কিরূপ? উহাতে তৃষ্ণা দুই প্রকার; যথা : তৃষ্ণা-কুশল ও তৃষ্ণা-অকুশল। তৃষ্ণা-অকুশল সংসারগামিনী বা পুনর্জন্ম প্রদানকারিনী তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা-কুশল অপচয়গামিনী বা অপচয়কারিণী প্রহাণ (পরিত্যাগ) তৃষ্ণা। মান বা অভিমানও দুই প্রকার; যথা : মানকুশল ও মান-অকুশল। যেই মানের সাহায্যে মানকে পরিত্যাগ করা হয় ইহা মানকুশল, কিন্তু যেই মান দুঃখ উৎপাদন করে ইহা মান-অকুশল। উহাতে যাহা নৈষ্ক্রম্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দৌর্মনস্য যেমন 'আর্য সৎপুরুষ যেই আয়তনকে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিব' বলিয়া উহার জন্য স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্পৃহা উৎপন্ন হওয়ার কারণে দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা তৃষ্ণা-কুশল।

অনুরাগে বিরাগ বা বিরক্তি দ্বারা চিত্তবিমুক্তি (মনের বন্ধন মোচন বা স্বাধীনতা), তদারম্মণসমূহ (অর্থাৎ উহাতে জ্ঞানের বা উপলব্ধির বিষয়সমূহ) কুশল বা পুণ্য, অবিদ্যায় বিরাগ (অজ্ঞানতায় বিরক্তি) প্রজ্ঞা বিমুক্তি (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধনমোচন বা স্বাধীনতা)। উহার প্রবিচয় বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা কিরূপ? অষ্টবিধমার্গঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক

সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। উহা কোথায় দ্রষ্টব্য? চতুর্থ ধ্যানে পারমিতায় বা পূর্ণতায়। চতুর্থ ধ্যানেই অষ্টবিধ অঙ্গযুক্ত চিত্তকে ভাবনা করা হইলে পরিশুদ্ধ, ধোপদন্ত বা একেবারে নিষ্পাপ, অনিন্দ্য, উপক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা) বিদূরীত, মৃদু বা শান্ত, কর্মণ্য বা কর্মযোগ্য, স্থিত ও আনেঞ্জ (শুদ্ধভাব দ্বারা কার্যকরী বা শান্ত) হইয়া থাকে। উহাতে সে (ভাবনাকারী যোগী) অষ্টবিধ বিষয় বা গুণ অধিগত বা লাভ করিয়া; যথা : ছয় প্রকার এবং দুই প্রকার বিশেষ গুণ (অর্থাৎ মনোময় ঋদ্ধি এবং বিদর্শন জ্ঞান)। সেই চিত্ত যতই পরিশুদ্ধ হয় ততই পরিষ্কার বা একেবারে নিষ্পাপ হয়, যতই পরিষ্কার হয় ততই অনিন্দ্য বা অনিন্দনীয় হয়, যতই অনিন্দ্য হয় ততই উপক্লেশ বা অপবিত্রতা বিদূরীত হয়, যতই অপবিত্রতা বিদূরীত হয় ততই মৃদু বা শান্ত হয়, যতই শান্ত হয় ততই কর্মণ্য বা কর্মযোগ্য হয়, যতই কর্মযোগ্য হয় ততই আনেঞ্জ বা শুদ্ধভাব দ্বারা কার্যকারী অথবা শান্ত হইয়া থাকে। উহাতে অঙ্গণসমূহ (অর্থাৎ অনুরাগ ইত্যাদি মনের অপবিত্রতাসমূহ) এবং উপক্লেশ বা অবিশুদ্ধতাসমূহ এই উভয় বিষয় তৃষ্ণাপক্ষীয়, যাহা যাহা ইঞ্জনা বা মানসিক উত্তেজনা আর যাহা যাহা চিত্তের অস্থিতি বা চঞ্চলতা ইহা দৃষ্টিপক্ষীয়।

চারি প্রকার ইন্দ্রিয়; যথা : দুঃখ-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয় এবং সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয়সমূহ চতুর্থ ধ্যানে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার উপেক্ষা ইন্দ্রিয় অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সে (সেই যোগী) উপরিস্থ সমাপত্তি (অর্থাৎ আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমপ্রাপ্তি) ধ্যানে (অঙ্গ প্রশান্তিতে ও জ্ঞানের বা উপলব্ধির বিষয়ে শান্তিতে) শান্তিময় হইয়া মনস্কার বা মনসংযোগ করে। সেই উপরিস্থ সমাপত্তি ধ্যান শান্তিময় মনসংযোগ দ্বারা চতুর্থধ্যানে অমার্জিত বা স্থূল সংজ্ঞা উৎকণ্ঠা ও প্রতিঘ (প্রতিনিবৃত্তি বা বিতৃষ্ণা) সংজ্ঞা সংস্থাপিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অরূপাবচর সমাপত্তি ধ্যানে যতই শান্তিময় মনসংযোগ করা হয় রূপাবচর ধ্যান উপশম না হওয়ায় ততই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, সেইজন্য বলা হইয়াছে উপরিস্থ সমাপত্তি ধ্যানে শান্তিময় মনসংযোগ দ্বারা সংজ্ঞা সংস্থাপিত হইয়া থাকে)। সেই যোগী সর্ব প্রকার রূপাবচর সংজ্ঞাকে অতিক্রম করিয়া প্রতিনিবৃত্তি সংজ্ঞাসমূহকে অস্তমিত করিয়া নানাত্ব বিভিন্নতা ও অসাদৃশ্য সংজ্ঞাসমূহে মনসংযোগ না করিয়া অনন্ত আকাশকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি বা সমপ্রাপ্তি ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়া লাভ করিয়া অবস্থান করে। অভিজ্ঞ সম্পাদন রূপসংজ্ঞা (অর্থাৎ রূপাবচর সংজ্ঞা

নাম ইহাতে বিশেষজ্ঞান বা অত্যাশ্চর্য শক্তি ফলপ্রদ করণ মাত্র, কিন্তু অরূপাবচর সমাপত্তির ন্যায় শান্তি অভিপ্রেত নহে), নানাত্ব সংজ্ঞার নীচতা বা নম্রতা (অর্থাৎ বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন আরম্মণের নীচতা বা আকুল প্রবর্তিত অবস্থা) অতিক্রম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতিঘসংজ্ঞা বা প্রতিনিবৃত্তি সংজ্ঞা অব্যর্থভাবে চলিতে থাকে, সমাধি এইরূপ। সেই সমাহিত বা শান্ত যোগীর (পূর্ববর্তী রূপাবচর ধ্যানের) জ্ঞানালোক (অরূপাবচর ধ্যান আরম্ভ করিবার সময়) দর্শনকে এবং (রূপাবচরের) রূপসমূহকে অন্তর্ধান করিয়া থাকে। সেই (কথিত রূপারূপ) সমাধি (উপকারক পরিষ্কার বা উপাদান স্বভাবভূত) ছয় প্রকার অঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া প্রত্যাবেক্ষণ বা সমালোচনা করা কর্তব্য, যেমন 'সর্বজগতে (অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রিয়বস্তুতে, ইপ্সিতবস্তুতে, সত্ত্বজগতে এবং সংস্কারজগতে) আমার মাত্র লোভহীনতা সংযুক্ত হইয়াছে, সর্বপ্রকার সত্ত্বগণের মধ্যে আমার চিত্ত অহিংসাপরায়ণ হইয়াছে, আমার আরব্ধবীর্য সংলগ্ন রহিয়াছে, আমার উত্তেজনারহিত শরীর শান্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত অবিক্ষিপ্ত ধ্যানযুক্ত বা শান্ত রহিয়াছে, আমার উপস্থিত স্মৃতি বিস্মৃতি হয় না'। উহাতে যাহা সর্বজগতে লোভহীনতা সংযুক্ত মন, যাহা সর্বপ্রকার সত্ত্বগণের মধ্যে অহিংসাপরায়ণ, যাহা আরব্ধবীর্য সংলগ্ন এবং যাহা অবিক্ষিপ্ত ধ্যানযুক্ত বা শান্ত ইহা শমথ। যাহা উত্তেজনারহিত শরীর শান্ত ইহা সমাধি পরিষ্কার বা উপাদান। যাহা উপস্থিত স্মৃতি অবিস্মৃত ইহা বিদর্শন।

৫৪. যেই সমাধি পঞ্চ প্রকারে জ্ঞাতব্য; যথা : ১. এই সমাধি প্রত্যুৎপন্ন বা বর্তমান সুখ বলিয়া তাহার বা যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে, ২. এই সমাধি ভবিষ্যতে সুখজনক ফল বলিয়া যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে, ৩. এই সমাধি আর্য নিরামিষ বা আর্যদের ইন্দ্রিয় সুখজনিত আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত বলিয়া যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে, ৪. এই সমাধি অকাপুরুষ বা বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণের সেবিত বা উপভোগ্য বলিয়া যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে, ৫. এই সমাধি (সর্বপ্রকার ক্লেশ-দুঃখাদি অনুশোচনা শান্ত করে বলিয়া) শান্ত, (অতিক্তকর অর্থে) প্রণীত, (ক্লেশাদি শান্তকরণ অর্থে অথবা অর্হত্ত্বলাভ অর্থে) উপশম লব্ধ, এককভাবে বা একত্বভাবে অধিগত এবং (অল্পগুণ সাস্রব সমাধির ন্যায় সসংস্কার সপ্রয়োগ দ্বারা প্রতিকূল ধর্মে নিগ্রহকারী বা নিন্দাকারী ক্লেশকে বারণ করিয়া অনধিগত অর্থে) সংস্কার নিগ্রহবারিত ব্রত নহে বলিয়া যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সেই সমাধি যাহাতে আমি

স্মৃতি-সহকারে নিযুক্ত আছি স্মৃতি-সহকারে অবস্থান করিতেছি বলিয়া যোগীর এইরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে।

উহাতে যেই সমাধি প্রত্যুৎপন্ন বা বর্তমান সুখ এবং যেই সমাধি ভবিষ্যৎ সুখজনক ফল ইহা শমথ যেই সমাধি আর্য নিরামিষ, যেই সমাধি অকাপুরুষ বা বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণের সেবিত বা উপভোগ্য, যেই সমাধি শান্ত-প্রণীত-উপশমলব্ধ-এককভাবে অধিগত-সসংস্কার নিগ্রহবারিত ব্রত নহে এবং যাহা এই সেই সমাধি যাহাতে আমি স্মৃতি-সহকারে নিযুক্ত আছি স্মৃতি-সহকারে অবস্থান করিতেছি ইহা বিদর্শন। সেই সমাধি পঞ্চ প্রকারে জ্ঞাতব্য; যথা : (দুই প্রকার ধ্যানে প্রজ্ঞা) প্রীতিস্ফুরণতা, (তিন প্রকার ধ্যানে প্রজ্ঞা) সুখস্ফুরণতা, (অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইবার উপায়জনিত প্রজ্ঞাকে বলা হয়) মনন বা ধ্যানস্ফূরণতা, (দিব্যচক্ষুজনিত প্রজ্ঞাকে বলা হয়) আলোকস্ফূরণতা এবং (পর্যবেক্ষণ বা পুনবিচার জ্ঞানকে বলা হয়) প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। উহাতে যাহা প্রীতিস্ফূরণ, যাহা সুখস্ফূরণ এবং যাহা মনন বা ধ্যানস্ফুরণ ইহা শমথ। উহাতে যাহা আলোকস্ফুরণ আর যাহা প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত ইহা বিদর্শন।

৫৫. কসিণ বা কৃৎস্নসমূহ দশ প্রকার; যথা : পৃথিবী বা মৃত্তিকা কৃৎস্ন, আপ বা জলকৃৎস্ন, তেজ বা অগ্নিকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন, নীলবর্ণ কৃৎস্ন, পীতবর্ণ কৃৎস্ন, লোহিত বা রক্তবর্ণ কৃৎস্ন, শ্বেতবর্ণ কৃৎস্ন, আকাশ কৃৎস্ন এবং বিজ্ঞান কৃৎস্ন। উহাতে যাহা পৃথিবী কৃৎস্ন, যাহা জল কৃৎস্ন, এইরূপে সর্বকৃৎস্ন এবং যাহা শ্বেতবর্ণ কৃৎস্ন—এই আট প্রকার কৃৎস্ন, শমথ; যাহা আকাশ কৃৎস্ন, যাহা বিজ্ঞান কৃৎস্ন—ইহা বিদর্শন। এইরূপে বা এইরূপ ধারাক্রমে সমস্ত আর্যমার্গ যেই যেই আকারে বা প্রকারে কথিত হইয়াছে সেই সেই শমথ বিদর্শন দ্বারা যোজনা করা কর্তব্য। উহারা তিন প্রকার ধর্মদ্বারা সংগৃহীত; যথা : অনিত্যতায়, দুঃখতায় এবং অনাত্মতায়। সেই যোগী শমথ-বিদর্শন ভাবনা করিয়া তিন প্রকার (অনুদর্শন) বিমোক্ষমুখ ভাবনা করিয়া থাকে, তিন প্রকার বিমোক্ষপ্রারম্ভ ভাবনা করিয়া তিন প্রকার স্কন্ধে (যথা—শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধ) ভাবনা করিয়া থাকে, আর তিন প্রকার স্কন্ধে ভাবনা করিয়া আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করিয়া থাকে। রাগ বা অনুরাগ চরিত্রের লোক অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ দ্বারা নীত বা পরিচালিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অনিত্য দর্শনে সেই নিত্য নিমিত্ত বা নিদর্শনাদির সমুদ্‌ঘাত বা অপসারণ করণ দ্বারা অনিমিত্ত বা অনিদর্শন হইয়া থাকে, রাগ বা অনুরাগ ইত্যাদি সমুচ্ছেদ বা বিনাশ বিমুক্তি দ্বারা বিমোক্ষ হইয়া থাকে এবং আর্যমার্গ

লাভের আরম্ভভাব হইতে দ্বার ভাব হইতে অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ তদ্বারা নীত হয়) অধিচিত্ত শিক্ষায় (অর্থাৎ উচ্চস্তরের ভাবনায় বা সমাধিতে) শিক্ষা করিবার জন্য, অকুশলমূল লোভকে পরিত্যাগ করিবার জন্য, সুখানুভবজনক স্পর্শ তৃষ্ণার অনুভব না করিবার জন্য, সুখানুভবকে (বিপরিণাম বা পরিবর্তনশীল ইত্যাদি দ্বারা দুঃখ বলিয়া) জানিবার জন্য, রাগ বা অনুরাগরূপ মলকে প্রবাহিত করিয়া দিবার জন্য, অনুরাগরূপ রজঃ বা ময়লাকে অস্থির বা দুর্বল করিবার জন্য, অনুরাগরূপ বিষ বমন করিবার জন্য, অনুরাগরূপ অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য, অনুরাগরূপ শল্য উৎপাটন করিবার জন্য, অনুরাগরূপ জটাকে জটাহীন করিবার জন্য। দ্বেষ বা ক্রোধ চরিত্রের লোক অল্পনিহিত বা অনভিনিবিষ্ট বিমোক্ষমুখ দ্বারা নীত হয় বা পরিচালিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ তদ্রূপ শীলসমূহের পরিপূরণকারী ক্ষান্তিবহুলের উৎপন্ন দুঃখ ও অনাসক্তিকে পরাস্ত করিয়া অবস্থান করণ হইতে সংস্কারসমূহের দুঃখ অবস্থা শান্ত হইয়া থাকে এইরূপে দুঃখানুদর্শনে শীলরক্ষণে বলা হইয়াছে : 'অল্পনিহিত বা অনভিনিবিষ্ট বিমোক্ষমুখ শীলস্কন্ধ) অধিশীল বা উচ্চতর ধর্মাচরণ শিক্ষায় শিক্ষা করিবার জন্য, অকুশলমূল দ্বেষ বা ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবার জন্য, দুঃখানুভবজনক স্পর্শ-তৃষ্ণার অনুভব না করিবার জন্য, দুঃখানুভবকে জানিবার জন্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ মলকে প্রবাহিত করিয়া দিবার জন্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ রজঃ বা ময়লাকে অস্থির বা দুর্বল করিবার জন্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ বিষ বমন করিবার জন্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ শল্য উৎপাটন করিবার জন্য এবং দ্বেষ বা ক্রোধরূপ জটাকে জটাহীন করিবার জন্য। মোহ চরিত্রের লোক শূন্যতা বিমোক্ষমুখে নীত বা পরিচালিত হইয়া থাকে অধিপ্রজ্ঞা বা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষা করিবার জন্য, অকুশলমূল মোহকে পরিত্যাগ করিবার জন্য, অদুঃখ-অসুখজনক স্পর্শ তৃষ্ণার অনুভব না করিবার জন্য, অদুঃখ-অসুখ অনুভবকে জানিবার জন্য, মোহরূপ মলকে প্রবাহিত করিয়া দিবার জন্য, মোহরূপ রজঃ বা ময়লাকে অস্থির বা দুর্বল করিবার জন্য, মোহরূপ বিষ বমন করিবার জন্য, মোহরূপ অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য, মোহরূপ শল্য উৎপাটন করিবার জন্য এবং মোহরূপ জটাকে জটাহীন করিবার জন্য।

উহাতে শূন্যতা বিমোক্ষামুখ প্রজ্ঞাস্কন্ধ, অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ সমাধিস্কন্ধ এবং অল্পনিহিত বা অনভিনিবিষ্ট বিমোক্ষমুখ শীলস্কন্ধ। সেই যোগী তিন প্রকার বিমোক্ষমুখ ভাবনা করিয়া তিন প্রকার স্কন্ধে ভাবনা করিয়া থাকে আর তিন প্রকার স্কন্ধে ভাবনা করিয়া আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করিয়া থাকে।

উহাতে যাহা সম্যক বাক্য, যাহা সম্যক কর্ম এবং যাহা সম্যক জীবিকা ইহা শীলস্কন্ধ, যাহা সম্যক চেষ্টা, যাহা সম্যক স্মৃতি এবং যাহা সম্যক সমাধি ইহা সমাধিস্কন্ধ আর যাহা সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প ইহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ। উহাতে শীলস্কন্ধ এবং সমাধিস্কন্ধ শমথ আর প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিদর্শন। যেই যোগী শমথ বিদর্শন ভাবনা করে তাহার দুই প্রকার ভবাঙ্গ (অর্থাৎ উৎপত্তি ভবের অঙ্গ) ভাবনা চলিয়া থাকে; যথা : কায় ও চিত্ত। ভবনিরোধগামিনী প্রতিপদা (অর্থাৎ পুনর্জন্ম বন্ধ করিবার উপায়) দুই প্রকার পদবিশিষ্ট; যথা : শীল এবং সমাধি।

যে ভাবিতকায় হইয়াছে (যেই যোগী অভিসমাচরণের উপযুক্ত শীলের পরিপূর্ণতায় কায় ভাবনা করিয়াছে), ভাবিতশীল হইয়াছে (অর্থাৎ যেই যোগী ব্রহ্মাচর্যের উপযুক্ত শীলে পরিপূর্ণতায় শীল ভাবনা করিয়াছে), ভাবিতচিত্ত হইয়াছে এবং ভাবিত প্রজ্ঞা হইয়াছে সে যোগী বা ভিক্ষু হইয়া থাকে। (অথবা ইন্দ্রিয় সংবরণ দ্বারা পঞ্চদ্বার কায়ভাবনা করা হইয়াছে বলিয়া ভাবিতকায়। অবশিষ্ট শীলগুলো ভাবিতশীল। সম্যক কায় ভাবনায় নিত্য স্মৃতি রক্ষা করায় কায় দুশ্চরিত্র পরিত্যাগ হয় এবং অনবদ্য উত্থান সম্প্রাপ্ত হয় বা উন্নতি সম্পাদিত হয়। সেইরূপ শ্রেষ্ঠশীলে কৃতকার্য হইলে নিঃশেষরূপে মিথ্যাকথার এবং মিথ্যাজীবিকার পরিত্যাগ কার্য সম্পাদিত হয়। চিত্ত প্রজ্ঞাসমূহে আর ভাবিত বিষয়সমূহে সম্যকস্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে এইরূপ হইয়া থাকে তাদৃশ স্বভাব হেতু তদুভয় কারণের জন্য এই অর্থ দেখান হইয়াছে যে—'কায়ে ভাবনা করা হইলে' ইত্যাদি)। কায়ে ভাবনা করা হইলে দুই প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনা চলিয়া থাকে; যথা : সম্যক কর্ম এবং সম্যক চেষ্টা, শীল ভাবনা করা হইলে দুই প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনা চলিয়া থাকে; যথা : সম্যক বাক্য এবং সম্যক জীবিকা, চিত্তে ভাবনা করা হইলে দুই প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনা চলিয়া থাকে; যথা : সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি, প্রজ্ঞায় ভাবনা করা হইলে দুই প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনা চলিয়া থাকে; যথা : সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প। উহাতে যাহা সম্যক কর্ম আর যাহা সম্যক চেষ্টা উহা কায়িক হইয়া থাকে আর চৈতসিক হইয়া থাকে। উহাতে যাহা কায়সংগ্রহ উহা কায়ে ভাবিতে বা চিন্তা করিতে ভাবনা চলিয়া থাকে, যাহা চিত্তসংগ্রহ উহা চিত্তে ভাবনা চলিয়া থাকে। সেই শমথ বিদর্শন ভাবনা করিলে পঞ্চবিধ অধিগম বা লাভ (অর্থাৎ আর্যমার্গ লাভ এইরূপ অবস্থাবিশেষ বলে পাঁচভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে) হইয়া থাকে, যেমন—**১.** ক্ষিপ্র বা ত্বরিত

লাভও হইয়া থাকে (অর্থাৎ আর্যমার্গ ত্বরিত একবারমাত্র একচিত্তক্ষণের মধ্যে চারি সত্যে নিজের অর্জনের যোগ্য বিষয় অর্জন করিয়া থাকে, ইহা লৌকিক সমাপত্তির ন্যায় বশীভূত ভাবনাকৃত্য নহে বলিয়া ত্বরিত লাভ হইয়া থাকে), ২. বিমুক্তি লাভও হইয়া থাকে (অর্থাৎ নিত্য বিমুক্তিবশে পরিত্যাগের যোগ্য বিষয় পরিত্যক্ত হয় বলিয়া বিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে), ৩. মহাধিগম বা মহালাভও হইয়া থাকে (অর্থাৎ লৌকিক মহান শীল স্কন্ধাদির লাভ বা অর্জন হয় বলিয়া মহাধিগম হইয়া থাকে), ৪. বিপুলাধিগম বা বিপুলভাবে লাভও হইয়া থাকে (অর্থাৎ উহাদের বিপুল ফলসমূহের লাভ হয় বলিয়া বিপুলাধিগম হইয়া থাকে), ৫. অনবশেষাধিগম বা অনবশিষ্টতা লাভও হইয়া থাকে (অর্থাৎ নিজের কর্তব্যের কদাচিৎ অনবশেষ থাকে বলিয়া অথবা অবশিষ্ট একেবারে থাকে না বলিয়া অনবশেষাধিগম হইয়া থাকে)। উহাতে শমথ দ্বারা ক্ষিপ্রলাভ, মহালাভ এবং বিপুল লাভ হইয়া থাকে, বিদর্শন দ্বারা বিমুক্তি লাভ এবং অনবশেষ বা অনবশিষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

৫৬. উহাতে যাহা দেশনা করা হইয়াছে তাহা দশবল সংযুক্ত শাস্তা বা বুদ্ধ উপদেশ দ্বারা শ্রাবককে বা শিষ্যকে বিনীত করিয়াছেন ধোকা দেন নাই, প্রতারণা করেননি। সেই উপদেশ তিন প্রকার; যথা : ইহা কর, এই উপায়ে কর এবং যাহারা করে উহা তাহাদের ভবিষ্যৎ হিতের জন্য হইবে সুখের জন্য হইবে। সে সেইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত, সেইরূপ অনুশাসিত, সেইরূপ সম্পাদনকারী, সেইরূপ অনুসরণকারী, সেই ভূমি (অর্থাৎ যেই ভূমি লাভের জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই দর্শনভূমি এবং ভাবনা ভূমি) লাভ করিতে পারিবে না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। সে সেইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত, সেইরূপ অনুশাসিত কিন্তু শীলস্কন্ধ অপরিপূরণকারী সেই ভূমিক্রমে লাভ করিতে পারিবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। সে সেইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত, সেইরূপ অনুশাসিত, শীলস্কন্ধ ও পরিপূরণকারী সেই ভূমি ক্রমে লাভ করিতে পারিবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। তাহারা সম্যকসম্বুদ্ধের (উপদিষ্ট) স্মৃতি ভাবনা করিয়াছে, এই ধর্মসমূহ দ্বারা সম্বোধি জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। তাহারা সর্বপ্রকার আস্রব পরিক্ষয়ের স্মৃতি ভাবনা করিয়াছে, ইহাতে আস্রবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। যাহার জন্য সেই সেই ধর্মদেশনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ অনুরাগ ইত্যাদির মধ্যে যাহাকে পরিত্যাগের জন্য অশুভ ভাবনাদি ধর্ম বলা হইয়াছে) তাহা সম্পাদনকারীর সম্যক দুঃখক্ষয়ে উপনীত করে না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।

যেই শ্রাবক পূর্বে বা প্রথমে সেই ধর্মানুধর্ম প্রবিষ্ট হইয়াছে ঠিক গতিপথে প্রবিষ্ট হইয়াছে যথাধর্ম আচরণকারী হইয়াছে, সে পরে উন্নত অভিজ্ঞা প্রতিসম্ভিদাদি প্রাধান্য প্রত্যক্ষ বা লাভ করিতে পারিবে না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। যেই ধর্মসমূহ বাধা সৃষ্টিকারী সেই ধর্মসমূহ অনুসরণ করা হইলে যথেষ্টভাবে অন্তরায় বা বিঘ্ন হয় না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। যেই ধর্মসমূহ অনীয়ানিক বা মুক্তিপথে নিয়া যায় না (অর্থাৎ আর্যমার্গ বর্জিত সর্বপ্রকার ধর্ম) সেই ধর্মসমূহ তৎকারীকে বা তদানুসরণকারীকে সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ে চালিত করে বা নিয়া যায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। যেই ধর্মসমূহ নীয়ানিক বা মুক্তিপথে নিয়া যায় (অর্থাৎ আর্যমার্গ-সমন্বিত সর্বপ্রকার ধর্ম) সেই ধর্মসমূহ তৎকারীকে বা তদানুসরণকারীকে সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ে চালিত করে বা নিয়া যায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। যেই শ্রাবক সে সেই সউপাদিশেষ অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু ক্রমে লাভ করিতে পারিবে না এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। দৃষ্টিসম্পন্ন (অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন) আর্যশ্রাবক হস্ত দ্বারা বা পদ দ্বারা মাতাকে বাঁচিয়া থাকা হইতে বঞ্চিত করে, অতিবধ করে (অর্থাৎ মাতৃহত্যা করে বা করিয়া থাকে) এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। পৃথগ্‌জন (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ক্লেশপুঞ্জসমূহের জননাদি কারণ দ্বারা পুথুজ্জন বা পৃথগ্‌জন) হস্ত দ্বারা বা পদ দ্বারা মাতাকে বাঁচিয়া থাকা হইতে বঞ্চিত করে অতিবধ করে (অর্থাৎ মাতৃহত্যা করে বা করিয়া থাকে) এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। এইরূপে পিতাকে, অর্হৎকে, ভিক্ষুকে।

দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌গল (সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) সংঘভেদ করায় অথবা সংঘে ভিন্ন ভিন্ন সংঘ গঠন করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পৃথগ্‌জন সংঘভেদ করায় অথবা সংঘে বিভিন্ন সংঘ গঠন করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন দুষ্টচিত্ত (অর্থাৎ বধ করিবার চিত্ত দ্বারা প্রদুষ্টচিত্ত) ব্যক্তি জীবমান তথাগতের শরীর হইতে রক্তবিন্দু পাত করায় অথবা দুষ্টচিত্ত (অর্থাৎ ধ্বংস করিবার চিত্ত দ্বারা প্রদুষ্টচিত্ত) ব্যক্তি পরিনির্বাপিত তথাগতের স্তূপ (অর্থাৎ বুদ্ধের শরীরাবশিষ্ট ধাতু ইত্যাদি নিধানকৃত চৈত্য বা মন্দির) ধ্বংস করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পৃথগ্‌জন দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি জীবমান তথাগতের শরীর হইতে রক্তবিন্দু পাত করায় অথবা দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি পরিনির্বাপিত তথাগতের স্তূপ ধ্বংস করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জীবন ধারণের কারণে অন্য শাস্তাকে শাস্তা বলিয়া প্রমাণ করায় (অর্থাৎ আমার এই শাস্তা বা

শিক্ষক শাস্তার কার্য করিতে সমর্থ ভবান্তরেও অন্য তির্থঙ্করকে প্রমাণ করায় 'ইনি আমার শাস্তা' এইরূপ ধারণা করায়) এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। পৃথগ্জন ব্যক্তি অন্য শাস্তাকে শাস্তা বলিয়া প্রমাণ করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার বাহিরে অন্য দান বা দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করায় (অর্থাৎ এই বুদ্ধশাসনের বাহিরে অন্য শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণকে 'ইনি দক্ষিণা বা দানের উপযুক্ত পাত্র, ইহাকে দান দিলে মহাফল হইবে' অভিপ্রায়ে তাহাকে অনুসরণ করাইয়া থাকে অর্থ) এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। পৃথগ্জন ব্যক্তি ইহার বাহিরে অন্য দান বা দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কৌতুহল মঙ্গল দ্বারা শুদ্ধি সাধন করায় (অর্থাৎ 'ইহার দ্বারা ইহা হইবে' এইরূপ প্রবর্তন করিয়া কৌতুহলের অনুরূপ দৃষ্ট-শ্রুত-স্পর্শ অথবা কৌতুহলবশত দৃষ্টমাঙ্গলিক, শ্রুতমাঙ্গলিক ও স্পর্শমাঙ্গলিকের অনুরূপ নিজের শুদ্ধিতা পবিত্রতা বিশ্বাস করাইয়া থাকে) এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। পৃথগ্জন ব্যক্তি কৌতুহল মঙ্গল দ্বারা শুদ্ধি সাধন করায় এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। স্ত্রীলোক চক্রবর্তী রাজা হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পুরুষ চক্রবর্তী রাজা হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। স্ত্রীলোক শক্রদেব নমস্য অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পুরুষ শক্রদেব নমস্য অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র শক্রদেব হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। স্ত্রীলোক পাপীমার হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পুরুষ পাপীমার হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে।

৫৭. স্ত্রীলোক মহাব্রহ্মা হইয়া থাকে এইরূপ বিদ্যমান নাই, পুরুষ মহাব্রহ্মা হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। স্ত্রীলোক তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, পুরুষ তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। দুইজন তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অপূর্ব আশ্চর্য (অর্থাৎ পূর্বেও একসঙ্গে উৎপন্ন হয়নি পরেও একসঙ্গে উৎপন্ন হইবেন না) একটি মাত্র লোকধাতুতে (অর্থাৎ দশ সহস্র লোকধাতু বা চক্রবাল যাহাকে জাতিক্ষেত্র বা জন্মক্ষেত্র বলা হয়। সেই লোকধাতু বা দশসহস্র চক্রবাল তথাগতের মাতৃগর্ভে প্রবেশকাল হইতে কম্পিত হইতে থাকে। আজ্ঞাক্ষেত্র কিন্তু কোটিশত চক্রবাল যাহা একসঙ্গে সংবর্তিত হইয়া থাকে এবং বিবর্তিত হইয়া থাকে, যেই যেইখানে আটানাটিয় পরিত্রাণাদিরও আজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিষয়ক্ষেত্র অপরিমিত)। উৎপন্ন

হইয়া থাকেন অথবা ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, একজনমাত্র তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ একটিমাত্র লোকধাতুতে উৎপন্ন হইবেন অথবা ধর্মদেশনা করিবেন এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। চরম পর্যায়ের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের ইষ্ট বা প্রীতিকর কান্তপ্রিয় মনোজ্ঞ বিপাক বা ফলদান হইবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, চরম পর্যায়ের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের অপ্রীতিকর বিশ্রী অপ্রিয় অমনোজ্ঞ বিপাক হইবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে। চরম পর্যায়ের সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের অপ্রীতিকর বিশ্রী অমনোজ্ঞ বিপাক হইবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, চরম পর্যায়ের সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের ইষ্ট বা প্রীতিকর কান্তপ্রিয় মনোজ্ঞ বিপাক হইবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে।

অন্যতর বা যেকোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ যে কেউ প্রব্রজিত মাত্রই শ্রমণজাতি মাত্রই ব্রাহ্মণ) কুহক বা প্রবঞ্চক, কারণ সংযুক্ত করিয়া কথা কথক বা দৈবজ্ঞ সেই প্রবঞ্চণাকে, কারণ সংযুক্ত করিয়া কথা কথনকেও দৈবজ্ঞত্বকে পূর্বগামী করিয়া পঞ্চনীবরণ অপরিত্যক্ত চিত্তের অবিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে দুর্বল করিবার জন্য চারি প্রকার স্মৃতিতে অবস্থান করিয়া সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনা বা চিন্তা না করিয়া অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি জ্ঞান বোধিজ্ঞান লাভ করিবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সর্বপ্রকার দোষ অপগত বা অপসারিত পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত চিত্তের অবিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে দুর্বল করিবার জন্য চারি প্রকার স্মৃতি প্রস্থানে উপস্থিত স্মৃতিতে অবস্থান করিয়া সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনা করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি জ্ঞানে বোধিজ্ঞান লাভ করিবে এইরূপ কারণ বিদ্যমান আছে।

যাহা এইখানে জ্ঞান (অর্থাৎ যাহা ইহাতে কথিত মতে স্থানে স্থান এবং অস্থানে অস্থান সম্বন্ধীয় প্রবর্তিত জ্ঞান) উহা হেতু হইতে (অর্থাৎ সেই স্থানেরও অস্থানের হেতু হইতে) স্থান হইতে (অর্থাৎ সেইক্ষণে এইরূপ প্রত্যক্ষ অবধারণ হইতে) অসঙ্কীর্ণভাব হইতে (অর্থাৎ ওধি বা সীমার অভাব বা অসীম, কিঞ্চিম্মাত্র অনবশেষ অর্থ) ইহাকে বলা হয় স্থান এবং অস্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রথম তথাগত বল। এইরূপে স্থান এবং অস্থানভাবগত সমস্তই (অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংস্কারধর্ম বা উৎপন্নশীল স্বভাবধর্ম) ক্ষয় স্বভাবযুক্ত ব্যয় স্বভাবযুক্ত বিরাগ স্বভাবযুক্ত নিরোধ বা নিবৃত্তি স্বভাবযুক্ত, (এইভাবে সেই উৎপন্নশীল ও প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা উপাদানভূত সত্ত্বগণের) কেউ কেউ (ধর্ম আচরণ করিয়া), স্বর্গে বা সুগতিতে গমন করিয়া থাকে, কেউ কেউ (অধর্ম আচরণ বা পাপকার্য করিয়া) অপায়ে বা দুর্গতি গমন করিয়া থাকে, কেউ কেউ

(কর্মক্ষয়কারী আর্যমার্গ প্রতিপন্ন হইয়া) নির্বাণে গমন করিয়া থাকে ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন।

৫৮. (আর্য ও অনার্য প্রভৃতি এমনকি স্বয়ং নিজেও) সর্বপ্রকার জীব মরিবে, মরণের অন্ত পর্যন্তই জীবনধারণ এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে পাপ ও পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির জন্য গমন করিবে।

পাপকর্মকারীরা পাপকার্য করিয়া নরকে গমন করে, পুণ্যকর্মকারীরা পুণ্যকার্য করিয়া সুগতি স্বর্গ ব্রহ্মলোকে গমন করে আর অপরেরাও (আর্য) মার্গ ভাবনা করিয়া অনাসব হইয়া (নির্বাণে) পরিনির্বাপিত হইয়া থাকেন।

সর্বপ্রকার সত্ত্ব ইহা আর্য, অনার্য, শরীর বিদ্যমানতায় সংশ্লিষ্ট এবং শরীরের বিদ্যমানতা অতিক্রান্ত (অর্থাৎ অশরীরি বিদ্যমান) সত্ত্ব বা জীবগণ মরিবে। দুই প্রকার মরণ দ্বারা মরিবে; যথা : অসঙ্গত মরণ দ্বারা মরিবে এবং সঙ্গত মরণ দ্বারা মরিবে। শরীর বিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট সত্ত্বগণের মরণ সঙ্গত মরণ আর শরীরের বিদ্যমানতা অতিক্রান্ত সত্ত্বগণের মরণ অসঙ্গত মরণ। মরণের অন্ত পর্যন্তই জীবনধারণ ইহা আয়ুক্ষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের উপরোধ বা রোধ হওয়ার দ্বারা জীবনধারণ মরণ পর্যন্ত। যথাকর্ম বা কর্ম অনুযায়ী গমন করিবে ইহা কর্মই সম্বল বা সম্পত্তিস্বরূপ অবস্থা। পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইবে ইহা কর্মসমূহের ফল এবং অভিনিবেশ বা উপস্থিতি দেখান হইয়াছে। পাপকর্মকারী নরকে ইহা অপুণ্য বা পাপ সংস্কার দ্বারা নরকে, পুণ্যকর্ম দ্বারা সুগতি ইহা পুণ্য বা পুণ্যসংস্কার দ্বারা সুগতিতে গমন করিবে আর অপরেরাও (আর্য) মার্গ ভাবনা করিয়া অনাসব হইয়া পরিনির্বাপিত হইয়া থাকে, ইহা সমস্ত সংস্কারকে অতিক্রমকরণ। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'সর্বপ্রকার সত্ত্ব... পূর্ববৎ, অনাসব হইয়া পরিনির্বাপিত হইয়া থাকে'। সর্বপ্রকার সত্ত্ব বা জীব মরিবে, মরণের পূর্ব পর্যন্ত জীবনধারণ, নিজ নিজ কর্ম অনুসারে পাপ ও পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির জন্য গমন করিবে এবং পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে, ইহা যথার্থ ও অন্তদৃষ্টিযুক্ত প্রতিপদ বা উপায়। অপরেরাও মার্গভাবনা করিয়া অনাসব হইয়া পরিনির্বাপিত হয়, ইহা মধ্যমপথ বা উপায়। সর্বপ্রকার সত্ত্ব মরিবে, মরণের পূর্ব পর্যন্ত জীবনধারণ, নিজ নিজ কর্ম অনুসারে পাপ ও পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির জন্য গমন করিবে এবং পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে, ইহা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা। এইরূপে সংসার নিবর্তিত হইয়া থাকে বা সংসারে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। 'সর্বপ্রকার সত্ত্ব মরিবে... পূর্ববৎ, পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে' ইহাতে তিনটি বৃত্ত বা পুনর্জন্মের কালচক্র; যথা : দুঃখবৃত্ত, কর্মবৃত্ত ও ক্লেশবৃত্ত।

অপরেরাও মার্গ ভাবনা করিয়া অনাসব হইয়া পরিনির্বাপিত হয় ইহা বৃত্ত বা পুনর্জন্মের কালচক্রসমূহকে উত্তীর্ণ বিবর্তন বা পিছের দিকে প্রত্যাবর্তন। সর্বপ্রকার সত্ত্ব মরিবে... পূর্ববৎ, পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে, ইহা আদীনব। পুণ্যকর্মকারী সুগতি স্বর্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ইহা আস্বাদ। অপরেরাও মার্গ ভাবনা করিয়া অনাসব হইয়া পরিনির্বাপিত হইয়া থাকে ইহা নিঃসরণ। সর্বপ্রকার সত্ত্ব মরিবে... পূর্ববৎ, পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে ইহা হেতু এবং ফল। পঞ্চস্কন্ধ ফল তৃষ্ণা হেতু। অপরেরাও মার্গ ভাবনা করিয়া অনাসব পরিনির্বাপিত হইয়া থাকে ইহা মার্গ এবং ফল। সর্বপ্রকার সত্ত্ব মরিবে... পূর্ববৎ, পাপকর্মকারী নরকে গমন করিবে ইহা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা।

৫৯. সেই সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা ত্রিবিধ; যথা : তৃষ্ণা সংক্লেশ, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশ এবং দুশ্চরিত্র সংক্লেশ। উহাতে তৃষ্ণা সংক্লেশ তিন প্রকার তৃষ্ণায় নির্দেশিতব্য; যথা : কামতৃষ্ণায়, ভবতৃষ্ণায় এবং বিভবতৃষ্ণায়। ইহা যেই যেই বস্তু দ্বারা (অর্থাৎ রূপভব অরূপভব ইত্যাদি দ্বারা) আকর্ষিত হয় সেই সেইভাবে নির্দেশিতব্য। উহা বিস্তৃতাকারে ছত্রিশ প্রকার (অর্থাৎ কামতৃষ্ণা তাবৎ পরিমাণে রূপাদি বিষয়ভেদে ছয় প্রকার, সেইরূপ ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণাসহ আঠারো প্রকার, এইরূপে উহা অভ্যন্তরিক রূপাদিতে আঠারো প্রকার আর বাহিরের রূপাদিতে আঠারো প্রকার এইরূপ ছত্রিশ প্রকার) তৃষ্ণার দ্বারা জালের ন্যায় আচরিত হইয়া থাকে। উহাতে দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা উচ্ছেদ শাশ্বত দ্বারা নির্দেশিতব্য। যেই যেই বস্তু দ্বারা (অর্থাৎ শুভ সুখ ইত্যাদি বিপল্লাস দ্বারা) দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি বশে দৃঢ় সংকল্প হয় বা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এইরূপে এইখানে সত্যকে অবাস্তব বা অসত্য মনে করিয়া থাকে সেই সেইভাবে নির্দেশিতব্য। উহা বিস্তৃতাকারে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় বা মিথ্যাদৃষ্টি। উহাতে দুশ্চরিত্র সংক্লেশ চেতনা চৈতসিক কর্মে তিন প্রকার দুশ্চরিত্র দ্বারা নির্দেশিতব্য; যথা : কায়দুশ্চরিত্র দ্বারা, বাক্যদুশ্চরিত্র দ্বারা এবং মনোদুশ্চরিত্র দ্বারা। উহা বিস্তৃতাকারে দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ। [আবর্ত হারবিভঙ্গ দ্রষ্টব্য]

অপরেরাও মার্গভাবনা করিয়া অনাসব বা আসক্তি রহিত হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ইহা পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা। তত্র এই বিশুদ্ধতা স্কন্ধবশে ত্রিবিধ, যেমন—১. তৃষ্ণা সংক্লেশ (তৃষ্ণারূপ অবিশুদ্ধতা) শমথ বা প্রশান্তি দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই শমথ বা প্রশান্তি সমাধি স্কন্ধ; ২. দৃষ্টি সংক্লেশ (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ অবিশুদ্ধতা) বিদর্শন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে সেই বিদর্শন

প্রজ্ঞাস্কন্ধ; ৩. দুশ্চরিত্র সংক্লেশ (দুশ্চরিত্ররূপ অবিশুদ্ধতা) সচ্চরিত্র দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সচ্চরিত্র শীলস্কন্ধ। সমস্ত প্রাণী মরিবে, মরণের অন্ত পর্যন্ত জীবনধারণ এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে পাপ ও পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির জন্য গমন করিবে, ইহাতে পাপকর্মকারীদের জন্য নরক ইহা অপুণ্য বা পাপ উপায়; পুণ্যকারীরা সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ইহা পুণ্য উপায়' অপরেরা মার্গ ভাবনা করিয়া আসক্তিহীন হইয়া পরিনির্বাপিত হয় ইহা পাপ-পুণ্য অতিক্রমে উপায়। উহাতে যাহা পুণ্য উপায় আর যাহা পাপ উপায় ইহা সর্বত্র বা তৎ তৎ গমনীয় স্থানে গমন করিবার একক উপায়, ইহাদের একটিতে অপায়ে বা দুর্গতিতে গমন করে আর একটিতে দেবলোকে গমন করে। যাহা পুণ্য পাপ অতিক্রমে উপায়, ইহা তৎ তৎ স্থানে বা নির্বাণে গমন করিবার উপায়। ত্রিবিধ রাশি বা পুঞ্জ; যথা : মিথ্যা বা ভুল বিশ্বাসী পুঞ্জ, সাধুসম্মত পুঞ্জ, অনিশ্চিত পুঞ্জ। উহাতে যাহা মিথ্যাবিশ্বাসী পুঞ্জ আর যাহা সাধুসম্মত পুঞ্জ উহারা তৎ তৎ স্থানে গমনশীল একক উপায়। ইহার কারণ কী? প্রত্যয় গ্রহণ বা সমর্থন করিয়া নরকে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া তির্যগযোনিতে বা পশুপক্ষীকুলে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় বা হেতু গ্রহণ করিয়া প্রেতকুলে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় বা হেতু গ্রহণ করিয়া অসুরকুলে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়, প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া পরিনির্বাপিত হয়। সেইজন্য ইহা সর্বত্র বা তৎ তৎ স্থানে গমনের উপায়। উহাতে হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসঙ্কীর্ণতাভেদে যাহা জ্ঞান ইহাকে বলা হয় সর্বত্র গমনকারী প্রতিপদা বা উপায় (অর্থাৎ লোকিক উপায়) জ্ঞান, ইহা জানা দ্বিতীয় তথাগত বল (অর্থাৎ লোকোত্তর পর্যায়ে স্রোতাপত্তি ইত্যাদি অর্হত্ত্বজ্ঞান)। এইরূপে সর্বত্র গমনকারী প্রতিপদা বা উপায় অনেক ধাতুলোক (অর্থাৎ সত্ত্বগণের উৎপত্তি স্থান বিশেষে অনেক প্রকারের অবস্থা)। সেই সেই গমনকারী প্রতিপদা বা উপায় নানা ধাতুলোক (অর্থাৎ নানা ধরনের অবস্থাবিশেষ)।

উহাতে অনেক প্রকার ধাতুলোক (চক্ষু ইত্যাদি অনেক ধাতু এবং স্কন্ধায়তনাদি লোক) কিরূপ? (স্বরূপদর্শনে) চক্ষুধাতু বা চক্ষু রূপধাতু (দৃশ্যমান বস্তুবিশেষ), চক্ষুবিজ্ঞানধাতু (দৃষ্টিশক্তি), শ্রুতধাতু বা কর্ণ, শব্দধাতু (শব্দধাতু, শব্দরূপ বস্তু), শ্রুতবিজ্ঞান ধাতু (শ্রবণশক্তি), ঘ্রাণ ধাতু বা নাসিকা, গন্ধধাতু (গন্ধরূপ বস্তু), ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু (ঘ্রাণশক্তি), জিহ্বাধাতু বা জিহ্বা, রসধাতু (রসরূপ বস্তু), জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু (আস্বাদন শক্তি), কায়ধাতু বা শরীর, স্পর্শধাতু (স্পর্শরূপ বস্তু), কায়বিজ্ঞান ধাতু

(স্পর্শানুভূতি), মনোধাতু বা মন, ধর্মধাতু (মনের স্বভাবরূপ বিষয়), মনোবিজ্ঞান ধাতু (মনের উদ্ভাবনীশক্তি বা ক্রিয়াকলাপ), পৃথিবীধাতু (মৃত্তিকা), জলধাতু (জল), অগ্নিধাতু (অগ্নি বা তাপ), বায়ুধাতু (বায়ু বা বাতাস), আকাশধাতু (শূন্যতা), বিজ্ঞানধাতু (জল্পনা-কল্পনায় সিদ্ধান্ত বিশেষ), কামধাতু (ক্লেশকাম অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির বা লিপ্সার অবস্থা, বস্তুকাম অর্থাৎ কামাবচর ধর্মসমূহের অবস্থা), ব্যাপাদধাতু (ঈর্ষাপরায়ণ অবস্থা), বিহিংসা ধাতু (নৃশংসতার অবস্থা), নৈষ্ক্রম্যধাতু (নিষ্ক্রমণ অবস্থা), অব্যাপাদধাতু (অহিংসা অবস্থা), অবিহিংসাধাতু (মানবতার বা দয়ার অবস্থা), দুঃখধাতু (দুঃখাবস্থা), দৌর্মনস্যধাতু (মানসিক অশান্তির অবস্থা), অবিদ্যাধাতু (অজ্ঞানতা অবস্থা), সুখধাতু (সুখ অবস্থা), সৌমনস্যধাতু (মানসিক শান্তি অবস্থা), উপেক্ষাধাতু (নয় সুখ নয় দুঃখ তন্মধ্যম অবস্থা), রূপধাতু (রূপভবসমূহের অবস্থা), অরূপধাতু (অরূপভবসমূহের অবস্থা), নিরোধধাতু (তৃষ্ণার নিরোধ বা নিবৃত্তি অবস্থা), সংস্কারধাতু (সংস্কার বা হেতু দ্বারা উৎপত্তিসমূহের অবস্থা), নির্বাণধাতু (নির্বাণ অবস্থা) ইহা অনেক প্রকার ধাতুলোক বা অবস্থা পর্যায়।

৬০. উহাতে নানা প্রকার ধাতুলোক কী রকম? পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানযুক্ত চক্ষুধাতু বা চক্ষু, পরিপূর্ণ জ্ঞানযুক্ত রূপধাতু বা দৃশ্যমান বস্তু, সম্পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু বা দৃষ্টিশক্তি, এইরূপে পূর্ণাঙ্গ নির্বাণধাতু বা নির্বাণ অবস্থা পর্যন্ত সমস্ত ধাতু, ইহা নানা প্রকার ধাতুলোক। এইখানে হেতু ভেদে স্থানভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে যাহা জ্ঞান ইহাকে বলা হয় অনেকধাতু নানাধাতু জ্ঞান, ইহা জানা তৃতীয় তথাগতবল (অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান)। এইরূপে অনেকধাতু নানাধাতুর স্কন্ধায়তনাদি লোকের মধ্যে সত্ত্বগণ যাহা কিছু হীনাদি স্বভাবে মুগ্ধ হয় সেই স্বভাবাদির অবস্থায় দৃঢ় হয় বা অধিষ্ঠান করে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়, যেমন—কেউ কেউ রূপ (দৃশ্যমান বস্তু) ইত্যাদি দর্শনে ইচ্ছুক, কেউ কেউ শব্দাদি শ্রবণে অভিনিবিষ্ট, কেউ কেউ গন্ধাদি আঘ্রাণে ব্যগ্র, কেউ কেউ রসাদি আস্বাদনে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ স্পর্শনে ব্যগ্র, কেউ কেউ ধর্মে বা মনের স্বভাব চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, কেউ কেউ স্ত্রীলোকের ইচ্ছুক, কেউ কেউ পুরুষের ইচ্ছুক, কেউ কেউ ত্যাগে ব্যগ্র, কেউ কেউ হীনকার্যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ প্রণতি বা সৎকার্যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কেউ কেউ দেবলোকের প্রতি একাগ্রচিত্ত, কেউ কেউ মনুষ্যলোকের প্রতি একাগ্রচিত্ত, কেউ কেউ নির্বাণ লাভে একাগ্রচিত্ত। এইখানে হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে ‘ইহা শিক্ষায় সুগম বা শাসনীয়, ইহা শিক্ষায় সুগম

নহে বা অশাসনীয়, ইহা স্বর্গগামী, ইহা দুর্গতিগামী ইহাকে বলা হয় সত্ত্বগণের হীনাদি বশে নানা প্রকার অনুরক্ততা জ্ঞান, ইহা জানা চতুর্থ তথাগত বল।

(সেই হীন প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও প্রণীত প্রবৃত্তিবিশিষ্ট সত্ত্বগণ) যথানুরূপ দৃঢ় সংকল্প হইয়া থাকে আর সেই সেই প্রবৃত্তি অনুসারে কর্তব্য মনে করিয়া নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই কর্মসম্পাদন ছয় প্রকার হইয়া থাকে; যথা : কেউ লোভবশে কর্ম সম্পাদন করে, কেউ দ্বেষবশে কর্ম সম্পাদন করে, কেউ মোহবশে কর্ম সম্পাদন করে, কেউ শ্রদ্ধাবশে কর্ম সম্পাদন করে, কেউ বীর্য বা উৎসাহবশে কর্ম সম্পাদন করে আর কেউ প্রজ্ঞা বা বিশেষ জ্ঞান বলে কর্ম সম্পাদন করে। উহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা : সংসারগামী এবং নির্বাণগামী। উহাতে যাহা যাহা লোভবশে, দ্বেষবশে ও মোহবশে কার্য সম্পাদন করা হয়, ইহা কৃষ্ণ বা পাপকর্ম পাপ বিপাক বা পাপকর্মের ফল দান। উহাতে যাহা যাহা শ্রদ্ধা (দশকুশল কর্মপথ) বশে ও বীর্যবশে কার্য সম্পাদন করা হয়, ইহা শুক্ল বা পুণ্যকর্ম পুণ্যবিপাক বা পুণ্যকর্মের ফল দান। উহাতে যাহা যাহা লোভবশে, দ্বেষবশে ও শ্রদ্ধাবশে কার্য সম্পাদন করা হয়, ইহা পাপ-পুণ্য মিশ্রিত বিপাক বা মিশ্রিত কর্মের ফল দান। উহাতে যাহা যাহা বীর্যবশে ও প্রজ্ঞাবশে কার্য সম্পাদন করা হয়, ইহা পাপরহিত-পুণ্যরহিত কর্ম পাপরহিত-পুণ্যরহিত বিপাক বা ফল দান (ঈদৃশ কর্মবিপাক কর্মক্ষয়কারী চতুমার্গ চেতনা), ইহাই উত্তমকর্ম শ্রেষ্ঠকর্ম এবং ইহা কর্মক্ষয়ের দিকে চালিত করে।

চারি প্রকার কর্মানুষ্ঠান বা কার্য সম্পাদন; যথা : ১. এক প্রকার কর্মানুষ্ঠান আছে যাহাতে বর্তমানে সুখ পাইয়া থাকে কিন্তু ভবিষ্যতে দুঃখজনক ফল প্রদান করিয়া থাকে, ২. এক প্রকার কর্মানুষ্ঠান আছে যাহাতে বর্তমানে দুঃখ পাইয়া থাকে কিন্তু ভবিষ্যতে সুখজনক ফল প্রদান করিয়া থাকে, ৩. এক প্রকার কর্মানুষ্ঠান আছে যাহাতে বর্তমানেও দুঃখ পাইয়া থাকে ভবিষ্যতেও দুঃখজনক ফল দিয়া থাকে, ৪. এক প্রকার কর্মানুষ্ঠান আছে যাহাতে বর্তমানেও সুখ পাইয়া থাকে ভবিষ্যতেও সুখজনক ফল দিয়া থাকে আরও যাহা যাহা এই জাতীয় বা এই প্রকার কর্মানুষ্ঠান আছে। কোনো ব্যক্তির দ্বারা অকুশল কর্মানুষ্ঠান রাশিকৃত অপরিপক্ব (বিপাককে ফল দানকে) বিপাক প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হইলে সেই ব্যক্তি নির্বিদা লাভে বা আর্যমার্গে গমনে সমর্থ হয় না ভগবান এইরূপ উপদেশ দেন নাই। যেমন দেবদত্তকে, কোকালিককে, সুনক্ষত্রকে, লিচ্ছবিপুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অন্য যেই মিথ্যা বিশ্বাসী সত্ত্বগণ আছে এই সত্ত্বগণের (ব্যক্তিগণের) রাশিকৃত অকুশল

যতদিন পরিপূর্ণ হয় না ততদিন পরিপূর্ণ হইতে থাকে, পূর্ণতায় বর্ধিত হইয়া থাকে, সম্পূর্ণমার্গ পূর্ণ করে, শিক্ষায় সুগমতা বা শাসনীয়তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে ভগবান তাহাদিগকে (নির্বিদা লাভে আর্যমার্গে গমনে) কর্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে বা সমাপ্ত হয়নি বলিয়া পরামর্শ দিয়াছেন, যেমন গোব্রতিক পূর্ণকে এবং কুকুরব্রতিক অচেলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির অকুশল কার্যানুষ্ঠান পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ণরূপে ফল উৎপাদন করিয়াছে, মার্গ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে, শিক্ষায় সুগমতা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছে। ভগবান তাহাকে কার্য অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন যেমন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে বলিয়াছিলেন।

৬১. সর্বপ্রকার কর্মের বিপাক বা ফল দান মৃদু-মধ্যম-অধিক মাত্রায় বা তীব্র। উহাতে মৃদু শান্তভাবের আয়োজন বা উদ্যোগ, মধ্যম অবশেষ কুশল সংস্কার বা অত্যাবশ্যক অবস্থা আর অধিক মাত্রা বা তীব্র অকুশল সংস্কার। এইখানে হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে যাহা জ্ঞান যেমন 'ইহা দৃষ্টধর্ম বেদনীয় (অর্থাৎ আত্মভাবে বা এই সংসারে সশরীরে বর্তমান থাকা অবস্থায় অনুভবনীয় ফল), ইহা উপপজ্জ বেদনীয় (অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরবর্তী জন্মে বা উৎপন্ন ভবে অনুভবনীয় ফল), ইহা অপরাপরিয় বেদনীয় (অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরবর্তী যেকোনো জন্মে অনুভবনীয় ফল), ইহা নরকে বেদনীয় বা অনুভবনীয়, ইহা পশুপক্ষী ইত্যাদি তির্যগকুলে অনুভবনীয়, ইহা প্রেতকুলে অনুভবনীয়, ইহা অসুরকুলে অনুভবনীয়, ইহা দেবলোকে অনুভবনীয়, ইহা মনুষ্যকুলে অনুভবনীয়' ইহাকে বলা হয় অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের কর্ম অনুষ্ঠানসমূহের হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে বিপাক বা ফলদান সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান, ইহা জানা পঞ্চম তথাগত বল। [একটি মাত্র জবন বারের সপ্ত চেতনায় প্রথম চেতনার নাম দৃষ্টধর্ম বেদনীয়, অন্তিম বা শেষ চেতনার নাম উপপজ্জ বেদনীয় আর মধ্যের পাঁচটি চেতনার নাম অপরাপরিয় বেদনীয়]

৬২. সেইরূপ সম্পাদনকারীদের, কর্মসমূহের সম্পাদনকারীদের ধ্যানসমূহের, বিমোক্ষসমূহের, সমাধিসমূহের ও সমপত্তিসমূহের, ইহা (প্রতিপক্ষ ধর্মবশে ক্লিষ্টভাব অর্থ) সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা, 'ইহা (প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ দ্বারা বিশুদ্ধকরণে) বিশুদ্ধতা, ইহা উত্থান (অর্থাৎ সুঅভ্যস্ত ধ্যানে ভবাঙ্গের পর উত্থান বা জাগরণ), এইরূপে সংক্লিষ্ট হইবে, এইরূপে পরিশুদ্ধ হয়, এইরূপে উত্থিত হয়' বলিয়া অনাবরিত জ্ঞান। উহাতে ধ্যান কত প্রকার? (রূপারূপবশে) ধ্যান চারি প্রকার, বিমোক্ষ কয় প্রকার? একাদশ প্রকার

বিমোক্ষ, অষ্টবিধ বিমোক্ষ, সপ্তবিধ বিমোক্ষ, ত্রিবিধ বিমোক্ষ ও দুই প্রকার বিমোক্ষ। সমাধি কত প্রকার? ত্রিবিধ সমাধি; যথা : সবিতর্ক-অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি। (চিত্ত একাগ্রতা সদ্ভাব হইতে অষ্টবিধ সমাপত্তি ধ্যানবশে) সমাপত্তি কয় প্রকার? পঞ্চবিধ সমাপত্তি; যথা : সংজ্ঞা সমাপত্তি, অসংজ্ঞা সমাপত্তি, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা সমাপত্তি, বিভূত বা শান্ত সমাপত্তি এবং নিরোধসমাপত্তি। উহাতে সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা কিরূপ? প্রথম ধ্যানের কামরাগ ব্যাপাদ (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধীয় ভাবাবেগ ও বিদ্বেষ) অবিশুদ্ধতা, যাহা যাহা কুক্কুট বা মোরগ সদৃশ ধ্যানীর প্রথম দুইটি ধ্যান (অর্থাৎ অবিশুদ্ধ অবিরাগ অবস্থায় প্রারম্ভিক বাহুল্যতা করিয়া ধ্যান আরম্ভকারী প্রথম ধ্যান অথবা দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করিয়া উহাতেই ক্ষান্ত হয় আর অধিক অগ্রসর হয় না, এইরূপ চতুর্বিধ ধ্যানীকে কুক্কুট ধ্যানী বলা হয়) আর যাহা কিছু হানভাগীয় (অর্থাৎ পরিত্যাগের সহায়ক) সমাধি ইহা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা। উহাতে বোদান বা বিশুদ্ধতা কিরূপ? প্রথম ধ্যানের নীবরণ (মনের বাধা) পরিশুদ্ধি, কুক্কুট ধ্যানীর শেষের দুইটি ধ্যান আর যাহা কিছু বিশেষভাগীয় (শ্রেষ্ঠতা অর্জনকারী) সমাধি ইহা বিশুদ্ধিতা। উহাতে উত্থান বা জাগরণ কিরূপ? যাহা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থান বা জাগরণ নিপুণতা ইহা উত্থান বা জাগরণ। এইখানে যাহা হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে জ্ঞান ইহাকে বলা হয়। সর্বপ্রকার ধ্যানবিমোক্ষ সমাধি সমাপত্তিসমূহের অবিশুদ্ধতায় বিশুদ্ধতা উত্থান বা জাগরণ জ্ঞান, ইহা জানা ষষ্ঠ তথাগত বল।

৬৩. সেই অনন্তর ফল নির্দেশে ধ্যানাদি পর্যায় দ্বারা কথিত সমাধির পরিষ্কার বা উপকরণ তিন প্রকার ধর্ম; যথা : (শ্রদ্ধা ও স্মৃতি) ইন্দ্রিয়সমূহ, (হ্রী ও ঔত্তাপ্যসহ সেই) বলসমূহ এবং (বীর্যের বা উৎসাহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত বলসমূহের বহু উপকার দর্শনার্থ সেই) বলসমূহ। সেই ইন্দ্রিয়সমূহ বীর্য বা উৎসাহবশে বলসমূহ, আধিপত্য অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অকম্পিত অর্থে বলসমূহ হইয়া থাকে। এইরূপে সেই (অবিশদ) মৃদু, (নাতিবিশদ) মধ্যম এবং (অতিবিশদ) অধিক মাত্রা (বলবৎ তীক্ষ্ণ) ইহা মৃদ্যু ইন্দ্রিয়, ইহা মধ্যম ইন্দ্রিয় এবং ইহা তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়। উহাতে ভগবান তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদেশ দিয়া থাকেন, ভগবান মধ্যম ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সংক্ষিপ্ত-বিস্তৃতভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন, ভগবান মৃদু ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিস্তৃতভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন। উহাতে ভগবান তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে মৃদু (অর্থাৎ ভীষণভাবে নহে লঘুভাবে অপায় ভয় আবর্ত ভয়

ইত্যাদির ভয় প্রদর্শন করিয়া) ধর্মদেশনা জ্ঞাত করাইয়া থাকেন, মধ্যম ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান মৃদু তীক্ষ্ণ (অতিতীক্ষ্ণ নহে এমন) ধর্মদেশনা জ্ঞাত করাইয়া থাকেন আর মৃদু ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান তীক্ষ্ণ ধর্মদেশনা জ্ঞাত করাইয়া থাকেন। উহাতে ভগবান তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে শমথ ভাবনা (অধিকভাবে করিবার জন্য) উপদেশ দিয়া থাকে, মধ্যম ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান শমথ ও বিদর্শন ভাবনা (সমানভাবে করিবার জন্য) উপদেশ দিয়া থাকেন আর মৃদ্যু ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান বিদর্শন ভাবনা (করিবার জন্য) উপদেশ দিয়া থাকেন। উহাতে ভগবান তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে নিঃসরণ উপদেশ দিয়া থাকেন, মধ্যম ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান আদীনব (দোষ) এবং নিঃসরণ উপদেশ দিয়া থাকেন, মৃদু ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ উপদেশ দিয়া থাকেন। উহাতে ভগবান তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অধিপ্রজ্ঞা বা উর্ধ্বতম জ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষা দিয়া থাকে, মধ্যম ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান ঊর্ধ্বতম স্তরের ভাবনা শিক্ষা দিয়া থাকেন আর মৃদু ইন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভগবান অধিশীল বা ঊর্ধ্বতম ধর্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইখানে হেতু ভেদে স্থান ভেদে অসংকীর্ণতা ভেদে যাহা (অর্থাৎ মৃদু-মধ্যম-তীক্ষ্ণ) জ্ঞান ইহা ভূমি ও ভাবনাগত (অর্থাৎ ঈদৃশ ভূমি বা মৃদু-মধ্যম-তীক্ষ্ণ ভাবনাকারী ব্যক্তি এইরূপে সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা ব্যসন বিমুক্ত হইয়া খাঁটি দুগ্ধের ন্যায় স্বচ্ছ সুবিশুদ্ধ ভবাঙ্গগত হইয়া চলে বা চলিতে থাকিবে), এই সময়ে এইরূপে (মৃদু-মধ্যম-তীক্ষ্ণ ভেদে) অনুশাসনের যোগ্য এবং ইহা এইরূপ ধাতুর ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্যক্তি হীনাদি বশে এইরূপে আকর্ষিত হয় এইরূপে প্রবণ হয়), ইহাই তাহার ইচ্ছা বা অবনমন (অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তির শাশ্বত-উচ্ছেদ প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুক্রম ক্ষান্তি প্রকার বা ঝোঁক) ইহাই অনুশয় বা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ ব্যক্তি কামসেবনে যেমন কামগুরুত্বকে, বাকপ্রবৃত্তিকে, কামপ্রবণতাকে জানে সেইরূপ নৈষ্ক্রম্যের গুরুত্বকে, নৈষ্ক্রম্য প্রবৃত্তিকে, নৈষ্ক্রম্য প্রবণতাকে জানে, নৈষ্ক্রম্যসেবনকে যেমন জানে সেইরূপ বিদ্বেষ বা ঈর্ষাপরায়ণতাকে, অদ্বেষ বা অহিংসাকে, আলস্যতা নিষ্ক্রিয়তাকে জানে, আলোক সংজ্ঞায় সেবন যেমন জানে সেইরূপ আলস্যতা নিষ্ক্রিয়তার গুরুত্বকে, আলস্যতা নিষ্ক্রিয়তার প্রবৃত্তিকে, আলস্যতা নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতাকে জানে, ইহাই অনুশয় বা প্রবৃত্তি) ইহাকে বলা হয় পর সত্ত্বগণের (অর্থাৎ প্রস্থানকৃত বা অস্তগত সত্ত্বগণের) পরপুদ্গল বা পরবর্তী ব্যক্তিগণের (অর্থাৎ তৎপরবর্তী সত্ত্বগণের হীন সত্ত্বগণের) শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরভাব ও অপরভাব বিভেদ জ্ঞান, ইহা জানা সপ্তম তথাগত বল।

উহাতে স্মরণ করিবার ইচ্ছা হইলে অনেক প্রকারে নিজের এবং অপরের পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের বিষয় সম্বন্ধে স্মরণ করিয়া থাকেন; যেমন : এক জন্মও, দুই জন্মও, তিন জন্মও, চারি জন্মও, দশ জন্মও, বিশ জন্মও, ত্রিশ জন্মও, চল্লিশ জন্মও, পঞ্চাশ জন্মও, শত জন্মও, সহস্র জন্মও, শতসহস্র জন্মও, অনেক শত জন্মও, অনেক সহস্র জন্মও, অনেক শতসহস্র জন্মও, অনেক সংবর্তকল্পেও (অর্থাৎ আদি বা প্রারম্ভ হইতে ক্ষয়মান কল্পেও), অনেক বিবর্তকল্পেও (অর্থাৎ বর্তমান কল্পেও), অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পেও (অর্থাৎ সংবর্ত সংবর্তস্থায়ী, বিবর্ত ও বিবর্তস্থায়ী এই চতুর্বিধকল্পে যাহাকে সংক্ষেপে বলা যায় চারিশত অসংখ্যকল্প) স্মরণ করিয়া থাকেন যে, অমুক স্থানে (অর্থাৎ অমুক ভবে অথবা অমুক যোনিতে বা কুলে অথবা অমুক গতিতে অথবা অমুক বিজ্ঞান স্থিতিতে অথবা অমুক সত্ত্ব সম্প্রদায়ে বা সেবক সত্ত্বদলে) এই নাম, এই গোত্র, এইরূপ এই বর্ণ, এইরূপ আমার এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভবকারী, এই পর্যন্ত আয়ু ছিল, সে সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক ভবে বা স্থানে অমুক সত্ত্বসম্প্রদায়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তথায়ও তাহার এই নাম, এই গোত্র, এইরূপ বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভবকারী, এই পর্যন্ত আয়ু ছিল, সে সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া এইখানে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে আকারসহ উদ্দেশ বা লক্ষণসহ অনেক প্রকারে ব্যাপৃত পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের বিষয় স্মরণ করিয়া থাকেন।

৬৪. উহাতে স্বর্গে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে মনুষ্যকুলে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে অপায়ে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে ‘এই ব্যক্তির লোভ ইত্যাদি অধিক (পর্যাপ্ত) অলোভ ইত্যাদি মন্দা (অপর্যাপ্ত), এই ব্যক্তির অলোভ ইত্যাদি অধিক (পর্যাপ্ত) লোভ ইত্যাদি মন্দা (অপর্যাপ্ত)। পর্যাপ্ত হউক অথবা অপর্যাপ্ত হউক এই প্রসাদ, (প্রসাদ) দ্বারা অমুক অমুক সত্ত্বসম্প্রদায়ে হউক অথবা কোটিকল্পে হউক অথবা শতসহস্র কল্পে হউক অথবা সহস্র কল্পে হউক অথবা শতকল্পে হউক অথবা এককল্পে হউক অথবা অন্তরকল্পে হউক বা কল্পের মধ্যে হউক অথবা অর্ধকল্পে হউক অথবা এক বৎসরে হউক অথবা অর্ধবৎসরে হউক অথবা মাসে হউক অথবা পক্ষে হউক অথবা দিবসে হউক অথবা মুহূর্তে হউক এই ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয়সমূহ রাশিকৃত হইয়াছে আর এই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ রাশিকৃত হয়নি। যাহা যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তৎ তৎ বিষয় সম্বন্ধে ভগবান অনুস্মরণ করিয়া বিশেষভাবে জানেন।

উহাতে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মানুষের মাংসচক্ষুর দৃষ্টি তথা মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া মনুষ্যচক্ষুর দর্শনের ন্যায় সত্ত্ব বা জীবগণ যে মরিতেছে,

উৎপন্ন হইতেছে, শ্রেষ্ঠকুলে উৎপন্ন হইতেছে, সুশ্রী হইতেছে, বিশ্রী হইতেছে এবং স্বকীয় কর্মের ফল অনুযায়ী সুগতিতে যাইতেছে, দুর্গতি দুঃখময় নরকে যাইতেছে, ইহা দেখেন আর বিশেষভাবে জানিতে পারেন—'এই সত্ত্বগণ নাকি কায়িক দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাচনিক দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মানসিক দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের (বুদ্ধাদি হইতে গৃহী স্রোতাপন্ন পর্যন্ত সকলকে আর্য বলা হয়) নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্মত কার্যসম্পাদনকারী তাহারা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে অপায় দুর্গতি দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সত্ত্বগণ নাকি কায়িক সচ্চরিত্র-সমন্বিত, বাচনিক সচ্চরিত্র-সমন্বিত, মানসিক সচ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক নহে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি সম্মত কার্যসম্পাদনকারী তাহারা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।'

উহাতে স্বর্গে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে, মনুষ্যকুলে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে এবং অপায়ে উৎপন্ন সত্ত্বগণের মধ্যে—'এই ব্যক্তির এই প্রমাদ দ্বারা অথবা এই প্রসাদ দ্বারা এইরূপ কর্ম কোটিকল্পে অথবা শত সহস্র কল্পে অথবা সহস্র কল্পে অথবা শতকল্পে অথবা এককল্পে অথবা কল্পের মধ্যে অথবা অর্ধকল্পে অথবা এক বৎসরে অথবা অর্ধ বৎসরে অথবা এক মাসে অথবা এক পক্ষে অথবা এক দিবসে অথবা এক মুহূর্তে পুঞ্জীভূত হইয়াছে।' ইহা ভগবানের দুই প্রকার জ্ঞান; যথা : পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের স্মৃতিজ্ঞান এবং দিব্যচক্ষু, ইহা জানা অষ্টম ও নবম তথাগত বল।

উহাতে যাহা সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্বধর্ম জ্ঞান হইয়াছে, বিরজ বীতমল (বিমল) সর্বজ্ঞতা জ্ঞান হইয়াছেন, বোধিমূলে মারকে নিহত করিয়াছেন (অর্থাৎ ক্লেশমারকে সমুচ্ছিন্ন বা ধ্বংস করিয়াছেন) ইহা জানা ভগবানের দশম বল অথবা দশম তথাগত বল, সর্বপ্রকার আস্রব পরিক্ষয় জ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ এই দশবল-সমন্বিত।

৪. (খ) ৩. যুক্তি হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৬৫. উহাতে যুক্তি হারসম্পাত কিরূপ?

সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়, সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ করিয়া উদয়-ব্যয় জ্ঞাত হইয়া শারীরিক আলস্যতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা জয়ী ভিক্ষু সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় হইয়া থাকিবে যুক্ত-প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় হইলে সম্যক দৃষ্টি থাকিবে যুক্ত-প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ করিয়া অবস্থান করিলে উদয়-ব্যয় বোধগম্য হইবে যুক্ত-প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, উদয়-ব্যয় বোধগম্য হইলে সর্বপ্রকার দুর্গতি পরিত্যাগ হইবে যুক্ত-প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, সর্বপ্রকার দুর্গতি পরিত্যাগ হইলে সর্বপ্রকার দুর্গতি দুঃখময় ভয় যথাভাবে অতিক্রম করা হইবে যুক্ত-প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

৪. (খ) ৪. পদস্থান হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৬৬. উহাতে পদস্থান বা ভিত্তি হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর ইহা তিন প্রকার সুচরিতের বা সচ্চরিত্রের পদস্থান। সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় ইহা শমথের পদস্থান। সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ ইহা বিদর্শনের পদস্থান। উদয়-ব্যয় জ্ঞাত হইয়া ইহা দর্শনভূমির পদস্থান। শারীরিক আলস্যতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তাজয়ী ভিক্ষু ইহা বীর্য বা উৎসাহের পদস্থান। 'সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করিয়া' ইহা ভাবনার পদস্থান।

৪. (খ) ৫. লক্ষণ হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৬৭. উহাতে লক্ষণ হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। (স্মৃতি সংবরণ ও স্মৃতিবল দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযতকরণ ব্যাপারে নৈষ্ক্রম্য বিতর্কাদি বহুল হইয়া থাকে বলা হইয়াছে)। 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত ব্যক্তির সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় ইহা স্মৃতিন্দ্রিয় আর স্মৃতিন্দ্রিয় গৃহীত হইলে পঞ্চইন্দ্রিয়ের গৃহীত বিষয়বস্তু (বিমুক্তি পরিপক্বভাব দ্বারা) গৃহীত বা এক লক্ষণভূত হইয়া থাকে। সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ ইহাতে সম্যক দৃষ্টি গৃহীত হইলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ গৃহীত হইয়া থাকে। কি প্রকারে? সম্যক দৃষ্টি হইতে সম্যক সংকল্প প্রভাবিত

বা উদ্ভূত হয়, সম্যক সংকল্প হইতে সম্যক বাক্য উদ্ভূত হয়, সম্যক বাক্য হতে সম্যক কর্মান্ত বা সম্যক কর্ম উদ্ভূত হয়, সম্যক কর্মান্ত হইতে সম্যক আজীব বা সম্যক জীবিকা উদ্ভূত হয়, সম্যক জীবিকা হইতে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা উদ্ভূত হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হইতে সম্যক স্মৃতি উদ্ভূত হয়, সম্যক স্মৃতি হইতে সম্যক সমাধি উদ্ভূত হয়, সম্যক সমাধি হইতে সম্যক বিমুক্তি উদ্ভূত হয়, সম্যক বিমুক্তি হইতে সম্যক বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উদ্ভূত হয়।

৪. (খ) ৬. চতুর্ব্যূহ হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৬৮. উহাতে চতুর্ব্যূহ হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। (যেই কারণে অর্থবশে বাক্য কথিত হয়। পদবশে বাক্য কথিত হয়) সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর রক্ষণকরণ পরিপালন বা প্রতিপালন করণ ইহা নিরুক্তি। এইখানে ভগবানের কি অভিপ্রায়? যাহারা দুর্গতিসমূহ হইতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করিবে তাহারা ধর্মচারী বা ধর্মাচরণকারী হইবে, ইহা এইখানে ভগবানের অভিপ্রায়। সারিপুত্র স্থবির ও মৌদ্‌গলায়ন স্থবিরের প্রতি চিত্ত প্রদূষিত বা ক্রোধ করিয়া কোকালিক মহাপদ্ম নরকে উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান ইহা স্মৃতি রক্ষা চিত্ত দ্বারা জ্ঞাত, সূত্রে বলা হইয়াছে : 'স্মৃতি দ্বারা চিত্ত রক্ষা করা কর্তব্য'।

৪. (খ) ৭. আবর্ত হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৬৯. উহাতে আবর্ত হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। (নৈষ্ক্রম্য সংকল্প বহুল কসিনাদি বা কৃৎস্নাদি ভাবনাবশে মৈত্রী ইত্যাদি ভাবনাবশে অথবা লব্ধ চিত্ত একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত মঞ্জুষায় চিত্ত স্থাপন করিয়া সমাধি দ্বারা অথবা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা হইতে যথালব্ধ রক্ষিত বা সংযত চিত্ত নাম হইয়া থাকে বলা হইয়াছে)। সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় ইহা দুঃখ পরিজ্ঞান বা দুঃখ বলিয়া সত্যজ্ঞান। শারীরিক আলস্যতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা জয়ী ভিক্ষু ইহা সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ প্রহাণ বা পরিত্যাগ। সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করে ইহা নিরোধ বা উপশম। এই চারি প্রকার সত্য।

৪. (খ) ৮. বিভক্তি হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭০. উহাতে বিভক্তি হারসম্পাত কিরূপ? ‘সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়’ গাথা। কুশলপক্ষ দ্বারা কুশলপক্ষ, নির্দেশিতব্য, অকুশলপক্ষ দ্বারা অকুশলপক্ষ নির্দেশিতব্য।

৪. (খ) ৯. পরিবর্তন হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭১. উহাতে পরিবর্তন হারসম্পাত কিরূপ? ‘সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়’ গাথা। লৌকিক শমথ বিদর্শন ভাবনা দ্বারা নিরোধ ফল দুঃখ পরিজ্ঞাত হয়, সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ পরিত্যাগ হয়, (অকুশলপক্ষের) প্রতিপক্ষ দ্বারা মার্গ ভাবিত হয়।

৪. (খ) ১০. বিবচন বা প্রতিশব্দ হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭২. উহাতে বিবচন বা প্রতিশব্দ হারসম্পাত কিরূপ? ‘সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়’ গাথা। ‘সেই কারণে রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর’ চিত্ত, মনোবিজ্ঞান, মনোন্দ্রিয়, মনায়তন, বিজানন বা বিশেষরূপে জানিবার জ্ঞান, বিজাননত্ব ইহা বিবচন বা প্রতিশব্দ বা একার্থবাচক শব্দ। ‘সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়’ নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অদ্বেষ বা অহিংসা সংকল্প, নির্দয়তার অবিদ্যমান বা ইহা বিবচন বা প্রতিশব্দ। ‘সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ’ সম্যক দৃষ্টি নামক প্রজ্ঞা অস্ত্র, প্রজ্ঞাখড়্গ, প্রজ্ঞারত্ন, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, প্রজ্ঞাপাচন বা প্রজ্ঞাঙ্কুশ, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ—ইহা বিবচন বা প্রতিশব্দ।

৪. (খ) ১১. প্রজ্ঞপ্তি হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৩. উহাতে প্রজ্ঞপ্তি হারসম্পাত কিরূপ? ‘সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়’ গাথা। সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর ইহা স্মৃতি দ্বারা পদস্থান বা ভিত্তি প্রজ্ঞপ্তি সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় ইহা শমথ ভাবনার ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি। সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ করিয়া

উদয়-ব্যয় জ্ঞাত হইয়া ইহা দর্শনভূমির নিক্ষেপ বা প্রয়োগ প্রজ্ঞপ্তি। শারীরিক আলস্যতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তাজয়ী ভিক্ষু ইহা সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির অনবশেষ প্রহাণ বা পরিত্যাগ প্রজ্ঞপ্তি। সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করে ইহা মার্গের ভাবনা প্রজ্ঞপ্তি।

৪. (খ) ১২. অবতরণ হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৪. উহাতে অবতরণ হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়, সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ' সম্যক দৃষ্টি গৃহীত হইলে পঞ্চইন্দ্রিয়ও গৃহীত হয়, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্যা (জ্ঞান), বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যার (অজ্ঞানতার) নিরোধ বা বিনাশ হয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়, এইরূপে সমস্ত ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ (কার্যকারণনীতি) দ্বারা অবতরণ। সেই পঞ্চইন্দ্রিয় তিন প্রকার স্কন্ধ দ্বারা সংগৃহীত; যথা : শীলস্কন্ধ দ্বারা, সমাধিস্কন্ধ দ্বারা এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধ দ্বারা, ইহা স্কন্ধসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, যেই সংস্কারসমূহ অনাসব এবং ভবাঙ্গও নহে সেই সংস্কারসমূহ ধর্মধাতুতে সংগৃহীত, ইহা ধাতুসমূহ দ্বারা অবতরণ। সেই ধর্মধাতু ধর্মায়তনের অন্তর্ভুক্ত, যেই আয়তন অনাসব এবং ভবাঙ্গও নহে, ইহা আয়তনসমূহ দ্বারা অবতরণ।

৪. (খ) ১৩. শোধন বা সংশোধন হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৫. উহাতে শোধন হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা। যেইখানে আরম্ভ শুদ্ধ হইয়াছে সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে। যেইখানে কিন্তু আরম্ভ শুদ্ধ নহে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না।

৪. (খ) ১৪. অধিষ্ঠান হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৬. উহাতে অধিষ্ঠান হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান

বিষয়' গাথা। সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর একত্বতা বা একত্ব অবস্থা; চিত্ত, মনোবিজ্ঞান—ইহা স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠতা। সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয় ইহা স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য; নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অহিংসা বা অদ্বেষ সংকল্প, অনির্দয়তা বা দয়াসংকল্প, ইহা স্বাতন্ত্র্য বা প্রতিষ্ঠা। সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ একত্ব অবস্থা, সম্যক দৃষ্টি বলিলে বুঝায় যাহা দুঃখ জ্ঞান, দুঃখোৎপত্তির হেতুতে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ জ্ঞান, দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায় জ্ঞান, মার্গে জ্ঞান, হেতুতে জ্ঞান, হেতু উৎপত্তির ধর্মসমূহে জ্ঞান, প্রত্যয়ে জ্ঞান, প্রত্যয় উৎপত্তির ধর্মসমূহে জ্ঞান, যাহা সেই সেই যথাভূত জ্ঞানদর্শনে প্রবেশ লাভ সত্যাগমন বা সত্যতা উপলব্ধি, ইহা স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠতা। উদয়-ব্যয় জ্ঞাত হইয়া একত্ব অবস্থা; উদয় দ্বারা অবিদ্যার প্রত্যয়ে বা কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান ইত্যাদি, এইরূপে সমস্ত দুঃখোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে, ব্যয় দ্বারা অবিদ্যার নিরোধ, অবিদ্যার নিরোধ দ্বারা সংস্কার নিরোধ ইত্যাদি, এইরূপে সমস্ত নিরোধ বা বিনাশ হইয়া থাকে, ইহা স্বাতন্ত্র্য বা প্রতিষ্ঠা। মানসিক অকর্মণ্যতা ও শারীরিক আলস্যতা বা জড়তা জয়ী ভিক্ষু একত্ব অবস্থা; যাহা চিত্তের অকর্মণ্যতা উহাকে নিষ্ক্রিয়তা বুঝায়, যাহা শরীরের লীনত্ব উহাকে অলসতা বা জড়তা বুঝায়, ইহা স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য। সর্বপ্রকার দুর্গতি পরিত্যাগ করে একত্ব অবস্থা, দেব অথবা মনুষ্যের তুলনায় চতুর্বিধ অপায় দুর্গতি, নির্বাণের তুলনায় সর্বপ্রকার উৎপত্তি দুর্গতি, ইহা স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠতা।

৪. (খ) ১৫. পরিষ্কার হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৭. উহাতে পরিষ্কার হারসম্পাত কিরূপ? 'সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়' গাথা—ইহা শমথ-বিদর্শনে পরিষ্কার বা উপকরণ।

৪. (খ) ১৬. সমারোপণ হারসম্পাত বা হারসংযোগ

৭৮. উহাতে সমারোপণ (উত্থিত হওন বা আরোহণ) হারসম্পাত কিরূপ? সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর সম্যক সংকল্প ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞেয়মান বিষয়, সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ করিয়া উদয়-ব্যয় জ্ঞাত হইয়া শারীরিক আলস্যতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তাজয়ী ভিক্ষু সর্বপ্রকার দুর্গতিকে পরিত্যাগ করে।

‘সেই কারণে স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত বা সংযত চিত্ত যোগী ভিক্ষুর’ তিন প্রকার সুচরিত্রের বা সচ্চরিত্রের পদস্থান বা ভিত্তি উহা চিত্তে রক্ষিত হইলে সেই কায়কর্ম, বাক্যকর্ম ও মনোকর্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। ‘সম্যক দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ’ সম্যক দৃষ্টি ভাবিত হইলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা হইয়া থাকে। কি প্রকার? সম্যক দৃষ্টি হইতেই সম্যক সংকল্প প্রভাবিত বা উদ্ভূত হয়, সম্যক সংকল্প হইতে সম্যক বাক্য উদ্ভূত হয়, সম্যক বাক্য হইতে সম্যক কর্ম উদ্ভূত হয়, সম্যক কর্ম হইতে সম্যক জীবিকা উদ্ভূত হয়, সম্যক জীবিকা হইতে সম্যক প্রচেষ্টা উদ্ভূত হয়, সম্যক প্রচেষ্টা হইতে সম্যক স্মৃতি উদ্ভূত হয়, সম্যক স্মৃতি হইতে সম্যক সমাধি উদ্ভূত হয়, সম্যক সমাধি হইতে সম্যক বিমুক্তি উদ্ভূত হয়, সম্যক বিমুক্তি হইতে সম্যক বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উদ্ভূত হয়—ইহা অনুপাদিশেষ (অর্থাৎ শরীর রহিত বা পরিনির্বাপিত) অবস্থার পুদ্গল বা ব্যক্তি এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু বা নির্বাণ অবস্থা।

সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন :

‘প্রথমে ষোলো প্রকার হার দ্বারা আর দিক নির্ণয় হইতে দিক অবলোকন করাইয়া সংক্ষেপত অঙ্কুশ দ্বারাই ত্রিবিধ নয়ে বা ধারায় সূত্র নির্দেশিত হইল।

৫. নয়সমুত্থান

৭৯. উহাতে নয়সমুত্থান বা ক্রমযুক্তি (অর্থাৎ চারি আর্যসত্য জ্ঞাত হইয়া মার্গফলে উন্নীত হইবার ক্রম বা ধারা আরম্ভ) কিরূপ? অবিদ্যার দ্বারা এবং ভবতৃষ্ণার দ্বারা পূর্ব পূর্ব বিষয় (অর্থাৎ অবিদ্যা ও তৃষ্ণা দ্বারা এই হইতে পূর্বের এবং পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের ঘটনাবলী) দৃষ্টিগোচর হয় না। (উহাতে অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণায়) অবিদ্যারূপ নীবরণ (অজ্ঞানতার আবরণ) এবং তৃষ্ণা সংযোজন (তৃষ্ণার বন্ধন)। অবিদ্যারূপ আবরণে আবরিত সত্ত্ব বা প্রাণীগণ অবিদ্যায় সংযুক্ত বা নিশ্রিত হইয়া অবিদ্যাপক্ষে (অর্থাৎ আটশত তৃষ্ণা বিচরণ দ্বারা) বিচরণ করতে থাকে বা বিভ্রান্ত হয় সেই সত্ত্বগণকে বলা হয় দৃষ্টি চরিত্রের বা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন চরিত্রের সত্ত্ব। তৃষ্ণার বন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ তৃষ্ণায় সংযুক্ত হইয়া তৃষ্ণাপক্ষে বিচরণ করিতে থাকে বা বিভ্রান্ত হয় সেই সত্ত্বগণকে বলা হয় তৃষ্ণাচরিত্রের সত্ত্ব। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন চরিত্রের বা মিথ্যাদৃষ্টি বহুল লোকেরা এই শাসনের বাহিরে প্রব্রজিত হইয়া আত্মনিগ্রহ বা নিজ শরীরকে কষ্ট প্রদান কার্যে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। তৃষ্ণা চরিত্রের বা তৃষ্ণা বহুল লোকেরা এই শাসনের বাহিরে প্রব্রজিত হইয়া কামনা বা

ভোগ্যবস্তুসমূহে দৃঢ় সংলগ্ন কার্যে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে।

উহাতে যাহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রের লোকেরা এই শাসনের বাহিরে প্রব্রজিত হইয়া আত্মনিগ্রহ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিচরণ করিতে থাকে আর তৃষ্ণা চরিত্রের লোকেরা এই শাসনের বাহিরে প্রব্রজিত হইয়া কামনাসমূহে কামসুখে দৃঢ় সংলগ্ন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিচরণ করিতে থাকে, ইহার কারণ কী? এই শাসনের বাহিরে কোথায়ও সত্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপন বা বর্ণনা নাই। চারি প্রকার সত্য সম্বন্ধীয় দেশনা বা ব্যাখ্যা নাই অথবা শমথ-বিদর্শন ভাবনায় ব্যুৎপত্তি নাই অথবা (ক্লেশসমূহের) উপশম সুখের উৎপত্তি নাই।

উপশম সুখকে উত্তমরূপে জ্ঞাত না হইয়া বিপরীত পরিকল্পনে তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে—'(আর্যগণের উপশম সুখকে উপেক্ষা করিয়া) এই সুখের তুলনায় সুখ নাই, (শরীর পীড়ন) দুঃখ দ্বারা সুখ নামক বিষয়ে পৌঁছান যায়, যেই ব্যক্তি কামসেবন বা ভোগ বাসনায় আত্মতৃপ্তি সাধন করে সেই ব্যক্তি (পুত্র, নাতি প্রভৃতি পরস্পরায়) সংসার বাড়াইয়া থাকে, যেই ব্যক্তি সংসার বৃদ্ধি করিয়া থাকে সেই ব্যক্তি (নিজের পঞ্চকামগুণে সন্তপ্ত হইয়া পুত্রমুখ দর্শনে) বহু পুণ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।' তাহারা এইরূপ সচেতন এইরূপ দৃষ্টিযুক্ত যে দৃঢ়তায় শরীরকে পীড়া দিয়া সুখের প্রার্থনায় বা কামনায় কামভোগসমূহের মধ্যে পুণ্য প্রাপ্তির সংজ্ঞায় বা সজ্ঞানে আত্মনিগ্রহ করিয়া এবং ভোগ বাসনায় সংযুক্ত থাকিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তদভিজ্ঞ বা তাদৃশ উত্তমরূপে জ্ঞাত সেই সাধকেরা এইরূপে নিজের ব্যক্তিগত রোগসদৃশ ক্লেশ ও অপরাপর রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, গণ্ড বা স্ফোটক সদৃশ রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, শল্য সদৃশ রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাহারা যথাকথিত রোগে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যথাকথিত গণ্ডরোগে পীড়িত হইয়া যথাকথিত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নরকে, তির্যক যোনিতে (অর্থাৎ পশুপক্ষীকুলে), প্রেতকুলে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া উম্মজ্জন-নিমজ্জন (জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে একবার ডুবা একবার ভাসা) করিতে করিতে উদ্‌ঘাত-নির্ঘাত (অর্থাৎ উচ্চ-নীচভাব অথবা ধাক্কা-মৃত্যু বা বিনাশ) নিজে নিজে অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু সেই রোগ-গণ্ড-শল্য মুক্তির ভৈষজ্য বা ওষুধ জানিতে পারে না। উহাতে আত্মনিগ্রহরূপ (শরীরকে পীড়া প্রদানরূপ) এবং কামসেবনরূপ (ভোগবাসনারূপ) অবিশুদ্ধতার শুদ্ধতা শমথ ভাবনা বিদর্শন ভাবনা। আত্মনিগ্রহ ও কামবাসনারূপ রোগ, এই রোগবিনাশক ওষুধ শমথ-বিদর্শন ভাবনা। আত্মনিগ্রহ ও কামবাসনারূপ গণ্ডরোগ, এই গণ্ডরোগবিনাশক ওষুধ শমথ বিদর্শন ভাবনা। আত্মনিগ্রহ ও কামসেবনরূপ শল্যবিদ্ধরোগ, এই শল্য

উদ্ধারণ ওষুধ শমথ-বিদর্শন ভাবনা।

৮০. উহাতে (আত্মনিগ্রহ ও কামবাসনা) সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধ দুঃখ, তৎসংলগ্ন হইয়া থাকা তৃষ্ণা দুঃখোৎপত্তির হেতু, তৃষ্ণা নিরোধ বা নিবৃত্তি দুঃখনিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় শমথ-বিদর্শন—এই চারি প্রকার সত্য। দুঃখকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া দুঃখোৎপত্তির হেতুকে পরিত্যাগ করা উচিত, মার্গ ভাবনা করা উচিত, নিরোধ (উপশম বা নির্বাণ) সাক্ষাৎ দর্শন করা উচিত। উহাতে মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে হয় রূপই (শরীর) আত্মা হইতে সমীপবর্তী হয় (অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রের ব্যক্তিরা মিথ্যাদৃষ্টি প্রবণতার বলবৎ ভাব হইতে রূপ বা শরীরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মাভিনিবেশ বা আত্মানুরাগই বলবৎ, তাদৃশ আত্ম বা নিজের জন্য অভিনিবেশ নহে 'ইহা নয় (ক্রম বা ধারা) অনুভব বা ক্রম ভাবাবেগ' ইত্যাদিতেও), বেদনা বা অনুভূতিই... পূর্ববৎ, সংজ্ঞাই... পূর্ববৎ, সংস্কারই... পূর্ববৎ, বিজ্ঞানই আত্মা হইতে সমীপবর্তী হয়। তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিরা রূপ বা শরীরাধারকে আত্মার সমীপবর্তী হয় বলিয়া গ্রহণ করে (অর্থাৎ তৃষ্ণা চরিত্রের ব্যক্তিরা তৃষ্ণা প্রবণতার বলবৎ ভাব হইতে নিজ রূপ বা শরীরের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকভাবে বাদ না দিয়া অবশিষ্ট বেদনা বা অনুভূতিসমূহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া), তাহারা নিজেই রূপ বা শরীর (অর্থাৎ আত্মাধার রূপ) অথবা শরীরের মধ্যেই আত্মা (অর্থাৎ শরীরাধার আত্মা) বলিয়া গ্রহণ করে, বেদনা বা অনুভূতিই... পূর্ববৎ, সংজ্ঞাই... পূর্ববৎ, সংজ্ঞারই... পূর্ববৎ, বিজ্ঞানই আত্মার সমীপবর্তী হয়। তাহারা নিজেই বিজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মাধার বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের মধ্যেই আত্মা (অর্থাৎ বিজ্ঞানাধার আত্মা) বলিয়া গ্রহণ করে, ইহাকে বলা হয় বিশ প্রকার ভিত্তিক সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ (অর্থাৎ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া সত্য গ্রহণ বশে বিশ প্রকার ভিত্তিক স্মৃতি বিদ্যমানে পঞ্চস্কন্ধ গণনায় অথবা কায়ে স্মৃতি বিদ্যমান থাকায় বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ হইয়া থাকে)।

উহার প্রতিপক্ষ বা বিপরীত লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি, পরবর্তী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি—ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। উহা তিন প্রকার স্কন্ধ সম্বলিত; যথা : শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ। শীলস্কন্ধ ও সমাধিস্কন্ধ শমথ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিদর্শন। উহাতে সৎকায় (আত্মবাদ বা শরীরের বিদ্যমানতা) দুঃখ, সৎকায় হেতু (শরীরের বিদ্যমানতা হেতু) দুঃখোৎপত্তির

হেতু বা কারণ, সৎকায় নিরোধ (শরীরের বিদ্যমানতা নিরোধ বা বিনাশ) দুঃখ নিরোধ বা দুঃখের উপশম, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখকে নিরোধ বা উপশম করিবার উপায়—এই চারিটি সত্য। দুঃখকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া দুঃখোৎপত্তির হেতুকে পরিত্যাগ করা উচিত, মার্গ ভাবনা করা উচিত এবং নিরোধ (উপশম বা নির্বাণ) সাক্ষাৎ দর্শন করা উচিত।

উহাতে যাহারা মনে করে রূপই (শরীর) আত্মা হইতে সমীপবর্তী হয়, বেদনা বা অনুভূতিই... পূর্ববৎ, সংজ্ঞাই... পূর্ববৎ, সংস্কারই... পূর্ববৎ, বিজ্ঞানই আত্মা হইতে সমীপবর্তী হয়, তাহাদিগকে বলা হয় 'উচ্ছেদবাদী (অর্থাৎ ইহাতে রূপ ইত্যাদি পঞ্চস্কন্ধে নিজ হইতে সমীপবর্তী হইয়া রূপ ইত্যাদিকে অনিত্যভাব হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে মৃত্যুর পর আত্মাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইরূপ অভিনিবেশ বা অনুরাগ হইতে উচ্ছেদবাদী বলা হইয়া থাকে)'। যাহারা শরীরাধারকে আত্মার সমীপবর্তী হয় বলিয়া গ্রহণ করে তাহারা নিজেই রূপ (শরীর) অথবা রূপের (শরীরের) মধ্যেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে, বেদনা বা অনুভূতি জ্ঞানকে... পূর্ববৎ, সংজ্ঞা জ্ঞানকে... পূর্ববৎ, সংস্কার জ্ঞানকে... পূর্ববৎ, বিজ্ঞান জ্ঞানকে আত্মার সমীপবর্তী হয় বলিয়া গ্রহণ করে তাহারা নিজেই বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের মধ্যেই আত্ম বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বলা হয় 'শাশ্বতবাদী (অর্থাৎ ইহাতে 'শরীর ধারণকে আত্মার' ইত্যাদি হইতে রূপ ইত্যাদি বিনির্মুক্ত আত্মা অন্য কিছুতেই বিভক্ত হইয়া আছে তৎসমীপবর্তী হইয়া সে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, এইরূপে অভিনিবেশ বা অনুরাগ হইতে শাশ্বতবাদী বলা হইয়া থাকে)'।

উহাতে উচ্ছেদবাদ এবং শাশ্বতবাদ এই উভয় অন্ত ইহা সংসার প্রবৃত্তি বা সংসার সম্বন্ধীয় সংঘটিত বিষয় (ইত্যাদি সত্য নির্ধারণ এবং উহা সুবিজ্ঞেয় বা মনের মধ্যে সুন্দররূপে গৃহীত। উচ্ছেদ-শাশ্বত সংক্ষেপে বিশ প্রকার হেতুভূত সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ। আত্মা ধ্বংস হইয়া যায় এবং আত্মা নিত্য ইত্যাদি প্রবর্তন হইতে উচ্ছেদ-শাশ্বত দর্শন সংক্ষেপত কারণভূত বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি এইরূপেও হয়)। উহার প্রতিপক্ষ বা বিপরীত মধ্যম প্রতিপদ (পথ বা উপায়) আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ ইহা সংসার নিবৃত্তি বা সংসার সম্বন্ধীয় বাধা বা প্রতিবন্ধ। উহাতে প্রবৃত্তি দুঃখ, তদভিসঙ্গ (অর্থাৎ উহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকা) তৃষ্ণা দুঃখোৎপত্তির কারণ, তৃষ্ণার নিরোধ বা উপশম দুঃখের নিরোধ বা উপশম এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোধের উপায়—এই চারি প্রকার সত্য। দুঃখকে উত্তমরূপে জানিয়া দুঃখোৎপত্তির কারণকে পরিত্যাগ করা উচিত, মার্গ ভাবনা করা উচিত এবং নিরোধ বা

নির্বাণ সাক্ষাৎ দর্শন করা উচিত।

উহাতে উচ্ছেদ-শাশ্বত সংক্ষেপত বিশ প্রকার কারণভূত সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিস্তৃতাকারে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি। (বিদর্শন বশে) উহাদের প্রতিপক্ষ বা বিপরীত তেতাল্লিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম (অর্থাৎ অনিত্য সংজ্ঞা, দুঃখ সংজ্ঞা, অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ বা পরিত্যাগ সংজ্ঞা, বিরাগ বা বিরক্তি সংজ্ঞা, নিরোধ বা উপশম সংজ্ঞা, চারি প্রকার স্মৃতি প্রস্থান... পূর্ববৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইহাতে তেতাল্লিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। এইখানে বিদর্শনবশে প্রতিপক্ষ দেখাইয়া পুনঃ শমথবশে দেখান হইয়াছে—'অষ্ট বিমোক্ষ এবং দশ প্রকার কসিণ বা কৃৎস্ন আয়তন)। অষ্ট বিমোক্ষ, দশ প্রকার কসিণ বা কৃৎস্ন ও আয়তনসমূহ। বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি মোহজাল অনাদি ও অনিধন প্রবর্তন [এইখানে পূর্বকোটির (আদির বা আরম্ভের) অভাবহেতু বা নাই বলিয়া অনাদি (অর্থাৎ যার আদি বা প্রারম্ভ নাই) এবং অস্মৃতি প্রতিপক্ষ অধিগমে বা লাভে সন্তান বা নিরবচ্ছিন্নতাবশত অনুপচ্ছেদ বা অবিনাশ (শাশ্বত) প্রবর্তন হইতে অনিধন প্রবর্তন]। তেতাল্লিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম মোহজাল প্রদলন বা ছিন্ন করিয়া বিনষ্টকরণ (অর্থাৎ পূর্বভাগে পরিত্যাগবশে মার্গক্ষণে সমুচ্ছেদ বা সমূলে বিনাশবশত অবিদ্যারূপ ভবতৃষ্ণাকে প্রদলন বা বিনাশকরণ) বজ্রোপম জ্ঞান (অর্থাৎ অষ্টসমাপত্তি ধ্যানেরত বা নিযুক্ত থাকিয়া যে আপ বা জল ইত্যাদি তীক্ষ্ণ স্বভাবকে উত্তপ্ত করা হয় সেই বিদর্শন জ্ঞান এবং মার্গজ্ঞানই জ্ঞানবজ্র, এইরূপে এই জ্ঞানকেই ভগবানের প্রবর্তিত মহাবজ্রজ্ঞান বলা হয়)।

৮১. উহাতে মোহ অবিদ্যা, জাল ভবতৃষ্ণা। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'অবিদ্যা দ্বারা এবং ভবতৃষ্ণা দ্বারা আদি বা প্রারম্ভ প্রত্যক্ষ করে না বা জানিতে পারে না।' উহাতে মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি এই শাসনে প্রব্রজিত হইলে তাহার অনুপদ্রুত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয় এবং তাহার পাপক্ষয়ার্থে উগ্র কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্যের প্রতি তীব্র গৌরব বা মনোযোগ হইয়া থাকে। তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি এই শাসনে প্রব্রজিত হইলে তাহার অচ্ছিদ্র চতুর্পরিশুদ্ধিশীল সাধন হয় এবং তাহার শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরব বা মনোযোগ হইয়া থাকে। মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি সাধুসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্রম বা শৃঙ্খলার অন্তপ্রবিষ্টরূপে ধর্মানুসারী হইয়া থাকে। তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি সাধুসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্রম বা শৃঙ্খলার অন্তর্প্রবিষ্টরূপে শ্রদ্ধানুসারী হইয়া থাকে। মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি সুখপ্রতিপদায় (সুখজনক উপায়ে) মন্দগতি বা দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন অভিজ্ঞায় (বিশেষ জ্ঞানে) নীত হয় বা

বহির্গত হয় এবং দ্রুত ফলপ্রদ হয় এমন অভিজ্ঞায় নীত হয় বা বহির্গত হয়। তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখ প্রতিপদায় (দুঃখজনক উপায়ে) দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন অভিজ্ঞায় (বিশেষ জ্ঞানে) নীত হয় বা বহির্গত হয় এবং দ্রুত ফলপ্রদ হয় এমন অভিজ্ঞায় নীত হয় বা বহির্গত হয়। যাহা তৃষ্ণা চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখ প্রতিপদায় দ্রুত ফলপ্রদ হয় এমন অভিজ্ঞায় নীত হয় বা বহির্গত হয় এবং দ্রুত ফলপ্রদ হয় এমন অভিজ্ঞায় নীত হয় বা বহির্গত হয়, ইহার কারণ কী? তাহার (তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির) নিকটই (মন্দপ্রজ্ঞা বা মূর্খতাবশে) কামনা বা ইচ্ছাসমূহ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। সে (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার ব্যক্তি) কামনা বা ইচ্ছাসমূহ হইতে দোষগুণ বিচার করিয়া বাহির হইয়া যায় মুক্ত হয় এবং মন্থরভাবে ধর্ম বুঝিতে পারে। কিন্তু এইরূপ যেই মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন বুঝিতে পারে যে এই কামনা বা ইচ্ছাসমূহ দ্বারা আদি (আরম্ভ) হইতে অনর্থকারী হইয়াছে সেই ব্যক্তি উহা (কামনা বা ইচ্ছাসমূহ) হইতে দোষগুণ বিচার করিয়া দ্রুত বা শীঘ্র বাহির হইয়া যায় মুক্ত হয় এবং ধর্ম দ্রুত বুঝিতে পারে।

দুঃখ প্রতিপদা (দুঃখজনক উপায়) দুই প্রকার; যথা : দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা (মন্থর অভিজ্ঞা বা মন্দগতির বিশেষ জ্ঞান) এবং ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা বা দ্রুত ফলপ্রদ জ্ঞান)। সুখ প্রতিপদাও দুই প্রকার; যথা : দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা এবং ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা। সত্ত্বগণও দুই প্রকার; যথা : মৃদু ইন্দ্রিয়ের এবং তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের। যাহারা মৃদু ইন্দ্রিয়ের সত্ত্ব তাহারা মন্দগতিতে বাহির হইয়া যায় এবং মন্থরভাবে বা ধীরগতিতে ধর্ম বুঝিতে পারে। যাহারা তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের সত্ত্ব তাহারা শীঘ্র বাহির হইয়া যায় এবং দ্রুত ধর্ম বুঝিতে পারে। এই চারি প্রকার প্রতিপদা বা উপায় যেকোনো (তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন অথবা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন) ব্যক্তিরা (অতীতে) বাহির হইয়াছে অথবা (বর্তমানে) বাহির হইতেছে অথবা (ভবিষ্যতে) বাহির হইবে তাহারা এই চারি প্রকার প্রতিপদা বা উপায় দ্বারা বাহির হইয়াছে অথবা বাহির হইতেছে অথবা বাহির হইবে। এইরূপে অপণ্ডিতজনের (মূর্খগণের) আচরণের বা অভ্যাসের জন্য, অনভিজ্ঞের স্পৃহার জন্য এবং কামনায় হতবুদ্ধি (বিমুগ্ধ) ও অনুরাগে আসক্ত আর (যে যেই ভবের প্রতিমুগ্ধ সে সেই ভবে উৎপত্তির জন্য) উৎফুল্ল ভবতৃষ্ণার আবর্তনের (অর্থাৎ ধ্বংসের বা গতি পরিবর্তনের) জন্য আর্যমার্গ চতুষ্ক বা চারিটি জানান হইয়াছে, ইহাকে বলা হইয়াছে (তৃষ্ণায় ও মিথ্যাদৃষ্টিতে) নন্দি আবর্তের (উৎফুল্ল আবর্তের বা ঘূর্ণিপাকের) নয়ের বা ক্রমের ভূমি। সেইজন্য বলা হইয়াছে : ‘শমথ ভাবনার দ্বারা তৃষ্ণা ও অবিদ্যা’ ইত্যাদি।

৮২. 'ব্যাখ্যাকরণসমূহেই যাহা যাহা কুশল ও অকুশল (পুণ্য ও পাপ)' (ইহা ক্লেশ বা অবিশুদ্ধ ধর্মসমূহ এবং ইহা বিশুদ্ধ ধর্মসমূহ এই) দুই প্রকারে গবেষণা বা আলোচনা করা উচিত; যথা : সংসারাবর্তন বা সংসারে আগমনের অনুসারী (অর্থাৎ পুনর্জন্মের কালচক্রের অনুযায়ী কাজ করে এমন) এবং সংসার বিবর্তন অনুসারী (অর্থাৎ পুনর্জন্ম নিরোধ বা ধ্বংস অনুযায়ী কাজ করে এমন)। এইখানে বর্ত বা আবর্তন বলিলে বুঝায় সংসার বা সংসারে উৎপত্তি, বিবর্তন বলিলে বুঝায় (সংসারে পুনর্জন্ম বিনাশে) নিবৃত্তি নির্বাণ। কর্মক্লেশ বা কর্ম অপবিত্রতাসমূহ সংসারাগমনের হেতু। উহাতে কর্ম এবং চেতনা চৈতসিক নির্দেশিতব্য।

উহা কী প্রকার দ্রষ্টব্য? সংগ্রহে, সর্বপ্রকার ক্লেশই চারি প্রকার বিপল্লাসে বা উন্মার্গগমনে নির্দেশিতব্য। উহারা কোথায় দ্রষ্টব্য? দশ প্রকার বস্তুক্লেশপুঞ্জে। দশ প্রকার বস্তু কী কী? ১. চারি প্রকার আহার, ২. চারি প্রকার বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন, ৩. চারি প্রকার উপাদান, ৪. চারি প্রকার যোগ বা সংযোগ, ৫. চারি প্রকার গ্রন্থি বা বন্ধন, ৬. চারি প্রকার আস্রব বা আসক্তি, ৭. চারি প্রকার ওঘ (প্লাবন বা প্রবাহ), ৮. চারি প্রকার শল্য, ৯. চারি প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা), ১০. চারি প্রকার অগতিগমন। (এইখানে 'প্রথম আহারে' ইত্যাদি দশ প্রকার বস্তুক্লেশপুঞ্জের প্রতি পূর্ববর্তী বিষয় প্রতি পরবর্তী বিষয়ের কারণ বা হেতু দেখাইয়া বলা হইয়াছে) বিষয়ভূত প্রথম আহারে প্রথম বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন প্রবর্তিত হয়, দ্বিতীয় আহারে দ্বিতীয় বিপল্লাস প্রবর্তিত হয়, তৃতীয় আহারে তৃতীয় বিপল্লাস প্রবর্তিত হয়, চতুর্থ আহারে চতুর্থ বিপল্লাস প্রবর্তিত হয়। প্রথম বিপল্লাসে বা উন্মার্গগমনে (অর্থাৎ প্রথম বিপল্লাসে স্মৃতি পরিত্যাগ না হইলে) প্রথম উপাদান (আসক্তিরূপ ইন্ধন) প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বিপল্লাসে দ্বিতীয় উপাদান প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় বিপল্লাসে তৃতীয় উপাদান প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ বিপল্লাসে চতুর্থ উপাদান প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

প্রথম উপাদানে প্রথম যোগ বা সংযোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় উপাদানে দ্বিতীয় যোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় উপাদানে তৃতীয় যোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ উপাদানে চতুর্থ যোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম যোগে প্রথম গ্রন্থি বা বন্ধন প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় যোগে দ্বিতীয় গ্রন্থি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় যোগে তৃতীয় গ্রন্থি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ যোগে চতুর্থ গ্রন্থি প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম গ্রন্থিতে প্রথম আস্রব বা

আসক্তি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় গ্রন্থিতে দ্বিতীয় আস্রব প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় গ্রন্থিতে তৃতীয় আস্রব প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ গ্রন্থিতে চতুর্থ আস্রব প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম আস্রবে প্রথম ওঘ (প্লাবন বা প্রবাহ) প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় আস্রবে দ্বিতীয় ওঘ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় আস্রবে তৃতীয় ওঘ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ আস্রবে চতুর্থ ওঘ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম ওঘে (প্লাবন বা প্রবাহে) প্রথম শল্য প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় ওঘে দ্বিতীয় শল্য প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় ওঘে তৃতীয় শল্য প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ ওঘে চতুর্থ শল্য প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম শল্যে প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা) প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় শল্যে দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় শল্যে তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ শল্যে চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথম বিজ্ঞান স্থিতিতে প্রথম অগতিগমন (ভুল গতিপথে বা কুসংস্কারে গমন) প্রবর্তিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বিজ্ঞান স্থিতিতে দ্বিতীয় অগতিগমন প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তৃতীয় বিজ্ঞান স্থিতিতে তৃতীয় অগতিগমন প্রবর্তিত হইয়া থাকে, চতুর্থ বিজ্ঞান স্থিতিতে চতুর্থ অগতিগমন প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

৮৩. উহাতে যাহা কবলীঙ্কার (গ্রাস গ্রাস করিয়া) আহার এবং যাহা স্পর্শাহার, ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ বা বাধা (যেকোনো বিষয় বা বস্তু যদ্বারা নষ্ট হয় বা অবিশুদ্ধতা); যাহা মনোসঞ্চেতনা (মনের অবগতি) আহার এবং যাহা বিজ্ঞান আহার, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ বা বাধা। উহাতে যাহা 'অশুভে শুভ' বলিয়া বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন এবং যাহা 'দুঃখে সুখ' বলিয়া বিপল্লাস, ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ, যাহা 'অনিত্যে নিত্য' বলিয়া বিপল্লাস এবং যাহা 'অনাত্মাকে আত্মা' বলিয়া বিপল্লাস, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা কাম উপাদান (তথায় যাহা কামনায় গ্রহণ করা হয়) এবং যাহা ভব উপাদান (সংসার অভিনন্দনকারিণী ভবদৃষ্টিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণকরণ) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ, যাহা মিথ্যাদৃষ্টির দৃষ্টি উপাদান (মিথ্যাদৃষ্টির সংলগ্নতা বা আসক্তি) এবং যাহা আত্মবাদ উপাদান (আত্মবাদের বা আত্মদৃষ্টির সংলগ্নতা) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা কামযোগ (কামনার সহিত সংযোগ) এবং যাহা ভবযোগ (উৎপত্তি ভবের সহিত সংযোগ) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ; যাহা দৃষ্টিযোগ (মিথ্যা বা পাপদৃষ্টির সহিত সংযোগ) এবং যাহা

অবিদ্যাযোগ (অজ্ঞানতার সহিত সংযোগ) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ।

উহাতে যাহা লোভ বা লোলুপতা কায়গ্রন্থি (কায়বন্ধন বা কায়সংঘর্ষণ) এবং যাহা দ্বেষ বা ক্রোধ কায়গ্রন্থি (আবদ্ধতা বা সংলগ্নতা) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ; যাহা শীলব্রত পরামাস (শীলব্রত ইত্যাদিতে শুদ্ধ হয় বলিয়া নিরর্থক ধারণা) কায়গ্রন্থি এবং যাহা ইহা সত্যাভিনিবেশ (সত্য বলিয়া অনুরাগ) কায়গ্রন্থি, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা কামাস্রব (কামনায় আসক্তি বা অনুরাগ) এবং যাহা ভবাস্রব (ভব উৎপত্তিতে বা পুনর্জন্মে আসক্তি) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ, যাহা দ্রষ্টাস্রব (মিথ্যাদৃষ্টিতে আসক্তি বা অনুরাগ) এবং যাহা অবিদ্যাস্রব (অজ্ঞানতায় আসক্তি) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ উহাতে যাহা কাম ওঘ (কামনার প্লাবন বা প্রবাহ) এবং যাহা ভব ওঘ (ভবোৎপত্তির প্রবাহ) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ; যাহা দৃষ্টি ওঘ (মিথ্যাদৃষ্টির প্রবাহ) এবং যাহা অবিদ্যা ওঘ (অজ্ঞানতার প্রবাহ) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা রাগশল্য (অনুরাগরূপ শল্য) এবং যাহা দ্বেষশল্য (দ্বেষ বা ক্রোধরূপ শল্য) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ; যাহা মানশল্য (মান বা অভিমানরূপ শল্য) এবং যাহা মোহশল্য (মোহরূপ শল্য) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা রূপপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (শরীরধারী সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা) এবং যাহা বেদনা বা অনুভূতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (অনুভূতিশীল বা সংবেদনশীল সত্ত্বগণের অবস্থা) ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ, যাহা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (জ্ঞান অনুভবনীয় বা চেতনা সংবেদনশীল সত্ত্বগণের অবস্থা) এবং যাহা সংস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংস্কারপ্রাপ্ত সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা) ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারা অগতিগমন (ভুলগতিপথে বা কুসংস্কারে গমন) এবং যাহা দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা অগতিগমন, ইহা তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ, যাহা ভয় দ্বারা অগতিগমন এবং যাহা মোহ দ্বারা অগতিগমন, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ।

৮৪. উহাতে কবলীঙ্কার (গ্রাস গ্রাস করিয়া) আহারে 'অশুভে শুভ' বলিয়া গ্রহণ বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন, স্পর্শ আহারে 'দুঃখে সুখ' বলিয়া গ্রহণ বিপল্লাস, বিজ্ঞান আহারে 'অনিত্যে নিত্য' বলিয়া গ্রহণ বিপল্লাস, মনোসঞ্চেতনা (মনের পরিকল্পন) আহারে 'অনাত্মাকে আত্মা' বলিয়া গ্রহণ

বিপল্লাস। প্রথম বিপল্লাসে স্থিত হইয়া কামে বা আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ইহাকে বলা হয় কাম উপাদান (কামনায় আসক্তি বা সংলগ্নতা)। দ্বিতীয় বিপল্লাসে স্থিত হইয়া ভবিষ্যতে উৎপত্তি ভবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ইহাকে বলা হয় ভব উপাদান (উৎপত্তি ভবের আসক্তি বা সংলগ্নতা)। তৃতীয় বিপল্লাসে স্থিত হইয়া সংসার অভিনন্দনকারিণী দৃষ্টিকে (সংসারে পুনর্জন্মের দৃষ্টি বা বিশ্বাসকে) আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ইহাকে বলা হয় দৃষ্টি উপাদান (পুনর্জন্মের দৃষ্টি বা বিশ্বাসে সংলগ্নতা)। চতুর্থ বিপল্লাসে স্থিত হইয়া নিজেকে উপযুক্ত বা স্বকীয় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ইহাকে বলা হয় আত্মবাদ উপাদান (আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদে সংলগ্নতা)।

কাম উপাদানের সহিত কাম বা কামনাসমূহ দ্বারা সংযোজিত বা সংযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় কামযোগ (অর্থাৎ যেইরূপ কামনায় অনুরাগবশত কামনায় সংলগ্নতা দ্বারা বস্তুকামসমূহের সহিত সত্ত্ব সংযোজিত বা সংযুক্ত হয়, উহাকে বলা হয় কামরাগ কামযোগ)। ভব উপাদানের সহিত ভবসমূহ দ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় ভবযোগ (অর্থাৎ শীলব্রত সংলগ্নতাবশত ভব উপাদানের দ্বারা উৎপত্তি ভবের সহিত সত্ত্ব সংযুক্ত হয়, উহাকে বলা হয় ভবরাগ ভবযোগ)। দৃষ্টি বা বিশ্বাস উপাদানের সহিত পাপজনক দৃষ্টি বা বিশ্বাস দ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় দৃষ্টিযোগ (অর্থাৎ যাহাতে অহেতুক দৃষ্টি ইত্যাদি বশত পাপদৃষ্টিতে সৎকায়দৃষ্টি ইত্যাদি অবশিষ্ট দৃষ্টি দ্বারা ও সত্ত্ব সুখের সহিত সংযুক্ত হয়, উহাকে বলা হয় পাপদৃষ্টি দৃষ্টিযোগ)। আত্মবাদ উপাদানের সহিত অবিদ্যা দ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় অবিদ্যাযোগ (অর্থাৎ যাহাতে আত্মবাদ উপাদান দ্বারা সর্বপ্রকার বর্তদুঃখের সহিত ও সত্ত্ব সংযুক্ত হয়, উহাকে বলা হয় অবিদ্যাযোগ)। প্রথম যোগে বা সংযোগে স্থিত হইয়া লোভ দ্বারা শরীর বা কায়গ্রন্থিযুক্ত হয় অথবা লোভে সংযুক্ত হয় (অর্থাৎ পরবর্তী লোভ দ্বারা লোভের নাম কায় বা শরীর, গ্রন্থিযুক্ত হয় অর্থে সংঘর্ষিত হয়) ইহাকে বলা হয় লোভ কায়গ্রন্থি। দ্বিতীয় যোগে স্থিত হইয়া দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা কায় গ্রন্থিযুক্ত হয় বা দ্বেষে সংযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় দ্বেষ বা ক্রোধ কায়গ্রন্থি। তৃতীয় যোগে স্থিত হইয়া পরামাস দ্বারা কায়গ্রন্থিযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় শীলব্রত পরামাস কায়গ্রন্থি (অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিবশে এবং অবিদ্যাবশে শীলব্রতসমূহ দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায় মনে করিয়া ইহাকেই নিরর্থক ধারণা করে এবং দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, ইহাকেই বলা হয় শীলব্রত পরামাস কায়গ্রন্থি)। চতুর্থ যোগে স্থিত হইয়া ইহা সত্যাভিনিবেশ (ইহা সত্য বলিয়া

অনুরাগ) কায়গ্রন্থিযুক্ত হয়, ইহাকে বলা হয় সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি।

তাহার (অর্থাৎ সেই লোভাদি সমন্বিত ব্যক্তির) এইরূপ গ্রন্থিযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ লোভাদি বশে নামকায়কে গ্রন্থিযুক্ত বা আবদ্ধ করিয়া স্থিত হইয়া) ক্লেশ বা অবিশুদ্ধতাসমূহ আস্রবভাবে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কোথায় বা কোন হেতু হইতে সেই আস্রব বা আসক্তিসমূহ প্রবর্তিত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে? অনুশয় (প্রবৃত্তি বা স্বাভাবিক ইচ্ছা) হইতে অথবা পর্যুত্থান বা সংস্কার হইতে। উহাতে লোভ কায়গ্রন্থি দ্বারা কামাস্রব, দ্বেষ বা ক্রোধ কায়গ্রন্থি দ্বারা ভবাস্রব, শীলব্রত পরামাস (শীলব্রতাদি নিরর্থক সত্য বলিয়া সংলগ্নতা) কায়গ্রন্থি দ্বারা দৃষ্টাস্রব এবং ইহা সত্যাভিনিবেশ (ইহা সত্য বলিয়া অনুরাগ) কায়গ্রন্থি দ্বারা অবিদ্যাস্রব। উহার এই চারি প্রকার আস্রব বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া ওঘ (প্লাবন বা প্রবাহ) হইয়া থাকে বলিয়া আস্রব বৈপুল্য দ্বারা প্রবাহ বৈপুল্য।

উহাতে কামাস্রব (কামরূপ আস্রব) দ্বারা কামপ্রবাহের (কামরূপ প্রবাহের) উৎপত্তি হয়, ভবাস্রব (ভবরূপ আস্রব) দ্বারা ভবপ্রবাহের (ভবরূপ প্রবাহের) উৎপত্তি হয়, দৃষ্টাস্রব (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ আস্রব) দ্বারা দৃষ্টি প্রবাহের (মিথ্যাদৃষ্টিরূপ প্রবাহের) উৎপত্তি হয়, অবিদ্যাস্রব (অবিদ্যারূপ আস্রব) দ্বারা অবিদ্যা প্রবাহের (অবিদ্যারূপ প্রবাহের) উৎপত্তি হয়। তাহার (অর্থাৎ সেই লোভাদি-সমন্বিত ব্যক্তির) এই চারি প্রকার ওঘ বা প্রবাহ অনুশয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া (প্রবৃত্তিগত বা স্বভাবগত হইয়া) অভ্যাসে বা চিত্তে অনুপ্রবেশ করিয়া হৃদয় স্পর্শ (বিদ্ধ) করিয়া অবস্থান করিতে থাকে, সেইজন্য ইহাকে বলা হইয়াছে 'শল্য'। উহাতে কামপ্রবাহ দ্বারা অনুরাগরূপ শল্যের উৎপত্তি হয়, ভবপ্রবাহ দ্বারা দ্বেষ বা ক্রোধরূপ শল্যের উৎপত্তি হয়, মিথ্যাদৃষ্টি প্রবাহ দ্বারা মানরূপ শল্যের উৎপত্তি হয়, অবিদ্যা প্রবাহ দ্বারা মোহরূপ শল্যের উৎপত্তি হয়। তাহার (সেই লোভাদি সমন্বিত ব্যক্তির) এই চারি প্রকার শল্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিজ্ঞান চারি প্রকার ধর্মে রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞায় ও সংস্কারসমূহে সংস্থাপিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয় হেতু করিয়া জ্ঞানের বিষয়ভূত করিয়া চারি প্রকার ধর্মে শরীরে, অনুভূতিতে, সংজ্ঞায় বা বিদিত জ্ঞানে ও সংস্কারসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে)।

উহাতে রাগশল্য (অনুরাগরূপ শল্য) নন্দুপসেচন বা আনন্দে উৎফুল্ল (অর্থাৎ লোভসহগত বা একত্রে নিহিত সংযোগের বলিলে বুঝায় একসঙ্গে উৎপন্ন একমাত্র বস্তু দ্বারা অপর ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তুর রসাস্বাদনের নিমিত্ত কিছু ছিটান) বিজ্ঞান দ্বারা রূপপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি বা

দেহধারী সত্ত্ব (অর্থাৎ রূপসদৃশ উপলব্ধির বিষয়করণবশে অনুভব না করিয়া বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভাব হইতে রূপপ্রাপ্ত অথবা দেহধারী সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা। বিজ্ঞানস্থিতি, এইখানে স্থিতি অর্থে পঞ্চ বোকার বা বশ্যতায় প্রস্তুতি বিজ্ঞান সংসারেই রূপস্কন্ধকে বা দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করা)। দ্বেষশল্য (দ্বেষ বা ক্রোধরূপ শল্য) নন্দুপসেচন (আনন্দে উৎফুল্ল) বিজ্ঞান দ্বারা অনুভূতি প্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা)। মানশল্য (মান বা অভিমানরূপ শল্য) নন্দুপসেচন (আনন্দে উৎফুল্ল) বিজ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞা বা জ্ঞান প্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা)। মোহশল্য (মোহরূপ শল্য) নন্দুপসেচন (আনন্দে উৎফুল্ল) সংস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা)। তাহার (অর্থাৎ সেই লোভাদি সমন্বিত ব্যক্তির) এই চতুর্বিধ বিজ্ঞানস্থিতি দ্বারা উপস্তব্ধ (দৃঢ় বা দুর্দমনীয়) বিজ্ঞান ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারা, দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা ভয় দ্বারা এবং মোহ দ্বারা এই চতুর্বিধ ধর্ম দ্বারা অগতি (অন্যার্য বা ভুল গতিপথে) গমন করিয়া থাকে। উহাতে অনুরাগ বা আসক্তি দ্বারা ছন্দে (ইচ্ছায় বা ইচ্ছানরূপ) অগতিগমন করিয়া থাকে, দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা দ্বেষে বা ক্রোধে (দ্বেষানুরূপ বা ক্রোধানুরূপ) অগতিগমন করিয়া থাকে, ভয় দ্বারা ভয়ে বা ভয়ানুরূপ অগতিগমন করিয়া থাকে, মোহ দ্বারা মোহে বা মোহানুরূপ অগতিগমন করিয়া থাকে। ইহাই নাকি তদনুরূপ (চেতনা ও চৈতসিক অনুরূপ) কর্ম এবং ইহাই (লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ থীন, মানসিক অকর্মণ্যতা, ঔদ্ধত্য, পাপে লজ্জাহীনতা এবং অনৌত্তাপ্য—এই দশবিধ) ক্লেশ (নীতিভ্রষ্টতা বা অবিশুদ্ধতা)। এইরূপে সর্বপ্রকার ক্লেশ চতুর্বিধ বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন দ্বারা নির্দেশিতব্য।

৮৫. উহাতে এই চারিটি দিক নির্ণয়; যথা : কবলীঙ্কার (গ্রাস গ্রাস করিয়া) আহার, 'অশুভে শুভ' বলিয়া বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন, কাম উপাদান (কামনায় আসক্তি বা সংলগ্নতা), কামসংযোগ, লোভ কায়গ্রন্থি, কামাস্রব, কামপ্রবাহ, রাগ বা অনুরাগশল্য, রূপপ্রাপ্ত বা দেহধারী বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা), ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারা অগতি (ভুল গতিপথে) গমন, ইহা প্রথম দিক নির্ণয়; স্পর্শাহার, 'দুঃখে সুখ' বলিয়া বিপল্লাস, ভব উপাদান (উৎপত্তি ভব বা সংসারের প্রতি আসক্তি বা সংলগ্নতা), অনুভূতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা), দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা অগতিগমন, ইহা দ্বিতীয় দিক নির্ণয়; বিজ্ঞানাহার, 'অনিত্যে নিত্য' বলিয়া বিপল্লাস, দৃষ্টি উপাদান (মিথ্যাদৃষ্টিতে

আসক্তি বা সংলগ্নতা), দৃষ্টিযোগ (মিথ্যাদৃষ্টি সংযোগ), শীলব্রত পরামাস (শীলব্রতাদি নিরর্থক সত্য বলিয়া সংলগ্নতা), দৃষ্টি আস্রব (মিথ্যাদৃষ্টিতে আসক্তি), দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি প্রবাহ, মানশল্য, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (জ্ঞানপ্রাপ্ত সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা), ভয় দ্বারা অগতিগমন ইহা তৃতীয় দিক নির্ণয়; মনোসঞ্চেতনা আহার (মনের অভিপ্রায় বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ আহার), 'অনাত্মাকে আত্মা' বলিয়া বিপল্লাস, আত্মবাদ উপাদান, অবিদ্যাযোগ, ইহা সত্যাভিনিবেশ (ইহা সত্য বলিয়া অনুরাগ) কায়গ্রন্থি, অবিদ্যাস্রব, অবিদ্যা প্রবাহ, মোহশল্য, সংস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা), মোহ দ্বারা অগতিগমন ইহা চতুর্থ দিক নির্ণয়।

উহাতে যাহা কবলীঙ্কার আহার, যাহা 'অশুভে শুভ' বলিয়া বিপল্লাস, কাম উপাদান, কামযোগ, লোভ কায়গ্রন্থি, কামাস্রব, কামপ্রবাহ, রাগ বা অনুরাগশল্য, রূপপ্রাপ্ত বা দেহধারী বিজ্ঞানস্থিতি, ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারা অগতিগমন এই দশ প্রকার সূত্রের একটিমাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জনে বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ, ইহা অনুরাগ বা লোভচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা। উহাতে যাহা স্পর্শ আহার, যাহা 'দুঃখে সুখ' বলিয়া বিপল্লাস, ভব উপাদান ভবযোগ, দ্বেষ বা ক্রোধ কায়গ্রন্থি, ভবাস্রব, ভবপ্রবাহ, দ্বেষ বা ক্রোধশল্য, বেদনাপ্রাপ্ত (সংবেদনশীল বা সচেতন) বিজ্ঞানস্থিতি (সত্ত্বগণের অবস্থা) দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা অগতিগমন এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জনে বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ, ইহা দ্বেষ বা ক্রোধচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা বিজ্ঞান আহার, যাহা 'অনিত্যে নিত্য' বলিয়া বিপল্লাস দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) উপাদান, দৃষ্টিযোগ (মিথ্যাদৃষ্টি সংযোগ), শীলব্রত পরামাস, কায়গ্রন্থি, দৃষ্টাস্রব (মিথ্যাদৃষ্টিতে আসক্তি), দৃষ্টি ওঘ (মিথ্যাদৃষ্টির প্রবাহ), মানশল্য, সংজ্ঞা বা জ্ঞানপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি, ভয় দ্বারা অগতিগমন এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জনে বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন মন্দ এবং তীক্ষ্ণ ব্যক্তির উপক্লেশ। উহাতে যাহা মনোসঞ্চেতনা আহার, যাহা 'অনাত্মাকে আত্মা' বলিয়া বিপল্লাস, আত্মাবাদ উপাদান, অবিদ্যাযোগ, ইহা সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি, অবিদ্যাস্রব, অবিদ্যা প্রবাহ, মোহশল্য, সংস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি, মোহ দ্বারা অগতিগমন এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন অথবা মিথ্যাদৃষ্টি অভ্যাসকারী ব্যক্তির উপক্লেশ।

উহাতে যাহা কবলীঙ্কার আহার, যাহা স্পর্শ আহার (স্পর্শরূপ আহার) ইহারা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে (অর্থাৎ অনভিনিবিষ্ট বিমুক্তি আরম্ভে) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বিজ্ঞান আহার (বিজ্ঞানরূপ আহার) শূন্যতা বিমোক্ষমুখে হ্রাস পাইয়া থাকে, মনোসঞ্চেতনা আহার (মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা পরিকল্পনারূপ আহার) অনিমিত্ত (পূর্বলক্ষণহীন বা শুভাশুভ লক্ষণহীন) বিমোক্ষমুখে ক্ষয় পাইয়া থাকে। উহাতে যাহা 'অশুভে শুভ' বলিয়া বিপল্লাস, যাহা 'দুঃখে সুখ' বলিয়া বিপল্লাস, ইহারা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে অব্যর্থভাবে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, 'অনিত্যে নিত্য' বলিয়া বিপল্লাস শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, 'অনাত্মাকে আত্মা' বলিয়া বিপল্লাস অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে কাম উপাদান এবং ভব উপাদান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, আত্মবাদ উপাদান অনিমিত্ত অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে কামযোগ এবং ভবযোগ অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, অবিদ্যাযোগ অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে অবিদ্যা কায়গ্রন্থি এবং দ্বেষ বা ক্রোধ কায়গ্রন্থি অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, শীলব্রত পরামাস কায়গ্রন্থি শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, ইহা সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে কামাস্রব এবং ভবাস্রব অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি আস্রব শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, অবিদ্যাস্রব অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে কাম ওঘ (কাম প্রবাহ) এবং ভব ওঘ বা ভব প্রবাহ অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, দৃষ্টি ওঘ (মিথ্যাদৃষ্টির প্রবাহ) শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, অবিদ্যা ওঘ (অজ্ঞানতার প্রবাহ) অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে রাগ বা অনুরাগশল্য এবং দ্বেষ বা ক্রোধশল্য অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মানশল্য শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মোহশল্য অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। উহাতে রূপ বা দেহধারী বিজ্ঞানস্থিতি এবং অনুভূতি জ্ঞাত (সংবেদনশীল বা সচেতন) বিজ্ঞানস্থিতি অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সংজ্ঞা বা জ্ঞানপ্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি শূন্যতা বিমোক্ষমুখে হ্রাস পাইয়া থাকে, সংস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে ক্ষয় পাইয়া থাকে।

৮৬. উহাতে ছন্দ বা ইচ্ছা দ্বারা অগতিগমন এবং দ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা

অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, ভয় দ্বারা অগতিগমন শূন্যতা বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মোহ দ্বারা অগতিগমন অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখে পরিত্যাগ হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্তই চক্রাকারে সংসার পরিভ্রমণ অনুসারী (পরিভ্রমণের অনুরূপ কার্যকরী) ধর্ম, উহারা (সেই ধর্মসমূহ) সংসারভূত আবর্ত হইতে (অনিত্যদর্শনাদি) ত্রিবিধ বিমোক্ষমুখে পরিচালিত বা উপনীত করিয়া থাকে। তথায় পরিচালিত বা উপনীত করিবার চারি প্রকার উপায়, চারি প্রকার স্মৃতি প্রস্থান, চারি প্রকার ধ্যান (দিব্য, ব্রহ্ম, আর্য ও আনেঞ্জ বা শান্ত এই) চারি প্রকার বিহার বা অবস্থান (উৎপন্ন, পাপসমূহের পরিত্যাগের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপসমূহের অনুৎপত্তির চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলসমূহের উৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন কুশলসমূহের অধিকতর ভাবে করিবার চেষ্টা এই) চারি প্রকার সম্যক প্রধান (মান প্রহাণ বা পরিত্যাগ, আলয় সমুদঘাত বা আবাসস্থল হইতে সমূলে ধ্বংসকরণ, অবিদ্যা প্রহাণ, ভব উপশম এই) চারি প্রকার আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, (সত্য অধিষ্ঠানাদি) চারি প্রকার অধিষ্ঠান, (ছন্দ সমাধি ভাবনা ইত্যাদি) চারি প্রকার সমাধি ভাবনা, (ইন্দ্রিয় সংবর, তপ বা তপস্যা সম্বন্ধীয় পুণ্য ধর্ম, বোধ্যঙ্গ ভাবনা এবং সর্বাশক্তি পরিত্যাগকরণ সম্বন্ধীয় নির্বাণ এই) চারি প্রকার সুখভাগীয় ধর্ম, চারি প্রকার অপ্রমাণ্য।

প্রথম প্রতিপদ বা উপায় প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান, দ্বিতীয় উপায় দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, তৃতীয় উপায় তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, চতুর্থ উপায় চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান। প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান চতুর্থ ধ্যান। প্রথম ধ্যান প্রথম বিহার বা অবস্থান, দ্বিতীয় ধ্যান দ্বিতীয় বিহার, তৃতীয় ধ্যান তৃতীয় বিহার, চতুর্থ ধ্যান চতুর্থ বিহার। প্রথম বিহার প্রথম সম্যক প্রধান, দ্বিতীয় বিহার দ্বিতীয় সম্যক প্রধান, তৃতীয় বিহার তৃতীয় সম্যক প্রধান, চতুর্থ বিহার চতুর্থ সম্যক প্রধান। প্রথম সম্যক প্রধান প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, দ্বিতীয় সম্যক প্রধান দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, তৃতীয় সম্যক প্রধান তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, চতুর্থ সম্যক প্রধান চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম। প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম প্রথম অধিষ্ঠান, দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম দ্বিতীয় অধিষ্ঠান, তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম তৃতীয় অধিষ্ঠান, চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম চতুর্থ অধিষ্ঠান। প্রথম অধিষ্ঠান প্রথম সমাধি ভাবনা, দ্বিতীয় অধিষ্ঠান দ্বিতীয় সমাধি ভাবনা, তৃতীয় অধিষ্ঠান তৃতীয় সমাধি ভাবনা, চতুর্থ অধিষ্ঠান চতুর্থ সমাধি ভাবনা। প্রথম সমাধি ভাবনা প্রথম সুখভাগীয় ধর্ম, দ্বিতীয় সমাধি ভাবনা দ্বিতীয় সুখভাগীয়

ধর্ম, তৃতীয় সমাধি ভাবনা তৃতীয় সুখভাগীয় ধর্ম, চতুর্থ সমাধি ভাবনা চতুর্থ সুখভাগীয় ধর্ম। প্রথম সুখভাগী ধর্ম প্রথম অপ্রমাণ বা অসামান্য, দ্বিতীয় সুখভাগীয় ধর্ম দ্বিতীয় অপ্রমাণ, তৃতীয় সুখভাগীয় ধর্ম তৃতীয় অপ্রমাণ, চতুর্থ সুখভাগীয় ধর্ম চতুর্থ অপ্রমাণ।

প্রথম উপায় ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় উপায় ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৃতীয় উপায় ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চতুর্থ উপায় ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে প্রথম ধ্যান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে দ্বিতীয় ধ্যান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে তৃতীয় ধ্যান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে চতুর্থ ধ্যান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রথম ধ্যান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে প্রথম বিহার পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় ধ্যান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে দ্বিতীয় বিহার পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৃতীয় ধ্যান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে তৃতীয় বিহার পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চতুর্থ ধ্যান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে চতুর্থ বিহার পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

প্রথম বিহার ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে অনুৎপন্ন পাপজনক অকুশলধর্মসমূহের অনুৎপত্তি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বিহার ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে অনুৎপন্ন পাপজনক অকুশলধর্মসমূহের পরিত্যাগ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৃতীয় বিহার ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চতুর্থ বিহার ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি অসম্মোহ অধিকতরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রথম সম্যক প্রধান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে মান পরিত্যাগ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় সম্যক প্রধান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা

হইলে আলয় সমুদঘাত (আবাস বা মূলসহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকরণ) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৃতীয় সম্যক প্রধান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে অবিদ্যা পরিত্যাগ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চতুর্থ সম্যক প্রধান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে ভব উপমম (সংসারে পুনর্জন্ম বন্ধ হইয়া নিবৃত্তি নির্বাণ) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মান পরিত্যাগ ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে সত্যাধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আলয় সমুদঘাত ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে ত্যাগ অধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, অবিদ্যা পরিত্যাগ ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে প্রজ্ঞা অধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ভব উপশম (সংসারে পুনর্জন্ম নিরোধ) ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে উপশম অধিষ্ঠান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

সত্যাধিষ্ঠান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে ছন্দ সমাধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ত্যাগাধিষ্ঠান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে বীর্য সমাধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে চিত্ত সমাধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, উপশমাধিষ্ঠান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে বীমংসা সমাধি (তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা সমাধি) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ছন্দ সমাধি ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে ইন্দ্রিয় সংবরণ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, বীর্য বা উৎসাহ সমাধি ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে তপ বা তপস্যা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চিত্ত সমাধি ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে বুদ্ধি বা জ্ঞান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, বীমংসা সমাধি ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে সর্বপ্রকার আসক্তি বা পুনর্জন্ম গ্রহণের অনুশয় পরিত্যাগকরণ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সংবরণ ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে মৈত্রী পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তপ বা তপস্যা ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে করুণা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, বুদ্ধি বা জ্ঞান ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে মুদিতা (পরের সুখে সুখানুভব) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সর্বপ্রকার আসক্তি (পুনর্জন্ম গ্রহণের অনুশয়) পরিত্যাগকরণ ভাবনা করা হইলে ভাবনা বহুলতায় বৃদ্ধি করা হইলে উপেক্ষা (নয় সুখ নয় দুঃখ তন্মধ্যস্থ অবস্থা) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

৮৭. উহাতে এই চারি প্রকার দিক নির্ণয়; যথা : ১. প্রথম প্রতিপদ বা

উপায়, প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান, প্রথম ধ্যান, প্রথম বিহার, প্রথম সম্যক প্রধান, প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, সত্যাধিষ্ঠান, ছন্দ সমাধি, ইন্দ্রিয় সংবরণ, মৈত্রী—ইহা প্রথম দিক নির্ণয়, ২. দ্বিতীয় উপায়, দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় বিহার, দ্বিতীয় সম্যক প্রধান, দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, ত্যাগাধিষ্ঠান, বীর্য সমাধি, তপ, করুণা—ইহা দ্বিতীয় দিক নির্ণয়, ৩. তৃতীয় উপায়, তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় বিহার, তৃতীয় সম্যক প্রধান, তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান, চিত্ত সমাধি, বৃদ্ধি বা জ্ঞান, মুদিতা (পরের সুখে সুখানুভব)—ইহা তৃতীয় দিক নির্ণয়, ৪. চতুর্থ উপায়, চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান, চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ বিহার, চতুর্থ সম্যক প্রধান, চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, উপশম অধিষ্ঠান, বীমাংসা (তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা) সমাধি, সর্বপ্রকার আসক্তি বা পুনর্জন্ম গ্রহণের অনুশয় পরিত্যাগকরণ, উপেক্ষা (নয় সুখ নয় দুঃখ তন্মধ্যস্থ অবস্থা)—ইহা চতুর্থ দিক নির্ণয়।

উহাতে প্রথম প্রতিপদ বা উপায়, প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান, প্রথম ধ্যান, প্রথম বিহার, প্রথম সম্যক প্রধান, প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, সত্যাধিষ্ঠান, ছন্দ সমাধি, ইন্দ্রিয় সংবরণ মৈত্রী—এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ; ইহা অনুরাগ বা লোভচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির ভৈষজ্য বা ওষুধ। দ্বিতীয় উপায়, দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় বিহার, দ্বিতীয় সম্যক প্রধান, দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, ত্যাগাধিষ্ঠান, বীর্য সমাধি, তপ বা তপস্যা, করুণা—এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ; ইহা দ্বেষ বা ক্রোধচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির ভৈষজ্য বা ওষুধ। তৃতীয় উপায়, তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান, তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় বিহার, তৃতীয় সম্যক প্রধান, তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান, চিত্ত সমাধি, বুদ্ধি, মুদিতা—এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ; ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন মন্দ বা তীক্ষ্ণ ব্যক্তির ভৈষজ্য বা ওষুধ। চতুর্থ উপায়, চতুর্থ স্মৃতিপ্রস্থান, চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ বিহার, চতুর্থ সম্যক প্রধান, চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, উপশম অধিষ্ঠান, বীমংসা সমাধি, সর্বপ্রকার আসক্তি বা পুনর্জন্ম গ্রহণের অনুশয় পরিত্যাগকরণ, উপেক্ষা—এই দশ প্রকার সূত্রের একটি মাত্র অর্থ, কিন্তু ব্যঞ্জন বা ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থ; ইহা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন অথবা মিথ্যাদৃষ্টি অভ্যাসকারী ব্যক্তির ভৈষজ্য বা ওষুধ।

উহাতে দুঃখ প্রতিপদ (উপায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা ইহা হয় কি নয় মনের এরূপ ভাব) এবং দুঃখ প্রতিপদ ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, সুখ প্রতিপদ

ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে কায়ে কায়ানুদর্শীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং বেদনা (অনুভূতি)-সমূহে বেদনানুদর্শীতা স্মৃতিপ্রস্থান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, চিত্তে চিত্তানুদর্শীতা স্মৃতিপ্রস্থান শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, ধর্মসমূহে ধর্মানুদর্শীতা স্মৃতিপ্রস্থান অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, তৃতীয় ধ্যান শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, চতুর্থ ধ্যান অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে প্রথম বিহার এবং দ্বিতীয় বিহার অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, তৃতীয় বিহার শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, চতুর্থ বিহার অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ।

উহাতে প্রথম সম্যক প্রধান এবং দ্বিতীয় সম্যক প্রধান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, তৃতীয় সম্যক প্রধান শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, চতুর্থ সম্যক প্রধান অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে মান প্রহাণ (মান পরিত্যাগ) এবং আলয় সমুদঘাত (সমূলে উৎপাটন বা ধ্বংসকরণ) অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, অবিদ্যা প্রহাণ (অজ্ঞানতা পরিত্যাগ) শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, ভব উপশম (সংসারে পুনর্জন্ম নিরোধ বা বন্ধকরণ) অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে সত্যাধিষ্ঠান এবং ত্যাগ অধিষ্ঠান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, উপশম অধিষ্ঠান অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, চিত্ত সমাধি শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, বীমাংসা সমাধি অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে ইন্দ্রিয় সংবরণ এবং তপ বা তপস্যা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, বুদ্ধি বা জ্ঞান শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, সর্বপ্রকার আসক্তি বা পুনর্জন্ম গ্রহণের অনুশয় পরিত্যাগকরণ অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ। উহাতে মৈত্রী এবং করুণা অপ্রণিহিত বিমোক্ষমুখ, মুদিতা শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, উপেক্ষা অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ।

[তাঁহাদের অশান্ত আসজ সদৃশ পরাক্রমাদি বিশেষ সংযোগে বুদ্ধগণের, প্রত্যেক বুদ্ধগণের এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণের সিংহ লীলায় অবস্থান যেইরূপে আহারাদি ক্লেশবস্তু সমতিক্রমের বা জয়ের আরম্ভে আপন পরাক্রমে উপায়াদি সম্পাদন করা হয়। এখন আহার ইত্যাদি উপায়াদি দ্বারা যেইভাবে সমতিক্রম হয় উহার এইরূপ প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ শত্রু বা বিপরীত) ভাব না দেখাইয়া 'চারি প্রকার আহার, উহাদের প্রতিপক্ষ বা বিপরীত চারি প্রকার প্রতিপদ বা উপায়' ইত্যাদি বলা হইয়াছে] তাহাদের লীলাকৃত চারি প্রকার আহার, উহাদের প্রতিপক্ষ বা বিপরীত চারি প্রকার প্রতিশব্দ বা উপায়। চারি প্রকার বিপল্লাস, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান, চারি প্রকার উপাদান, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার ধ্যান। চারি প্রকার যোগ, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার বিহার। চারি প্রকার গ্রন্থি, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি

প্রকার সম্যক প্রধান। চারি প্রকার আস্রব, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম। চারি প্রকার ওঘ বা প্রবাহ, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার অধিষ্ঠান। চারি প্রকার শল্য, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার সমাধি ভাবনা। চারি প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার সুখভাগীয় ধর্ম। চারি প্রকার অগতিগমন, উহাদের প্রতিপক্ষ চারি প্রকার অপ্রমাণ, (অসামান্য বা অতুলনীয় বা অসাধারণ)।

সিংহ সদৃশ সিংহ বুদ্ধগণ, প্রত্যেক বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণ রাগমুক্ত (লোভহীন নির্লিপ্ত, উদাসীন) দ্বেষমুক্ত (দ্বেষ বা ক্রোধহীন, অক্রুর, অহিংসা), মোহমুক্ত (মোহহীন); তাঁহাদের লীলাকৃত ভাবনা প্রত্যক্ষকরণ (অর্থাৎ তাঁহাদের লীলাকৃত এইখানে যাহা লীলাকৃত বলা হইয়াছে তাহা ভাবনা করায় উপযুক্ত সাক্ষাৎ দর্শন করার উপযুক্ত বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহের ভাবনা এবং নির্বাণ ধর্মসমূহের ফল প্রত্যক্ষকরণ) এবং রহিতকরণ। অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত দশ প্রকার বস্তু ক্লেশপুঞ্জের তদঙ্গাদি বশে পরিত্যাগই রহিতকরণ, লীলাকৃত ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্তন ভাবনা প্রত্যক্ষকরণ) এবং লীলাকৃত বিপরীত অবস্থার অধিষ্ঠান (অর্থাৎ বিপল্লাসসমূহের অপ্রবর্তন, পরিত্যাগ ও অনুৎপাদন); ইন্দ্রিয়সমূহ সদ্ধর্মের সমীপবর্তী। অর্থাৎ এইখানে ইন্দ্রিয়সমূহ সদ্ধর্মের গোচরীভূত হইয়া প্রবর্তি হেতু বলিয়া অভিপ্রেত শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়াদি অর্থ), বিপরীত অবস্থার ক্লেশ সমীপবর্তী (অর্থাৎ বিপল্লাস দ্বারা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা পক্ষের প্রবর্তি স্থান প্রবর্তি হেতু) ইহাকে বলা হয় সিংহলীলা নয়ের ভূমি (অর্থাৎ যাহাতে চারি প্রকার আহার ইত্যাদি দ্বারা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা পক্ষে দশ প্রকার চতুষ্ক চারি প্রকার প্রতিপাদ বা উপায় ইত্যাদি দ্বারা বেদনা বা বিশুদ্ধতা পক্ষে ও দশ প্রকার চতুষ্ক তৃষ্ণাচরিত্র উপক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা বিশুদ্ধতা ভাবনামুখে বা ভাবনারাম্ভে নির্ধারণসমূহ) এবং দিক নির্ণয়ক চক্ষু নয়ের ভূমি। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'বিপল্লাস দ্বারা ক্লেশ আর শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সদ্ধর্মে যেই নেওয়া হয়' গাথা এবং 'ব্যাকরণে বা অর্থ সংবর্ণনায় যেই যেই কুশলাকুশল সম্বন্ধে' গাথা।

এখন উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ প্রভৃতি তিন প্রকার পুদ্‌গল বা ব্যক্তিকে ত্রিপুদ্‌গল নয়ের ভূমি ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যে জন্য নাকি নয়সমূহের একে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশের ঔৎসুক্যাত্বে সিংহ লীলা নয় বা ধারা হইতে ত্রিপুদ্‌গল নয় বা ক্রম বাহির হইয়াছে সেই জন্য প্রতিপদ বা উপায় বিভাগ হইতে চারি প্রকার পুদ্‌গল বা ব্যক্তির মধ্যে সিংহ লীলাকৃত

নয়ের ভূমি নির্দেশ করিয়া উহা হইতে এইরূপে উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ প্রভৃতি ত্রিপুদ্‌গলকে নির্ধারণ করিতে উহাতে যাহা যাহা 'দুঃখ প্রতিপদায় বা উপায়ে' ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে।

উহাতে যাহারা দুঃখ প্রতিপদায় বা উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় (মন্দ গতিতে) এবং ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ গতিতে) চালিত হয়, ইহারা দুই প্রকার পুদ্‌গল বা ব্যক্তি, যাহারা সুখ প্রতিপদায় দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় এবং ক্ষিপ্রাভিজ্ঞায় চালিত হয় ইহারা দুই প্রকার পুদ্‌গল বা ব্যক্তি। সেই চারি প্রকার পুদ্‌গলের ইহাই সংক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা) যথা চারি প্রকার আহার, চারি প্রকার বিপল্লাস বা উন্মার্গগমন, চারি প্রকার উপাদান, চারি প্রকার যোগ বা সংযোগ, চারি প্রকার গ্রন্থি, চারি প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি, (সংবেদনশীল বা সচেতন সত্ত্বগণের অবস্থা) চারি প্রকার অগতিগমন। সেই চারি প্রকার পুদ্‌গলের ইহাই বোদান বা বিশুদ্ধতা; যথা : চারি প্রকার প্রতিপদা বা উপায়, চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান, চারি প্রকার ধ্যান, চারি প্রকার বিহার বা অবস্থিতি, চারি প্রকার সম্যক প্রধান, চারি প্রকার আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্ম, চারি প্রকার অধিষ্ঠান, চারি প্রকার সমাধি ভাবনা, চারি প্রকার সুখভাগী ধর্ম, চারি প্রকার অপ্রমাণ।

৮৮. উহাতে যাহারা দুঃখজনক উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা দ্বারা এবং ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, এই দুই প্রকার পুদ্‌গল। উহাতে যেই ব্যক্তি সুখজনক উপায়ে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, এই ব্যক্তি উদ্‌ঘাটিতজ্ঞা, যেই ব্যক্তি সাধারণ দ্বারা চালিত হয় (অর্থাৎ দুঃখজনক উপায়ে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা দ্বারা এবং সুখজনক উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয় ইহার সম্বন্ধ) এই ব্যক্তি বিপঞ্চিতজ্ঞ (মন্দ গতিতে কিংবা ক্ষিপ্র গতিতে এইরূপে ইতস্ততকারীরা অস্থির অবস্থার)। যেই ব্যক্তি দুঃখজনক উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞায় চালিত হয় এই ব্যক্তি নেয়্য (চালিত বা উপনীত)। উহাতে ভগবান উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ (উদ্‌ঘাটন করা হয় এমন) পুদ্‌গলকে শমথ ভাবনা উপদেশ দিয়াছেন, নেয়্য বা উপনীত পুদ্‌গলকে বিদর্শন ভাবনা উপদেশ দিয়াছেন এবং বিপঞ্চিতজ্ঞ বা ইতস্ততকারী পুদ্‌গলকে শমথ বিদর্শন ভাবনা উপদেশ দিয়েছেন। উহাতে ভগবান উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ পুদ্‌গলকে মৃদু ধর্মদেশনায় উপদেশ দিয়াছেন এবং উপনীত পুদ্‌গলকে তীক্ষ্ণ ধর্মদেশনায় উপদেশনায় উপদেশ দিয়াছেন এবং বিপঞ্চিতজ্ঞ পুদ্‌গলকে মৃদু তীক্ষ্ণ ধর্মদেশনায় উপদেশ দিয়াছেন। উহাতে ভগবান উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ পুদ্‌গলকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করিয়াছেন। উহাতে ভগবান উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ পুদ্‌গলকে নিঃসরণ বা বহির্গমন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, বিপঞ্চিতজ্ঞ পুদ্‌গলকে আদীনব (দোষ) এবং নিঃসরণ সম্বন্ধে

উপদেশ দিয়াছেন আর নেয়্য বা উপনীত পুদ্গলকে আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। উহাতে উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ পুদ্গলকে অধিপ্রজ্ঞা বা উচ্চস্তরের জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, বিপঞ্চিতজ্ঞ পুদ্গলকে অধিচিত্ত বা উচ্চস্তরের জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং নেয়্য বা উপনীত পুদ্গলকে অধিশীল বা উচ্চস্তরের ধর্মাচরণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

উহাতে যাহারা দুঃখজনক উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা দ্বারা এবং ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, এই দুই প্রকার পুদ্গল। যাহারা সুখজনক উপায়ে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞা দ্বারা এবং ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, এই দুই প্রকার পুদ্গল। এই চারি প্রকার পুদ্গল চারি প্রকার হইয়াও তিন প্রকার পুদ্গল হইয়া থাকে, যেমন—উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ পুদ্গল, বিপঞ্চিতজ্ঞ পুদ্গল এবং নেয়্য বা উপনীত পুদ্গল। সেই তিন প্রকার পুদ্গলের ইহা সংক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা), যেমন তিন প্রকার অকুশলমূল; যথা : লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ অকুশলমূল এবং মোহ অকুশলমূল, তিন প্রকার দুশ্চরিত্র। যথা : কায়দুশ্চরিত্র, বাক্যদুশ্চরিত্র ও মনোদুশ্চরিত্র, তিন প্রকার অকুশল বিতর্ক; যথা : কামবিতর্ক, ব্যাপদ বা বিদ্বেষ বিতর্ক ও বিহিংসা বা নিষ্ঠুরতা বিতর্ক, তিন প্রকার অকুশল সংজ্ঞা; যথা : কামসংজ্ঞা, বিদ্বেষসংজ্ঞা ও নিষ্ঠুরতাসংজ্ঞা, তিন প্রকার বিপরীত বা প্রতিকূলসংজ্ঞা; যথা : নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা ও আত্মসংজ্ঞা, তিন প্রকার বেদনা বা অনুভূতি; যথা : সুখসমূহের অনুভূতি, দুঃখসমূহের অনুভূতি ও নয় সুখ নয় দুঃখ তন্মধ্যস্থ অনুভূতি, তিন প্রকার দুঃখ অবস্থা; যথা : দুঃখ, দুঃখ অবস্থা, সংস্কার সুখ অবস্থা ও বিপরিণাম বা পরিবর্তন দুঃখ অবস্থা, তিন প্রকার অগ্নি; যথা : রাগ বা লোভরূপ অগ্নি, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ অগ্নি ও মোহরূপ অগ্নি, তিন প্রকার শল্য; যথা : রাগ বা অনুরাগরূপ শল্য, দ্বেষ বা ক্রোধরূপ শল্য ও মোহরূপ শল্য; তিন প্রকার জটা; যথা : রাগ বা আসক্তিরূপ জটা, দ্বেষরূপ জটা, মোহরূপ জটা, তিন প্রকার অকুশল উপপরীক্ষা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা। যথা : অকুশল কায়কর্ম, অকুশল বাক্যকর্ম ও অকুশল মনোকর্ম, তিন প্রকার বিপত্তি—শীলবিপত্তি, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি বিপত্তি ও আচার বিপত্তি।

সেই তিন প্রকার পুদ্গলের ইহাই বোদান (পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা), যেমন তিন প্রকার কুশলমূল; যথা : অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ বা অক্রোধ কুশলমূল ও অমোহ কুশলমূল, তিন প্রকার সচ্চরিত্র; যথা : কায় সচ্চরিত্র, বাক্য সচ্চরিত্র ও মনোসচ্চরিত্র, তিন প্রকার কুশল বিতর্ক; যথা : নৈষ্ক্রম্য বিতর্ক,

অবিদ্বেষ বিতর্ক ও অনিষ্ঠুরতা বিতর্ক, তিন প্রকার সমাধি; যথা : সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি ও অবিতর্ক অবিচার সমাধি, তিন প্রকার কুশল সংজ্ঞা; যথা : নৈষ্ক্রম্য-সংজ্ঞা, অবিদ্বেষ ও অনিষ্ঠুরতা সংজ্ঞা, তিন প্রকার অবিপরীত বা অনুকূল সংজ্ঞা; যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্ম সংজ্ঞা, তিন প্রকার কুশল উপপরীক্ষা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা; যথা : কুশল কায়কর্ম, কুশল বাক্যকর্ম ও কুশল মনোকর্ম, তিন প্রকার শুচিতা বা শুদ্ধতা; যথা : কায়শুদ্ধিতা, বাক্যশুদ্ধিতা ও মনোশুদ্ধিতা, তিন প্রকার সম্পত্তি; যথা : শীলসম্পত্তি, সমাধিসম্পত্তি ও প্রজ্ঞাসম্পত্তি, তিন প্রকার শিক্ষা; যথা : অধিশীল বা উচ্চস্তরের ধর্মাচরণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা, অধিচিত্ত বা উচ্চস্তরের ভাবনা সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও অধিপ্রজ্ঞা উচ্চস্তরের জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা, তিন প্রকার স্কন্ধ; যথা : শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ, তিন প্রকার বিমোক্ষমুখ; যথা : শূন্যতা বিমোক্ষমুখ, অনিমিত্ত বিমোক্ষমুখ ও প্রণিহিত বিমোক্ষমুখ। এই চারি প্রকার পুদ্গল নাকি চারি প্রকার হইয়া ও তিন প্রকার হইয়া থাকে আর তিন প্রকার হইয়াও দুই প্রকার হইয়া থাকে; যথা : তৃষ্ণাচরিত্রসম্পন্ন পুদ্গল এবং দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি চরিত্রসম্পন্ন পুদ্গল।

সেই দুই প্রকার পুদ্গলের ইহাই সংক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা); যথা : তৃষ্ণা, অবিদ্যা, পাপে লজ্জাহীনতা, অনৌত্তাপ্য বা অনবহিততা, অস্মৃতি, অসম্প্রজন্যতা (বোধশক্তি হীনতা বা অবিবেচকতা), অনুচিত বিচার বা অসঙ্গত বিবেচনা, অলসতা বা অবাধ্যতা, অহংকার, মমস্কার (আমার আমার বলিয়া কথন), অশ্রদ্ধা, প্রমাদ (আলস্যতা ও অবহেলা) অসদ্ধর্ম শ্রবণ, অসংবরণ বা অসংযমতা, লোভ, বিদ্বেষ, নীবরণ (মনের উন্নতির পথে বাধা), সংযোজন বা সংলগ্নতা, ক্রোধ, বিপক্ষতা বা শত্রুতা, ম্রক্ষ (অপরের গুরুত্ব বা উপকারিতা কমান), অপকারেচ্ছা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, শাশ্বতদৃষ্টি এবং উচ্ছেদদৃষ্টি।

সেই দুই প্রকার পুদ্গলের ইহাই পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা; যথা : শমথ ভাবনা, বিদর্শন ভাবনা, পাপে লজ্জা, ঔত্তাপ্য বা পাপে ভয়, স্মৃতি, সম্প্রজন্যতা (বোধশক্তি বা বিবেচকতা), উচিত বিচার বা সঙ্গত বিবেচনা, বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ, সুবাধ্যতা, ধর্মেজ্ঞান, অন্বয়ে বা অনুক্রমে জ্ঞান, ক্ষয়ে জ্ঞান, অনুৎপত্তিতে জ্ঞান, শ্রদ্ধা, অপ্রমাদ (অনলসতা বা উৎসুক্যতা), সদ্ধর্ম শ্রবণ, সংবরণ বা সংযমতা, নির্লোভতা, অবিদ্বেষ বা অহিংসা, অননুরাগ বা আসক্তিহীনতা, চিত্তবিমুক্তি অবিদ্যাবিরাগ (চিত্তের বন্ধনমোচন অজ্ঞানহীনতা), প্রজ্ঞাবিমুক্তি অভিসময় (অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধনমোচন

উপলব্ধি বা জ্ঞান), অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, অক্রোধ, বিপক্ষ বা শত্রুতাহীনতা, অম্রক্ষ (অপরের গুরুত্ব বা উপকারিতা না কমান), অপকার না করিবার ইচ্ছা, ঈর্ষা পরিত্যাগ, মাৎসর্য পরিত্যাগ, বিদ্যা, বিমুক্তি বা বন্ধনমোচন, সতর্কমূলক উপলব্ধির বিষয় (কারণভূত জ্ঞানের বিষয়), বিমোক্ষ অসতর্কমূলক বা অসংস্কৃত উপলব্ধির বিষয় (বিমুক্তি নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানের বিষয়), সউপাদিশেষ বিমোক্ষ (শরীর ধারণ অবস্থায় বিমুক্তি), অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু (দেহত্যাগে পরিনির্বাপিত অবস্থা) নির্বাণ ধাতু (নির্বাণ অবস্থা)। ইহাকে বলা হয় ত্রিপুদ্‌গল নয়ের বা ক্রমের এবং অঙ্কুশ নয়ের বা ক্রমের ভূমি। সেইজন্য বলা হইয়াছে : 'অকুশলমূল দ্বারা সংগ্রহ সর্বপ্রকার অকুশলধর্মে যেই নেওয়া হয়' গাথা এবং 'দিসালোচনা বা দিঙ্‌ নির্ণয়ের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া' গাথা।

৬. শাসন প্রস্থান

৮৯. উহাতে অষ্টাদশ মূলপদ কোথায় দ্রষ্টব্য? শাসন প্রস্থানে। উহাতে শাসন প্রস্থান কয় প্রকার বা কিরূপ? সংক্লেশভাগীয় সূত্র, বাসনাভাগীয় সূত্র, নির্বেধভাগীয় সূত্র, অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় সূত্র এবং বাসনাভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় নির্বেধভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র, সংক্লেশভাগীয় বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র, বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র, তৃষ্ণা সংক্লেশভাগীয় সূত্র, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশভাগীয় সূত্র, দুশ্চরিত্র সংক্লেশভাগীয় সূত্র, তৃষ্ণা বোদান বা বিশুদ্ধতাভাগীয় সূত্র, মিথ্যাদৃষ্টি বিশুদ্ধতাভাগীয় সূত্র, দুশ্চরিত্র বিশুদ্ধতাভাগীয় সূত্র।

উহাতে সংক্লেশ (অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা) তিন প্রকার; যথা : তৃষ্ণা সংক্লেশ, দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশ ও দুশ্চরিত্র সংক্লেশ। উহাতে তৃষ্ণা সংক্লেশ শমথ ভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই শমথ ভাবনা সমাধিস্কন্ধ। দৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশ বিদর্শন ভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই বিদর্শন ভাবনা প্রজ্ঞাস্কন্ধ। দুশ্চরিত্র সংক্লেশ সচ্চরিত্র দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সচ্চরিত্র শীলস্কন্ধ। সেই শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি ভবসমূহে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ ব্যক্তির এই শমথ বিদর্শন ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়া বস্তু হইয়া থাকে এবং সেই সেই ভবে (অর্থাৎ

ভবসমূহের যেই ভবে যার উৎপত্তির আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে সে সেই ভবে) উৎপত্তির জন্য সংবর্তিত বা প্রলোভিত হইয়া থাকে। (সংক্লেশভাগীয় ইত্যাদি) এই চারি প্রকার সূত্র সাধারণ করা হইলে (অর্থাৎ সংক্লেশভাগীয় ও বাসনাভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয় এইরূপে পদান্তর সংযোগ বলে মিশ্রিত করা হইলে) অষ্টবিধ হইয়া থাকে। সেই সাধারণকৃত অষ্টবিধ সূত্র (অর্থাৎ সেই যথাকথিত অষ্টবিধ সূত্র বাসনাভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় বাসনাভাগীয় ও নির্বেধভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় বাসনাভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, বাসনাভাগীয় নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় বাসনাভাগীয় নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয়, সংক্লেশভাগীয় নহে অথবা বাসনাভাগীয় নহে অথবা নির্বেধভাগীয় নহে এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় নহে—এইরূপে সাধারণ কৃত অষ্টবিধ সূত্র এবং পরে উক্ত অষ্টবিধ সূত্র মিলিয়া) ষোড়শ প্রকার সূত্র হইয়া থাকে। এই ষোড়শ প্রকার সূত্র পৃথক পৃথক হইয়া নববিধ সূত্র পৃথক বা বিভাগ হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই সংক্লেশভাগীয় ইত্যাদি ষোড়শ প্রকার সূত্র প্রস্থান ক্রমে বিভক্ত হইয়া সূত্র গেয়্যাদি নববিধ পরিয়ত্তি শাসন সম্বন্ধীয় সূত্র পৃথক পৃথক হইয়া ষোড়শবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই ষোড়শ প্রকার প্রস্থান দ্বারা অসংগৃহীত পরিয়ত্তি শাসনের প্রদেশ নাই বলিয়া অভিপ্রেত। কী কারণে সংক্লেশভাগীয় ইত্যাদি ভাব গৃহিতব্য? বলা হইয়াছে : 'গাথার দ্বারা গাথা অনুমান করা কর্তব্য' ইত্যাদি)। গাথার দ্বারা গাথা অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য (অর্থাৎ এই গাথা সদৃশ গাথা সংক্লেশভাগীয় অথবা বাসনাভাগীয় অথবা নির্বেধভাগীয় অথবা অশৈক্ষ্যভাগীয় অনুমান করা কর্তব্য অথবা অনু অনুভাবে বিচার করিয়া ভাবিয়া জানা কর্তব্য)। ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাখ্যা অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য, সূত্রের দ্বারা সূত্র অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য।

৯০. উহাতে সংক্লেশভাগীয় সূত্র কিরূপ?

যাহারা কামান্ধ (ক্লেশকামে অন্ধ), তৃষ্ণাজালে জড়িত, তৃষ্ণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত (তৃষ্ণারূপ অন্ধকারে আবদ্ধ) আর প্রমত্ত তাহারা মাছ ধরার ফাঁদে প্রবিষ্ট মৎস্যসমূহ সদৃশ বন্ধনে আবদ্ধ (কামগুণানুরূপ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ) জরা-মরণ মায়ের দুগ্ধপানকারী বাছুরের ন্যায় তাহাদের অনুগমন করে বা পিছনে পিছনে যায়।

'হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার অগতিগমন। চারি প্রকার কী কী? ছন্দ বা

ইচ্ছা হেতু অগতি (কুস্থানে বা দুঃখময় স্থানে) গমন করে, দ্বেষ বা ক্রোধ হেতু অগতিগমন করে, ভয় হেতু অগতিগমন করে এবং মোহ হেতু অগতিগমন করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নাকি চারি প্রকার অগতিগমন।' ভগবান ইহাই বলিলেন। সুগত ইহা বলিয়া অতঃপর শাস্তা এই কথা বলিলেন :

'ইচ্ছা হেতু, দ্বেষ বা ক্রোধ হেতু, ভয় হেতু ও মোহ হেতু যেই ব্যক্তি ধর্মকে উপেক্ষা করে তাহার যশঃ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।' ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

ধর্মসমূহ প্রথমে মনে উৎপন্ন হয়, উহারা মনের প্রধান ও মনোজ্ঞ বিষয় বলিয়া মনে উৎপন্ন হয়, মনের সেই ভাব দ্বারা যদি প্রদুষ্ট বা দূষিত মনে কথা বলে কিংবা কার্য করে তবে গাড়িতে যোজিত গাড়ির চাকা যেমন বৃষভের পিছনে পিছনে দুঃখ দিতে দিতে অনুগমন করে তাহার কর্মফলরূপ দুঃখও সেইরূপ তাহার (সেই কথকের কিংবা কার্যকারীর) পিছনে পিছনে দুঃখ দিতে দিতে অনুগমন করিয়া থাকে।

যখন আলস্যপরায়ণ হয় আর অধিক ভোজন করে তখন নিক্ষিপ্ত খাদ্য দ্বারা পালিত মহাবরাহ সদৃশ নিদ্রিত হইয়া এদিক ওদিক পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে থাকে এইরূপ মন্দ বা মূর্খ ব্যক্তি পুনঃপুন গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

লৌহজাত ময়লা বা মরিচা লৌহ হইতে উত্থিত হইয়া উহাকে খায় বা ধ্বংস করে এইরূপে (অন্ন, বস্ত্র, ভৈষজ্য, শয়নাসন এই চারি প্রকার প্রত্যয় বা প্রয়োজনীয় বস্তুকে বলা হয় ধোনা। সেই ব্যক্তি প্রত্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে এই চারি প্রত্যয় নিয়মের অতিরিক্ত পরিভোগ করে সেই) অতিমাত্রায় পরিভোগকারীদিগকে সেই পরিভোগজনিত কর্মসমূহ দুর্গতিতে চালিত বা উপনীত করে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

চোর যেমন সন্ধিমুখে বা গৃহপ্রবেশ আরম্ভের সুযোগে ধৃত হইয়া স্বকীয় কর্মদ্বারা হনিত হয় এবং বধিত হয় এইরূপে এই মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর পরকালে স্বকীয় কর্মদ্বারা হনিত হয় বা বধিত হয়। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

সুখ হইবে কামনা করিয়া নিজ সুখের সন্ধানে যেই ব্যক্তি দণ্ডদ্বারা প্রাণীসমূহকে আঘাত করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

গাভীগণের মহাপ্রবাহ উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে (হইবার সময়ে) যদি যুথপতি বৃষভ কুটিল বা বক্রপথে গমন করে উহাদের পরিচালক নেতা বৃষভের কুটিল

পথ লক্ষ্য করিয়া গাভীগণও কুটিল পথে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপে মানুষের মধ্যে যেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত হয় সেই ব্যক্তি যদি অধর্মাচরণ করে তাহার অনুকরণকারী অপর জনগণও অতিশীঘ্র অধর্মাচরণ করিয়া থাকে। রাজা যদি অধার্মিক হয় সমস্ত রাজ্য বা রাজ্যবাসী প্রজাগণ দুঃখ পাইয়া থাকে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

মানুষেরা সুষ্ঠুকৃত্য সম্পাদনে প্রবিষ্ট স্বরূপ কামগুণ আসক্তিতে রত হইয়া পাপকার্য করিয়া থাকে তাহারা বহুজন সম্মিলিতভাবে দুঃখপূর্ণ ভয়ানক অবীচি নরকে গমন করে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

কদলি ফলে কদলিবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বাঁশ এবং নলও আপন ফল দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, (গর্ধভের সংসর্গে অশ্বী গর্ভবতী হইলে সেই গর্ভজাত শাবক অশ্বতরী বা খচ্চর নামে পরিচিত। অশ্বী এই গর্ভস্থ শাবক যথাসময়ে প্রসব করিতে সমর্থ হয় না, অশ্বীর চারি বা চারিটি খুটির সহিত বন্ধন করিয়া অশ্বীর পেট কাটিয়া গর্ভস্থ শাবক বাহির করিতে হয়। উহাতে অশ্বীর প্রাণনাশ ঘটে)। সেইজন্য বলা হইয়াছে অশ্বতরী বা খচ্চর গর্ভে ধারণ করিলে অশ্বীর মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে নিজ কর্মফলভূত সৎকায় অসৎ পুরুষকে ধ্বংস করিয়া থাকে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

ক্রোধপরায়ণ, অপরের মান হ্রাসকারী ও প্রচণ্ড ভিক্ষু নিজ লাভ সৎকারের হেতু সুক্ষেত্রে পচাবীজ বপনের ন্যায় সদ্ধর্মে (সুষ্ঠুতা) উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

৯১. 'হে ভিক্ষুগণ, এইখানে আমি যেকোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া সেই ব্যক্তির চিত্তকে বুদ্ধচক্ষু দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া থাকি, যেমন নাকি এই ব্যক্তি যেই উপায়ে বা গতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছে, যেই মার্গ সমারূঢ় হইয়াছে আর এই সময়ে ইহার মৃত্যু হইতেছে, এইরূপে নরকে যথানুরূপ কিছু সংগ্রহ বা অবলম্বন করিয়া স্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্তই প্রদূষিত বা দোষযুক্ত, এইরূপে চিত্ত প্রদূষিত হেতু এইখানে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে নিশ্চিত অপায় দুর্গতি দুঃখময় স্থান নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ভগবান ইহাই বলিয়াছেন, উহাতে ইহাই বলা হইয়াছে'—

যেন কোনো প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে জানিয়া শাস্তা ভিক্ষুগণের নিকট এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সময়ে প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু হইলে তাহার চিত্তই প্রদূষিত বলিয়া সে নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিত্তপ্রদোষ বা চিত্তদোষযুক্ত হেতুই সত্ত্বগণ দুর্গতিতে গমন করে। এইরূপে সেই মূর্খ যথানুরূপ স্থিত থেকে দেহত্যাগে তথানুরূপ নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেও ভগবান কর্তৃক বলা হইয়াছে—'ইহা আমার সূত্র'। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র। যদি দুঃখকে ভয় কর, দুঃখ যদি তোমার অপ্রিয় হয় তাহা হইলে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে পাপকার্য করিও না।

পাপকার্য যদি কর কিংবা করিয়া থাক তুমি বুদ্ধিপূর্বক ইচ্ছা করিয়া পলাইয়া গেলেও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে না।

অধর্ম এবং মিথ্যা কথা এই উভয়কার্য দ্বারা ধন লাভ করিয়া মূর্খেরা তাহা আমার বলিয়া মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ধন ভবিষ্যতে কোন উপকারে আসিবে? (অর্থাৎ অধর্ম দ্বারা অর্জিত হয় বলিয়া সেই ধন তাহাদের মধ্যে বেশি দিন স্থায়ী হয় না)।

সত্ত্বর অন্তরায় ঘটিবে (অর্থাৎ সেই অধর্মে উপার্জিত ধনে অধার্মিক পেশা বা ব্যবহারাদি হইতে রাজ অনুজ্ঞায় ইত্যাদি দ্বারা শীঘ্র অন্তরায় বা বিঘ্ন ঘটিবে) আর উহার বিনিময়ে সজ্জিত বা সাজানো আসবাবাদি যাবতীয় আয়োজিত বস্তু সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারে না। এইরূপে তাহারা (এই সংসারের এবং মৃত্যুর পর পরকালের অর্থসমূহ বিনষ্ট করিয়া) ধ্বংস হইয়া যায় নহে কী? ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

কিরূপে নিজেকে খনন করে বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে? কিরূপে মিত্রগণ হইতে মিত্রভাব ক্ষয় পায় বা নষ্ট হয়? কিরূপে ধর্মসমূহ ফিরিয়া যায় বা পরিবর্তন হয়? কিরূপে স্বর্গে গমন হয় না?

লোভ দ্বারা নিজেকে খনন করে বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে, লোভী মিত্রগণ হইতে মিত্রভাব ক্ষয় করে বা নষ্ট করে, লোভ দ্বারা ধর্মসমূহ ফিরিয়া যায় বা পরিবর্তন হয়, লোভ দ্বারা স্বর্গে গমন হয় না।

(ইহলোক এবং পরলোক সম্বন্ধে না জানিয়া) দুষ্টবুদ্ধি মূর্খগণ পাপকার্য করিতে করিতে নিজে মিত্রহীন বা শত্রুসদৃশ হইয়া বিচরণ বা অবস্থান করিতে থাকে যাহার ফলে হয় কটু বা ভীষণ দুঃখময়। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

যাহা করিয়া অনুতাপ করিতে হয় (অর্থাৎ যেই কর্ম নরকাদিতে ফল প্রদানে সমর্থবান দুঃখ উৎপাদন করিয়া অনুসরণ করিতে হয় আর অনুসরণক্ষণে অনুশোচনা করিতে হয়) সেই কার্য করা সৎ বা সুন্দর নহে, যাহার অশ্রুতেই সিক্ত মুখে রোদন করিতে করিতে ফল ভোগ করিতে হয়। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

হীনপ্রজ্ঞা দ্বারা শ্রমণ ধর্ম দুষ্কর (শীলসংবরণাদি পরীক্ষা বা গবেষণা না

করিয়া সম্পাদন করিতে অসমর্থতা হেতু দুষ্কর) এবং দুর্তিতিক্ষ (যাহা সহ্য করিতে হয় তাহা অসহনীয় হইতে ক্ষান্তি সংবরণ বশে দুর্তিতিক্ষ), উহাতে (সেই শ্রমণ ধর্মে) বহু দুঃখ যাহাতে (অর্থাৎ যেই আর্যমার্গে আর্য মার্গারোহণে শীলসংবরণাদি পরিবন্ধনে বহু সম্বাধ বা দুঃখ রহিয়াছে তাহাতে) মূর্খ ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাকে।

তথাগতের ভাষিত অর্থে এবং ধর্মে (ব্যাখ্যাকৃত নীতিসমূহ) যেই মূর্খ মনকে প্রদূষিত করে (অর্থাৎ শ্রমণ ধর্মে ব্রহ্মচর্য ও শীলসংবরণ ইত্যাদি পালনে-রক্ষণে কষ্ট দেখিয়া যাহার মন উহাতে অনাগ্রহন্বিত হয়) তাহার জীবন নাকি নিস্ফল।

প্রভু, আমি এই দুঃখ অর্জন করিব (অর্থাৎ পণ্ডিত কুলপুত্রগণ বলিয়া থাকেন—'ভন্তে, শ্রমণ ধর্ম পালনে ও রক্ষণে যতই অসহনীয় দুঃখ উৎপন্ন হইবে হউক তাহা সহ্যগুণ ও তিতিক্ষাগুণ দ্বারা অকাতরে ব্রহ্মচর্য পালনে রক্ষণে ও আর্যমার্গে আরোহণে উৎসাহিত থাকিব এবং তদনুরূপ কার্যেও রত থাকিব)। প্রভু, ইহাও অধিকতর পাপ যাহা অবীতরাগ থাকিয়া (লোভ বা আসক্তিরহিত না হইয়া) অপ্রমাণ্য তথাগতের ভাষিত অর্থ ও ধর্মসমূহে যে চিত্ত দূষিত করিব (অর্থাৎ শ্রমণধর্ম পালনে রক্ষণে অপারগ হইয়া উহার প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করিব)। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

অপ্রমাণ্যকে (অর্থাৎ ক্ষীণাস্রব পুদ্‌গলের এতগুলি শীল, ইহা এইরূপ সমাধি, এইরূপ প্রজ্ঞা বলিয়া যাহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না তাদৃশ্য অপরিমাণের) এইখানে কোনো মেধাবী কল্পনা করিয়া পরিমিত করিতে পারে? অপ্রমাণ্যকে দ্বারা বা সীমাদিয়া আচ্ছাদিতকরণ অজ্ঞানী মনে করিতে পারে (অর্থাৎ যেই পৃথগ্‌জন ব্যক্তি পরিমিত করিতে চায় বা আরম্ভ করিয়া) সেই আচ্ছাদিতকরণ প্রজ্ঞাকে অধঃমুখী বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

পুরুষেরই জন্মগত কুঠারী (আত্মচ্ছেদন অর্থে কুড়ালী সদৃশী কর্কশ কথা) মুখে আবির্ভূত হয় যদ্বারা দুর্ভাষণ বা দুর্বাক্য ভাষণ করিয়া মূর্খ নিজেকে (পুণ্য সংক্রান্ত মূল হইতে) ছিন্ন করিয়া ফেলে।

এইরূপে (আর্যনিন্দা বলে) দুর্বাক্য বা অবজ্ঞাজনক বাক্য ভাষণকারী দোষী খলিত ব্যক্তিতে যেইভাবে অপায়সমূহে ধ্বংস করিয়া ফেলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রও হলাহল বিষ ঈদৃশ দুঃখব্যঞ্জক নহে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

৯২. যেই ব্যক্তি নিন্দনীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করে অথবা যেই ব্যক্তি প্রশংসনীয় তাহাকে নিন্দা করে (অর্থাৎ যেই ব্যক্তি গুণবিশিষ্টতায় প্রশংসার্হ

অন্য প্রকারে তাহাকে পাপ ইচ্ছায় বা নিন্দা করিবার ইচ্ছায় দুর্বাক্য অবজ্ঞাজনক বাক্য ইত্যাদি আরোপ করিয়া গালাগালি দিয়া থাকে) সেই ব্যক্তি মুখদ্বারা রাশিকৃত অপরাধ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সেই অপরাধ দ্বারা সুখ লাভ করিতে পারে না।

যেই ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া (জুয়াখেলা) ইত্যাদিতে ধন হারাইয়া পরাজিত হয় এই অপরাধ অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু নিজেকেসহ নিজের সর্বস্ব (নিজের সমস্ত সম্পত্তি) দিয়া যেই অপরাধ করা হয় এই অপরাধ মহত্ত্বতর।

যেই ব্যক্তি সুগতগণে বা বুদ্ধাদি আর্যগণে মন প্রদূষিত করে (নিন্দা তিরস্কার গালাগালি ইত্যাদি করে উহাতে তাহার এইরূপ মহত্ত্বা পাপ হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। কারণ, বাক্য ও মনের সঙ্কল্প দ্বারা আর্যনিন্দা করিয়া যাহা পাপ করা হয় উহাতে তাহাকে শত সহস্র নির্বুদ নামক নরকে, ছত্রিশ ও পঞ্চ প্রকার অর্বুদ নামক নরকে (অনন্তকাল পর্যন্ত) নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

যেই ব্যক্তি লোভ গুণে বা তৃষ্ণায় ব্যাপৃত থাকে সেই অশ্রদ্ধাবান। অসৎপুরুষ বা ইতর, (বুদ্ধগণের ও উপদেশ গ্রহণ না করিয়া) অকথ্যভাষী মাৎসর্যপরায়ণ ও নিন্দাবাদে সংসক্ত ব্যক্তি বাক্য দ্বারা অপরকে গালাগালি বা অপবাদ দিয়া থাকে।

[অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করায় আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন তীব্রভাবে দুঃখ অনুভব করিয়া কোকালিককেই শিক্ষা দিয়া এই (১,২,৩ নম্বর) গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।]

মুখদুগ (বিষমমুখ)! বিভূত (অশান্তিবাদি বা অস্পষ্টবাদি)! অসৎপুরুষ (ইতর বা নীচলোক)! ভুনহু (আত্মবুদ্ধি বিনাশক)! পাপি! দুষ্কৃতকার! পুরুষাধম! পাপী বা অলক্ষ্মী পুরুষ! ভগবান বুদ্ধের অসিদ্ধপুত্র! এইখানে অধিক কথা বলিয়া (অসিজাত নামক) নরকস্থ হইও না।

পাপকারি! (ক্লেশ সাম্য ক্ষীণাস্রব অর্হৎকে) নিন্দা করিয়া নিজের অমঙ্গলের জন্য নিজে অপবিত্রতারূপ রজঃ নিজের মধ্যে আকীর্ণ বা প্রক্ষেপ করিতেছে? বহুপ্রকারে দুর্নীতি আচরণ (অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার) করিয়া দীর্ঘকাল নরকভোগ করিবার জন্য যাইতেছে? ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র।

উহাতে বাসনাভাগীয় সূত্র কিরূপ?

ধর্মসমূহে প্রথমে মনে উৎপন্ন হয়, উহারা মনের প্রধান ও মনোজ্ঞ বিষয় বলিয়া মনে উৎপন্ন হয় মনের সেই ভাব দ্বারা যদি প্রসন্ন মনে কথা বলে কিংবা কার্য করে উহাতে আপন শরীরের ছায়া যেমন শান্তির সহিত শরীরের

সঙ্গে সঙ্গে গমন করে তাহার কর্মফলরূপ সুখও তাহার (সেই কথকের কিংবা কার্যকারীর সঙ্গে সঙ্গে শান্তির সহিত অনুগমন করিয়া থাকে)। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৩. মহানাম শাক্য ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, 'ভন্তে (প্রভু), এই কপিলাবস্তু (হস্তে পরিধানের মস্তকে পরিধানের ইত্যাদি অলংকারে এবং মণিকনকাদিতে) সমৃদ্ধ, (তৈল মধুগুড় ইত্যাদিতে এবং ধন ধান্যাদিতে বিপুলভাবে) স্ফীত, বহুজনে পরিপূর্ণ, নিরন্তর মনুষ্য সমাকীর্ণ এবং নগর ঘনবসতিপূর্ণ। আমি নাকি ভন্তে, মনে মনে ভাবিলাম সায়াহ্ন সময়ে কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করিয়া সেই ভগবানকে অথবা ভিক্ষুগণকে পূজা করিয়া আসিব। আরও ভাবিলাম ভন্তের সহিতও (দমনকারী শাস্তার নিকট সোজা উপস্থিত না হইয়া একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া) হস্তীতে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইব অথবা কি ভন্তের সহিতও রথে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইব অথবা কি ভন্তের সহিতও শকটে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইব অথবা কি ভন্তের সহিতও মানুষ সঙ্গে করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইব। ভন্তে, উহাতে (এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) সেই সময়ে আমার সেই ভগবানকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করা স্মৃতি বিস্মৃতি হওয়ার মত হইলাম, ধর্মকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করা স্মৃতি বিস্মৃত হইলাম এবং সংঘকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করা স্মৃতি বিস্মৃত হইলাম। ভন্তে, উহাতে আমার এইরূপ মনে হইল : এই সন্ধ্যার সময় যদি আমার মৃত্যু হয়। আমার কিরূপ গতি হইবে? কোথায় পুনর্জন্ম হইবে'? 'মহানাম, তুমি ভয় করিও না, তোমার মৃত্যু হীনভাবে হইবে না, তোমার মৃত্যু নিকৃষ্টতর নহে। মহানাম, চার প্রকার ধর্ম-সমন্বিত আর্যশ্রাবক নির্বাণনিম্ন বা নির্বাণে নত নির্বাণে রত ও নির্বাণে পরিচালিত হইয়া থাকে। চারি প্রকার কিরূপ? মহানাম, এই সংসারে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অচলপ্রসাদ দ্বারা (অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে তথাগতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা) সমন্বিত বা ভূষিত হইয়া থাকে যে—'ইনি সেই ভগবান যিনি অর্হৎ... পূর্ববৎ, দেবমনুষ্যগণের শিক্ষক বুদ্ধ ভগবান', ধর্মে... পূর্ববৎ, সংঘে... পূর্ববৎ আর্যসুন্দর শীলসমূহ দ্বারা এবং অখণ্ড... পূর্ববৎ সমাধিসমূহে লিপ্ত থাকিয়া ভূষিত থাকে। এইরূপে মহানাম, বৃক্ষ প্রাচীন নিম্ন (অর্থাৎ পূর্ব সময় হইতে ক্রমনিম্ন হয়) প্রাচীন পোনো (অর্থাৎ পূর্বসময় হইতে নিচের দিকে ঢালু হয় বা ঝুকিয়া পড়ে) আর প্রাচীন সব্‌ভার (অর্থাৎ পূর্ব সময় হইতে নিচের দিকে চালিত হয়), অবশেষে সে বৃক্ষমূলে ছিন্ন হইয়া ভূমিশায়ী বা অধঃপতিত হইয়া থাকে। কিরূপে অধঃপতিত হইয়া

থাকে?' 'ভন্তে, যেইভাবে নিচের দিকে ঝোঁকে, যেভাবে নিচের দিকে ঢালু বা ক্রমনিম্ন হয় আর যেইভাবে নিচের দিকে চালিত হয়।' 'এইরূপই মহানাম, এই চারি প্রকার কর্মে সমন্বিত বা ভূষিত আর্যশ্রাবক নির্বাণে নত, নির্বাণে পরিচালিত হইয়া থাকে। মহানাম, তুমি ভয় করিও না, তোমার মৃত্যু হীনভাবে হইবে না, তোমার মৃত্যু নিকৃষ্টতর নহে।'

সুখ হইবে কামনা করিয়া নিজ সুখের সন্ধানে যেই ব্যক্তি সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা বা আঘাত করে না সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুখলাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য সুখ এবং দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া দেবসুখ লাভ করিয়া থাকে, অতঃপর এই উভয় সুখকে অতিক্রম করিয়া নির্বাণসুখ লাভ করিয়া থাকে)। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

গাভীগণের মহাপ্রবাহ উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে (হইবার সময়ে) যদি যুথপতি বৃষভ সোজাপথে গমন করে উহাদের পরিচালক নেতা বৃষভের সোজাপথ লক্ষ্য করিয়া গাভীগণও সোজাপথে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপে মানুষের মধ্যে যেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত হয় সেই ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে, তাহার অনুকরণকারী অপর জনগণও অতিশীঘ্র ধর্মাচরণ করিয়া থাকে। রাজা যদি ধার্মিক হয় সমস্ত রাজ্য বা রাজ্যবাসী প্রজাগণ সুখ পাইয়া থাকে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৪. ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে কতিপয় ভিক্ষু ভগবানের চীবর সেলাইয়ের কার্য করিতেছিলেন, চীবর সেলাইয়ের কার্য শেষ হইলে ভগবান তিনমাস বর্ষাযাপন সমাপ্ত করিয়া দেশ পর্যটনে বহির্গত হইবেন। [সপ্তবিধ কারণে ভগবান বুদ্ধগণ গ্রাম বা দেশ পর্যটনে বাহির হইয়া থাকে; যথা : ১) গ্রামান্তরে বা দেশান্তরে গত বিনীত বা শৈক্ষ্য ভিক্ষুদের অনুশাসনের জন্য, ২) গ্রামান্তরে বা দেশান্তরে বাসকারী ভিক্ষুদিগের উৎসুক্য বা আগ্রহ সমুৎপাদনের বা বৃদ্ধির জন্য, ৩) শ্রাবকগণের একস্থানে একত্রে বাস তত্ত্বাবধানের জন্য, ৪) ভগবান যেইখানে যান সেইখানে তাঁহার নিজেরও নিঃসঙ্গ বা একাকী থাকার অভ্যাস রক্ষণের জন্য, ৫) সম্বুদ্ধ অবস্থান করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে গ্রামে বা দেশে দেশে চৈতাভাব সম্পাদনের জন্য, ৬) বহু জনপ্রাণীর দর্শন সমাগম ইত্যাদি পুণ্যপ্রবাহ প্রবাহিত করার জন্য, ৭) অনাবৃষ্টি ইত্যাদি উপশম বা শান্তি করিবার জন্য।] সেই সময়ে নাকি ঋষিদত্তপুরাণা (এইখানে ঋষিদত্ত অর্থে 'সকৃদাগামী' এবং পুরাণা অর্থে

'স্রোতাপন্ন' অর্থাৎ স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ফললাভী গৃহী আর্যশ্রাবগণ) স্থপতি বা ছুতার মিস্ত্রীগণ নিজেদের বাসস্থান শাকেত গ্রামে থাকিয়া কোনো কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণ শুনিলেন যে, কতিপয় ভিক্ষু নাকি ভগবানের চীবর সেলাই কার্য করিতেছেন। চীবর সেলাই কার্য সমাপ্ত হইলে ভগবান তিনমাস বর্ষাযাপন সমাপ্ত করিয়া দেশ পর্যটনে বহির্গত হইবেন। অনন্তর ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণ ভগবানের আসার পথে গ্রামদ্বারে একজন লোক নিযুক্ত রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, 'ওহে পুরুষ, তুমি যখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আসিতেছেন দেখিতে পাইবে তখনই আমাদিগকে সংবাদ দিবে।' সেই ব্যক্তি দুই তিন দিন অপেক্ষায় থাকার পর দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিল, দেখিয়াই সেই ব্যক্তি ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণ যেইখানে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণকে এইরূপ বলিল, 'প্রভুগণ, এই যে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আসিতেছেন, এখন আপনারা যাহা করিবার সময় মনে করেন তাহা করিতে পারেন।' অনন্তর ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণ যেইখানে ভগবান আছেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ভগবানের পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া যেইখানে কোনো একটি বৃক্ষমূল আছে সেইখানে উপনীত হইলেন, উপনীত হইয়া (ভগবানের সঙ্গে আগত ভিক্ষুগণ কর্তৃক) প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণও নাকি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশনকারী ঋষিদত্তপুরাণা স্থপতিগণ।

ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, 'ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে, ভগবান শ্রাবস্তী হইতে কোশলরাজ্যে পর্যটনে বহির্গত হইবেন সেই সময় আমরা নিরানন্দ হইয়া থাকি আর দুর্মনাভাব হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান দূরেই থাকিবেন। কিন্তু ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে ভগবান শ্রাবস্তী হইতে কোশলরাজ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন সেই সময় আমরা নিরানন্দ হইয়া থাকি আর দুর্মনাভাব হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান দূরেই আছেন। ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে ভগবান কাশীরাজ্যে এবং মগধরাজ্যে পর্যটনে বহির্গত হইবেন সেই সময় আমরা নিরানন্দ হইয়া থাকি আর দুর্মনাভাব হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান দূরেই থাকিবেন। কিন্তু ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে, ভগবান কাশীরাজ্যে এবং মগধরাজ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন সেই সময় আমরা খুবই নিরানন্দ হইয়া থাকি আর

অত্যন্ত দুর্মনাভাব হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান দূরেই আছেন। ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে, ভগবান মগধরাজ্যে এবং কাশীরাজ্যে ভ্রমণে বাহির হইবেন সেই সময় আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকি আর উল্লাসিত হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান সমীপেই থাকিবেন। ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে ভগবান মগধরাজ্যে এবং কাশীরাজ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন সেই সময় আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকি আর উল্লাসিত হইয়া থাকি যে আমাদের ভগবান সমীপেই আছেন। ভন্তে, যখন আমার শুনিতে পাই যে ভগবান কোশলরাজ্যে এবং শ্রাবস্তীতে পর্যটনে বহির্গত হইবেন সেই সময় আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকি আর আহ্লাদিত হইয়া থাকি যে, আমাদের ভগবান সমীপেই থাকিবেন। ভন্তে, যখন আমরা শুনিতে পাই যে, ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত বিহারেই অবস্থান করিতেছেন সেই সময় অতি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকি আর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকি যে, ভগবান আমাদের সন্নিকটেই আছেন।'

'ওহে স্থপতিগণ, সেই কারণে (অর্থাৎ যেই কারণে আমি দূরে থাকিলে তোমাদের খুবই দুর্মনাভাব হইয়া থাকে আর আমি সমীপে থাকিলে তোমাদের অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়া থাকে সেই কারণেও দুঃখে এই গৃহস্থ জীবন, গৃহস্থ জীবনেরই দোষে তোমাদের এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে)। গৃহস্থ জীবন রজঃপথ বা অপবিত্র পথ (অর্থাৎ রাগাদির আগমন পথ বা স্থান), মুক্ত জীবন প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ প্রব্রজ্যা সাংসারিক আসক্তিহীন বাধাহীন মুক্ত)। ওহে স্থপতিগণ, অপ্রমাদ দ্বারা যোগ্য হইয়া থাকে (অর্থাৎ গৃহবাসে বা সাংসারিক জীবনে তোমাদের সতর্কতার সহিত কাজ করা উচিত)' 'ভন্তে, ইহাতে দুঃখ বা সঙ্কটসমূহ, অন্য সঙ্কট, সঙ্কটতর এবং অপেক্ষাকৃত অনুরূপ দুঃখ বা সঙ্কট আছে নহে কী?' 'ওহে স্থপতিগণ, ইহাতে দুঃখ বা সঙ্কটসমূহ, অন্য সঙ্কট, সঙ্কটতর এবং অপেক্ষাকৃত অনুরূপ দুঃখ বা সঙ্কট কিরূপ?' 'ভন্তে, এইখানে (এই কোশলরাজ্যে) কোশলরাজ প্রসেনদি যখন উদ্যান ভূমি ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছুক হন আমার কোশলরাজ প্রসেনদির যেই সব রাজার আরোহণযোগ্য হস্তী আছে উহাদিগকে আনয়ন করাই, উহাদিগকে সজ্জিত করিয়া কোশলরাজ প্রসেনদির যেই সব প্রিয়া মনোজ্ঞা রাণী আছেন তাঁহাদের একজনকে সম্মুখভাবে আরেকজনকে পশ্চাৎভাগে বসাইয়া দিয়া থাকি (অর্থাৎ দুইজন রাণীকে সর্বালংকারে প্রতিমণ্ডিত দুইটি হস্তীতে বসাইয়া দিয়া থাকি, হস্তী দুইটি রাজার হস্তীকে মধ্যভাগে রাখিয়া একটি সম্মুখভাগে ও একটি পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া চলিতে থাকে)। কিন্তু ভন্তে, সেই ভগিনীগণের নাকি

এইরূপ সুগন্ধ প্রবাহিত হইয়া থাকে যে ঠিকরূপে বলিতে গেলে বলা যায় তখন পর্যন্ত উহা উন্মুক্ত সুগন্ধ পাত্রের সুগন্ধ হইয়া থাকে, রাজা যেন সেই সুগন্ধ বিভূষিতগণের মধ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ভন্তে, সেই ভগিনীগণের নাকি শরীরস্পর্শ এইরূপ কোমল হইয়া থাকে যে ঠিকরূপে বলিতে গেলে বলা যায় তুলাপিচুন অথবা কার্পাসপিচুন (অর্থাৎ ধনু দিয়া যে তুলা বা কার্পাসকে ধুনিয়া কোমল করা হয় তাদৃশ কোমল) তাহা যেন সুখে লালিতা-পালিতা রাজকন্যাগণের শরীর। কিন্তু সেই সময়ে নাকি ভন্তে, হস্তীও রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে, সেই ভগিনীগণেও (যেন প্রমাদ না ঘটায় সেইভাবে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। রাজা (অনুগ্রহ কথিত বিশৃঙ্খলাদি না করিয়া) নিজেও রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ভন্তে, সেই ভগিনীগণে পাপচিত্ত উৎপন্ন করিয়া থাকি, সতর্ক থাকিতে পারি না। ইহাই নাকি ভন্তে, ইহাতে দুঃখ বা সঙ্কট, অন্য সঙ্কট, সঙ্কটতর এবং অপেক্ষাকৃত অনুরূপ সঙ্কট।' 'ওহে স্থপতিগণ, সেই কারণে গৃহী জীবন রজঃপথ বা অপবিত্র পথ, মুক্তজীবন প্রব্রজ্যা। ওহে স্থপতিগণ, অপ্রমাদ দ্বারা যোগ্য হইয়া থাকে।'

'স্থপতিগণ, আর্যশ্রাবক চারি প্রকার ধর্মে সমন্বিত সংযুক্ত হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়া থাকে, যেই ধর্ম দুঃখময় স্থানের নহে নিত্য সম্বোধিপরায়ণ। কোন চারি প্রকার? স্থপতিগণ, এই সংসারে শ্রুতবান বা পণ্ডিত আর্যশ্রাবক—১) বুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন—ইনি সেই ভগবান... পূর্ববৎ, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান, ২) ধর্মে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সহিত... পূর্ববৎ, ৩) সংঘের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সহিত... পূর্ববৎ, ৪) মাৎসর্যরূপ ময়লা বা অপবিত্রতামুক্ত, ত্যাগেমুক্ত (অর্থাৎ সংসার বা সাংসারিকতা ত্যাগে মুক্তিপ্রাপ্ত, পয়তপাণি (অর্থাৎ সেই যাচকের দল নিত্য আসা যাওয়া করে তাহাদিগকে দান দেওয়ায় মুক্তহস্ত), ত্যাগে রত, যাচযোগ বা দানে রত, দান সংবিভাগে রত (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ মাত্রও লব্ধ হইলে বা পাইলে উহা হইতেও ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া দিতে রত), অপ্রতিবিভক্ত (অর্থাৎ ইহা আমাদের জন্য এবং ইহা আর্যদের জন্য এইরূপে বিভাগ না করিয়া সমস্তই দান দিতে প্রস্তুত) মনোবৃত্তির হইয়া গৃহবাসে বাস করিয়া থাকে। স্থপতিগণ, আর্যশ্রাবক এই চারি প্রকার ধর্মে সংযুক্ত স্রোতাপন্ন হইয়া থাকে, যেই ধর্ম দুঃখময় স্থানের নহে নিত্য সম্বোধিপরায়ণ। স্থপতিগণ, তোমরা কিন্তু বুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সহিত সমন্বিত, যেমন—ইনি সেই ভগবান... পূর্ববৎ, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান; ধর্মে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের

সহিত... পূর্ববৎ, সংঘে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সহিত... পূর্ববৎ; কিন্তু গৃহস্থ পরিবারে যাহা কিছু দান দিবার থাকে সেই সমস্ত কল্যাণধর্ম আচরণকারী শীলবানদের দ্বারা অপ্রতিবিভক্ত থাকে। স্থপতিগণ, তাহা কিরূপ মনে কর তোমাদের কোশলরাজ্যে কয়জন মানুষ আছে, যাহারা এই দান সংবিভাগ দ্বারা তোমাদের সমান সমান হইতে পারে?' 'লাভ হইতে নহে ভন্তে, সুলব্ধ নহে ভন্তে, যাহা আমাদের ভগবান এইরূপে অবগত আছেন।' ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৫. একটিমাত্র পুষ্প ত্যাগ বা পূজা করিয়া সহস্র কোটি কল্পবার দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল, অবশেষে পরিনির্বাপিত হইল। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

অশ্বত্থ বৃক্ষে বার বার হরিদ্বর্ণ শাখাপল্লব সমৃদ্ধ হইয়া উদ্ভাসিত হয়, আমি কিন্তু (স্বভাবের) প্রতিকূল স্মৃতিতে একবার মাত্র বুদ্ধের শরণাগত সংজ্ঞা বা বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলাম।

(যেই কল্পে সেই সংজ্ঞা বা বিশ্বাস করিয়াছিলাম সেই কল্প হইতে) অদ্যাবধি ত্রিশকল্প পর্যন্ত আমি দুর্গতিতে গমন করি নাই, সেই সংজ্ঞায় অবস্থান হেতু আমার ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইয়াছে।

ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

পুরুষশ্রেষ্ঠ কারুণিক তৃষ্ণা সমুচ্ছেদকারী মুনি পূর্বাহ্ন সময়ে কোশল নগরে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন।

(কোনো) পুরুষের হস্তে নানাপ্রকার পুষ্পে অলঙ্কৃত পুষ্পগুচ্ছ লইয়া গেল সে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখস্থিত সম্বুদ্ধকে প্রদান করিবে বলিয়া।

(সম্বুদ্ধ) রাজপথে প্রবেশ করিলে সে হৃষ্টচিত্তে উল্লসিত হইয়া দেব-মানবের পূজ্য সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল।

সে প্রসন্ন হইয়া সেই সৌরভী বর্ণযুক্ত (সুন্দর) মনোরম পুষ্পগুচ্ছ যুক্ত হস্তে সম্বুদ্ধকে প্রদান করিল।

উহা হইতে বুদ্ধের উপরও অধঃ ওষ্ঠের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা বর্ণের সহস্র রশ্মিমালা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইল, মুখমণ্ডল হইতে প্রভা নির্গত হইল।

(সেইরশ্মি বা জ্যোতিমালা) আদিত্যবন্ধুর (বুদ্ধের) কিরিয়াভাগে প্রদক্ষিণ করিয়া তিনবার পরিবেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর দিয়া অন্তর্ধান হইল।

এই আশ্চর্য অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ চীবর একাংশ করিয়া এইরূপ বলিলেন :

'হে মহামুনি, প্রফুল্ল আকারের বা স্মিতহাস্যের হেতু কি বলুন, হে মুনি,

ধর্মালোক কিরূপ হইবে। আমার সন্দেহ বিনোদন করুন।

যাঁহার জ্ঞান সর্বধর্মে প্রবর্তিত হয় (অর্থাৎ সর্বপ্রকার স্বভাবধর্ম জানিবার জন্য যাঁহার ইচ্ছা বা জ্ঞান সর্বদা প্রবর্তিত বা চলিতে থাকে সেই সর্বজ্ঞ ভগবান) অনিশ্চয়তায় সন্দিগ্ধ আনন্দ স্থবিরকে এইরূপ বলিলেন, 'আনন্দ, যেই পুরুষ আমার প্রতি চিত্তকে প্রসাদিত বা প্রফুল্ল করে সেই ব্যক্তি চুরাশি কল্পকাল পর্যন্ত দুর্গতিতে গমন করে না

যতবার দেবলোকসমূহে উৎপন্ন হইবে প্রত্যেকবারে দেবসৌভাগ্য লাভে দিব্যরাজ্য প্রশাসন করিবে (অর্থাৎ দেবরাজ্যের রাজা হইবে) আর যতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে প্রত্যেকবারে সর্বরাজ্যের রাজা বা রাজ্যশাসক হইবে।

সেই ব্যক্তি অন্তিম জন্মে প্রব্রজিত হইয়া চারি আর্যসত্য বা প্রত্যেক বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া আসক্তিক্ষয়ে বটংসক নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইবে।

চিত্তে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইলে দানীয় বস্তু অল্প বলিয়া কিছুই নাই, যাহা আছে তাহা (অর্থাৎ দানীয় বস্তু অল্পই হোক না কেন) চিত্তপ্রসন্নতার সহিত তথাগতকে বা সম্বুদ্ধকে অথবা তাঁহার শ্রাবক শিষ্যকে দান দিলে উপরিউক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপে বুদ্ধগণ (বুদ্ধগণের গুণ) চিন্তার অতীত এবং বুদ্ধের ধর্মসমূহও (ধর্মের গুণ) চিন্তার অতীত, সেই অচিন্তনীয়সমূহের মধ্যে যাহারা চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে তাহাদের বিপাক (সিদ্ধান্ত ও শেষ ফল) অচিন্তনীয় হইয়া থাকে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৬. 'হে ভিক্ষুগণ, আমি এইখানে যেকোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া সেই ব্যক্তির চিত্তকে বুদ্ধচক্ষু দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া থাকি, যেমন নাকি এই ব্যক্তি যেই উপায়ে বা গতি পথে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং যেই মার্গ সমারূঢ় হইয়াছে আর এই সময়ে ইহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপে স্বর্গে যথানুরূপ কিছু সংগ্রহ বা অবলম্বন করিয়া স্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্তই প্রসাদিত বা প্রফুল্ল, এইরূপে চিত্তের প্রফুল্লতা হেতু এইখানে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে নিশ্চিত সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে', ভগবান ইহাই বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই বলা হইয়াছে :

যেকোনো প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে জানিয়া শাস্তা ভিক্ষুগণের নিকট ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহার চিত্তই প্রসাদিত বা প্রফুল্ল বলিয়া যে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকবে।

চিত্তপ্রসাদের বা চিত্তপ্রফুল্লতার হেতুই সত্ত্বগণ সুগতিতে গমন করে। এইরূপে সেই প্রজ্ঞাবান যথানুরূপ স্থিত থাকে দেহত্যাগে তথানুরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেও ভগবান কর্তৃক বলা হইয়াছে আমি এরূপ শুনিয়াছি। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

নারী, তুমি সুবর্ণাচ্ছাদিত নৌকা (অর্থাৎ উভয় পাশে স্বর্ণালংকারে প্রতিমণ্ডিত বশে আচ্ছাদিত সুবর্ণ নৌকা) আরোহণ করিয়া দাঁড়াইয়াছ, পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা পদ্মপুষ্প ছিন্ন বা চয়ন করিতেছ।

তোমার তাদৃশ বর্ণ (সৌন্দর্য) কিরূপে হইল? তোমার অনুভাব জ্যোতি (দীপ্তিশক্তি) কিরূপ? এবং তুমি যখন যাহা কিছু মনে মনে পাইতে ইচ্ছা কর তোমার সেই ভোগ্যবস্তুসমূহ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে? দেবতা কর্তৃক তুমি ইহার আনিসংস (সুফল বা সদ্‌গুণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতেছ (অর্থাৎ দেবতা তোমাকে ইহা প্রাপ্তির সদ্‌গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) যে কিরূপ কর্মের এইরূপ ফল হইয়া থাকে?

দেবরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দেবতা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শক্রকে (দেবরাজ ইন্দ্রকে) জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, আমি এইরূপ শুনিয়াছি (অর্থাৎ ভগবান যেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, আমিও এইরূপ শুনিয়াছি। এইখানে 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি' অর্থে আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন নিজে যেইরূপ শুনিয়াছিলেন তাহা ভগবান বলিয়াছিলেন)।

আমি দীর্ঘপথ পরিভ্রমণকালে যশস্বী কশ্যপ বুদ্ধের মনোরম স্তুপ দর্শন করিয়া চিত্তপ্রসাদ (মনের প্রফুল্লতা) লাভ করিয়াছিলাম।

তখন প্রসন্ন হইয়া যুক্ত হস্তে পদ্মপুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম। সেই কর্মের সদ্‌গুণের ফলেই এতাদৃশ কৃতপুণ্যসমূহ আমার লাভ হইয়াছে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

দান সম্বন্ধীয় কথা বা আলাপ-আলোচনা, শীল সম্বন্ধীয় কথা, স্বর্গ সম্বন্ধীয় কথা, পুণ্য সম্বন্ধীয় কথা, পুণের বিপাক (সুফল বা সদ্‌গুণ) সম্বন্ধীয় কথা। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

দশবল বুদ্ধের শরীর ধাতু নিহিত আছে উদ্দেশ্যে ধুলি নির্মিত বহু স্তূপ করিয়াও উহাতে পূজা ইত্যাদি কর্তব্য সম্পাদন করিলে নরগণ স্বর্গসমূহে উৎপন্ন হইয়া প্রমোদিত হয় বা স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৭. দেবপুত্রের শরীর সদৃশ শরীরধারী সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন সৌট্‌ঠবযুক্ত

কশ্যপ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে মানুষেরা জলে ধুলি সিক্ত করিয়া স্তূপ নির্মাণের কার্য করিল।

দশবল ধর্মাচরণকারী মহর্ষি সুগতের সুগাত্রে (অর্থাৎ সুন্দর শরীরবিশিষ্ট ধাতু রক্ষা করিয়া তদুপরি নির্মিত) এই স্তূপ যাহাতে দেবমনুষ্যগণ প্রসন্নতার সহিত পূজা ইত্যাদি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া জরা-মরণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

মহর্ষির শরীর ধাতুর উপর যেই স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলাম এবং উহাতে উৎপলপুষ্পের চারিটি মালা অভিরোপন বা স্থাপন করিয়াছিলাম প্রকৃতপক্ষে উহা মহৎ হইয়াছিল (অর্থাৎ শত সহস্র কল্প পূর্বে মহর্ষির শরীর ধাতুর উপর স্তূপ নির্মাণ করাইয়া উহাতে চারিটি উৎপল পুষ্পের মালা আরোপ করিয়া হৃষ্টমনে যেই পূজা করিয়াছিলাম সেই পূজার ফলে শত সহস্র কল্পকাল আয়ু ভোগ করিয়া এখনও আমি আনন্দিত রহিয়াছি, কাজেই আমার সেই পূজায় কৃতপুণ্য বাস্তবিকই মহৎ হইয়াছিল)।

(যেই কল্পে স্তূপ পূজা করিয়াছিলাম সেই স্তূপ পূজার কল্প হইতে) অদ্যাবধি ত্রিশকল্প পর্যন্ত আমি দুর্গতিতে গমন করি নাই, শাস্তার স্তূপ পূজা করিয়া আমি দুঃখময় স্থান অপায়ে গমন করি নাই। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

শত সহস্র কল্প পূর্বে আমি বত্রিশ প্রকার লক্ষণধারী বিজিত বিজয় লোকনাথ বুদ্ধের (শরীর ধাতুর উপর নির্মিত) স্তূপ হৃষ্টতার সহিত পূজা করিয়াছিলাম।

মৎকর্তৃক যেই পুণ্য প্রসূত হইয়াছে (অর্থাৎ আমি যেই পুণ্য লাভ করিয়াছি) সেই পুণ্য দ্বারা আমি দুঃখস্থান অপায়ে উৎপন্ন না হইয়া না যাইয়া বার বার দেব সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বার বার রাজা হইয়া রাজত্ব করিয়াছি।

অদন্ত দমনকারীর (বুদ্ধের) যেই প্রজ্ঞাচক্ষু শাসনে নিহিত বা প্রতিষ্ঠিত সেইরূপ আমার চিত্ত তৎসমস্ত লাভ করিয়াছে, আমি তৃষ্ণালতাকে বিধূর্নিত সমুচ্ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত চিত্ত হইয়াছি। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৮. সামাক নামক তৃণজাত একপোয়া ওজনের চাউলের পাক্কান্ন এই মাত্রই আমি বিমুক্তচিত্ত, (পঞ্চবিধ মনের অপচয় অভাবজনিত) অখিল, অনাসব (আসক্তিহীন, অনাসব) ও নিঃসঙ্গতা মানসে শান্তিময় অবস্থানকারী প্রত্যেক বুদ্ধে দান দিয়াছিলাম।

আমি সেই উত্তম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম (অর্থাৎ সেই প্রত্যেক বুদ্ধে যে উত্তম ধর্ম প্রত্যেক বোধিজ্ঞান থাকে সেই বোধিজ্ঞান বা উত্তম ধর্ম

ইনির মধ্যেও আছে বলিয়া আমি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়াছিলাম), আমি সেই ধর্মে মনে মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিলাম (অর্থাৎ ইহার বা এই প্রত্যেক বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্ত ধর্ম আমিও সাক্ষাৎভাবে দর্শন লাভ করিব বলিয়া সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম), এইরূপ অবস্থানকারীই আমার সম্মেলনে বা সঙ্গ হইয়া থাকুক এবং সংসারে (এতাদৃশ সঙ্গীর জন্য যেন) আমাকেও কখনো অপেক্ষমান হইয়া থাকিতে না হয় (এইরূপে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম)।

সেই কর্মের বিপাক (শেষফল বা সিদ্ধান্ত) হইতে আমি সহস্র বার কুরুতে (ইহা চতুর্মহাদ্বীপের মধ্যে একটি উত্তর কুরু নামক দ্বীপে) বিশেষগামী বা শ্রেষ্ঠতা অর্জনকারী, অহীনগামী (অর্থাৎ পরমায়ুর শেষ পর্যন্ত যথা কর্মানুরূপ প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগে অপরিহানি বা অক্ষয় স্বভাব অর্থে অহীনগামী) দীর্ঘায়ু (অর্থাৎ সহস্র বৎসর পরিমিত পরমায়ুযুক্ত) নিস্পৃহ বা নিঃস্বার্থ (অপার গৃহীত বা অনুধ্যুষিত) সত্ত্বগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছি, জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

সেই কর্মের বিপাক হইতে আমি সহস্রবার ত্রিদশপুরে (ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবলোকে বা স্বর্গে) বিচিত্র বিবিধ অলংকারে অনুলিপ্ত বা ভূষিত বিশিষ্ট বা নানা বর্ণের শরীরধারী যশস্বীর মধ্যে (বহু দেবপরিবারে বা বহু দেবগণের মধ্যে) উৎপন্ন হইয়াছি।

সেই কর্মের বিপাক হইতে আমি বিমুক্তচিত্ত, (পঞ্চবিধ মনের অপচয় অভাবজনিত) অখিল ও অনাসব (সর্বাসক্তিহীন) অনাসব হইয়াছি এই আমার দেহধারণের অন্তিমকাল সমাগম হইয়াছে আর হিতাহিত (কুশলাকুশল বা পাপ ও পুণ্য) অতিক্রান্ত হইয়াছে।

তথাগত জিন (বুদ্ধ) সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে শীলানুসরণকারী শীলবান যাহা ইচ্ছা করে তাহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে, যেমন আমার এই অন্তিম ভবে বা জন্মে আমার মনে যেইরূপ চিন্তার উদয় হয় সেইরূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

এই হইতে একত্রিশ কল্প পূর্বে জিন লোভমুক্ত অনন্তদর্শী ভগবান শিখী বুদ্ধ সংসারে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা রাজা শিখণ্ডী বুদ্ধের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত বা অনুরক্ত ছিলেন।

মহর্ষি বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হইলে তিনি (তাঁহার ভাই রাজা শিখণ্ডী) লোক বিনায়ক বুদ্ধের শরীরাবশিষ্ট ধাতুর উপর দেবাতিদেব নরোত্তম বুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণত দেড়ক্রোশ (দুই মাইলাপেক্ষা কিছু কম দৈর্ঘ্য বিস্তৃত) পরিমিত এক বিপুলাকার সুবৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সম্ভ্রান্তবংশে প্রতিপালিত কোনো একজন ব্যক্তি নিরতিশয় আনন্দিত মনে উহাতে বা সেই স্তূপে পূজা দিবার জন্য পূজার নৈবেধ্য আনিতেছিল, বাতাসের দ্বারা তাহার হাত হইতে একটি পুষ্প মাটিতে পড়িয়া যায় আমি উহা তুলিয়া লইয়া তাহাকে দিতেছিলাম।

সেই ব্যক্তি প্রসন্ন মনে আমাকে বলিল, 'আমি এই পুষ্পটি তোমাকেই দিতেছি।' আমি উহা গ্রহণ করিয়া পুনঃপুন বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়া স্তূপে স্থাপন করিয়াছিলাম বা পূজা দিয়াছিলাম।

(যেই কল্পে স্তূপ পূজা করিয়াছিলাম সেই স্তূপ পূজার কল্প হইতে) অদ্যাবধি ত্রিশকল্প পর্যন্ত আমি দুর্গতিতে গমন করি নাই এবং দুঃখস্থান অপায়ে গমন করি নাই, ইহা স্তূপ পূজার ফল। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

ব্রহ্মদত্ত রাজার প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সুবিভক্ত বিস্তৃত ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধিশালী কপিল নামক নগর।

তথায় পঞ্চালদের শ্রেষ্ঠ শহরে আমি মিষ্টি বিক্রয় করিতাম, সেই আমি সেই সময় উপরে আকাশে স্থিত যশস্বী সম্বুদ্ধকে (অরিষ্ট নামক প্রত্যেক সম্বুদ্ধকে) দেখিয়াছিলাম।

তখন আমি আমার হৃষ্টচিত্তকে বিশ্বাসযোগ্য বা ঠিক করিয়া ধ্রুব বা বিশ্বস্ত হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নরশ্রেষ্ঠ অরিষ্ট নামক প্রত্যেক সম্বুদ্ধকে আমার গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইলাম।

সেই হইতে সম্পূর্ণ কার্তিক মাসে অরিষ্ট নামক প্রত্যেক সম্বুদ্ধের সেবা করিয়া পূর্ণমাসী দিবসে তাঁহার গ্রহণযোগ্য নতুন বস্ত্রযুগল তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম বা দান করিয়াছিলাম।

এই দানে আমার প্রসন্নচিত্ত জ্ঞাত হইয়া অনুকম্পাকারী কারুণিক তৃষ্ণা সমুচ্ছেদকারী নরশ্রেষ্ঠ মুনি উহা গ্রহণ করিলেন।

আমি বুদ্ধ বর্ণিত সেই কল্যাণজনক কর্ম করিয়া দেবের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে বার বার দেহান্তরে গমন করিয়াছি (অর্থাৎ দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছি)। অতঃপর তথা হইতে চ্যুত হইয়া—

আমি বারাণসী নগরে আঢ্যকুলে শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছি।

তথা হইতেও বিজ্ঞতা বা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে দেবপুত্র দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমি প্রাসাদ হইতে অবরোহন করিয়া সম্বুদ্ধের (গৌতম বুদ্ধের) নিকট উপস্থিত হই।

সেই গৌতম বুদ্ধ অনুকম্পা করিয়া আমাকে ধর্মদেশনা করিয়াছেন যে

দুঃখ, দুঃখ সমুৎপাদ বা দুঃখের উৎপত্তি এবং দুঃখকে অতিক্রমকরণ—

দুঃখের উপশমগামী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এই চারি আর্যসত্য মুনি ধর্মদেশনা করিয়াছেন।

তাঁহার বচন (ধর্মদেশনা বা ধর্মোপদেশ) শ্রবণ করিয়া আমি শাসনে রত বা প্রব্রজিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকি এবং দিবারাত্রি অনলসভাবে আমি শমথ ভাবনা করিয়া প্রতিবিদ্ধ হই বা জ্ঞান লাভ করি।

অধ্যাত্ম বিষয় হইতে এবং বাহিরের বিষয় হইতে যেই আস্রবসমূহ আমাকে বিদ্ধ বা উৎপীড়ন করিতেছিল (অর্থাৎ পূর্বে আমার নিকট বিদ্যমান ছিল) তাহা সমস্তই সমূলে সমুৎচ্ছিন্ন হইয়াছে আর তাহা পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারিবে না।

আমার এই কৃত দুঃখরাশি অন্তিমে শেষ হইয়াছে, জন্ম-মৃত্যুর সংসারে এখন আমার আর পুনর্জন্ম নাই। ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

৯৯. যেই পুরুষ 'আমি হই' বলিয়া পর্যবেক্ষণ করে না (অর্থাৎ 'আমি হই' বলিয়া আমার আমিত্বের অহংকার যাহার নিকট নাই) সেই ব্যক্তিই ঊর্ধ্ব-অধঃ সর্বত্র বা সর্বদিক মুক্ত, এই বিমুক্ত পুরুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিবার অনুত্তীর্ণ পূর্ব প্লাবনকে অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র বা বিচক্ষণতাভাগীয় সূত্র।

আনন্দ, 'আমার কি অননুতাপ উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া শীলব্রত (শীল পালনকারী আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্ম প্রতিপালনকারী) ব্যক্তি চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ ইহা ধর্মতা (সাধারণ বা স্বাভাবিক নীতি) যাহা শীলব্রত ব্যক্তি অননুতাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। আনন্দ, 'আমার কি আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া অননুতপ্ত ব্যক্তি চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা অননুতপ্ত ব্যক্তি করিয়া থাকে। আনন্দ, 'আমার কি প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রমোদিত বা আনন্দিত ব্যক্তি চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, সুখ উৎপন্ন ইহা ধর্মতা যাহা প্রমোদিত বা আনন্দিত ব্যক্তি প্রীতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। আনন্দ, 'আমার কি দেহ প্রশান্তি বা নিস্তব্ধ হইয়াছে' বলিয়া প্রীতিমন ব্যক্তির চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা প্রীতিমন ব্যক্তির দেহ প্রশান্ত বা নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। আনন্দ, 'আমি কি সুখ অনুভব করিয়াছি' বলিয়া দেহ প্রশান্ত ব্যক্তির চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা দেহ প্রশান্ত ব্যক্তি সুখ অনুভব করিয়া থাকে। আনন্দ, 'আমার কি সমাধি উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া সুখী ব্যক্তি চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা সুখী ব্যক্তি সমাধি উৎপন্ন করিয়া

থাকে। আনন্দ, ‘আমি কি যথাভূত বা সুস্পষ্টভাবে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছি’ বলিয়া সমাহিত বা একাগ্রতাসম্পন্ন ব্যক্তির চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা সমাহিত বা একাগ্রতাসম্পন্ন ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া থাকে। আনন্দ, ‘আমার কি নির্বিদা (অত্যন্ত বিরূপভাব বা ঘৃণা) উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া সুস্পষ্টভাবে তন্ন তন্ন করিয়া জানার চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা সুস্পষ্টভাবে তন্ন তন্ন করিয়া জানিলে অপ্রবৃত্তি জন্মে। আনন্দ, ‘আমার কি বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া অপ্রবৃত্তির দ্বারা চিত্ত উৎপন্ন করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা বিরাগ উৎপন্ন করিয়া নিজেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। আনন্দ, ‘আমার কি বিমুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্নকরণ দ্বারা চেতনা বা পরিকল্পনা করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা যাহা নিজেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আনন্দ, ‘আমার কি বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া বিমুক্তি দ্বারা চেতনা বা পরিকল্পনা করা উচিত নহে, আনন্দ, ইহা ধর্মতা (সাধারণ বা স্বাভাবিক নীতি) যাহা বিমুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা নির্বেদভাগীয় বা বিচক্ষণভাগীয় সূত্র।

১০০. উৎসাহী ধ্যানী ব্রাহ্মণের যখন ধর্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হয় আর যখন হইতে হেতুসহ ধর্মকে তন্ন তন্ন করিয়া জানে তখন তাহার সর্বপ্রকার সন্দেহ অপগত হয় (অর্থাৎ সম্যকপ্রধান বীর্যব্রতে উৎসাহী এবং আরম্মণ প্রতিবিম্ব লক্ষণ দ্বারা ও লক্ষণ প্রতিবিম্ব লক্ষণ দ্বারা ধ্যানে ধ্যানী ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণের বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় আর যখন হইতে অবিদ্যাদি হেতুসহ এই সংস্কারাদি সমস্ত দুঃখস্কন্ধ ধর্ম বা স্বভাবকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া অর্হত্ত্ব লাভ তখন তাহার সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ অপগত হইয়া উপশান্ত হয়)। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

উৎসাহী ধ্যানী ব্রাহ্মণের যখন ধর্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হয় আর যখন হইতে অবিদ্যাদি প্রত্যয়সমূহের ক্ষয় সম্বন্ধীয় নির্বাণ জ্ঞাত হইয়া অর্হত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় তখন তাহার সর্বপ্রকার সন্দেহ অপগত হইয়া উপশান্ত হয়। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

তিষ্য, কোপান্বিত হইতেছ কেন? ক্রোধ করিও না। তোমার পক্ষে অক্রোধতা শ্রেষ্ঠ। ক্রোধ মান দ্বারা ম্রক্ষিত। তিষ্য, বিনীত হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য পালন কর। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

আমি কখন অরন্যবাসী, পাংশুকুলিক চীবরধারী, অপরের সামান্য প্রদত্ত

সংগৃহীত আহারে জীবিকার্জনকারী এবং কামসমূহে (বস্তুকামে ক্লেশকামে) নিরপেক্ষ হইয়া আনন্দ দর্শন করিব?

ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

হে গৌতম, কোন্ বিষয়কে হনন করিয়া সুখ পাওয়া যায়? কোন্ বিষয়কে হনন করিয়া অনুশোচনা করে না? কোন্ একটি মাত্র ধর্মের বধকে পছন্দ করেন?

ওহে ব্রাহ্মণ, ক্রোধকে হনন করিয়া সুখ পাইয়া থাকে, ক্রোধকে হনন করিয়া অনুশোচনা করিতে হয় না, (আক্রোশজনিত) মধুরশ্রেষ্ঠ হিংসার মূল ক্রোধের হননকে আর্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং উহাকেই ছেদন করিয়া অনুশোচনা করেন না। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

কোনো উৎপতিত বা উড়ে আসা বিষয়কে হনন করা হয়? কোনো উৎপন্ন বিষয়কে বিনোদন বা দূরীভূত করিতে হয়? এবং জ্ঞানী ব্যক্তি কোনো অশ্রু ত্যাগ করিয়া থাকে? কিসের উপলব্ধিতে জ্ঞানী ব্যক্তির সুখ?

উৎপতিত ক্রোধকে হনন করা হয়, উৎপন্ন লোভকে বিনোদন বা দূরীভূত করিতে হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি অবিদ্যাকে (অজ্ঞানতারূপ অশ্রুকে) ত্যাগ করে, সত্য বা চারি আর্যসত্য উপলব্ধি জ্ঞানী ব্যক্তির সুখ। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

১০১. শল্যবিদ্ধ সদৃশ অনুভূত মস্তকে (মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের তাপে) দগ্ধমান তুল্য কামরাগকে (ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধীয় ভাবাবেগকে) ত্যাগ করিয়া স্মৃতিমান ভিক্ষু অটলভাবে থাকে।

শল্যবিদ্ধবৎ অনুভূত মস্তকে দগ্ধমান তুল্য সৎকায়দৃষ্টিকে (আত্মবাদকে অথবা ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মতকে) ত্যাগ করিয়া স্মৃতিমান ভিক্ষু অটলভাবে থাকে। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়, সমস্ত সংগ্রহের নিঃশেষে অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, সকল প্রাণীর মরণ আসিয়াছে, সকল প্রাণীর জীবন অধ্রুব বা চঞ্চল, মরণে এই ভয় প্রতীক্ষমান রহিয়াছে, সুখাবহ পণ্যসমূহ সঞ্চয় করিতে থাক।

সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়, সমস্ত সংগ্রহের নিঃশেষে অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, সকল প্রাণীর মরণ আসিয়াছে, সকল প্রাণীর জীবন অধ্রুব, মরণে এই ভয় প্রতীক্ষমান রহিয়াছে, লোকামিষকে বা কামগুণকে ত্যাগ কর, শান্তি বা সর্বসংস্কার উপশমকারী নির্বাণ প্রতীক্ষমাণ রহিয়াছে। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

মুনিগণ সুখে শয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট বিবিধ অনুশোচনা

নাই, যাঁহার চিত্ত ধ্যানে রত সেই সুসমাহিত (সুন্দর) রূপে একাগ্রতায় নিবিষ্ট, আরব্ধবীর্য ও নির্বাণে প্রেরিতচিত্ত প্রজ্ঞাবান পুরুষ দুস্তর প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার কামসংজ্ঞায় বিরত (অর্থাৎ যেকোনো কামসংজ্ঞায় সর্বপ্রকার চতুর্থ মার্গ সম্প্রযোগে সমুচ্ছেদ বিরতি দ্বারা বিরত বা নিবৃত্ত), সর্ব সংযোজনাতীত (অর্থাৎ চারি প্রকার মার্গ দ্বারা দশ প্রকার সংযোজন বা সংলগ্নতা অতীত বা অতিক্রান্ত অর্থে সংযোজনাতীত অথবা এইরূপে চতুর্থ মার্গ দ্বারা ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনাতীত) এবং নন্দীভব বা ভবোৎপত্তির তৃষ্ণা পরিক্ষীণ (অর্থাৎ সেই সেই স্থান বা পরিক্ষীণতা নন্দীভব বা ভবোৎপত্তির ইচ্ছা পরিক্ষীণ) সেই ব্যক্তি গভীরে ডুবিয়া যায় না। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

নির্বাণ প্রাপ্তির অর্হৎ ধর্মকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়া শ্রবণেচ্ছু অপ্রমত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ পূর্বে বা প্রথমে কায়িক সচ্চরিত্রাদি ভেদে পরে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম ভেদে অর্হৎ বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বুদ্ধ শিষ্যগণ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই নির্বাণ প্রাপ্তি অর্হৎ ধর্মকে বিশ্বাস বা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। তাহা কেবল শ্রদ্ধা দ্বারা লাভ হয় না, যেই কারণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, উপস্থিত হইয়া সেবা করিয়া থাকে, সেবা করিয়া শ্রুত বা কর্ণ স্থাপন করিয়া থাকে আর কর্ণ স্থাপন করিয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া থাকে সেই কারণে উপস্থিত হইয়া শ্রবণেচ্ছু, যতই ধর্মশ্রবণ করিতে থাকে ততই ধর্মশ্রবণ দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ করিতে থাকে। কি বলা হইল? সেই ধর্মকে বিশ্বাস করিয়া আচার্য-উপাধ্যায়ের নিকট সময় সময় উপস্থিত হইয়া ব্রতকরণীয় দ্বারা সেবা করিতে করিতে সেই সময় সেবাকার্য দ্বারা আরাধিত বা আকাঙ্ক্ষিত চিত্ত কিঞ্চিৎ বস্তু কামনা করিয়া থাকে সেই সময় জানিবার জন্য শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় কর্ণ স্থাপন করিয়া শুনিয়া সেই বস্তু পাইয়া থাকে। এইরূপে শ্রবণেচ্ছু বিচক্ষণ স্মৃতি বর্তমানে অল্পমাত্র সুভাষিত দুর্ভাষিত জ্ঞানে লাভ হইয়া থাকে অথবা শ্রবণেচ্ছু বিচক্ষণ বা পণ্ডিত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার বা দুর্বল মনোযোগের দরুণ সুভাষিত দুর্ভাষিত বিষয় জ্ঞানত উপলব্ধি করিতে বা জানিতে পারে না, অপরে নহে।)

যেই ব্যক্তি প্রতিরূপকারী (দেশকাল ইত্যাদি ত্যাগ না করিয়া দেশকালের অবস্থানুরূপ লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্মের অধিগম বা প্রাপ্তির উপায় করাই প্রতিরূপকারী) কর্মী বা কার্যকারী (অর্থাৎ চৈতসিক বীর্যবশে বা উৎসাহ দ্বারা অনিক্ষিপ্ত ধূর বা কার্য) উত্থানবশে (অর্থাৎ কায়িক বীর্যবশে উত্থানসম্পন্ন

অশিথিল পরাক্রমে) লৌকিক লোকোত্তর ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বাক্য সত্য ও পরমার্থ সত্য দ্বারা কীর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপরকে ইচ্ছিত-প্রার্থিত বস্তু দান দিয়া মিত্রতা বন্ধন করিয়া থাকে তাহাকে ইহলোক হইতে মৃত্যুর পর পরলোকে অনুশোচনা করিতে হয় না (অর্থাৎ গৃহবাসে থাকিয়া যাহার নিকট 'সত্য, ধর্ম, ধৃতি বা সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ) এই চারিধর্ম প্রতিপালিত হয় তাহাকে মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করিয়া বিলাপ বা শোক করিতে হয় না।) ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

সর্বপ্রকার গ্রন্থি বা বন্ধন পরিত্যক্ত মুক্ত সেই স্মৃতিমান শ্রমণকে অপরে যাহা অনুশাসন করে বা স্মরণ করাইয়া দেয় তাহা ভালো নয়।

যেকোনো প্রকারে একস্থানে একসঙ্গে সমাগমে বা উপস্থিতিতে বাস করিতে সমর্থ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাকে (সেই সমাগত অনুকম্পিত হইবার যোগ্য পুরুষকে) মনে মনে অনুকম্পা না করিবার যোগ্য হন না (অর্থাৎ দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না।)

মনের প্রসন্নতা দ্বারা দয়া সহানুভূতিবশত যাহা (অর্থাৎ আর্যমার্গ সম্প্রাপ্তবশে করুণায় এবং মৈত্রীতে) অপরকে অনুশাসন করা হয় বা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তদ্বারা সংযুক্ত হয় না (অর্থাৎ তাহাতে যথা কথিত অনুশাসন দ্বারা কামাচ্ছন্দ ইত্যাদির সংযোগবশে সংযুক্ত হয় না।) ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

১০২. রাগ বা লোভ এবং দ্বেষ বা হিংসার হেতু কী বা কোথায়? (দূরবর্তী আবাসসমূহে বা নির্জনবাসে ও অধিক পুণ্যকার্যসমূহে অসন্তুষ্টিতে) অরতি বা অনাসক্তি, পঞ্চকামগুণে রতি বা আসক্তি এবং অনুরক্ততাজনক ক্রীড়নাদি যাহা লোমহর্ষণ উৎপত্তি হইতে লোমহর্ষণ অনুরূপ চিত্তের প্রচণ্ড ভীতি এই তিন বিষয় কোথায় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বালকেরা যেমন ক্রীড়ায় কাকের পায়ে সুতা বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দেয় নিক্ষেপ করে বা উড়াইয়া দেয় এইরূপে কুশল মন বা পুণ্য চেতনা, অকুশল বিতর্কসমূহ (কামজনিত চিন্তাধারা) ইত্যাদি কোথায় হইতে উৎপন্ন হইয়া বন্ধনমোচন হয় বা প্রকাশ পায়?

এই হেতু হইতে রাগ বা লোভ এবং দ্বেষের উৎপত্তি। ইহা হইতে অরতি রতিও লোমহর্ষণ উৎপন্ন হয়। কুশল মন বা পুণ্য চেতনা, কাম বিতর্কসমূহ ইত্যাদি ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া কুমারগণের খেলায় কাকের পায়ে সুতা বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ন্যায় বন্ধনমুক্ত হয়। (অর্থাৎ এইখানে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আত্মভাবকে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে : 'আত্মভাবের হেতু

হইতেই রাগ এবং দ্বেষের উৎপত্তি। অরতি, রতি এবং লোমহর্ষণ আত্মভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুশল মন বা পুণ্যচেতনা, কামবিতর্কসমূহ ইত্যাদি আত্মভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া বন্ধনমুক্ত হয় বা প্রকাশ পায়।)

অশ্বত্থগাছের ডালপালা হইতে শিকড় নামার ন্যায় লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি দেহজাত আত্মসম্ভুত। বনে বিস্তৃত মালুবালতা (ইহা এক প্রকার লতাজাতীয় পরগাছা, ইহা যেই গাছে উৎপন্ন হয় সেই গাছকে ধ্বংস করিয়া ফেলে) সদৃশ পঞ্চকামগুণাদি বশে রাগ বা লোভ আর আঘাত ইত্যাদি বশে দ্বেষ অরতি ইত্যাদিও সেই সেই কামবস্তুর অনুরূপ পৃথক পৃথকভাবে বিভক্ত হইয়া সর্বত্র সর্বপ্রকার কামবস্তুতে সংলগ্ন সেলাই করার ন্যায় হইয়া থাকে।

ওহে (আলবক) যক্ষ, শুন, যাহারা বা যেই সত্ত্বগণ যেই কারণে (লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি) উৎপন্ন হয় তাহা জানে তাহারা তাহা বিনোদন বা অপসারণ করে। তাহারা পুনর্বার সংসারে জন্মগ্রহণ না করিবার জন্য অনুত্তীর্ণ পূর্ব এই দুস্তর ওঘ বা প্রবাহ পার হইয়া যায়। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

ভগবান, (শ্রমণধর্ম পালন) দুষ্কর অতি দুষ্কর ভগবান, অথবা ভগবান, (পরিশুদ্ধভাবে শ্রমণধর্ম পালন করিয়া আর্যভূমি প্রাপ্তিতে) কামনা পূর্ণকরণও দুষ্কর? শৈক্ষ্য শীলে সমাহিতভাবে স্থিত স্বভাবযুক্ত হইয়া অনাগারিক অবস্থাপ্রাপ্ত প্রব্রজিতের চতুর্প্রত্যয়ে সন্তুষ্টি লাভ সুখাবহ হইয়া থাকে।

ভগবান, চতুর্প্রত্যয়ে সন্তুষ্টি লাভ তাহাই দুর্লভ অথবা তাঁহারা দুর্লভ বিষয়ই লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা চিত্ত উপশমে বা চিত্তের শান্ত অবস্থা সাধনে রত থাকেন। যাঁহাদের মন দিবারাত্রি চিত্তের শান্ত অবস্থা সাধনে রত—

ভগবান, এই চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করা দুঃসাধ্য অথবা ভগবান, কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত করা, দুঃসাধ্যকে কেন্দ্রীভূত করা। কামনা পূর্ণ করিবার জন্য যাহারা ইন্দ্রিয়ের শান্ত অবস্থা সাধনে রত সেই আর্যগণ মৃত্যুর জাল ছেদন করিয়া চলিয়া যায়। (অর্থাৎ যাহারা দিবারাত্রি ইন্দ্রিয়ের শান্ত অবস্থা সাধনে রত থাকে তাহারা কেন্দ্রীভূত করা দুঃসাধ্যকে বা দুঃসাধ্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে, যাহাদের চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হইয়াছে সেই ধার্মিক ব্যক্তিগণ চতুর্প্রত্যয় পরিপূরণের জন্য হয়রান হয় না, যাহারা চতুর্প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাহারা শীল পূর্ণরূপে পালন করিতে হয়রান হয় না, যেই সত্ত্ব শৈক্ষ্যগণ শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই আর্যগণ মৃত্যুর জালের অনুরূপ ক্লেশজাল ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়।

ভগবান, ইহা দুর্গম বিষম মার্গ বা পথ অথবা কামনা পূরণকারী আর্যগণ

দুর্গম বিষম পথে চলিয়া থাকেন। অনার্যগণ আর্যমার্গে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃশিরে বিষমমার্গে পতিত হয়। এইরূপে সেই আর্যমার্গ আর্যগণের সমান হইয়া থাকে, সুতরাং আর্যগণই বিষমে সমান। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

১০৩. এই সেই ঋষিসংঘের বসতি স্থান জেতবন যেইখানে ধর্মরাজ (ভগবান বুদ্ধ) অবস্থান করায় আমার প্রীতি উৎপাদন হইয়াছিলেন।

কর্ম (মার্গচেতনা) বিদ্যা (মার্গপ্রজ্ঞা বা মার্গসম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা) ধর্ম (সমাধি বা সমাধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ) এবং শীল জীবনধারণ (অর্থাৎ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনধারণকরণ) উত্তম। অথবা বিদ্যা অর্থে সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প; ধর্ম অর্থে সম্যক ব্যায়াম বা চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। শীল অর্থে সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব বা জীবিকা, জীবনধারণ উত্তম অর্থে এতাদৃশ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনধারণকরণ উত্তম।) এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা মরণশীল সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, গোত্র কিংবা ধনের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় না।

(যেই কারণে মার্গের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, গোত্রের দ্বারা কিংবা ধনের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় না) সেই কারণে পণ্ডিত মানুষ নিজের মঙ্গল চিন্তা করিয়া বিচক্ষণতার সহিত ধর্ম (চারি আর্যসত্য ধর্ম) নির্বাচন করে বা বাছিয়া লয়, এইরূপে উহাতে বা চারি আর্যসত্যে ধর্মে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞা দ্বারা, শীল দ্বারা এবং ক্লেশ উপশম দ্বারা কোনো ভিক্ষু সারিপুত্র সদৃশ এইরূপ শ্রেষ্ঠতর নির্বাণগত হইয়াছেন? (অর্থাৎ এইরূপ শ্রেষ্ঠতর নির্বাণগত কোনো শ্রাবক ভিক্ষু নাই)। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

অতীতের পঞ্চস্কন্ধে তৃষ্ণা দৃষ্টিতে সমীপবর্তী হয় না, ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধেও তৃষ্ণা দৃষ্টিতে প্রার্থনা করে না, কারণ যাহা অতীত হইয়াছে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ভবিষ্যতে আর উহা প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ যাহা অতীত হইয়াছে তাহা পরিবর্জিত হইয়াছে নিরুদ্ধ হইয়াছে এবং অস্তগত হইয়াছে তাহা আর সমীপবর্তী হয় না, যাহা যেহেতু আগমন করে না, প্রাপ্ত হয় না, উৎপন্ন হয় না এবং প্রত্যাগমন করে না তদ্ধেতু তাহাও প্রার্থনীয় নহে)।

ভবিষ্যতে এইরূপে যেই যেই ধর্ম উৎপন্ন হইবে সেই সেই ধর্মেও (এইরূপে অনুদর্শন বা বিচার ইত্যাদি সপ্তবিধ বিচার দ্বারা) বিশেষরূপে দর্শন করিয়া থাকে (অথবা অরন্য ইত্যাদিতেও সেই সেই ধর্মে বিশেষরূপে দর্শন করিয়া থাকে)। (এই বিদর্শন বা পরিজ্ঞান প্রতিপরিজ্ঞান দর্শনের জন্য বলা হইয়াছে) বিদর্শন বা পরিজ্ঞান রাগ বা আসক্তি ইত্যাদি বর্ধিত হয় না, কুপিত

হয় না, তাহা সংশোধনে বা বৃদ্ধিতে বর্ধিত হইয়া পরিষ্কাররূপে দেখা যায় বলা হইয়াছে। (অথবা নির্বাণ বা নিবৃত্তি আসক্তি ইত্যাদি দ্বারা বর্ধিত হয় না, কুপিত হয় না বলিয়া ইহা অবর্ধন অকোপন। তাহা প্রভেদ করিয়া পণ্ডিত ভিক্ষু সংশোধন বা বর্ধন করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানের বিষয় ফলসমাপত্তি বা ফলপ্রাপ্তিকে পুনঃপুন অর্পণ করা হইলে উহা বা সেই ধর্মে বর্ধিত হইয়া থাকে অর্থ)।

(তাহা সংশোধনের বা বর্ধনের নিমিত্ত) করণীয় কর্তব্য অদ্যই উৎসাহের সহিত শেষ করা উচিত, কাল যে বাঁচিব কিংবা মরিব তাহা কে বলিতে পারে? (আমি নিজের আশ্রয়ের জন্য বুদ্ধ পূজাদি করিতেছি অথবা এইরূপ মিত্রের আশ্রয় গ্রহণস্বরূপ শত সহস্র প্রমাণ লইয়া কিছু দিনের পর আসিতেছি—এই প্রমাণ দিয়া অথবা শক্তি সংগ্রহ করিয়া) নিদর্শন প্রদর্শনে তুমি সেই মৃত্যুর মহাসেনা (অহি, বৃশ্চিক, বিষ, অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুর অনেক কারণবশে মৃত্যুর মহাসেনা) হইতে মুক্তি বা রেহাই পাইবে না।

যেই ব্যক্তি এইরূপে অবস্থানকারী, উৎসাহী ও অহোরাত্র অনলস উত্থানশীল বা জাগরণশীল হন সেই একমাত্র আচরণশীল বা ধার্মিক ব্যক্তিকে সন্ত (সৎ পুরুষ) বুদ্ধ মুনি বলা হয়। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। চারি প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা চক্ষু দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য, এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা স্মৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য, এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা কায় দ্বারা (নামকায় বা নামস্কন্ধ দ্বারা) এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য, এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা কর্তব্য এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ, যেই সব ধর্ম চক্ষু দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য তাহা কিরূপ? সুবিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু যাহা মনুষ্যচক্ষু বা মনুষ্যদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যায় উহাকে চক্ষু দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। হে ভিক্ষুগণ, যেই সব ধর্ম স্মৃতি দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। তাহা কিরূপ? পূর্বে নিবেসানুস্মৃতি (অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাসমূহ অনুস্মরণ) যাহা স্মৃতি দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ, যেই সব ধর্ম কায় দ্বারা (নামকায় বা নামস্কন্ধ দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য তাহা কিরূপ? বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিশক্তি ও নিরোধ বা নির্বাণ যাহা নামস্কন্ধ দ্বারা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। হে ভিক্ষুগণ, যেই সব ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা কর্তব্য এবং প্রজ্ঞা দ্বারা

প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য তাহা কিরূপ? আস্রবসমূহের ক্ষয়ে জ্ঞান যাহা প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা কর্তব্য এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। ইহা নির্বেদভাগীয় সূত্র।

১০৪. উহাতে অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র কিরূপ?

যাহার চিত্ত একখণ্ড ঘন শিলা তুল্য (অর্থাৎ সেই লোকধর্মসমূহ দ্বারা অথবা সেই লোকধর্মে অকম্পনীয় স্বভাব দ্বারা যাহার চিত্ত প্রস্তর তুল্য) স্থিত, প্রকম্পিত হয় না, প্রলোভিত বস্তুসমূহে বা লাভাদিতে নিস্পৃহ বা বিরত থাকে আর অলাভাদিতেও উদ্বিগ্ন হয় না, যাহার এতাদৃশ ভাবিত বা সংযত চিত্ত তাহার দুঃখ কোথায় হইতে আসিবে? (অর্থাৎ সেই লোকধর্ম অতিক্রান্ত উত্তম পুরুষের লোকধর্ম হেতুজাত দুঃখ পশ্চাৎগামী হইবে না।) ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভ্রমণ ও দশমরূপে ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

যেই ব্রাহ্মণ পাপধর্ম অপসারিত করিয়াছে, নির্হুঙ্কার বা 'হুং হুং' শব্দ করে না, পবিত্র, আত্মদমিত, দেবান্তজ্ঞ, ব্রহ্মাচর্য ভূষিত এবং যাহার সেই কোনো সত্ত্বলোকে প্রাচুর্যতা নাই সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবাদ বলিয়া থাকে! (অর্থাৎ পাপধর্ম নিবারিত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ অথবা যেই ব্রাহ্মণ দৃষ্ট মাঙ্গলিকতার জন্য হুঙ্কার, অপবিত্রতা ইত্যাদি পাপধর্মযুক্ত হইয়া কেবল জন্মমাত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছে বলিয়া সত্যতা স্বীকার করে না সে ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ পাপধর্ম অপসারিত হইয়াছে বলিয়া 'হুং হুং' শব্দ পরিত্যাগ দ্বারা নির্হুঙ্কার, রাগ বা লোভ ইত্যাদি অপবিত্রতার অভাব হেতু পবিত্র, শীল সংবরণ দ্বারা সংযত চিত্ত হইয়াছে বলিয়া দমিত, চারি প্রকার মার্গজ্ঞান অনুরূপ বেদের অন্ত নির্বাণরূপ পবিত্রতায় অথবা অন্ত শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া বেদান্তজ্ঞ, ব্রহ্মচর্যের মার্গ দ্বারা ভূষিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মচর্য ভূষিত, যাহার নিকট সকল প্রকার সত্ত্বলোক সম্মেলনে কোথায়ও একটিমাত্র আরম্মণেও 'লোভ প্রাচুর্যতা, দ্বেষ প্রাচুর্যতা, মোহ প্রাচুর্যতা, মান প্রাচুর্যতা এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রাচুর্যতা' এইরূপ প্রাচুর্যতা থাকে না সেই জন্য 'আমি সেই ব্রাহ্মণ' এই কথা বলিয়া থাকে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

যাহারা পাপধর্মকে অপসারিত করিয়া সর্বদা স্মৃতিমান থাকে সেই জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তিগণ সংসারে প্রকৃতপক্ষে সংযোজন বা সংলগ্নতাহীন ব্রাহ্মণ। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

যেইখানে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রতিষ্ঠিত হয় না সেইখানে শুভ্রতা

দীপ্তিমান হয় না আদিত্যও প্রকাশ পায় না।

সেইখানে চন্দ্র প্রতিভাত হয় না, (চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হয় না বলিয়া অন্ধকার আছেই তত্রাচ সন্দেহ উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে) সেইখানে অন্ধকার নাই। প্রাজ্ঞতা বা বুদ্ধিমত্তা দ্বারা মুনি যখন আত্মজ্ঞান বিদিত হয় (অর্থাৎ আত্মজ্ঞা ইত্যাদিতে এবম্বিধ নির্বাণকে আত্মপ্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা যখন অনুভব করিয়া) তখনই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, তৎপর রূপারূপ ধর্ম হইতে এবং সুখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

ব্রাহ্মণ যখন নিজ ধর্মসমূহে পারঙ্গত হইয়া থাকে অনন্তর তখন এই পিশাচকে (অর্থাৎ তদ্বারা কথিত এই পৈশাচিক ক্লেশকে) এবং তদ্বারাকৃত আকুলতা ব্যাকুলতাকরণকে পার হইয়া থাকে, অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

যে ভবিষ্যৎকে (অর্থাৎ পূর্ব স্ত্রীকে অথবা অপরাপর আগত বিষয়বস্তুকে) অভিনন্দন করে না, উহাদিগকে ত্যাগ করে বা ছাড়িয়া যায় অনুশোচনা করে না, পঞ্চবিধ সঙ্গ সংগ্রাম জয়ী মুক্ত ভিক্ষু আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

জলদ্বারা শুচি হয় না, মানুষ বহুবার জলে স্নান করিলেও তদ্বারা শুদ্ধ হয় না, যাহার মধ্যে সত্য এবং ধর্ম আছে সেই ব্যক্তিই শুচি বা শুদ্ধ এবং সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

উৎসাহী ধ্যানী ব্রাহ্মণের যখন ধর্মসমূহ হয় তখন আকাশে সূর্য সমুজ্জ্বল হওয়ার ন্যায় মারসৈন্যকে ধূপায়িত বা ধোঁয়ায় আবৃত করিয়া দাঁড়ায় বা অবস্থান করে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

দেখ, সর্বপ্রকার লক্ষ বা যোগসাধনা অতিক্রান্ত সাংসারিক আসক্তিহীন পাংশুকুলিক ভিক্ষু (অর্থাৎ যেই ভিক্ষু আবর্জনারাশি হইতে সংগৃহীত বস্ত্র দ্বারা সেলাইকৃত চীবর ব্যবহার বা পরিধান করিয়া) শান্তইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট রীতিতে কার্যকারী অবর্জনীয় ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত ধর্ম অভ্যাস করিতেছে।

বহুসংখ্যক দেবতা আনন্দের সহিত সেই ব্রহ্মবিমানে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ জাতিবল বা জনশক্তি নিবারণকারী ব্রহ্মাকে বা মহানকে নমস্কার করিলেন।

হে অসাধারণ পুরুষ, আপনাকে নমস্কার, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। যাঁহাকে আপনি আরাধনা করিয়া থাকেন আমরা তাঁহাকে জানি না। আপনি কাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করিতেছেন? ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

সহায়তা দ্বারা (অর্থাৎ শমথ বিদর্শনসহ মার্গবল দ্বারা) দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্মিলিত এই ভিক্ষু (অর্থাৎ সময় সময় হিতকর ধর্মের শ্রবণ বলে বহুকাল

পর্যন্ত সমাগমে সম্মিলিত এই ভিক্ষু) নিশ্চয়ই বুদ্ধপ্রজ্ঞাপ্ত ধর্মে এই সদ্ধর্ম অনুরূপ হইয়া থাকে।

আর্য-প্রচারিত ধর্মে উপযুক্তরূপে সবিনীত হইয়া তাহারা সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

সর্বপ্রকার গ্রন্থিমুক্ত নির্বাণ অর্জন করা কর্তব্য, বীর্য বা উৎসাহকে শিথিল করিলে ইহা হয় না আর অল্প সামর্থ দ্বারাও ইহা হয় না।

এই তরুণ ভিক্ষু এই উত্তম পুরুষ সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছে।

দুর্বর্ণ নিকৃষ্ট চীবরধারী মোঘরাজা সর্বদা স্মৃতিমান, ক্ষীণাস্রব, বিসংযুক্ত বা বিমুক্ত, কৃতকরণীয়, অনাসব।

ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত, ঋদ্ধিপ্রাপ্ত এবং চিন্তাধারা বা ধ্যান পর্যায়ে সুবিদিত সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছে। ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

১০৫. 'হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপের (শরীরের বা বস্তু আকারের) প্রতি বিরক্তিভাব বিরাগ দ্বারা রূপের নিরোধ দ্বারা অনুৎপত্তি দ্বারা বিমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়া বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও প্রজ্ঞা বিমুক্ত। (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধনমুক্ত) রূপের প্রতি বিরক্তিভাব বিরাগ দ্বারা রূপের নিরোধ দ্বারা অনুৎপত্তি দ্বারা বিমুক্ত প্রজ্ঞা বিমুক্ত বলিয়া বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বেদনায় বা অনুভূতিতে... পূর্ববৎ, সংজ্ঞায়... পূর্ববৎ, সংস্কারসমূহের বিজ্ঞানের প্রতি বিরক্তিভাব বিরাগ দ্বারা বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা অনুৎপত্তি দ্বারা বিমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়া বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও প্রজ্ঞাবিমুক্ত... পূর্ববৎ, বিজ্ঞানের প্রতি বিরক্তিভাব বিরাগ দ্বারা বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা অনুৎপত্তি দ্বারা বিমুক্ত প্রজ্ঞা বিমুক্ত বলিয়া বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, উহাতে বিশেষতা কি, অভিপ্রায়ই বা কী? আর তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুদের দ্বারা নানাকরণ বা বিশেষতাই বা কী?' 'প্রভু, ধর্মসমূহ তথাগতকে আরম্ভ করে।' 'হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন (অর্থাৎ যেই আর্যমার্গ পূর্বে কখনো বর্তমান ছিল না সেই) মার্গকে উৎপাদন করিয়াছেন, অসঞ্জাত (অর্থাৎ যেই আর্যমার্গ পূর্বে কখনো জাত বা জন্ম হয়নি সেই) মার্গকে জন্ম দিয়াছেন বা উৎপাদন করিয়াছেন, অনখ্যাত (অর্থাৎ যেই আর্যমার্গ সম্বন্ধে পূর্বে কখনো কেউ বলে নাই সেই) মার্গকে আখ্যাত করিয়াছেন (অর্থাৎ মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন), মার্গজ্ঞ, মার্গবিদিত, মার্গামার্গ জ্ঞানে দক্ষ। হে

ভিক্ষুগণ, এখন আমি প্রথমে জ্ঞাত বা গুণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছি পরে আমার অনুগমন করিয়া শ্রাবকগণ জ্ঞাত বা গুণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই বিশেষতা ইহাই অভিপ্রায়, ইহাই তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুদের দ্বারা নানাকরণ বা বিশেষতা।' ইহা অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

১০৬. আচ্ছন্নতায় অবিরত বর্ষিত হইতে থাকে, উন্মুক্ততায় অবিরত বর্ষিত হয় না, তদ্ধেতু আচ্ছন্নকে উন্মুক্ত কর, এইরূপ হইলে তাহা অবিরত বর্ষিত হইবে না।

'আচ্ছন্নতায় অবিরত বর্ষিত হইতে থাকে' ইহা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা আচ্ছন্নকে উন্মুক্ত কর, এইরূপ হইলে তাহা অবিরত বর্ষিত হইবে না' ইহা সংক্লেশ এবং বাসনা। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং বাসনাভাগী সূত্র।

মহারাজ, সংসারে এই চারি প্রকার পুদ্‌গল বা পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। চারি প্রকার কী কী? তমো বা অজ্ঞতা (অর্থাৎ ভবিষ্যতে হীনকুল ইত্যাদিতে জন্মগ্রহণ করার অন্ধকার বা জ্ঞানাভাব দ্বারা যুক্ত তমো) তমোপরায়ণ (অর্থাৎ কায়িক দুশ্চরিত্রাদি দ্বারা পুনঃ নরকের অন্ধকারে গমনে রত তমপরায়ণ), তমো জ্যোতিপরায়ণ (এইখানে জ্যোতি অর্থে ভবিষ্যতে ধনীকুল ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করার জ্যোতি দ্বারা যুক্ত, জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ অর্থাৎ কায়িক সচ্চরিত্রাদি দ্বারা পুনঃ স্বর্গে উৎপত্তিতে ভবে গমনরত জ্যোতিপরায়ণ), জ্যোতি তমপরায়ণ এবং জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ। উহাতে যেই পুরুষ জ্যোতি তমপরায়ণ আর যেই পুরুষ তমো তমপরায়ণ এই দুই পুরুষ সংক্লেশভাগীয়; যেই পুরুষ তমো জ্যোতিপরায়ণ আর যেই পুরুষ জ্যোতি জ্যোতিপরায়ণ—এই দুই পুরুষ বাসনাভাগীয়। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং বাসনাভাগীয় সূত্র।

উহাতে সংক্লেশভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ? জ্ঞানীগণ (বুদ্ধাদি পণ্ডিতগণ) বলিয়াছেন যখন যশ অর্জন করে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বা বনে প্রস্থান করে, যেই মনিকুণ্ডলসমূহে মোহিত হয়, লোভে জ্ঞানহীন হয় এবং স্ত্রীপুত্রগণ যাহা প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা হয় উহা দৃঢ় বন্ধন নহে। ইহা সংক্লেশ বা অবিশুদ্ধতা।

যাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুঃসাধ্য উহাকে অপসারিতকরণ এবং শিথিলকরণ জ্ঞানীগণ ইহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়াছেন, ইহাকেও ছিন্ন করিয়া অনাপেক্ষী বা অনিচ্ছুক ব্যক্তি কামসুখ পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে বা প্রস্থান করে। ইহা নির্বেধ বা

বিচক্ষণতা। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

১০৭. 'হে ভিক্ষুগণ, অকুশলবশে যাহা চেতনা লাভ বা অনুভব করা হয়, সেইরূপ অকুশল চেতনায় যাহা কায়-বাক্য কর্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বশে সংগ্রহ বা উপযুক্ত করা হয়, সেইরূপ অকুশল চেতনায় যাহা লোভাদির অনুশয় (অর্থাৎ যাহা প্রবণতা তুল্য নিরবচ্ছিন্নতায় অপরিত্যক্তভাবে সুপ্ত থাকে তাহা অনুশয়); এইরূপে বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর স্থিতিতে ইহাই আরম্মন বা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। আরম্মনে স্মৃতিতে সেই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্জন্মের স্মৃতিই ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-দুর্দশা সম্ভব হইয়া থাকে। সেইরূপেই এই সম্পূর্ণ দুঃখ স্কন্ধের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সেইরূপ অকুশলবশে চেতনা লাভ না হয়, যদি সেই অকুশল চেতনায় কায়-বাক্য কর্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বশে উপযুক্ত করা না হয় বা ত্যাগ করা হয়, অনন্তর যদি লোভাদির অনুশয় থাকে, এইরূপে বিজ্ঞানের স্থিতিতে ইহাই আরম্মন হইয়া থাকে। আরম্মনের স্মৃতিতে সেই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্বার জন্ম হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্জন্মের স্মৃতিই ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য দুর্দশা সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপে এই সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের কারণ হইয়া থাকে।' ইহা সংক্লেশ।

'হে ভিক্ষুগণ, অকুশলবশে যেহেতু চেতনা লাভ করা হয় না, সেইরূপ অকুশল চেতনায় যেহেতু কায়-বাক্য কর্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বশে উপযুক্ত করা হয় না বা ত্যাগ করা হয়, সেইরূপ অকুশল চেতনায় যেহেতু লোভাদির অনুশয় থাকে না, এইরূপে বিজ্ঞানের স্থিতিতে ইহা আরম্মন হয় না ও অস্মৃতিতে সেই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। ভবিষ্যতে সংসারে পুনর্জন্মের অস্মৃতিতে জন্ম-জরা-শোক বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য দুর্দশা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে এই সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের নিবৃত্তি বা অবসান হইয়া যায়।' ইহা নির্বেধ। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

১০৮. 'হে ভিক্ষুগণ, অনভিজ্ঞ পৃথগ্‌জন সমুদ্র সমুদ্র বলিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা আর্য বিনয়ে কথিত সমুদ্র নহে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা মহাজলরাশি নহে, মহা জলসমুদ্র নহে। হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু পুরুষের সমুদ্র, উহার বেগ রূপময় (অর্থাৎ রূপসমূহে সত্ত্বগণের আকুলতা হইতে রূপগুলোর ন্যায় বেগ চক্ষুর বেগ বা দ্রুততা অর্থ)।' ইহা সংক্লেশ।

'হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু সেই রূপময় বেগ সহ্য করে (অর্থাৎ যেই ভিক্ষু বিষয়ের দ্বারা চক্ষুকে অনিত্য হইতে, দুঃখ হইতে এবং অনাত্ম হইতে সংমর্শন বা অনুভব করিয়া উহাতে অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া ত্যাগ করিয়া উহার প্রতিবন্ধন হইতে ক্লেশরূপ জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আছেন) এবং ক্লেশরূপ উর্মি, ক্লেশরূপ আবর্ত বা ঘূর্ণিপাক, ক্লেশরূপ গ্রহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসসহ চক্ষুরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় উত্তীর্ণ পারগত ও স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু। ইহা অশৈক্ষ্য।

'হে ভিক্ষুগণ, শ্রুত বা কর্ণ... পূর্ববৎ', ঘ্রাণ বা নাসিকা... পূর্ববৎ, জিহ্বা... পূর্ববৎ, কায়... পূর্ববৎ, হে ভিক্ষুগণ, মন পুরুষের সমুদ্র, উহার বেগ ধর্মময়।' ইহা সংক্লেশ।

'হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু সেই ধর্মময় বেগ সহ্য করে এবং ক্লেশরূপ উর্মি, ক্লেশরূপ আবর্ত, ক্লেশরূপ গ্রহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসসহ মনরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় উত্তীর্ণ পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু।' ইহা অশৈক্ষ্য।

'যেই ভিক্ষু ক্লেশরূপ গ্রহ, ক্লেশরূপ রাক্ষস ও ক্লেশরূপ উর্মি ভয়সহ এই দুরতিক্রম্য সমুদ্রকে অনিত্যাদি বলে অতিক্রম করিয়াছে সেই ভিক্ষুই বেদান্তজ্ঞ (অর্থাৎ চারি প্রকার মার্গজ্ঞানের অনুরূপ বেদের অন্ত নির্বাণরূপ পবিত্রতায় অথবা অন্ত বা শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বেদান্তজ্ঞ) ব্রহ্মচর্য মার্গ দ্বারা ভূষিত, সংসার বা লোকের অন্তে বা শেষ সীমায় গত এবং নির্বাণগত বলিয়া কথিত হয়। ইহা অশৈক্ষ্য। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

'হে ভিক্ষুগণ, সংসারে সত্ত্বগণের অনর্থের জন্য প্রাণিগণের দুঃখের জন্য এই ছয় প্রকার বড়শী। ছয় প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট কান্ত বা সুন্দর মনোজ্ঞ প্রিয় বা প্রিয়রূপ ক্লেশকাম সংলগ্নত্ব প্রলুব্ধকারী রূপসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে (অর্থাৎ সেই নীলাদি বশে অনেক ভেদভিন্ন রূপায়তন রূপারম্মণকে) অভিনন্দন করে, 'অহো সুখ' বলিয়া কথায় প্রকাশ করে আর গিলিয়া শেষ করিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ক্লেশমারের বড়শীভূত রূপতৃষ্ণা গিলিয়া অনর্থে পতিত, বিপদে পতিত ও যথেচ্ছা পাপকার্যকারী বলিয়া কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, শব্দসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, গন্ধসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। জিহ্বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি

করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, রসসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। কায় ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, স্পর্শসমূহ আছে, ভিক্ষু ইহাকে... পূর্ববৎ। মন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ ক্লেশকাম সংলগ্ন প্রলুব্ধকারী ধর্ম বা স্বভাবসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে (অর্থাৎ সেই স্বভাবাদি বশে অনেক ভেদভিন্ন ধর্মায়তনকে) অভিনন্দন করে, 'অহো সুখ' বলিয়া কথায় প্রকাশ করে, গিলিয়া শেষ করিয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ক্লেশমারের বড়শীভূত ধর্ম বা স্বভাবতৃষ্ণা গিলিয়া অনর্থে পতিত, বিপদে পতিত ও যথেচ্ছা পাপকার্যকারী বলিয়া কথিত হয়।' ইহা সংক্লেশ।

'হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ ক্লেশকাম সংলগ্নত্ব প্রলুব্ধকারী রূপসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে অভিনন্দন করে না, 'অহো সুখ!' বলিয়া কথায় প্রকাশ করে না আর গিলিয়া শেষ করিয়া থাকে না, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ক্লেশমারের বশীভূত রূপতৃষ্ণার বড়শী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সর্বাংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, অনর্থে পতিত নহে, বিপদে পতিত নহে এবং যথেচ্ছা পাপকার্যকারী নহে বলিয়া কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, শব্দসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, গন্ধসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। জিহ্বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, রসসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ। কায় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিবার ইষ্ট... পূর্ববৎ, স্পর্শসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে... পূর্ববৎ, মন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ ক্লেশকাম সংলগ্নত্ব প্রলুব্ধকারী ধর্ম বা স্বভাবসমূহ আছে, ভিক্ষু উহাকে অভিনন্দন করে না, 'অহো সুখ!' বলিয়া কথায় প্রকাশ করে না আর গিলিয়া শেষ করিয়া থাকে না, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ক্লেশমারের বশীভূত ধর্ম বা স্বভাব তৃষ্ণার বড়শী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সর্বাংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, অনর্থে পতিত নহে, বিপদে পতিত নহে এবং যথেচ্ছা পাপকার্যকারী নহে বলিয়া কথিত হয়। ইহা অশৈক্ষ্য। ইহা সংক্লেশভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

১০৯. উহাতে সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র কিরূপ? সন্তাপ উৎপন্নকারী এই সংসার (অর্থাৎ এই প্রাণিজগতে উৎপন্ন সন্তাপ, আত্মীয়স্বজন বিষয়াদি বশে উৎপন্ন সন্তাপ, রাগ বা লোভাদি বশে উৎপন্ন শোক বিলাপাদি অনুশোচনাযুক্ত সন্তাপ ইত্যাদি বিভিন্ন সন্তাপ উৎপন্নকারী এই সংসার), দুঃখ স্পর্শ হওয়ার পর হইতে নিজের রোদন বলা

হইয়া থাকে (অর্থাৎ বহুবিধ দুঃখ স্পর্শে বা অনুভবে অভিভূত হইয়া সেই সেই অনুভূত দুঃখকে নিজ অনভ্যস্ত শরীরে সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় 'অহো দুঃখ অহো দুঃখ' বলিয়া বিলাপ করিতে থাকে), যাহা যাহা করিবার জন্য মনে করে বা সংকল্প করে তাহা মনোনয়নের বা সংকল্পের অনুরূপ না হইয়া অন্যথা হইয়া যায় (অর্থাৎ যেই যেই প্রকারে দুঃখের প্রতিকার করিয়া আত্ম শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিবেচনা বা কল্পনা করে তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া অন্য প্রকার হইয়া যায়)।

অন্যপ্রকারে ভাবনাকারী সপ্তবিধ কামভব চিন্তা করে, এইরূপে যেই ভবে অভিরমিত হয় উহাকে অভিনন্দন করে। যেই ভবকে অভিনন্দন করা হয় উহা জরা-মরণাদি অনেক প্রকার দুঃখের অনুবন্ধন হেতু ভয়ে ভয়ঙ্কর, যাহাকে ভয় করা হয় উহা দুঃখ। ইহা সংক্লেশ।

ভবকে পরিত্যাগ করিবার জন্য এই ব্রহ্মচর্য রক্ষা বা পালন করা। ইহা নির্বেধ।

শ্রমণ অথবা ব্রহ্মগণের মধ্যে যাহারা রূপব্রহ্মভব কিংবা অরূপ ব্রহ্মভব দ্বারা ভববিমুক্তি (অর্থাৎ ভব হইতে মুক্তি, সংসার শুদ্ধি) বলিয়াছে, আমি বলিতেছি তাহারা সকলে ভব হইতে বিমুক্তি নহে। অথবা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা বিভব (অর্থাৎ উচ্ছেদদৃষ্টি) দ্বারা ভব নিঃসরণ বা ভব হইতে প্রস্থান হয় (অর্থাৎ নির্বাণ জ্ঞানে ভবগামী রূপারূপ ধ্যান দ্বারা উহা উৎপন্ন করিয়া এবং উৎপত্তি ভব দ্বারা ভব বা সংসার শুদ্ধি বলিয়া ভব দ্বারা ভববিমুক্তি বা আত্মা সমুচ্ছিন্ন হয়) বলিয়া বলিয়াছে, আমি বলিতেছি তাহারা সকলে ভব হইতে নির্গত হয়নি। স্কন্ধাদিতে আসক্তির হেতুই এই দুঃখ সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা সংক্লেশ।

'সর্বপ্রকার উপাদান (ইন্ধন বা আসক্তি) ক্ষয় হইলে দুঃখ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।' ইহা নির্বেধ।

দেখ এই সংসার পৃথক পৃথকভাবে মোহের দ্বারা অভিভূত, স্কন্ধ পঞ্চকমাত্র, স্ত্রীলোক পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি এই রূপে প্রাণিগণের মধ্যে রত বা অনুরক্ত রহিয়াছে, উহা হইতে এই ভবসমূহ মুক্তিপ্রাপ্ত নহে। (অল্পজীবি বা ক্ষীণজীবি অথবা দীর্ঘায়ু অথবা আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ অথবা অনাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ) যেই ভবসমূহ আছে ঊর্ধ্ব অধঃ তির্যক সর্বত্র সর্বভাবে সেই ভবসমূহ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণাম বা পরিবর্তন স্বভাবের। ইহা সংক্লেশ।

এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে যথার্থ জ্ঞানে দর্শন করিলে ভবতৃষ্ণা পরিত্যক্ত হইয়া

থাকে, বিভব বা উচ্ছেদদৃষ্টিকে অভিনন্দন করে না। সর্ব প্রকারে তৃষ্ণাক্ষয় এবং নিঃশেষরূপে বিরাগ ও নিবৃত্তিই নির্বাণ। ইহা নিরোধ।

এইরূপে চারি মহাভূত দ্বারা অভিভূত পঞ্চমার সংগ্রাম বিজিত সর্বপ্রকার ভব অতিক্রান্ত ইষ্টানিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণপ্রাপ্ত সেই নিবৃত্ত বা শান্ত ভিক্ষুর ক্লেশ সংস্কার অনুৎপাদন ও অগ্রহণ হেতু পুনর্জন্ম হয় না। ইহা অশৈক্ষ্য। ইহা সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় ও অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

হে ভিক্ষুগণ, এই চারিজন পুদ্‌গল বা পুরুষ। চারি প্রকার কী কী? অনুস্রোতগামী (স্রোতের অনুকূলে গমনকারী অর্থাৎ অন্ধ পৃথগ্‌জন), প্রতিস্রোতগামী (স্রোতের প্রতিকূলে গমনকারী অর্থাৎ কল্যাণ পৃথগ্‌জন), স্থিতত্ব (স্থিত বা দাঁড়ান অবস্থা অর্থাৎ শৈক্ষ্য) এবং উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে যাইয়া স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু (অর্থাৎ অশৈক্ষ্য বা অর্হৎ)। উহাতে যেই পুরুষ অনুস্রোতগামী এই পুরুষ সংক্লেশভাগীয়। উহাতে যেই পুরুষ প্রতিস্রোতগামী এবং যেই পুরুষ স্থিত বা দাঁড়ান অবস্থাপ্রাপ্ত এই দুইজন পুরুষ নির্বেধভাগীয়। উহাতে যেই পুরুষ উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গিয়া স্থলে দাঁড়াইয়াছে সেই পুরুষ ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু—এই ব্রাহ্মণ অশৈক্ষ্য। ইহা সংক্লেশভাগীয়, নির্বেধভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র।

১১০. উহাতে সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ? ছয় প্রকার জাতি; যথা : ১) এক প্রকার পুরুষ আছে যে কৃষ্ণ বা হীন, নীচকুলজাত, হীন ধর্ম আচরণ করে (অর্থাৎ হীন দশবিধ দুঃশীল ধর্ম বা দুর্নীতি আচরণ করিয়া নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে), ২) এক প্রকার পুরুষ আছে যে কৃষ্ণ বা হীন, নীচকুলে জাত, শুভ্র বা পবিত্র ধর্ম আচরণ করে (অর্থাৎ আমি পূর্বেও পুণ্যকার্য না করিয়া নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এখন পুণ্যকার্য করিব' এই মনে করিয়া সে পুণ্যানুরূপ পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ধর্ম আচরণ করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে); ৩) এক প্রকার পুরুষ আছে যে হীন, নীচকুলে জাত, নির্বাণ অহীন-অশুভ্র বা অপবিত্র হউক নির্বাণের অহীন-অপবিত্র কার্যফল (অর্থাৎ নির্বাণ যদি হীন হয় হীনফল প্রদান করিয়া থাকিবে আর যদি পবিত্র হয় পবিত্রফল প্রদান করিয়া থাকিবে—এইভাবে দুই প্রকার ফল প্রদত্ত না হওয়ায় 'অহীন অপবিত্র' বলা হইয়াছে) নিত্যদৃষ্ট নির্বাণ বা অর্হত্ত্বকে আরাধনা করিতে থাকে; ৪) এক প্রকার পুরুষ আছে যে শুক্ল বা পবিত্র, উচ্চকুলেজাত, হীনধর্ম আচরণ করে, ৫) এক প্রকার পুরুষ আছে যে পবিত্র, উচ্চকুলেজাত, পবিত্র ধর্ম আচরণ করে, ৬) এক প্রকার পুরুষ আছে যে পবিত্র, উচ্চকুলেজাত, নির্বাণ অহীন অপবিত্র হউক নির্বাণের অহীন

অপবিত্র কার্যফল নিত্যদৃষ্ট নির্বাণ বা অর্হত্ত্বকে আরাধনা করিতে থাকে। উহাতে ১) যেই পুরুষ হীন, নীচকুলে জাত, হীনধর্ম আচরণ করে, ৪) যে পুরুষ পবিত্র, উচ্চকুলে জাত, হীনধর্ম আচরণ করিয়া—এই দুই প্রকার পুরুষ সংক্লেশভাগীয় উহাতে ২) যেই পুরুষ হীন, নীচকুলেজাত, পবিত্র ধর্ম আচরণ করে, ৫) যেই পুরুষ পবিত্র, উচ্চকুলেজাত, পবিত্র ধর্ম আচরণ করিয়া—এই দুই প্রকার পুরুষ বাসনাভাগীয়। উহাতে ৩) যেই পুরুষ হীন, নীচকুলেজাত, নির্বাণ অহীন-অপবিত্র হউক নির্বাণের অহীন-অপবিত্র কার্যফল নিত্যদৃষ্ট নির্বাণ বা অর্হত্ত্বকে আরাধনা করিতে থাকে; ৬) যেই পুরুষ পবিত্র, উচ্চকুলে জাত নির্বাণ অহীন-অপবিত্র হউক নির্বাণের অহীন-অপবিত্র কার্যফল নিত্যদৃষ্ট নির্বাণ বা অর্হত্ত্বকে আরাধনা করিতে থাকে—এই দুই প্রকার পুরুষ নির্বেধভাগীয়। ইহা সংক্লেশভাগীয়, বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার কর্ম। চারি প্রকার কী কী? ১) এক প্রকার কর্ম আছে যাহা কৃষ্ণ বা হীন, হীন কার্যফল প্রদানকারী, ২) এক প্রকার কর্ম আছে যাহা শুক্ল বা পবিত্র, পবিত্র কার্যফল প্রদানকারী, ৩) এক প্রকার কর্ম আছে যাহা হীন-পবিত্র, হীন-পবিত্র কার্যফল প্রদানকারী, ৪) এক প্রকার কর্ম আছে যাহা অহীন-অপবিত্র, অহীন-অপবিত্র কার্যফল প্রদানকারী, কর্ম কর্ম উত্তম কর্মশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষয়ে অগ্রগামী হয়। উহাকে ১) যেই কর্ম হীন, হীন কার্যফল প্রদানকারী, ২) যেই কর্ম হীন-পবিত্র, হীন-পবিত্র কার্যফল প্রদানকারী ইহা সংক্লেশ। ৩) যেই কর্ম পবিত্র, পবিত্র কার্যফল প্রদানকারী ইহা বাসনা। ৪) যেই কর্ম অহীন-অপবিত্র, অহীন-অপবিত্র কার্যফল প্রদানকারী, কর্ম কর্ম উত্তম কর্মশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষয়ে অগ্রগামী হয় ইহা নির্বেধ। ইহা সংক্লেশভাগীয় বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

১১১. উহাতে বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র কিরূপ?

মনুষ্য জন্ম লাভ হইলে দুই প্রকার, এইরূপে অকৃত্য বা অকরণীয় কার্য (যেমন কতকগুলি কৃত্য আছে তাহা এইরূপে কর্তব্য হইয়া দেখা দেয় আর অকৃত্য নহে এইরূপও কোনো কোনো কর্তব্য দেখা যায়), এইরূপ সুকৃত্য পুণ্য কার্যসমূহ এবং এইরূপ সংযোজন বা সংলগ্নতা পরিত্যাগ।

এইরূপ সুকৃত্য পুণ্যকার্যসমূহ বাসনাভাগীয় সূত্র।

এইরূপ সুকৃত্য পুণ্যকার্যসমূহ পরিত্যাগ নির্বেধভাগীয়।

পুণ্যকার্যসমূহ করিয়া কৃতপুণ্য দ্বারা স্বর্গাস্বর্গে গমন করে। সংযোজন বা সংলগ্নতা পরিত্যাগ দ্বারা জরা-মরণ হইতে বিমুক্ত হয়।

পুণ্যকার্যসমূহ করিয়া কৃতপুণ্য দ্বারা স্বর্গাস্বর্গে গমন করে। বাসনাভাগীয় সূত্র। সংযোজন পরিত্যাগ দ্বারা জরা-মরণ হইতে বিমুক্ত হয়। নির্বেধভাগীয় সূত্র। ইহা বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

হে ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার প্রাধান্যতা বা বৈশিষ্ট্যতা (প্রথমত প্রব্রজিতগণের মধ্যে ভূমি বা স্থিতি, দ্বিতীয়ত অধিকরণে)। দুই প্রকার কী কী? ১) যেই ব্যক্তি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিতগণের মধ্যে চীবর-আহার-শয়নাসন-গিলান প্রত্যয় ভৈষজ্য (অর্থাৎ রোগী ভিক্ষুর ওষুধপত্যাদি) পরিষ্কার বা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ত্যাগ করে বা দান দেয়, ২) যেই ব্যক্তি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিতগণের মধ্যে সর্ব প্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, তৃষ্ণাক্ষয় করিয়াছে, বিরাগ বা উদাসীন হইয়াছে, নিবৃত্ত হইয়াছে ও নির্বাণ বা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছে। উহাতে ১) যেই ব্যক্তি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিতগণের মধ্যে চীবর আহার পূর্ববৎ পরিষ্কার বা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য দান দেয় ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র। ২) যেই ব্যক্তি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিতগণের মধ্যে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, তৃষ্ণাক্ষয় করিয়াছে, বিরাগ বা উদাসীন হইয়াছে, নিবৃত্ত হইয়াছে ও নির্বাণ বা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন ইহা বাসনাভাগীয় এবং নির্বেধভাগীয় সূত্র।

উহাতে তৃষ্ণা সংক্লেশভাগীয় সূত্র তৃষ্ণাপক্ষ দ্বারা এইরূপে নির্দেশিতব্য, তিন প্রকার তৃষ্ণায়; যথা : কামতৃষ্ণায়, ভবতৃষ্ণায় ও বিভবতৃষ্ণায় বা উচ্ছেদ তৃষ্ণায়। যেই যেই উচ্ছেদাদি বস্তু দ্বারা ভবতৃষ্ণাদি বশে আকাঙ্ক্ষিত হয় সেই সেই ভবে নির্দেশিতব্য। সেই তৃষ্ণাকে বিস্তৃত করা হইলে ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাজালে বিচরণ করা হয়।

উহাতে মিথ্যাদৃষ্টি সংক্লেশভাগীয় সূত্র মিথ্যাদৃষ্টিপক্ষ দ্বারা এইরূপে উচ্চেদ শাশ্বতবশে নির্দেশিতব্য। যেই যেই ভাবে বাইনমাছের ন্যায় বিশৃঙ্খল বা গোলমেলে বস্তু ইত্যাদি দ্বারা অবাস্তব ধারণায় 'ইহাই সত্য' বলিয়া মিথ্যাদৃষ্টি বশে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে সেই সেইভাবে নির্দেশিতব্য। সেই মিথ্যাদৃষ্টিকে বিস্তৃত করা হইলে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি হইয়া থাকে।

উহাতে দুশ্চরিত্র সংক্লেশভাগীয় সূত্র চেতনায় চৈতসিক কর্ম দ্বারা নির্দেশিতব্য, তিন প্রকার দুচ্ছরিত্রের দ্বারা; যথা : কায়িক দুশ্চরিত্রের দ্বারা, বাচনিক দুশ্চরিত্রের দ্বারা, মানসিক দুশ্চরিত্রের দ্বারা। সেই দুশ্চরিত্রের দ্বারা বিস্তৃত করিলে দশ প্রকার অকুশলকর্ম হইয়া থাকে।

উহাতে তৃষ্ণা শুদ্ধতাভাগীয় সূত্র শমথ ভাবনা দ্বারা নির্দেশিতব্য।

উহাতে মিথ্যাদৃষ্টি শুদ্ধতাভাগীয় সূত্র। বিদর্শন ভাবনা দ্বারা নির্দেশিতব্য।

উহাতে দুশ্চরিত্র শুদ্ধতাভাগীয় সূত্র। সুচ্চরিত্র ভাবনা দ্বারা নির্দেশিতব্য। তিন প্রকার অকুশলমূল। ইহার কারণ কী? সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য। সুতরাং সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে কায়িক দুশ্চরিত্র-কায়িক সচ্চরিত্র, বাচনিক দুশ্চরিত্র-বাচনিক সচ্চরিত্র এবং মানসিক দুশ্চরিত্র মানসিক সচ্চরিত্র হইয়া থাকে। ঈদৃশ অশুভ কর্মবিপাক বা কর্মের কার্যফল দ্বারা এইরূপ মূর্খতার লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র। ঈদৃশ শুভ কর্মবিপাক দ্বারা এইরূপ মহাপুরুষ লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা বাসনাভাগীয় সূত্র।

উহাতে সংক্লেশভাগীয় সূত্র চারি প্রকার ক্লেশভূমির দ্বারা নির্দেশিতব্য; যথা : অনুশয় (অন্তর্নিহিত প্রবণতা) ভূমির দ্বারা, পর্যুত্থান বা পূর্ব সংস্কার ভূমির দ্বারা, সংযোজন বা সংলগ্নতা ভূমির দ্বারা এবং উপাদান (ইন্ধন বা আসক্তি) ভূমির দ্বারা। অনুশয়সহ পর্যুত্থান জাত হয় (অর্থাৎ অনুশয় হেতু সংযোগে রাগ বা লোভাদি পর্যুত্থান বা উৎপন্ন চিত্ত তাহা কামরাগাদির বা কামাসক্তি ইত্যাদির) সহিত সংযুক্ত হয়, সংযুক্ত হইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে (অর্থাৎ যাহা কামরাগ সংযোজন বা সংলগ্নতাদির দ্বারা সংযুক্ত তাহা কাম উপাদান বা কামাসক্তি ইত্যাদি অকুশল কর্মসমূহও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে), উপাদান প্রত্যয়ে বা হেতুতে ভব (উৎপত্তি ভব বা উৎপন্ন হইবার স্থান বা অবস্থা), ভবের প্রত্যয়ে বা হেতুতে জন্ম, জন্মের হেতুতে জরা-মরণ-শোক-বিলাপ দুঃখ-দৌর্মনস্য দুর্দশা সম্ভব হইয়া থাকে, এইরূপে সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের কারণ হইয়া থাকে। এই চতুর্বিধ ক্লেশভূমির দ্বারা সর্বপ্রকার ক্লেশসংগ্রহ এক সঙ্গে আগমন করে। ইহা সংক্লেশভাগীয় সূত্র। বাসনাভাগীয় সূত্র ত্রিবিধ সচ্চরিত্রের দ্বারা নির্দেশিতব্য। নির্বেধভাগীয় সূত্র চতুর্বিধ সত্যের দ্বারা নির্দেশিতব্য। অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র ত্রিবিধ ধর্মের দ্বারা নির্দেশিতব্য; যথা : বুদ্ধ ধর্মসমূহের দ্বারা, প্রত্যেক বুদ্ধ ধর্মসমূহের দ্বারা এবং শ্রাবক ভূমির দ্বারা ধ্যানী বিষয় নির্দেশিতব্য।

১১২. আঠারো প্রকার মূলপদ। উহাকে কী কী? ১) লৌকিক, ২) লোকোত্তর, ৩) লৌকিক এবং লোকোত্তর, ৪) সত্ত্বাধিষ্ঠান বা সত্ত্বগণের সংকল্প, ৫) ধর্মাধিষ্ঠান, ৬) সত্ত্বাধিষ্ঠান এবং ধর্মাধিষ্ঠান, ৭) জ্ঞান, ৮) জ্ঞেয়, ৯) জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, ১০) দর্শন, ১১) ভাবনা, ১২) দর্শন এবং ভাবনা, ১৩) নিজকথা, ১৪) পরকথা, ১৫) নিজকথা এবং পরকথা, ১৬) বিসর্জনীয়, ১৭) অবিসর্জনীয়, ১৮) বিসর্জনীয় এবং অবিসর্জনীয়। নয় প্রকার মূলপদ; যথা : ১) কর্ম, ২) বিপাক বা কার্যফল, ৩) কর্ম এবং বিপাক বা কার্যফল, ৪) কুশল বা পুণ্য, ৫) অকুশল বা পাপ, ৬) কুশল এবং অকুশল, ৭) অনুজ্ঞা বা সম্মতি

প্রদান, ৮) প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্যকরণ, ৯) অনুজ্ঞা প্রদান এবং প্রত্যাখ্যানকরণ। আর স্তব বা স্তুতি। উহাতে লৌকিক কিরূপ?

পাপ কৃতকর্মক্ষণেই ফল প্রদান করে না যেমন গাভীর স্তনসমূহ হইতে সদ্যনিষ্ক্রান্ত ধারক উচ্চাক্ষীর সেই ক্ষণে স্বতন্ত্র হয় না, আকার বদলায় না, দধিভাব প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু পাপ পরিপক্ব হইয়া ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় মূর্খকে দহন করিতে করিতে অনুগমন করিয়া থাকে। ইহা লৌকিক।

হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার অগতিগমন, সর্বপ্রকার... পূর্ববৎ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তাহার যশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায়।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার লোকধর্ম। আট প্রকার কী কী? লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নাকি আট প্রকার লোকধর্ম। ইহা লৌকিক।

লোকোত্তর। উহাতে লোকোত্তর কিরূপ?

'যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথি কর্তৃক সুন্দররূপে দমিত অশ্বের ন্যায় স্থৈর্যভাব ও দমিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নববিধ মান পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মান পরিত্যক্ত হইয়া চতুর্বিধ আসক্তির অভাবে সে অনাসব হইয়াছে। সেই মান পরিত্যক্ত অনাসবকে দেবগণও আকাঙ্ক্ষা করে, তদনুরূপে মানুষেরাও তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমনের ইচ্ছা করে।' ইহা লোকোত্তর।

হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় লোকোত্তর। পাঁচটি কী কী? শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় নাকি লোকোত্তর। ইহা লোকোত্তর।

উহাতে লৌকিক এবং লোকোত্তর কিরূপ? মনুষ্যজন্ম লাভে দুই প্রকার কৃত্য বা কর্তব্য হইয়া থাকে এবং এইরূপ সুকৃত্য বা সৎ কর্তব্যের দুইটি গাথা আছে, যেমন যাহা এই সংসারে সুকৃত্য বা সংকৃত্য এবং এইরূপ পুণ্যসমূহ, পুণ্যকার্যসমূহ করিয়া কৃত পুণ্য দ্বারা স্বর্গাস্বর্গে গমন করে। ইহা লৌকিক।

অথবা যাহা এই সংসারে সংযোজন বা সংলগ্নতা পরিত্যাগ এবং সংযোজন পরিত্যাগ দ্বারা জরা-মরণ হইতে মুক্ত হয়। ইহা লোকোত্তর। ইহা লৌকিক এবং লোকোত্তর।

হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানসমূহ দ্বারা আহার প্রতিবদ্ধ ছন্দরাগ (ইচ্ছা ও অনুরাগ) অপরিত্যাগ হইয়া থাকিলে নামরূপের অবক্রান্তি বা গমনাগমন হইয়া থাকে, নামরূপের গমনাগমন থাকিলে সংসারে পুনর্জন্ম (পুনর্বার ভবোৎপত্তি) হইয়া থাকে, পুনর্জন্ম থাকিলে জন্ম হইয়া থাকে, জন্ম থাকিলে

জরা-মরণ শোক-বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য দুর্দশা সম্ভব হইয়া থাকে, এইরূপেই সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ আছে, উহার যেই সব মূল নিচের দিকে গমন করিয়াছে আর যেই সব মূল তির্যকভাবে (ভের্চাভাবে বা আড়াআড়িভাবে) গিয়াছে সেই সকল মূলই ওজ বা আহার্য সারভাগ ঊর্ধ্বদিকে আনয়ন করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবেই সেই মহাবৃক্ষ সেই আহার সেই উপাদান দ্বারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে বা স্থায়ী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই বিজ্ঞানসমূহ দ্বারা আহার প্রতিবদ্ধ ছন্দরাগ অপরিত্যাগ হইয়া থাকিলে নামরূপের গমনাগমন হইয়া থাকে, সমস্তই... পূর্ববৎ, এইরূপেই সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের কারণ হইয়া থাকে। ইহা লৌকিক।

হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানসমূহ দ্বারা আহার প্রতিবদ্ধ ছন্দরাগ (ইচ্ছা ও অনুরাগ) না থাকিলে নামরূপের অবক্রান্তি বা গমনাগমন হয় না, নামরূপের গমনাগমন না থাকিলে পুনর্জন্ম বা পুনর্বার ভবোৎপত্তি হয় না, পুনর্জন্ম না থাকিলে জন্ম হয় না জন্ম না থাকিলে জরা-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য দুর্দশা নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপেই ইহার সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের কারণ নিরোধ বা অবসান হইয়া যায়। হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ, অনন্তর এক ব্যক্তি কোদাল ও কুড়াল ঝুড়ি লইয়া আসিল, সেই ব্যক্তি সেই বৃক্ষমূলে ছেদন করিল, মূলে ছেদন করিয়া চারিদিকে খনন করিল, চারিদিকে খনন করিয়া মূলগুলি এমনকি সুগন্ধজাতীয় মূলমাত্রই ও তুলিয়া ফেলিল। সেই ব্যক্তি সেই বৃক্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিল, খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া চিড়িল বা ফাড়িল, চিড়িয়া সরু সরু চেলা করিল, সরু সরু চেলা করিয়া বাততাপে (রৌদ্রে ও বাতাসে) শুকাইল, বাতাতপে শুকাইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অঙ্গারধূলা করিল, অঙ্গারধূলা করিয়া প্রবল বাতাসে উড়াইয়া দিল অথবা খড়স্রোত নদীতে ভাসাইয়া দিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই সেই মহাবৃক্ষ উচ্ছিন্নমূল হইয়া থাকে এবং উহার নির্মূলিত অবস্থা হইতে সমস্ত অবসান হইয়া ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই বিজ্ঞানসমূহ দ্বারা আহার প্রতিবদ্ধ ছন্দরাগ না থাকিলে নামরূপের অবক্রান্তি হয় না, নামরূপের অবক্রান্তি না থাকিলে সমস্তই... পূর্ববৎ, এইরূপে সম্পূর্ণ দুঃখস্কন্ধের নিরোধ বা অবসান হইয়া থাকে। ইহা লোকোত্তর। ইহা লৌকিক এবং লোকোত্তর।

১১৩. উহাতে সত্ত্বাসংকল্প কিরূপ?

সর্বদিকে অর্থাৎ দশদিকে চিত্ত দ্বারা অনুগমন করিলে দেখা যায় নিজের

চেয়ে প্রিয়তর কোথায়ও কিছু আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না, এইরূপে সত্ত্বগণের যাহা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আত্মভাব তাহাও স্ব স্ব পক্ষে নিজের প্রিয়তর। সুতরাং যেকোনো আত্মসুখকামী পরকে হিংসা করিও না। ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান বা সত্ত্ব সংকল্প।

যেই সব উৎপন্নশীল সত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সকলেই দেহত্যাগ করিয়া পরলোক চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ যাহারা ক্ষীণাস্রব হইবে তাহারা সকলেই দেহত্যাগে অনুপাদিশেষ নির্বাণপ্রাপ্ত হইবে) যেই ব্যক্তি জন্মবিদ বা জন্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি তৎসমস্ত জ্ঞাত হইয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া থাকে। ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান।

হে ভিক্ষুগণ, সপ্তবিধ অঙ্গগুণ দ্বারা ভূষিত কল্যাণমিত্রকে বা সৎ সঙ্গীকে যদিও দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে তাচ্ছিল্য করিয়া গলা ধাক্কাও দিয়া থাকে তথাপি যাবজ্জীবন পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সপ্তবিধ কী কী? ১. (সুপরিশুদ্ধ শীলসম্পত্তি এবং সুপরিশুদ্ধ দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টি সম্পত্তি গুণ দ্বারা ভূষিত বলিয়া) প্রিয় হইয়া থাকেন, ২. গুরু হইয়া থাকেন, ৩. (অতীন্দ্রিয় আদর্শবশে অথবা শীলগুণ দ্বারা বা প্রিয় গুরু ইত্যাদি বলিয়া) সম্মানিত হইয়া থাকেন, ৪. সময়ে বলিব ইত্যাদি পঞ্চধর্মে নিজে উঠিয়া সব্রহ্মচারিদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলে বলিয়া) বক্তা বা ধর্ম কথা কথক হইয়া থাকেন, ৫. সব্রহ্মচারিগণ দ্বারা যেকোনোভাবে কথিত বিষয়ে শিষ্ট হইয়া চারিদিক বিচার করিয়া তাহাদের কথা ক্ষমা করে অথবা ধর্মকথা বলিবার জন্য অপরদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা বিষয়ে বলিতে সম্মত হয় বলিয়া) বচনক্ষম হইয়া থাকেন, ৬. সত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি সংজ্ঞা বা গম্ভীর কথা কথক হইয়া থাকেন, ৭. (ধর্মবিনয় সম্বন্ধীয় কথা বলিয়া ধর্মকার্যে নিয়োজিত করেন, অধর্ম বিনয় সম্বন্ধীয় কথা বলিয়া অধর্মকার্যে নিয়োজিত করেন না তদ্ধেতু) অস্থানে নিয়োগকারী নহেন। হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ অঙ্গগুণ দ্বারা ভূষিত... পূর্ববৎ, পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভগবান ইহা বলিলেন, সুগত ইহা বলিয়া অতঃপর ইহা বলিলেন :

'যেই মিত্র প্রিয়, গুরু, সম্মানিত, বক্তা, বচনক্ষম, গম্ভীর, ভাবপ্রদ কথা কথক এবং অস্থানে অনিয়োগকারী সেই মিত্রকে মৈত্রী কামনায় যাবজ্জীবন সেবা করিতে হয়।' ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান।

উহাতে ধর্মাধিষ্ঠান কিরূপ?

এই সংসারে যাহা কামসুখ এবং দিব্যসুখ বলিয়া কথিত হয় তাহা তৃষ্ণাক্ষয়ে যে সুখ হয় উহার ষোলো ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। ইহা

অধিষ্ঠান।

সম্যকসম্বুদ্ধ বর্ণিত শোকহীন পাপহীন নিরাপদ নির্বাণ নিশ্চয়ই অতি সুখকর, যাহাতে দুঃখের অবসান হয়। ইহা ধর্মাধিষ্ঠান।

উহাতে সত্ত্বাধিষ্ঠান এবং ধর্মাধিষ্ঠান বা ধর্মসংকল্প কিরূপ? ত্রিভবে সত্ত্বগণের জন্মদাত্রী তৃষ্ণারূপী মাতাকে, অস্মিতা বা আত্ম অভিমান জননকারী জনকরূপে পিতাকে এবং শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন ক্ষত্রিয় রাজাকে হনন করিয়া আর দ্বাদশ আয়তনরূপ রাজ্যকে তৎনিঃসৃত নন্দিরাগ বা সহজে উত্তেজনাশীল আনন্দরূপ অনুচরসহ হনন করে। ইহা ধর্মাধিষ্ঠান।

ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণ দুঃখহীন হইয়া যায়।

ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান এবং ধর্মাধিষ্ঠান।

হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ (অর্থাৎ ঋদ্ধি বা মানসিক শক্তির মূল ভিত্তি)। চারি প্রকার কী কী? ১. ছন্দ সমাধি বা মনের আবেগজনিত সমাধি প্রধান সংস্কার-সমন্বিত বা সংযুক্ত ঋদ্ধিপাদ, ২. বীর্য বা উৎসাহজনিত সমাধি প্রধান সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ, ৩. চিত্ত বা মনঃসংযোগজনিত সমাধি প্রধান সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ, ৪. বীমংসা বা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষাজনিত সমাধি প্রধান সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ। ইহা ধর্মাধিষ্ঠান।

সে (যোগী ব্যক্তি) শরীরের মধ্যে চিত্তকে এক সঙ্গে স্থাপন করিয়া থাকে (অর্থাৎ দৃশ্যমান কায় দ্বারা গমনশীল হয় তখন কায়গতিকে ভিত্তি করিয়া চিত্ত অধিষ্ঠিত করিয়া থাকে), চিত্তের মধ্যে শরীরকে এক সঙ্গে স্থাপন করিয়া থাকে (অর্থাৎ যখন শীঘ্র গমনশীল হয় তখন ভিত্তিমূলক চিত্তে কায় প্রক্ষিপ্ত বা সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকে, চিত্তগতিকে শরীর অধিষ্ঠিত করিয়া থাকে), শরীরে সুখ সংজ্ঞা ও লঘু সংজ্ঞা প্রকাশ করাইয়া সম্প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে অর্থাৎ যেমন বলবান পুরুষ গুটানবাহু প্রসারিত করিয়া থাকে অথবা প্রসারিত বাহু গুটাইয়া থাকে, এই কথানুসারে অলৌকিক ক্ষমতা বলে নিজ শরীরের মধ্যে সুখানুভূতি ও হালকা অনুভূতি প্রবেশ করাইয়া লাভ করিয়া অপরের দৃশ্যমান শরীর দ্বারা আরাম সুখকর ইত্যাদির অপেক্ষমান চিত্তক্ষণে ইপ্সিত স্থানে গমন করিতে পারে না। ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান। ইহা সত্ত্বাধিষ্ঠান এবং ধর্মাধিষ্ঠান।

১১৪. উহাতে জ্ঞান কিরূপ?

যাহা সেই লোকোত্তর জ্ঞান (অর্থাৎ যেই জ্ঞান সর্বলোক উত্তীর্ণ হইয়া জয় করিয়া স্থিত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে লোকোত্তর ভূমি

ভিত্তিকতায় বলা হয়নি), যাহাকে সর্বজ্ঞতা বা সর্বজ্ঞ জ্ঞান বলা হয় উহার বিনাশ নাই আর উহা সব সময় প্রবর্তিতও হয় না (অর্থাৎ যাহাকে অবধারণ প্রতিবদ্ধ অবস্থা বলিয়া বলা হইয়াছে উহা সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত হয় না আর ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানও সর্বসময়ে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বলা হইয়াছে)। ইহা জ্ঞান।

যাহা ঈদৃশ নির্বাণে গমনকারিনী প্রজ্ঞা এবং যেই প্রজ্ঞা দ্বারা প্রকৃতরূপে জন্ম-মরণ ক্ষয় হয় বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায় সেই প্রজ্ঞাই জগতে শ্রেষ্ঠ। ইহা জ্ঞান।

উহাতে জ্ঞাতব্য কিরূপ?

(ভগবান বলিলেন, ওহে ধোতক!) আমি তোমাদের নিকট শান্তি সম্বন্ধীয় বিষয় বলিব (অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে সর্বক্লেশ উপশমের হেতু শান্তিমূলক নির্বাণ প্রদর্শন করিব), দৃষ্ট দুঃখাদি ধর্মে (অর্থাৎ এই আত্মভাবে) আমি মুক্ত (অর্থাৎ ইহা সত্য যে আমার আত্মপক্ষ সমর্থিক আচরণে কোনো কার্যই প্রবর্তিত হয় না), স্মৃতি-সহকারে বিচরণ করিয়া যাহা জ্ঞাত হইয়াছি (অর্থাৎ সর্ব সংস্কার অনিত্য ইত্যাদি ধারায় স্মৃতিমান হইয়া আর্যমার্গে বিচরণ করিয়া যেই শান্তি জ্ঞাত হইয়াছি) উহাতে সংসারে আসক্তি উত্তীর্ণ হইয়াছি।

(ধোতক বলিলেন,) মহর্ষি, স্মৃতিমান হইয়া বিচরণ করিয়া যাহা বিদিত হইয়া সংসারে আসক্তি উত্তীর্ণ থাকে সেই কথিত উত্তম শান্তিকে (নির্বাণকে) আমি অভিনন্দন করিতেছি।

(ভগবান বলিলেন,) ওহে ধোতক!) ঊর্ধ্ব [ভবিষ্যৎ এবং উপরদিক], অধঃ [অতীত এবং নিচের দিক] আর মধ্যে [বর্তমান এবং চারিদিকে বা সর্বত্র হইতে] যাহা কিছু তুমি সম্প্রজ্ঞ বা চিন্তাশীল জ্ঞান দ্বারা জানিয়াছ সংসারে ইহা জ্ঞাত হইয়া [অর্থাৎ ভবিষ্যতে ইত্যাদি আসক্তি উৎপত্তিস্থান জানিয়া] ভবাভবে [ক্ষুদ্র বা মহৎ ভবে অথবা শাশ্বত বা উচ্ছেদ ভবে] উৎপন্ন হইবার জন্য তৃষ্ণা করিও না। ইহা জ্ঞাতব্য।

'হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার আর্যসত্য (আর্যভাবকৃত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি বিচক্ষণতা হয়নি বলিয়া আমাকে এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভব হইতে ভবে পুনঃপুন গমনবশে দেহান্তরে গমন করিতে হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা সেই দুঃখ আর্যসত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, দুঃখের নিরোধ বা উপশম আর্যসত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, দুঃখ উপশমের উপায় আর্যসত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, ভবতৃষ্ণা (ভবে পুনরুৎপত্তির ইচ্ছা) উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভবাভবে

উপনীত করিবার তৃষ্ণারজ্জু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আমার আর পুনর্জন্ম নাই (অর্থাৎ আমাকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না)।' ভগবান ইহা বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত (বুদ্ধ) শাস্তা অতঃপর এইরূপ বলিলেন :

চারি প্রকার আর্যসত্য প্রত্যক্ষ দর্শন হয়নি বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই জন্মসমূহে দেহান্তরে বা অবস্থান্তরে গমন করিতে হইয়াছে।

এই সেই চারি আর্যসত্য দর্শন করা হইয়াছে বলিয়া ভবাভবে উপনীত করিবার তৃষ্ণারজ্জু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আমাকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা জ্ঞাতব্য।

উহাতে জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য কিরূপ? 'রূপ (দৃশ্যমান শরীর) অনিত্য বা পরিবর্তনশীল, অনুভূতি বা উপলব্ধি অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার (উৎপন্নশীল বস্তু বা পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য, বিজ্ঞান বা উৎপন্ন চিত্ত অনিত্য।' ইহা জ্ঞাতব্য।

'এইরূপে জানন, এইরূপে দর্শনকরণ, আর্যশ্রাবক রূপ বা শরীরকে অনিত্য বলিয়া দর্শন করে, অনুভূতি বা উপলব্ধিকে অনিত্য বলিয়া দর্শন করে, সংজ্ঞাকে অনিত্য বলিয়া দর্শন করে, সংস্কারকে (উৎপন্নশীল পঞ্চস্কন্ধকে) অনিত্য বলিয়া দর্শন করে, বিজ্ঞান বা উৎপন্ন চিত্ত বা মনকে অনিত্য বলিয়া দর্শন করে।' ইহা জ্ঞান।

সে (আর্যশ্রাবক বা সাধক) রূপ বা শরীর হইতে নিজেকে মুক্ত করে, অনুভূতি হইতে নিজেকে মুক্ত করে, সংজ্ঞা হইতে নিজেকে মুক্ত করে, সংস্কার হইতে নিজেকে মুক্ত করে, বিজ্ঞান বা উৎপন্ন চিত্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করে, দুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত করে বলিয়া আমি বলিতেছি। ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য।

'সমস্ত সংস্কারই (অর্থাৎ প্রত্যয়সমূহ দ্বারা সংস্কৃত বা সপ্রতিবদ্ধমূলক বস্তু হয় বলিয়া লব্ধ নাম দ্বারা পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য (অর্থাৎ আদি-অন্তবান বা উৎপত্তি বা ধ্বংসশীল বলিয়া অনিত্য, তৎকালিক বা সাময়িকের জন্য বলিয়া এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয় বলিয়া অনিত্য, নিত্য নহে বা অবাস্তব বলিয়াও অনিত্য)'

'যখন বিদর্শন জ্ঞানে দর্শন করা হয়।' ইহা জ্ঞান। 'অনন্তর দুঃখে অপ্রবৃত্তি জন্মাইলে (অর্থাৎ এই আবর্ত দুঃখে অপ্রবৃত্তি জন্মাইলে অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দুঃখকে দুঃখ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানন বশে সত্য বোধগম্য হইলে) ইহাই বিশুদ্ধতা লাভের মার্গ বা উপায়। ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য।

'সমস্ত সংস্কারই (অভিন্ন সম্প্রতিপীড়ন অর্থে এবং ক্ষয় অর্থে) দুঃখ। ইহা জ্ঞাতব্য। 'যখন বিদর্শনজ্ঞানে দর্শন করা হয়।' ইহা জ্ঞান। 'অনন্তর দুঃখে অপ্রবৃত্তি জন্মাইলে ইহাই বিশুদ্ধিতা লাভের মার্গ বা উপায়। ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য। সমস্ত ধর্মই অনাত্ম (অর্থাৎ সর্বপ্রকার ত্রিভৌমিক বা প্রকৃতিসমূহ অপর দিক হইতে তুচ্ছতা হইতে শূন্যতা হইতে অসারতা হইতে অবশীতা হইতে অনাত্ম বা আত্মা নহে)।' ইহা জ্ঞাতব্য। 'যখন বিদর্শন জ্ঞানে দর্শন করা হয়।' ইহা জ্ঞান। 'অনন্তর দুঃখে অপ্রবৃত্তি জন্মাইলে ইহাই বিশুদ্ধিতা লাভের মার্গ উপায়।' ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য।

সোণ, যেকোনো শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ আছে তাহারা অনিত্যময় দুঃখময় বিপরিণামশীল (পরিবর্তনশীল) ধর্মের বা স্বভাবের রূপ (শরীর) দ্বারা আমিই শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলিয়া বলে বা দর্শন করে সদৃশ বা সমান বলিয়া বলে বা দর্শন করে, হীন বলিয়া বলে বা দর্শন করে, অন্যত্র বাস্তবতাকে অদর্শনের কী আছে? (অর্থাৎ সরস ভঙ্গুরতায় একান্তরূপে অনিশ্চিত স্বভাব রূপধর্ম বা শরীর প্রকৃতির দ্বারা শ্রেষ্ঠাদি বশে নিজের উৎক্ষেপন বা উত্তোলনকে নিচকরণ উহাকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন না করণ অজ্ঞানতা ব্যতীত আর অন্য কী কারণ থাকিতে পারে? অন্য কোনো কারণ নাই এই অর্থে।) অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের উপলব্ধি দ্বারা... পূর্ববৎ। অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের সংজ্ঞা দ্বারা... পূর্ববৎ। অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের সংস্কার দ্বারা... পূর্ববৎ । অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের বিজ্ঞান বা চিত্ত দ্বারা আমিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বা দর্শন করে, সমান বলিয়া বলে বা দর্শন করে, হীন বলিয়া বলে বা দর্শন করে, অন্যত্র বাস্তবতাকে অদর্শনের কি আছে? ইহা জ্ঞাতব্য।

যেকোনো শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ আছে তাহারা অনিত্য দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের রূপ দ্বারা আমিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, সমান বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, হীন বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, অন্যত্র বাস্তবতাকে দর্শনের কি আছে? অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের উপলব্ধি দ্বারা... পূর্ববৎ। অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের সংজ্ঞা দ্বারা... পূর্ববৎ। অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের সংস্কার দ্বারা... পূর্ববৎ। অনিত্যময় দুঃখময় পরিবর্তনশীল স্বভাবের বিজ্ঞান দ্বারা আমিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, সমান বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, হীন বলিয়া বলিলেও দর্শন করে না, অন্যত্র বাস্তবতাকে দর্শনের কি আছে? ইহা জ্ঞান। ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য।

১১৫. দর্শন। উহাতে দর্শন কিরূপ? গম্ভীর প্রজ্ঞা দ্বারা (অর্থাৎ অপ্রমাণ্য প্রজ্ঞায় দেবলোকসহ মনুষ্যলোকের দেব মনুষ্যগণের জ্ঞান দ্বারা অলভ্য প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞা সর্বজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা (সংক্ষেপে বিস্তৃতভাবে সুন্দররূপে দেশনাকৃত বা ব্যাখ্যাকৃত আর্যসত্যসমূহ যাহারা ভাবিয়া স্পষ্ট করিয়াছে অর্থাৎ দুঃখাদি আর্যসত্য প্রজ্ঞালোক দ্বারা সত্যাচ্ছাদনকারী ক্লেশরূপ অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়া নিজের প্রসিদ্ধিসমূহকে বিদিত করাইয়াছে) তাহারা কিঞ্চিৎ মাত্র আধিক্যতায় প্রমত্ত বা অলস হইলেও তাহারা আটবারের অধিক উৎপত্তি ভবে বা সংসারে জন্মগ্রহণ করিবে না (অর্থাৎ আর্যসত্য বিশেষরূপে ভাবনাকৃত বা স্পষ্টকৃত সেই যোগী পুরুষেরা কামভূমিতে দেবরাজ্য চক্রবর্তী রাজ্য প্রভৃতি প্রমাদ স্থানে আগমন করিয়া অধিকরূপে প্রমত্ত হইয়া থাকে তথাপি স্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞান দ্বারা অভিসংস্কার বা সঞ্চিত বিজ্ঞানকে নিরোধের দিকে স্থিত রাখিয়া সপ্তবার ভবোৎপত্তিতে আদি অজ্ঞাত সংসারে যেই নামরূপ উৎপন্ন হয় উহাদের নিরোধ প্রাপ্তির কারণে অষ্টমবার ভবোৎপত্তি গ্রহণ করে না। সপ্তমবারে কিন্তু বিদর্শন আরম্ভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই অর্থে)। ইহা দর্শন।

ইন্দ্রখীল বা নগরদ্বারের সম্মুখস্থ দৃঢ়স্তম্ভ যেমন ভূমিতে প্রোথিত বা দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া চতুর্দিক হইতে আগত বায়ুর দ্বারা অকম্পিত থাকে যেই ব্যক্তি প্রজ্ঞায় নিযুক্ত থাকিয়া চারি আর্যসত্য দর্শন করিয়াছে সেই সৎপুরুষ তাদৃশ দর্শন হইতে সর্বপ্রকার তির্থীয়বাদরূপ বায়ুর দ্বারা অকম্পিত বা অবিচলিত থাকে বলিয়া আমি তাহাকে তদুপমায় (অর্থাৎ যথাকথিত ইন্দ্রখীলের ন্যায়) উপমেয় বলিতেছি। ইহা দর্শন।

'হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গ দ্বারা সমন্বিত আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষামান নিজকে নিজে বুঝাইয়া থাকে যে আমার জন্য নরক ক্ষীণ বা ক্ষয় হইয়াছে (অর্থাৎ আমাকে আর নরকে গমন করিতে হইবে না), আমার জন্য তির্যগযোনি বা পশুপক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করণ ক্ষীণ বা ক্ষয় হইয়াছে (অর্থাৎ আমাকে আর পশুপক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না), আমার জন্য প্রেতকুলে উৎপন্ন হওয়া ক্ষীণ বা ক্ষয় হইয়াছে (অর্থাৎ আমাকে আর প্রেতকুলে উৎপন্ন হইতে হইবে না), আমার জন্য অপায় দুর্গতি বিনিপাতে উৎপন্ন হওয়া ক্ষীণ বা ক্ষয় হইয়াছে (অর্থাৎ আমাকে আর নরকাদি দুর্গতি দুঃখ স্থানে উৎপন্ন হইতে হইবে না), আমি অবিনিপাত ধর্ম (অর্থাৎ মার্গফলের স্থির স্বভাবের দরুণ পৃথগ্‌জন বা সাধারণ জনভাবোচিত বিরূপে বা কুৎসিত অবস্থায় অপতিত স্বভাব) স্রোতাপন্ন হইয়াছি, নিয়ত

সম্বোধিপরায়ণ রহিয়াছি এবং দেব ও মনুষ্যলোকে সাতবারের মত জন্মান্তরে গমনাগমন করিয়া শেষ সপ্তমবারে (জন্ম) দুঃখের অন্তসাধন করিব। কোন চারি প্রকার?

হে ভিক্ষুগণ, এইখানে ১) তথাগতের প্রতি আর্যশ্রাবকের শ্রদ্ধা নিবিষ্ট প্রতিষ্ঠিত প্রসারিত মূলজাত স্থায়ী বা দৃঢ় হইয়া থাকে, ইহা কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা সংসারে যেকোনো সব্রহ্মচারির দ্বারা হইতে পারে না। ২) ধর্মেও নাকি নিষ্ঠাগত হইয়া থাকে যে ভগবানের ধর্ম সু-আখ্যাত বা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাকৃত স্বয়ং দর্শনীয় অকালিক বা কালাকাল ভেদ রহিত এস দেখ বলিয়া আহ্বানকারী উপনয়নকারী বা নির্বাণে পৌঁছাইয়া দিবার মত বিজ্ঞগণ দ্বারা নিজে নিজে উপলব্ধি করিবার মত, যদি এই মদনির্মদন বা মত্ততাদমনকারী... পূর্ববৎ, নিরোধ বা উপশম নির্বাণ। ৩) গৃহী এবং প্রব্রজিত সব্রহ্মচারিরাও কিন্তু তাহার ইষ্ট কান্ত প্রিয় মনোজ্ঞ হইয়া থাকে। ৪) অখণ্ড অচ্ছিদ্র শীল পালন দ্বারা, অসম তেজস্বীতা দ্বারা নির্দোষতা দ্বারা, স্বাধীন বা মুক্ত মানুষরূপে থাকার দ্বারা, বিজ্ঞগণের প্রশংসার দ্বারা, অপরামৃষ্ট হওয়ার দ্বারা, সমাধি সংবর্তনিক বা ধ্যান লিপ্ত থাকা দ্বারা, আর্যসম্মত শীলসমূহের দ্বারাও সমন্বিত বা ভূষিত হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গ দ্বারা ভূষিত আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষামান নিজকে নিজে বুঝাইয়া থাকে যে আমার জন্য নরক ক্ষীণ হইয়াছে, আমার জন্য তির্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করণ ক্ষীণ হইয়াছে, আমার জন্য প্রেতকুলে উৎপন্ন হওয়া ক্ষীণ হইয়াছে, আমার জন্য অপায় দুর্গতি বিনিপাতে উৎপন্ন ক্ষীণ হইয়াছে; আমি অবিনিপাত ধর্ম স্রোতাপন্ন হইয়াছি, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ রহিয়াছি এবং দেব ও মনুষ্যলোকে সাতবারের মত জন্মান্তরে গমনাগমন করিয়া শেষ সপ্তমবারে (জন্ম) দুঃখের অন্তসাধন করিব। ইহা দর্শন।

ভাবনা। উহাতে ভাবনা কিরূপ? যাহার শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক এবং ঊর্ধ্ব-অধঃ ইত্যাদি সর্বদিকে আর্যমার্গবশে সুষ্ঠুরূপে ভাবিত হইয়াছে সেই ভাবিত ও সুন্দররূপে দমিত আর্যপুদ্গল ইহ-পরলোককে ভেদ করিয়া বোধগম্য করিয়া অনিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকে। ইহা ভাবনা।

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মপদ বা ধর্মের অংশসমূহ চারি প্রকার। চারি প্রকার কী কী? অলোভ বা লোভহীনতা ধর্মপদ, অদ্বেষ বা অক্রোধ বা অহিংসা ধর্মপদ, সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ, সম্যক সমাধি ধর্মপদ। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার ধর্মপদ। ইহা ভাবনা।

দর্শন এবং ভাবনা। উহাতে দর্শন এবং ভাবনা কিরূপ? নিম্নাভিমুখে নরকাদি অপায়ে উৎপত্তির সহায়ক পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনকে ছিন্ন করে, উপরে উপরে দেবলোকে উৎপত্তির কার্য নির্বাহকারী পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহকে পরিত্যাগের জন্য শ্রদ্ধাদি পঞ্চইন্দ্রিয় অধিকভাবে ভাবনা করিয়া; ইহা হইলেও অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি এই পঞ্চবিধ সঙ্গ উত্তীর্ণ ভিক্ষু চতুর্বিধ ওঘ বা দুঃখ প্লাবন উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনকে ছিন্ন করে, পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনকে পরিত্যাগ করে। ইহা দর্শন। শ্রদ্ধাদি পঞ্চইন্দ্রিয় অধিকভাবে ভাবনা করে, ইহা হইলেও অনুরাগাদি পঞ্চ সঙ্গ উত্তীর্ণ ভিক্ষু ওঘ উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। ইহা ভাবনা ইহা দর্শন এবং ভাবনা।

'হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞান, তিন প্রকার কী কী? অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞাত অনুপলব্ধ চারি সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় অমৃতপদ বা নির্বাণ সম্বন্ধে জ্ঞাত হইব জানিব বলিয়া প্রতিপন্ন প্রথম মার্গের জ্ঞানই অনন্যজ্ঞান, এই প্রথম মার্গজ্ঞানই পূর্বভাগবশে এইরূপ কথিত হইয়াছে), অন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান অর্থাৎ মার্গ দ্বারা জানার জ্ঞাতসীমা অতিক্রম করিয়া জানা অনন্য, উহার জ্ঞানই অনন্য ইন্দ্রিয়, নিম্নদিকের তিনটি ফলে এবং উপরদিকের তিনটি মার্গে জ্ঞানের ইহা অধিবচন বা নাম), অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান বা পরিজ্ঞান (অর্থাৎ চারি আর্যসত্য সমাপ্ত কৃত্যের গুণসম্পন্ন জ্ঞান বা অর্হত্ত্ব জ্ঞানই অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান বা পরিজ্ঞান অগ্রফল জ্ঞানের ইহা অধিবচন বা নাম)। হে ভিক্ষুগণ, অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এইখানে ভিক্ষু অনুপলব্ধ দুঃখ আর্যসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উৎসাহ আরম্ভ করে, চিত্ত গ্রহণ করে, পরিশ্রম করে, অনুপলব্ধ দুঃখোৎপত্তির কারণ আর্যসত্যকে... পূর্ববৎ, অনুপলব্ধ দুঃখের উপশমকে... পূর্ববৎ, অনুপলব্ধ দুঃখের উপশমগামিনী উপায় আর্যসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য ইচ্ছা উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, উৎসাহ আরম্ভ করে, চিত্ত গ্রহণ করে, পরিশ্রম করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান। ইহা দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এইখানে ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে, ইহা 'দুঃখ উৎপত্তির কারণ' বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানে, ইহা 'দুঃখের নিরোধ বা উপশম' বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানে, ইহা 'দুঃখ উপশমের উপায়' প্রত্যক্ষভাবে জানে; হে ভিক্ষুগণ, ইহাই অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ, অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ,

এইখানে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি (মনের স্বাধীনতা) প্রজ্ঞাবিমুক্তি (অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা) দৃষ্টধর্মে (এই সংসারে) স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া লাভ করিয়া অবস্থান করে আর জন্ম ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া জানে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানে, করণীয় কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানে, এই সংসারে আর কিছু করিবার বাকি নাই বলিয়া জানে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান। ইহা ভাবনা। ইহা দর্শন এবং ভাবনা।

১১৬. স্বকীয় বচন বা নিজ কথা। উহাতে স্বকীয় বচন বা নিজ কথা কিরূপ? সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ, পুণ্য অর্জনকরণ এবং নিজকে নিজ পরিশুদ্ধকরণ, ইহাই বুদ্ধগণের শাসন। ইহা স্বকীয় বচন বা নিজ কথা।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার মূর্খের মূর্খতার লক্ষণসমূহ (অর্থাৎ মূর্খের উপলক্ষণের কারণসমূহ), মূর্খনিমিত্ত বা মূর্খতার নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ মূর্খ ইহা গ্রহণ করার প্রমাণ কারণসমূহ), মূর্খের পৌরাণিক কথা বা জীবন ইতিহাসসমূহ (অর্থাৎ মূর্খের গত জীবনের বর্ধিত বা অভ্যস্ত বিষয়সমূহ) যদ্বারা অপরে মূর্খকে মূর্খ বলিয়া বিশেষরূপে জানিয়া থাকে। সেই তিন প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ (লোভ, হিংসা, মিথ্যাদৃষ্টি সম্বন্ধীয়) দুশ্চিন্তায় চিন্তিত হইয়া থাকে, (মিথ্যাকথা ইত্যাদি) দুর্ভাষিত বা দুর্বাক্য ভাষণকারী হইয়া থাকে এবং (প্রাণিহত্যা ইত্যাদি) দুষ্কৃতিকারী হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার নাকি মূর্খের মূর্খতার লক্ষণসমূহ, মূর্খতার নিদর্শনসমূহ, মূর্খের পৌরাণিক কথা বা জীবন ইতিহাসসমূহ।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার পণ্ডিতের পণ্ডিত লক্ষণসমূহ, পণ্ডিত নিদর্শনসমূহ, পণ্ডিতের পৌরাণিক কথা বা জীবন ইতিহাসসমূহ যদ্বারা অপরে পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষরূপে জানিয়া থাকে। তিন প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত সুচিন্তায় (মঙ্গলজনক চিন্তায়) চিন্তিত হইয়া থাকে, সুন্দর ভাষণকারী (মিষ্টভাষী) হইয়া থাকে এবং সুকৃত (নিষ্পাপ নির্দোষ) কার্যকরী হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার নাকি পণ্ডিতের পণ্ডিত লক্ষণসমূহ, পণ্ডিত নিদর্শনসমূহ, পণ্ডিতের পৌরাণিক কথা বা জীবন ইতিহাসসমূহ। ইহা স্বকীয় বচন বা নিজ কথা।

উহাতে পরবচন বা অপরের কথা কিরূপ?

‘পৃথিবী সদৃশ বিস্তৃত নহে, পাতাল সদৃশ নিম্ন নহে, পর্বত সদৃশ উন্নত নহে এবং চক্রবর্তী সদৃশ সাহসিকতা বা দৃঢ়তা নাই।’ ইহা পরবচন বা অপরের কথা।

‘হে দেবরাজ, সুভাষণকারীর জয় হউক।’ ‘ওহে বেপচিত্তি, সুন্দর ভাষণকারীর জয় হউক। ওহে বেপচিত্তি, একটি গাথা বল।’ অনন্তর হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি এই গাথাটি ভাষণ করিল :

মূর্খগণ উপর্যুপরি বা অতিমাত্রায় ক্রোধান্বিত হইয়া থাকে, উহার প্রতিষেধকও নাই; তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকে দৃঢ়ভাবে দণ্ড প্রদান করিয়া নিবারিত করিয়া থাকে।’

হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি কর্তৃক ভাষিত গাথাটিকে অসুরগণ অনুমোদন করিল, দেবগণ তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি দেবরাজ শক্রকে এইরূপ বলিল, হে দেবরাজ, আপনি একটি গাথা বলুন।’ অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র এই গাথাটিকে ভাষণ করিলেন :

‘অপরের বা শত্রুর ক্রোধান্বিত ভাব জ্ঞাত হইয়া যেই ব্যক্তি স্মৃতিমান হইয়া শান্তভাব ধারণ করে ইহাই এতাদৃশ মূর্খের প্রতিষেধক বলিয়া আমি মনে করি।’

হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক ভাষিত গাথাটিকে দেবগণ অনুমোদন করিলেন, অসুরগণ তূষ্ণীভাব ধারণ করিল। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র অসুররাজ বেপচিত্তিকে এইরূপ বলিলেন, ‘ওহে বেপচিত্তি, একটি গাথা বল’ অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি এই গাথাটি ভাষণ করিল।

‘হে বাসব, এইরূপে তিতিক্ষায় দোষ দর্শন করিতেছি। মূর্খলোক যখন উহাতে মনে করিবে যে ভয় পাইয়া এইরূপে চুপ করিয়া রহিয়াছে তখন দুর্মেধ পলায়নকারী গরুর ন্যায় অত্যধিকভাবে পরাজিত করিতে থাকিবে (অর্থাৎ যেমন গরুরপালের দুইটি গরু যুদ্ধ করিতে থাকে তখন অন্যান্য গরুগুলি একটি পলায়ন না করা পর্যন্ত দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকে, কিন্তু যখন একটি গরু পলায়ণ করিল তখন সমস্ত গরু উহার পিছনে ছুটিয়া গিয়া উহাকে অতিরিক্তভাবে পরাভূত করিতে থাকে। তাদৃশ মূর্খলোক ক্ষমাকারীকে অত্যধিকভাবে পরাভূত করিয়া থাকে)।’

হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি কর্তৃক ভাষিত গাথাটিকে অসুরগণ অনুমোদন করিল, দেবগণ তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, অসুররাজ বেপচিত্তি দেবরাজ শক্রকে এইরূপ বলিল, ‘হে দেবরাজ, আপনি একটি গাথা বলুন।’ অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন।

‘মনে কর কামপ্রবৃত্তি বা স্পৃহাকে ভয় করিয়া এইরূপে সহ্য করিয়া থাকা,

ভয় পাইয়া নহে। সেই উপকারসমূহের মধ্যে নিজের জন্য ক্ষান্তি বা সহনশীলতা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপকারিতা আর নাই।'

সংসারে যেই বলবান সৎপুরুষ দুর্বলকে সহ্য করে তাহার সেই ক্ষান্তি বা ক্ষমাগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, দুর্বলও তাহাকে নিত্য ক্ষমা করিয়া থাকে।

যাহার নিকট অজ্ঞান বলের শক্তি আছে সেই বল বা শক্তিকে অবল বা দুর্বল বলা হয়। ধর্মের দ্বারা রক্ষিত বা ধর্ম রক্ষাকারীর শক্তির প্রতিবাদকারী বিদ্যমান নাই।

যেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতিদানে ক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তিও তাদৃশ পাপকারী হয়, ক্রুদ্ধের প্রতিদানে অক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করিয়া দুর্জয় সংগ্রাম জয়ী হইয়া থাকে।

যেই ব্যক্তি অপরকে ক্রোধান্বিত জানিয়া স্মৃতিমান হইয়া শান্ত বা ক্ষান্ত থাকে সেই ব্যক্তি আত্মপর উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে।

যাহারা আত্মপর উভয়ার্থ চিকিৎসা বা নিরাময়ে নৈতিকতায় বা চারি প্রকার ধর্মে অনভিজ্ঞ জনগণ তাহাদিগকে মূর্খ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক ভাষিত গাথাগুলিকে দেবগণ অনুমোদন করিলেন, অসুরগণ তূষ্ণীভাব ধারণ করিল। ইহা পরবচন বা অপরের কথা।

১১৭. উহাতে নিজ নিজ কথা এবং অপরের কথা কিরূপ?

যাহা প্রাপ্ত (অর্থাৎ যেই কাম উপকরণ অধিগত করিয়া এক্ষণে অনুভব করিতেছে) এবং যাহা প্রাপ্তব্য (অর্থাৎ যেই কাম উপকরণ ভবিষ্যতে অধিগত করিয়া অনুভব করিবার যোগ্য তদুভয় ও অনুরাগরূপ রজঃ ইত্যাদি দ্বারা অবকীর্ণ বা অপবিত্রতা ম্রক্ষিত অনুরাগাদি ক্লেশপীড়িত বা ক্লেশবহুল ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত। যাহারা শিক্ষার সার গ্রহণ করিয়াছে (অর্থাৎ যাহারা ঠিকরূপে গ্রহণ করিয়া আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় শিক্ষা সারত গ্রহণ করিয়া স্থিত হইয়াছে, সেইজন্য বলা হইয়াছে 'শীলব্রত জীবন ধারণ ব্রহ্মচর্য'। উহাতে যাহা করি না বলিয়া পরিহার করিয়া থাকি উহা শীল, যাহা সজ্জা ভোজন কৃত্য আচরণ ইত্যাদি উহা ব্রত, জীবিকা নির্বাহের উপায়ই জীবনধারণ, মৈথুন স্বভাবে বিরত থাকাই ব্রহ্মচর্য। এই শীল ইত্যাদির অনুষ্ঠান সারই উপস্থান সার। ইহাতে সংসারশুদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া সেই সমস্ত সার হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্থিত হইয়াছে অর্থ)। ইহা একটি অন্ত। যাহারা এইরূপ মতবাদী এবং এইরূপ দৃষ্টিবাদী ধর্মমতের যে 'কামসমূহে দোষ নাই' ইহা দ্বিতীয় অন্ত। এই উভয় অন্ত (অর্থাৎ শীলব্রত পরামাস বা আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম প্রতিপালন করার প্রারম্ভে আত্মনিগ্রহ অভ্যাস এবং কাম

বা কামনাসমূহে অনিন্দ্য সংহিতা প্রারম্ভে কাম বা ইন্দ্রিয় সুখ হইতে উৎপন্ন সুখ সৌভাগ্য উপভোগের অভ্যাস—এই দুইটি অন্ত) গোরস্থান বা শ্মশান বর্ধক আর গোরস্থানের দৃষ্টিবর্ধন করিয়া থাকে। এই যথাকথিত উভয় অন্ত না জানিয়া (আত্মা এবং জগৎ শাশ্বত বলিয়া মূঢ় তৃষ্ণাভিনিবেশ বশে) একটিতে গ্রহণ করিয়া ধরিয়া থাকে, (আত্মা এবং জগৎ উচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া) একটিতে অতিধাবনাভিনিবেশ বশে (অর্থাৎ দৌড়িয়া চলিয়া যাইবার প্রতি মনোযোগ করিয়া) অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহা পরবচন বা অপরের কথা।

যাহারা সেই দুই অন্তে অভিজ্ঞতায় (অর্থাৎ সেই দুই অন্তকে জানিয়া) উহাতে থাকে নাই, তৃষ্ণাদি পরিত্যাগ হেতু তৃষ্ণাদি সম্বন্ধে তাহাদের মনে হয়নি, প্রজ্ঞাপণ করিবার জন্য তাহাদের বিত্ত নাই (অর্থাৎ এইরূপে সেই নির্লোভ পরিনির্বাণ হইতে ত্রিবিধ বিত্ত সম্বন্ধেও তাহাদিগকে প্রজ্ঞপ্তি করিবার বা জানাইবার থাকে না।) ইহা স্বকীয় বচন বা নিজ কথা। এই উদান (আনন্দে উচ্চারিত মনোভাব) স্বকীয় বচন এবং পরবচন।

কোশলরাজ প্রসেনদি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, 'আমাদের প্রভু, এইখানে অবসর গ্রহণকারী নির্জনগত ব্যক্তির এইরূপ চিত্তের গভীর চিন্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে 'কেন প্রিয় আত্মা নহে কী? কেন অপ্রিয় আত্মা?' আমাদের প্রভু, তাহার এইরূপ মনে হইল—'যাহারা কায়ের দ্বারা অসদাচরণ করে, বাক্যের দ্বারা অসদাচরণ করে, মনের দ্বারা অসদাচরণ করে আত্মা তাহাদের অপ্রিয়'। কিন্তু তাহারা এইরূপও বলিয়া থাকে—'আমাদের আত্মা প্রিয় নহে'। অনন্তর আত্মা তাহাদের অপ্রিয়। উহা কী হেতু হইয়া থাকে? যাহাই অপ্রিয় অপ্রিয়ের জন্য করে তাহা তাহারা নিজে নিজেই করিয়া থাকে। সেই জন্য আত্মা তাহাদের অপ্রিয়। যাহারা কায়ের দ্বারা সদাচরণ করে, বাক্যের দ্বারা সদাচরণ করে, মনের দ্বারা সদাচরণ করে আত্মা তাহাদের প্রিয়। কিন্তু তাহারা এইরূপও বলিয়া থাকে—'আত্মা অপ্রিয় নহে'। অনন্তর আত্মা, তাহাদের প্রিয়। উহা কী কারণে হইয়া থাকে? 'আত্মা অপ্রিয় নহে'। অনন্তর আত্মা তাহাদের প্রিয়। উহা কী কারণে হইয়া থাকে? যাহাই প্রিয় প্রিয়ের জন্য করিয়া থাকে তাহা তাহারা নিজে নিজেই করে। সেই কারণে আত্মা তাহাদের প্রিয়। মহারাজ, এইরূপই, মহারাজ, এইরূপই। মহারাজ, যাহারা কায়ের দ্বারা অসদাচরণ করে, বাক্যের দ্বারা অসদাচরণ করে, মনের দ্বারা অসদাচরণ করে আত্মা তাহাদের অপ্রিয়। কিন্তু তাহারা এইরূপও বলিয়া থাকে—'আত্মা প্রিয় নহে'। অনন্তর আত্মা তাদের অপ্রিয়। উহার কারণ কী?

মহারাজ, যাহাই অপ্রিয় অপ্রিয়ের জন্য করিয়া থাকে তাহা তাহারা নিজে নিজেই করে। সেই কারণে আত্মা তাহাদের অপ্রিয়। মহারাজ, যাহারা কায়ের দ্বারা সদাচরণ করে, বাক্যের দ্বারা সদাচরণ করে, মনের দ্বারা সদাচরণ করে আত্মা তাহাদের প্রিয়। কিন্তু তাহারা এইরূপও বলিয়া থাকে—'আত্মা অপ্রিয় নহে'। অনন্তর আত্মা তাহাদের প্রিয়। উহা কী কারণে হইয়া থাকে? মহারাজ, যাহাই প্রিয় প্রিয়ের জন্য করিয়া থাকে তাহা তাহারা নিজে নিজেই করে। সেই কারণে আত্মা তাহাদের প্রিয়।' ভগবান ইহা বলিলেন, সুগত ইহা বলিয়া অতঃপর শাস্তা এইরূপ বলিলেন :

আত্মাকে বা নিজেকে প্রিয় জানিয়া উহাকে পাপের দ্বারা সংযুক্ত না করিলেও দুষ্কৃতকারীর দ্বারা সেই সুখ সুলভ হয় না।

মৃত্যুর অন্তর্গত হইয়া মানুষ মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তখন তাহার নিজস্ব কি থাকে? কীই বা গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়? আর কীই বা ছায়াসদৃশ শান্তির সহিত তাহার অনুগমন করিয়া থাকে?

মৃত ব্যক্তি এই সংসারে যাহা করিয়াছে তাহা পুণ্য ও পাপ উভয়ই করিয়াছে। উহা তাহার নিজস্ব হইয়া থাকে, উহাই গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায় এবং উহাই ছায়ার ন্যায় শান্তির সহিত তাহার অনুগামী হইয়া থাকে।

তদ্ধেতু পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে হয়। পুণ্যসমূহই পরলোকে জীবগণের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

এই সূত্রে পরবচন বা অপরের কথা। অনুগীতি স্বকীয় বচন বা নিজের কথা ইহা নিজের কথা এবং অপরের কথা।

১১৮. উত্তর প্রদানীয় বা উত্তরদানের যোগ্য। উহাতে উত্তর প্রদানীয় কিরূপ? প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ইহা অভিজ্ঞেয্য বা উত্তমরূপে বুঝা উচিত, ইহা পরিজ্ঞেয় বা সঠিকভাবে জানা উচিত, ইহা পরিত্যাগ করা উচিত, ইহা ভাবিতব্য বা চিন্তা করা উচিত, ইহা নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন করা উচিত, ইহাতে কুশল বা অকুশলধর্মসমূহ, নিজে এইরূপে গ্রহণে সম্পাদনের উপযুক্ত, এইরূপ ইষ্টানিষ্ট ফলদায়ক, উহাদিগকে এইরূপে গ্রহণ করিলে এইরূপ ফল প্রদান করিবে, এইরূপে বৃদ্ধি এবং এইরূপে অপচয় (ইহাই অর্থ)। ইহা উত্তর প্রদানীয় বা উত্তরদানের যোগ্য।

'ভগবান বুদ্ধ মহৎ' বুদ্ধ মহৎ বলিয়া ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাকৃত হইয়াছে এবং সেই সংঘ সুপ্রতিপন্ন বা ধর্মনিষ্ঠ সাধন যথার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন 'সমস্ত সংস্কারজাতীয় বস্তু অনিত্য, সমস্ত সংস্কারজাতীয় বস্তু দুঃখ, সমস্ত ধর্ম বা স্বভাব অনাত্ম' বলিয়া যথার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অন্য যাহা কিছু

আছে উহাও ঈদৃশজাতীয় বলিয়া স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ইহা উত্তর প্রদানীয় বা উত্তরদানের যোগ্য।

উত্তরদানের অযোগ্য। উহাতে উত্তরদানে অযোগ্য কিরূপ?

সেই দেব মনুষ্যগণের মনে মনে চিন্তা বা বিশ্বাস, নির্লিপ্ত শান্ত সমাধিরত নরদম্যসারথী ভগবান আকাঙ্ক্ষিত হইয়া প্রাণি জগতে সমস্ত না জানাইয়া যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা কী? (অর্থাৎ যেই হেতু হইতে ভগবানের যাহা আকাঙ্ক্ষা তাহা অপরের অজ্ঞেয় বিষয় সেই জন্য বলা হইয়াছে : 'যাহা ভগবান আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা কী? ইহা উত্তরদানের অযোগ্য।

ভগবান শীলস্কন্ধ হেতু, সমাধিস্কন্ধ হেতু, প্রজ্ঞাস্কন্ধ হেতু, বিমুক্তিস্কন্ধ হেতু, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন হেতু ঈর্ষায় বা কায়-বাক্যে সমাচরণ প্রভাবে মৈত্রীতে করুণায় এবং বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিতে এই এই পরিমাণ। ইহা উত্তরদানের অযোগ্য।

হে ভিক্ষুগণ, সংসারে তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের উৎপত্তি হইলে বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন এই তিন প্রকার রত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তিন প্রকার রত্নের প্রমাণ কী? ইহা উত্তরদানের অযোগ্য। বুদ্ধ বিষয় উত্তরদানের অযোগ্য। লোক পরম্পরা জনশ্রুতি উত্তরদানের অযোগ্য। (অর্থাৎ বুদ্ধগুণসমূহ এত অধিক তাদৃশ প্রত্যেক বুদ্ধগণ, এইরূপ প্রভাবযুক্ত, তথা মার্গফল নির্বাণসমূহ এইরূপ শক্তিশালী। আর্যসংঘ এবংবিধ গুণসমূহ দ্বারা যুক্ত তিন প্রকার রত্নের মহানুভবতা এত ব্যাপক যে, তাই ভগবান এইরূপ 'বুদ্ধবিষয় উত্তরদানের অযোগ্য)।

[ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন যে অচিন্তনীয় বুদ্ধ বিষয় চিন্তা করা উচিত নহে, যে চিন্তা করে সে উন্মাদ দুঃখের ভাগী হয়। অপেক্ষাকৃত পূর্বজন্মের বা পূর্ববর্তী উৎপত্তিস্থান কত? ইহা উত্তরদানের অযোগ্য। পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের উৎপত্তিস্থান কত অথবা কখন হইতে জন্ম সন্ততি আরম্ভ হইয়াছে, কেন হইয়াছে, সংখ্যা কত হইবে ইত্যাদি এইসব প্রশ্ন উত্তরদানের অযোগ্য। কেন? সংসারের পূর্ববর্তী সীমার অভাব থাকায়। সেই কারণে এইরূপ বলা হইয়াছে : 'হে ভিক্ষুগণ, পূর্বসীমা বা প্রারম্ভ দেখা যায় না।' উহাতে—]

'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের অবিদ্যা নীবরণ (অজ্ঞানতার আবরণ)-সমূহের তৃষ্ণা সংযোজনবশত একবার নরকে একবার তির্যক যোনিতে (পশুপক্ষীকুলে) একবার প্রেতকুলে একবার অসুরকুলে একবার দেবকুলে একবার মনুষ্যকুলে জন্মান্তরে পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কারণে পূর্ব পূর্ব উৎপত্তি বা জন্মস্থানসমূহ দর্শন হয় না বা উপলব্ধি হয় না।' তদ্ধেতু পূর্ব পূর্ব

জন্মসমূহের উৎপত্তিস্থান কত অথবা কখন হইতে জন্মসন্ততি আরম্ভ হইয়াছে? উত্তরদানের অযোগ্য।

['দৃশ্যমান হয় না' অর্থাৎ অপরের জ্ঞানের বিষয় নহে কিন্তু 'দৃশ্যমান হয় না' অর্থ সম্পর্কে শ্রাবকগণের জ্ঞান বৈকল্যতা বা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উহাতে—] শ্রাবকগণের জ্ঞান বৈকল্যতার দরুণ 'দৃশ্যমান হয় না বা দর্শন করে না।' ভগবান বুদ্ধগণের দেশনা দ্বিবিধ; যথা : আত্ম উপনয়নকারী এবং পর উপনয়নকারী। 'দর্শন করে না' ইহা পর উপনয়নকারী, 'ভগবান বুদ্ধগণের অল্পজানন নাই (অর্থাৎ বুদ্ধগণ সর্বত্র অপ্রতিহত জ্ঞানহেতু সমস্তই দর্শন করেন)' ইহা আত্ম উপনয়নকারী, যেমন ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ভিক্ষুকে এইরূপ বলিয়াছেন, 'যেমন হে ভিক্ষু, কুড়ি খারিকা (অর্থাৎ তৎকালীন মগধদেশীয় মাপিবার এক প্রকার চুপরীর নাম পথ। তাদৃশ চারি পথে তৎকালীন কোশলরাজ্যের এক পথ হইয়া থাকে। তাদৃশ চারি পথে এক আড়ক বা আঢ়ি। চারি আড়কে বা আঢ়িতে এক দ্রোণ। চারি দ্রোণে এক মাণিকা। চারি মাণিকায় এক খারী। তাদৃশ্য কুড়ি খারিকায় এক তিলবাহ বা তিল বহনকারী শটক। সেইজন্য বলা হইয়াছে কুড়ি খারিকা)। তিল বহনকারী কোশলদেশীয় শকট, উহা এক অর্বুদ নরকের সমানও নহে (অর্থাৎ তদপেক্ষা বৃহৎ। এইখানে অর্বুদ নামক নরক কোনো এক পৃথক নরক নহে, অবীচি নরকে গণনা অর্বুদ কাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে বলিয়া অর্বুদ নরক বলা হইয়াছে। যেমন বর্ষ গণনায় বলা হইয়াছে শত শতসহস্র কোটি। এইরূপে শত শতসহস্র কোটিতে এক প্রকোটি, শত শতসহস্র প্রকোটিতে এক কোটি প্রকোটি, এক শত শতসহস্র কোটি প্রকোটিতে এক নহুত, শত শতসহস্র নহুতে এক নিম্নহুত, শত শতসহস্র নিম্নহুতে এক অর্বুদকাল। তদপেক্ষা বিশগুণ অধিক এক নিরর্বুদকাল। এইরূপে গণনার মাধ্যমে নরক যন্ত্রণার ভোগকাল নির্ধারিত হইয়া থাকে।) যেমন হে ভিক্ষু, অর্বুদ নরকের বিশগুণ অধিক এক নিরর্বুদ নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, নিরর্বুদ নরকের বিশগুণ অধিক এক অটট নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, অটট নরকের বিশগুণ অধিক এক অহহন নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, অহহন নরকের বিশগুণ অধিক এক কুমুদ নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, কুমুদ নরকের বিশগুণ অধিক এক সো গন্ধি বা সোগন্ধি নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, সোগন্ধি নরকের বিশগুণ অধিক এক উৎপল নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, উৎপল

নরকের বিশগুণ অধিক এক পুণ্ডরীক নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। যেমন হে ভিক্ষু, পুণ্ডরীক নরকের বিশগুণ অধিক এক পদুম নরকের বা পদ্ম নরকের যন্ত্রণা ভোগকাল। হে ভিক্ষু, সারিপুত্র ও মোগ্‌গলায়নের চিত্তে আঘাত দিয়া কোকালিক ভিক্ষু এই পদুম নরকে উৎপন্ন হইয়াছে।' ভগবান যাহা কিছু বলিয়াছেন ইহা অপ্রমাণ্য অসংখ্য। তৎসমস্ত উত্তরদানের অযোগ্য। উহা উত্তরদানের অযোগ্য।

১১৯. উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য। উহাতে উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য কিরূপ? যখন সেই আজীবক উপক ভগবানকে বলিলেন, 'বন্ধু গৌতম, কোথায় যাইবেন?' ভগবান বলিলেন :

'সংসারে অপ্রবর্তিত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে আমি অমৃতের দুন্দুভি বাজাইবার জন্য বারাণসী যাইব।'

আজীবক উপক বলিলেন, 'বিজয়ী বা রিপুজয়ী নাকি বন্ধু, ওহে গৌতম, প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন?' ভগবান বলিলেন :

'যাহারা আস্রবক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মাদৃশ বিজয়ী হইয়াছে, আমা কর্তৃক পাপধর্মসমূহ জয় করা হইয়াছে, হে উপক, সেইজন্য আমি জিন বা বিজয়ী।' কেমন করিয়া জিন বা বিজয়ী? কী প্রকারে জিন বা বিজয়ী? উত্তরদানের যোগ্য।

[এইখানে 'কী প্রকারে জিন বা বিজয়ী?' ইহা জিজ্ঞাসা। কী কারণে কি হেতুতে কায়িক প্রতিপত্তি বা ধর্মনিষ্ঠ সাধন দ্বারা বিজয়ী? জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। 'কেমন করিয়া জিন বা বিজয়ী?' এখানে 'কেমন করিয়া' কিন্তু কী প্রকারে? অতীত অথবা ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান ক্লেশসমূহের পরিত্যাগে কি বিজয়ী? জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। সেইজন্য তাহা উত্তরদানের যোগ্য বলা হইয়াছে।]

জিন বা বিজয়ী কী প্রকার? উত্তরদানের অযোগ্য। ['জিন বা বিজয়ী কী প্রকার' বলায় রূপ বা দৃশ্যমান শরীর কি জিন বা বিজয়ী? অথবা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান কি জিন বা বিজয়ী? রূপাদি বিমুক্ত অর্থাৎ দৃশ্যমান শরীরাদি ব্যতীত অথবা অন্য জিন বা বিজয়ী যাহাকে আত্মা বলা হয় এই অর্থ সন্ধানে ইহা বলা হইয়াছে। সেইজন্য ইহা উত্তরদানের অযোগ্য।] আস্রবক্ষয়, লোভক্ষয় বা অনুরাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয় কিরূপ? উত্তরদানের যোগ্য। আস্রবক্ষয় কী পরিমাণ? উত্তরদানের অযোগ্য। ইহা উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য।

'তথাগত আছে' উত্তরদানের যোগ্য, 'রূপ বা দৃশ্যমান শরীর আছে'

উত্তরদানের যোগ্য, 'রূপ বা দৃশ্যমান শরীর তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য। 'রূপ বা দৃশ্যমান শরীর অন্য প্রকারে তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য। 'রূপের মধ্যে অন্য প্রকারে তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য। তথাগতের মধ্যে রূপ বা দৃশ্যমান শরীর' উত্তরদানের অযোগ্য। এইরূপে 'বেদনা বা উপলব্ধি আছে... পূর্ববৎ, সংজ্ঞা আছে... পূর্ববৎ, সংস্কার আছে... পূর্ববৎ, বিজ্ঞান আছে' উত্তরদানের যোগ্য। 'বিজ্ঞান তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য, 'বিজ্ঞান ভিন্ন প্রকারে তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য। 'বিজ্ঞানের মধ্যে তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য, 'তথাগতের মধ্যে বিজ্ঞান' উত্তরদানের অযোগ্য, 'অন্যত্ররূপ বা দৃশ্যমান শরীর দ্বারা তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য, 'অন্যত্র বেদনা বা উপলব্ধি দ্বারা... পূর্ববৎ, অন্যত্র সংজ্ঞা দ্বারা... পূর্ববৎ, অন্যত্র সংস্কারসমূহ দ্বারা... পূর্ববৎ, 'অন্যত্র বিজ্ঞান দ্বারা তথাগত' উত্তরদানের অযোগ্য। এই সেই ভগবান রূপ বা দৃশ্যমান শরীরহীন, বেদনা বা উপলব্ধিহীন, সংজ্ঞাহীন সংস্কারহীন ও বিজ্ঞান শূন্য' উত্তরদানের অযোগ্য। ইহা উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য।

'ভগবান মনুষ্যচক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা সত্ত্বগণের মধ্যে কে কোথায় মরিতেছে, মরিয়া কে কোথায় উৎপন্ন হইতেছে দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত... পূর্ববৎ, যথা কর্মানুরূপ উৎপত্তির সত্ত্বগণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন' উত্তরদানের যোগ্য। 'সত্ত্বগণ কিরূপ? তথাগত কিরূপ?' উত্তরদানের অযোগ্য। ইহা উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য। 'ভগবান আছেন' উত্তরদানের যোগ্য। 'মৃত্যুর পর ভগবান আছেন' উত্তরদানের অযোগ্য। ইহা উত্তরদানের যোগ্য এবং উত্তরদানের অযোগ্য।

১২০. কর্ম উহাতে কর্ম কিরূপ?

মরণাভিভূত বা মরণের বশীভূত হইয়া মানুষ মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তখন তাহার নিজস্ব কি থাকে? কীই বা গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়? আর কীই বা ছায়া সদৃশ শান্তির সহিত তাহার অনুগমন করিয়া থাকে?

মৃত ব্যক্তি এই সংসারে যাহা করিয়াছে তাহা পুণ্য ও পাপ উভয়ই করিয়াছে। উহা তাহার নিজস্ব হইয়া থাকে, উহাই গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায় এবং উহাই ছায়ার ন্যায় শান্তির সহিত তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। ইহা কর্ম।

'হে ভিক্ষুগণ, পুনর্বার বলিতেছি যে আসনে সমারূঢ় কিংবা মঞ্চে সমারূঢ় কিংবা ভূতলে উপবিষ্ট কিংবা শয্যায় শায়িত মূর্খকে যাহা যাহা তাহার কায়িক

অসদাচরণ, বাচনিক অসদাচরণ ও মানসিক অসদাচরণজনিত পূর্বকৃত পাপকর্ম তাহা তাহার সেই সময়ে (মৃত্যুর আসন্ন সময়ে) ঝুলিয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, মহাপর্বত শিখরগুলির ছায়া সায়াহ্ন সময়ে পৃথিবীর উপর ঝুলিয়া থাকে লটকাইয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই আসনে সমারূঢ় কিংবা ভূতলে উপবিষ্ট কিংবা শয্যায় শায়িত মূর্খকে যাহা যাহা তাহার কায়িক অসদাচরণ, বাচনিক অসদাচরণ ও মানসিক অসদাচরণজনিত পূর্বকৃত পাপকর্ম তাহা তাহার সেই সময়ে (মরণের আসন্ন সময়ে) ঝুলিয়া থাকে লটকাইয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, উহাতে মূর্খের মনে এইরূপ হইয়া থাকে—'আমি নিশ্চিত হিতজনক কাজ করি নাই, পুণ্যকর্ম করি নাই, ভয়জনক কাজ হইতে ত্রাণ পাইবার কাজ করি নাই, পাপকার্য করিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি, ওহে! যেই পর্যন্ত হিতজনক কাজ করা না হয়, পুণ্যজনক কাজ করা না হয়, ভয়জনক করা হইতে ত্রাণ পাইবার কাজ করা না হয় তখন পর্যন্ত কৃত পাপ কর্মসমূহের, কৃত ব্যাধকার্যসমূহের, কৃত অপরাধসমূহের গতি হইয়া থাকে আর মৃত্যুর পর আমি সেই গতিতে গমন করিতেছি' বলিয়া সেই মূর্খ ব্যক্তি অনুশোচনা করিতে থাকে, দেহমন ক্লান্ত হইয়া থাকে, বুক চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে আর সম্মোহ বা অপ্রতিভ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'হে ভিক্ষুগণ, পুনর্বার বলিতেছি যে আসনে উপবিষ্ট কিংবা মঞ্চে উপবিষ্ট কিংবা ভূতলে উপবিষ্ট কিংবা শয্যায় শায়িত পণ্ডিত ব্যক্তিকে যাহা যাহা তাহার কায়িক সদাচরণ, বাচনিক সদাচরণ ও মানসিক সদাচরণজনিত পূর্বকৃত কল্যাণ বা হিতকর কার্যসমূহ তাহার সেই সময়ে (মৃত্যুর আসন্ন সময়ে) ঝুলিয়া থাকে লটকাইয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, মহা পর্বত চূড়াগুলির ছায়া সায়াহ্ন সময়ে পৃথিবীর উপর ঝুলিয়া থাকে লটকাইয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই আসনে উপবিষ্ট কিংবা মঞ্চে উপবিষ্ট কিংবা ভূতলে উপবিষ্ট কিংবা শয্যায় শায়িত পণ্ডিত ব্যক্তিকে যাহা যাহা তাহার কায়িক সদাচরণ, বাচনিক সদাচরণ ও মানসিক সদাচরণজনিত পূর্বকৃত কল্যাণকর কার্যসমূহ তাহা তাহার সেই সময়ে (মরণের আসন্ন সময়ে) ঝুলিয়া থাকে লটকাইয়া থাকে লম্বমান হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, উহাতে পণ্ডিতের মনে এইরূপ হইয়া থাকে—'আমি নিশ্চিত পাপকার্য করি নাই, ব্যাধকার্য করি নাই, অপরাধ করি নাই, কল্যাণজনক কাজ করিয়াছি, পুণ্যকার্য করিয়াছি, ভয়জনক কাজ হইতে ত্রাণ পাইবার কাজ করিয়াছি। ওহে, যেই পর্যন্ত অকৃত পাপসমূহের, অকৃত

ব্যাধকার্যসমূহের, অকৃত অপরাধসমূহের, কৃত কল্যাণ কার্যসমূহের, কৃত পুণ্যকার্যসমূহের, কৃত ভয়জনক কাজ হইতে ত্রাণ পাইবার কাজসমূহের গতি হইয়া থাকে আর মৃত্যুর পর আমি সেই গতিতে গমন করিতেছি, পুণ্যকার্য করিয়াছি, পাপ করি নাই বলিয়া সেই পণ্ডিত ব্যক্তি অনুশোচনা করে না, দেহ মন ক্লান্ত হয় না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে না, আর সম্মোহ বা অপ্রতিভ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অকৃত পাপকারীর, অকৃত ব্যাধকার্যকারীর, অকৃত অপরাধকারীর, কৃত পুণ্যকারীর, কৃত কুশলকর্মকারীর, কৃত ভয়জনক কার্য হইতে ত্রাণ পাইবার কার্যকারীর যেই গতি হইবে তাহা মৃত্যুর পর পরলোকে স্বয়ং অনুভব করিবে, ইহা অনুতাপের বিষয় হয় না। হে ভিক্ষুগণ, অননুতাপকারী স্ত্রীলোকের হউক অথবা পুরুষের হউক অথবা গৃহীলোকের হউক অথবা প্রব্রজিতের হউক যে মরণ হয় তাহা শুভ মরণ হয় আর শুভভাবে মরিয়া থাকে বলিয়া আমি বলিতেছি।' ইহা কর্ম।

হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার অসদাচরণ। তিন প্রকার কী কী? কায়িক অসদাচরণ, বাচনিক অসদাচরণ ও মানসিক অসদাচরণ। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সদাচরণ। হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কী কী? কায়িক সদাচরণ, বাচনিক সদাচরণ ও মানসিক সদাচরণ। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সদাচরণ। ইহা কর্ম।

বিপাক অর্থাৎ সফলতা বা কাজের ফলদান। উহাতে বিপাক কিরূপ? 'হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই লাভ (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা মনুষ্যত্ব শ্রদ্ধা যাহা যাহা অর্জিত হইয়াছে এই লাভ ইত্যাদি লাভ নিশ্চয়ই তোমাদের লাভ), হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই সুলব্ধ (অর্থাৎ যাহা এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চারি পরিশুদ্ধি শীল ইত্যাদি সম্পাদন লাভ হইয়াছে উহাও সুলব্ধ), হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য বাসে ক্ষণ নিশ্চয়ই সম্পাদন লাভ হইয়াছে অর্থাৎ অষ্ট অক্ষণ [অষ্ট অক্ষণ; যথা : 'তযো অপাযা' অথবা তিন প্রকার অপায় অর্থাৎ ১. নরকে উৎপত্তি হওয়া, ২. প্রেতকুলে উৎপত্তি হওয়া, ৩. তির্যক বা পশুপক্ষীকুলে উৎপত্তি হওয়া, 'আরূপ্পাসঞ্ঞঞ্ঞম্পি চ' অথবা ৪. অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হওয়া, ৫. অসংজ্ঞ সত্ত্ব রূপব্রহ্মালোকে উৎপত্তি হওয়া, 'পঞ্চিন্দ্রিযানং বেকল্লং' অথবা ৬. পঞ্চইন্দ্রিয় বৈকল্য অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিকলতাভাব প্রাপ্তি অবস্থা, 'মিচ্ছাদিট্‌ঠি চ দারুণ' অথবা ৭. দারুণ মিথ্যাদৃষ্টি ভাব অর্থাৎ বিচার না করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা আর প্রকৃত সত্যকে বুঝিবার জানিবার জন্য আদৌ চেষ্টা না করা,

'অপাতুভাবো বুদ্ধস্‌স সদ্ধম্মামতদাযিনো', অথবা ৮. সদ্ধর্মরূপ অমৃত প্রদানকারী বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালের সময়। এই আট প্রকার উৎপত্তি এবং অবস্থা কুশলকর্ম সম্পাদনকারী সত্ত্বগণের পক্ষে দুঃখময় এবং দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা যে হেতু সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত সত্ত্বগণ কোনোরূপ কুশলকর্ম বা পুণ্যকার্য করিবার সুযোগ পায় না। এইজন্য এই অবস্থাপ্রাপ্তিসমূহকে অক্ষণ বা অসময় বলা হইয়াছে] বর্জন করিয়া যেই নবম ক্ষণ বা সুসময় [নবম ক্ষণ যথা—উক্তরূপ অষ্ট অক্ষণ ব্যতীত অপরাপর সর্বপ্রকার উৎপত্তি ও অবস্থাসমূহে কুশলকর্ম করিবার সুযোগ আছে বলিয়া উহাদিগকে নবম ক্ষণ বা ক্ষণ সুক্ষণ বা সুসময় বলা হয়] লাভ হইয়াছে উহা ব্রহ্মচর্যবাসের জন্য মার্গ। হে ভিক্ষুগণ, আমি দেখিয়াছি ছয়টি স্পর্শ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহাতে চক্ষু দ্বারা যেই কিছু রূপকে (বা দৃশ্যমান বস্তু আকারকে) দেখা হয় তাহা অনিষ্টকর রূপকেই দেখা হয়, ইষ্টকর রূপকে নহে, অকান্ত বা বিশ্রী রূপকেই দেখা হয় কান্ত বা সুশ্রী রূপকে নহে, অমনোজ্ঞ রূপকেই দেখা হয় মনোজ্ঞ রূপকে নহে; শ্রুত বা কর্ণ দ্বারা যেকোনো শব্দ শ্রবণ করা হয়... পূর্ববৎ, ঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা যেকোনো গন্ধকে... পূর্ববৎ, জিহ্বা দ্বারা যেকোনো স্বাদকে... পূর্ববৎ, কায় বা শরীর দ্বারা যেকোনো স্পর্শকে... পূর্ববৎ, মনের দ্বারা যেকোনো ধর্মকে (বা মনের স্বভাবজাত গৃহীত বিষয়কেই) বিশেষরূপে জানে তাহা অনিষ্টকর ধর্মকেই বিশেষরূপে জানে ইষ্টকর ধর্মকে নহে, বিশ্রী ধর্মকেই বিশেষরূপে জানে সুশ্রী ধর্মকে নহে, অমনোজ্ঞ ধর্মকেই বিশেষরূপে জানে মনোজ্ঞ ধর্মকে নহে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই লাভ, হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই সুলব্ধ, হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যবাসে ক্ষণ নিশ্চয়ই লাভ হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি দেখিয়াছি ছয়টি স্পর্শ জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক স্বর্গ। উহাতে চক্ষু দ্বারা যেই কিছু রূপকে দেখা হয় তাহা ইষ্টকর রূপকেই দেখা হয় অনিষ্টকর রূপকে নহে, সুশ্রী রূপকেই দেখা হয় বিশ্রী রূপকে নহে, মনোজ্ঞ রূপকেই দেখা হয় অমনোজ্ঞ রূপকে নহে, কর্ণ দ্বারা যেকোনো শব্দকে শ্রবণ করা হয়... পূর্ববৎ, নাসিকা দ্বারা যেকোনো গন্ধকে... পূর্ববৎ; জিহ্বা দ্বারা যেকোনো স্বাদকে... পূর্ববৎ; কায় দ্বারা যেকোনো স্পর্শকে... পূর্ববৎ, মনের দ্বারা যেকোনো ধর্মকে বিশেষরূপে জানে তাহা ইষ্টকর ধর্মকেই বিশেষরূপে জানে অনিষ্টকর ধর্মকে নহে, সুশ্রী ধর্মকেই বিশেষরূপে জানে, বিশ্রী ধর্মকে নহে, মনোজ্ঞ ধর্মকে বিশেষরূপে জানে অমনোজ্ঞ ধর্মকে নহে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই লাভ, হে ভিক্ষুগণ, ইহা নিশ্চয়ই সুলব্ধ, হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যবাসের নিশ্চয়ই লাভ হইয়াছে।' ইহা বিপাক বা ফলদান।

সর্বপ্রকার পরিপূর্ণ ষাট হাজার বৎসরকাল নরকে শাস্তি ভোগকারীদের ভোগফল কখন শেষ হইবে?

অন্ত বা শেষ নাই, শেষ কোথায়? কখন শেষ হইবে দেখা যায় না, হে বন্ধু, আমার আর তোমার পাপ তখনই করা হইয়াছে। ইহা বিপাক।

১২১. উহাতে কর্ম এবং বিপাক কিরূপ?

অধর্মচারী নরই প্রমত্ত, যে যেই যেই দুর্গতিতে বা দুঃখস্থানে গমন করে সেই অধর্ম চরিত্রের নর সেই সেই স্থানে ধ্বংস হইয়া থাকে যেমন স্বয়ং গৃহীত কৃষ্ণসর্পের বা অতি বিষাক্ত গোক্ষরা সাপের দংশনে নিজে বর্ধিত হয়। ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই সমান ফলপ্রদানকারী নহে, অধর্ম নরকে নিয়া যায় ধর্ম সুগতি বা স্বর্গস্থান প্রাপ্ত করায়। ইহা কর্ম এবং বিপাক।

‘হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যসমূহকে ভয় করিও না। হে ভিক্ষুগণ, যদিও পুণ্যকার্য করা হয় এই পুণ্যসমূহ সুখের, ইষ্টের, সুশ্রীর, প্রিয়ের ও মনোজ্ঞের ইহা অধিবচন বা নির্দিষ্ট অর্থের শব্দবিশেষ। হে ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা জানি যে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া পুণ্যকার্যসমূহ সম্পাদন করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইষ্ট কান্ত প্রিয় ও মনোজ্ঞ বিপাক নিজে অনুভব করিতে করিতে সাত বৎসর মৈত্রীচিত্তে (অর্থ ও মনোজ্ঞ বিপাক নিজে অনুভব করিতে করিতে সাত বৎসর মৈত্রীচিত্ত (অর্থাৎ জীবের প্রতি সদয় ও সহায়করূপে নিজ মনে) ভাবনা করিয়া সপ্ত সংবর্ত-বিবর্ত কল্পকাল পর্যন্ত এই সংসারে পুনরাগমন করি নাই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে সংবর্তমান কল্পে আমি আভাস্বর ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হই আর বিবর্তমান কল্পে শূন্য ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে আমি তৎ তৎ স্থানে ব্রহ্মা হইয়া নিঃসন্দেহে অনভিভূত দশ বশবর্তী বা শাসনকারী অধিস্বামী মহাব্রহ্মা হইয়াছি, হে ভিক্ষুগণ, আমি ছত্রিশবার দেবরাজ শক্র হইয়াছি, বহু শতবার ধার্মিক ধর্মরাজা চতুরন্তবিজয়ী জনপদের বা স্বদেশের অর্থে বরিত হইয়া সপ্তরত্নে অলঙ্কৃত চক্রবর্তী রাজা হইয়াছি আর প্রদেশের রাজ্যের রাজা হওয়ার কথাই বা কি। হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এইরূপ ভাব উৎপন্ন হইয়াছি—‘আমার এইরূপ কর্মফল কিরূপে হইল? কোন কর্মের ফল, কোন কর্মের বিপাক যদ্বারা আমি এখন এইরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এইরূপ মহানুভব হইয়াছি?’ হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এই ভাবের উদয় হইল—‘ইহা আমার তিন প্রকার কর্মের ফল, তিন প্রকার কর্মের বিপাক যদ্বারা আমি এখন এইরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব হইয়াছি; যথা : দানের, আত্মদমনের, আত্মসংযমের।’ উহাতে যাহা দান, যাহা দমন আর যাহা সংযম ইহা কর্ম। তৎপর যাহা নিজের অনুভূত বিপাক

বা ফলদান, ইহা বিপাক।

সেইরূপ চুলকর্ম বিভঙ্গে বলা হইয়াছে যাহা তোদেয়্যপুত্র শুভ নামক মানবকে দেশনা করা হইয়াছিল। উহাতে যেই ধর্মসমূহ (জীব সন্ততিসমূহ) অল্পায়ু-দীর্ঘায়ু হইয়া জীবিত থাকে। বহু রোগে অল্প রোগে পীড়িত হইয়া জীবিত থাকে, অল্প প্রভাব মহাপ্রভাব হইয়া জীবিত থাকে, বিশ্রী সুশ্রী হইয়া জীবিত থাকে, নীচ বংশীয় উচ্চবংশীয় হইয়া জীবিত থাকে, অল্প ভোগী বা দরিদ্র মহাভোগী বা ধনী হইয়া জীবিত থাকে, হাস্যাস্পদ বা মূর্খ প্রজ্ঞাবান হইয়া জীবিত থাকে। ইহা কর্ম। উহাতে যাহা অল্পায়ুকতা-দীর্ঘায়ুকতা... পূর্ববৎ, মূর্খতা প্রজ্ঞাবানতা ইহা বিপাক। ইহা কর্ম এবং বিপাক।

১২২. কুশল বা পুণ্য। উহাতে কুশল কিরূপ?

(চতুর্বিধ বাচনিক অসদাচরণ পরিবর্জন করিয়া) বাক্যরক্ষাকারী হওয়া, (মনে লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি উৎপন্ন না করিয়া) মনের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে সংযত থাকা, (প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া) কায়ের দ্বারা অকুশল বা পাপকার্য না করা—এই ত্রিবিধ কর্মপথে বিশোধন বা সংশোধন করিয়া বুদ্ধাদি ঋষিগণ দ্বারা ঘোষিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আরাধনা করিতে থাকে। ইহা কুশল।

কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা যাহার দুষ্কৃত কার্য বা কুকার্য করা হয় না আর এই ত্রিবিধ স্থান দ্বারা সংযত তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। ইহা কুশল।

'হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কুশলমূল। তিন প্রকার কী কী? অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ বা অহিংসা কুশলমূল এবং অমোহ বা অমুগ্ধতা কুশলমূল। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার কুশলমূল। ইহা কুশল।

'হে ভিক্ষুগণ, পাপে লজ্জা এবং পাপে ভয়কে পিছনে রাখিয়া কুশলধর্মসমূহের সম্প্রাপ্তির জন্য বিদ্যা পূর্বগামী। ইহা কুশল।

উহাতে অকুশল কিরূপ?

যাহার নিত্য দুঃশীলতা বা অসদাচরণ আচরিত হয় (অর্থাৎ দুঃশীলভাব বলিলে বুঝায় দশ অকুশল কর্মপথে কার্যকারী জাতি হইতে গৃহী অথবা প্রব্রজিত উপসম্পদা লাভের দিন হইতে গুরু আপত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে ইহাকে বলা হয় নিত্য বা অনিয়ন্ত্রিত দুঃশীল) [এইখানে কিন্তু যেই ব্যক্তি দুই তিন প্রকারে আত্মভাবে দুঃশীলতা আর উহার গতিতে আগত দুঃশীলতাকে সংযোগ করিয়া বলা হইয়াছে। দুঃশীলের ছয়দ্বার আশ্রয় করিয়া নিত্য উৎপন্ন তৃষ্ণাকে দুঃশীলভাব বা দুঃশীলতা জ্ঞাতব্য।] পরগাছা যেমন বিস্তৃত বা

বিশাল শালবৃক্ষকে ভূপাতিত করে সেই ব্যক্তি তাহার যেমন শত্রুতা ইচ্ছা করে তাদৃশ করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে (অর্থাৎ যেই ব্যক্তির সেই তৃষ্ণা অনুরূপ দুঃশীলতা যেমন বলা হইয়াছে বৃষ্টি বর্ধিত হইলে পরগাছা পত্র দ্বারা জল অন্তর্ভুক্ত করিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত বিশাল শালবৃক্ষকে ভগ্ন করিয়া সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া স্থিত, সেই পরগাছা দ্বারা ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিতমান বৃক্ষ সদৃশ সেই দুঃশীলতা অনুরূপ তৃষ্ণা দ্বারা ভগ্ন হইয়া অপায়সমূহে পতনশীল হইয়া তাহার যেইরূপ অনর্থকামী হইয়া শত্রুতা করিবার ইচ্ছা হয় সেই ব্যক্তি নিজে নিজেই সেইরূপ করিয়া থাকে অর্থ)। ইহা অকুশল।

আত্মজ আত্মসৃষ্ট আত্মকৃত পাপই দুর্মেধকে বজ্রতুল্য শিলাময় মণিকে বিনষ্ট করার ন্যায় নিষ্পেষিত বিনষ্ট করিয়া থাকে (অর্থাৎ পাষাণ হইতে উৎপন্ন পাষাণময় বজ্রকে তথা শিলাময় মণিকে যেমন নিজের উৎপত্তিস্থান তথাকথিত পাষাণ মণিকে খাইয়া ছিদ্রাবিছিদ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিভোগের বা ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া থাকে এইরূপে নিজের কৃত নিজ হইতে উৎপন্ন নিজের সৃষ্ট পাপ মূর্খ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে চারি অপায়ে নিষ্পেষিত করিয়া থাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে বিধ্বংস করিয়া থাকে।) ইহা অকুশল।

দশ কর্মপথে অকুশলকার্য সম্পাদন করিয়া কুশলকর্মসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিন্দাকারী হইয়া থাকে। সেই মন্দবুদ্ধি বা মূর্খলোক নরকসমূহে শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। ইহা অকুশল।

'হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার অকুশলমূল। তিন প্রকার কী কী? লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ বা হিংসা অকুশলমূল এবং মোহ বা বিহ্বলতা অকুশলমূল। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অকুশলমূল।' ইহা অকুশল।

উহাতে কুশল এবং অকুশল কিরূপ?

যাদৃশ বীজ বপন করা হয় তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পুণ্যকারী পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় এবং পাপকারী পাপফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উহাতে যাহা বলা হইয়াছে 'পুণ্যকারী পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়' ইহা কুশল। যাহা বলা হইয়াছে 'পাপকারী পাপফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে' ইহা অকুশল। ইহা কুশল এবং অকুশল।

শুভ বা পুণ্যকর্ম দ্বারা সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে, অশুভ বা পাপকর্ম দ্বারা অপায় ভূমিতে বা দুর্গতি দুঃখ স্থানে গমন করে, কিন্তু যাহারা কর্মক্ষয়কর জ্ঞান দ্বারা কর্মকে অতিক্রম করে সেই কর্মক্ষয়ে (সমুচ্ছেদ বিমুক্তি ও প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বিমুক্তি দ্বারা) বিমুক্ত চিত্ত তাহারা ইন্ধনশূন্য অগ্নি নির্বাপণের

ন্যায় নির্বাপিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ যথাকথিত উপাদানহীন অগ্নি নির্বাপিত হইয়া থাকে এইরূপ সংগ্রহ বা উদ্যোগ উপস্থিতকারী বিজ্ঞানের নিরবশেষ ক্ষয়ে নির্বাপিত হইয়া থাকে।)

উহাতে যাহা বলা হইয়াছে—'শুভকর্মের দ্বারা সুগতি স্বর্গলোকে গমন করিয়া' ইহা কুশল। যাহা বলা হইয়াছে—'অশুভকর্মের দ্বারা অপায় বা দুঃখ ভূমিতে গমন করিয়া' ইহা অকুশল। ইহা কুশল এবং অকুশল।

১২৩. উহাতে অনুজ্ঞা প্রদত্ত কিরূপ?

ভ্রমর যেমন পুষ্প ও উহার বর্ণ-গন্ধকে নষ্ট না করিয়া কেবল রস বা মধু আহরণ করিয়া উড়িয়া চলিয়া যায় এইরূপে (শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য অথবা অনাগারিক) মুনিগণ (পরস্পরানুযায়ী ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য) গ্রামের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত।

'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদের এই তিন প্রকার করণীয়। তিন প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এইখানে বা এই সংসারে ১. ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংযত হইয়া অবস্থান করে। আচার-গোচর হইয়া থাকে (অর্থাৎ চালচলনে ও ভিক্ষান্বেষণে সংযম দ্বারা ভূষিত থাকে), অল্পমাত্র অকুশলেও ভয়দর্শী হইয়া থাকে, শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষা করিবার বিষয় তাহা সমস্তই গ্রহণ করিয়া বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে, কায়কর্মে বাক্যকর্মে কুশলগুণ দ্বারা ভূষিত হইয়া পরিশুদ্ধ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ২. কার্যনীতি ত্যাগ না করিয়া অকুশলধর্মসমূহকে পরিহার করিতে কুশলধর্মসমূহকে ভাবনা করিতে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সামর্থবান হইয়া বা দৃঢ় পরাক্রমের সহিত উদ্যমশীল হইয়া থাকে। ৩. উদয়-ব্যয়গামী প্রজ্ঞা দ্বারা ভূষিত আর্য বিচক্ষণতায় সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণের এই তিন প্রকার করণীয়। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত।

'হে ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ (পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শন) করা উচিত। দশ প্রকার কী কী? ১. আমি বিরূপতায় উপস্থিত হইয়াছি (অর্থাৎ আমি স্বাভাবিক বর্ণ ত্যাগ করিয়া বিরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছি) প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ২. অপরের মুখাপেক্ষী আমার জীবিকা, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৩. আমার অন্যরূপ হাবভাব করণীয়, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৪. আমার নিজ শীলপালন হইতে কখনো আমি নিন্দিত হইব না, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৫. বিজ্ঞ সব্রহ্মচারিগণ শীলপালন হইতে

আমাকে জ্ঞাত হইয়া কখনো নিন্দা করিবে না, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৬. আমার প্রিয় মনোজ্ঞ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিবর্তিত হইবে এবং বিচ্ছেদে পর্যবসিত হইবে প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৭. আমার নিজ কর্মই আমার একমাত্র সম্বল, আমি আমার নিজ কর্মফলের উত্তরাধিকারী, আমার কর্মই আমার পুনর্জন্মের দ্বারস্বরূপ, আমার কর্মই আমার বন্ধু, আমার কর্মই আমার একমাত্র আশ্রয়, পুণ্যকর্ম হউক অথবা পাপকর্ম হউক আমি যেই কর্ম করিব উহার উত্তরাধিকারী আমিই হইব, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৮. দিবা রাত্রির মধ্যে কখন আমার নিকট উহার সত্যতা উপলব্ধির সময় আসিয়া পৌঁছিবে (অর্থাৎ দিবা-রাত্রির মধ্যে আমি কখন যথার্থ বা তথ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিব?) প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ৯. আমি কখন শূন্যাগারে (নির্জনবাসে বা বিবেকস্থানে) অভিরমিত হইব, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ১০. লোকোত্তর আদর্শবিশিষ্ট আর্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠতা আমার অধিগত হইয়াছে কি যাহাতে সব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে আমি হতভম্ব হইয়া পড়িব না, প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম প্রব্রজিত ভিক্ষু কর্তৃক পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত।

'হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার করণীয়। তিন প্রকার কী কী? কায়িক সদাচরণ, বাচনিক সদাচরণ এবং মানসিক সদাচরণ। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার করণীয়। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত।

উহাতে প্রত্যাখ্যানকৃত কিরূপ?

'পুত্রের সমান প্রেম নাই, গরুর সমান ধন নাই, সূর্যের সমান আভা বা দীপ্তি নাই, সমুদ্র শ্রেষ্ঠ সরোবর।'

ভগবান বলিলেন, 'আত্মসম প্রেম নাই, ধান্যের সমান ধন নাই, প্রজ্ঞার সমান আভা নাই, বৃষ্টির সমান প্রকৃতপক্ষে সরোবর নাই।' এইখানে যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ইহা প্রত্যাখ্যানকৃত।

হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার অকরণীয়। তিন প্রকার কী কী? কায়িক অসদাচরণ, বাচনিক অসদাচরণ এবং মানসিক অসদাচরণ। হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অকরণীয়। ইহা প্রত্যাখ্যানকৃত।

১২৪. উহাতে অনুজ্ঞা প্রদত্ত এবং প্রত্যাখ্যানকৃত কিরূপ?

'মার্গ এবং অনেক আয়তন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তথাপি এইখানে

বহুজনতা কেন ভীত হইয়াছে? (অর্থাৎ আটত্রিশ প্রকার আরম্মণবশে অনেক কারণ দ্বারা মার্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও কিসের ভয়ে ভীত হইয়া এই জনতা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছে?) হে ভূমিপ্রাজ্ঞ (বহু প্রজ্ঞাবান) গৌতম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কিসে স্থিত হইলে, পরলোককে ভয় হয় না? (অর্থাৎ এই সংসার হইতে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোক গমনে ভয় পায় না।)'

সম্যকরূপে বাক্য ও মনকে প্রণিধান করিয়া বা সংযত রাখিয়া কায়ের দ্বারা পাপ না করিয়া যেই ব্যক্তি বহু অন্নপানীয় গৃহে সংগৃহীত অবস্থায় ভদ্র (শ্রদ্ধাশীল) মৃদুবদান্য বা দানশীল সংবিভাগী বা উদার প্রকৃতির হয় (অর্থাৎ বহু অন্নপানীয় বা দানের উপকরণ গৃহে মজুত থাকা অবস্থায় অনাথপিণ্ডিক প্রভৃতির ন্যায় যাচকের যাচনাবশে তুড়ি শব্দ সময়ে গ্রহণ করিয়া নখে ফাড়িয়া অপরকে বা যাচককে দান দিয়া ভোজনকারী হয়) এইরূপে চারি ধর্মে স্থিত সেই ব্যক্তিই ধর্মে স্থিত হইয়া মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোক গমনে ভয় পায় না। [এইখানে 'বাক্য' অর্থে চারি প্রকার বাচনিক সদাচরণ, 'মান' অর্থে তিন প্রকার মানসিক সদাচরণ গ্রহণ এবং 'কায়' অর্থে তিন প্রকার কায়িক সদাচরণ গ্রহণ—এই দশ প্রকার কুশলকর্ম পথকে বলা হয় পূর্বশুদ্ধি। 'বহু অন্নপানীয় বা দানের উপকরণ গৃহে সংগৃহীত বা মজুদ আছে অবস্থা' এই যজ্ঞ বা দানের উপকরণ গৃহীত বা শ্রদ্ধাশীল 'ভদ্র' একটি অঙ্গ, 'মৃদু' একটি অঙ্গ, 'সংবিভাগী বা উদার প্রকৃতির' একটি অঙ্গ, 'বদান্য বা দানশীল' একটি অঙ্গ—এই চারি প্রকার অঙ্গে 'এই চারি প্রকার ধর্মে স্থিত' বলা হইয়াছে। অপর ধারায় 'বাক্য' ইত্যাদি তিনটি অঙ্গ, 'বহু অন্নপানীয়' এইগুলি যজ্ঞ উপকরণরূপে গৃহীত 'ভদ্র বা শ্রদ্ধাশীল মৃদু সংবিভাগীয় বদান্য' একটি অঙ্গ, এই চারিটি অঙ্গে বা ধর্মে স্থিত। পুনশ্চ অপর ধারায় 'দুক বা দ্বিত্ব নয় ধারা' নাম হইয়া 'বাক্য এবং মন' একটি অঙ্গ, 'কায়ের দ্বারা পাপ না করিয়া গৃহে সংগৃহীত বহু অন্নপানীয়' একটি অঙ্গ, ভদ্র শ্রদ্ধাশীল-মৃদু' একটি অঙ্গ এবং 'সংবিভাগী-বদান্য' একটি অঙ্গ—এই চারি প্রকার অঙ্গে বা ধর্মে স্থিত অবস্থাকে ধর্মে স্থিত বলা হইয়াছে। যেই ব্যক্তি এইরূপে চারি অঙ্গে বা ধর্মে স্থিত হয় সেই স্থিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোক গমনে ভীত হয় না।]

উহাতে যাহা বলা হইয়াছে—'বাক্য এবং সম্যকরূপে প্রণিধান করিয়া বা সংযত রাখিয়া' ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত। যাহা বলা হইয়াছে—'কায়ের দ্বারা পাপ না করিয়া' ইহা প্রত্যাখ্যানকৃত। 'বহু অন্নপানীয় গৃহে সংগৃহীত অবস্থায় বা

ভদ্র বা শ্রদ্ধাশীল মৃদু সংবিভাগী বদান্য এইরূপে চারি ধর্মে স্থিত সেই ব্যক্তিই ধর্মে স্থিত হইয়া মৃত্যুর পর বদান্য পরলোককে ভয় পায় না' ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত এবং প্রত্যাখ্যানকৃত।

সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ, পুণ্য অর্জন করণ এবং নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধকরণ ইহাই বুদ্ধগণের শাসন।

উহাতে যাহা বলা হইয়াছে—'সর্বপ্রকার পাপকার্য না করণ' ইহা প্রত্যাখ্যানকৃত। যাহা বলা হইয়াছে—'নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধকরণ' ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত এবং প্রত্যাখ্যানকৃত।

'হে দেবরাজ, আমি (প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার এই ত্রিবিধ) কায়িক আচারকেও দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। হে দেবরাজ, আমি (মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ, সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ) বাচনিক আচারকেও দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। হে দেবরাজ, আমি লোভ, বিদ্বেষ ও মিথ্যাদৃষ্টি এই ত্রিবিধ) মানসিক আচারকেও দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। পূর্ববৎ হে দেবরাজ, আমি বাচনিক অনুসরণকে দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। হে দেবরাজ, কায়িক আচারকে দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ইহা এইরূপ বলা হইয়াছে। কী কারণে ইহা এইরূপ বলা হইয়াছে? যেমন রূপ বা দৃশ্যমান দেহকে এবং কায়িক আচারকে সেবা করা হইলে কাজে লাগান হইলে অকুশলধর্মসমূহ বৃদ্ধি পায় আর কুশলধর্মসমূহ ক্ষয় পায় এইরূপ কায়িক আচার অসেবিতব্য বা সেবন করা উচিত নহে, উহাতে যেই কায়িক আচারকে জানা হয় যে আমার এই কায়িক আচারকে কাজে লাগাইলে অকুশলধর্মসমূহ ক্ষয় পায় আর কুশলধর্মসমূহ বৃদ্ধি পায় এইরূপ কায়িক আচার সেবিতব্য। হে দেবরাজ, আমি কায়িক আচারকে দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, যাহা এইরূপ বলা হইয়াছে তাহা এই কারণে বলা হইয়াছে। এইরূপে বাচনিক আচারকে... পূর্ববৎ। হে দেবরাজ, আমি অনুসরণকেও দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, ইহা এইরূপ বলা হইয়াছে। কী কারণে ইহা এইরূপ বলা হইয়াছে? যেমন রূপকে এবং অনুসরণকে সেবা করা হইলে অকুশলধর্মসমূহ বৃদ্ধি পায় আর কুশলধর্মসমূহ ক্ষয় পায় এইরূপে অনুসরণ অসেবিতব্য বা সেবন করা উচিত নহে, উহাতে যেই অনুসরণকে জানা হয় যে আমার এই অনুসরণকে কাজে লাগান হইলে অকুশলধর্মসমূহ ক্ষয় পায় আর

কুশলধর্মসমূহ বৃদ্ধি পায় এইরূপ অনুসরণ সেবিতব্য। হে দেবরাজ, আমি অনুসরণকে দুই প্রকারে বলিয়া থাকি, যেমন সেবিতব্যও অসেবিতব্যও যাহা এইরূপ বলা হইয়াছে তাহা এই কারণে বলা হইয়াছে।'

উহা যাহা বলা হইয়াছে 'সেবিতব্য' ইহা অনুজ্ঞ প্রদত্ত। যাহা বলা হইয়াছে 'সেবিতব্যও নহে' ইহা প্রত্যাখ্যানকৃত। ইহা অনুজ্ঞা প্রদত্ত এবং প্রত্যাখ্যানকৃত।

১২৫. উহাতে স্তুতি বা প্রশংসা কিরূপ?

মার্গসমূহের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ মার্গ বলিলে বুঝায় পায়ে হাঁটিয়া চলিবার রাস্তা হউক অথবা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিগত মার্গই হউক সর্বপ্রকার মার্গের মধ্যে সম্যক দৃষ্টি ইত্যাদি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি ইত্যাদি অষ্ট পাপধর্মকে পরিত্যাগ করে নিরোধ করিয়া চারি আর্যসত্য পদে দুঃখ সত্য ইত্যাদিকে জানলে সফলকাম হয় বলিয়া আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ)। সত্যসমূহের মধ্যে দুঃখ আর্যসত্য ইত্যাদি চারি পদের আর্যসত্যই শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ 'সত্য কথা বল, ক্রোধ করিও না' এইরূপে উপস্থিত বাচনিক সত্য হউক অথবা 'সত্য নামক ব্রাহ্মণ, সত্য নামক ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি ভেদভাবে সম্মতি সত্য হউক অথবা 'ইহাই সত্য' বলিয়া মনে করা নিষ্ফল মিথ্যাদৃষ্টিরূপ সত্য হউক অথবা 'একটি মাত্রই সত্য দ্বিতীয় নাই' বলিয়া কথিত পরমার্থ সত্য হউক এইরূপ সর্বপ্রকার সত্যকে জানিয়া, ত্যাগ করিবার বিষয়কে ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, ভাবিবার বিষয়কে ভাবিয়া একইরূপে বোধ করিয়া বিশুদ্ধরূপে বোধ করিয়া জ্ঞাত দুঃখ আর্যসত্য ইত্যাদি চারি আর্যসত্য পদ শ্রেষ্ঠ)। ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগ বা অলোভই শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ 'হে ভিক্ষুগণ, যতদূর সম্ভব ধর্ম বা স্বভাবসমূহ কারণভূত হউক বা অকারণভূত হউক সেই ধর্মসমূহের বিরাগ বা ঔদাস্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যায়িত হয়' কথা হইতে নির্বাণের কারণভূত বিরাগ বা অলোভ সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ)। দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি দ্বিপদগণের মধ্যে পঞ্চচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ)। ইহা স্তুতি।

'হে ভিক্ষুগণ, অগ্র বা শ্রেষ্ঠ তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? ১. হে ভিক্ষুগণ, যতদূর সম্ভব পদহীন (সর্প মৎস্যাদি) সত্ত্বগণ হউক অথবা দ্বিপদ (মনুষ্য পক্ষী জাতি প্রভৃতি) সত্ত্বগণ হউক অথবা চতুষ্পদ (গো অশ্ব প্রভৃতি) সত্ত্বগণ হউক অথবা বহুপদ (শতপদী ইত্যাদি) সত্ত্বগণ হউক অথবা রূপী (কামাবচর ও রূপাবচর) সত্ত্বগণ হউক অথবা অরূপী (অরূপাবচর সত্ত্বগণ

হউক অথবা সংজ্ঞী সত্ত্বগণ হউক অথবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা (চেতন অবচেতন অবস্থার) সত্ত্বগণ হউক তথাগত তাহাদিগকে অগ্র বা উত্তম বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, প্রবর বা উদারচেতা বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। যদিও অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ইহা আখ্যা দিয়া থাকেন। তথাপি হে ভিক্ষুগণ, যতদূর সম্ভব যেই ধর্মসমূহের ইহা আখ্যা দিয়া থাকেন। তথাপি হে ভিক্ষুগণ, যতদূর সম্ভব যেই ধর্মসমূহের প্রজ্ঞপ্তি বা নিয়ামন কারণভূত হউক অথবা (নির্বাণ উপলব্ধির হেতু) অকারণভূত হউক, বিরাগ আছে তথাগত সেই ধর্মসমূহকে অগ্র বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন প্রবর বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন এই আত্মশ্লাঘা বা অহমিকা নির্মর্দনকরণ... পূর্ববৎ, নিরোধ নির্বাণ দর্শন হইয়া থাকিলে। হে ভিক্ষুগণ, যতদূর সম্ভব ভিক্ষুসংঘের প্রতি প্রজ্ঞপ্তি গণ গণের বা দলবদ্ধ ভিক্ষুসংঘের প্রতি প্রজ্ঞপ্তি, মহাভিক্ষুসংঘের সম্মেলনের প্রতি প্রজ্ঞপ্তি, তথাগতের শ্রাবকসংঘ রক্ষা করিয়া থাকেন, তথাগত তাহাদিগকে অগ্র বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, প্রবর বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, এই চারি পুরুষ যুগল আটজন পুরুষ পুদ্‌গল... পূর্ববৎ, সংসারে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হইয়া থাকিবেন। শাস্তা নরসিংহের সমস্ত অনবদ্য কুশল অক্ষত বা অনিন্দিত লোকোত্তর ধর্ম এবং গণ বা ভিক্ষুসংঘ—এই তিনটি রত্ন গুণবশে সর্বলোকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পুরুষ দমনকারী চক্ষুষ্মান নরশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতগণের সম্মান প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পদ্ম সদৃশ পরিপূর্ণ গুণে ভূষিত আর্যশ্রমণগণের সমূহরূপ গণ বা দল সেই তিনটি সর্বলোকে শ্রেষ্ঠ।

অপ্রতিসম বা অতুলনীয় শাস্তা, সর্বপ্রকার অনুশোচনাদি শান্তিকারক ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ আর্য ভিক্ষুসংঘের গণ বা দল সেই তিনটি প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

(যথাভূত গুণ দ্বারা সত্য) সত্য নামক নিজ বা বুদ্ধ ক্ষমাশীল, আত্মগুণে সর্বলোক পরাজিত করিয়া স্থিত, সত্যধর্ম (অর্থাৎ পুনঃপুন জন্মের আবর্ত হইতে একান্ত নিঃসরণভাব দ্বারা সত্য আর পরিয়ত্তি বা ধর্মশাস্ত্রের বচনসহ নবলোকোত্তর ধর্ম) অপেক্ষা অধিক গুণশালী বা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো ধর্ম নাই, আর্য ভিক্ষুসংঘের নিত্য বিজ্ঞগণের পূজিত সেইজন্য সেই তিনটি সংসারে শ্রেষ্ঠ।

জন্ম ক্ষয়ে নির্বাণদর্শী এবং সত্ত্বগণের হিতের জন্য অনুকম্পাকারী ভগবান বুদ্ধ তাঁহার স্বয়ম্ভূ জ্ঞান দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া বলিয়াছেন, ‘এই একটি মাত্র মার্গ বা রাস্তা। এই মার্গ দ্বারা সত্ত্বগণ পূর্বে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

যাহা দুঃখ প্লাবন উত্তীর্ণ হয় এই পথেই হইবে।' তাদৃশ সেই দেবমনুষ্য শ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে সত্ত্বগণ নির্বাণের বিশুদ্ধি পক্ষ হইতে নমস্কার করিয়া থাকে। ইহা স্তুতি।

সংক্ষিপ্ত শাসন প্রস্থান বর্ণনা

[এইরূপে দুই প্রকারেও শাসন প্রস্থানকে নানা সূত্র পদ উদাহরণ দ্বারা বিভাগ করিয়া এখন সংক্লেশভাগীয় ইত্যাদি অনুরূপ করিয়া দেখাইতে পুনঃ 'লৌকিক সূত্র' ইত্যাদি আরম্ভ করা হইল। উহাতে—]

উহাতে লৌকিক সূত্রকে দুইটি সূত্র দ্বারা নির্দেশিতব্য-সংক্লেশভাগীয় দ্বারা এবং বাসনাভাগীয় দ্বারা। লোকোত্তর সূত্রকেও তিনটি সূত্র দ্বারা নির্দেশিতব্য-দর্শনভাগীয় দ্বারা, ভাবনাভাগীয় দ্বারা (অর্থাৎ নির্বেধভাগীয় দ্বারা নির্বেধভাগীয়কে এইরূপে দর্শনভাগীয় ও ভাবনাভাগীয়রূপে দুইভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে) এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় দ্বারা। (সংক্লেশভাগীয় ইত্যাদি এবং দর্শনভাগীয় ইত্যাদি উভয়ের দ্বারা নির্দেশিতব্য অভিপ্রায়ে) লৌকিক ও লোকোত্তর সূত্রের মধ্যে যেই যেই পদকে সংক্লেশভাগীয় অথবা বাসনাভাগীয় বলিয়া দৃষ্ট হয় সেই সেই প্রকারে লৌকিক বলিয়া নির্দেশিতব্য, যেই যেই পদকে দর্শনভাগীয় অথবা ভাবনাভাগীয় অথবা অশৈক্ষ্যভাগীয় বলিয়া দৃষ্ট হয় সেই সেই প্রকারে লোকোত্তর বলিয়া নির্দেশিতব্য। বাসনাভাগীয় সূত্র সংক্লেশভাগীয় সূত্রকে পরিত্যাগের জন্য, দর্শনভাগীয় সূত্র বাসনাভাগীয় সূত্রকে পরিত্যাগের জন্য, ভাবনাভাগীয় সূত্র দর্শনভাগীয় সূত্রকে পরিত্যাগের জন্য, অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র ভাবনাভাগীয় সূত্রকে পরিত্যাগের জন্য এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্র এই সংসারে সুখ অবস্থানের জন্য।

[এখন তিক বা তিন পদের অনুরূপ করিয়া দেখাইবার জন্য 'লোকোত্তর' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।]

লোকোত্তর সূত্র সত্ত্বাধিষ্ঠান বা সত্ত্বগণের সিদ্ধান্তকে ছাব্বিশ প্রকার পুদ্গল বা ব্যক্তি দ্বারা নির্দেশিতব্য। তাহাদিগকে তিন প্রকার সূত্র দ্বারা সমানরূপে অন্বেষিতব্য দর্শনভাগীয় দ্বারা, ভাবনাভাগীয় এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় দ্বারা। উহাতে দর্শনভাগীয় সূত্রকে পঞ্চ পুদ্গল দ্বারা নির্দেশিতব্য। একবীজি দ্বারা (অর্থাৎ এই একই জন্মে স্রোতাপন্ন হইয়া ক্রমে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাকে বলা হয় একবীজি), কুলঙ্কুল দ্বারা (অর্থাৎ এই জন্মে তিন প্রকার

সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়া দুইবার কিংবা তিনবার দেব ও মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণের মধ্যে দুঃখের অন্তসাধন করিয়া থাকে ইহাকে বলা হয় কুলঙ্কুল), সত্তক্খত্তু পরম দ্বারা (অর্থাৎ এই জন্মে তিন প্রকার সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়া সাতবার দেব ও মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সপ্তমবারে দুঃখের অন্তসাধন করিয়া থাকে ইহাকে বলা হয় সত্তক্খত্তু পরম), শ্রদ্ধানুসারী হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ যেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাকে ধুর বা পূর্ববর্তী করিয়া স্রোতাপত্তি মার্গ উৎপন্ন করিয়া থাকে সেই ব্যক্তি মার্গক্ষণে শ্রদ্ধানুসারী নামে পরিচিত হইয়া থাকে কিন্তু ফলক্ষণে শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে পরিচিত হইয়া কথিত প্রকারে একবীজি ইত্যাদি ভেদে স্রোতাপন্ন হইয়া থাকে), ধর্মানুসারী হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ যেই ব্যক্তি প্রজ্ঞাকে ধুর বা পূর্ববর্তী করিয়া স্রোতাপত্তি মার্গ উৎপন্ন করিয়া থাকে সেই ব্যক্তি মার্গক্ষণে ধর্মানুসারী নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফলক্ষণে দৃষ্টিপ্রাপ্ত নামে পরিচিত হইয়া কথিত প্রকারে একবীজি ইত্যাদি ভেদে স্রোতাপন্ন হইয়া থাকে) দর্শনভাগীয় সূত্রকে এই পঞ্চ পুদ্গলের দ্বারা নির্দেশিতব্য। ভাবনাভাগীয় সূত্রকে দ্বাদশ পুদ্গলের দ্বারা নির্দেশিতব্য।

১. সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার দ্বারা, ২. সকৃদাগামী হওয়ার দ্বারা, ৩. অনাগামীফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার দ্বারা, ৪. অনাগামী হওয়ার দ্বারা, ৫. অন্তরা বা দুইয়ের মধ্যে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ যেই সাধক অবিছা ইত্যাদিতে তৎ তৎ অবস্থার আয়ুর মধ্যবর্তী অবস্থায় পরিনির্বাপিত হয় সেই সাধককে অন্তরাপরিনির্বাণ লাভী বলা হয়), ৬. উপহচ্চ বা স্পর্শিত না হইয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ যেই সাধক মধ্যবর্তী আয়ু অতিক্রম করিয়া অর্হত্তপ্রাপ্ত হইয়া পরিনির্বাপিত হয় সেই সাধককে বলা হয় উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী), ৭. অসংস্কার পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ সেইরূপ অবিছা ইত্যাদিতে উৎপন্ন হইয়া অসংস্কার দ্বারা অপ্রয়োগ দ্বারা অর্হত্ত লাভ করিয়া পরিনির্বাপিত হয় সেই সাধককে বলা হয় অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী), ৮. সসংস্কার পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা (অর্থাৎ যেই সাধক সসংস্কার দ্বারা সপ্রয়োগ দ্বারা অর্হত্ত লাভ করিয়া পরিনির্বাপিত হয় সেই সাধককে বলা হয় সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী), ৯. ঊর্ধ্বস্রোত দ্বারা (অর্থাৎ উপরোপরি ঊর্ধ্ব ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি স্রোতকে বলা হয় ঊর্ধ্বস্রোত), ১০. অকনিষ্ঠগামীর দ্বারা (অর্থাৎ প্রতিসন্ধি বা উৎপত্তিবশে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যায় বলিয়া অকনিষ্ঠগামী। ক. ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠগামী আছে, খ. ঊর্ধ্বস্রোত আছে অকনিষ্ঠগামী নাই, গ. ঊর্ধ্বস্রোত নাই

অকনিষ্ঠগামী আছে, ঘ. ঊর্ধ্বস্রোত নাই অকনিষ্ঠগামীও নাই। ১১. শ্রদ্ধাবিমুক্ত দ্বারা এবং ১২. দৃষ্টি বা সত্য বলিয়া বিশ্বাসপ্রাপ্ত চরম সত্যের সাধন দ্বারা ভাবনাভাগীয় সূত্রকে এই দ্বাদশ প্রকার পুদ্‌গল দ্বারা নির্দেশিতব্য। অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্রকে নয় প্রকার পুদ্‌গল দ্বারা নির্দেশিতব্য—১. শ্রদ্ধাবিমুক্ত হওয়ার দ্বারা, ২. প্রজ্ঞা বিমুক্ত হওয়ার দ্বারা, ৩. শূন্যতা বিমুক্ত হওয়ার দ্বারা, ৪. অনিমিত্ত বিমুক্ত হওয়ার দ্বারা, ৫. অপ্রণিহিত বিমুক্ত হওয়ার দ্বারা ৬. উভয় ভাগ হইতে বিমুক্ত দ্বারা (অর্থাৎ সেই সমস্ত লাভী বিক্ষম্ভণ বা পরিত্যাগ ও সমুচ্ছেদবশে উভয় ভাগ দ্বারা রূপকায় রূপস্কন্ধ বা দেহ নামকায় বা নামস্কন্ধ) অনুরূপ উভয়ভাগ হইতে বিমুক্ততা (উভয় ভাগ হইতে বিমুক্ত বলিয়া কথিত), ৭. সমশীর্ষী হওয়ার দ্বারা [অর্থাৎ এইখানে তিন প্রকার সমশীর্ষ; যথা : ক. ঈর্যাপথ সমশীর্ষী (অর্থাৎ উহাতে যেই সাধক ঈর্যাপথের স্থানাদিতে যেকোনো ঈর্যাপথ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া বিদর্শন আরম্ভ করিয়া থাকে সেই ঈর্যাপথ দ্বারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় সেই সাধককে ঈর্যাপথ সমশীর্ষী বলা হয়। খ. রোগ সমশীর্ষী (অর্থাৎ যেই সাধক রোগ ভোগকালীন অন্তরোগে বিদর্শন আরম্ভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই রোগ দ্বারা পরিনির্বাপিত হয় তাহাকে রোগশীর্ষী বলা হয়), গ. জীবিত শীর্ষী [অর্থাৎ পলিবোধ শীর্ষ বা বাধাশীর্ষ তৃষ্ণা, বন্ধনশীর্ষ মন, সংলগ্নতাশীর্ষ দৃষ্টি, বিক্ষেপশীর্ষ ঔদ্ধত্য, ক্লেশশীর্ষ অবিদ্যা, অধিমোক্ষ শীর্ষ বা দৃঢ়সংকল্প শীর্ষ শ্রদ্ধা, উদ্যমশীর্ষ বীর্য, উপস্থান শীর্ষ স্মৃতি, অবিক্ষেপ শীর্ষ সমাধি, দর্শনশীর্ষ প্রজ্ঞা, প্রবর্তশীর্ষ জীবনীশক্তি বা মনোবৃত্তি, গোচরশীর্ষ বিমোক্ষ, সংস্কারশীর্ষ নিরোধ এই তের প্রকার শীর্ষের মধ্যে অবিদ্যামূলক ক্লেশশীর্ষকে অর্হত্ত্বমার্গ পরাভূত করে, প্রবর্তশীর্ষকে জীবনীশক্তিকে চ্যুতিচিত্ত পরাভূত করে উহাতে অবিদ্যা নিয়ন্ত্রণকৃত্য জীবনীশক্তিকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। অবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ চিত্ত অন্য। জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী অন্য। যাহার এই শীর্ষদ্বয় সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায় তাহাকে জীবিত সমশীর্ষী বলা হয়।] ৮. প্রত্যেক বুদ্ধ হওয়ার দ্বারা, ৯. সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়ার দ্বারা, অশৈক্ষ্যভাগীয় সূত্রকে এই নয় প্রকার পুদ্‌গল দ্বারা নির্দেশিতব্য। এইরূপ লোকোত্তর সূত্র সত্ত্বাধিষ্ঠান। এই ছাব্বিশ প্রকার পুদ্‌গল দ্বারা নির্দেশিতব্য।

লৌকিক সূত্র সত্ত্বাধিষ্ঠানকে ঊনিশ প্রকার পুদ্‌গল দ্বারা নির্দেশিতব্য। তাহাদিগকে চরিত্র দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া সমানরূপে অন্বেষিতব্য কাহাকেও রাগ বা লোভ চরিত্রের দ্বারা, কাহাকেও দ্বেষ চরিত্রের দ্বারা, কাহাকেও রাগ চরিত্রের দ্বারা কাহাকেও রাগ চরিত্রের দ্বারা এবং দ্বেষ চরিত্রের দ্বারা কাহাকেও

রাগ চরিত্রের দ্বারা এবং মোহ চরিত্রের দ্বারা, কাহাকেও দ্বেষ চরিত্রের দ্বারা এবং মোহ চরিত্রের দ্বারা, কাহাকেও রাগ চরিত্রের দ্বারা মোহ চরিত্রের দ্বারা এবং দ্বেষ চরিত্রের দ্বারা। রাগ বা লোভ আরম্ভে স্থিত রাগ বা লোভচরিত্র, রাগ আরম্ভে স্থিত দ্বেষচরিত্র, রাগ আরম্ভে স্থিত মোহচরিত্র, রাগ আরম্ভে স্থিত রাগচরিত্র দ্বেষচরিত্র এবং মোহচরিত্র, দ্বেষ আরম্ভে স্থিত দ্বেষচরিত্র, দ্বেষ আরম্ভে স্থিত মোহচরিত্র, দ্বেষ আরম্ভে স্থিত রাগচরিত্র, দ্বেষ আরম্ভে স্থিত রাগচরিত্র দ্বেষচরিত্র এবং মোহচরিত্র, মোহ আরম্ভে স্থিত মোহচরিত্র, মোহ আরম্ভে স্থিত রাগচরিত্র মোহ আরম্ভে স্থিত দ্বেষচরিত্র, মোহ আরম্ভে স্থিত রাগচরিত্র দ্বেষচরিত্র এবং মোহচরিত্র। লৌকিক সূত্র সত্ত্বাধিষ্ঠানকে এই ঊনিশ প্রকার পুদ্গল দ্বারা নির্দেশিতব্য।

বাসনাভাগীয় সূত্রকে শীলবান দ্বারা নির্দেশিতব্য। সেই শীলবান পাঁচজন পুদ্গল বিশেষ প্রাকৃতিকশীল (স্বাভাবিক ধর্ম বা ধারা) সমাদান শীল বা ধর্মকর্ম প্রতিপালনশীল, চিত্তপ্রসাদ (অর্থাৎ কর্মফলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা), শমথ, বিদর্শন, বাসনাভাগীয় সূত্রকে এই পাঁচ প্রকার পুদ্গলের দ্বারা নির্দেশিতব্য। এই পঞ্চ প্রকার ধর্ম লোকোত্তর সূত্র অধিষ্ঠানকে তিনটি সূত্র দ্বারা নির্দেশিতব্য দর্শনভাগীয় দ্বারা, ভাবনাভাগীয় দ্বারা এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় দ্বারা। লৌকিক এবং লোকোত্তরকে সত্ত্বাধিষ্ঠান এবং ধর্মাধিষ্ঠান এই উভয়ের দ্বারা নির্দেশিতব্য। জ্ঞানকে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্দেশিতব্য। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় দ্বারা, প্রজ্ঞাবল দ্বারা, অধিপ্রজ্ঞা বা উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ দ্বারা (অর্থাৎ ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষামূলক সম্বোধি অঙ্গ দ্বারা), সম্যক দৃষ্টি দ্বারা, উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারা, সন্তীরণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা দ্বারা ধর্মে জ্ঞান দ্বারা, অনুক্রমে জ্ঞান দ্বারা, ক্ষয়ে জ্ঞান দ্বারা, অনুৎপত্তি জ্ঞান দ্বারা, অনন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা বা অর্হত্ত্বে জ্ঞান দ্বারা, অনন্য ইন্দ্রিয় বা ধর্মজ্ঞান দ্বারা, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিজ্ঞতা দ্বারা, মেধা দ্বারা অথবা যেই যেই জ্ঞান অধিগত হয় সেই সেই প্রজ্ঞাধিবচন দ্বারা নির্দেশিতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান দ্বারা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বারা, হীন ও প্রণীত দ্বারা, দূরস্থিত ও নিকটস্থিত দ্বারা, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দ্বারা, কুশল-অকুশল অব্যাখ্যাকৃত দ্বারা, সংক্ষেপত ছয় প্রকার আরম্মন দ্বারা নির্দেশিতব্য। জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য বিষয় তদুভয় দ্বারা নির্দেশিতব্য। প্রজ্ঞা ও আরম্মন ভূত জ্ঞাতব্য, যাহা কিছু আরম্মনভূত আধ্যাত্মিক অথবা বাহিরের বিষয় সেই সব বিষয়কে সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত দ্বারা নির্দেশিতব্য।

দর্শন, ভাবনা, স্বকীয় বচন বা নিজ কথা, পরবচন বা অপরের কথা উত্তর প্রদানের যোগ্য, উত্তর প্রদানের অযোগ্য, কর্ম, বিপাক সর্বত্র তদুভয়কে সূত্রে যেইরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপে লব্ধমান হইতে উপধারণ করিয়া বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নির্দেশিতব্য। ভগবান যাহা কিছু অন্যতর কথা ভাষণ করিয়াছেন (অর্থাৎ লৌকিক-লোকোত্তরাদি সূত্রসমূহের মধ্যে একটি সূত্রে দুইটি করিয়া বলা হইয়াছে সেই সূত্রসমূহে যাহা কিছু অন্যতর কথা এক কথায় ভাষণ করিয়াছেন নির্দেশ করিয়াছেন) তৎ সমস্তকে যেইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন বা বলিয়াছেন সেইরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। হেতু দুই প্রকার—যাহা কর্ম এবং যাহা ক্লেশসমূহ। সমুদয় বা দুঃখের কারণসমূহ, ক্লেশসমূহ, উহাতে ক্লেশসমূহ সংক্লেশভাগীয় বা অবিশুদ্ধভাগীয় সূত্রের দ্বারা নির্দেশিতব্য। সমুদয় বা দুঃখের কারণ সংক্লেশভাগীয় এবং বাসনাভাগীয় সূত্রের দ্বারা নির্দেশিতব্য। উহাতে কুশলকে চারি প্রকার সূত্রে নির্দেশিতব্য বাসনাভাগীয় দ্বারা, দর্শনভাগীয় দ্বারা, ভাবনাভাগীয় দ্বারা এবং অশৈক্ষ্যভাগীয় দ্বারা। অকুশলকে সংক্লেশভাগীয় সূত্রের দ্বারা নির্দেশিতব্য। কুশলকে এবং অকুশলকে তদুভয়ের দ্বারা নির্দেশিতব্য। ভগবানের অনুমতি প্রদত্তকে অননুমতি প্রদান দ্বারা নির্দেশিতব্য। উহা পঞ্চবিধ—সংযম, পরিত্যাগ, ভাবনা প্রত্যক্ষকরণ, যুক্তিযুক্ত অনুক্রম। যাহা দৃশ্যমান হয় সেই সেই ভূমিসমূহে সেই যুক্তিযুক্ত অনুক্রম দ্বারা নির্দেশিতব্য। ভগবানের প্রত্যাখ্যানকে প্রত্যাখ্যানকরণ দ্বারা নির্দেশিতব্য। অনুজ্ঞা বা অনুমতি প্রদত্তকে এবং প্রত্যাখ্যানকে তদুভয়ের দ্বারা নির্দেশিতব্য। স্তুতি প্রশংসার দ্বারা নির্দেশিতব্য। সেই স্তুতি পঞ্চ প্রকারে জ্ঞাতব্য—ভগবান, ধর্মের, আর্য ভিক্ষুসংঘের, আর্যধর্মসমূহের শিক্ষা দ্বারা, লৌকিকগুণ সম্পত্তি দ্বারা এইরূপে স্তুতি পঞ্চ প্রকারে নির্দেশিতব্য। ইন্দ্রিয় ভূমি নয় প্রকার পদ দ্বারা নির্দেশিতব্য। ক্লেশভূমি নয় প্রকার পদ দ্বারা নির্দেশিতব্য। এইরূপে আঠারো প্রকার পদ হইয়া থাকে। নয় প্রকার পদ কুশল এবং নয় প্রকার পদ অকুশল। সেইজন্য বলা হইয়াছে, 'আঠারো প্রকার মূলপদ কোথায় দ্রষ্টব্য? শাসন প্রস্থানে দ্রষ্টব্য'। সেইজন্য আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন বলিয়াছেন :

'নয় প্রকার মূলপদ দ্বারা কুশলপক্ষ যোজনা করা হইয়াছে আর নয় প্রকার মূলপদ দ্বারা অকুশলপক্ষ যোজনা করা হইয়াছে। এই মূলপদ গুলিতেই নিঃসন্দেহে আঠারো প্রকার মূলপদ হইয়াছে।'

[নিযুক্ত শাসন প্রস্থান সমাপ্ত]

এইরূপে নেত্তি সমাপ্ত হইল যাহা আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন ভাষণ করিয়াছেন, ভগবান অনুমোদন করিয়াছেন এবং মূল সঙ্গীতিতে সঙ্গীত হইয়াছে।

॥ নেত্তিপ্রকরণ সমাপ্ত ॥

ইদং মে পুঞ্ঞং ছলভিঞ্ঞা ঞাণং পটিলাভায সংবত্ততু।

আমার এই পুণ্যে ষড়ভিজ্ঞা জ্ঞান লাভের হেতু হউক।

*   *   *

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) *প্রতি সেট ২০,০০০/-*